Contents

তাহকীক

সুনান ইবনু মাজাহ

(বঙ্গানুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

Contents

تحقيق سنن ابن ماجة

তাহকীক

সুনান ইবনু মাজাহ

২য় খণ্ড (১৬৩৮-২৮৮১)

(বঙ্গানুবাদ)

আল-হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ
ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

তাহ্কীক

সুনান ইবনু মাজাহ

২য় খণ্ড

(বঙ্গানুবাদ)

(১৬৩৮-২৮৮১)

আল-হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৪, রামাদান ১৪৩৫ হিজরী

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-90228-3-1

মূল্য: ৭৪০ (সাতশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স, ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা।

Tahqiq Sunan Ibnu Majah by : Imam Abu Abdullah Ibn Yazeed Ibn Abdullah Ibn Majah Al-Qazvini (Rahimahullah). Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Website : www.tawheedpublications.com Email : tawheedpp@gmail.com. Price : 740 Taka Bangladeshi. 60 Saudi Riyals. 15 US $

প্রকাশকের কথা

যাবতীয় গুণগান আল্লাহ তাআলার নিমিত্তে। যিনি মানুষের জন্য হিদায়াতের জন্য দু'প্রকারের ওয়াহয়ী প্রেরণ করেছেন যার হিফাযতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয় আমি যিক্‌র (ওয়াহয়ীয়ে মাতলু ও ওয়াহয়ীয়ে গায়র মাতলু) অবতীর্ণ করেছি আর তার হিফাযত আমিই করব। (সূরা আল হিজর : ৯ আয়াত)

অনেকেই যিক্‌র দ্বারা শুধু ওয়াহয়ীয়ে মাতলু আল-কুরআনকেই উদ্দেশ্য করে থাকেন। কিন্তু সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, যিক্‌র দ্বারা উভয়টাকে বোঝানো হয়েছে। অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

রসূল নিজ প্রবৃত্তি হতে কোন কথা বলেন না, তাঁর উক্তি কেবল ওয়াহয়ী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।

(সূরা আন নাজম : ৩-৪ আয়াত)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর বহু দিনের চিন্তার প্রতিফলন অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পাদিত হলো, আল হামদু লিল্লাহ। তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ এটিকে গতানুগতিক ধারার চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে সুবিজ্ঞ পাঠক মহলের করকমলে তুলে ধরার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দেশে বিদেশে অবস্থিত গবেষকগণ তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কোন স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে সহজেই অনুমান করতে পারবেন। বিশেষ করে হাদীস্রের সনদ, তাখরীজ, রাবীর জারহ তা'দীল সম্পর্কিত প্রামাণিক আলোচনা, পরিসংখ্যান, সর্বোপরি আরবী বর্ণমালার নতুন উচ্চারণ নীতিমালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্টগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করে পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এ বিশেষ কাজ সম্পাদনে সর্বপ্রথম যার নিকট চির কৃতজ্ঞ তিনি হলে সউদী মন্ত্রণালয় নিয়োগপ্রাপ্ত দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসী শায়ক আকমাল হুসাইন বিন বদীউজ্জামান। অত্র গ্রন্থটির সম্পাদনায় আরো যার অবদানকে খাটো করে দেখার মোটেও সুযোগ নেই তিনি হলেন, তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর প্রতিষ্ঠাতো অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক। পাশাপাশি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল খাবীর (গোদাগাড়ী) ও শায়খ আল আমীন বিন ইউসুফ হাফিযাহুমাল্লাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এটিকে চূড়ান্ত রূপদানের ব্যাপারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাছাড়া এ বৃহৎ প্রকল্প বায়স্তবায়নে যারা প্রেরণা যুগিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা সকলকে এর উত্তম জাযা' দিন। আমীন।

এ কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রইল এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদেরকে অবিহত করুন। ইন শা' আল্লাহ আপনাদের সুপরামর্শ সুবিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রকাশনার ক্ষেত্রে তা পাথেয় হয়ে থাকবে।

সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকট দুআ'র আবেদন রইল, যেন আপনাদের প্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্য মৌলিক হাদীসগ্রন্থ; যেমন, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈসহ যুগের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো সমৃদ্ধ আকারে প্রকাশ করতে পারে। আমাদের গবেষণা বিভাগ যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ইন শা' আল্লাহ অচিরেই এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে।

হে আল্লাহ! এ কাজটির ওয়াসিলায় তোমার নিকট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মাগফিরাত ও দয়া কামনা করছি। আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল কর। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ ওয়ালিয়্যুল্লাহ

পরিচালক, তাওহীদ পাবলিকেশন্স

Contents

তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ এর মুহাক্কিক্বৃন্দ

- মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল জু'ফী, আল বুখারী (জন্ম: ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী।)
- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন বিন নূহ বিন নাজাতী, আবূ আবদুর রহমান আল আলবানী (মৃত্যু : ১৪২০ হিজরী)
- আলী বিন আমর বিন আহমাদ, আবুল হাসান আদ দারাকুতনী (মৃত্যু: ৩৮৫ হিজরী)
- আহমাদ বিন আলী বিন স্বাবিত, প্রসিদ্ধ নাম, খাতীব আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৩)
- মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কায়মায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরী)
- আবদুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরী)
- আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (মৃত্যু: ৬২৮ হিজরী)
- আবূ হাফস্ উমার বিন শাহীন
- আবূ বিশর আদ দাওলানী
- আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী
- আবূ হাতিম আর রাযী
- আবূ ঈসা আত তিরমিযী
- আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী
- আহমাদ বিন সালিহ আল-মিস্রী
- আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস
- আবদুর রহমান বিন মাহদী
- আল-মিযযী
- ইমাম যাহাবী
- ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী
- ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান
- ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান
- নূরুদ্দীন আল-হায়স্বামী
- মাকহূল আশ শামী
- মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী
- মাসলামাহ বিন কাসিম
- সুলায়মান বিন দাউদ আত তায়ালাসী
- যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী
- আবূ বাকর আহমাদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার (২১৫-২৯২ হিজরী)
- আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ আবূ আহমাদ আল জুরজানী (মৃত্যু: ৩৬৫ হিজরী)
- আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আস্ববাহানী (মৃত্যু: ৪৩০)
- আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বিন আলী, আবূ বাকর বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮)
- আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান বিন মুআয বিন মা'বাদ আত তামীমী (মৃত্যু: ৩৫৪ হিজরী)
- আল মুবারাক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযারী (মৃত্যু: ৬০৬ হিজরী)
- আবূ বাকর বিন আয়্যাশ বিন সালিম আল-আসদী আল-কূফী (মৃত্যু: ১৯৪ হিজরী)
- আবূ জা'ফার আল-উকায়লী
- আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী
- আবূ যুরআহ আর রাযী
- আবূ দাউদ আস সাজিসতানী
- আহমাদ বিন হাম্বাল
- আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী
- আলী ইবনুল মাদীনী
- আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী
- আল-আজালী
- ইমাম দারাকুতনী
- ইয়াহইয়া বিন মাঈন
- ইসহাক বিন রহওয়ায়
- ইবনু হাজার আল-আসকালানী
- ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ
- মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ
- মুহাম্মাদ বিন সা'দ
- মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম
- সুফইয়ান আস্ব স্বাওরী
- সুলায়মান বিন মূসা

তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী

১। হাদীসের প্রাণ হচ্ছে সনদ। ইন শা' আল্লাহ তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে মৌলিক হাদীসগ্রন্থগুলোর আরবীর পাশাপাশি বাংলায় পূর্ণ সনদ সহকারেই ধারাবাহিকভাবে হাদীসগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হবে। এ গ্রন্থেও আরবীর পাশাপাশি বাংলায় পূর্ণ সনদসহ প্রকাশ করা হলো। পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে রাবীর উপনাম ও উপাধী বা প্রসিদ্ধ নাম বন্ধনীর মধ্যে যোগ করা হয়েছে। কোন রাবীতে সমস্যা থাকলে সনদের নামের পাশেই বন্ধনীর মাধ্যমে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো অত্যন্ত দুর্বল রাবী সেগুলোর নামের নিচে আন্ডারলাইন করে দেয়া আছে। কোন হাদীসের একাধিক সনদ থাকলে তার সবগুলোই আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। সে সকল হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে অথচ হাদীসটির মতন সহীহ সেগুলোর কতগুলো শাওয়াহিদ হাদীস আছে কিংবা কোন কিতাবে আছে তা হাদীস নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ পাঠক দুর্বল রাবী থাকা সত্ত্বেও শাওয়াহিদ এর ভিত্তিতে হাদীস সহীহ হওয়াটা সহজেই বুঝতে পারে।

৩। প্রতিটি খণ্ডের শেষে হাদীস বর্ণনাকারী দুর্বল রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। রাবী নম্বরসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতির মধ্যে রাবীর পূর্ণ নাম, উপনাম, জন্মস্থান, বাসস্থান, রাবীর স্তর, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, কতজনের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট থেকে কতজন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার জারাহ তা'দীল বা দোষগুণ সম্পর্কে কতজন মুহাক্কিক পর্যালোচনা করেছেন সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে ৩৩১ জন, ২য় খণ্ডে ২৩৯ জন ও ৩য় খণ্ডে ২৭৩ জন রাবী রয়েছে।

৬। রাবীদের জারাহ তা'দীল বা দোষগুণ বর্ণনাকারী শতাধিক মুহাক্কিকের নামের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। প্রতিটি হাদীসকে মূলতঃ ৯টি হাদীস গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুয়াত্তা' মালিক, মুসনাদ আহমাদ ও দারিমী)-এর আলোকে তাখরীজ করা হয়েছে। পাশাপাশি শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর বেশ কয়েকটি গ্রন্থসহ প্রায় ৬০টি গ্রন্থের তাখরীজ সংযোজন করা হয়েছে।

৫। প্রতিটি হাদীসের শেষে যে নম্বরগুলো দেয়া হয়েছে তাতে পাঠক ও গবেষকবৃন্দ একই বিষয়ের উপর কোথায় কতটি হাদীস আছে তা সহজে জানতে পারবেন। মূল হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক মিল থাকা হাদীসগুলোর নাম্বার উল্লেখ করেছি। কোন হাদীসগ্রন্থে এক বিষয়ের একাধিক হাদীস থাকলে তার অধিকাংশ পুনরাবৃত্তি নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। দঈফ হাদীসগুলোকে চারিদিকে সিঙ্গেল বর্ডার দিয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (তবে সুনান ইবনু মাজাহ-এর ১ম খণ্ডে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তা ছুটে গেছে। ইন শা' আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা ঠিক করা হবে।) আর প্রতিটি দঈফ বা দুর্বল রাবী চিহ্নিত করে মুহাদ্দিসগণের ১ থেকে প্রায় ২০টি পর্যন্ত পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। হাদীসের নম্বরের ক্ষেত্রে বুখারীর নম্বর ফাতহুল বারীর সঙ্গে, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ ফুওয়াদ আবদুল বাকীর নম্বরের সঙ্গে, তিরমিযীর নম্বর আহমাদ শাকিরের নম্বরের সঙ্গে, আবূ দাউদ মুহাম্মাদ মাহিউদ্দীন আবদুল হামীদের নম্বরের সঙ্গে, মুয়াত্তা' মালিক তার নিজস্ব নম্বরের সঙ্গে, নাসাঈ'র নম্বর আবূ গুদ্দার নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়েছে।

৮। বাংলা সূচীপত্রের পাশাপাশি আরবী সূচীও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। আরবী নামের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ রোধকল্পে প্রায় প্রতিটি আরবী শব্দ বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে একটি সহজ বানানরীতির মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন আয়েশা এর পরিবর্তে আয়িশাহ, জুম্মা এর পরিবর্তে জুমুআহ, লায়স এর পরিবর্তে লায়স্র, নামাজ এর পরিবর্তে স্বলাত, আবূ তালিব এর পরিবর্তে আবূ ত্বালিব, সালেহ এর পরিবর্তে স্বালিহ, হাফেয এর পরিবর্তে হাফিয, কুরআন এর পরিবর্তে কুরআন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচলিত বানানে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। যা "সুনান ইবনু মাজাহ'র কিছু পরিসংখ্যান" এর শেষাংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

১০। সুনান ইবনু মাজাহ'র যত জায়গায় কুরআনের আয়াত এসেছে এমনকি আয়াতের একটি শব্দ আসলেও সেটির সুরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। ইন শা' আল্লাহ সমৃদ্ধশালী অধ্যায়ভিত্তিক সূচী নির্দেশিকাসহ প্রতিটি খণ্ডে থাকবে সংক্ষিপ্ত পর্বভিত্তিক বিশেষ সূচী নির্দেশিকা। এতে কোন পর্বে কতটি অধ্যায় ও কতটি হাদীস্র রয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে জানা যাবে।

১২। হাদীস্রে কুদসী চিহ্নিত করে হাদীস্রের নম্বর উল্লেখ।

১৩। মুতাওয়াতির, ১৪। মারফূ', ১৫। মাওকূফ ও ১৬। মাকতূ' হাদীস্র নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সে হাদীস্রগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

১৭। প্রতিটি খণ্ডের শেষে পরবর্তী খণ্ডের কিতাব/পর্বভিত্তিক সূচী নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮। নাবী রাসূল ও ফিরিশতাগণের নাম কতবার এসেছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ অন্য নাবীগণের নাম কতবার এসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯। সুনান ইবনু মাজাহ্-এ বিভিন্ন স্থানের নাম, ২০। বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠির নাম কতবার এসেছে তাদের নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২১। সুনান ইবনু মাজাহ্-এ যে সকল স্থানে ইরসাল ও ইনকিতা' হয়েছে তার হাদীস্র নম্বর, ইরসাল ও ইনকিতা'কারী রাবীর নাম সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২২. সুনান ইবনু মাজাহ্-এ কবিতার চরণ কতটি ও কোথায় কোথায় এসেছে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩। সুনান ইবনু মাজাহ-এ ইমাম ইবনু মাজাহ ও তার ছাত্রদের বক্তব্য যত স্থানে এসেছে তা পর্বভিত্তিক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনু মাজাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হাদীস্র সংকলনের ইতিহাসে যে কয়জন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস্র এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে, বিশেষ করে কুতুবুস সিত্তাহ (৬টি হাদীস্রগ্রন্থ) বা কুতুবুত তিসআহ (৯টি) হাদীস্রগ্রন্থ এর মধ্যে, তাদের মধ্যে ইমাম ইবনু মাজাহ অন্যতম। হাদীস্র সংকলনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

নামঃ আল-ইমামুল মুহাদ্দিস্র আল হাফিযুস্র স্রিকাহ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বিন মাজাহ আর রিবঈ আল কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।

জন্ম ও জন্মস্থানঃ ইমাম ইবনু মাজাহ ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সমুদ্র উপকূলবর্তী আযারবায়যান প্রদেশের কাযবীন শহরে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। [যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৩৮]

শিক্ষাজীবনঃ আব্বাসীয় যুগে বিশেষতঃ খালীফাহ মামূনের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় উৎকর্ষ সাধিত হয়, সে সময় ইমাম ইবনু মাজাহ তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। হিজরী তৃতীয় শতকের শুরু হতেই কাযবীন শহরটি হাদীস্র চর্চায় ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে। যে সকল মুহাদ্দিস এ শহরে আগমন ও বসবাস করে একে ধন্য ও প্রসিদ্ধ করেছিলেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন স্রাকিব, হাফিয আলী বিন মুহাম্মাদ আত তানাফাসী। [মৃ. ২৩৩ হি.] আবূ হাজার আমর বিন রাফিঈ আল-বাজালী [মৃ. ২৩৭ হি.] ইসমাঈল বিন তাওবাহ আবূ সাহল কাযবীনী [মৃ. ২৪৭ হি.] হারূন বিন মূসা আত তামীমী [মৃ. ২৪৮ হি.] ও মুহাম্মাদ বিন আবী খালিদ আল-কাযবীনী প্রমুখ। ইমাম ইবনু মাজাহ বাল্যকালেই উল্লিখিত মুহাদ্দিস্রগণের নিকট থেকে হাদীস্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। [যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৩৮]

হাদীস্র অন্বেষণে দেশ ভ্রমণঃ ইমাম ইবনু মাজাহ ২১-২২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বদেশেই হাদীস্র শিক্ষা লাভ করেন। ২৩০ হিজরী সনে হাদীস্রের উচ্চতর শিক্ষ লাভের আশায় বিদেশ পরিভ্রমণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, কূফা, বাস্রাহ, বাগদাদ, মক্কা, মাদিনাহ, সিরিয়া, মিস্র, খুরাসান ও রায় বলখ প্রভৃতি দেশের হাদীস্র চর্চার বৃহৎ কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস্রগণের নিকট থেকে হাদীস্র অধ্যায়ন করেন। [তাহযীবুত তাহযীব খ. ৯, পৃ. ৬৩০; আফিয়াতুল আয়্যান খ. ৪ পৃ. ৬১৪]

শিক্ষক মণ্ডলিঃ ইমাম ইবনু মাজাহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতঃ তৎকালীন যুগের অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস্রবিদের নিকট থেকে হাদীস্র শিক্ষালাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ বাকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, আবূ সা'দ আবদুল্লাহ আল-সাদা, আবূ মূসা বিন মূসা বিন হিব্বান তামীমী, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস সাগানী, মুহাম্মাদ বিন মামূন আল-খায়্যাত, হাম্মাদ বিন ইয়া'কূব প্রমুখ। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ. ১৩, পৃ. ২৭৭-২৭৮; মু'জামুল বুলদান খ.৭, পৃ. ৮০]

ছাত্রবৃন্দঃ তৎকালীন যুগের অনেক জ্ঞান পিপাসু ইমাম ইবনু মাজাহ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। তন্মধ্যে আলী বিন সাঈদ, সুলায়মান বিন ইয়াযীদ, ইবরাহীম বিন দীনার, আহমাদ বিন ইবরাহীম কাযবীনী, আহমাদ বিন রূহ শায়বানী, ইসহাক বিন মুহাম্মাদ, জা'ফার বিন ইদ্রিস, হুসায়ন বিন আলী, ইবনুল কাত্তান, মুহাম্মাদ বিন ঈসা আস্র স্রফফা প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। [আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ খ. ১১, পৃ. ৫২; তাহযীবুত তাহযীব খ. ৯, পৃ. ৬৩১]

রচনাবলীঃ ইমাম ইবনু মাজাহ তার ৬৪ বছর জীবনের ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মাহর স্মৃতিপটে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১.আস সুনানঃ এটি হাদীস্র শাস্ত্রে তার অনবদ্য কীর্তি, যা কুতুবুস সিত্তাহর অন্তর্গত এক বিরাট হাদীস্র সংকলন।

২. আত তাফসীরঃ তিনি হাদীস্রের ভিত্তিতে আল-কুরআনের একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফিয ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ গ্রন্থের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।

৩. আত তারীখঃ ইমাম ইবনু মাজাহর অপর অনন্য সৃষ্টি হলো ইতহাস গ্রন্থ।

মৃত্যুঃ আব্বাসীয়া খালীফাহ মু'তামিদ বিল্লাহ এর খিলাফাতকালে ইমাম ইবনু মাজাহ ২৭৩ হিজরির ২২ শে রমাদান সোমবার মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৮৮৬ খ্রি. ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাদ বিন আলী কাহরুমান এবং ইবরাহীম বিন দীনার তাকে গোসল করান। তার ভাই আবূ বাকর জানাযার স্রলাত পড়ান। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ.১৩; পৃ. ২৭৯]

সতর্কবাণী!

সম্মানিত পাঠক! সুনান ইবনু মাজাহ'র হাদীসের পাঠ শুরু করার আগে আপনি নিম্নলিখিত কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করুন।

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ওয়াহয়ীয়ে মাতলূ অর্থাৎ জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক পঠিত হয়ে তাঁর মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেয়া হয়েছে। আর সহীহ হাদীস হল গায়র মাতলূ অর্থাৎ যা পঠিত হয়নি বরং আল্লাহ তাআলা সরাসরি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরে সংস্থাপিত করেছেন। কুরআনও ওয়াহয়ী, সহীহ হাদীসও ওয়াহয়ী। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (٤)}

আল্লাহর রাসূল নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না, তাঁর কথা হল ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়। (সূরা আন-নাজম ৫৩/৩-৪)

{وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا}

আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। (সূরা আল-হাশর ৫৯/৭)

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا (٣٦)}

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতঃই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (সূরা আল-আহযাব ৩৩/৩৬)

{وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَإِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا}

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা আল-জ্বিন ৭২/২৩)

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (٦٥)}

কিন্তু না, তোমার রব্বের কসম! তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা তাদের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে তোমাকে বিচারক সাব্যস্ত না করে এবং তুমি যে ফয়সালা প্রদান কর তা দ্বিধাহীন চিত্তে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করে না নেয়। (সূরা আন-নিসা ৪/৬৫)

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهٖٓ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٦٣)}

সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হয়ে পড়ে। (সূরা আন-নূর ২৪/৬৩)

যারা সহীহ হাদীস বিরোধী টীকা সংযোজন করে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে পাঠকদেরকে সহীহ হাদীস না মানার জন্য আহ্বান জানায় তারা ঈমানদার হিসেবে গণ্য হতে পারে কি না এ বিষয়টি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বিচার্য।

"ওমুক মতে এই, ওমুক মতে এই"- এসব কথা বলে মুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? মুসলিমগণ একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে বাধ্য, ওমুক তমুকের মত মানতে বাধ্য নয়।

অতএব, আসুন! আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতি আমাল করে পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।

সুনান ইবনু মাজার কিছু পরিসংখ্যান

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ১৬৯ স্থানে কুরআনের আয়াত ব্যবহৃত হয়েছে

তন্মধ্যে ভূমিকা পর্বে ২১ বার, পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ৩ বার, স্বলাত পর্বে ২ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ২ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ২২ বার, জানাযাহ পর্বে ৬ বার, স্বিয়াম পর্বে ২ বার, যাকাত পর্বে ৫ বার, বিবাহ পর্বে ৮ বার, তালাক পর্বে ৫ বার, কাফ্ফারাসমূহ পর্বে ১ বার, ব্যবসা-বাণিজ্য পর্বে ১ বার, বিচার ও বিধান পর্বে ৫ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওসিয়াত পর্বে ৩ বার, ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ২ বার, জিহাদ পর্বে ৮ বার, হজ্জ পর্বে ১১ বার, যবেহ করা পর্বে ২ বার, চিকিৎসা পর্বে ৬ বার, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্বে ১ বার, শিষ্টাচার পর্বে ৫ বার, দুআ' পর্বে ৩ বার, স্বপ্নের ব্যাখ্যা পর্বে ১ বার, কলহ-বিপর্যয় পর্বে ১২ বার, পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি পর্বে ৩০ বার।

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ২৬টি কুদসী হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

১৪০৩, ১৫৯৭, ১৬৩৮, ২৭০৭, ২৭১০, ২৮০০, ২৮০১, ৩৪৭০, ৩৭৮৪, ৩৭৯২, ৩৭৯৪, ৩৮০১, ৩৮২১, ৩৮২২, ৩৮২৩, ৪১০৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪২০২, ৪২৫৭, ৪২৭৫, ৪২৯৯, ৪৩০০, ৪৩২৮, ৪৩৩৬, ৪৩৩৯

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ৩৫৪টি মুতাওয়াতির হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

৬, ৭, ৯, ১০, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৪,
৪৫, ৪৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৬, ১১৫, ১২১, ২৩৩,
২৩৪, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৬, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০,
৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮,
৪১৯, ৪২০, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮,
৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪,
৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫৪৩, ৫৪৪,
৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬,
৫৫৭, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৭, ৬০৪, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০,
৬৮১, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৫৮,
৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৭৪,
৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫,
৯০৯, ৯১৪, ৯১৬, ১০১৪, ১০১৫, ১০২২, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪৭, ১০৪৮,
১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৮৮,
১০৯৭, ১০৯৮, ১১১০, ১১১১, ১১৮০, ১১৯৩, ১১৯৪, ১২২৭, ১২২৮, ১২৩৮, ১২৩৯,
১২৪৮, ১২৫০, ১২৬৩, ১২৬৯, ১২৭০, ১২৭১, ১৩৫২, ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৫৭, ১৩৬৩,
১৩৬৫, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৪০৪, ১৪০৫, ১৪০৬, ১৪০৯, ১৪১০, ১৪১৩, ১৪১৪, ১৪১৫,
১৪১৭, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১, ১৫২৭, ১৫২৮, ১৫২৯, ১৫৩০, ১৫৩১, ১৫৩২, ১৫৩৩,

১৫৫৩, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ১৬০৩, ১৬০৪, ১৬০৫, ১৬০৬, ১৬১৫, ১৬৫২, ১৬৫৪, ১৬৫৫, ১৬৬৪, ১৬৬৫, ১৬৮৩, ১৬৮৪, ১৬৮৫, ১৬৯২, ১৬৯৭, ১৬৯৮, ১৭১৯, ১৭২০, ১৭৩৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ১৭৩৬, ১৭৩৭, ১৭৩৮, ১৯০৯, ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৮০, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২১৬৭, ২১৭৫, ২১৭৬, ২১৭৭, ২২১৫, ২২১৬, ২২১৭, ২২৬৫, ২২৬৬, ২২৬৭, ২২৬৮, ২২৬৯, ২৩০৫, ২৩১৪, ২৩৬২, ২৪৪৯, ২৫৫১, ২৫৫৩, ২৫৫৪, ২৫৫৫, ২৫৫৬, ২৫৫৭, ২৫৫৮, ২৫৫৯, ২৫৬৫, ২৫৬৬, ২৫৮০, ২৫৮১, ২৫৮২, ২৭৫৫, ২৭৫৬, ২৭৫৭, ২৭৭৫, ২৭৮৬, ২৭৮৭, ২৭৮৮, ২৮৩৩, ২৮৩৪, ২৯৬৮, ২৯৬৯, ২৯৭১, ২৯৭৩, ২৯৭৪, ২৯৭৫, ২৯৯১, ২৯৯২, ২৯৯৩, ২৯৯৪, ২৯৯৫, ৩১১৫, ৩৩৮৩, ৩৩৮৬, ৩৩৮৭, ৩৩৮৮, ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৩৩৯৩, ৩৩৯৪, ৩৪০১, ৩৪৭১, ৩৪৭২, ৩৪৭৩, ৩৪৭৪, ৩৪৭৫, ৩৬৪২, ৩৬৪৩, ৩৬৫৪, ৩৯০০, ৩৯০১, ৩৯০২, ৩৯০৩, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯৩৩, ৩৯৩৬, ৩৯৪২, ৩৯৪৩, ৩৯৫৯, ৪০৪০, ৪০৪১, ৪০৪৭, ৪০৫০, ৪০৫১, ৪০৫২, ৪০৭১, ৪০৭২, ৪০৭৫, ৪০৭৮, ৪১৮৪, ৪১৯৪, ৪২৮৬, ৪৩০১, ৪৩০২, ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৩০৫, ৪৩০৭, ৪৩১০, ৪৩১১, ৪৩১৫, ৪৩১৭

নিম্নোক্ত নম্বরসমূহের ৭৯ টি হাদীস্র ব্যতীত ইবনু মাজাহ'য় বর্ণিত সবগুলো হাদীস্রই মারফূ'

৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩, ৭৩, ৭৪, ১০৬, ১২০, ১২৪, ১৩১, ১৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৬২, ২৬২, ২৯১, ৩২০, ৩৩৭, ৪৫০, ৫৬৫, ৫৯৫, ৬৩০, ৬৪৭, ৭৬০, ৭৮৫, ৮৩৪, ৮৪৩, ৮৪৮, ৯০৬, ৯৫৮, ১০৮২, ১০৯৯, ১১০২, ১১৮৩, ১৩১৭, ১৩৯৩, ১৪০৩, ১৪৫০, ১৪৫৭, ১৪৫৮, ১৪৬৪, ১৫১০, ১৫৯৭, ১৬১২, ১৬৩২, ১৬৩৮, ১৬৬৯, ১৭৮৭, ১৮২২, ১৮৭৮, ১৯২৫, ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৭৪, ২০২০, ২০২১, ২০২৫, ২০৩০, ২০৭৩, ২১১৩, ২২৭৬, ২২৮৮, ২৩৫০, ২৩৬৫, ২৩৯৩, ২৪৪৫, ২৪৪৭, ২৫২৬, ২৫৪১

ইবনু মাজাহ'য় মোট ৮২টি মাওকূফ হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ১০৬, ১২০, ১২৪, ১৩১, ১৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৬২, ২৬২, ২৯১, ৫৬৫, ৬৩০, ৬৪৭, ৭৬০, ৭৮৫, ৮৪৩, ৯০৬, ৯৫৭, ১০৮২, ১০৯৯, ১১০২, ১১৮৩, ১৩১৭, ১৩৯৩, ১৪৫৭, ১৪৬৪, ১৫১০, ১৬১২, ১৬৩০, ১৬৩২, ১৬৬৯, ১৭৮৭, ১৮২২, ১৮৭৮, ১৯২৫, ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৭৪, ২০২০, ২০২১, ২০২৫, ২০৩০, ২০৭৩, ২১১৩, ২২৭৬, ২২৮৮, ২৩৫০, ২৩৬৫, ২৩৯৩, ২৪৪৫, ২৪৪৭, ২৫২৬, ২৬৯৬, ২৭২৭, ২৭৯৩, ২৮০৭, ২৮২৮, ২৮২৯, ২৮৩৫, ২৮৪৭, ২৯৩৯, ২৯৮৫, ৩০১৮, ৩১৪৮, ৩১৭৩, ৩১৯৭, ৩২২০, ৩৩২৪, ৩৭৫৪, ৪১৯২

ইবনু মাজাহ'য় মাত্র ১টি মাকতূ' হাদীস্র রয়েছে যার নম্বর হলো ১৪৫০

নবী, রাসূল ও ফিরিশ্‌তা

মুহাম্মাদ (ﷺ) : শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাম এসেছে ১৩৫ বার। তন্মধ্যে ইবনু আবদুল মুত্তালিব নামে ১ বার, আবূল কাসিম নামে ৬ বার এবং মুহাম্মাদ নামে ১২৮ বার।

অন্যান্য নবীগণ: মুহাম্মাদ (ﷺ) ব্যতীত অন্যান্য নবীগণের নাম এসেছে ১৬৯ বার: তন্মধ্যে আদম (আলায়হিস সালাম) ৪৮ বার, আয়্যূব (আলায়হিস সালাম) ২ বার, ইবরাহীম ৩৫ বার, ইসহাক ১ বার, ইসমাঈল ৫ বার, দাঊদ ৭ বার, যাকারিয়্যা ১ বার, সুলায়মান ২ বার, ঈসা ২৩ বার, লূত ৫ বার, মূসা ২৭ বার, নূহ ৩ বার, হারূন ২ বার, হূদ ১ বার, ইয়া'কূব ১ বার, যূসুফ ৪ বার, যূনুস ২ বার।

ফিরিশ্‌তাগণ: ফিরিশ্‌তাগণের নাম এসেছে ৩৮ বার। তন্মধ্যে ইসরাফীল ১ বার, জিবরীল ৩৫ বার এবং মীকাঈল ২ বার।

স্থান, গোত্র বা গোষ্ঠী ও অন্যান্য

স্থানসমূহ: বিভিন্ন স্থানের নাম এসেছে ৭৪৩ বার। তন্মধ্যে আবতাহ ৩ বার, উবনা ২, আবওয়া ২, উহুদ ৩৩, আয়লাহ ২, বাদিয়াহ ২, বাহরায়ন ৫, বুহায়রাতুত তাবারিয়্যাহ ২, বাদর ১৪, বাস্‌রাহ ২, বাতহা' ৩, বাতনিল ওয়াদী ৪, বাকী' ১২, বুওয়ানাহ ২, বুওয়ায়রাহ ২, আল-বায়ত ৪০, বায়তুল মাকদিস ১৪, বায়দা' ২, তাবূক ৬, তিহামাহ ২,স্রানিয়্যাহ ২, স্রানিয়্যাতুল ওয়াদা' ২, জুহফাহ ৪, জাযীরাতুল আরাব ২, জি'রানাহ ২, আল-জামরাহ ৩, জামরাতুল আকাবাহ ৪, জামইন ৯, হিজর ৬, হুদায়বিয়াহ ৬, হাররাহ ২, হারাম ৩, হিমস্র ২, হুনায়ন ৫, খানদাক ২, খায়বার ২৫, যুল হুলায়ফাহ ৬, যামযাম ৬, সারিফা ২, শাম ১৬, স্রাফা ১৬, তায়িফ ৭, আদান ৩, ইরাক ৮, আরাফাত ৭, আরাফাহ ২৮, আকাবাহ ১১, আওয়ালী ২, কুবা' ২, কারন ২, কাযবীন ২, কুসতানতীনিয়্যাহ ৩, কা'বাহ ২০, কূফাহ ৭, মুহাস্‌স্রাব ২, মাদীনাহ ৮৯, মারওয়াহ ১৬, মুযদালিফাহ ৯, আল-মাসজিদুল আকস্রা ৪, আল-মাসজিদুল হারাম ৯, মাসজিদুন নাবী ৩, মাসজিদু রাসূলিল্লাহ ৩, মাসজিদু কুবা' ৪, মাসজিদী ৭, আল-মাশআরুল হারাম ২, মিস্‌র ৪, আল-মাকাম ৪, মাকামু ইবরাহীম ১১, মাক্কাহ ৬৪, মিনা ২৪, নাবাওয়াহ ২, নাজদ ৪, নামিরাহ ৩, হাজার ৩, আল-ওয়াদী ৩, ইয়ালামলাম ২, ইয়ামান ১৩ বার এবং আমবার, বি'র যু আরওয়ান, বি'র গারস, বুস্‌রা, বাতনে আরাফাহ, বাতনে মুহাসসির, বাগদাদ, বানাওয়াহ, বাওয়াযীজ, বাওলা', বায়তুল্লাহ, বায়সান, স্রাবীর, স্রানিয়্যাতুল আযাখির, স্রানিয়্যাতুল সুফলা, স্রানিয়্যাতুল উলয়্যা, স্রানিয়্যাতুল হারশা, জাবিয়াহ, জামরাতুল উলা, জামরাতুস্র স্রানিয়াহ, জামরাতুল কুবরা, জাওফ, জাওফু মুরাদ, হিজায, হিরা', হাররাতু বানী বায়াদাহ, হাযওয়ারাহ, হাফইয়া', খুরাসান, খায়ফ, দিমাশ্‌ক, দায়লাম, যাতু ইরক, রাবাযাহ, রাক্কাহ, শিরাজুল হাররাহ, স্রিরার, স্রানআ', স্রাহবা', তূর, দুরায়বুল আহমার, উযায়ব, আরজ, উসফান, আকীক, আম্মান, উমান, আমওয়াস, আয়নু যুগার, গাবাহ, ফুর', কাদিসিয়্যাহ, কুদায়দ, আল-লুদ্দ, লাফত, মা'রিব, মুহাসসির, মাদীনাতু রাসূলিল্লাহ, মাররুদ দাহরান, মারওয়া, মাসজিদু বায়ত, মাসজিদু হুরদান, মাসজিদু দিমাশ্‌ক, মাসজিদু যুল হুলায়ফাহ, আল-মানারাতুল বায়দা', মানহার, আল-মাহ্‌ইয়াআহ, নাজরান, নাকীউল খাদামাত, হাযম, ওয়াদী মুহাসসির, ওয়াদী নামিরাহ, ওয়াদ্দান, ইয়াস্রিব, ইয়ামামাহ, যুনা ইত্যাদি স্থানসমূহ ১ বার করে এসেছে।

গোত্র বা গোষ্ঠী: বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীর নাম এসেছে মোট ৩৫৪ বার। তন্মধ্যে আসলামিয়্যীন ২, আস্‌হাবুন নাবী বা আস্‌হাবুর রাসূল ১৭, আস্‌হাবি মুহাম্মাদ ২, বানী আস্‌ফার ৩, আল-আনস্বার ৬০, আহলুস্‌ সুফ্‌ফাহ ২, আহলিল কিতাব ১৪, আহলি ফারিস ২, বানী ইসরাঈল ৯, বানী তামীম ২, খাস্‌আম ৩, আল-খাওয়ারিজ ৩, রূম ৯, বানী যুরায়ক ৪, বানু সালামাহ ৪, বানী আমির ২, বানী আবদুল আশহাল ৬, বানী আবদুদ দার ২, বানী আবদুল মুত্তালিব ৩, আল-আরাব ১৭, উরায়নাহ ২, ফারিস ৩, বানী ফাযারাহ ৪, কুরায়শ ১৭, কুরায়যাহ ৩, বানী কিনানাহ ২, বানী লায়স্‌ ৫, মা'জূজ ৯, মাজূস ৩, মুযায়নাহ ২, মুদার ২, বানী আল-মুত্তালিব ৩, মুহাজিরীন ১৩, বানী নাজ্জার ২, নাস্‌রা ৯, বানু নাদর বিন কিনানাহ ২, বানী নাদীর ৩, বানী হাশিম ৬, হুযায়ল ৩, হাওয়াযিন ২, ওয়াফদু স্‌াকীফ ২, ইয়া'জূজ ৯, ইয়াহূদ ৩৩ এবং আযদ, বানী আসাদ, আশজা', আশআরিয়্যীন, আস্‌হাবুস্‌ সুফ্‌ফাহ, আহলুস্‌ স্‌ালীব, বালী, তুরক, স্‌া'লাবিয়্যীন, স্‌াকীফ, বানী জুশাম, জুমাহিয়্যীন, জামমিয়্যাহ, জাহান্নামিয়্যীন, বানী হারিস্‌ বিন খাযরাজ, হাবাশাহ, হারূরিয়্যাহ, বানী খাতমাহ, খিনদাফ, রাক্কিয়্যীন, রামলিয়্যীন, বানী যুহরাহ, বানী সাইদাহ, বানী সালিম, বানী সা'দ, বানী সা'দ বিন বাকর, বানী সুলায়ম, বানী সূয়াহ, সুদা', আদ, বানী আমির বিন স্‌া'স্‌াআহ, বানী আমির বিন লুওয়াই, আবদুল কায়স, বানী আবদুল্লাহ বিন কা'ব, বানী কিলাল, বানী আবদু মানাফ, বালইজলান, আজাম, বানী আদী, উমারিয়্যীন, বানী গুবার, বানী ফিহ্‌র, ফাহ্‌ম, বানী লুওয়াই, বানী মালিক, বানী মুদলিজ, মিস্‌রিয়্যীন, বানু মা'মার, বালমুগীরাহ, বানী নাওফাল, বানী হিশাম বিন মুগীরাহ, ওয়াফদু কিনদাহ, ইয়াহূদ বানী যুরায়ক ১ বার করে এসেছে।

পুরুষ লোকের নাম এসেছে মোট ১৭৫০ বার।

মহিলার নাম এসেছে মোট ২২৮ বার।

বিভিন্ন যুদ্ধের নাম এসেছে ৭ বার। তন্মধ্যে তাবূক ৫ বার এবং খায়বার ২ বার।

বিভিন্ন প্রকার হাদীস্‌ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

ইবনু মাজাহ'য় ৩৫৪১টি হাদীস্‌ মুত্তাস্বিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আর মুত্তাস্বিল নয় এমন হাদীস্বের সংখ্যা ৪৫৬।

স্বহীহ্‌ মুসলিমে ৫টি স্থানে মুআল্লাক হাদীস্‌ বর্ণিত হয়েছে।

ইরসাল: ইবনু মাজাহ'য় ৯ স্থানে ইরসাল সংঘটিত হয়েছে- যথা:

ক্রম	হাদীস্‌ নং	যে রাবীর পর ইরসাল সংঘটিত হয়েছে
১	১০১৫	সা'দ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ
২	১১৩৬	স্‌াবিত
৩	১৭৪৪	মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম

৪ ও ৫	২৪৯৭	সাঈদ বিন মুসায়্যাব এর পরে দু'টি
৬	২৫৪৯	শিবল বিন হামিদ
৭	২৫৬৫	শিবল বিন হামিদ
৮	২৮৯৫	উম্মুদ দারদা'
৯	৩১০৭	আলকামাহ বিন নাদলাহ

ইনকিতা': ইবনু মাজাহ'য় ৮৮ স্থানে ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে- যথা:

ক্রম	হাদীস্র নং	যে রাবীর পর ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে
১.	১৯	আওন বিন আবদুল্লাহ
২.	১৭৩	আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান)
৩.	২৫৮	খালিদ বিন দুরায়ক
৪.	৩২৮	আবূ সাঈদ হিমইয়ারী
৫.	৩৩৯	মিনহাল বিন আমর
৬.	৪৪১	আবূ জা'ফার (মুহাম্মাদ বিন আলী)
৭.	৫২৭	আমর বিন শুআয়ব
৮.	৬৭০	ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ বিন কায়স
৯.	৭৩৫	উস্রমান বিন আবদুল্লাহ বিন সুরাকাহ বিন মু'তামির
১০.	৭৫৭	মুসলিম বিন আবূ মারয়াম ইয়াসার
১১.	৭৭১	ফাতিমাহ বিনত হুসায়ন বিন আলী
১২.	৭৯৫	যাবরকান বিন আমর আদ-দামরী
১৩.	৮৪৪	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
১৪.	৮৪৫	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
১৫.	৮৯০	আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ
১৬.	৮৯৯	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)
১৭.	৯৫৩	হাসান বিন আবদুল্লাহ আল-উরানী
১৮.	১১৭০	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)
১৯.	১২৮২	উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ
২০.	১৩৭৫	আস্রিম বিন আমর
২১.	১৩৮৯	ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর
২২.	১৪৪১	মায়মূন বিন মিহরান

২৩. ১৪৭৮ আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)

২৪. ১৫৬৩ সুলায়মান বিন মূসা

২৫. ১৬০৬ আবূ উবায়দাহ (নাস্র বিন আলী বিন নাস্র বিন স্বহবান

২৬. ১৬৩৩ হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার

২৭. ১৬৭৩ খিলাস বিন আমর

২৮. ১৬৭৯ আবদুল্লাহ বিন বিশর

২৯. ১৬৮১ আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আমর বিন নাবিল)

৩০. ১৬৮৭ ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ বিন কায়স

৩১. ১৭৪৭ মুস্আব বিন স্বাবিত

৩২. ১৮০৪ আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)

৩৩. ১৮২৩ সুলায়মান বিন মূসা

৩৪. ১৮৭৭ আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)

৩৫. ১৮৮০ হাজ্জাজ বিন আরতাতা বিন স্বাওর

৩৬. ২০১৩ সালিম বিন আবুল জা'দ

৩৭. ২০২৬ মায়মূন বিন মিহরান

৩৮. ২১২৫ মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন শিহাব

৩৯. ২১৩১ ইয়াযীদ বিন মুসলিম

৪০. ২১৫৩ সাঈদ বিন মুসায়্যিব

৪১. ২১৫৮ আতিয়্যাহ বিন কায়স আল-কালামী

৪২. ২১৯২ মালিক বিন আনাস

৪৩. ২২০২ আতা' বিন ফাররূখ

৪৪. ২২০৪ আবদুল্লাহ বিন উস্মান বিন জুস্নায়ম

৪৫. ২২১৩ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ

৪৬. ২২৪৫ হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার

৪৭. ২২৮৮ আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ)

৪৮. ২৩১০ আবুল বাখতারী (সাঈদ বিন ফায়রুয আবূ ইমরান

৪৯. ২৩৪০ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ

৫০. ২৩৮৪ খিলাস বিন আমর

Contents

৫১.	২৪০৪	য়ূনুস বিন উবায়দ
৫২.	২৪৬৩	তাঊস বিন কায়সান
৫৩.	২৪৮৩	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৫৪.	২৪৮৮	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৫৫.	২৫৭৫	মূসা বিন ইয়াসার
৫৬.	২৫৯৮	আবদুল জাব্বার বিন ওয়ায়িল
৫৭.	২৬৩৭	উকবাহ বিন সুহবান
৫৮.	২৬৪২	সাঈদ বিন মুসায়্যাব
৫৯.	২৬৪৩	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৬০.	২৬৪৬	আমর বিন শুআয়ব
৬১.	২৬৬৪	ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন
৬২.	২৬৭৫	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৬৩.	২৭২৭	মুররাহ বিন শারাহীল
৬৪.	২৭৫২	আবদুল্লাহ বিন মাওহাব
৬৫, ৬৬ ও ৬৭	২৭৬১	হাসান বিন ইয়াসার এর পরে তিনটি সনদে
৬৮.	২৭৬৬	মুসআব বিন স্রাবিত
৬৯.	২৭৬৯	আমর বিন আবদুল আযীয
৭০.	২৮১৬	আস্রিম বিন বাহদালাহ আবূ নুজূদ
৭১.	৩২৫২	সুলায়মান বিন মূসা
৭২.	৩৩৫৭	দাহহাক বিন মুযাহিম
৭৩.	৩৫১৯	আবূ বাকর বিন আমর বিন হাযম
৭৪.	৩৫৩০	আবদুল্লাহ বিন বিশ্‌র
৭৫.	৩৫৬৩	খালিদ বিন মা'দান
৭৬.	৩৫৬৪	মাহফূয বিন আলকামাহ
৭৭.	৩৫৬৮	শুরায়হ বিন উবায়দ আল-হাদরামী
৭৮.	৩৬৬৭	আলী বিন রাবাহ বিন কায়সার
৭৯.	৩৭০৮	আবদুল্লাহ বিন নুজায়
৮০.	৩৭৫১	হাবীব বিন আবী স্রাবিত

সুনান ইবনু মাজায়'য় কবিতার চরণ এসেছে ১২ বার

তন্মধ্যে আযান ও তার সুন্নাত পর্বে ৩ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ১ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ১ বার, বিবাহ পর্বে ২ বার, জিহাদ পর্বে ৩ বার, চিকিৎসা পর্বে ১ বার ও শিষ্টাচার পর্বে ১ বার এসেছে।

সুনান ইবনু মাজায়'য় ইমাম ইবনু মাজাহ'র নিজস্ব বক্তব্য এসেছে ৩৭ বার

তন্মধ্যে পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ৪ বার, স্বলাত পর্বে ১ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ১ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ৪ বার, জানাযাহ পর্বে ১ বার, সিয়াম পর্বে ১ বার, বিবাহ পর্বে ৩ বার, তালাক পর্বে ১ বার, ব্যবসা-বাণিজ্য ৪ বার, বিচার ও বিধান পর্বে ২ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ১ বার, জিহাদ পর্বে ২ বার, হজ্জ পর্বে ২ বার, যবেহ করা পর্বে ২ বার, শিকার পর্বে ১ বার, আহার ও তার শিষ্টাচার পর্বে ২ বার, পানীয় ও পানপাত্র পর্বে ২ বার, চিকিৎসা পর্বে ২ বার।

সুনান ইবনু মাজায়'য় ইমাম ইবনু মাজাহ'র বিভিন্ন ছাত্রের বক্তব্য এসেছে ৫২ বার

তন্মধ্যে মুকাদ্দামাহয় এসেছে ১১ বার, পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ২৫ বার, স্বলাত পর্বে ২ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ২ বার, স্বিয়াম পর্বে ২ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ১ বার, জিহাদ পর্বে ১ বার, চিকিৎসা পর্বে ১ বার, দুআ' পর্বে ১ বার, কলহ-বিপর্যয় ৩ বার, পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি ২ বার।

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী হরফগুলো মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরবীকে বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত করা হয়েছে, যা আরবী ভাষার জন্য অতিমাত্রায় দূষণীয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিকৃতির কারণে অর্থগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করার প্রচেষ্টায় নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ২৮টি বর্ণমালার প্রতিবর্ণ এ পর্যন্ত কেউ-ই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করেন নি। আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভবত আমরাই সর্বপ্রথম ২৮টি বর্ণমালাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। একটু চেষ্টা ও খেয়াল করলেই স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ উচ্চারণ রীতিমালা আয়ত্ব করে মোটামুটি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আইন অক্ষরের পরে ইয়া সাকিন হলে সেক্ষেত্র ঈ লিখা হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে ইয়া সাকিন হলে য় ব্যবহৃত হবে। যেমন লায়স লَيْث। ওয়াও এর উচ্চারণ ব এর মতো হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ব এর উপর বিন্দু অর্থাৎ ব হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে হামযাহতে যের হলে সেক্ষেত্রে য়ি ব্যবহৃত হবে। আইন (ع) অক্ষরে সাকিন হলে সেক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (أعمش) আ'মাশ। হামযাহ সাকিনের ক্ষেত্রে (') ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (مؤمن) মু'মিন। অনুরূপভাবে শেষাক্ষরে হামযাহ থাকলেও ওয়াকফের কারণে (') ব্যবহার করা হয়েছে। খাড়া যাবার বা মাদ্দে আস্লির ক্ষেত্রে (ا) এর উপরে খাড়া যাবার-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
দা দি দু	ضَ ضِ ضُ	আ ই উ	أَ إِ أُ
তা তি তু	طَ طِ طُ	বা বি বু	بَ بِ بُ
যা যি যু	ظَ ظِ ظُ	তা তি তু	تَ تِ تُ
আ ই উ	عَ عِ عُ	স়া স়ি স়ু	ثَ ثِ ثُ
গা গি গু	غَ غِ غُ	জা জি জু	جَ جِ جُ
ফা ফি ফু	فَ فِ فُ	হা হি হু	حَ حِ حُ
কা কি কু	قَ قِ قُ	খা খি খু	خَ خِ خُ
কা কি কু	كَ كِ كُ	দা দি দু	دَ دِ دُ
লা লি লু	لَ لِ لُ	যা যি যু	ذَ ذِ ذُ
মা মি মু	مَ مِ مُ	রা রি রু	رَ رِ رُ
না নি নু	نَ نِ نُ	যা যি যু	زَ زِ زُ
ওয়া বি বু	وَ وِ وُ	সা সি সু	سَ سِ سُ
হা হি হু	هَ هِ هُ	শা শি শু	شَ شِ شُ
ইয়া ই য়ু	يَ يِ يُ	স্রা স্রি স্র	صَ صِ صُ
			عْ

Contents

২য় খণ্ডের পর্বভিত্তিক সূচীপত্র

১৬৩৮নং হাদীস থেকে ২৮৮১নং হাদীস পর্যন্ত মোট ১২৪৪টি হাদীস

Contents

অধ্যায়ভিত্তিক সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

(٧) : كِتَاب الصِّيَامِ

পর্ব (৭) : স্বিয়াম বা রোযা

١/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصِّيَامِ

৭/১. অধ্যায় : স্বিয়াম বা রোযার ফাদীলাত

١٦٣٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ مَا شَاءَ اللهُ يَقُوْلُ اللهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

১/১৬৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ ও ওয়াকী' আ'মাশ আবূ স্বালিহ্ আবূ হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র মর্জি হলে আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকাজের প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আল্লাহ্ বলেন, তবে স্বিয়াম ব্যতীত, তা আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। সে তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার জন্যই ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দঃ একটি আনন্দ তার ইফতারের সময় এবং আরেকটি আনন্দ রয়েছে তার প্রভু আল্লাহ্‌র সাথে তার সাক্ষাতের সময়। রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।[১৬৩৮]

١٦٣٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيْهِ قَالَ مُطَرِّفٌ إِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ».

২/১৬৩৯। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী লায়স্ বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সাঈদ বিন আবূ হিন্দ বানূ আমির বিন স্ব'স্বাআহ গোত্রের মুতাররিফ উস্‌মান বলেন, রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছিঃ যুদ্ধের মাঠে ঢাল যেমন তোমাদের রক্ষাকারী, স্বিয়ামও তদ্রূপ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল।[১৬৩৯]

١٦٤٠/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا».

১৬৩৮. স্বহীহুল বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, নাসায়ী ২২১৪, ৬৬১৬, ২২১৭, ২২১৮, ২২১৯, ৭১৩৪, ৭১৫৪, ৭৫৫২, ৭৬৩৬, ৭৭৩০, ৮৮৬৮, ৮৮৯৩, ৯০২২, ৯০৬৭, ৯০৯৯, ৯৪২১, ২৭২৫৫, ২৭২৭১, ৯৮১৯, ৯৯১৮, ১০১২৭, ১০১৭৬, ১০৩১৩, মুয়াত্তা' মালিক ৬৯০, দারিমী ১৭৬৯, ১৭৭০। স্বহীহ্ তারগীব, ৯৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৬৩৯. নাসায়ী ২২৩০, ২২৩১, আহমাদ ১৫৮৩৯, ১৫৮৪৪, ১৭৪৪৫, বায়হাকী ৪/২১০। স্বহীহ তারগীব ৯৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৩/১৬৪০। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ইবনু আবূ ফুদায়ক হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী) আবূ হাযিম সাহ্ল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জান্নাতের একটি দরজার নাম 'রায়্যান'। কিয়ামাতের দিন সেখান থেকে আহ্বান করা হবেঃ রোযাদারগণ কোথায়? যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, সে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং যে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে কখনও পিপাসার্ত হবে না।[১৬৪০]

٢/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৭/২. অধ্যায় : রমাদান মাসের ফাদীলাত

١٦٤١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

১/১৬৪১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও স্রাওয়াবের আশায় রমাদান মাসের স্রিয়াম রাখলো, তার পূর্বের গুণাহরাশি মাফ করা হলো।[১৬৪১]

١٦٤٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ».

২/১৬৪২। আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আ'মাশ আবূ স্রালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন রমাদান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও অভিশপ্ত জিনদের শৃংখলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এর একটি দরজাও বন্ধ হয় না এবং একজন ঘোষক ডেকে বলেন, হে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি! অগ্রসর হও, হে অসৎকর্মপরায়ণ! থেমে যাও। আল্লাহ্ (রমযানের) প্রতিটি রাতে অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন।[১৬৪২]

১৬৪০. সহীহুল বুখারী ১৮৯৬, ৩২৫৭, মুসলিম ১১৫২, তিরমিযী ৭৬৫, নাসায়ী ২২৩৬, ২২৩৭, আহমাদ ২২৩১১, ২২৩৩৫। সহীহ তারগীব ৯৬৯, বুখারী, মুসলিমে পিপাসার কথা নেই। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

১৬৪১. ১৩২৬ এর অনুরূপ। সহীহ তারগীব ৯৮২, ইরওয়া' ৯০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

১৬৪২. সহীহুল বুখারী ১৮৯৮, ১৮৯৯, ৩২৭৭, মুসলিম ১০৭৯, তিরমিযী ৬৮২, নাসায়ী ২০৯৭, ২০৯৮, ২০৯৯, ২১০০, ২১০১, ২১০২, ২১০৪, ২১০৫, ২১০৬, আহমাদ ৭১০৮, ৭৭২৩, ৭৮৫৭, ৮৪৬৯, ৮৬৯৭, ৮৭৬৫, ৮৯৫১, ৯২১৩, দারিমী ১৭৭৫, বায়হাকী ৪/২১২। তা'লীকুর রগীব ২/৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦٤٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذٰلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ».

৩/১৬৪৩। আবূ কুরায়ব, আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ, আ'মাশ, আবূ সুফইয়ান, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতি ইফতারের অর্থাৎ প্রতি রাতে বেশ সংখ্যক লোককে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন।[১৬৪৩]

١٦٤٤/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوْمٌ».

৪/১৬৪৪। আবূ বাদর ইবনুল ওয়ালীদ, মুহাম্মাদ বিন বিলাল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় গারীব), ইমরান আল-কাত্তান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন ও খাওয়ারিজী মতাবলম্বী), কাতাদাহ, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রমাদান মাস শুরু হলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।[১৬৪৪]

٣/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

৭/৩. অধ্যায় : সন্দেহের দিনের (ইয়াওমুশ-শাক্ক) রোযা।

١٦٤٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ «مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ».

১/১৬৪৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আমর বিন কায়স, আবূ ইসহাক, সিলাহ বিন যুফার, বলেন, সন্দেহের দিনে আমরা আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একটি (ভুনা) বকরী পেশ করা হলো। কতক লোক পিছনে সরে গেলো। আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি আজ স্রিয়াম রাখলো সে তো অবশ্যই আবুল কাসিম রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবাধ্যাচরণ করলো।[১৬৪৫]

১৬৪৩. তারগীব ৯৯১, ৯৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১৬৪৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৪/২০৬। তারগীব ৯৮৯, ৯৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন বিলাল সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, আমি তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু শুনিনি। ইমাম যাহাবী বলেন, মানুষ যেভাবে ভুল করে তিনিও সেরকম ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**: রাবী নং ৫০৯৯, ২৪/৫৪৫ নং পৃষ্ঠা)

১৬৪৫. তিরমিযী ৬৮৬, নাসায়ী ২১৮৮, আবূ দাঊদ ২৩৩৪, দারিমী ১৬৮২, বায়হাকী ৪/২০৭। তা'লীক ইবনু খুযাইমাহ ১৯১৪. ইরওয়া' ৯৬১, সহীহ আবী দাঊদ ২০২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦٤٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيْلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ».

২/১৬৪৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস্ বিন গিয়াস্ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) তার দাদা (কায়সান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, চাঁদ দেখার একদিন আগে থেকে সিয়াম রাখতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।[১৬৪৬]

١٦٤٧/٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ «الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُوْنَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ».

৩/১৬৪৭। আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ হায়স্রাম বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারিয়া মতাবলম্বী) আলা' ইবনুল হারিস্ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) কাসিম আবূ আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় অধিক গারীব) তিনি মুআবিয়া বিন আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন, রমাদান মাস শুরু হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ সিয়াম অমুক অমুক দিন। আমরা আগেই সেই সিয়াম রাখবো। অতএব যার ইচ্ছা সে আগে সিয়াম রাখুক, আর যার ইচ্ছা পরে রাখুক।[১৬৪৭]

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্রিকাহ রাবীর সদৃস্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

১৬৪৬. হাদীস্টি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবী দাউদ ২০১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মাঝে মিথ্যা রায়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্ প্রত্যখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩০৫, ১৫/৩১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্টি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ বিন সাঈদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্টির ৭৫১ টি শাওয়াহিদ হাদীস্ রয়েছে, তন্মধ্যে ৩৭টি অধিক দুর্বল, ১৯৫টি দুর্বল, ১৯৩টি হাসান, ৩২৬টি সহীহ হাদীস্ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৯০০, ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯০৯, মুসলিম ১০৮০, তিরমিযী ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৮, আবূ দাউদ ২৩২৬, ২৩২৭, ২৩৩৫, ২৩৪২, দারিমী ১৬৮৪, ১৬৮৫, ১৬৮৯, ১৬৯০, ১৬৯১ ইত্যাদি।

১৬৪৭. হাদীস্টি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী হায়স্রাম বিন হুমায়দ সম্পর্কে আহামাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ মুসহির বলেন, তিনি দুর্বল ও কাদারিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৬৪৩, ৩০/৩৭০ নং পৃষ্ঠা) ২. আলা' ইবনুল হারিস্ সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে কাদারিয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৫৬০, ২২/৪৭৮ নং পৃষ্ঠা) ৩. কাসিম আবূ আবদুর রহমান সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস্ গ্রহণ করা যায় তবে তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম তিরমিযী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিচিত। মুফাদদাল বিন গাসসান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮০০, ২৩/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

٤/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

৭/৪. অধ্যায় : শা'বান মাসে সিয়াম রাখতে রাখতে রমাদান মাসে পৌঁছা।

١٦٤٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ».

১/১৬৪৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু সাওরীর হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন)] [শু'বাহ] [মানসূর] [সালিম বিন আবুল জা'দ] [আবূ সালামাহ] [উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শা'বান মাসে সিয়াম রাখতে রাখতে রমাদানে পৌঁছতেন।[১৬৪৮]

١٦٤٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ «كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ».

২/১৬৪৯। [হিশাম বিন আম্মার] [ইয়াহইয়া বিন হামযাহ] [সাওর বিন ইয়াযীদ] [খালিদ বিন মা'দান] [রবীআহ ইবনুল গায] [তিনি আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] এর নিকট রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় গোটা শা'বান মাস সিয়াম রাখতেন, এমনকি এভাবে রমাদান মাসে উপনীত হতেন।[১৬৪৯]

٥/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ إِلَّا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

৭/৫. অধ্যায় : রমাদান মাস শুরু হওয়ার আগের দিন সিয়াম রাখা নিষেধ, কিন্তু কারো নিয়মিত সিয়াম রাখতে রাখতে সেদিন পৌঁছলে তার জন্য নয়।

١٦٥٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَقَدَّمُوْا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَيَصُوْمُهُ».

১/১৬৫০। [হিশাম বিন আম্মার] [আবদুল হামীদ বিন হাবীব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ও ওয়ালীদ বিন মুসলিম] [আওযাঈ] [ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর] [আবূ সালামাহ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন রমাদান মাসের এক দিন বা দু' দিন আগে সিয়াম রাখা শুরু না করে। তবে যে ব্যক্তি অনবরত সিয়াম রাখতে অভ্যস্ত, সে ঐ দিন সিয়াম রাখতে পারে।[১৬৫০]

১৬৪৮. তিরমিযী ৭৩৬, নাসায়ী ২১৭৫, ২১৭৬, ২৩৫২, ২৩৫৩, আবূ দাউদ ২৩৩৬, আহমাদ ২৬০২২, ২৬১১৩, দারিমী ১৭৩৯। সহীহ আবী দাউদ ২০২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে সিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

১৬৪৯. সহীহুল বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ৭৪৬, আবূ দাউদ ১৩৪২, ২৪৩৪, আহমাদ ২৪৭৮৯, ২৫৫২২, ২৫৭৭৮, মুয়াত্তা মালিক ৬৮৮। সহীহ আবী দাউদ ২১০১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১৬৫০. সহীহুল বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২, তিরমিযী ৬৮৪, ৬৮৫, নাসায়ী ২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাউদ ২৩৩৫, আহমাদ ২৭২১১, ২৭৩১৭, দারিমী ১৬৮৯। সহীহাহ ২৩৯৮, সহীহ আবী দাউদ ২০২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦٥١/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيْءَ رَمَضَانُ».

২/১৬৫১। আহমাদ বিন আবদাহ্ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু নিজ লিখিত কিতাব ব্যতীত হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) 'আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিশাম বিন আম্মার মুসলিম বিন খালিদ 'আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রমাদান মাস না আসা পর্যন্ত কোন স্রিয়াম নাই।[১৬৫১]

٦/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

৭/৬. অধ্যায় : নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান।

١٦٥٢/١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُمْ يَا بِلَالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا» قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِيْ ثَوْرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ فَنَادَى أَنْ يَقُوْمُوْا وَأَنْ يَصُوْمُوْا.

১/১৬৫২। আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আবূ উসামাহ যায়িদাহ বিন কুদামাহ সিমাক বিন হারব ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক বেদুইন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আমি আজ রাতে (সন্ধ্যায়) নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি বলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল"? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, হে বিলাল! ওঠো এবং লোকেদের মধ্যে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন আগামীকাল থেকে স্রিয়াম রাখে।[১৬৫২]

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবূল ঈশরীন সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী ও আবূ হাতিম আর-রাযী স্রিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭১০, ১৬/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

১৬৫১. তিরমিযী ৭৩৮; আবূ দাঊদ ২৩৩৭; আহমাদ ৯৪১৪; দারিমী ১৭৪০। মিশকাত ১৯৭৪, সহীহ্ আবী দাঊদ ২০২৫। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ্।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১৬৫২. তিরমিযী ৬৯১; নাসায়ী ২১১২, ২১১৩; আবূ দাঊদ ২৩৪০; দারিমী ১৬৯২। ইরওয়া', ৯০৭, দঈফ আবী দাঊদ ৪০২-৪০৩। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**

١٦٥٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ».

২/১৬৫৩। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ হুশায়ম আবূ বিশর আবূ উয়ায়মির বিন আনাস বিন মালিক বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্রহাবী এবং আনস্রার সম্প্রদায়ভুক্ত আমার এক চাচা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) আমার নিকট বর্ণনা করেন, মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখতে পাইনি। আমরা (পরের দিন) স্রিয়াম রাখলাম। দিনের শেষভাগে একটি কাফেলা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে গতকাল চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদেরকে ইফতার (স্রিয়াম ভঙ্গ) করার এবং পরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেন।[১৬৫৩]

٧/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

৭/৭. অধ্যায় : চাঁদ দেখে স্রিয়াম রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করো।

١٦٥٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ.

১/১৬৫৪। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ যুহরী সালিম বিন আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা চাঁদ দেখে স্রিয়াম রাখা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (রোযার সমাপ্তি) করবে। তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নতুন চাঁদ দেখার একদিন আগেও স্রিয়াম রাখতেন।[১৬৫৪]

١٦٥٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا».

উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

১৬৫৩. নাসায়ী ১৫৫৭, আবূ দাউদ ১১৫৭, বায়হাকী ৪/২৪৫। ইরওয়া' ৬৩৪, সহীহ আবী দাউদ ১০৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৫৪. স্রহীহুল বুখারী ১৯০০, ১৯০৬, ১৯০৭, মুসলিম ১০৮০, নাসায়ী ২১২০, ২১২১, ২১২২, আবূ দাউদ ২৩২০, আহমাদ ৪৪৭৪, ৪৫৯৭, ৫২৭২, ৬২৮৭, মুয়াত্তা মালিক ৬৩৩, ৬৩৪, দারিমী ১৬৮৪। ইরওয়া' ৪/১০০, স্রহীহ আবী দাউদ ২০০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা)

২/১৬৫৫। আবূ মারওয়ান আল-উস্‌মানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা নতুন চাঁদ দেখে স্বিয়াম রাখা শুরু করবে এবং (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা ৩০ দিন স্বিয়াম রাখবে।[১৬৫৫]

٨/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ

৭/৮. অধ্যায় : উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।

١٦٥٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كَمْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ قَالَ قُلْنَا اثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّهْرُ هَكَذَا وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَالشَّهْرُ هَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً».

১/১৬৫৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেনঃ মাসের কত দিন গত হয়েছে? রাবী বলেন, আমরা বললাম, বাইশ দিন এবং আট দিন বাকী আছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মাস এত দিনে হয়, মাস এত দিনে হয় এবং মাস এত দিনেও হয়। তৃতীয়বার তিনি এক আঙ্গুল বন্ধ রাখেন।[১৬৫৬]

١٦٥٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فِي الثَّالِثَةِ».

২/১৬৫৭। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুহাম্মাদ বিন বিশর ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ মুহাম্মাদ বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস তার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মাস এত দিনে হয়, মাস এত দিনে হয়, মাস এত দিনেও হয় এবং তৃতীয়বারে তিনি একটি আঙ্গুল বন্ধ করে রাখেন।[১৬৫৭]

١٦٥٨/٣ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ «مَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِيْنَ».

৩/১৬৫৮। মুজাহিদ বিন মূসা কাসিম বিন মালিক আল-মুযানী জুরায়রী আবূ নাদরাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে উনত্রিশ দিনের চেয়ে বেশির ভাগ ত্রিশ দিনই (রমাদানের রোযা) রেখেছি।[১৬৫৮]

১৬৫৫. সহীহুল বুখারী ১৯০৯, মুসলিম ১০৮১, তিরমিযী ৬৮৪, নাসায়ী ২১১৭, ২১১৮, ২১১৯, ২১২৩, আহমাদ ৭৪৬৪, ৭৫২৭, ৭৭২১, ৭৮০৪, ৯১১২, ৯২৭১, ২৭২১১, ২১৩১৭, দারিমী ১৬৮৫। ইরওয়া' ৯০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্‌মান আল-উস্‌মানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা)

১৬৫৬. আহমাদ ৭৩৭৫। সহীহ আবী দাউদ ২০০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৫৭. মুসলিম ১০৮৬, নাসায়ী ২১৩৫, ২১৩৬ আহমাদ ১৫৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৫৮. সহীহ আবী দাউদ ২০১১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

٩/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ شَهْرَيْ الْعِيْدِ

৭/৯. অধ্যায় : ঈদের দু' মাস

١٦٥٩/١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ».

১/১৬৫৯। ◇[হুমায়দ বিন মাসআদাহ][ইয়াযীদ বিন যুরায়'][খালিদ আল-হায্যা'][আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ][তার পিতা (আবূ বাক্রাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ঈদের দু'মাস রমাদান এবং যুল-হিজ্জা (সাধারণত) একই বছরে কম (উনত্রিশ দিনে) হয় না।[১৬৫৯]

١٦٦٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ عُمَرَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ».

২/১৬৬০। ◇[মুহাম্মাদ বিন উমার বিন আবূ উমার আল-মুকরী (لايعرف বা তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি)][ইসহাক বিন ঈসা][হাম্মাদ বিন যায়দ][আয়্যূব][মুহাম্মাদ বিন সীরীন][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে দিন তোমরা ইফতার (সিয়াম শেষ) করো সেদিন ঈদুল ফিতর এবং যেদিন তোমরা কুরবানী করো সেদিন ঈদুল আদহা।[১৬৬০]

١٠/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

৭/১০. অধ্যায় : সফররত অবস্থায় সিয়াম রাখা।

١٦٦١/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ».

১/১৬৬১। ◇[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][সুফইয়ান][মানসূর][মুজাহিদ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো সফররত অবস্থায় সিয়াম রাখতেন এবং কখনো রাখতেন না।[১৬৬১]

١٦٦٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصُوْمُ أَفَأَصُوْمُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ ﷺ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

১৬৫৯. সহীহুল বুখারী ১৯১২, মুসলিম ১০৮৯, তিরমিযী ৬৯২, আবূ দাউদ ২৩২৩, আহমাদ ১৯৮৮৬। সহীহ আবী দাউদ ২০১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৬০. তিরমিযী ৬৯৭, আবূ দাউদ ২৩২৪। ইরওয়া' ৯০৫, সহীহাহ ২২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন উমার বিন আবূ উমার আল-মুকরী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৯৮, ২৬/১৭৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মুহাম্মাদ বিন উমার বিন আবূ উমার আল-মুকরী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬২ টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১৬টি দুর্বল, ২৬টি হাসান, ২০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ৬৯৭, ৮০২, সুনান আদ দারাকুতনী ২১৬০, ২১৬১, ২৪২৪, শারহুস সুন্নাহ ১৭২৫, ১৭২৬, মু'জামুল আওসাত ৩৩১৫ ইত্যাদি।

১৬৬১. সহীহুল বুখারী ১৯৪৪, ১৯৪৮, ২৯৫৪, ৪২৭৫, ৪২৭৬, ৪২৭৮, ৪২৭৯, মুসলিম ১১১৩, নাসায়ী ২২৮৬, ২২৮৮, ২২৮৯, ২২৯০, ২২৯১, ২৩১৩, ২৩১৪, আবূ দাউদ ২৪০৪, আহমাদ ১৮৯৫, ২১৮৬, ২৩৫৯, ২৩৮৮, ৩০৭৯, ৩১৯৯, ২৩৪৮, ৩২৬৯, ২৪৫০, মুয়াত্তা মালিক ৬৫৩, দারিমী ১৭০৮। সহীহ আবী দাউদ ২০৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/১৬৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ্ বলেন, হামযাহ আল-আসলামী রসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করে বলেন, আমি স্বিয়াম রাখি। আমি কি সফররত অবস্থায়ও স্বিয়াম রাখবো? রসূলুল্লাহ বলেন, তুমি চাইলে স্বিয়াম রাখো, আর যদি চাও না রাখো।[১৬৬২]

١٦٦٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ «لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيْدِ الْحَرِّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ».

৩/১৬৬৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবূ আমির হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন ও শীয়া মতাবলম্বী) উস্রমান বিন হায়্যান আদ-দিমাশকী (অনেকে তাকে মাকবূল বললেও ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন) উম্মু দারদা' আবূ দারদা' আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ও হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল ইবনু আবূ ফুদায়ক হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন ও শীয়া মতাবলম্বী) উস্রমান বিন হায়্যান আদ-দিমাশকী (অনেকে তাকে মাকবূল বললেও ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন) উম্মু দারদা' আবূ দারদা' বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে রসূলুল্লাহ -এর সাথে এক সফরে প্রচণ্ড খরতাপের শিকার হলাম। গরমের তীব্রতার কারণে লোকেরা তাদের হাত মাথার উপর রাখছিল। রসূলুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ ব্যতীত দলের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিলো না।[১৬৬৩]

١١/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

৭/১১. অধ্যায় : সফররত অবস্থায় স্বিয়াম না রাখা।

١٦٦٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

১/১৬৬৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস-স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী স্বফওয়ান বিন আবদুল্লাহ উম্মুদ-দারদা' কা'ব বিন আস্বিম বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ সফরে স্বিয়াম রাখা স্বাওয়াবের কাজ নয়।[১৬৬৪]

১৬৬২. স্বহীহুল বুখারী ১৯৪২, ১৯৪৩, মুসলিম ১১২১, তিরমিযী ৭১১, নাসায়ী ২৩০৫, ২৩০৭, ২৩০৬, ২৩০৮, ২৩৮৪, আবূ দাউদ ২৪০২, আহমাদ ২৩৬৭৬, ২৫০৭৯, ২৫১৩৭, ২৫২০২, ১৭০৭। ইরওয়া' ৯২৭, স্বহীহাহ ১৯৪, স্বহীহ আবী দাউদ ২০৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৬৬৩. স্বহীহুল বুখারী ১৯৪৫, মুসলিম ১১২২, আবূ দাউদ ২৪০৯, আহমাদ ২১১৮৯। স্বহীহাহ ১৯১, স্বহীহ আবী দাউদ ২০৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্থশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা) ২. উস্রমান বিন হায়্যান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি আল-ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক এর কর্মচারী। ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮০৬, ১৯/৩৬০ নং পৃষ্ঠা)

১৬৬৪. নাসায়ী ২২৫৫, আহমাদ ২৩১৬৭, ২৩১৬৮, ২৩১৬৯, দারিমী ১৭১০, ১৭১১। ইরওয়া' ৪/৫৮, ৯২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

١٦٦٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

২/১৬৬৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন) মুহাম্মাদ বিন হারব উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সফরে সিয়াম রাখা সাওয়াবের কাজ নয়।[১৬৬৫]

١٦٦٦/٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى التَّيْمِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ».

৩/১৬৬৬। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী আবদুল্লাহ বিন মূসা আত-তায়মী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইবনু শিহাব আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান তার পিতা আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সফরে সিয়াম রাখে সে আবাসে উপস্থিত সিয়াম ভঙ্গকারী ব্যক্তির অনুরূপ। আবূ ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়।[১৬৬৬]

١٢/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

৭/১২. অধ্যায় : গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সিয়াম না রাখার সুযোগ।

١٦٦٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ قُلْتُ إِنِّيْ صَائِمٌ قَالَ اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ» وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا فَيَا لَهْفَ نَفْسِيْ فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১৬৬৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৪/৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

১৬৬৬ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৯৮, তা'লীকুর রগীব ২/৯১। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ**। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন মূসা আত-তায়মী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫৯৭, ১৬/১৮৪ নং পৃষ্ঠা) ২. উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

১/১৬৬৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবূ হিলাল (মুহাম্মাদ বিন সুলায়ম) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু فيه لين বা তার মাঝে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন সাওয়াদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবদুল আশহাল গোত্রের এবং আলী বিন মুহাম্মাদের মতে আবদুল্লাহ বিন কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের উপর হামলা করলো। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, তিনি সকালের নাস্তা করছেন। তিনি বলেন, কাছে এসো এবং আহার করো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন, বসো, আমি তোমার সাথে স্ত্রিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করবো। মহান আল্লাহ্ মুসাফির থেকে অর্ধেক স্বলাত হ্রাস করেছেন এবং মুসাফির, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীকে স্ত্রিয়াম রাখার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। আল্লাহ্র শপথ! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দু'টি অথবা একটির কথা বলেছেন। আমার নিজের জন্য দুঃখ হয়, আমি কেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আহার করলাম না![১৬৬৭]

١٦٦٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِيْ تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِيْ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا».

২/১৬৬৮। হিশাম বিন আম্মার আদ-দিমাশকী রাবী' বিন বাদর (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) জুরায়রী হাসান আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যে গর্ভবতী নারী নিজ জীবনের ক্ষতির আশঙ্কা করে এবং যে স্তন্যদায়িনী মা তার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে স্ত্রিয়াম না রাখার অনুমতি দিয়েছেন।[১৬৬৮]

١٣/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ

৭/১৩. অধ্যায় : রমাদানের স্ত্রিয়াম কাদা' করা।

١٦٦٩/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ إِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيْهِ حَتَّى يَجِيْءَ شَعْبَانُ.

১/১৬৬৯। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ আমর বিন দীনার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবূ সালামাহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমার উপর রমাদান মাসের রোযার কাদা' থাকলে আমি শা'বান মাস না আসা পর্যন্ত তা রাখতাম না।[১৬৬৯]

১৬৬৭. (৩২৯৯)তিরমিযী ৭১৫, নাসায়ী ২২৭৪, ২২৭৬, ২৩১৫, আবূ দাউদ ২৪০৮, আহমাদ ১৮৫৬৮, ১৯৮১৪। মিশকাত ২০২৫, সহীহ আবী দাউদ ২০৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ হিলাল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। বাযযার বলেন, তিনি গায়র হাফিয। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২৫৬, ২৫/২৯২ নং পৃষ্ঠা)

১৬৬৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রওদুন নাদীর ৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** অত্যন্ত দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী রাবী' বিন বাদর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৮৫৪, ৯/৬৩ নং পৃষ্ঠা)

১৬৬৯. সহীহুল বুখারী ১৯৫০, মুসলিম ১১৪৬, তিরমিযী ৭৮৩, নাসায়ী ২১৭৮, ২৩১৯, আবূ দাউদ ২৩৯৯, আহমাদ ২৪৪০৭, ২৪৯৩৪, মুয়াত্তা মালিক ৬৮৬, বায়হাকী ৪/২৬৪। ইরওয়া' ৯৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦٧٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ».

২/১৬৭০। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দাহ্ (দঈফ বা দুর্বল, শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় আমরা ঋতুবতী হতাম। তিনি আমাদের (ছুটে যাওয়া) রোযার কাদা' করার নির্দেশ দিতেন।[১৬৭০]

١٤/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

৭/১৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রমাদানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে তার কাফফারা।

١٦٧١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ «وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيْقُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ».

١٦٧١/١ (١) - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.

১/১৬৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ্ যুহরী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বলেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো। সে বললো, আমি রমযানের রোযারত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। নাবী (ﷺ) বলেন, তুমি একটি গোলাম আযাদ করো। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্য নেই। তিনি বলেন, তাহলে একাধারে দু' মাস সিয়াম রাখো। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্যও নেই। তিনি বলেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্যও নেই। তিনি বলেন, তুমি বসো। অতএব সে বসে থাকলো। ইতোমধ্যে এক ঝুড়ি খেজুর এলো।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ২১/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

১৬৭০. মুসলিম ৩৩৫, নাসায়ী ২৩১৯, বায়হাকী ৪/২৬৫, হাকিম ফিল মুসতাদরাক ১/৪২৮। সহীহ আবী দাঊদ ২৫৫, ইরওয়া' ২০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উবায়দাহ্ সম্পর্কে আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল ও তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষেরা তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩৭৬০, ১৯/২৭৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু উবায়দাহ্ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫৬ টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ৩২১, মুসলিম ৩৩৬, ৩৩৭, তিরমিযী ৭৮৭, আবূ দাঊদ ২৬২, দারিমী ৯৮৬, ৯৮৮, মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক ১২৭৭, শারহুস সুন্নাহ ৩২৩ ইত্যাদি।

তিনি বলেন, যাও এটা দান করে দাও। সে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! মাদীনাহ্র দু' কংকরময় প্রান্তরের মাঝে আমাদের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। তিনি বলেন, যাও, এগুলো তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের একটি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

১/১৬৭১ (১)। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবদুল জাব্বার বিন উমার (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ রসূলুল্লাহ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন, নাবী বলেন, তার পরিবর্তে একদিন সিয়াম রাখো।[১৬৭১]

١٦٧٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ».

২/১৬৭২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান হাবীব বিন আবূ সাবিত (ইয়াযীদ) ইবনুল মুতাব্বিস (হাদীস্র বর্ণনায় তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) তার পিতা (মুতাব্বিস) (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিনা ওজরে রমাদান মাসের একদিন সিয়াম ভাঙ্গে সে সারা জীবন সিয়াম রাখলেও তার ক্ষতিপূরণ হবে না।[১৬৭২]

١٥/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا

৭/১৫. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি ভুলবশত সিয়াম ভঙ্গ করলে।

١٦٧٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».

১৬৭১. সহীহুল বুখারী ১৯৩৬, ১৯৩৭, ২৬০০, ৫৩৬৮, ৬০৮৭, ৬১৬৪, ৬৭০৯, ৬৭১০, ৬৭১১, ৬৮২২, মুসলিম ১১১১, তিরমিযী ৭২৪, আবূ দাউদ ২৩৯০, ২৩৯২, আহমাদ ৬৯০৫, ৭২৪৮, ৭৭২৭, ১০৩০৯, মুয়াত্তা মালিক ৬৬০, দারিমী ১৭১৬। ইরওয়া' ৯৩৯, সহীহ আবী দাউদ ২০৬৮-২০৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল জাব্বার বিন উমার সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আয-যাহলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৩৬৯৫, ১৬/৩৮৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবদুল জাব্বার বিন উমার এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫১৪ টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬টি অধিক দুর্বল, ১৫৪টি দুর্বল, ১৪১টি হাসান, ১৫৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: বুখারী ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ২৬০০, ৫৩৬৮, ৬০৮৭, ৬১৬৪, ৬৭০৯, ৬৭১০, ৬৭১১, ৬৮২২, মুসলিম ১১১২, ১১১৩, তিরমিযী ১১৯৮, ১১৯৯, ৩২৯৯, সুনান আবূ দাউদ ২২১৩,. ২২১৪, ২২১৭, ২২১৮, ২২২১, ২২২২, ২৩৯০, ২৩৯৪, দারিমী ১৭১৬, ১৭১৮, ২২৭৩ ইত্যাদি।

১৬৭২. তিরমিযী ৭২৩, আবূ দাউদ ২৩৯৬, আহমাদ ৮৭৮৭, ৯৪১৩, ৯৫৯৩, ৯৭৩০, দারিমী ১৭১৪। তা'লীকুর রগীব ২/৭৪, দঈফ আবী দাউদ ৪১৩, মিশকাত ২০১৩। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ**।
উক্ত হাদীস্রের রাবী (ইয়াযীদ) ইবনুল মুতাব্বিস সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, যা তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৭৬৩৪, ৩৪/২৯৯ নং পৃষ্ঠা) ২. মুতাব্বিস সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৬০১০, ২৮/৮৯ নং পৃষ্ঠা)

১/১৬৭৩। ‹আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ›‹আবূ উসামাহ›‹আওফ (বিন আবূ জামীলাহ)›‹খিলাস (বিন আমর)›‹..................›‹আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› ‹আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ›‹আবূ উসামাহ›‹আওফ›‹মুহাম্মাদ বিন সীরীন›‹আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন রোযাদার ভুলক্রমে আহার করলে সে যেন তার সিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্‌ তাকে পানাহার করিয়েছেন।[১৬৭৩]

١٦٧٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ».

২/১৬৭৪। ‹আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ›‹আবূ উসামাহ›‹হিশাম বিন উরওয়াহ›‹ফাতিমাহ বিনতুল মুনযির›‹আসমা' বিনত আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা)› বলেন, আমরা একবার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করলাম, তারপর সূর্য প্রকাশ পেলো। অধঃস্তন রাবী বলেন, আমি হিশাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদেরকে কাদা' করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কি? তিনি বলেন, অবশ্যই।[১৬৭৪]

١٦/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيْءُ

৭/১৬. অধ্যায় : রোযাদার বমি করলে

١٦٧٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ مَرْزُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِيْ يَوْمٍ كَانَ يَصُوْمُهُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُوْمُهُ قَالَ «أَجَلْ وَلَكِنِّي قِئْتُ».

১/১৬৭৫। ‹আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ›‹(উবায়দ আত-তানাফিসীর দুই ছেলে) ইয়া'লা ও মুহাম্মাদ›‹মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী)›‹ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব›‹আবূ মারযূক›‹ফাদালাহ বিন উবায়দ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন রোযারত অবস্থায় তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তিনি পানির পাত্র চেয়ে নিয়ে পানি পান করেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো এই দিন (নফল) সিয়াম রেখেছিলেন। তিনি বলেন, হাঁ, তবে আমি বমি করেছি।[১৬৭৫]

১৬৭৩. সহীহুল বুখারী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসলিম ১১৫৫, তিরমিযী ৭২১, আবূ দাঊদ ২৩৯৮, ৮৮৯১, ৯২০৫, ৯৯৭৫, ৯৯৯৬, ১০০২০, ১০২৮৭, দারিমী ১৭২৬, ১৭২৭। ইরওয়া' ৯৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৭৪. সহীহুল বুখারী ১৯৫৯, আবূ দাঊদ ২৩৫৯। আবী দাঊদ ২০৪২, **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ, বুখারী তাতে অতিরিক্ত মুয়াল্লাক রূপে আছে হিশাম বলেছেনঃ আমি জানিনা তারা কি কাদা করেছেন না করেন নি?

১৬৭৫. **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

١٦٧٦/٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ».

২/১৬৭৬। উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল কারীম, হাকাম বিন মূসা, ঈসা বিন য়ূনুস, হিশাম, ইবনু সীরীন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উবায়দুল্লাহ, আলী ইবনুল হাসান বিন সুলায়মান আবূশ-শা'সা', হাফস বিন গিয়াস, হিশাম, ইবনু সীরীন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যার মুখ ভরে বমি হয় তাকে স্নিয়াম কাদা' করতে হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করে তাকে রোযার কাদা করতে হবে।[১৬৭৬]

١٧/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

৬/১৭. অধ্যায় : রোযাদারের মিসওয়াক করা ও সুরমা লাগানো।

١٦٧٧/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيْلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ».

১/১৬৭৭। উসমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ, আবূ ইসমাঈল আল-মুআদ্দিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় গারীব), মুজালিদ (ليس بالقوي বা হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন), শা'বী, মাসরূক, আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রোযাদারের উত্তম গুণাবলির একটি হলো দাঁতন করা।[১৬৭৭]

١٦٧٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «اكْتَحَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ».

২/১৬৭৮। আবুত-তাকী হিশাম বিন আবদুল মালিক আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), বাকিয়্যাহ, যুবায়দী, হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র), আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযারত অবস্থায় সুরমা লাগিয়েছেন।[১৬৭৮]

১৬৭৬. তিরমিযী ৭২০, আবূ দাউদ ২৩৮০, আহমাদ ১০০৮৫, দারিমী ১৭২৯। ইরওয়া' ৯২৩, তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১৯৬০, ১৯৬১, সহীহ আবী দাউদ ২০৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৭৭. দঈফাহ ৩৫৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ ইসমাঈল আল-মুআদ্দিব সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে স্নিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ১৭৮, ২/৯৯ নং পৃষ্ঠা) ২. মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

১৬৭৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রওদুন নাদীর ৭৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবুত-তাকী হিশাম বিন আবদুল মালিক আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্নিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-

١٨/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

৭/১৮. অধ্যায় : রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানো

١٦٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ».

১/১৬৭৯। আয়্যূব বিন মুহাম্মাদ আর-রাক্কী ও দাঊদ বিন রাশীদ মুআম্মার বিন সুলায়মান আবদুল্লাহ বিন বিশর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) .... আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়, তারা উভয়ে সিয়াম ভঙ্গ করেছে।[১৬৭৯]

١٦٨٠/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ».

২/১৬৮০। আহমাদ বিন য়ূসুফ আস-সুলামী উবায়দুল্লাহ শায়বান ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ কিলাবাহ আবূ আসমা' সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়েছে তারা উভয়ে সিয়াম ভঙ্গ করেছে।[১৬৮০]

١٦٨١/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْبَقِيْعِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ».

৩/১৬৮১। আহমাদ বিন য়ূসুফ আস-সুলামী উবায়দুল্লাহ শায়বান ইয়াহইয়া আবূ কিলাবাহ .... শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (আবূ কিলাবাহ) অবহিত করেন যে, একদা শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বাকী' নামক স্থানে হাঁটছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করেন, যে রক্তমোক্ষণ করছিল, তখন রমাদান মাসের আঠার দিন গত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, রক্তমোক্ষক ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়েছে তারা উভয়ে সিয়াম ভঙ্গ করেছে।[১৬৮১]

আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায়া কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৬৫৮৩, ৩০/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

১৬৭৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৪/৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন বিশর সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি আ'মাশ থেকে একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই কিন্তু ইবনু মাঈন ও ইবনু হিব্বান তার বিরোধিতা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাফিয নই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি যুহরীর হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৩১৮২, ১৪/৩৩৬ নং পৃষ্ঠা)

১৬৮০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৯৩১, সহীহ আবী দাউদ ২০৪৯, ২০৫২-২০৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৮১. আবূ দাউদ ২৩৬৭, ২৩৬৯,আহমাদ ১৬৬৬৩, ১৬৬৬৮, ১৬৬৭৫, ১৬৬৮৮, দারিমী ১৭৩০। ইরওয়া' ৪/৬৮-৭০, সহীহ আবী দাউদ ২০৫০, ২০৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦٨٢/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ».

৪/১৬৮২। আলী বিন মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সিয়াম ও ইহরামরত অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। সহীহ, এ শব্দে তিনি মুহরিম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।[১৬৮২]

١٩/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

৭/১৯. অধ্যায় : রোযাদারের চুমু দেয়া সম্পর্কে

١٦٨٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُقَبِّلُ فِيْ شَهْرِ الصَّوْمِ».

১/১৬৮৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল জাররাহ্‌ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবুল আহওয়াস যিয়াদ বিন ইলাকাহ্‌ আমর বিন মায়মূন আয়িশাহ্‌ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) রমাদান মাসে চুমা দিতেন।[১৬৮৩]

١٦٨٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ».

২/১৬৮৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ আলী বিন মুসহির উবায়দুল্লাহ্‌ কাসিম আয়িশাহ্‌ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযারত অবস্থায় চুমা দিতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন, তোমাদের মধ্যে কে নিজের উপর তদ্রূপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে![১৬৮৪]

১৬৮২. (২১৬২) সহীহুল বুখারী ১৮৩৫, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ২১০৩, ২২৭৮, ২২৭৯, ৫৬৯১, ৫৬৯৪, ৫৬৯৫, ৫৬৯৯,৫৭০১, মুসলিম ১২০২, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৮৩৯, নাসায়ী ২৮৪৫, ২৮৪৬, ২৮৪৭, আবূ দাঊদ ১৮৩৫, ১৮৩৬, ২৩৭২, ২৩৭৩, আহমাদ ১৮৫২, ১৯২২, ১৯৪৪, ২১০৯, ২১৮৭, ২২২৯, ২২৪৩, ২২৪৯,২৩৩৩, ২৩৫১, ২৫৩২, ২৫৮৪, ২৬৫৪, ২৭১১, ২৭৮৫৩, ২৮৮৩, ৩০৬৫, ৩০৬৮, ৩২০১, ৩২২৩, ৩২৭২, ৩৫১৩,৩৫৩৭দারিমী ১৮১৯, ১৮২১। ইরওয়া' ৯৩২, সহীহ আবী দাঊদ ২০৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ শব্দ দ্বারা সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

১৬৮৩. ইরওয়া' ৪/৮২, সহীহ আবী দাঊদ ২০৬২, সহীহাহ ২১৯-২২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৯৯, ১৪/৩৬১ নং পৃষ্ঠা)

১৬৮৪. সহীহাহ ২২০, সহীহ আবী দাঊদ ২০৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦٨٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ».

৩/১৬৮৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ মুসলিম শুতায়র বিন শাকাল হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযারত অবস্থায় চুমা দিতেন।[১৬৮৫]

١٦٨٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ «قَدْ أَفْطَرَا».

৪/১৬৮৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ফাদ্বল বিন দুকায়ন ইসরাঈল যায়দ বিন জুবায়র আবূ ইয়াযীদ আদ-দিন্নী (মাজহুল বা অপরিচিত) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুক্ত দাসী মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রোযাদার দম্পতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, স্বামী তাকে চুমা দিয়েছে। তিনি বলেন, তারা সিয়াম ভঙ্গ করেছে।[১৬৮৬]

٢٠/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

৭/২০. অধ্যায় : সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করা।

١٦٨٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَخَلَ الْأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا «أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ كَانَ يَفْعَلُ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ».

১/১৬৮৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ ইবনু আওন ইবরাহীম .... আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (ইবরাহীম) বলেন, আসওয়াদ ও মাসরূক আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযারত অবস্থায় কি স্ত্রীর দেহের সাথে নিজ দেহ মিলাতেন? তিনি বলেন, তিনি তা করতেন। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সংযমী।[১৬৮৭]

١٦٨٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَكُرِهَ لِلشَّابِّ».

১/১৬৮৮। মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী (দঈফ বা দুর্বল) আমার পিতা (খালিদ বিন আবদুল্লাহ) আতা' ইবনুস-সায়িব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, বৃদ্ধ রোযাদারকে স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং যুবকদের জন্য তা অপছন্দ করা হয়েছে।[১৬৮৮]

১৬৮৫. **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৮৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৪/২১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** অত্যন্ত দঈফ, তা'লীক ইবনু মাজাহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ ইয়াযীদ আদ-দিন্নী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি পরিচিত নন। ইবনু মাকূলা বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৭৭০৫, ৩৪/৪০৮ নং পৃষ্ঠা)

১৬৮৭. ইরওয়া' ৪/৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৮৮. সহীহ আবী দাউদ ২০৬৫, বায়হাকী ৪/২৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢١/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْغِيْبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

৭/২১. অধ্যায় : রোযাদার ব্যক্তির গীবত ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া।

١٦٨٩/١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلّٰهِ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

১/১৬৮৯। আমর বিন রাফি' আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ইবনু আবূ যি'ব সাঈদ আল-মাকবূরী তার পিতা (আবূ সাঈদ কায়সান আল-মাকবূরী) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যাচার, মূর্খতা ও মূর্খতাসুলভ কাজ ত্যাগ করলো না, তার পানাহার বর্জন করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।[১৬৮৯]

١٦٩٠/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ».

২/১৬৯০। আমর বিন রাফি' আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কত রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কত স্বলাত আদায়কারী আছে যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না।[১৬৯০]

١٦٩١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ».

৩/১৬৯১। মুহাম্মাদ ইবনুস-স্বাব্বাহ জারীর আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন স্বিয়াম অবস্থায় অশ্লীল ও মূর্খতাসুলভ আচরণ না করে। কেউ তার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।[১৬৯১]

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও তিনি বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি জঘন্য মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আল-খাল্লাল তাকে খুবই দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত হাদীস্বটি শাহিদ এর ভিত্তিতে স্বহীহ। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫১৭৮, ২৫/১৩৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি স্বহীহ কিন্তু মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ১৮ টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে ৪টি অধিক দুর্বল, ৯টি দুর্বল, ১টি হাসান, ৪টি স্বহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: আবূ দাউদ ২৩৮৭, মু'জামুল আওসাত ৮৪২১, আহমাদ ৬৭০০, ৭০১৪।

১৬৮৯. স্বহীহ আবী দাউদ, ২০৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৬৯০. আহমাদ ৮৬৩৯, ৯৩৯২, দারিমী ২৭২০, বায়হাকী ৪/২৭০। মিশকাত ২০১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

১৬৯১. স্বহীহুল বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১,তিরমিযী ৭৬৪, নাসায়ী ২২১৬, ২২১৭, আহমাদ ৭৬৩৬, ৯৬৭৩, বায়হাকী ৪/২৭৫। স্বহীহ আবী দাউদ ২০৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

٢٢/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي السُّحُوْرِ

৭/২২. অধ্যায় : সাহরী খাওয়া

١٦٩٢/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً».

১/১৬৯২। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা সাহরী খাবে। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।[১৬৯২]

١٦٩٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «اسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُوْلَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ».

২/১৬৯৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আমির যামআহ বিন স্বালিহ (দঈফ বা দুর্বল) সালামাহ ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা সাহরী খাওয়ার মাধ্যমে দিনে সিয়াম রাখার জন্য এবং দিনে বিশ্রামের মাধ্যমে রাতে নামায পড়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ করো।[১৬৯৩]

٢٣/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ تَأْخِيْرِ السُّحُوْرِ

৭/২৩. অধ্যায় : বিলম্বে সাহরী খাওয়া

١٦٩٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ آيَةً».

১/১৬৯৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম আদ-দাসতুওয়ায়ী কাতাদাহ আনাস বিন মালিক যায়িদ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সাহরী খেলাম, এরপর স্বলাতে দাঁড়ালাম। রাবী কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাহরী ও স্বলাতের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করার পরিমাণ সময়।[১৬৯৪]

١٦٩٥/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ «تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ».

১৬৯২. সহীহুল বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫, তিরমিযী ৭০৮, নাসায়ী ২১৪৬, আহমাদ ১১৫৩৯, ১২৮৩৩, ১২৯৭৭, ১৩১৩৯, ১৩২৯৩, ১৩৫৮১, দারিমী ১৬৯৬, বায়হাকী ৩/৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৯৩. তা'লীকুর রগীব ২/৯৩, দঈফাহ ২৭৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী যামআহ বিন স্বালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০০৩, ৯/৩৮৬ নং পৃষ্ঠা)

১৬৯৪. সহীহুল বুখারী ৫৭৫, ১৯২১, মুসলিম ১০৯৭, তিরমিযী ৭০৩, নাসায়ী ২১৫৫, ২১৫৬, আহমাদ ২১০৮৫, দারিমী ১৬৯৫ **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/১৬৯৫। [আলী বিন মুহাম্মাদ][আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ][আসিম (বিন বাহদালাহ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][যির (বিন হুবায়শ)][হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বলতে গেলে দিনেই সাহরী খেয়েছি, পার্থক্য এতটুকু যে, তখনও সূর্য উদিত হয়নি।[১৬৯৫]

١٦٩٦/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَكَذَا يَعْتَرِضُ فِيْ أُفُقِ السَّمَاءِ».

৩/১৬৯৬। [ইয়াহইয়া বিন হাকীম][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও ইবনু আবূ আদী][সুলায়মান আত-তায়মী][আবূ উস্রমান আন-নাহদী][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে তার সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাবার বা সতর্ক করার জন্য এবং তোমাদের স্বলাতীকে স্বলাতে রত বা অবসর হওয়ার জন্য আযান দিয়ে থাকে। আর এ সময়কে ফজর বলা হয় না, বরং উর্ধাকাশে আড়াআড়িভাবে সাদা আভা প্রকাশ পাওয়াই ফজর।[১৬৯৬]

٢٤/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ

৭/২৪. অধ্যায় : যথাসময়ে ইফতার করা

١٦٩٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ».

১/১৬৯৭। [হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্র-সাব্বাহ][আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম][তার পিতা (আবূ হাযিম)][সাহল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে, যাবত তারা জলদি (যথাসময়ে) ইফতার করতে থাকবে।[১৬৯৭]

١٦٩٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ عَجِّلُوا الْفِطْرَ فَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُؤَخِّرُوْنَ».

১৬৯৫. নাসায়ী ২১৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম বিন বাহদালাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র র্বণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

১৬৯৬. স্বহীহুল বুখারী ৬২১, ৫২৯৯, ৭২৪৭, মুসলিম ১০৯৩, নাসায়ী ৬৪১, ২১৭০,আবূ দাঊদ ২৩৪৭ আহমাদ ৩৬৪৬, ৩৭০৯, ৪১৩৬। সহীহ আবী দাঊদ ২০৩২, ইরওয়া' ৪/৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৯৭. স্বহীহুল বুখারী ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮ তিরমিযী ৬৯৯, আহমাদ ২২২৯৮, ২২৩২১, ২২৩৩৯, ২২৩৫২, ২২৩৬৩, মুয়াত্তা মালিক ৬৩৮, দারিমী ১৬৯৯। ২/৯৪, ইরওয়া' ৯১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/১৬৯৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যাবত লোকেরা যথাসময়ে ইফতার করবে তাবত তারা কল্যাণের সাথে থাকবে। তাই তোমরা যথাসময়ে ইফতার করো। কারণ ইহুদীরা বিলম্বে ইফতার করে।[১৬৯৮]

٢٥/٧. بَاب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ

৭/২৫. অধ্যায় : যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব

١٦٩٩/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ».

১/১৬৯৯। উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ও মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু আরিফ ও শীয়া মতাবলম্বী) আস্রিম আল-আহওয়াল হাফসাহ বিনতু সীরীন রাবাব উম্মু রায়িহ বিনতু সুলায়' (মাকবূলাহ) তার চাচা সালমান বিন আমির আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল আস্রিম আল-আহওয়াল হাফসাহ বিনতু সীরীন রাবাব উম্মু রায়িহ বিনতু সুলায়' (মাকবূলাহ) তার চাচা সালমান বিন আমির বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ ইফতার করলে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। সে খেজুর না পেলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ তা পবিত্র।[১৬৯৯]

٢٦/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَرْضِ الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ

৭/২৬. অধ্যায় : রাত থাকতে ফরদ রোযার নিয়াত করা এবং নফল রোযার নিয়াতে বিলম্ব করা যায়।

১৬৯৮. আবূ দাঊদ ২৩৫৩, আহমাদ ২৭২১৮। মিশকাত ১৯৯৫, সহীহ আবী দাঊদ ২০৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

১৬৯৯. তিরমিযী ৬৫৮, ৬৯৫, আবূ দাঊদ ২৩৫৫ আহমাদ ১৫৭৯২ , ১৫৭৯৮, ১৭৪১৪, ১৭৪১৭, ১৭৪৩০, দারিমী ১৭০১। ইরওয়া' ৯২২, দঈফ আবী দাঊদ ৪০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ, আর সহীহ হলো নাবী এর কর্ম ছিলো। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. রাবাব উম্মু রায়িহ বিনতু সুলায়' সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি। তার থেকে হাফস্রাহ ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। আল্লামা আলবানী সানাদের বর্ণনা কারী রাবাব সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন এবং যারা হাদীস্রটিকে সহীহ বলেছেন, রাবাব থাকার কারণে তিনি তা সমালোচনা করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, হাফসাহ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়তটি ছাড়া তাকে চিনা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে মাকবূলাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৭৮৩৬, ৩৫/১৭১ নং পৃষ্ঠা)

١٧٠٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ».

১/১৭০০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) ইসহাক বিন হাযিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার ব্যাপারে কাদারিয়া হওয়ার কথা বলা হয়েছে) আবদুল্লাহ বিন আবূ বাক্‌র বিন আমর বিন হাযিম সালিম ইবনু উমার হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাত থাকতে ফরদ রোযার নিয়াত করলো না তার স্যিয়াম হয়নি।[১৭০০]

١٧٠١/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ» قَالَتْ وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ قُلْتُ كَيْفَ ذَا قَالَتْ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا.

২/১৭০১। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও রাফিদী মতাবলম্বী) শারীক তালহাহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুজাহিদ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এসে বলেন, তোমাদের কাছে (আহার করার মত) কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন, তাহলে আমি স্যিয়াম রাখলাম। অতঃপর তিনি স্যিয়াম অবস্থায় থাকেন। আমাদের নিকট কিছু হাদিয়া এলে তিনি স্যিয়াম ভঙ্গ করেন। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি কখনো স্যিয়াম রাখতেন আবার কখনো স্যিয়াম রাখতেন না। রাবী মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কিভাবে? আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তার দৃষ্টান্ত এরূপ যে, কোন ব্যক্তি সদকার মাল নিয়ে দান করার উদ্দেশে বের হয়ে এর কিছু অংশ দান করে, আর কিছু অংশ রেখে দেয়।[১৭০১]

১৭০০. তিরমিযী ৭৩০,নাসায়ী ২৩৩১, ২৩৩২, ২৩৩৩, ২৩৩৪, ২৩৩৫, ২৩৩৬, ২৩৩৭, ২৩৩৮, ২৩৩৯, ২৩৪০, ২৩৪১, আবূ দাঊদ ২৪৫৪,মাজাহ ১৭০০, আহমাদ ২৫৯১৮, মুয়াত্তা মালিক ৬৩৭, দারিমী ১৬৯৮। ইরওয়া' ৭১৪, সহীহ আবী দাঊদ ২১১৮। **তাহক্বীক্ব আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন হাযিম সম্পর্কে আবূল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্যিকাহ। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে স্যিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৮, ২/৪১৭ নং পৃষ্ঠা)

১৭০১. মুসলিম ১১৫৪, আবূ দাঊদ ২৪৫৫। ইরওয়া' ৪/১৩৫, ১৩৬। **তাহক্বীক্ব আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্যিকাহ তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও তার রাফিদী মতাবলম্বী

٢٧/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيْدُ الصِّيَامَ

৭/২৭. অধ্যায় : সিয়াম রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তির অপবিত্র অবস্থায় ভোর হলে।

١٧٠٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلْتُ «مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَهُ».

১/১৭০২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ্‌ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আমর বিন দীনার ইয়াহইয়া বিন জা'দাহ আবদুল্লাহ বিন আম্‌র আল-কারী (মাকবূল) বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, না, কা'বার প্রভুর শপথ! এ কথা আমি বলছি নাঃ যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলো সে সিয়াম ভঙ্গ করুক"। বরং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বলেছেন।[1702]

١٧٠٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَبِيْتُ جُنُبًا فَيَأْتِيْهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَيَقُوْمُ فَيَغْتَسِلُ فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ».

قَالَ مُطَرِّفٌ فَقُلْتُ لِعَامِرٍ أَفِيْ رَمَضَانَ قَالَ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

২/১৭০৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ্‌ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু আরিফ ও শীয়া মতাবলম্বী) মুতাররিফ শা'বী মাসরূক আয়িশাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাপাক অবস্থায় রাতে ঘুমাতেন। অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট এসে তাঁকে স্বলাতের জন্য ডাকতেন। তখন তিনি উঠে গোসল করতেন। আমি তাঁর মাথা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়তে দেখেছি। তারপর তিনি বের হয়ে যেতেন এবং ফজরের স্বলাতে আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম। মুতাররিফ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি আমির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে বললাম, তা কি রমাদানে? তিনি বলেন, রমাদান ও অন্য মাস একই সমান।[1703]

١٧٠٤/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ يُرِيْدُ الصَّوْمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوِقَاعِ لَا مِنْ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ».

হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা) ২.তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সলিহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৮৪, ১৩/৪৪১ নং পৃষ্ঠা)

১৭০২. সহীহুল বুখারী ১৯২৫, মুসলিম ১১০৯, মুয়াত্তা মালিক ৬৪৩। সহীহাহ ৩/১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭০৩. সহীহুল বুখারী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২,মুসলিম ১১০৯, ১১১০, তিরমিযী ৭৭৯, আবূ দাঊদ ২৩৮৮, ২৩৮৯, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, ২৩৫৮৪, ২৩৮৬৪, ২৩৯০৮, ২৪১৬০, ২৪১৮৪, ২৪২৯৫, ২৪৭০০, ২৪৯৬৬, ২৪৯৮১, ২৫১৪৫, ২৫২৭৩, ২৫৩২৫, ২৫৩৯১, ২৫৫৫১, ২৫৬৬০, ২৫৭৬৬, ২৫৮৪০, ২৫৮৫৯, ২৫৯৪২, ২৬০৮৪, ২৬১২১, ২৬১২৪, মুয়াত্তা মালিক ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩,৬৪৪ দারিমী ১৭২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩/১৭০৪। ‘আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি‘ বলেন, আমি উম্মু সালামাহ এর নিকট জানতে চাইলাম যে, এক ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলো, সে সিয়াম রাখতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্বপ্নদোষজনিত নয়, বরং সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, অতঃপর গোসল করতেন এবং তাঁর সিয়াম পূর্ণ করতেন।[১৭০৪]

٢٨/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ الدَّهْرِ

৭/২৮. অধ্যায় : সারা বছর সিয়াম রাখা।

١٧٠٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».

১/১৭০৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ উবায়দ বিন সাঈদ শু‘বাহ কাতাদাহ মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখ্‌খীর তার পিতা (আবদুল্লাহ্ ইবনুশ শিখখীর) মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াযীদ বিন হারূন ও আবূ দাঊদ শু‘বাহ কাতাদাহ মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখ্‌খীর তার পিতা (আবদুল্লাহ্ ইবনুশ শিখখীর) বলেন, নাবী বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সর্বদা সিয়াম রাখে সে রোযাও রাখেনি, আবার সিয়াম ভঙ্গও করেনি।[১৭০৫]

١٧٠٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ».

২/১৭০৬। ‘আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী‘ মিসআর ও সুফইয়ান হাবীব বিন আবূ স়াবিত আবুল আব্বাস আল-মাক্কী আবদুল্লাহ্ বিন আম্র বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সর্বদা সিয়াম রাখে, সে রোযাই রাখেনি।[১৭০৬]

٢٩/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

৭/২৯. অধ্যায় : প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম রাখা

١٧٠٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَيَقُوْلُ هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ».

١٧٠٧/١ (١) - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ أَخْطَأَ شُعْبَةُ وَأَصَابَ هَمَّامٌ.

১৭০৪. সহীহুল বুখারী ১৯২৬, ১৯৩২, মুসলিম ১১০৯, তি৭৭৯ আবূ দাঊদ ২৩৮৮, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, ২৪৯৮১, ২৫১৪৫, ২৫৫৫১, ২৫৯৪২, ২৬০৫৪, ২৬০৬৯, ২৬০৮৪, ২৬১০৮, ২৬১২১, ২৬১২৪, ২৬২০৫, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, দারিমী ১৭২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭০৫. নাসায়ী ২৩৮০, ২৩৮১, আহমাদ ১৫৮৬৯, ১৫৮৭৩, ১৫৮৮৮, দারিমী ১৭৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭০৬. মুসলিম ১১৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/১৭০৭। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইয়াযীদ বিন হারূন] [শু'বাহ] [আনাস বিন সীরীন] [আবদুল মালিক ইবনুল মিনহাল (মাকবূল)] [তার পিতা (মিনহাল)] রসূলুল্লাহ স্বওমুল বীদ অর্থাৎ প্রতি মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে সিয়াম রাখার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, তা সারা বছর সিয়াম রাখার সমতুল্য।

উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

১/১৭০৭ (১)। [ইসহাক বিন মানসূর] [হাব্বান বিন হিলাল] [হাম্মাম] [আনাস বিন সীরীন] [আবদুল মালিক বিন কাতাদাহ বিন মালহান আল-কায়সী] [তার পিতা (কাতাদাহ বিন মালহান আল-কায়সী)] হতে তিনি নাবী হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু মাজাহ বলেন, এক্ষেত্রে শু'বাহ ভুল করেছেন এবং হাম্মাম ঠিক করেছেন।[১৭০৭]

١٧٠٨/٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِهِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} فَالْيَوْمُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ».

২/১৭০৮। [সাহল বিন আবূ সাহল] [আবূ মুআবিয়াহ] [আসিম আল-আহওয়াল] [আবূ উসমান] [আবূ যার] বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম রাখলো, তা যেন সারা বছর সিয়াম রাখলো। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে" (সূরা আনআমঃ ১৬০)। অর্থাৎ প্রতিটি দিন দশ দিনের সমান।[১৭০৮]

١٧٠٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِيْ مِنْ أَيِّهِ كَانَ».

৩/১৭০৯। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [গুনদার] [শু'বাহ] [ইয়াযীদ আর-রিশক] [মুআযাহ আল-আদাবীয়্যাহ] [আয়িশাহ্] বলেন, রসূলুল্লাহ প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম রাখতেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, মাসের কোন্ কোন্ দিন? তিনি বলেন, তিনি যে কোন দিন সিয়াম রাখতে ইতস্তত করতেন না।[১৭০৯]

٣٠/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ

৭/৩০. অধ্যায় : নাবী -এর রোযা।

١٧١٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَبِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ «كَانَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيْلًا».

১৭০৭. নাসায়ী ২৪৩০, ২৪৩১, ২৪৩২, ৫৭৫৮, বায়হাকী ৪/২৯৬। সহীহ আবী দাউদ ২১১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ লিগাইরিহি।

১৭০৮. নাসায়ী ২৪১০। ইরওয়া' ৪/১০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭০৯. মুসলিম ১১৬০, তিরমিযী ৭৬৩, আবূ দাউদ ২৪৫৩। সহীহ আবী দাউদ ২১১৭, মুখতাসার শামাইল ২৬০, মুসলিম। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/১৭১০। ❁[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][ইবনু আবূ লাবীদ][আবূ সালামাহ][বলেন, আমি আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] এর নিকট নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি একাধারে সিয়াম রেখেই যেতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সিয়াম রেখেই যাবেন। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন অবস্থায় কাটাতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি রোযাহীন অবস্থায়ই থাকবেন। শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে আমি তাঁকে এত অধিক সিয়াম রাখতে দেখিনি। তিনি প্রায় পুরা শা'বান মাসই সিয়াম রাখতেন। তিনি শা'বানের অল্প কিছুদিন বাদ দিয়ে পুরা মাসই সিয়াম রাখতেন।[১৭১০]

١٧١١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ».

২/১৭১১। ❁[মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][শু'বাহ][আবূ বিশর][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাধারে সিয়াম রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি আর সিয়াম ভঙ্গ করবেন না। আবার কখনো তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি আর সিয়াম রাখবেন না। মাদীনায় আসার পর থেকে তিনি রমাদান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস সিয়াম রাখেননি।[১৭১১]

٣١/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام

৭/৩১. অধ্যায় : দাঊদ (আলায়হিস সালাম) এর রোযা

١٧١٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ».

১/১৭১২। ❁[আবূ ইসহাক আশ-শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-আব্বাস][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][আমর বিন দীনার][আবদুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রোযাসমূহের মধ্যে দাঊদ (আলায়হিস সালাম) এর সিয়াম আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। তিনি এক দিন সিয়াম রাখতেন এবং পরবর্তী দিন সিয়াম রাখতেন না। আল্লাহ্‌র নিকট দাঊদ (আলায়হিস সালাম) এর সলাত অধিক প্রিয়। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ সলাতে কাটাতেন এবং আবার এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন।[১৭১২]

১৭১০. সহীহুল বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ৭৪৬, আবূ দাঊদ ১৩৪২, ২৪৩৪, আহমাদ ২৪৭৮৯, ২৫৫২২, ২৫৭৭৮, মুয়াত্তা মালিক ৬৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭১১. সহীহুল বুখারী ১৯৭১, মুসলিম ১১৫৭, নাসায়ী ২৩৪৬, আবূ দাঊদ ২৪৩০, আহমাদ ১৯৯৯, ২০৪৭, ২১৫২, ২৯৪১, ৩০০২, দারিমী ১৭৪৩। সহীহ আবী দাঊদ ২১০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭১২. ইরওয়া' ৪৫১, ৯৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٧١٣/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ «كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ».

২/১৭১৩। আহমাদ বিন আবদাহ, হাম্মাদ বিন যায়দ, গায়লান বিন জারীর, আবদুল্লাহ বিন মা'বাদ আয-যিম্মানী, আবূ কাতাদাহ, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যে ব্যক্তি দু' দিন স্বিয়াম রাখে এবং এক দিন রাখে না, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি বলেন, কেউ কি তার সামর্থ্য রাখে? উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যে ব্যক্তি এক দিন স্বিয়াম রাখে এবং এক দিন রাখে না? তিনি বলেন, সেটা হলো দাঊদ (আলায়হিস সালাম) -এর রোযা। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যে ব্যক্তি এক দিন স্বিয়াম রাখে এবং দু' দিন রাখে না? তিনি বলেন, আমি পছন্দ করি যে, আমাকে এ ধরনের স্বিয়াম রাখার সামর্থ্য দান করা হোক।[১৭১৩]

٣٢/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَام

৭/৩২. অধ্যায় : নূহ আলাইহিস সালামের রোযা।

١٧١٤/١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْ فِرَاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «صَامَ نُوْحٌ الدَّهْرَ إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى».

১/১৭১৪। সাহল বিন আবূ সাহল, সাঈদ বিন আবূ মারয়াম, ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), জা'ফার বিন রাবীআহ, আবূ ফিরাস, আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ নূহ (আলায়হিস সালাম) ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন ব্যতীত সারা বছর স্বিয়াম রাখতেন।[১৭১৪]

٣٣/٧. بَاب صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

৭/৩৩. অধ্যায় : শাওয়াল মাসের ছয় দিনের রোযা।

١٧١٥/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}».

১৭১৩. মুসলিম ১১৬২, আবূ দাঊদ ২৪২৫, আহমাদ ২২০২৪, ২২১৪৪। সহীহ আবী দাঊদ ২০৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭১৪. দঈফাহ ৪৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১/১৭১৫। হিশাম বিন আম্মার বাকিয়্যাহ সাদাকাহ বিন খালিদ ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস আয-যামারী আবূ আসমা' আর-রাহাবী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুক্ত দাস সাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন সিয়াম রাখলো, তা পূর্ণ বছর সিয়াম রাখার সমতুল্য। "কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে" (সূরা আনআমঃ ১৬০)।[১৭১৫]

١٧١٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ».

২/১৭১৬। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র সা'দ বিন সাঈদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) উমার বিন সাবিত আবূ আয়্যুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমাদান মাসের সিয়াম রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম রাখবে, তা যেন সারা বছর সিয়াম রাখার সমতুল্য।[১৭১৬]

٣٤/٧. بَاب فِيْ صِيَامِ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

৭/৩৪. অধ্যায় : আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক দিন সিয়াম রাখার ফাদীলাত।

١٧١٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ مِنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا».

১/১৭১৭। মুহাম্মাদ বিন রুমহ ইবনুল মুহাজির লায়স বিন সা'দ ইবনুল হাদী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পায়) নু'মান বিন আবূ আয়্যাশ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক দিন সিয়াম রাখে, আল্লাহ্ ঐ দিনের বিনিময়ে জাহান্নামকে তার মুখমণ্ডল থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন।[১৭১৭]

١٧١٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اللَّيْثِيُّ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا».

১৭১৫. আহমাদ ২১৯০৬, দারিমী ১৭৫৫। ইরওয়া' ৪/১০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭১৬. মুসলিম ১১৬৪, তিরমিযী ৭৫৯, আবূ দাউদ ২৪৩৩, আহমাদ ২৩০২২, ২৩০৪৪, দারিমী ১৭৫৪, বায়হাকী ৪/৩০২। ইরওয়া' ৯৫০, সহীহ আবী দাউদ ২১০২, মুসলিম। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সা'দ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, তার হিফযের পূর্বে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২২০৮, ১০/১৬২ নং পৃষ্ঠা)

১৭১৭. সহীহুল বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৩, তিরমিযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৪৫, ২২৪৭, ২২৪৮, ২২৩৯, ২২৫০, ২২৫১, ২২৫২, ২২৫৩,আহমাদ ১০৮২৬, ১১০১৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, দারিমী ২৩৯৯, বায়হাকী ৪/২৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

২/১৭১৮। ﴿ হিশাম বিন আম্মার ﴾ ﴿ আনাস বিন ইয়াদ ﴾ ﴿ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয আল-লায়সী (দঈফ বা দুর্বল, শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ﴾ ﴿ মাকবূরী ﴾ ﴿ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴾ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক দিন সিয়াম রাখে, আল্লাহ্ তার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে তার মুখমণ্ডলকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখেন।[১৭১৮]

٣٥/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

৭/৩৫. অধ্যায় : আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম রাখা নিষেধ

١٧١٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».

১/১৭১৯। ﴿ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ﴾ ﴿ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান ﴾ ﴿ মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ﴾ ﴿ আবূ সালামাহ ﴾ ﴿ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴾ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মিনার দিনসমূহ হলো পানাহারের দিন।[১৭১৯]

١٧٢٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».

২/১৭২০। ﴿ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ﴾ ﴿ ওয়াকী' ﴾ ﴿ সুফইয়ান ﴾ ﴿ হাবীব বিন আবূ সাবিত ﴾ ﴿ নাফি' বিন জুবায়র বিন মুতইম ﴾ ﴿ বিশ্‌র বিন সুহায়ম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ﴾ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়্যামে তাশরীকে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, মুসলিম ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এই দিনসমূহ হচ্ছে পানাহারের দিন।[১৭২০]

১৭১৮. নাসায়ী ২২৪৪, আহমাদ ৭৯৩০, ৮৪৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয আল-লায়সী সম্পর্কে ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। জাওযুজানী বলেন, তিনি যুহরী থেকে মুনকার ভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩৯৫, ১৫/২৩৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয আল-লায়সী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৩৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ২৫টি অধিক দুর্বল, ৭১টি দুর্বল, ৫৩টি হাসান, ৮৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৪, ১১৫৫, তিরমিযী ১৬২২, ১৬২৩, ১৬২৪, দারিমী ২৩৯৯, আহমাদ ৭৯৩০, ৮৪৭৫, ১০৪২৭, ১০৮২৬, ১১০১৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯৬৮৩, ৯৬৮৪, ৯৬৮৫ মু'জামুল আওসাত ১৬০, ২১৭৩, ৩১১৮, ৩২৪৩, ৩২৪৯, ৩৫৭৪, ৪৬৬০ ইত্যাদি।

১৭১৯. ইরওয়া' ৪/১২৯, সহীহাহ ১২৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

১৭২০. নাসায়ী ৪৯৯৪, আহমাদ ১৫০০২, ১৮৪৭৬, দারিমী ১৭৬৬। ইরওয়া' ৪/১২৮, ১২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٦/٧. بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

৭/৩৬. অধ্যায় : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন সিয়াম রাখা নিষেধ।

١٧٢١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى».

১/১৭২১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াহইয়া বিন ইয়া'লা আত-তায়মী, আবদুল মালিক বিন উমায়র, কাযাআহ, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[১৭২১]

١٧٢٢/٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ».

২/১৭২২। সাহল বিন আবূ সাহল, সুফইয়ান, যুহরী, আবূ উবায়দ বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে ঈদের দিন উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবাহ্‌র আগে সলাত পড়েন, অতঃপর বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ দু' দিন সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা ঈদুল ফিতরের দিন হচ্ছে তোমাদের সিয়াম ভঙ্গের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাবে।[১৭২২]

٣٧/٧. بَاب فِي صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৭/৩৭. অধ্যায় : জুমুআহ্‌র দিন সিয়াম রাখা

١٧٢٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ».

১/১৭২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ মুআবিয়াহ ও হাফস বিন গিয়াস, আ'মাশ, আবূ সালিহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমুআহ্‌র আগের দিন বা পরের দিনসহ সিয়াম রাখা ব্যতীত, কেবলমাত্র জুমুআহ্‌র দিন সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[১৭২৩]

١٧٢٤/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ «أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ».

১৭২১. সহীহুল বুখারী ১১৯৭, ১৮৬৪, ১৯৯৬, মুসলিম ৮২৭, তিরমিযী ৭৭২, আবূ দাউদ ২৪১৭, আহমাদ ২৭৯২০, ২৭৯২৪, ১০৯৫৫, ২৭৬৩৬, ১১১১৩, ১১২৩৭, ১১২৪৩, ১১৩২৫, ১১৩৯৫, ১১৫০০, দারিমী ১৭৫৩। ইরওয়া' ৯৬২, সহীহ আবী দাউদ ২০৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭২২. সহীহুল বুখারী ১৯৯০, ৫৫৭৩, মুসলিম ১১৩৭, তিরমিযী ৭৭১, আবূ দাউদ ২৪১৬, আহমাদ ২৮৪, মুয়াত্তা মালিক ৪৩১, বায়হাকী ৫/১১৭। ইরওয়া' ৩/১২৭-১২৮, সহীহ আবী দাউদ ২০৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭২৩. সহীহুল বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, আহমাদ ১৭২৪৯০৩১, ৯১৮১, ৯৫৮৭, ১০০৫২, ১০৪২১৭২৫৫, ১০৫০৯। ইরওয়া' ৯৫৯, ৯৮১, সহীহাহ ০৮১, ১০২২, সহী আবী দাউদ ২০৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/১৭২৪। ❖[হিশাম বিন আম্মার]❖[সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ]❖[আবদুল হামীদ বিন জুবায়র বিন শায়বাহ]❖[মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফর]❖[বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফকালে জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)❖ কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) কি জুমুআহ্‌র দিন সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এই ঘরের প্রভুর শপথ![১৭২৪]

١٧٢٥/٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ «قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

৩/১৭২৫। ❖[ইসহাক বিন মানসূর]❖[আবূ দাঊদ]❖[শায়বান]❖[আসিম (বিন বাহদালাহ, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]❖[যির (বিন হুবায়শ)]❖[আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ)❖ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জুমুআহ্‌র দিন খুব কমই রোযাহীন দেখেছি।[১৭২৫]

٣٨/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ

৭/৩৮. অধ্যায় : শনিবারের রোযা

١٧٢٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُوْدَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ».

١٧٢٦/١ (١) - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/১৭২৬। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]❖[ঈসা বিন য়ূনুস]❖[সাওর বিন ইয়াযীদ]❖[খালিদ বিন মা'দান]❖[আবদুল্লাহ্ বিন বুসর (রাঃ)❖ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের উপর যে সিয়াম ফরয করা হয়েছে সেই সিয়াম ব্যতীত তোমরা শনিবার সিয়াম রাখবে না। তোমাদের কেউ আঙ্গুরের ডাল বা গাছের ছাল ব্যতীত কিছু না পেলে সে যেন তা চুষে (শনিবারের) সিয়াম ভঙ্গ করে।

১/১৭২৬ (১) ❖[হুমায়দ বিন মাসআদাহ]❖[সুফইয়ান বিন হাবীব]❖[সাওর বিন ইয়াযীদ]❖[খালিদ বিন মা'দান]❖[আবদুল্লাহ বিন বুসর]❖[তার বোন (আস্‌-সম্মা' বিনতু বুসর)]❖ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- বলে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[১৭২৬]

১৭২৪. সহীহুল বুখ১৭২৬ারী ১৯৮৪, মুসলিম ১১৪৩, আহমাদ ১৩৭৪০, ১৩৯৪৩, দারিমী ১৭৪৮। সহীহাহ ৩/১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭২৫. তিরমিযী ৭৪২। সহীহ্ আবী দাঊদ ৩১১৬, তা'লীক ইবনু খুযাইমাহ ২১২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন বাহদালাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযআর বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পায়নি। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

১৭২৬. তিরমিযী ৭৪৪, আবূ দাঊদ ২৪২১, আহমাদ ২৬৫৩৪, দারিমী ১৭৪৯। ইরওয়া' ৯৬০, তা'লীক ইবনু খুযাইমাহ ৩১৬৪, সহীহ আবী দাঊদ ২০৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٩/٧. بَاب صِيَامِ الْعَشْرِ

৭/৩৯. অধ্যায় : দশ দিনের রোযা।

١٧٢٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْعَشْرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

১৭২৭। ⟪আলী বিন মুহাম্মাদ⟫⟪আবূ মুআবিয়াহ⟫⟪আ'মাশ⟫⟪মুসলিম আল-বাতীন⟫⟪সাঈদ বিন জুবায়র⟫⟪ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟫ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র নিকট (যুলহিজ্জার) দশ দিনের সৎকাজের চাইতে অধিক পছন্দনীয় সৎকাজ আর নেই। সহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদও নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ আল্লাহ্র পথে বের হয়ে তার কোন কিছু নিয়ে আর ফিরে আসে না (তার মর্যাদা অনেক)।[১৭২৭]

١٧٢٨/٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ».

২/১৭২৮। ⟪উমার বিন শাব্বাহ বিন উবায়দাহ⟫⟪মাসউদ বিন ওয়াসিল (لين الحديث বা হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল)⟫⟪নাহ্হাস বিন কাহম (দঈফ বা দুর্বল)⟫⟪কাতাদাহ⟫⟪সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব⟫⟪আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟫ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যুলহিজ্জার) দশ দিনের ইবাদাতের চেয়ে দুনিয়ার অন্য কোন দিনের ইবাদাত মহান আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় নয়। এই ক'দিনের মধ্যকার এক এক দিনের সিয়াম এক বছর সিয়াম রাখার সমান এবং তার এক একটি রাত কদরের রাতের সমান।[১৭২৮]

١٧٢٩/٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ».

৩/১৭২৯। ⟪হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যী⟫⟪আবুল আহওয়াস⟫⟪মানসূর⟫⟪ইবরাহীম⟫⟪আসওয়াদ⟫⟪আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟫ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (যুলহিজ্জার) দশ দিন কখনো সিয়াম রাখতে দেখিনি।[১৭২৯]

১৭২৭. সহীহুল বুখারী ৯৬৯, তিরমিযী ৭৫৭, আবূ দাউদ ২৪৩৮, আহমাদ ১৯৬৯, ৩১২৯, দারিমী ১৭৭৩। ইরওয়া' ৯৫৩, সহীহ আবী দাউদ ২১০৭, বুখারী। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭২৮. তিরমিযী ৭৫৮। মিশকাত ১৪৭১, দঈফাহ ৫১৪২। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মাসউদ বিন ওয়াসিল সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণণা করেন। ইমান দারাকুতনী, সুলায়মান বিন দাউদ আত তায়ালাসী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৯১৪, ২৭/৪৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. নাহ্হাস বিন কাহম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তিনি সিকার রাবী থেকে এককভাবে বর্ণনা করলে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৪৮২, ৩০/২৮ নং পৃষ্ঠা)

১৭২৯. মুসলিম ১১৭৬, তিরমিযী ৭৫৬, আবূ দাউদ ২৪৩৯। সহীহ আবী দাউদ ২১০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤٠/٧. بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

৭/৪০. অধ্যায় : আরাফাত দিবসের রোযা।

١٧٣٠/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ».

১/১৭৩০। ◈⟪আহমাদ বিন আবদাহ⟫⟪হাম্মাদ বিন যায়দ⟫⟪গায়লান বিন জারীর⟫⟪আবদুল্লাহ বিন মা'বাদ আয-যিম্মানী⟫⟪আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟫◈ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট আরাফাত দিবসের রোযার এই সওয়াব আশা করি যে, তিনি তাঁর বিনিময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[১৭৩০]

١٧٣١/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ».

২/১৭৩১। ◈⟪হিশাম বিন আম্মার⟫⟪ইয়াহইয়া বিন হামযাহ⟫⟪ইসহাক বিন আবদুল্লাহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)⟫⟪ইয়াদ বিন আবদুল্লাহ⟫⟪আবূ সাঈদ আল-খুদরী⟫⟪কাতাদাহ্ বিন নু'মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟫◈ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আরাফাত দিবসে সিয়াম রাখলো, তার আগের বছরের ও পরের বছরের গুনাহ মাফ করা হলো।[১৭৩১]

١٧٣٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ الْعَبْدِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ».

৩/১৭৩২। ◈⟪আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ⟫⟪ওয়াকী'⟫⟪হাওশাব বিন আকীল⟫⟪মাহদী আল-আবদী (মাকবূল)⟫⟪ইকরিমাহ⟫⟪বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟫◈ এর বাড়িতে গিয়ে তাকে আরাফাতের ময়দানে আরাফাত দিবসে সিয়াম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবূ

১৭৩০. তিরমিযী ৭৪৯, আহমাদ ২২০২৪। ইরওয়া' ৯৫২, আবী দাঊদ ২০৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৩১. ইরওয়া' ৪/১০৯, ১১০, দঈফাহ ৫/২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সানাদ বা মাতান কোনটিরই কেউ অনুসরণ করেনি। আবূ বাকর আল-বুরকানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৬৭, ২/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইসহাক বিন আবদুল্লাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৪০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ৩১টি অধিক দুর্বল, ৮২টি দুর্বল, ৬৫টি হাসান, ৬১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: তিরমিযী ৭৪৯, ৭৫২, আহমাদ ২২০১০, ২২০২৩, ২২০২৮, ২২১০৯, ২২১১৩, ২৪৪৪৮, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৭৮২৬, ৭৮২৭, ৭৮৩১, ৭৮৩২, মু'জামুল আওসাত ২০৬৫, ৪৮৭৫, ৫৬৪৬ ইত্যাদি।

হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাতের ময়দানে আরাফাত দিবসে সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[১৭৩২]

بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

৭/৪১. অধ্যায় : আশূরার দিনের রোযা

١٧٣٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ».

১/১৭৩৩। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াযীদ বিন হারূন][ইবনু আবূ যি'ব][যুহরী][উরওয়াহ (ইবনুয-যুবায়র)][আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]❖ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশূরার দিন সিয়াম রাখতেন এবং এ দিন সিয়াম রাখতে নির্দেশ দিতেন।[১৭৩৩]

١٧٣٤/٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ أَبِيْ سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صُيَّامًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوْا هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَأَغْرَقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالَ يَعْنِيْ أَهْلَ الْعَرُوْضِ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ».

২/১৭৩৪। ❖[সাহল বিন আবূ সাহল][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][আয়্যুব][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (হিজরত করে) মাদীনাহ্য় পৌঁছে ইহূদীদের সিয়াম অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ এটা কী? তারা বললো, এ দিনে আল্লাহ্ মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে মুক্তি দেন এবং ফিরাউনকে ডুবিয়ে মারেন। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) এ দিন শোকরানা সিয়াম রাখেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর (অনুসরণের) ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। তারপর তিনি এদিনে সিয়াম রাখেন এবং অন্যদেরও সিয়াম রাখার নির্দেশ দেন।[১৭৩৪]

١٧٣٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ «مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ قُلْنَا مِنَّا طَعِمَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ قَالَ فَأَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَأَرْسِلُوْا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوْضِ فَلْيُتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ» قَالَ يَعْنِيْ أَهْلَ الْعَرُوْضِ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ.

১৭৩২. আবূ দাঊদ ২৪৪০। তা'লীকুর রাগীব ২/৭৭ দঈফ আবী দাঊদ ৪২১। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী ১. হাওশাব বিন আকীল সম্পর্কে হাকিম একে বুখারীর শর্তে সহীহ বলেছেন, যাহাবী তাতে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু এটা তাদের উভয়ের অশোভনীয় ধরণা মাত্র। কেননা সানাদে হাওশাব ইবনু আকীল এবং তার শায়খ মাহদী আল-আবদী হতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেননি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৫৭১, ৭/৪৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. মাহদী আল-আবদী সম্পর্কে ইবনু হাযম তার মুহাল্লা গ্রন্থে বলেন, তিনি অজ্ঞাত। ইমাম যাহবী আল-মীযান গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন। আবূ হাতিম এবং ইবনু মাঈনও তাই বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬২২০, ২৮/৫৮৬ নং পৃষ্ঠা)

১৭৩৩. সহীহুল বুখারী ১৫৯২, ১৮৯৩, ২০০১, ২০০২, ৩৮৩১, ৪৫০২,৪৫০৪ মুসলিম ১১২৫, তিরমিযী ৭৫৩, আবূ দাঊদ ২৪৪২, আহমাদ ২৩৪৯১, ২৩৭১০, ২৪৭৬৬, ২৫৫৩৭, ২৫৫৭৬, মুয়াত্তা মালিক ৬৬৫, দারিমী ১৭২০, ১৭৬৩। সহীহ আবী দাঊদ ২১১০, বুখারী, মুসলিম। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৩৪. সহীহুল বুখারী ২০০৪, ৩৩৯৭, ৩৯৪৩, ৪৬৮০, ৪৭৩৭, মুসলিম ১১৩০, ১১৩৪, আবূ দাঊদ ২৪৪৪, ২৪৪৫, আহমাদ ২৬৩৯, ২৮২৭, ৩১০২,৩১৫৪, ৫১৫৪, দারিমী ১৭৫৯। সহীহ আবী দাঊদ ২১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/১৭৩৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) হুসায়ন শা'বী মুহাম্মাদ বিন সায়ফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশূরার দিন আমাদের জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের কেউ আজ আহার করেছে কি? আমরা বললাম, আমাদের কতক আহার করেছে এবং কতক আহার করেনি। তিনি বলেন, তোমরা যারা আহার করেছো এবং যারা আহার করোনি, তোমাদের অবশিষ্ট দিনটি সিয়াম রাখো। আর তোমরা মাদীনাহ্র পার্শ্ববর্তীদের নিকট লোক পাঠিয়ে দাও, তারাও যেন দিনটির অবশিষ্টাংশ সিয়াম রাখে।[১৭৩৫]

١٧٣٦/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ زَادَ فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ عَاشُورَاءُ.

৪/১৭৩৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও ওয়াকী' ইবনু আবূ যি'ব কাসিম বিন আব্বাস ইবনু আব্বাস এর 'মাওলা' আবদুল্লাহ বিন উমায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আগামী বছর বেঁচে থাকলে অবশ্যই (মুহাররমের) নবম তারিখে সিয়াম রাখবো। ইবনু আবূ যি'ব-এর বর্ণনায় আরো আছেঃ তাঁর থেকে আশূরার সিয়াম চলে যাওয়ার আশঙ্কায় (তিনি এ কথা বলেন)।[১৭৩৬]

١٧٣٧/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ».

৫/১৭৩৭। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ নাফি' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আশূরার দিন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা এ দিন সিয়াম রাখতো। অতএব তোমাদের কেউ এ দিন সিয়াম রাখতে আগ্রহী হলে রাখতে পারে এবং কেউ অনাগ্রহী হলে নাও রাখতে পারে।[১৭৩৭]

١٧٣٨/٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

৫/১৭৩৮। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ গায়লান বিন জারীর আবদুল্লাহ বিন মা'বাদ আয-যিম্মানী আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আশূরার দিনের রোযার দ্বারা আমি আল্লাহ্র নিকট বিগত বছরের গুনাহ মাফের আশা রাখি।[১৭৩৮]

১৭৩৫. আহমাদ ১৮৯৫৭। সহীহাহ ২৬২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

১৭৩৬. মুসলিম ১১৩৪, আবূ দাউদ ২৪৪৫, আহমাদ ২১০৭। সহীহ আবী দাউদ ২১১৩, মুসলিম। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৩৭. সহীহুল বুখারী ২০০০, ৪৫০১, মুসলিম ১১২৬, আবূ দাউদ ২৪৪৩, আহমাদ ৫১৮১, ৬২৫৬, দারিমী ১৭৬২, বায়হাকী ৪/১৩৯। সহীহ আবী দাউদ ২১১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৩৮. তিরমিযী ৭৫২, আবূ দাউদ ২৪২৫, আহমাদ ২২০৮২। ইরওয়া' ৪/১০৯, সহীহ আবী দাউদ ২০৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٤٢/٧. بَاب صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

৭/৪২. অধ্যায় : সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখা।

١٧٣٩/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ «كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ».

১/১৭৩৯। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ সাওর বিন ইয়াযীদ খালিদ বিন মা'দান রবীআহ ইবনুল গায তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।[১৭৩৯]

١٧٤٠/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مُهْتَجِرَيْنِ يَقُولُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا».

২/১৭৪০। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী দাহ্হাক বিন মাখলাদ মুহাম্মাদ বিন রিফাআহ (মাকবূল) সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রেখে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সোমবার ও বৃহস্পতিবার এ দু' দিন পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দু' ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করেন। তিনি (ফেরেশতাদের) বলেন, তারা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া অবধি তাদের ত্যাগ করো।[১৭৪০]

٤٣/٧. بَاب صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

৭/৪৩. অধ্যায় : হারাম মাসসমূহের রোযা।

١٧٤١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ

১৭৩৯. তিরমিযী ৭৪৫, নাসায়ী ২১৮৬, ২৩৬০, ২৩৬১, ২৩৬২, ২৩৬৩, ২৩৬৪। ইরওয়া' ৪/১০৫-১০৬, তা'লাক ইবনু খুযাইমাহ ২১৭, মুখতাসার, শামায়িল ২৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৪০. তিরমিযী ৭৪৭। তা'লীকুর রগীব ৩২/৮০-৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَقْوَى قَالَ «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ».

১/১৭৪১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান জুরায়রী আবূস-সালীল আবূ মুজীবাহ আল-বাহিলী তার পিতা অথবা চাচা ইসমু মুবহাম বা নাম অপরিচিত) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি সেই ব্যক্তি, গত বছরও আপনার নিকট এসেছিলাম। তিনি [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বলেন, কী ব্যাপার, আমি তোমার শরীর দুর্বল দেখছি কেন? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দিনে আহার করি না, রাতেই আহার করি। তিনি বলেন, নিজের দেহকে শাস্তি দিতে কে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অধিক শক্তিশালী। তিনি বলেন, তুমি ধৈর্যের মাসের স্রিয়াম রাখো এবং এরপর (প্রতি মাসে) এক দিন স্রিয়াম রাখো। আমি বললাম, আমি তো অধিক শক্তিশালী। তিনি বলেন, তুমি ধৈর্যের মাসের স্রিয়াম রাখো এবং প্রতি মাসে দু' দিন স্রিয়াম রাখো। আমি বললাম, আমি এর অধিক শক্তি রাখি। তিনি বলেন, তুমি ধৈর্যের মাসের স্রিয়াম রাখো, অতঃপর প্রতিমাসে তিন দিন এবং হারাম মাসসমূহে স্রিয়াম রাখো।[১৭৪১]

١٧٤٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ».

২/১৭৪২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ হুসায়ন বিন আলী যায়িদাহ আবদুল মালিক বিন উমায়র মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির হুমায়দ বিন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, রমাদান মাসের পর কোন্ স্রিয়াম উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সেই মাস যাকে তোমরা মুহাররম বলে থাকো।[১৭৪২]

١٧٤٣/٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ».

৩/১৭৪৩। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী দাউদ বিন আতা' (দঈফ বা দুর্বল) যায়দ বিন আবদুল হামীদ বিন আবদুর রহমান বিন যায়দ ইবনুল খাত্তাব (মাকবূল) সুলায়মান (মাকবূল) তার পিতা (আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রজব মাসে স্রিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[১৭৪৩]

১৭৪১. আবূ দাউদ ২৪২৮। দঈফ আবী দাউদ ৪১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

এর সানাদ ভাল নয়। কেননা এর সানাদে ইদতিরাব হয়েছে। যা হাফিয 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে এর্বং তার পূর্বে মানযিরী 'মুখতাসার সুনান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, এর সানাদে এরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আর এ জন্যই আমাদের কতিপয় শায়খ এটি দুর্বল হওয়রর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এতে আরেকটি দোষ আছে তা হল জাহালাত।

১৭৪২. মুসলিম ১১৬৩, তিরমিযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, আহমাদ ৮৩০২, ৮৩২৯, ১০৫৩২, দারিমী ১৭৫৭। ইরওয়া ৯৫১, সহীহ আরবী দাউদ ২০৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৪৩. দঈফাহ ৪০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** অত্যন্ত দঈফ।

١٧٤٤/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صُمْ شَوَّالًا فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرُمِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ».

৪/১৭৪৪। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী (তিনি কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উসামাহ ইবনুল হাদি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হারাম মাসসমূহে সিয়াম রাখতেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন, তুমি শাওওয়াল মাসে সিয়াম পালন করো। অতঃপর তিনি হারাম মাসসমূহের সিয়াম পালন করা ছেড়ে দেন এবং আমরণ শাওওয়াল মাসে সিয়াম পালন করেন।[১৭৪৪]

٤٤/٧. بَاب فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

৭/৪৪. অধ্যায় : সিয়াম হলো দেহের যাকাত।

١٧٤٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح و حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ جُمْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ».

১/১৭৪৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) জুমহান (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) জুমহান (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রতিটি জিনিসের যাকাত আছে। সিয়াম হলো শরীরের যাকাত। মুহরিযের হাদীসে আরো আছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সিয়াম হলো ধৈর্যের অর্ধাংশ।[১৭৪৫]

উক্ত হাদীসের রাবী দাঊদ বিন আতা' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মুনকার বলেছেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১৭৭৫, ৮/৪১৯ নং পৃষ্ঠা)

১৭৪৪. তা'লীকুর রগীব ২/৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১৭৪৫. মিশকাত ২০৭২, দঈফাহ ১৩২৯, ৩৮১১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৬২৮০, ২৯/১০৪ নং পৃষ্ঠা)

٤٥/٧. بَاب فِيْ ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

৭/৪৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করালো তার সওয়াব।

١٧٤٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى وَخَالِيْ يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا».

১/১৭৪৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান) ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) ও আমার মামা/খালু ইয়া'লা আবদুল মালিক ও আবূ মুআবিয়াহ হাজ্জাজ (বিন আরতা') (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আতা' যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করায়, তার জন্য রয়েছে ইফতারকারীদের সমান সওয়াব এবং এজন্য তাদের সওয়াব থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।[১৭৪৬]

١٧٤٧/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَفْطَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ».

২/১৭৪৭। হিশাম বিন আম্মার সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল-লাখমী মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুসআব বিন সাবিত (لين الحديث বা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল) .... আবদুল্লাহ্ ইবনুয-যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ বিন মুআয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এখানে ইফতার করেন, অতঃপর বলেন, তোমাদের এখানে রোযাদারগণ ইফতার করেছেন, নেককারগণ তোমাদের খাদ্যদ্রব্য আহার করেছেন এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমাত কামনা করেছেন। সা'দের নিকটে ।[১৭৪৭]

১৭৪৬. তিরমিযী ৮০৭, আহমাদ ১৬৫৮২, ২১১৬৮, দারিমী ১৭০২। রাওয ৩২২, তা'লীকুর রগীব ২/৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ তবে ইবনু আবূ লায়লা ও হাজ্জাজ এর রেওয়ায়াতে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৮৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৮টি অধিক দুর্বল, ২৭টি দুর্বল, ৪৭টি হাসান, ১০১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: বুখারী ৪৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৬, ১৮৯৭, তিরমিযী ৮০৭, ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৫০৯, দারিমী ১৭০২, ২৪১৯, আহমাদ ১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৫৯৭, ১৬৬০৮, ২১১৬৭, ২১১৭২, ২১৫৩২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৭৯০৫, মু'জামুল আওসাত ৫৩২, ১০৪৮, ৭১৩৬, ৭৭০০, ৭৮৮৩, ৮০৩৮, ৮৪৩৮ ইত্যাদি।

১৭৪৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আদাবুয যিফাফ ৮৫৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** ইফতার করার কথা ব্যতীত সহীহ।

٤٦/٧. بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

৭/৪৬. অধ্যায় : রোযাদারের সামনে কেউ পানাহার করলে।

١٧٤٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ».

১/১৭৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ও সাহল ওয়াকী' শু'বাহ হাবীব বিন যায়দ আল-আনসারী লায়লা (মাকবূলাহ) উম্মু উমারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এখানে আসলে আমরা তাঁর সামনে খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করলাম। তাঁর সাথের কতক লোক ছিল রোযাদার। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ রোযাদারের সামনে আহার করা হলে ফেরেশতাগণ তার জন্য (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ কামনা করেন।[১৭৪৮]

١٧٤٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ».

২/১৭৪৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাকিয়্যাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান (সকলেই তাকে মিথ্যুক বলেছেন) সুলায়মান বিন বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-কে বললেনঃ হে বিলাল! সকালের খাবার। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি রোযাদার। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমরা আমাদের রিযিক আহার করবো, আর বিলালের অংশ রয়েছে জান্নাতে। হে বিলাল! তুমি কি জানো যে, রোযাদারের সামনে খাওয়া-দাওয়া করা হলে, তার হাড়সমূহ আল্লাহ্‌র গুণগান করে এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে![১৭৪৯]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি সালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা) ২. মুস্রআব বিন স্রাবিত সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তাতে দুর্বল হিসেবেই জানি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন তবে সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি গায়্রির স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৮০, ২৮/১৮ নং পৃষ্ঠা)

১৭৪৮. তিরমিযী ৭৮৪, ৭৮৫, আহমাদ ২৬৫১৯, ২৬৯২৬, দারিমী ১৭৩৮, বায়হাকী ৪/২৫৫। তা'লীকুর রগীব ২/৭৬, দঈফ ১৩৩২। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীস্রের রাবী লায়লা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী অজ্ঞাত নারীর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তার সূত্রে হাবীব ইবনু যায়দ একক হয়ে গেছেন। হাফিয তার সম্পর্কে মুতাবিআতের ক্ষেত্রে মাকবুল বলেছেন। অন্যথায় তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। কিন্তু তার মুতাবিআত জানা যায়নি। বরং এ কথা বলা সম্ভব যে তিনি বিপরীত করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৯২৭, ৩৫/৩০১ নং পৃষ্ঠা)

১৭৪৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৪/৬২। দঈফাহ ১৩৩২। **তাহকীক আলবানীঃ বানোয়াট।**
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু

٤٧/٧. بَاب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

৭/৪৭. অধ্যায় : রোযাদারকে আহার গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হলে।

١٧٥٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ».

১/১৭৫০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস-স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবুয যিনাদ আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন তোমাদের কাউকে আহার করার জন্য ডাকা হয়, অথচ সে রোযাদার, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার।[১৭৫০]

١٧٥١/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

২/১৭৫১। আহমাদ বিন য়ূসুফ আস-সুলামী আবূ আস্বিম ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেনঃ রোযাদার ব্যক্তিকে আহার গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে সে যেন তাতে সাড়া দেয়। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে খাবে অথবা খাবে না।[১৭৫১]

٤٨/٧. بَاب فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ

৭/৪৮. অধ্যায় : রোযাদারের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না (কবুল হয়)।

١٧٥٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللهُ دُوْنَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ بِعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ».

১/১৭৫২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সা'দান আল-জুহানী সা'দ বিন আবূ মুজাহিদ আত-তায়ী আবূ মুদিল্লাহ (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিনি ব্যক্তির দুআ রদ হয় নাঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোযাদার যতক্ষণ না ইফতার করে এবং মজলুমের দুআ। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার দুআ মেঘমালার উপরে তুলে নিবেন এবং তার জন্য আসমানের দ্বারসমূহ

হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেন, তখন তাকে স্বিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস্ব বর্ণনা করেন, তখন তিনি স্বিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৩৮, ৪/১৯২ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-উকায়লী বলেন, তিনি অপরিচিত, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তকে উল্লেখ করে বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। তিনি সন্দেহভাজন নির্ভরযোগ্য নন। তার সম্পর্কে আবুল ফাত্তাহ আদ্দী বলেছেন, তিনি মিথ্যুক, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪১৬, ২৫/৬৫৭ নং পৃষ্ঠা)

১৭৫০. মুসলিম ১১৫০, তিরমিযী ৭৮১, আবূ দাউদ ২৪৬১,আহমাদ ৭২৬২, দারিমী ১৭৩৭। সহীহাহ ১৩৪, ইরওয়া' ১৯৫৩, সহীহ আবী দাউদ ২১২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৫১. মুসলিম ১৪৩০, আবূ দাউদ ৩৭৪০, আহমাদ ১৪৭৯৭। সহীহাহ ৩৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

খুলে দেয়া হবে এবং আল্লাহ্ বলবেনঃ আমার মর্যাদার শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, একটু বিলম্বেই হোক না কেন।[১৭৫২]

١٧٥٣/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ».

قَالَ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ إِذَا أَفْطَرَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

২/১৭৫৩। হিশাম বিন আম্মার ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইসহাক বিন উবায়দুল্লাহ আল-মাদানী (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ আবদুল্লাহ বিন আম্র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইফতারের সময় রোযাদারের অবশ্যই একটি দু'আ আছে, যা রদ হয় না (কবুল হয়)। বিন আবূ মুলাইকা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে ইফতারের সময় বলতে শুনেছিঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যা সব কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত, যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন"।[১৭৫৩]

٤٩/٧. بَاب فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

৭/৪৯. অধ্যায় : ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আগে আহার করা।

١٧٥٤/١ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ».

১/১৭৫৪। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) হুশায়ম উবায়দুল্লাহ বিন আবূ বাকর আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর না খেয়ে (ঈদের মাঠে) রওয়ানা হতেন না।[১৭৫৪]

১৭৫২. তিরমিযী ৩৫৯৮। দঈফাহ ১৪৫৮, রোযাদার ও মাযলুমের দুয়ার কথা সহীহ এবং ন্যায়পরায়ণ ইমাম এর স্থলে মুসাফিরের কথা সহীহ। সহীহাহ ৫৯৬, ১৭৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ মুদিল্লাহ হলো আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর আযাদকৃত দাস, এবং আমরা তাকে এই হাদীস দ্বারা চিনতে পেরেছি। বিষয়টি যদি তাই হয় তবে উসূলী কায়িদাহ অনুযায়ী সে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। ইমাম মাদীনী বলেছেন, তার নাম জানা যায়নি। সে অজ্ঞাত এবং আবূ মুজাহিদ ব্যতিত কেউ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেনি। মুলতঃ তার সম্পর্কে এরূপ বক্তব্য তার হাদীসকে হাসান করেন না, বিশেষ করে হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ হতে বর্ণিত ভিন্ন একটি হাদীসের বিপরীত। সেই হাদীসটি রয়েছে সহীহাহ ২য় খণ্ড ৭ম অধ্যায়ে। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৭৬১১, ৩৪/২৬৯ নং পৃষ্ঠা)

১৭৫৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৯২১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক বিন উবায়দুল্লাহ আল-মাদানীর কারণে হাদীসটি দুর্বল হয়েছে। তার সম্পর্কে শায়খ আলবানী ইরওয়া'উল গালীল এর মধ্যে প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন ইরওয়া'উল গালীল।

১৭৫৪. সহীহুল বুখারী ৯৫৩, তিরমিযী ৫৪৩, আহমাদ ১১৮৫৯, ১৩০১৪। মিশকাত ১৪৪০, দঈফাহ ৪২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে

١٧٥٥/٢ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَذِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ».

২/১৭৫৫। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) মানদাল বিন আলী (দঈফ বা দুর্বল) উমার বিন স্বহবান (দঈফ বা দুর্বল) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন ভোরে তাঁর সহাবীদের ফিতরা পরিশোধের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত (ঈদগাহে) রওয়ানা হতেন না।[১৭৫৫]

١٧٥٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ».

৩/১৭৫৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ আসিম স্রাওয়াব বিন উতবাহ আল-মাহরী (মাকবূল) ইবনু বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন আহার না করে (ঈদের মাঠে) রওয়ানা হতেন না এবং কুরবাণীর দিন ঈদগাহ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আহার করতেন না।[১৭৫৬]

٥٠/٧. بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

৭/৫০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অবহেলা করে রমাযানের স্রিয়াম অনাদায় রেখে মারা গেলো।

١٧٥٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ».

১/১৭৫৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া কুতায়বাহ আবস্রার আশআস্র (বিন স্রাওয়ার) (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন সীরীন নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি

হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৯২ টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ৯৫৩, তিরমিযী ৫৪২, ৫৪৩, দারিমী ১৬০০, আহমাদ ১০৮৪২, ১০৯৬২, ১১৮৫৯, ১৩০১৪, ২২৪৭৩, ২২৪৭৪, ২২৫৩২, দারাকুতনী ১৬৯৯,১৭০১, ১৭০২, মুস্রান্নাফ আবদুর রাযযাক ৫৭৩৪, মু'জামুল আওসাত ৪৫১, ২৮৬৭, ৩০৬৫, ৪৫০২, ৫০১৪, ৫৮৩৬, শারহুস সুন্নাহ ১১০৪, ১১০৫ ইত্যাদি।

১৭৫৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ**।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. মানদাল বিন আলী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুবল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তকে দর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৬১৭৬, ২৮/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. উমার বিন স্বহবান সম্পর্কে আহমাদ বিন স্রালিহ বলেন, তার ব্যাপারে হাদীস্র বিশারদগণ এতো কথা বলেছেন, যে তা অন্য কারো ব্যাপারে আমি আর দেখিনি। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৪২৬০, ২১/৩৯৮ নং পৃষ্ঠা)

১৭৫৬. তিরমিযী ৫৪২, আহমাদ ২২৪৭৪, ২২৫৩৩, দারিমী ১৬০০। মিশকাত ১৪৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

তার যিম্মায় রমাদান মাসের সিয়াম বাকি রেখে মারা গেলো, তার পক্ষ থেকে প্রতি দিনের রোযার জন্য যেন একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো হয়।[১৭৫৭]

٥١/٧. بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ

৭/৫১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মানতের সিয়াম যিম্মায় রেখে মারা গেলো।

١٧٥٨/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُخْتِيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ».

১/১৭৫৮। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ, আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন), আ'মাশ, মুসলিম আল-বাতীন, হাকাম ও সালামাহ বিন কুহাল, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ, আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন), আ'মাশ, মুসলিম আল-বাতীন, হাকাম ও সালামাহ বিন কুহাল, আতা', ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ, আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন), আ'মাশ, মুসলিম আল-বাতীন, হাকাম ও সালামাহ বিন কুহাল, মুজাহিদ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার বোন তার যিম্মায় রমাদানের পরপর দু' মাসের সিয়াম রেখে মারা গেছে। তিনি বলেন, তুমি কি মনে করো, তোমার বোন ঋণগ্রস্ত থাকলে তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহ্র প্রাপ্য তো অধিক পরিশোধযোগ্য।[১৭৫৮]

١٧٥٩/٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ».

২/১৭৫৯। যুহায়র বিন মুহাম্মাদ, আবদুর রায্যাক, সুফইয়ান (বিন উয়ায়নাহ), আবদুল্লাহ বিন আতা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন), ইবনু বুরায়দাহ, তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার

১৭৫৭. তিরমিযী ৭১৮। মিশকাত ২০৩৪। **তাহক্বীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী আশআস (বিন সাওয়ার) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন সিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। উসমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫২৪, ৩/২৬৪ নং পৃষ্ঠা)

১৭৫৮. সহীহুল বুখারী ১৯৫৩, মুসলিম ১১৪৮, তিরমিযী ৭১৬, নাসায়ী ৩৮১৬ আবূ দাঊদ ৩৩১০, আহমাদ ২০০৬, দারিমী ১৭৬৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

মা তার যিম্মায় সিয়াম রেখে মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সিয়াম রাখবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ।[১৭৫৯]

٥٢/٧. بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ

৭/৫২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রমাদান মাসে ইসলাম গ্রহণ করলো।

١٧٦٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِإِسْلَامِ ثَقِيْفٍ قَالَ وَقَدِمُوْا عَلَيْهِ فِيْ رَمَضَانَ «فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا أَسْلَمُوْا صَامُوْا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ».

১/১৭৬০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আহমাদ বিন খালিদ আল-ওয়াহবী, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী), ঈসা বিন আবদুল্লাহ বিন মালিক (মাকবূল), আতিয়্যাহ বিন সুফইয়ান বিন আবদুল্লাহ্ বিন রবীআহ, (ইসমু মুবহাম বা নাম অপরিচিত) বলেন, আমাদের যে প্রতিনিধি দলটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়েছিল, তারা স্বাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা দেয়। রাবী বলেন, তারা তাঁর দরবারে রমাদান মাসে উপস্থিত হয়। তিনি মাসজিদে তাদের জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর রমাদান মাসের অবশিষ্ট রোযাগুলো রেখেছিল।[১৭৬০]

٥٣/٧. بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَصُوْمُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

৭/৫৩. অধ্যায় : যে মহিলা তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত (নফল) সিয়াম রাখে।

١٧٦١/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

১/১৭৬১। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, আবুয যিনাদ, আ'রাজ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত স্ত্রী রমাদান মাসের সিয়াম ছাড়া এক দিনও সিয়াম রাখবে না।[১৭৬১]

১৭৫৯. মুসলিম ১১৪৯, তিরমিযী ৬৬৭, ৯২৯, আবূ দাঊদ ১৬৫৬, ২৮৭৭, ৩৩০৮, আহমাদ ২২৪৪৭, ২২৪৬২, ২২৫২৩, ২২৫৪৫। সহীহ আবী দাউদ ২৫৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লহ বিন আতা' সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪২৯, ১৫/৩১১ নং পৃষ্ঠা)

১৭৬০. তা'লীক ইবনু মাজাহ। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

১৭৬১. সহীহুল বুখারী ৫১৯২, ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬, তিরমিযী ৭৮২, আবূ দাঊদ ২৪৫৮, আহমাদ ৭২৯৪, ২৭৪০৫, ৯৪৪১, ৯৬৬২, ৯৮১২, ১০১১৭, দারিমী ১৭২০। ইরওয়া' ২০০৪, সহীহ আবী দাউদ ২১২১, মুসলিমে রামাযানের উল্লেখ নেয়। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٧٦٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ».

২/১৭৬২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াহইয়া বিন হাম্মাদ আবূ আওয়ানাহ সুলায়মান আবূ সালিহ আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে তাদের স্বামীদের সম্মতি ব্যতীত সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[১৭৬২]

٥٤/٧. بَاب فِيْمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُوْمُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

৭/৫৪. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে সে তাদের সম্মতি ব্যতীত (নফল) সিয়াম রাখবে না।

١٧٦٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُوْمُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ».

১/১৭৬৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আল-আযদী মূসা বিন দাঊদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ও খালিদ বিন ইয়াযীদ আবূ বাক্‌র আল-মাদানী (দঈফ বা দুর্বল) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে সে যেন তাদের সম্মতি ব্যতীত (নফল) সিয়াম না রাখে।[১৭৬৩]

٥٥/٧. بَاب فِيْمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

৭/৫৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বলে, কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য।

١٧٦٤/١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأُمَوِيِّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ».

১/১৭৬৪। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন মা'ন তার পিতা মা'ন আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল-উমাবী (لين الحديث বা হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন মা'ন তার পিতা (মা'ন বিন মুহাম্মাদ বিন মা'ন) (মাকবূল) হানযালাহ বিন আলী আল-আসলামী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য।[১৭৬৪]

১৭৬২. আবূ দাঊদ ২৪৫৯, আহমাদ ১১৩৫০, ১১৩৯২, দারিমী ১৭১৯। ইরওয়া' ৭.৬৪-৬৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৬৩. তিরমিযী ৭৮৯। দঈফাহ ২৭১৪। **তাহক্বীক আলবানীঃ** অত্যন্ত দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ বাক্‌র আল-মাদানী সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম যাহাবী দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল।

১৭৬৪. তিরমিযী ২৪৮৬। সহীহাহ ৬৫৫, তালীক ইবনু খুযাইমাহ ১৮৯৮, ১৮৯৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন

١٧٦٥/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ حُرَّةَ عَنْ عَمِّهِ حَكِيْمِ بْنِ أَبِيْ حُرَّةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ».

২/১৭৬৫। ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আর-রাক্কী আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ হুররাহ তার চাচা হাকীম বিন আবূ হুররাহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবী সিনান বিন সান্নাহ আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কৃতজ্ঞ আহারকারির জন্য রয়েছে ধৈর্যশীল রোযাদারের অনুরূপ প্রতিদান।[১৭৬৫]

٥٦/٨. بَاب فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

৮/৫৬. অধ্যায় : লায়লাতুল কদর (কদরের রাত) সম্পর্কে

١٧٦٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنِّيْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ».

১/১৭৬৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর আবূ সালামাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে রমাদান মাসের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করেছিলাম। তিনি বলেন, আমাকে লায়লাতুল কদর দেখানো হয়েছিল; পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা রমাদান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে তা অনুসন্ধান করো।[১৭৬৬]

আবদুল্লাহ আল-উমাবী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩৬৮, ১৫/১৮৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইয়া'কূব বিন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল-উমাবী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি জাল, ৯টি অধিক দুর্বল, ২০টি দুর্বল, ১৩টি হাসান, ৯টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ২৪৮৬, দারিমী ২০২৪, আহমাদ ৭৭৪৭, ৭৮২৯, ১৮৫৩৪, মু'জামুল আওসাত ৭৩৮১, শারহুস সুন্নাহ ২৮৩২ ইত্যাদি।

১৭৬৫. দারিমী ২০২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১৭৬৬. সহীহুল বুখারী ২০১৮, মুসলিম ১১৬৭, নাসায়ী ১৩৫৬, আবূ দাউদ ১৩৮২, আহমাদ ১০৬৫০, ১০৮০২, ১১১৮৬, ১১৩০২, মুয়াত্তা মালিক ৭০১, বায়হাকী ৯/২২৫। সহীহ আবী দাউদ ১২২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٥٧/٧. بَاب فِيْ فَضْلِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

৭/৫৭. অধ্যায় : রমাদান মাসের শেষ দশকের ফাদীলাত।

١٧٦٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ وَأَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ».

১/১৭৬৭। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ-শাওয়ারিব ও আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিম আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ হাসান বিন উবায়দুল্লাহ ইবরাহীম আন-নাখঈ আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদান মাসের শেষ দশকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় ইবাদাতে অধিক মশগুল থাকতেন।[১৭৬৭]

١٧٦٨/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

২/১৭৬৮। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী সুফইয়ান ইবনু উবায়দ বিন নিসতাস আবুদ-দুহা মাসরূক আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদান মাসের শেষ দশকে রাত জাগতেন, তহবন্দ শক্ত করে বেঁধে নিতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে (ইবাদাতে মশগুল হওয়ার জন্য) জাগিয়ে দিতেন।[১৭৬৮]

٥٨/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ

৭/৫৮. অধ্যায় : ই'তিকাফ সম্পর্কে।

١٧٦٩/١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ».

১/১৭৬৯। হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যী আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আবূ হুসায়ন আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বছর দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। তবে তিনি ইনতিকালের বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। প্রতি বছর (রমাদান মাসে) তাঁর কাছে একবার কুরআন পেশ করা হতো। তবে তাঁর ইনতিকালের বছর তাঁর কাছে তা দু'বার পেশ করা হয়।[১৭৬৯]

١٧٧٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا».

১৭৬৭. সহীহুল বুখারী ২০২৪,মুসলিম ১১৭৪, ১১৭৫, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাঊদ ১৩৭৬, আহমাদ ২৩৬১১, ২৩৮৫৬,২৩৮৬৯, ২৪০০৭, ২৪৩৯২, ২৫৬৫৬। সহীহাহ ২১২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৬৮. সহীহুল বুখারী ২০২৪,মুসলিম ১১৭৪, ১১৭৫, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাঊদ ১৩৭৬, আহমাদ ২৩৬১১, ২৩৮৫৬,২৩৮৬৯, ২৪০০৭, ২৪৩৯২, ২৫৬৫৬। সহীহ আবী দাঊদ ১২৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৬৯. সহীহুল বুখারী ২০৪৪, ৪৯৯৮, তিরমিযী ৭৯০, আবূ দাঊদ ২৪৬৬, আহমাদ ৭৭২৬, ৮২৩০, ৮৪৪৮, ৮৯৫৯, ২৪৮৩০, দারিমী ১৭৭৯। সহীহ আবী দাঊদ ২১২৬, ২১৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/১৭৭০। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [আবদুর রহমান বিন মাহদী] [হাম্মাদ বিন সালামাহ] [সাবিত] [আবূ রাফি'] [উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। তবে তিনি কোন এক বছর এ সময় সফরে অতিবাহিত করেন। এরপর পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।[১৭৭০]

٥٩/٧. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ

৭/৫৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ইতিকাফে বসলো এবং ইতিকাফের কাযা সম্পর্কে।

١٧٧١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ».

১/১৭৭১। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইয়া'লা বিন উবায়দ] [ইয়াহইয়া বিন সাঈদ] [আমরাহ] [আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলে ফজরের সলাত পড়ার পর ই'তিকাফের উদ্দেশে নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন। তিনি রমাদানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন এবং তাঁর জন্য একটি বেষ্টনী তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও তাঁর জন্য একটি বেষ্টনী তৈরির নির্দেশ দেন। অতএব তার জন্যও বেষ্টনী তৈরি করা হলো। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ও একটি বেষ্টনী তৈরির নির্দেশ দিলে তাঁর জন্যও তা তৈরি করা হলো। যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের দু'জনের বেষ্টনী দেখে আরেকটি বেষ্টনী তৈরির নির্দেশ দেন এবং তার জন্যও তা তৈরি করা হলো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বলেন, তোমরা কি পুণ্য লাভের উদ্দেশে এমনটি করছো! এরপর তিনি আর রমাদান মাসে ই'তিকাফ করলেন না, পরে শাওওয়াল মাসের দশ দিন ই'তিকাফ করেন।[১৭৭১]

٦٠/٧. بَاب فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ

৭/৬০. অধ্যায় : এক দিন অথবা এক রাত ই'তিকাফ করা।

١٧٧٢/١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ».

১/১৭৭২। [ইসহাক বিন মূসা আল-খাতমী] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [আয়্যূব] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] জাহিলী যুগে তার এক রাত ই'তিকাফ করার মানত ছিল। তিনি এ সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে ই'তিকাফ করার নির্দেশ দেন।[১৭৭২]

১৭৭০. আবূ দাউদ ২৪৬৩, আহমাদ ২০৭৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৭১. সহীহুল বুখারী ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৪১, ২০৪৫, মুসলিম ১১৭২, ১১৭৩, তিরমিযী ৭৯১, নাসায়ী ৭০৯, আবূ দাউদ ২৪৬৪, আহমাদ ২৪০২৩, ২৫৩৬৯, মুয়াত্তা মালিক ৬৯৯। তা'লীক ইবনু খুযাইমাহ ২২২৪, সহীহ আবী দাউদ ২১২৭, ২১২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৭২. সহীহুল বুখারী ২০৩২, ২০৪২, ২০৪৩, ৩১৪৪, ৪৩২০, ৬৬৯৭, মুসলিম ১৬৫৬, তিরমিযী ১৫৩৯, নাসায়ী ৩৮২০, ৩৮২১, ৩৮২২, আবূ দাউদ ৩৩২৫, আহমাদ ২৫৭, ৪৬৯১, ৫৫১৪, ৬৩৮২, দারিমী ২৩৩৩, বায়হাকী ৩/২১৯। তা'লীক ইবনু খুযাইমাহ ২২২৯, সহীহ আবী দাউদ ২১৩৬, ২১৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٦١/٧. بَاب فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزَمُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ

৭/৬১. অধ্যায় : ই'তিকাফকারী মাসজিদের একটি স্থান নির্ধারণ করে নিবে।

١٧٧٣/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

১/১৭৭৩। আহমাদ বিন আমর ইবনুস-সারহ্ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইউনুস নাফি' আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাদান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। নাফি' (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ই'তিকাফের স্থানটি দেখিয়েছেন।[১৭৭৩]

١٧٧٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ».

২/১৭৭৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া নুআয়ম বিন হাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) ইবনুল মুবারাক ঈসা বিন উমার বিন মূসা (মাকবূল) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ই'তিকাফের ইচ্ছা করলে তার জন্য উসতুওয়ানায়ে তাওবা"-এর পেছনে তাঁর বিছানা দেয়া হতো অথবা তাঁর খাট রাখা হতো।[১৭৭৪]

٦٢/٧. بَاب الِاعْتِكَافِ فِي خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

৭/৬২. অধ্যায় : মাসজিদের অভ্যন্তরে তাঁবুতে ই'তিকাফ করা।

١٧٧٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ قَالَ فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ».

১/১৭৭৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা' আস্-সনআনী মু'তামির বিন সুলায়মান উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ্ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আবূ সালামাহ্ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি তুর্কী তাঁবুর মধ্যে ই'তিকাফে বসেন, যার জানালায় টাঙ্গানো ছিলো চাটাইয়ের টুকরা। রাবী

১৭৭৩. সহীহুল বুখারী ২০২৫, মুসলিম ১১৭১, আবূ দাঊদ ২৪৬৫, আহমাদ ৬১৩৭। সহীহ আবী দাঊদ ২১২০, বুখারীতে নাফি' বলেছেন এ কথা নেই। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৭৪. তা'লীক সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ২২৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ**।
উক্ত হাদীসের রাবী নুআয়ম বিন হাম্মাদ সম্পর্কে আল-আজালী স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ ও ভুল করেন। মুসলিম বিন কাসিম বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি কিছু হাদীসের ব্যাপারে বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে শিথিল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৪৫১, ২৯/৪৬৬ নং পৃষ্ঠা)

বলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে চাটাইটি সরিয়ে বেষ্টনীর পাশে রাখেন, অতঃপর মাথা বের করে লোকেদের সাথে কথা বলেন।[১৭৭৫]

٦٣/٧. بَاب فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

৭/৬৩. অধ্যায় : ই'তিকাফকারির রোগীকে দেখতে যাওয়া ও জানাযায় উপস্থিত হওয়া।

١٧٧٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانُوْا مُعْتَكِفِيْنَ».

১/১৭৭৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ লায়স্ বিন সা'দ ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র ও আমরাহ বিনতু আবদুর রহমান আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি ই'তিকাফরত অবস্থায় কেবলমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ঘরে যেতাম এবং ঘরে রোগী থাকলে হাঁটতে হাঁটতে তাকে দেখতে যেতাম। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফকালে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ঘরে যেতেন না।[১৭৭৬]

١٧٧٧/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيَّاجُ الْخُرَاسَانِيُّ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ».

২/১৭৭৭। আহমাদ বিন মানসূর আবূ বাকর য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ হায়্যাজ (বিন বিসতাম) আল-খুরাসানী (দঈফ বা দুর্বল) আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবদুল খালিক (মাজহুল বা অপরিচিত) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ই'তিকাফকারী জানাযায় শরীক হতে পারে এবং রোগীকেও দেখতে যেতে পারে।[১৭৭৭]

٦٤/٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

৭/৬৪. অধ্যায় : যে ইতিকাফকারী তার মাথা ধোয় এবং চুল আঁচড়ায়।

১৭৭৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৪/১৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৭৬. আহমাদ ২৪২১০, ২৪৯৫৬। ইরওয়া' ৯৭৪, ৯৭৮, তা'লীক ইবনু খুযাইমাহ ২২৩০, সহীহ আবী দাউদ ২১৩১, বুখারিতে মারফূ'ভাবে বর্ণনা রয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৭৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৬৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ বানোয়াট।**
উক্ত হাদীসের রাবী ১. হায়্যাজ (বিন বিসতাম) আল-খুরাসানী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, হাদীস বিশারদগণ তার হাদীস বর্জন করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৬৩৭, ৩০/৩৫৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৫৩৬, ২২/৪১৬ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল খালিক সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অত্যন্ত দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। এছাড়াও হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিপরীত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৩২, ১৬/৪৬৬ নং পৃষ্ঠা)

١٧٧٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُدْنِيْ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا فِيْ حُجْرَتِيْ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ».

১/১৭৭৮। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)] [আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আমি তা ধৌত করে দিতাম এবং আঁচড়িয়ে দিতাম। তখন আমি হায়িদ অবস্থায় আমার ঘরে থাকতাম এবং তিনি মাসজিদে থাকতেন।[১৭৭৮]

٦٥/٧. بَاب فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُوْرُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ

৭/৬৫. অধ্যায় : ই'তিকাফকারির সাথে তার পরিবার-পরিজনের সাক্ষাত করা।

١٧٧٩/١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا».

১/১৭৭৯। [ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী] [উমার বিন উসমান বিন উমার বিন মূসা বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার] [তার পিতা (উসমান বিন উমার বিন মূসা বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার) (মাকবূল)] [ইবনু শিহাব] [আলী ইবনুল হুসায়ন] [নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিনতু হুইয়াই (রাঃ)] রমাদান মাসের শেষ দশকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে ই'তিকাফ করেছিলেন। তখন স্বাফিয়্যা (রাঃ) তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন এবং রাতের কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন। অতঃপর তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও তাকে বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়ান। স্বাফিয়্যা (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অপর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর ঘরের নিকটবর্তী মাসজিদের দরজার কাছাকাছি পৌঁছলে দু'জন আনসারী তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেন, থামো! এ হচ্ছে স্বাফিয়্যা বিনতু হুইয়াই। তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রসূল! বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন মনে হলো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, শয়তান আদম-সন্তানের শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহের মত ধাবিত হয়। আমি আশঙ্কা করছিলাম, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনরূপ কুধারণার সৃষ্টি করে কিনা?[১৭৭৯]

১৭৭৮. সহীহুল বুখারী ২৯৫, ২৯৬, ৩০১, ২০২৮, ২০২৯, ২০৩১, ২০৪৬, ৫৯২৫, মুসলিম ২৯৭, তিরমিযী ৮০৪, নাসায়ী ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, আবূ দাউদ ২৪৬৭, ২৪৬৯, আহমাদ ২৩৭১৮, ২৩৭৫৯, ২৪০০০, ২৪১৬২, ২৪২১০, ২৪৮৪১, ২৪৯৫৬, ২৫০৩৫, ২৫১৫৪, ২৫৩৯৪, ২৫৪১০, ২৫৪৪২, ২৫৪৪৯, ২৫৫৭১, ২৫৭২৯, মুয়াত্তা মালিক ১৩৫, ৬৯৩, দারিমী ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬৬, ১০৬৮, ১০৬৯, বায়হাকী ৪/৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৭৯. সহীহুল বুখারী ২০৩৫, ২০৩৮, ২০৩৯, ৩১০১, ৩২৮১, ৬২১৯, ৭১৭১, মুসলিম ২১৭৫, আবূ দাউদ ২৪৭০, ৪৯৯৪, আহমাদ ২৬৩২২, দারিমী ১৭৮০। সহীহ আবী দাউদ ২১৩৩-২১৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٦٦/٧. بَاب فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

৭/৬৬. অধ্যায় : রক্তপ্রদর রোগিনীর ই'তিকাফ করা।

١٧٨٠/١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ».

১/১৭৮০। হাসান বিন মুহাম্মাদ আস-সাব্বাহ্ আফ্ফান ইয়াযীদ বিন যুরায়' খালিদ আল-হায্যা' ইকরামাহ্ বলেন, আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক স্ত্রী তাঁর সাথে ই'তিকাফ করেন। তিনি লাল ও হলদে বর্ণের রক্ত দেখতে পেতেন। তাই অধিকাংশ সময় তিনি তার নিচে একটি ছোট প্লেট পেতে রাখতেন।[১৭৮০]

٦٧/٧. بَاب فِيْ ثَوَابِ الِاعْتِكَافِ

৭/৬৭. অধ্যায় : ই'তিকাফের স্বওয়াব।

١٧٨١/١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّيِّ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ «هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا».

১/১৭৮১। উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল কারীম মুহাম্মাদ বিন উমায়্যাহ্ ঈসা বিন মূসা আল-বুখারী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল ও তাদলীস করেন) উবায়দাহ আল-আম্মী (مجهول الحال বা তার অবস্থা সম্পর্কে অপরিচিত) ফারকাদ আস-সাবাখী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফকারী সম্পর্কে বলেন, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেককারদের সকল নেকী তার জন্য লেখা হয়।[১৭৮১]

٦٨/٧. بَاب فِيْمَنْ قَامَ فِيْ لَيْلَتَيْ الْعِيْدَيْنِ

৭/৬৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি দু' ঈদের রাতে ইবাদাত করে।

১৭৮০. সহীহুল বুখারী ৩০৯, ৩১০, ৩১১, আবূ দাঊদ ২৪৭৬, আহমাদ ২৪৪৭৭, দারিমী ৮৭৭। সহীহ আবী দাঊদ ২১৩৮, বুখারি। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৮১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ২১০৮, দ্বিতীয় তাহকীক। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।** উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ঈসা বিন মূসা আল-বুখারী সম্পর্কে মুসলিম বিন কাসিম বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো হাদীস্র বর্ণনায় স্বিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন। হাকিম বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু ১০০ জন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ২. উবায়দাহ আল-আম্মী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৫১, ১৯/২৫৬ নং পৃষ্ঠা) ৩. ফারকাদ আস-সাবাখী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাবল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ আহমাদ আল-হাকিম, আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তারা বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসাকলনী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭১৫, ২৩/১৬৪ নং পৃষ্ঠা)

١٧٨٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّوَيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ».

১/১৭৮২। আবূ আহমাদ আল-মার্‌রার বিন হাম্মূয়াহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন) বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বলদের থেকে অধিক তাদলীস করেন) সাওর বিন ইয়াযীদ খালিদ বিন মা'দান আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি দু' ঈদের রাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ইবাদাত করবে তার অন্তর ঐ দিন মরবে না, যে দিন অন্তরসমূহ মরে যাবে।[১৭৮২]

১৭৮২. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী৪/১০৩। দঈফাহ ৫২১, ৫১৩৬, তা'লীকুর রগীব ২/১০০।
তাহকীক আলবানীঃ বানোয়াট।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেন, তখন তাকে স্বিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস্ব বর্ণনা করেন, তখন তিনি স্বিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৩৮, ৪/১৯২ নং পৃষ্ঠা)

(٨) : كِتَاب الزَّكَاةِ

পর্ব (৮) : যাকাত

١/٨. بَاب فَرْضِ الزَّكَاةِ

৮/১. অধ্যায় : যাকাত পরিশোধ করা ফরয্।

١٧٨٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ».

১/১৭৮৩। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ] [যাকারিয়্যা বিন ইসহাক আল-মাক্কী] [ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন সায়ফী] [ইবনু আব্বাসের 'মাওলা' আবূ মা'বাদ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়ামানে পাঠাবার প্রাক্কালে বলেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো যারা আহলে কিতাব। তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল" এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহ্বান জানাবে। তারা তা মেনে নিলে তুমি তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের আরও জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তারা যদিও এটিও মেনে নেয় তবে তাদের উত্তম সম্পদ (গ্রহণ) থেকে নিজেদের বিরত রাখবে। তুমি মযলুমের বদদোয়াকে ভয় করো। কেননা মযলুমের আহাজারি ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা (প্রতিবন্ধক) নেই।[১৭৮৩]

٢/٨. بَاب مَا جَاءَ فِيْ مَنْعِ الزَّكَاةِ

৮/২. অধ্যায় : যাকাত পরিশোধ না করার পরিণতি।

١٧٨٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَجَامِعِ بْنِ أَبِيْ رَاشِدٍ سَمِعَا شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ

১৭৮৩. সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৯৬,২৪৪৮, ১৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, মুসলিম ১৯, তিরমিযী ৬২৫, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাঊদ ১৫৮৪, আহমাদ ২০৭২, দারিমী ১৬১৪। ইরওয়া' ৭৮২, সহীহ আবী দাঊদ ১৪১২, বুখারী, মুসলিম। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} الْآيَةَ».

১/১৭৮৪। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, আবদুল মালিক বিন আ'ইয়ান ও জামি' বিন আবূ রাশিদ, শাকীক বিন সালামাহ, আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না, তার মালকে কিয়ামাতের দিন বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, এমনকি তা তার গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সমর্থনে আল্লাহ্র কিতাবের নিম্নোক্ত আয়াত আমাদের তিলাওয়াত করে শুনান (অনুবাদ)ঃ "আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন, এতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক একথা যেন তারা মনে না করে..." (৩ঃ ১৮০)।[১৭৮৪]

١٧٨٥/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

২/১৭৮৫। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', আ'মাশ, মা'রূর বিন সুওয়ায়দ, আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ কোন উট, ছাগল ও গরুর মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে এগুলো কিয়ামাতের দিন বিরাটকায় ও মোটাতাজা হয়ে উপস্থিত হবে এবং মালিককে এদের শিং ও ক্ষুর দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। শেষটির পালা শেষ হলে আবার প্রথমটি থেকে শুরু হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না বিচারকার্য শেষ হয়।[১৭৮৫]

١٧٨٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِيْ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُوْلُ مَا لِيْ وَلَكَ فَيَقُوْلُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ فَيَتَّقِيْهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا».

৩/১৭৮৬। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্মান আল-উস্মানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় ভুল করেন), আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম, 'আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), তার পিতা (আবদুর রহমান), আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে উটের যাকাত দেয়া হয়নি, তা কিয়ামাতের দিন তার মালিককে তার ক্ষুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। তদ্রূপ গরু ও ছাগল এসে এদের ক্ষুর ও শিং দিয়ে এদের মালিককে আঘাত করতে থাকবে। তার সঞ্চিত সম্পদও বিষধর সাপে পরিণত হয়ে তার মালিকের সামনে হাযির হবে। মালিক দু'বার তা দেখে পালাবে, কিন্তু সে আবার মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন মালিক পালাতে চেষ্টা করবে এবং বলবে, তোমার সাথে আমার কী সম্পর্ক? সে বলবে, আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ,

---

১৭৮৪. হাদীস্টি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছে। বায়হাকী ৭/৫। সহীহ তারগীব ১/৭৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৮৫. সহীহুল বুখারী ১৪৬০, মুসলিম ৯৯০, তিরমিযী ৬১৭, নাসায়ী ২৪৪০, ২৪৫৬, আহমাদ ২০৮৪৪, ২০৮৯০, ২০৯৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আমি তোমার রক্ষিত ধন। মালিক তার হাত দিয়ে সাপ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে সে তার হাতটি গিলে ফেলবে।[১৭৮৬]

٨/٣. بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

৮/৩. অধ্যায় : যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা পুঞ্জীভূত সম্পদ নয়।

١٧٨٧/١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ}.

قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُوْرًا لِلْأَمْوَالِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا أُبَالِيْ لَوْ كَانَ لِيْ أُحُدٌ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيْهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১/১৭৮৭। আমর বিন সাওওয়াদ আল-মিস্‌রী, আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব, ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), উকায়ল, ইবনু শিহাব, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর মুক্ত দাস খালিদ বিন আসলাম বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) এর সাথে বের হলাম। এক বেদুঈন এসে তাঁকে আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলোঃ "যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না..." (সূরা তওবাঃ ৩৪)।

ইবনু উমার (রাঃ) তাকে বলেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, অথচ এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থা ছিল যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার আগের। পরবর্তীতে যাকাতের বিধান নাযিল হলে যাকাতকেই আল্লাহ মালের পবিত্রতাকারী সাব্যস্ত করেন। অতঃপর ইবনু উমার (রাঃ) লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে আমার পরোয়া নেই যে, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও যদি আমার হাতে আসে, তবে আমি তার পরিমাণ নিরূপণ করে এর যাকাত পরিশোধ করবো এবং মহান আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে তা ব্যয় করবো।[১৭৮৭]

১৭৮৬. সহীহুল বুখারী ১৪০২, ১৪০৩, ৪৫৬৫, ৪৬৫৯, ৬৯৫৮, মুসলিম ৯৮৭, নাসায়ী ২৪৪৮, ২৪৮২, আবূ দাউদ ১৬৫৮, আহমাদ ৭৫০৯, ৭৬৬৩, ৭৬৯৮, ২৭৪০১, ৮৪৪৭, ২৭৪৩৩, ৮৭৫৪, ৯৯৭১, ১০৪৭৪, মুয়াত্তা মালিক ৫৯৬। সহীহ আবী দাউদ ১৪৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্‌মান আল-উস্‌মানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র বিশারদদের নিকট তিনি স্রিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

১৭৮৭. সহীহুল বুখারী ১৪০৪। সহীহাহ ২/৯৬-৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে যে ব্যক্তি অনেক পূর্বে হাদীস্র গ্রহণ করেছেন তার হাদীস্র সহীহ। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার পর তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

١٧٨٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ».

২/১৭৮৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আহমাদ বিন আবদুল মালিক মূসা বিন আ'ইয়ান আমর ইবনুল হারিস্র দাররাজ আবুস-সামহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু আবুল হায়স্রাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়) ইবনু হুজায়রাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যখন তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় করলে, তখন তুমি তোমার দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেললে।[১৭৮৮]

١٧٨٩/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ».

৩/১৭৮৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন আদাম শারীক আবূ হামযাহ (মায়মূন) (দঈফ বা দুর্বল) শা'বী (আমির বিন শুরাহীল) ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেনঃ যাকাত ব্যতীত সম্পদের উপর অন্য কোন দাবি নেই।[১৭৮৯]

٤/٨. بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

৮/৪. অধ্যায় : সোনা-রূপার যাকাত।

١٧٩٠/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا».

১/১৭৯০। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ ইসহাক হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) (শা'বী তার বর্ণনায় তাকে মিথ্যুক বলেছেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী ও হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দিলাম। তবে তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) দিবে।[১৭৯০]

১৭৮৮. তিরমিযী ৬১৮। দঈফাহ ২২১৮। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীস্রের রাবী দাররাজ আবুস-সামহ সম্পর্কে আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু আবুল হায়স্রাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তার দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মুনকার বলেছেন। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭৯৭, ৮/৪৭৭ নং পৃষ্ঠা)

১৭৮৯. তিরমিযী ৬৫৯, ৬৬০, দারিমী ১৬৩৭। মিশকাত দ্বিতীয় তাহকীক ১৯১৪, দঈফাহ ৪৩৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ** মুনকার।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ হামযাহ (মায়মূন) সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্যও নয় আবার দলীলযোগ্যও নয়। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি স্রিকাহ নন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৩৪৬, ২৯/২৩৭ নং পৃষ্ঠা)

১৭৯০. তিরমিযী ৬২০, নাসায়ী ২৪৭৭, ২৪৭৮, আবূ দাঊদ ১৫৭৪, আহমাদ ৭১৩, ৯১৫, ৯৮৭, ১১০০, ১২৩৭, ১২৪৭, ১২৮০, দারিমী ১৬২৯, বায়হাকী ৪/১০৫। সহীহ আবী দাঊদ ১৪০৪, ১৪০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٧٩١/٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا».

২/১৭৯১। বাকর বিন খালাফ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ইবরাহীম বিন ইসমাঈল (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন ওয়াকিদ (মাকবূল) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ দিনার বা তার চেয়ে কিছু বেশি হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত) গ্রহণ করতেন।[১৭৯১]

٥/٨. بَاب مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا

৮/৫. অধ্যায় : কেউ বছরের মাঝখানে কোন সম্পদের মালিক হলে।

١٧٩٢/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

১/১৭৯২। নাস্র বিন আলী আল-জাহদামী শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হারিস্রাহ বিন মুহাম্মাদ (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ্ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই।[১৭৯২]

উক্ত হাদীস্রের রাবী হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিস্রী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০২৪, ৫/২৩৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৩৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল ১৩টি অধিক দুর্বল, ২০৩টি দুর্বল, ১২২টি হাসান, ২৫টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৪৬৩, ১৪৬৪, মুসলিম ৯৮৩, ৯৮৪, তিরমিযী ৬২০, ৬২৮, আবূ দাউদ ১৫৭৪, ১৫৯৪, ১৫৯৫, দারিমী ১৬৩২, আহমাদ ৭১৩, ৯১৫, ৯৮৭, ১১০০, ১২৩৭, ১২৪৭, ১২৭০, ১২৭২, ৭২৫৩, ৭৩৪৯, ৭৪০৫, ৭৬৯৯, ৯০২৮, ৯০৫৯, ৯১৫৯, ৯২৯৫, দারাকুতনী ১৯০৭, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭ ইত্যাদি।

১৭৯১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবরাহীম বিন ইসমাঈল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র র্বণানয় অধিক সন্দেহ করেন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন বরং হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪৮, ২/৪৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইবরাহীম বিন ইসমাঈল এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি দুর্বল, ৬টি হাসান, ৫টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ দারাকুতনী ১৮৭৯, ১৮৯২ ইত্যাদি।

১৭৯২. ইরওয়া' ৭৮৭, সহীহ আবী দাউদ ১৪০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১.শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭০২, ১২/৩৮২ নং পৃষ্ঠা) ২. হারিস্রাহ বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন,

٦/٨. بَاب مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ

৮/৬. অধ্যায় : যেসব মালের উপর যাকাত ধার্য হয়।

١٧٩٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «لَا صَدَقَةَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ».

১/১৭৯৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ আবূ উসামাহ্ ওয়ালীদ বিন কাস্রীর মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহ্মান বিন আবূ স্না'স্নাআহ্ ইয়াহইয়া বিন উমারাহ ও আব্বাদ বিন তামীম আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ পাঁচ 'ওয়াসাক'-এর কম পরিমাণ খেজুরে, পাঁচ উকিয়া'-এর কম পরিমাণ মুদ্রায় এবং পাঁচের কম সংখ্যক উটে যাকাত নেই।[১৭৯৩]

١٧٩٤/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ».

২/১৭৯৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' মুহাম্মাদ বিন মুসলিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু মুখস্থ হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন দীনার জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে তাতে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া'-এর কম মুদ্রায় যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাক-এর কম ফসলে যাকাত নেই।[১৭৯৪]

٧/٨. بَاب تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

৮/৭. অধ্যায় : বর্ষপূর্তির পূর্বে দ্রুত যাকাত আদায় করা।

١٧٩٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ».

কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০৫৭, ৫/৩১৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু শুজা' ইবনুল ওয়ালী ও হারিস্রাহ বিন মুহাম্মাদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি জাল, ৬টি অধিক দুর্বল, ৬টি দুর্বল, ৫টি হাসান হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ দারাকুতনী ১৮৭০, ১৮৭২, ১৮৭৪ ইত্যাদি।

১৭৯৩. সহীহুল বুখারী ১৪০৫, ১৪৪৭, ১৪৫৯, ১৪৮৪, মুসলিম ৯৭৯, তিরমিযী ৬২৬, নাসায়ী ২৪৪৫, ২৪৪৬, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৪৭৫, ২৪৭৬, ২৪৮৩,২৪৮৪, ২৪৮৫, ২৪৮৬, ২৪৮৭, আবূ দাউদ ১৫৫৮, ১৫৫৯, আহমাদ ১০৬৪৭, ১০৮৬০, ১১০১২, ১১১৭০, ১১১৮১, ১১৩০০, ১১৩১০, ১১৩৩৮, ১১৪০৪, ১১৫২০, মুয়াত্তা মালিক ৫৭৫, ৫৭৬, দারিমী ১৬৩৩, ১৬৩৪। ইরওয়া' ৮০১, স্নহীহ, আবী দাউদ ১৩৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৯৪. মুসলিম ৯৮০, আহমাদ ১৩৭৪৮। সহীহ আবী দাউদ ১৩৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সলিহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যেক অবস্থায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে মুখাস্থ হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬০৪, ২৬/৪১২ নং পৃষ্ঠা)

১/১৭৯৫। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [সাঈদ বিন মানসূর] [ইসমাঈল বিন যাকারিয়্যা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কিছু ভুল করেন)] [হাজ্জাজ বিন দীনার] [হাকাম] [হুজায়্যাহ বিন আদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)] [আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার মালের বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন।[১৭৯৫]

٨/٨. بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

৮/৮. অধ্যায় : যাকাত আদায় করার সময় যে দু'আ পড়বে।

١٧٩٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي فَقَالَ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

১/১৭৯৬। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [শু'বাহ] [আমর বিন মুররাহ] [আবদুল্লাহ্ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তার মালের যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তার জন্য দু'আ' করতেন। আমি আমার মালের যাকাত নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি দু'আ' করলেনঃ "হে আল্লাহ্! আপনি আবূ আওফার পরিবারের প্রতি দয়া করুন"।[১৭৯৬]

١٧٩٧/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا».

২/১৭৯৭। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ] [ওয়ালীদ বিন মুসলিম] [বাখতারী বিন উবায়দ (দঈফ বা দুর্বল) ও (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)] [তার পিতা (উবায়দ) (মাজহুল বা অপরিচিত)] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা যখন যাকাত দিবে তখন তার স্ওয়াবের কথা ভুলে যেও না এবং এ দু'আ' করোঃ "হে আল্লাহ্! আপনি এই যাকাতকে তওবা কবুলের উসীলা বানিয়ে দিন এবং একে ঋণ পরিশোধের (বা জরিমানার) পর্যায়ভুক্ত না করুন"।[১৭৯৭]

১৭৯৫. তিরমিযী ৬৭৮, আবূ দাউদ ১৬২৪, আহমাদ ৮২৪, দারিমী ১৬৩৬। সহীহ আবী দাউদ ১৪৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন যাকারিয়্যা সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু খিরাশ তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহামাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৪৫, ৩/৯২ নং পৃষ্ঠা) ২. হুজায়্যাহ বিন আদী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১৪১, ৫/৪৮৫ নং পৃষ্ঠা)

১৭৯৬. সহীহুল বুখারী ১৪৯৮, ৪১৬৬, ৬৩৩২, ৬৩৫৯, মুসলিম ১০৭৮, নাসায়ী ২৪৫৯, আবূ দাউদ ১৫৯০, আহমাদ ১৮৬৩২, ১৮৬৫৪, ১৮৯১৫, ১৮৯২৪। সহীহ আবী দাউদ, ১৪১৫, ইরওয়া' ৮৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৯৭. ইরওয়া' ৮৫২, দঈফাহ ১০৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ বানোয়াট**।
উক্ত হাদীস্রের রাবী বাখতারী বিন উবায়দ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ তাকে অপরিচিত বলেছেন। ইবনু আদী তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তার নুসখায় তিনি আশ্চর্য আশ্চর্য হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৪৪, ৪/২৪ নং

٨/٩. بَاب صَدَقَةِ الْإِبِلِ

৮/৯. অধ্যায় : উটের যাকাত।

١٧٩٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْتُ فِيهِ «فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِيْ عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَإِنْ لَمْ تُوْجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّيْنَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ إِلَى تِسْعِيْنَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ».

১/১৭৯৮। ❖[আবূ বিশর বাকর বিন খালফ][আবদুর রহমান বিন মাহদী][সুলায়মান বিন কাসীর][ইবনু শিহাব][সালিম বিন আবদুল্লাহ][তার পিতা (আবদুল্লাহ্ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ ইবনু শিহাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, সালেম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আমাকে একটি পত্র পড়ে শোনান, যা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ইনতিকালের পূর্বে যাকাত সম্পর্কে লিখেছিলেন। আমি তাতে যে তথ্য পাই তা হলোঃ পাঁচ উটের যাকাত একটি বকরি, দশ উটে দু'টি বকরি, পনের উটে তিনটি বকরি, বিশ উটে চারটি বকরি এবং পচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ উটে একটি "বিনতু মাখাদ" (পূর্ণ এক বছর বয়সের উষ্ট্রী), আর "বিনতু মাখাদ না পাওয়া গেলে একটি বিন লাবূন (পূর্ণ দু' বছর বয়সের উট)। উটের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ থেকে একটি বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি 'বিনতু লাবূন'। উটের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ-এর একটি বেশি হলে ষাট সংখ্যক পর্যন্ত একটি 'হিক্কাহ' (পূর্ণ তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী)। উটের সংখ্যা ষাট-এর একটি বেশি হলে পঁচাত্তর সংখ্যক পর্যন্ত একটি "জাযাআহ" (পূর্ণ চার বছর বয়সের উষ্ট্রি)। উটের সংখ্যা পঁচাত্তরের চেয়ে একটি বেশি হলে, নব্বই সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি "বিনতু লাবূন"। উটের সংখ্যা নব্বই থেকে একটি বেশি হলে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত দু'টি হিক্কাহ্ যাকাত স্বরূপ দিতে হবে। এক শত বিশের অধিক প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কাহ এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি 'বিনতু লাবূন'।[১৭৯৮]

١٧٩٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيْهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ

পৃষ্ঠা) ২. উবায়দ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭১৯, ১৯/২১১ নং পৃষ্ঠা)

১৭৯৮. তিরমিযী ৬২১, আবূ দাউদ ১৫৬৮, আহমাদ ৪৬১৮, ৪৬২০, দারিমী ১৬২০, ১৬২৬। সহীহ আবী দাউদ ১৪০০-১৪০২, ইরওয়া' ৩/২৬৬-২৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا بِنْت لَبُوْنٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِيْنَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِيْنَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ».

২/১৭৯৯। মুহাম্মাদ বিন আকীল বিন খুওয়ায়লীদ আন-নায়সাবূরী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু মুখস্থ হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হাফস্ বিন আবদুল্লাহ আস-সুলামী ইবরাহীম বিন তাহমান আমর বিন ইয়াহইয়া বিন উমারাহ তার পিতা (ইয়াহইয়া বিন উমারাহ) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ উটের সংখ্যা পাঁচ-এর কম হলে কোন যাকাত নাই। পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত উটে একটি বকরি, দশ থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত উটে দু'টি বকরি, পনের থেকে উনিশ পর্যন্ত উটে তিনটি বকরি, বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত উটে চারটি বকরি, পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটে একটি বিনতু মাখাদ। যদি বিনতু মাখাদ না পাওয়া যায়, তবে একটি বিন লাবূন আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা বেড়ে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌছলে এতে একটি বিনতু লাবূন। উটের সংখ্যা বেড়ে পঁচাত্তর পৌছলে এতে দু'টি বিনতু লাবূন। উটের সংখ্যা বেড়ে এক শত বিশ পর্যন্ত পৌছলে এতে দু'টি হিক্কাহ। উটের সংখ্যা বেড়ে একশত বিশের অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কাহ এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতু লাবূন আদায় করতে হবে।[১৭৯৯]

٨/١. بَاب إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُوْنَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

৮/১০. অধ্যায় : যাকাত আদায়কারী কম বয়সী অথবা বেশি বয়সী পশু গ্রহণ করলে। [আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পত্র]।

١٨٠٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِيْ فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِيْ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

১৭৯৯. আহমাদ ১০৬৪৭, ১১১৭০, ১১৪০৪। সহীহাহ, ২১৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আকীল বিন খুওয়ায়লীদ আন-নায়সাবূরী সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাফস বিন আবদুল্লাহ থেকে দুটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যার অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি তার হিফয থেকে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যার মাঝে তিনি ভুল করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৭৩, ২৬/১২৮ নং পৃষ্ঠা)

وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ».

১/১৮০০। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ (বিন মুহাম্মাদ) বিন মারযূক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)] [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল মুস্রান্না] [আমার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনুল মুস্রান্না)] [স্রুমামাহ] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)] বলেন, আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) তাকে লিখে পাঠানঃ বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম। এটি যাকাতের বিধান, যা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুসলমানদের জন্য ফরয করেছেন। উটের যত সংখ্যকে (যাকাত বাবদ) বকরি প্রদান করতে হয়, তারপর থেকে তার নিকট একটি জাযাআহ যাকাত বাবদ প্রদানের সম-সংখ্যক উট আছে, কিন্তু জাযাআহ নাই, তবে হিক্কাহ্ আছে, তার নিকট থেকে হিক্কাহ্ গ্রহণ করা হবে, উপরন্তু সহজলভ্য হলে তার থেকে দু'টি বকরি অথবা বিশ দিরহাম নেয়া হবে। যার উটের সংখ্যা একটি হিক্কাহ্ প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছেছে, কিন্তু তার নিকট হিক্কাহ্ নাই, তবে বিনতু লাবূন আছে, তার নিকট থেকে (যাকাত স্বরূপ) বিনতু লাবূন গ্রহণ করা হবে, উপরন্তু তার থেকে সহজলভ্য হলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম আদায় করা হবে। যার উটের সংখ্যা একটি বিনতু লাবূন প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছেছে, কিন্তু তার নিকট বিনতু লাবূন নাই, তবে হিক্কাহ্ আছে, তার নিকট থেকে হিক্কাহ্ গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে দু'টি বকরি অথবা বিশ দিরহাম প্রদান করবে। যার যাকাত বিনতু লাবূন প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছেছে কিন্তু তার নিকট বিনতু লাবূন নাই, তবে বিনতু মাখাদ আছে, তার থেকে বিনতু মাখাদ গ্রহণ করা হবে, উপরন্তু তার থেকে দু'টি বকরি অথবা বিশ দিরহাম উসূল করা হবে। যার যাকাত বিনতু মাখাদ প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছেছে, কিন্তু তার নিকট বিনতু মাখাদ নাই, তবে বিনতু লাবূন আছে, তার থেকে বিনতু লাবূন গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে দু'টি বকরি অথবা বিশ দিরহাম ফেরত দিবে। বিনতু মাখাদ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে তা না থাকলে এবং বিনতু লাবূন থাকলে তাই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাতদাতাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না।[১৮০০]

٨/١١. بَاب مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْإِبِلِ

৮/১১. অধ্যায় : যাকাত আদায়কারী যে ধরনের উট গ্রহণ করবে।

١٨٠١/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

১৮০০. সহীহুল বুখারী ১৪৪৮, ১৪৫০, ১৪৫৩, ১৪৫৪, ২৪৮৭, তিরমিযী ১৭৪৭, নাসায়ী ২৪৪৭, ২৪৫৫, আবূ দাঊদ ১৫৬৭, আহমাদ ৭৩। ইরওয়া' ৭৯২, সহীহ আবী দাঊদ ১৩৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মারযূক সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৫৮৬, ২৬/২৩৭ নং পৃষ্ঠা)

خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيْمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَأَتَاهُ بِأُخْرَى دُوْنَهَا فَأَخَذَهَا وَقَالَ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِيْ وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِيْ إِذَا أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».

১/১৮০১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শারীক উসমান আস-সাকাফী আবূ লায়লা আল-কিন্দী সুওয়ায়দ বিন গাফালাহ (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) যাকাত আদায়কারী কর্মচারি আমাদের নিকট আসলে আমি তার হাত ধরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই নির্দেশ পাঠ করে শুনালামঃ "যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে একত্র করা এবং একত্রিত মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না"। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি তার একটি বিরাট ও মোটাতাজা উষ্ট্রী নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এরপর লোকটি আগেরটির চাইতে কম হৃষ্টপুষ্ট উট নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং বলেন, কোন্ মাটি আমাকে বহন করবে এবং কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া দান করবে, যখন আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোন মুসলিম ব্যক্তির উৎকৃষ্ট উট নিয়ে হাজির হবো।[১৮০১]

١٨٠٢/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ إِلَّا عَنْ رِضًا».

২/১৮০২ আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইসরায়ীল জাবির (বিন ইয়াযীদ) (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী) আমির জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাকাত আদায়কারী যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসে।[১৮০২]

١٢/٨. بَاب صَدَقَةِ الْبَقَرِ

৮/১২. অধ্যায় : গরু-মহিষের যাকাত।

١٨٠٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ «وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً».

১/১৮০৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইয়াহইয়া বিন ঈসা আর-রামলী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও শীয়া মতাবলম্বী) আ'মাশ শাকীক মাসরূক মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইয়ামন পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন যে,

---

১৮০১. নাসায়ী ২৪৫৭, আবূ দাঊদ ১৫৭৯, ১৫৮০, আহমাদ ১৮৩৫৮, দারিমী ১৬৩০। সহীহ আবী দাঊদ ১৪০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮০২. মুসলিম ৯৮৯, তিরমিযী ৬৪৭, আবূ দাঊদ ১৫৮৯, আহমাদ ১৮৭২৪, দারিমী ১৬৭০। সহীহ, সহীহ আবী দাঊদ ১৪১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ) সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু জাবির (বিন ইয়াযীদ) এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি অধিক দুর্বল, ১৪টি দুর্বল, ২৪টি হাসান, ৩১টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ মুসলিম ৯৪, ১০৮০, তিরমিযী ৬৪৭, আবূ দাঊদ ১৫৮৯, দারিমী ১৬৭০, আহমাদ ১৮৭০৪, ১৮৭১৫, ১৮৭২৪, ১৮৭৪৫, ১৮৭৬০, মু'জামুল আওসাত ৫৮০৭, শারহুস সুন্নাহ ১৫৬৪ ইত্যাদি।

আমি যেন প্রতি চল্লিশ গরুতে পূর্ণ দু' বছর বয়সের একটি মাদী বাছুর এবং প্রতি ত্রিশ গরুতে একটি নর বা মাদী বাছুর গ্রহণ করি।[১৮০৩]

٢/١٨٠٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خَصِيْفٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «فِيْ ثَلَاثِيْنَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ أَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِيْ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ».

২/১৮০৪। সুফইয়ান বিন ওয়াকী' আবদুস সালাম বিন হারব খাসীফ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল, শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী) আবূ উবায়দাহ .... আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রতি ত্রিশ গরুতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি নর বা মাদী এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দু' বছর বয়সের একটি মাদী বাছুর (যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে)।[১৮০৪]

٨/١٣. بَاب صَدَقَةِ الْغَنَمِ

৮/১৩. অধ্যায় : ছাগল-ভেড়ার যাকাত।

١/١٨٠٥ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِيْ سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْتُ فِيْهِ «فِيْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَوَجَدْتُ فِيْهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَوَجَدْتُ فِيْهِ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ».

১/১৮০৫। বাকর বিন খালাফ আবদুর রহমান বিন মাহদী সুলায়মান বিন কাস্রীর ইবনু শিহাব সালিম বিন আবদুল্লাহ্ তার পিতা (আবদুল্লাহ্ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অধস্তন রাবী ইবনু শিহাব বলেন, সালিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক তাঁর ইন্তিকালের আগে যাকাত সম্পর্কে লিখিত পত্র আমাকে পড়ে শুনান। এতে আমি দেখতে পেলাম যে, চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত বকরির যাকাত একটি বকরি। এক শত একুশ থেকে দু' শত পর্যন্ত বকরির যাকাত দু'টি বকরি। দু' শত এক থেকে তিন শত

১৮০৩. তিরমিযী ৬২৩, নাসায়ী ২৪৫০, ২৪৫১, ২৪৫২, ২৪৫৩, আবূ দাউদ ১৫৭৬, ১৫৯৯, আহমাদ ২১৫০৫, ২১৫৩২, ২১৫৭৯, ২১৬২৪, মুয়াত্তা মালিক ৫৯৮, দারিমী ১৬২৩, ১৬২৪। সহীহ্ আবী দাউদ, ১৪০৮, ইরওয়া' ৭৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ্।

১৮০৪. তিরমিযী ৬২২। ইরওয়া' ৩/২৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ্।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ্ কিন্তু সুফইয়ান বিন ওয়াকী' এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৪৬৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ৬৯টি অধিক দুর্বল, ২০২টি দুর্বল, ১৫০টি হাসান, ৪৬টি সহীহ্ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৪০৫, ১৪৪৭, ১৪৪৮, ১৪৫৩, ১৪৫৪, ১৪৫৯, ১৪৮৪, মুসলিম ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, তিরমিযী ৬২১, ৬২২, ৬২৬, আবূ দাউদ ১৫৫৮, ১৫৫৯, ১৫৬১, ১৫৬৭, ১৫৬৮, ১৫৭২, ১৫৭৫, ১৫৭৬, ২৮৩৩, দারিমী ১৬২০, ১৬২১, ১৬২৮, ১৬৩৩, ১৬৩৪, ১৬৩৫, ১৬৭৭, আহমাদ ৭৩, ৩৮৯৫, ৪৬১৮, ৪৬২০ ইত্যাদি।

পর্যন্ত বকরির যাকাত তিনটি বকরি। বকরীর সংখ্যা এর চেয়ে অধিক হলে প্রতি এক শত বকরীতে একটি বকরী। আমি উক্ত পত্রে আরো দেখতে পেলাম যে, বিচ্ছিন্নকে একত্র এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। আমি এতে আরও দেখতে পেলাম যে, পাঁঠা, অতি বৃদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত পশু যাকাত বাবদ গ্রহণ করা যাবে না।[১৮০৫]

١٨٠٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ».

২/১৮০৬। আবূ বাদ আব্বাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল ইবনুল মুবারাক উসামাহ বিন যায়দ (মুখস্থ করার আগে দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (যায়দ) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলমানদের পশুর যাকাত তাদের পানি পানের স্থান থেকে গ্রহণ করতে হবে।[১৮০৬]

١٨٠٧/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِيْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيْطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ».

৩/১৮০৭। আহমাদ বিন উসমান বিন হাকীম আল-আওদী আবূ নুআয়ম আবদুস সালাম বিন হারব ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ হিন্দ (মাজহুল বা অপরিচিত) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত বকরীর যাকাত একটি বকরী। এক শত একুশ থেকে দু' শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত দু'টি বকরী এবং দু' শত এক থেকে তিন শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত তিনটি বকরী। বকরীর সংখ্যা তার অধিক হলে প্রতি এক শত বকরীতে একটি বকরী যাকাত ধার্য হবে। যাকাত ফরয হওয়ার আশঙ্কায় একত্রকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না। শরীকানা মালের যাকাত আদায়ের বেলায় কারো অংশ থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হলে, সে অপর শরীকের অংশ থেকে তা ফেরত পাবে। যাকাত আদায়কারীকে অতি বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত বা অন্ধ ও নর পশু দেয়া যাবে না, তবে যাকাত আদায়কারী ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে।[১৮০৭]

১৮০৫. তিরমিযী ৬২১, আবূ দাঊদ ১৫৬৮, আহমাদ ৪৬১৮, ৪৬২০, দারিমী ১৬২০, ১৬২৬। সহীহ আবী দাঊদ ১৪০০-১৪০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮০৬. সহীহাহ ১৭৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৫, ২/৩৩৪ নং পৃষ্ঠা)

১৮০৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণণা করেছে। বায়হাকী ৪/১৩০। ইরওয়া' ৩/২৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার কিছু হাদীসের ব্যাপারে অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায়

١٤/٨. بَاب مَا جَاءَ فِيْ عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

৮/১৪. অধ্যায় : যাকাত আদায়কারী কর্মচারির আচরণ।

١٨٠٨/١ - حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُعْتَدِيْ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا».

১/১৮০৮। ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিস্‌রী লায়স্ বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সা'দ বিন সিনান আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাকাত আদায়ে বা প্রদানে অন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী যাকাত বারণকারীর সমতুল্য।[১৮০৮]

١٨٠٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ».

২/১৮০৯। আবূ কুরায়ব আবদাহ বিন সুলায়মান ও মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) ও য়ূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) আসিম বিন উমার বিন কাতাদাহ মাহমূদ বিন লাবীদ রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য যাবত না সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে।[১৮০৯]

١٨١٠/٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ مُوْسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ

অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৩৩৬, ৩৩/২৭৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ হিন্দ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি অজ্ঞদের একজন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৬৮৩, ৩৪/৩৮১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান ও আবূ হিন্দ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৪০৫, ১৪৪৭, ১৪৪৮, ১৪৫৩, ১৪৫৪, ১৪৫৯, ১৪৮৪, মুসলিম ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, তিরমিযী ৬২১, ৬২২, ৬২৬, আবূ দাউদ ১৫৫৮, ১৫৫৯, ১৫৬১, ১৫৬৭, ১৫৬৮, ১৫৭২, ১৫৭৫, ১৫৭৬, ২৮৩৩, দারিমী ১৬২০, ১৬২১, ১৬২৬, ১৬২৮, ১৬৩৩, ১৬৩৪, ১৬৩৫, ১৬৭৭, আহমাদ ৭৩, ৩৮৯৫, ৪৬১৮, ৪৬২০, ১০৮৬০, ১১০১২ ইত্যাদি।

১৮০৮. তিরমিযী ৬৪৬, আবূ দাউদ ১৫৮৫। সহীহ আবী দাউদ ১৪১৩, মিশকাত ১৮০১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১৮০৯. তিরমিযী ৬৪৫, আবূ দাউদ ২৯৩৬, আহমাদ ১৫৩৯৯, ১৬৮৩৪। মিশকাত দ্বিতীয় তাহকীক ১৭৮৪, সহীহ আবী দাউদ ২৬০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের ১. রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. য়ূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা)

بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِيْنَ يَذْكُرُ غُلُوْلَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ «مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيْرًا أَوْ شَاةً أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ» قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ بَلَى.

৩/১৮১০। আমর বিন সাওওয়াদ আল-মিস্রী, ইবনু ওয়াহব, আমর ইবনুল হারিস্র, মূসা বিন জুবায়র (মাসতূর বা অপরিচিত), আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনুল হুবাব আল-আনসারী (মাকবূল), আবদুল্লাহ্ বিন উনাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তুমি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যাকাতের মাল আত্মসাৎ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে শুনোনিঃ কেউ যদি যাকাতের একটি উট বা একটি ছাগল আত্মসাৎ করে, তবে তাকে ক্বিয়ামতের দিন তা বহনরত অবস্থায় হাযির করা হবে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ বিন উনাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হাঁ শুনেছি।[১৮১০]

١٨١١/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ «اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِيْ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ».

৪/১৮১১। আবূ বাদর আব্বাদ ইবনুল ওয়ালীদ, আবূ আত্তাব, ইবরাহীম বিন আতা', আমার পিতা (ইমরানের আযাদকৃত গোলাম আতা'), ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তিনি ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করা হলো, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বলেন, মাল নিয়ে আসার জন্য কি আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমরা যেখান থেকে যাকাত আদায় করার সেখান থেকেই যাকাত আদায় করতাম এবং যেখানে তা ব্যয় করার সেখানেই তা ব্যয় করতাম।[১৮১১]

٨/١٥. بَاب صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

৮/১৫. অধ্যায় : ঘোড়া ও গোলামের যাকাত।

١٨١٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ وَلَا فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

১/১৮১২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, আবদুল্লাহ বিন দীনার, সুলায়মান বিন ইয়াসার, ইরাক বিন মালিক, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার জন্য যাকাত ধার্য হবে না।[১৮১২]

১৮১০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৩৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন জুবায়র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বললেও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬২৪৪, ২৯/৪০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মূসা বিন জুবায়র এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৩৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ১৬টি অধিক দুর্বল, ৪২টি দুর্বল, ৪২টি হাসান, ৩৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ৩০৭৩, মুসলিম ১৮৩৩, আহমাদ ৯২১৯, ১৫৬৩৩, ২৭৯১০, ২১৪৭০, ২১৪৭৩, ২১৯৫৪, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৬৯৪৯, ৬৯৫১, ৬৯৫৩, ৯৪৯৩, ১৮৯২৬, মু'জামুল আওসাত ৬৮০১ ইত্যাদি।

১৮১১. আবূ দাঊদ ১৫৬১, ১৬২৫, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৪২৫। সহীহ আবী দাঊদ ১৪৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮১২. সহীহুল বুখারী ১৪৬৩, ১৪৬৪, মুসলিম ৯৮২, তিরমিযী ৬২৮, নাসায়ী ২৪৬৭, ২৪৬৮, ২৪৬৯, ২৪৭০, ২৪৭১, ২৪৭২, আবূ দাঊদ ১৫৯৪, ১৫৯৫, আহমাদ ৭২৫৩, ৭৩৪৯, ৭৪০৫, ৭৬৯৯, ৯০২৮, ৯০৫৯, ৯১৫৯, ৯২৯৫, ৯৭১২, ৯৭২৫, ৯৮৩০, মুয়াত্তা মালিক ৬১২, দারিমী ১৬৩২, বায়হাকী ৭/২৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/١٨١٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ».

২/১৮১৩। সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ইবনু আবূ ইসহাক হারিস (বিন আবদুল্লাহ) (শা'বী তার বর্ণনায় তাকে মিথ্যুক বলেছেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী ও হাদীস বর্ণনায় দুর্বল) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের অব্যাহতি দিলাম।[১৮১৩]

١٦/٨. بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَمْوَالِ

৮/১৬. অধ্যায় : যেসব মালের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক।

١/١٨١٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ «خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ».

১/১৮১৪। আমর বিন সাওওয়াদ আল-মিসরী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব সুলায়মান বিন বিলাল শারীক বিন আবূ নামির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আতা' বিন ইয়াসার মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইয়ামানে পাঠান এবং বলেন, ফসলের যাকাত বাবদ ফসল, ছাগলের যাকাত বাবদ ছাগল, উটের যাকাত বাবদ উট এবং গরুর যাকাত বাবদ গরু আদায় করবে।[১৮১৪]

٢/١٨١٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّمَا «سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ».

১৮১৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ ১৫৭৪, বায়হাকী ৪/১২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিস (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০২৪, ৫/২৩৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটির প্রায় শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সহীহ বুখারী ১৪৬, ১৪৬৪, মুসলিম ২৩২০, ২৩২১, তিরমিযী ৬২৮ ইত্যাদি। উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু হারিস (বিন আবদুল্লাহ) এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১৯টি অধিক দুর্বল, ২০৩টি দুর্বল, ১২২টি হাসান, ২৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৪৬৩, ১৪৬৪, মুসলিম ৯৮৩, ৯৮৪, তিরমিযী ৬২০, ৬২৮, আবূ দাঊদ ১৫৭৪, ১৫৯৪, ১৫৯৫, দারিমী ১৬২৯, ১৬৩২, আহমাদ ১১৪, ৭১৩, ৯১৫, ৯৮৭, ১১০০, ১২৩৭, ১২৪৭, দারাকুতনী ১৯০৭, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭ ইত্যাদি।

১৮১৪. তিরমিযী ৬২৩, নাসায়ী ২৪৫০, ২৪৫১, ২৪৫২, ২৪৫৩, আবূ দাঊদ ১৫৭৬, ১৫৯৯, আহমাদ ২১৫০৫, ২১৫৩২, ২১৫৭৯, ২১৬২৪, মুয়াত্তা মালিক ৫৯৮, দারিমী ১৬২৩, ১৬২৪। দঈফাহ ৩৫৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী শারীক বিন আবূ নামির সম্পর্কে আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। তবে ইবনুল জারূদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু আদী বলেন, তিনি সিকাহ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করলে তখন তার ঐ হাদীসে কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৩৭, ১২/৪৭৫ নং পৃষ্ঠা)

২/১৮১৫। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) তার দাদা আম্‌র বিন শুআয়ব বলেন, রসূলুল্লাহ এই পাঁচটি ফসলের উপর যাকাত আরোপ করেছেন, যব, গম, খেজুর, কিশমিশ ও ভুট্টা।[১৮১৫]

٨/١٧. بَاب صَدَقَةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

৮/১৭. অধ্যায় : কৃষিজাত ফসল ও ফসলের যাকাত।

١٨١٦/١ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى أَبُو مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

১/১৮১৬। ইসহাক বিন মূসা আবূ মূসা আল-আনসারী আসিম বিন আবদুল আযীয বিন আসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হারিস্ব বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ যুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুলায়মান বিন ইয়াসার বুসর বিন সাঈদ আবূ হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ এবং পানি সেচ দ্বারা সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-বিংশতি অংশ যাকাত দিতে হবে।[১৮১৬]

১৮১৫. ইরওয়া' ৮০১। **তাহকীক আলবানীঃ** অত্যন্ত দুর্বল, চারটির কথা স্বহীহ ভূট্টা ব্যতীত, ভুট্টার কথা মুনকার।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও তার মাঝে একাধিক মুনকার হাদীস্ব পাওয়া যায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৩৪, ২৬/৪১৪ নং পৃষ্ঠা)

১৮১৬. তিরমিযী ৬৩৯। রওয ৫২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আসিম বিন আবদুল আযীয বিন আসিম সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর রাযী, ইমাম দারাকুতনী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী তারা সকলে বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বান্না তাকে স্বিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০১৩, ১৩/৪৯৯ নং পৃষ্ঠা) ২. হারিস্ব বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ যুবাব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় তবে তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করায় কোন দোষ নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০২৫, ৫/২৪৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি স্বহীহ কিন্তু আসিম বিন আবদুল আযীয বিন আসিম ও হারিস্ব বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ যুবাব এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ২১৭টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১টি অধিক দুর্বল, ১৮টি দুর্বল, ৫৬টি হাসান, ১৪১টি স্বহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৪৮৩, মুসলিম ৯৮২, তিরমিযী ৬৩৯, ৬৪০, আবূ দাউদ ১৫৯৬, ১৫৯৮, আহমাদ ১২৪৪, ১৪২৫৬, ১৪২৫৭, ১৪৩৮৯, দারাকুতনী ১৮৯৮, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৭২৩৯, ৭২৪০, ১৪৩৩১, মু'জামুল আওসাত ৩১২, ৩৩৯, ৪৯৪৩ ইত্যাদি।

١٨١٧/٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِيْ نِصْفُ الْعُشْرِ».

২/১৮১৭। হারূন বিন সাঈদ আল-মিস্রী আবূ জা'ফার, ইবনু ওয়াহব, য়ূনুস, ইবনু শিহাব, সালিম, তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ বৃষ্টি, নদী ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত জমিনের ফসলের উশর (এক-দশমাংশ) এবং পানিসেচ দ্বারা সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলে অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে।[১৮১৭]

١٨١٨/٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ «وَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِيْ نِصْفَ الْعُشْرِ».

قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ الْبَعْلُ وَالْعَثَرِيُّ وَالْعَذْيُ هُوَ الَّذِيْ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَثَرِيُّ مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيْبُهُ إِلَّا مَاءُ الْمَطَرِ وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنْ الْكُرُوْمِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوْقُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ الْخَمْسَ سِنِيْنَ وَالسِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْيِ فَهَذَا الْبَعْلُ وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِيْ إِذَا سَالَ وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُوْنَ سَيْلٍ.

৩/১৮১৮। হাসান বিন আলী বিন আফ্ফান, ইয়াহইয়া বিন আদাম, আবূ বাকর, বিন আয়্যাশ, আসিম বিন আবুন নাজূদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আবূ ওয়ায়িল, মাসরূক, মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইয়ামানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টি এবং ঝর্ণার পানির সাহায্যে উৎপন্ন ফসলে উশর (এক-দশমাংশ) এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত যমীনের ফসলের অর্ধ-উশর যাকাত হিসেবে গ্রহণ করি।

ইয়াহ্ইয়া বিন আদাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদীস্রে উল্লিখিত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, যে যমীন বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়। যে যমীনে বিশেষভাবে মেঘ ও বৃষ্টির পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন করা হয়। বৃষ্টির পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি তাতে পৌঁছে না। আঙ্গুর বা অনুরূপ শিকড় জাতীয় গাছ, যার শিকড় ভূগর্ভস্থ পানি পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত বাঁচার জন্য তাতে পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। الْبَعْلُ وَالسَّيْلُ হলো মাঠের পানি যা ঢলের রূপ ধারণ করে। الْغَيْلُ হলো ঢলের পানির চেয়ে পরিমাণে কম বেগে আসা পানি।[১৮১৮]

١٨/٨. بَاب خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

৮/১৮. অধ্যায় : অনুমানে খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ।

১৮১৭. সহীহুল বুখারী ১৪৮৩, তিরমিযী ৬৪০, নাসায়ী ২৪৮৮, আবূ দাউদ ১৫৯৬। ইরওয়া' ৭৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮১৮. নাসায়ী ২৪৯০, আহমাদ ২১৫৩২, দারিমী ১৬৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম বিন আবুন নাজূদ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছে এ মর্মে আমাদের জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া অন্য কোন দোষ নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একজন সালিহ ব্যক্তি। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সামালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

١٨١٩/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ».

১/১৮১৯। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ও যুবায়র বিন বাক্কার ইবনু নাফি' মুহাম্মাদ বিন সালিহ আত-তাম্মার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আত্তাব বিন আসীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের পরিমাণ অনুমান করে নির্ধারণের জন্য লোক পাঠাতেন।[১৮১৯]

١٨٢٠/٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِي ذَا كَذَا وَكَذَا فَقَالُوا أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ قَالَ فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ فَقَالُوا قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ».

২/১৮২০। মূসা বিন মারওয়ান আর-রাক্কী (মাকবূল) উমার বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) জা'ফার বিন বুরকান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু যুহরীর হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মায়মূন বিন মিহরান মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার জয় করে তথাকার (ইহূদী) আদিবাসীদের সাথে এ চুক্তি করেন যে, খায়বারের ভূমি ও সোনা-রূপা তাঁর [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সরকারের মালিকানাভুক্ত থাকবে। খায়বারবাসীগণ তাঁকে বললো, আমরা জমাজমি (কৃষিকার্য) সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতএব আপনি ভূমি (চাষাবাদের জন্য) এ শর্তে আমাদেরকে ছেড়ে দিন যে, ফল ও ফসলের অর্ধেক আমাদের এবং অর্ধেক আপনাদের। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত শর্তে খায়বারের ভূমি তাদেরকে (চাষাবাদের জন্য) দিলেন। খেজুর গাছের ফল কাটার সময় হলে তিনি আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাদের নিকট পাঠান। তিনি গিয়ে অনুমানে ফলের পরিমাণ নিরূপণ করলেন। মদীনাবাসীর নিকট এ অনুমানের পরিভাষা হলো 'খারস'। তিনি বলেন, বাগানে এই এই পরিমাণ ফল হবে। ইহূদীরা বললো, হে বিন রাওয়াহা! আপনি আমাদের উপর অধিক ধার্য করেছেন। বিন রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তো অনুমান করছি এবং যা ধার্য করছি তার অর্ধেকই তো তোমাদের

১৮১৯. তিরমিযী ৬৪৪ নাসায়ী ২৬১৮, আবূ দাউদ ১৬০৩, বায়হাকী ৪/১৬৪। গয়াতুল মারাম ৩৬৪ পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন সালিহ আত-তাম্মার সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে স্বিকাহ বললেও ইমাম দারাকুতনী তাকে মাতরূক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসাকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২৯৩, ২৫/৩৭৭ নং পৃষ্ঠা)

দিবো। তারা বললো, এটাই সঠিক (ইনসাফ) এবং এ কারণেই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তারা বললো, আপনি যা বলেছেন, আমরা তাতে সম্মত হলাম।[১৮২০]

١٩/٨. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

৮/১৯. অধ্যায় : যাকাত বাবদ নিকৃষ্ট মাল দেয়া নিষেধ।

١٨٢١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِيْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ أَقْنَاءً أَوْ قِنْوًا وَبِيَدِهِ عَصًا فَجَعَلَ يَطْعَنُ يُدَقْدِقُ فِيْ ذَلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُوْلُ «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/১৮২১। [আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ] [ইয়াহইয়া বিন সাঈদ] [আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন ও কাদারিয়া মতাবলম্বী)] [সালিহ বিন আবূ আরীব (মাকবূল)] [কাস্রীর বিন মুররাহ আল-হাদরামী] [আওফ বিন মালিক আল-আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইরে এসে দেখেন যে, এক ব্যক্তি মাসজিদে কয়েকটি খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রেখেছে। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি ছড়ি দিয়ে এগুলোতে টোকা দিলেন এবং বললেনঃ ইচ্ছা করলে এই দানকারী আরও উৎকৃষ্টগুলো দান করতে পারতো। এই দানের মালিক কিয়ামাতের দিন তার নিকৃষ্ট মালই খেতে পাবে।[১৮২১]

١٨٢٢/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِيْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ} قَالَ نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانَتْ الْأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيْطَانِهَا أَقْنَاءَ الْبُسْرِ فَيُعَلِّقُوْنَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوًا فِيْهِ الْحَشَفُ يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِيْ كَثْرَةِ مَا يُوْضَعُ مِنْ الْأَقْنَاءِ فَنَزَلَ فِيْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ} يَقُوْلُ لَا تَعْمِدُوْا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ} يَقُوْلُ لَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوْهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ.

১৮২০. আবূ দাউদ ৩৪১০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উমার বিন আয়্যূব সম্পর্কে আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সালিহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২০৪, ২১/২৭৮ নং পৃষ্ঠা)

১৮২১. নাসায়ী ২৪৯৩, আবূ দাউদ ১৬০৮, আহমাদ ২৩৪৫৬। সহীহ আবী দাউদ ১৪২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। সুফইয়ান আস সাওরী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭০৯, ১৬/৪১৬ নং পৃষ্ঠা)

২/১৮২২। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান আমর বিন মুহাম্মাদ আল-আনকাযী আসবাত বিন নাস্র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) সুদ্দী (ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন ও শীয়া মতাবলম্বী) আদী বিন স্নাবিত বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মহান আল্লাহ্‌র বাণী (অনুবাদ)ঃ "এবং আমি যা ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করো না" (২ঃ ২৬৭) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত আনসারদের সম্পর্ক নাযিল হয়েছে। কেননা তাদের বাগানে উৎপন্ন খেজুর আধাপাকা হলে তারা খেজুরের কিছু ছড়া রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাসজিদের দু' খুঁটির মাঝখানে বাঁধা রশিতে ঝুলিয়ে রাখতেন। গরীব মুহাজিরগণ উক্ত ছড়া থেকে খেজুর খেতেন। দানকারীদের ধারণা ছিলো যে, ভালো খেজুরের সাথে নিম্ন মানের খেজুরও থাকলে দোষের কিছু নেই। যারা এরূপ করতো তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ)ঃ "তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করো না। কেননা তোমরাও সন্তুষ্টচিত্তে এমন মাল গ্রহণ করবে না।" অর্থাৎ কেউ যদি তোমাদেরকে এমন নিকৃষ্ট জিনিস উপহারস্বরূপ দেয় তবে হয়তো তোমরা দাতার প্রতি চক্ষুলজ্জায় অসন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করবে আর বলবে, তোমাদের এরূপ উপহারের প্রয়োজন ছিলো না। তোমরা জেনে রাখো! আল্লাহ্ তোমাদের দান-খয়রাত থেকে মুখাপেক্ষীহীন। (আল্লাহ্ তাআলা প্রয়োজনের উর্ধ্বে, তিনি প্রশংসিত)।[১৮২২]

٨/٢٠. بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ

৮/২০. অধ্যায় : মধুর যাকাত।

١٨٢٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ «أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي فَحَمَاهَا لِي».

১/১৮২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী ও সাঈদ বিন আবদুল আযীয সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কোন কোন স্থানে দুর্বল)................আবূ সায়্যারাহ আল-মুতাইয়্যী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মধু আছে। তিনি বলেন, এক-দশমাংশ (উশর) আদায় করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ভূমিটি আমাকে খাস জমি হিসাবে দান করুন। অতএব তিনি আমাকে তা খাস হিসাবে দান করলেন।[১৮২৩]

১৮২২. তিরমিযী ২৯৮৭, বায়হাকী ৪/১২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ, তা'লীক ইবনু মাজাহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আসবাত বিন নাস্র সম্পর্কে মূসা বিন হারূন বলেন, তেমন কোন সমস্য নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসাকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩২১, ২/৩৫৭ নং পৃষ্ঠা) ২. সুদ্দী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আল-আজালী তাকে স্নিকাহ বললেও ইবনু আদী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর রযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৬২, ৩/১৩২ নং পৃষ্ঠা)

১৮২৩. আহমাদ ১৬৬০৩, বায়হাকী ৪/১২১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٢/١٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ».

২/১৮২৪। ◄ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ◄ নুআয়ম বিন হাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) ◄ ইবনুল মুবারাক ◄ উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ◄ আমর বিন শুআয়ব ◄ তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) ◄ দাদা (আবদুল্লাহ্ বিন আম্র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ► নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মধুর এক-দশমাংশ (উশর) আদায় করেছেন।[১৮২৪]

٨/٢١. بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ

৮/২১. অধ্যায় : স্বদাকাতুল ফিতর (ফিতরা)।

١/١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ».

১/১৮২৫। ◄ মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী ◄ লায়স্ বিন সা'দ ◄ নাফি' ◄ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ► রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বদকাতুল ফিতর (ফিতরা) বাবদ এক সা খেজুর অথবা এক স্বা' যব দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, পরবর্তীতে লোকেরা দু' মুদ্দ গমকে এক সা'র সমান ধরে নিয়েছে।[১৮২৫]

٢/١٨٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

২/১৮২৬। ◄ হাফস্ বিন আমর ◄ আবদুর রহমান বিন মাহদী ◄ মালিক বিন আনাস ◄ নাফি' ◄ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ► বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক স্বাধীন-পরাধীন (দাস) এবং পুরুষ ও নারীর উপর স্বদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক স্বা' যব অথবা এক স্বা' খেজুর নির্ধারণ করেছেন।[১৮২৬]

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

১৮২৪. নাসায়ী ২৪৯৯, আবূ দাউদ ১৬০০। ইরওয়া' ৮১০, সহীহ আবী দাউদ ১৪২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. নুআয়ম বিন হাম্মাদ সম্পর্কে আল-আজালী স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ ও ভুল করেন। মুসলিম বিন কাসিম বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি কিছু হাদীস্রের ব্যাপারে বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণের ব্যাপারে শিথিল। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৪৫১, ২৯/৪৬৬ নং পৃষ্ঠা) ২. উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

১৮২৫. সহীহুল বুখারী ১৫০৩, ১৫০৪, ১৫০৭, ১৫১১, ১৫১২, মুসলিম ৯৮৪, তিরমিযী ৬৭৫, ৬৭৬, নাসায়ী ২৫০০, ২৫০১, ২৫০২, ২৫০৩, ২৫০৪, ২৫০৫, ২৫১৬, আবূ দাউদ ১৬১১, ১৬১৩, ১৬১৪, আহমাদ ৪৪৭২, ৫১৫২, ৫২৮১, ৫৩১৭, ৫৭৪৭, ৫৯০৬, ৬১৭৯, মুয়াত্তা মালিক ৬২৭, দারিমী ১৬৬১, ১৬৬২। সহীহ আবী দাউদ ১৪৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮২৬. সহীহুল বুখারী ১৫০৩, ১৫০৪, ১৫০৭, ১৫১১, ১৫১২, মুসলিম ৯৮৪, তিরমিযী ৬৭৫, ৬৭৬, নাসায়ী ২৫০০, ২৫০১, ২৫০২, ২৫০৩, ২৫০৪, ২৫০৫, ২৫১৬, আবূ দাউদ ১৬১১, ১৬১৩, ১৬১৪, আহমাদ ৪৪৭২, ৫১৫২, ৫২৮১, ৫৩১৭,

٣/١٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيْدَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

৩/১৮২৭। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন বাশীর বিন যাকওয়ান ও আহমাদ ইবনুল আযহার মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আবূ ইয়াযীদ আল-খাওলানী সায়্যার বিন আবদুর রহমান আস্-স্বদাফী ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযাদারের অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন আচরণের কাফ্ফারাস্বরূপ এবং গরীব-মিসকীনদের আহারের সংস্থান করার জন্য স্বদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের স্বলাতের পূর্বে তা পরিশোধ করে (আল্লাহ্‌র নিকট)- তা গ্রহণীয় দান। আর যে ব্যক্তি ঈদের স্বলাতের পর তা পরিশোধ করে, তাও দানসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি দান।[১৮২৭]

٤/١٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ».

৪/১৮২৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান সালামাহ বিন কুহায়ল কাসিম বিন মুখায়মিরাহ আবূ আম্মার কায়স বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে স্বদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। পরে যাকাতের হুকুম নাযিল হলে এ ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি। তবে আমরা পূর্বোক্ত নির্দেশ পালন করে যাচ্ছি।[১৮২৮]

٥/١٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ سَرْحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ».

قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

৫/১৮২৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' দাঊদ বিন কায়স আল-ফাররা' ঈয়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ সারহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায় আমরা সাদকাতুল ফিতর বাবদ এক স্বা' খাদ্য (গম) বা এক স্বা' খেজুর বা এক

৫৭৪৭, ৫৯০৬, ৬১৭৯, মুয়াত্তা মালিক ৬২৭, দারিমী ১৬৬১, ১৬৬২। সহীহ আবী দাউদ ১৪২৮-১৪৩২, ইরওয়া' ৮৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮২৭. আবূ দাউদ ১৬০৯, বায়হাকী ৪/১৯৭। ইরওয়া' ৮৪৩, সহীহ আবী দাউদ ১৪২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১৮২৮. নাসায়ী ২৫০৭, আহমাদ ২৩৩২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। তা'লীক ইবনু মাজাহ।

স্বা' যব বা এক স্বা' পনির অথবা এক স্বা' কিসমিস দান করতাম। আমরা অব্যাহতভাবে এ নিয়মই পালন করে আসছিলাম। অবশেষে মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাদীনাহ্য় আমাদের নিকট আসেন এবং লোকেদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি শাম দেশের উত্তম গমের দু' মুদ্দ পরিমাণকে এখানকার এক সা'র সমান মনে করি। তখন থেকে লোকেরা এ কথাটিকেই গ্রহণ করে নিলো। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি কিন্তু সারা জীবন ঐ হিসাবেই স্বদকাতুল ফিতর পরিশোধ করে যাবো, যে হিসাবে আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তা পরিশোধ করতাম।[১৮২৯]

١٨٣٠/٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ».

৬/১৮৩০। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার আল-মুআযযিন (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন হাফস্ব (لين الحديث বা হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুআয্যিন উমার বিন সা'দ (মাকবূল) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক স্বা' খেজুর বা এক স্বা' যব বা এক স্বা' সাদা যব আদায় করার নির্দেশ দেন।[১৮৩০]

٢٢/٨. بَاب الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

৮/২২. অধ্যায় : উশর ও খাজনা।

١٨٣١/١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامَغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيْرَةَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ «بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ إِلَى هَجَرَ فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُوْنُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ».

১৮২৯. স্বহীহুল বুখারী ১৫০৫, ১৫০৬, ১৫০৮, ১৫১০, মুসলিম ৯৮৫, তিরমিযী ৬৭৩, নাসায়ী ২৫১১, ২৫১২, ২৫১৩, ২৫১৪, ২৫১৭, ২৫১৮, আবূ দাউদ ১৬১৬, ১৬১৮, আহমাদ ১০৭৯৮, ১১৩০১, ১১৫২২, দারিমী ১৬৬৩, ১৬৬৪। স্বহীহ আবী দাউদ ১৪৩৩, ইরওয়া' ৩/৩৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ্।

১৮৩০. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/২৪, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ১/৪০৭। তা'লীক ইবনু মাজাহ দঈফ আবূ দাউদ ২৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআযযিন সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮২৮, ১৭/১৩২ নং পৃষ্ঠা) ২. আমর বিন হাফস্ব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২১৫, ২১/২০৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি স্বহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআযযিন ও আমর বিন হাফস্ব এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ৭০৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১৫টি অধিক দুর্বল, ১২২টি দুর্বল, ২৩৬টি হাসান, ৩৩০টি স্বহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৫০৩, ১৫০৪, ১৫০৫, ১৫০৭, ১৫০৮, ১৫০৯, ১৫১১, ১৫১২, মুসলিম ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, তিরমিযী ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, আবূ দাউদ ১৬১১, ১৬১৩, ১৬১৯, ১৬২০, ১৬২২, দারিমী ১৬৬১, ১৬৬২, ১৬৬৩, ১৬৬৪, আহমাদ ৩২৮১, ৪৪৭২, ৫১৫২, ৫২৮১, ৫৩১৭, ৫৭৪৭, ৫৯০৬, ৬১৭৯, ১১৫২২ ইত্যাদি।

১/১৮৩১। হুসায়ন বিন জুনায়দ আদ-দামাগানী আত্তাব বিন যিয়াদ আল-মুরওয়াযী আবূ হামযাহ মুগীরাহ আল-আযদী মুহাম্মাদ বিন যায়দ (মাকবূল) হায়্যান আল-আ'রাজ 'আলা' ইবনুল হাদরামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বাহরায়ন বা হাজার এলাকায় পাঠান। আমি দু' সহোদর মুসলমান ও মুশরিক ভাইয়ের শরীকানা বাগানে পৌঁছে মুসলমান ভাইয়ের নিকট থেকে উশর এবং মুশরিক ভাইয়ের নিকট থেকে খাজনা আদায় করতাম।[১৮৩১]

٢٣/٨. بَاب الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا

৮/২৩. অধ্যায় : ষাট স্বা'-এ এক ওয়াস্‌ক।

١٨٣٢/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ إِدْرِيْسَ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا».

১/১৮৩২। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-কিনদী মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আত-তানাফিসী ইদরীস আল-আওদী আমর বিন মুর্‌রাহ আবুল বাখতারী আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ষাট স্বা' এ এক ওয়াস্‌ক।[১৮৩২]

١٨٣٣/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا».

২/১৮৩৩। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আতা' বিন আবূ রাবাহ ও আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ষাট সা-এ এক ওয়াস্‌ক।[১৮৩৩]

১৮৩১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ২০০০৪। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুগীরাহ আল-আযদী সম্পর্কে আল্লামাজ আল-বুসায়রী তার আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে আমি কোন সমস্যা দেখি না। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৪২, ২৮/৩৯৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন যায়দ সম্পর্কে আল্লামাহ বুসায়রী তার আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২২৬, ২৫/২২৮ নং পৃষ্ঠা) ৩.হায়্যান আ'রাজ সম্পর্কে যদিও ইবনু মাঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এবং ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলে গণ্য করেছেন কিন্তু আল্লামা মিযযী তার 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আলা সূত্রে তার বর্ণনাটি মুরসাল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৫৭৮, ৭/৪৭৬ নং পৃষ্ঠা)

১৮৩২. আহমাদ ১১১৭০। ইরওয়া' ৩/২৭৫, দঈফ আবী দাউদ ২৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ দঈফ।**
উক্ত হাদীসের রাবী আবুল বাখতারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিন নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলে, তিনি সিকাহ তবে শীয়া মতাবলম্বী। সুলায়মান বিন দাউদ আত তায়ালাসী বলেণ, আবুল বাখতারী আবূ সাঈদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেনি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৩৪২, ১১/৩২ নং পৃষ্ঠা)

১৮৩৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৪/১৭৬। দঈফ আবী দাউদ ২৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ অত্যন্ত দুর্বল।**

٢٤/٨. بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى ذِيْ قَرَابَةٍ

৮/২৪. অধ্যায় : নিকটাত্মীয়কে দান-খয়রাত করা।

١٨٣٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِيْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِيْ وَأَيْتَامٍ فِيْ حِجْرِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ».

١٨٣٤/١ (١) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِيْ زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/১৮৩৪। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ শাকীক আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব এর ভাতিজা আমর ইবনুল হারিস ইবনুল মুসতালিক আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আমার যাকাত আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানাধীন ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের জন্য দান করলে তা যথেষ্ট হবে কি?

১/১৮৩৪ (১) হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ শাকীক আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব এর ভাতিজা আমর ইবনুল হারিস আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)[১৮৩৪]

١٨٣٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ أَيُجْزِيْنِيْ مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِيْ وَهُوَ فَقِيْرٌ وَبَنِيْ أَخٍ لِيْ أَيْتَامٍ وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ».

২/১৮৩৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আদাম হাফস বিন গিয়াস হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রী যায়নব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বললেন, আমার দরিদ্র স্বামী এবং আমার ভাইয়ের কয়েকটি ইয়াতীম সন্তান রয়েছে। আমি সব সময় তাদের জন্য আমার এই এই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে আসছি। তাদেরকে আমার যাকাত দেয়া যাবে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কুটিরশিল্প উৎপাদন করে উপার্জন করতেন।[১৮৩৫]

উক্ত হাদীসের রাবী ১.আলী ইবুনল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর রাযী বলেণ, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবালম্বী। মাসলামাহ বিন কাসিম বলেন, তার হাদীস বর্ণায় কোন সমস্যা নেই তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪১৪০, ১২/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও তার মাঝে একাধিক মুনকার হাদীস পাওয়া যায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৩৪, ২৬/৪১)

১৮৩৪. সহীহুল বুখারী ১৪৬৬, মুসলিম ১০০০, তিরমিযী ৬৩৫, নাসায়ী ২৫৮৩, ১৫৬৫২, ২৬৫০৮, দারিমী ১৬৫৪। ইরওয়া' ৮৭৮, ৮৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৩৫. সহীহুল বুখারী ১৪৬৭, ৫৩৬৯, মুসলিম ১০০১, আহমাদ ২৫৯৭০, ২৬১৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** ভিন্ন একটি সানাদে হাদীসটি সহীহ।

٢٥/٢. بَاب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

৮/২৫. অধ্যায় : অপরের নিকট যাচঞা করা নিন্দনীয়।

١٨٣٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ».

১/১৮৩৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী, ওয়াকী', হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র), দাদা (যুবায়র ইবনুল আওয়াম) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করে তা নিজে পিঠে বহন করে নিয়ে এসে বিক্রয় ক'রে তার মূল্য দ্বারা সামর্থ্যবান হয়, তবে তা তার জন্য লোকের কাছে হাত পেতে বেড়ানোর চেয়ে অবশ্যই উত্তম। লোকেরা তাকে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।[১৮৩৬]

١٨٣٧/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ قُلْتُ أَنَا قَالَ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا» قَالَ فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ فَلَا يَقُوْلُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.

২/১৮৩৭। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', ইবনু আবূ যি'ব, মুহাম্মাদ বিন কায়স, আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ, সাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ কে আমার একটি কথা কবুল করবে, তাহলে আমি তার জান্নাতের যামিন হবো। আমি বললাম, আমি। তিনি বললেনঃ তুমি লোকেদের নিকট কিছু প্রার্থনা করবে না। রাবী বলেন, সাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর চাবুক আরোহিত অবস্থায় নিচে পড়ে যেতো, কিন্তু তিনি কাউকে বলতেন না, এটি আমাকে তুলে দাও। তিনি বাহন থেকে নেমে তা তুলে নিতেন।[১৮৩৭]

٢٦/٨. بَاب مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

৮/২৬. অধ্যায় : সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাচঞা করে।

١٨٣٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ».

১/১৮৩৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী), উমারাহ ইবনুল ক'কা', আবূ যুরআহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের মাল চেয়ে বেড়ায়, সে মূলত জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গার চেয়ে বেড়ায়। অতএব সে তা কম সংগ্রহ করুক বা বেশি সংগ্রহ করুক।[১৮৩৮]

১৮৩৬. সহীহুল বুখারী ১৪৭১, ১৪১০, ১৪৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৩৭. নাসায়ী ২৫৯০, আবূ দাউদ ১৬৪৩। মিশকাত ১৮৫৭, সহীহ আবী দাউদ ১৪৫৯-১৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৩৮. মুসলিম ১০৪১, আহমাদ ৭১২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/١٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ».

২/১৮৩৯। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আবূ হুসায়ন সালিম বিন আবুল জা'দ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সচ্ছল ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়।[১৮৩৯]

٣/١٨٤٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا أَوْ خُمُوْشًا أَوْ كُدُوْحًا فِيْ وَجْهِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُغْنِيْهِ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ إِنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ» فَقَالَ سُفْيَانُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ.

৩/১৮৪০। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল ইয়াহইয়া বিন আদাম সুফইয়ান হাকীম বিন জুবায়র (দঈফ বা দুর্বল ও শীয়া মতাবলম্বী) ও যুবায়দ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ) আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার স্বনির্ভর থাকার মত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও (অন্যের কাছে কিছু) চায়, সে কিয়ামাতের দিন আহত মুখমুণ্ডলসহ হাযির হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! সচ্ছলতার সীমা কতটুকু? তিনি বলেন, পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার সমমূল্যের সোনা। এক ব্যক্তি সুফ্ইয়ানকে বললো, শু'বাহ তো হাকীম বিন জুবায়রের সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেন না। তখন সুফ্ইয়ান বললেন, আমার নিকট এ হাদীস্ব যায়দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১৮৪০]

٨/٢٧. بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

৮/২৭. অধ্যায় : যার জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল।

١/١٨٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيْرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ».

উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

১৮৩৯. নাসায়ী ২৫৯৭, আহমাদ ৮৮১৮। ইরওয়া' ৮৭৬-৮৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৪০. তিরমিযী ৬৫০, নাসায়ী ২৫৯২, আবূ দাঊদ ১৬২৬, আহমাদ ৩৬৬৬, ৪১৯৫, ৪৪২৬, দারিমী ১৬৪০, বায়হাকী ৭/২৯৫, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক৩/১৮৮। সহীহাহ ৪৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী হাকীম বিন জুবায়র সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসাতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ১৪৫২, ৭/১৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি সহীহ কিন্তু হাকীম বিন জুবায়র এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ৩৩২টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে ৩৩টি জাল, ৪৯টি অধিক দুর্বল, ৭৮টি দুর্বল, ৮৬টি হাসান, ৮৬টি সহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ১৪৭৫, মুসলিম ১০৪২, ১০৪৩, তিরমিযী ৬৫০, আবূ দাঊদ ১৬২৬, ১৬২৭, ১৬২৯, দারিমী ১৬৪০, ১৬৪৫, আহমাদ ১২৫৬, ৩৬৬৬, ৪১৯৫, ৪৪২৬, ৪৬২৪, ৫৫৮৪, দারাকুতনী ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৫ ইত্যাদি।

১/১৮৪১। ◈[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবদুর রায্যাক][মা'মার][যায়দ বিন আসলাম][আতা' বিন ইয়াসার][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◈ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে পাঁচজন ধনী ব্যক্তির জন্য তা হালাল: যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (বেতন বাবদ), আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় করে, কোন গরীব ব্যক্তি তার প্রাপ্ত যাকাত কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে উপহারস্বরূপ দিলে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।[১৮৪১]

٢٨/٨. بَاب فَضْلِ الصَّدَقَةِ

৮/২৮. অধ্যায় : যাকাত দানের ফাদীলাত।

١٨٤٢/١ - حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِيْ كَفِّ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ وَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ».

১/১৮৪২। ◈[ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিসরী][লায়স বিন সা'দ][সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী][সাঈদ বিন ইয়াসার][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◈ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কেউ যদি কোন পবিত্র মাল দান করে, আর আল্লাহ্ পবিত্র মাল ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না, তবে দয়াময় আল্লাহ্ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা একটি খেজুর হয়। আল্লাহ্‌র হাতে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পাহাড়ের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা সে ব্যক্তির জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়া অথবা উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে।[১৮৪২]

١٨٤٣/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ وَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

২/১৮৪৩। ◈[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][আ'মাশ][খায়সামাহ][আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◈ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের সাথেই তোমাদের রব কোন দোভাষীর মধ্যস্থতা ছাড়াই কথা বলবেন। সে তার সামনের দিকে তাকিয়ে কেবল আগুনই দেখতে পাবে। সে তার ডান দিকে তাকিয়ে কেবল তার পূর্বকৃত কার্যকলাপই দেখতে পাবে। সে তার বাম দিকে তাকিয়ে কেবল তার

১৮৪১. আবূ দাউদ ১৬৩৫, ১৬৩৭, আহমাদ ১১১৪৪, মুয়াত্তা মালিক ৬০৪। ইরওয়া' ৮৭০, তা'লীক ইবনু মাজাহ ২৩৬৮-২৩৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৪২. সহীহুল বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪, তিরমিযী ৬৬১, ৬৬২, নাসায়ী ২৫২৫, আহমাদ ৭৫৭৮, ৮১৮১, ৮৭৩৮, ৮৯৯২, ৯১৪২, ৯১৪৯, ৯২৮১, ৯৭৩৮, ১০৫৬২, ১০৫৯৬, দারিমী ১৬৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

পূর্বকৃত কার্যকলাপই দেখবে। অতএব তোমাদের কেউ যদি আগুন থেকে বাঁচতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তাই করে।[১৮৪৩]

١٨٤٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».

৩/১৮৪৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', ইবনু আওন, হাফসাহ বিনতু সীরীন, রাবাব উম্মু রায়িহ বিনতু সুলায়' (মাকবূল), সালমান বিন আমির আদ-দাব্বী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (অনাত্মীয়) গরীব-মিসকীনকে যাকাত দান করলে তা যাকাতই (যাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়)। আর আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দিলে দিগুণ (যাকাতের সওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব) হয়।[১৮৪৪]

১৮৪৩. সহীহুল বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, তিরমিযী ২৪১৫, নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২, বায়হাকী ৭/২৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৪৪. নাসায়ী ২৫৮২, আহমাদ ১৫৭৯৪, ২৭৫৪৪, ২৭৭৪৮, দারিমী ১৬৮০, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/২৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী রাবাব উম্মু রায়িহ বিনতু সুলায়' সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি। তার থেকে হাফসাহ ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি। আল্লামা আলবানী সানাদের বর্ণনা কারী রাবাব সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন এবং যারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, রাবাব থাকার কারণে তিনি তা সমালোচনা করেছেন। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৭৮৩৬, ৩৫/১৭১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

(٩) : كِتَاب النِّكَاحِ

পর্ব (৯) : বিবাহ

١/٩. بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ النِّكَاحِ

৯/১. অধ্যায় : বিবাহ করার ফযীলাত।

١٨٤٥/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِمِنًى فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيْبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

১/১৮৪৫। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ, আলী বিন মুসহির, আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান), ইবরাহীম, আলকামাহ বিন কায়স বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -এর সাথে মিনায় উপস্থিত ছিলাম। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে তাঁর সাথে একান্তে কথা বলেন। আমিও তার নিকটেই বসলাম। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বলেন, আমি কি তোমার সাথে এক কুমারী মেয়ের বিবাহ দিবো, যে তোমার অতীত যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন দেখলেন যে, তার উদ্দেশ্য কেবল বিবাহ করার উৎসাহ প্রদান করা, তখন তিনি আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। আমি তার নিকটে গেলাম এবং তিনি তখন বলছিলেন, তুমি যদি এ কথায় রাযী হয়ে যেতে। কেননা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। আর যার এ সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম রাখে। কেননা এটি তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।[১৮৪৫]

١٨٤٦/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ».

২/১৮৪৬। আহমাদ ইবনুল আযহার, আদাম, ঈসা বিন মায়মূন (দঈফ বা দুর্বল), কাসিম (বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাক্র সিদ্দীক), আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

১৮৪৫. সহীহুল বুখারী ১৯০৫, ৫০৬৫, ৫০৬৬, মুসলিম ১৪০০, তিরমিযী ১০৮১, নাসায়ী ২২৩৯, ২২৪০, ২২৪১, ২২৪২, ২২৪৩, ৩২০৬, ৩২০৭, ৩২০৮, ৩২০৯, ৩২১১, আবূ দাউদ ২০৪৬, আহমাদ ৩৫৮১, ৪১০১, দারিমী ২১৬৫, ২১৬৬। ইরওয়া' ১৭৮১, সহীহ আবী দাউদ ১৭৮৫। ইরওয়া' ১৭৮১, রাওদুন নাদীর ৬২৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত মুতাবিক কাজ করলো না সে আমার নয়। তোমরা বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের সামনে গর্ব করবো। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে এবং যার সামর্থ্য নেই সে যেন স্বিয়াম রাখে। কারণ স্বাওম তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।[১৮৪৬]

١٨٤٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ».

৩/১৮৪৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সাঈদ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন মুসলিম (তিনি সত্যবাদী তবে মুখস্থ হাদীস্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন মায়সারাহ তাঊস ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দু'জনের পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনের জন্য বিবাহের বিকল্প নেই।[১৮৪৭]

٢/٩. بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّبَتُّلِ

৯/২. অধ্যায় : স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ নিষিদ্ধ।

١٨٤٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ «رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا».

১/১৮৪৮। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উস্রমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উস্রমান বিন মাযঊন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে আমরা অবশ্যই নপুংসক হয়ে যেতাম।[১৮৪৮]

১৮৪৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৩৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ঈসা বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি মুনকার। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৬৬৭, ২৩/৪৮ নং পৃষ্ঠা) হাদীস্রটির শাহিদ হাদীস্র থাকায় উক্ত হাদীস্রটি সহীহ।

১৮৪৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৬২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সলিহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যেক অবস্থায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে মুখাস্থ হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬০৪, ২৬/৪১২ নং পৃষ্ঠা)

১৮৪৮. সহীহুল বুখারী ৫০৭৪, মুসলিম ৪০০২, তিরমিযী ১০৮৩, নাসায়ী ৩২১২, আহমাদ ১৫১৭, ১৫২৮, ১৫৯১, দারিমী ২১৬৭, ২১৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা)

١٨٤٩/٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَقَرَأَ قَتَادَةُ {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}».

২/১৮৪৯। বিশর বিন আদাম (তিনি সত্যবাদী তবে তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) ও যায়দ বিন আখযাম মুআয বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে কখনো কখনো হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমার পিতা (হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ) কাতাদাহ হাসান সামুরাহ (বিন জুনদুব) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। যায়দ বিন আখযামের বর্ণনায় আরো আছে: কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "আর আমি তোমার আগে রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম" (সূরা রাদঃ ৩৮)।[১৮৪৯]

٣/٩. بَاب حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

৯/৩. অধ্যায় : স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার।

١٨٥٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».

১/১৮৫০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন শু'বাহ আবূ কাযাআহ হাকীম বিন মুআবিয়াহ তার পিতা মুআবিয়াহ (বিন হায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলো, স্বামীর উপর স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তিনি বলেনঃ সে আহার করলে তাকেও (একই মানের) আহার করাবে, সে পরিধান করলে তাকেও একই মানের পোশাক পরিধান করাবে (অথবা তোমাদের ভরণপোষণের সাথে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করার সাথে তাদের পোশাক পরিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করবে)। কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না।[১৮৫০]

١٨٥١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ

১৮৪৯. তিরমিযী ১০৮২, নাসায়ী ৩২১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. বিশর বিন আদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৭, ৪/৯০ নং পৃষ্ঠা) ২. মুআয বিন হিশাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার একটি মাজলিসের ১৭টি হাদীস ব্যতীত তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৩৮, ২৮/১৩৯ নং পৃষ্ঠা)

১৮৫০. আবূ দাউদ ২১৪২। ইরওয়া' ২০৩৩, মিশকাত ৩২৫৯, সহীহ আবী দাউদ ১৮৫৯-১৮৬১ আল-আদাব ১৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

২/১৮৫১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হুসায়ন বিন আলী যায়িদাহ শবীব বিন গারকাদাহ আল-বারিকী সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াস্ (মাকবূল) আমার পিতা (আমর ইবনুল আহওয়াস্) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বিদায় হাজ্জে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করেন এবং ওয়াজ-নসীহত করেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ শুনে নাও। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ আছে। এর অধিক তাদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নাই যে, তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সত্যিই যদি তারা তাই করে, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হাল্কা মারধর করবে। অতঃপর তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের উপর আর বাড়াবাড়ি করো না। স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের অধিকার আছে। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যা তোমাদের অপছন্দনীয় লোকেদের দ্বারা মাড়াবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয় লোকেদেরকে তোমাদের ঘরে প্রবেশানুমতি দিবে না। সাবধান! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদের ভরণপোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সজ্জার ব্যাপারে তোমরা তাদের প্রতি শোভনীয় আচরণ করবে।[১৮৫১]

٤/٩. بَاب حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

৯/৪. অধ্যায় : স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার।

١٨٥٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ».

১/১৮৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফ্‌ফান হাম্মাদ বিন সালামাহ আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অপর কাউকে সাজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদাহ করতে। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে অথবা

১৮৫১. তিরমিযী ১১৬৩, ৩০৮৭ বায়হাকী ৭/৮১। ইরওয়া' ১৯৯৭, ২০৩০ আদাবুয যিফাফ ১৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

Contents

কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ দিলে তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য হতো।[১৮৫২]

١٨٥٣/٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ».

২/১৮৫৩। আযহার বিন মারওয়ান হাম্মাদ বিন যায়দ আয়্যূব কাসিম আশ-শায়বানী (তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত) আবদুল্লাহ্ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সাজদাহ করেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে মুআয! এ কী? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পাই যে, তথাকার লোকেরা তাদের ধর্মীয় নেতা ও শাসকদেরকে সাজদাহ করে। তাই আমি মনে মনে আশা পোষণ করলাম যে, আমি আপনার সামনে তাই করবো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা তা করো না। কেননা আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে সাজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সাজদাহ করতে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। স্ত্রী শিবিকার মধ্যে থাকা অবস্থায় স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত।[১৮৫৩]

١٨٥٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ».

৩/১৮৫৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) আবূ নাস্র আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান মুসাবির আল-হিমইয়ারী (মাজহুল বা

১৮৫২. আহমাদ ২৩৯৫০। ইরওয়া' ৭/৫৮, ১৯৯৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৮৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ, কিন্তু প্রথম অংশ তাকে স্বামীর জন্য সাজদার নির্দেশের সম্ভাবনার কথা সহীহ্।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) হাদীসটির ২টি শাহিদ রয়েছে, প্রথমটি তলক বিন আলী হতে তিরমিযী ও নাসায়ীতে ও অপরটি উম্মু সালামাহ থেকে তিরমিযীতে।

১৮৫৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।। ইরওয়া' ৭/৫৫-৫৬, আদাবুয যিফাফ ১৭৮, সহীহাহ ১২০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী কাসিম আশ শায়বানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮০৫, ২৩/৩৯৯ নং পৃষ্ঠা)

অপরিচিত) তার মাতা (ইসমু মুবহাব বা নাম অজ্ঞাত) বলেন, আমি উম্মু সালামাহকে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, স্বামী খুশী থাকা অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক মারা গেলে সে জান্নাতী।[১৮৫৪]

٥/٩. بَاب أَفْضَلِ النِّسَاءِ

৯/৫. অধ্যায় : সর্বোত্তম মহিলা।

١٨٥٥/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ».

১/১৮৫৫। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম (তিনি স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে পুণ্যবতী স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক উত্তম কোন সম্পদ নাই।[১৮৫৫]

١٨٥٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ «لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ».

২/১৮৫৬। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ ওয়াকী' আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মুররাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) তার পিতা (আমর বিন মুররাহ) সালিম বিন আবুল জা'দ স্রাওবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, সোনা-রূপা (মূল্যবান সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে রাখার সমালোচনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হলে স্রাহাবায়ে কিরাম বলেন, তাহলে আমরা কোন্ সম্পদ ধরে রাখবো? উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি তা জেনে তোমাদের বলে দিবো। অতঃপর তিনি তার উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। আমিও তার পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল,

১৮৫৪. তিরমিযী ১১৬১। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৭৩, দঈফাহ ১৪২৬, দঈফ আল-জামি' ২২২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুসাবির আল-হিমইয়ারী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী অন্যত্র বলেন, তার সংবাদটি মুনকার। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৮৮৮, ২৭/৪২৫ নং পৃষ্ঠা)

১৮৫৫. মুসলিম ১৪৬৭, নাসায়ী ৩২৩২, আহমাদ ৬৫৩১। দঈফাহ ৫১৭৭, মুসলিম অনুরূপ। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি একজন স্রালিহ ব্যক্তি তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮১৭, ১৭/১০২ নং পৃষ্ঠা)

আমরা কোন্ সম্পদ সঞ্চয় করবো? নাবী (ﷺ) বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহবা এবং আখেরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী।[১৮৫৬]

١٨٥٧/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ».

৩/১৮৫৭। হিশাম বিন আম্মার, সাদাকাহ বিন খালিদ, উসমান বিন আবুল আতিকাহ, আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল), কাসিম (তিনি সত্যবাদী তবে অধিক গারীব), আবূ উমামাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলতেন, কোন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্ভীতির পর উত্তম যা লাভ করে তা হলো পুণ্যময়ী স্ত্রী। স্বামী তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে; সে তার দিকে তাকালে (তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও প্রফুল্লতা) তাকে আনন্দিত করে এবং সে তাকে শপথ করে কিছু বললে সে তা পূর্ণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্ভ্রম ও সম্পদের হেফাযত করে।[১৮৫৭]

٦/٩. بَاب تَزْوِيجِ ذَوَاتِ الدِّينِ

৯/৬. অধ্যায় : ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ করা।

١٨٥٨/١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

১/১৮৫৮। ইয়াহইয়া বিন হাকীম, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, উবায়দুল্লাহ বিন উমার, সাঈদ বিন আবূ সাঈদ, তার পিতা আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে মহিলাদের বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার ধর্মপরায়ণতা। অতএব তুমি ধর্মপরায়ণা নারীর সন্ধান করো। অন্যথায় তোমার দু' হাত ধূলি ধুসরিত হোক।[১৮৫৮]

১৮৫৬. তিরমিযী ৩০৯৪। রওযা ১৭৯, দঈফাহ ২১৭৬, আত-তা'লীকুর রগীব ৩/৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মুররাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন দোষ নেই, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৫৬, ১৫/৩৭০ নং পৃষ্ঠা)

১৮৫৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত (তাহকীক ২য়)/৩০৯৫, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৬৭, দঈফাহ ৪৪২১, আর-রাদ্দু আলা বালীক ১০৬, দঈফ আল-জামি' ৪৯৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী বি ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসনকালানী বলেন, তিনি দুর্বল । ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪১৫৪, ২১/১৭৮ নং পৃষ্ঠা) তবে তার শাহিদ একটি হাদীস রয়েছে, যা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

১৮৫৮. সহীহুল বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, নাসায়ী ৩২৩০, আবূ দাউদ ২০৪৭, আহমাদ ৯২৩৭ দারিমী ২১৭০ বায়হাকী ৫/৩৪৫। ইরওয়া' ১৭৮৩, গায়াতুল মারাম ২২২, সহীহ আবী দাউদ ১৭৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/١٨٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوْهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ».

২/১৮৫৯। ∝[আবূ কুরায়ব]X[আবদুর রহমান আল-মুহারিবী ও জা'ফার বিন আওন]X[আল-ইফরীকী (তার হিফয দুর্বল)]X[আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ]X[আবদুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের বিবাহ করো না। এ রূপ-সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। হয়তো এ সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিবাহ করো। চেপ্টা নাকবিশিষ্ট কুৎসিৎ দাসীও অধিক উত্তম যদি সে হয় ধর্মপরায়ণা।[১৮৫৯]

٧/٩. بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

৯/৭. অধ্যায় : কুমারী মহিলা বিবাহ করা।

١/١٨٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيْتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ».

১/১৮৬০। ∝[হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যি]X[আবদাহ বিন সুলায়মান]X[আবদুল মালিক]X[আতা']X[জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এক মহিলাকে বিবাহ করলাম। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেনঃ হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেনঃ কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বলেনঃ কেন তুমি কুমারী মেয়ে বিবাহ করলে না, তাহলে তার সাথে তুমি রসিকতা ও কৌতুক করতে পারতে? আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন আছে। তাই আমি আমার ও আমার বোনদের মধ্যে একটি কুমারী মেয়ের প্রবেশ করাকে সংকটজনক বোধ করলাম। তিনি বলেনঃ তাতো ভালো কথা।[১৮৬০]

১৮৫৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৭০, দঈফাহ ১০৬০, দঈফ আল-জামি' ৬২১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** অত্যন্ত দঈফ। তবে ইবনু হিব্বান তার সহীহায় হাদীসটি ভিন্ন একটি সানাদে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি একজন সালিহ ব্যক্তি তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮১৭, ১৭/১০২ নং পৃষ্ঠা)

১৮৬০. সহীহুল বুখারী ২০৯৭, ২৩০৯, ২৯৬৭, ৪০৫২, ৫০৭৯, ৫০৮০, ৫২৪৫, ৫২৪৭, ৫৩৬৭, ৬৩৮৭, মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, নাসায়ী ৩২১৯, ৩২২০, ৩২২৬, আবূ দাঊদ ২০৪৮, আহমাদ ১৩৮২২, ১৩৮৯৪, ১৩৯৬৭, ১৪৪৪৭, ১৪৪৮০, ১৪৫৪৪, ১৪৭৭১, দারিমী ২২১৬। সহীহ আবী দাউদ ১৭৮৭, ইরওয়া' ১৭৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٨٦١/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ».

২/১৮৬১। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী মুহাম্মাদ বিন তালহাহ আত-তায়মী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল রহমান বিন সালিম বিন উতবাহ বিন উওয়ায়ম বিন সাইদাহ আল-আনসারী (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (সালিম বিন উতবাহ) (মাকবূল) দাদা (উতবাহ বিন উওয়ায়ম আল-আনসারী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কুমারী মেয়ে বিবাহ করা উচিত। কেননা তারা মিষ্টমুখী, নির্মল জরায়ুধারী এবং অল্পতেই তুষ্ট হয়।[১৮৬১]

٨/٩. بَاب تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

৯/৮. অধ্যায় : স্বাধীন ও অধিক সন্তান দানে সক্ষম নারী বিবাহ করা।

١٨٦٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ».

১/১৮৬২। হিশাম বিন আম্মার সাল্লাম বিন সাওওয়ার (দঈফ বা দুর্বল) কাস্সীর বিন সুলায়ম (দঈফ বা দুর্বল) দহহাক বিন মুযাহিম আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন স্বাধীন নারী বিবাহ করে।[১৮৬২]

১৮৬১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৬২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন তালহাহ আত তায়মী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৩১২, ২৫/৪১৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল রহমান বিন সালিম বিন উতবাহ বিন উওয়ায়ম বিন সাইদাহ আল-আনসারী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮২৩, ১৭/১২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু মুহাম্মাদ বিন তালহাহ আত তায়মী ও আবদুল রহমান বিন সালিম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৪৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৯টি অধিক দুর্বল, ১৩টি দুর্বল, ১০টি হাসান, ১২টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১০৩৪১, ১০৩৪২, মু'জামুল আওসাত ৪৫৫, ৭৬৭৭, শারহুস সুন্নাহ ২২৪৬ ইত্যাদি।

১৮৬২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৪১৭ দঈফ আল-জামি' ৫৩৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সাল্লাম বিন সাওওয়ার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমার নিকট তিনি মুনকার অর্থাৎ কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বললেও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬৫৬, ১২/২৮৬ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্সীর বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন

١٨٦٣/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «انْكِحُوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ».

২/১৮৬৩। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র আল-মাখযূমী তালহাহ (বিন আমর বিন উস্রমান) (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আতা' আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা বিবাহ করো, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করবো।[১৮৬৩]

٩/٩. بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

৯/৯. অধ্যায় : বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা।

١٨٦٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِيْ نَخْلٍ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِذَا أَلْقَى اللهُ فِيْ قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».

১/১৮৬৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ হাফস্র বিন গিয়াস্র হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান (মাকবূল) তার চাচা সাহল বিন আবূ হাস্রমাহ মুহাম্মাদ বিন সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহের পয়গাম পাঠালাম। আমি তাকে দেখার জন্য চুপিসারে তার বাগানে যাতায়াত করতাম এবং সেখানে তাকে দেখে ফেললাম। তাকে বলা হলো, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহাবী হয়ে তুমি এই কাজ করলে? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যখন আল্লাহ্ কারো অন্তরে কোন মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দানের আগ্রহ পয়দা করেন, তখন তাকে দেখে নেয়াতে দোষের কিছু নেই।[১৮৬৪]

নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯৪৪, ২৪/১২১ নং পৃষ্ঠা)

১৮৬৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবী দাউদ ১৭৮৯, আদাবুয যিফাফ ১৬, ৫৩, ইরওয়া" ১৭৮৪, দঈফাহ ২৯৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. তালহাহ (বিন আমর বিন উস্রমান) সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত ও দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ আর রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৭৮, ১৩/৪২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইয়া'কূব বিন হুমায়দ ও তালহাহ বিন আমর এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৯৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ২০৫০, আহমাদ ১২২০২, ১৩১৫৭, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১০৩৪৩, ১০৩৪৪, মু'জামুল আওসাত ৫০৯৯, ৫৭৪৬ ইত্যাদি।

১৮৬৪. আহমাদ ১৫৫৯৮। সহীহাহ ৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٨٦٥/٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا».

২/১৮৬৫। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল, যুহায়র বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবদুর রায্যাক, মা'মার, সাবিত, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কেননা তা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে সাহায়ক হবে। অতঃপর তিনি তাই করলেন এবং তাকে বিবাহ করলেন। পরে তাঁর নিকট তাদের দাম্পত্য সমপ্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়।[১৮৬৫]

١٨٦٦/٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا فَقَالَ «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِيْ خِدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا».

৩/১৮৬৬। হাসান বিন আবুর রাবী', আবদুর রায্যাক, মা'মার, সাবিত আল-বুনানী, বাকর বিন আবদুল্লাহ আল-মুযানী, মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে এক মহিলাকে বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করলাম। তিনি বলেনঃ তুমি যাও এবং তাকে দেখে নাও। হয়তো তাতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। অতএব আমি এক আনসার মহিলার নিকটে এসে তার পিতা-মাতার নিকট তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলাম এবং সাথে সাথে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসও তাদের অবহিত করলাম। কিন্তু মনে হলো তার পিতা-মাতা এটা অপছন্দ করলো। রাবী বলেন, মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে উক্ত হাদীস শুনে বললো, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে পাত্রী দেখার আদেশ দিয়ে থাকলে আপনি দেখে নিন। অন্যথায় আমি আপনাকে শপথ দিচ্ছি (না দেখার জন্য)। সে যেন ব্যাপারটিকে অভিনব মনে করলো। রাবী বলেন, আমি তাকে দেখে নিলাম এবং তাকে বিবাহ করলাম। পরে মুগীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার সাথে সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।[১৮৬৬]

٩/١٠. بَاب لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

৯/১০. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

উক্ত হাদীসের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

১৮৬৫. তিরমিযী ১০৮৭, নাসায়ী ৩২৩৫, দারিমী ২১৭২। সহীহাহ ১/১৫১-১৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৬৬. তিরমিযী ১০৮৭, নাসায়ী ৩২৩৫, দারিমী ২১৭২। মিশকাত ৩১০৭, সহীহাহ ৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٨٦٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ».

১/১৮৬৭। হিশাম বিন আম্মার ও সাহল বিন আবূ সাহল, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, যুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।[১৮৬৭]

١٨٦٨/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ».

২/১৮৬৮। ইয়াহইয়া বিন হাকীম, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, উবায়দুল্লাহ বিন উমার, নাফি', ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।[১৮৬৮]

١٨٦٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُوْلُ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ».

৩/১৮৬৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', সুফইয়ান, আবূ বাক্র বিন আবুল জাহম বিন সুখায়র আল-আদাবী, ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেন, তোমার ইদ্দত পূর্ণ হলে আমাকে জানাবে। ইদ্দত শেষ হলে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। এরপর মুআবিয়া, আবূল জাহ্ম বিন সুখায়র ও উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাকে) বলেনঃ মুআবিয়া গরীব লোক, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবূল জাহম স্ত্রীদের অধিক মারধর করে। তবে উসামাহ। ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু'বার হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করে বলেন, উসামাহ, উসামাহ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যই তোমার জন্য কল্যাণকর। ফাতিমাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি তাকে বিবাহ করলাম এবং তার নেক আমল আমার জন্য ঈর্ষণীয় ছিল।[১৮৬৯]

১৮৬৭. সহীহুল বুখারী ২১৪০, ২৭২৩, ৫১৪৪, মুসলিম ১৪১৩, তিরমিযী ১১৩৪, নাসায়ী ৩২৩৯, ৩২৪০, ৩২৪১, ৩২৪২, ৪৫০২, আবূ দাউদ ২০৮০, আহমাদ ৭৬৪৩, ৮০৩৯, ২৭৪৪৭, ৮৮৭৬, ২৭৪৯৩, ৯২৩৪, ৯৫৮৫, ৯৬৩৫, ৯৯৭৩, ১০২২৭, ১০৩১১, ১০৪৬৩, মুয়াত্তা মালিক ১১১১, দারিমী ২১৭৫। সহীহাহ ১০৩০, রাওদুন নাদীর ১১৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৬৮. সহীহুল বুখারী ৫১৪২, মুসলিম ১৪১২, তিরমিযী ১২৯২, নাসায়ী ৩২৩৮, ৩২৪৩, আবূ দাউদ ২০৮১, আহমাদ ৪৭০৮, ৪৯৯০, ৪৯৯৮, ৬০২৪, ৬০৫২, ৬১০০, ৬২৪০, ৬৩৭৫, মুয়াত্তা মালিক ১১১২, দারিমী ২১৭৬। সহীহাহ ১০৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৬৯. মুসলিম ১৪৮০, তিরমিযী ১১৩৫, নাসায়ী ৩২২২, ৩২৩৭, ৩২৪৪, ৩২৪৫, ৩৫৪৫, ৩৫৫২, আবূ দাউদ ২২৮৪, ২২৯০, আহমাদ ২৬৫৬০, ২৬৭৭৫, ২৬৭৮৭, ২৬৭৯১, ২৬৭৯৭, মুয়াত্তা মালিক ১২৩৪, দারিমী ২১৭৭, বায়হাকী ৭/১১১, মুসতাদরাক ৪/১৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١١/٩. بَاب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

৯/১১. অধ্যায় : কুমারী ও বিধবা মেয়ের মত গ্রহণ প্রসঙ্গে।

١٨٧٠/١ - حَدَّثَنِيْ إِسْمَعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِيْ نَفْسِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِيْ أَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ إِذْنُهَا سُكُوْتُهَا».

১/১৮৭০। ইসমাঈল বিন মূসা আস-সুদ্দী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও রাফিদী মতাবলম্বী) মালিক বিন আনাস আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল আল–হাশিমী নাফি' বিন জুবায়র বিন মুতইম ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিধবা নারী নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবক অপেক্ষা অধিক কর্তৃত্বশীল এবং কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে তার সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুমারী তো বিবাহের ব্যাপারে কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেনঃ তার নীরবতাই তার সম্মতি।[১৮৭০]

١٨٧١/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوْتُ».

১/১৮৭১। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ বিধবাকে তার নির্দেশ গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকেও তার সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। নীরবতাই তার সম্মতির লক্ষণ।[১৮৭১]

١٨٧٢/٢ - حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا».

১৮৭০. মুসলিম ১৪২১, তিরমিযী ১১০৮, নাসায়ী ৩২৬০, ৩২৬১, ৩২৬২, ৩২৬৩, ৩২৬৪, আবূ দাঊদ ২০৯৮, ২১০০, আহমাদ ১৮৯১, ২১৬৪, ২৩৬১, ২৪৭৭, ৩০৭৭, ৩২১২, ৩৩৩৩, ৩৪১১, মুয়াত্তা মালিক ১১১৪, দারিমী ২১৮৮, ২১৮৯, ২১৯০। ইরওয়া' ১৮৩৩, সহীহাহ ১২১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)

১৮৭১. সহীহুল বুখারী ৫১৩৬, ৬৯৬৮, ৬৯৭০, মুসলিম ১৪১৯, তিরমিযী ১১০৭, নাসায়ী ৩২৬৫, ৩২৬৭, ৩২৭০, আবূ দাউদ ২০৯২, ২০৯৩, আহমাদ ৭৩৫৬, ৭৪৬৫, ৭৭০১, ৯২০৭, ৯৩২২, ২৭২৭২, দারিমী ২১৮৬। ইরওয়া' ১৮২৮, সহীহ আবী দাঊদ ১৯২৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/১৮৭২। ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিস্‌রী লায়স বিন সা'দ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ হুসায়ন আদী বিন আদী আল কিন্দী তার পিতা (আদী বিন উমায়রাহ আল-কিন্দী) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিধবা মহিলা তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করবে। আর কুমারী মেয়ের নীরবতা তার সম্মতির লক্ষণ।[১৮৭২]

١٢/٩. بَاب مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

৯/১২. অধ্যায় : কেউ নিজের মেয়েকে তার অমতে বিবাহ দিলে।

١٨٧٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ« أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ» وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

১/১৮৭৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাসিম বিন মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ, ও মুজাম্মি' বিন ইয়াযীদ আল-আনসারী (রহিমাহুমাল্লাহ) সংবাদ দেন যে, খিযাম নামক এক ব্যক্তি তার মেয়েকে বিবাহ দেন। সে তার পিতার এই বিবাহ অপছন্দ করে। মেয়েটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পিতার দেয়া তার এই বিবাহ রদ করে দেন। পরে সেই মেয়ে আবূ লুবাবা বিন আবদুল মুনযির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিবাহ করে। ইয়াহ্ইয়া (রহ.) বলেন, সে ছিল সায়্যিবা (বিধবা)।[১৮৭৩]

١٨٧٤/٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ «إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ».

২/১৮৭৪। হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যি ওয়াকী' কাহমাস ইবনুল হাসান ইবনু বুরায়দাহ বুরায়দাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক যুবতী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমার পিতা তার ভ্রাতুস্পুত্রকে তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি মেয়েটির এখতিয়ারে ছেড়ে দেন। মেয়েটি বললো, আমার পিতা যা করেছেন তা আমি বহাল রাখলাম। আমার উদ্দেশে ছিলো, মেয়েরা জেনে নিক যে, বিবাহের ব্যাপারে পিতাদের কোন এখতিয়ার নাই।[১৮৭৪]

১৮৭২. আহমাদ ১৭২৬৯, বায়হাকী ৭/১১০। ইরওয়া' ১৮৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৭৩. সহীহুল বুখারী ৫১৩৯, ৬৯৪৫, ৬৯৬৯, নাসায়ী ৩২৬৮, আবূ দাঊদ ২১০১, আহমাদ ২৬২৪৬, ২৬২৫১, মুয়াত্তা মালিক ১১৩৫, দারিমী ২১৯১ ২১৯২, বায়হাকী ৭/২০০। ইরওয়া' ১৮৩০, রাওদুন নাদীর ৪২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৭৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/২০০। গায়াতুল মারাম ২১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ শায।

١٨٧٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُوذِيُّ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ».

١٨٧٥/٣ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

৩/১৮৭৫। [আবুস সাকর ইয়াহইয়া বিন ইয়াযদাদ আল-আসকারী (মাকবূল)] [হুসায়ন বিন মারওয়ারুযী] [জারীর বিন হাযিম] [আয়্যূব] [ইকরিমাহ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)] একটি কুমারী মেয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে জানায় যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (বিবাহ রদের) এখতিয়ার দিলেন।

৩/১৮৭৫ (১)। [মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ] [মুআম্মার বিন সুলায়মান আর-রাক্কী] [যায়দ বিন হিব্বান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)] [আয়্যূব সাখতিয়ানী] [ইকরিমাহ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [১৮৭৫]

٩/١٣. بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

৯/১৩. অধ্যায় : নাবালেগ মেয়েকে তার পিতা বিবাহ দিলে।

١٨٧٦/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي حَتَّى وَفَى لَهُ جُمَيْمَةٌ فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ».

১/১৮৭৬। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ] [আলী বিন মুসহির] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ছয় বছর বয়সে

১৮৭৫. আবূ দাঊদ ২০৯৬, আহমাদ ২৪৬৫, বায়হাকী ৭/২০০। রাওদুন নাদীর ৪২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ বিন হিব্বান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তার বর্ণনায় কোন সমস্যা দেখিনা। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন তিনি তাদের একজন এমনকি তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা থেকে বের হয়ে যায়। আবূ নুআয়ম আল-ফাদল তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা সকলে তার হাদীস্র বর্জন করেছি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমামদারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২০৯৬, ১০/৪৭ নং পৃষ্ঠা)

আমাকে বিবাহ করেন। অতঃপর আমরা (হিজরত করে) মাদীনাহ্য় চলে এলাম এবং হারিস্র ইবনুল খাযরাজ গোত্রে আশ্রয় নিলাম। এখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলে আমার মাথার চুল উঠে যায় এবং অল্প কিছু চুল অবশিষ্ট থাকে। আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম, তখন আমার মা উম্মু রুমান এসে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। আমি তার নিকট আসলাম, কিন্তু আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে দেন। আমি তখন সজোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। তিনি পানি নিয়ে তা দ্বারা আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন, অতঃপর আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান, তখন ঘরের মধ্যে কিছু সংখ্যক আনসারী মহিলা ছিলেন। তারা বললেন, কল্যাণ ও বরকত হোক, ভাগ্য প্রসন্ন হোক। তিনি আমাকে তাদের নিকট সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে সুসজ্জিত করেন। দুপুর বেলা হঠাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতি আমাকে সচকিত করে। আমার মা আমাকে তাঁর নিকট অর্পণ করেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।[১৮৭৬]

١٨٧٧/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً».

২/১৮৭৭। [আহমাদ বিন সিনান] [আবূ আহমাদ] [ইসরায়ীল] [আবূ ইসহাক] [আবূ উবায়দাহ] .... [আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তার সাত বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং তার সাথে তার নয় বছর বয়সে বাসর যাপন করেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের সময় তার বয়স ছিল আঠার বছর।[১৮৭৭]

٩/بَاب نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

৯/১৪. অধ্যায় : পিতা ব্যতীত অপর কেউ নাবালেগ মেয়েকে বিবাহ দিলে।

١٨٧٨/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَزَوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ وَهُوَ عَمُّهَا وَلَمْ يُشَاوِرْهَا وَذَلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوْهَا فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَأَحَبَّتْ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

১/১৮৭৮। [আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী] [আবদুল্লাহ বিন নাফি' আস্র-স্রাইগ] [আবদুল্লাহ বিন নাফি'] [তার পিতা নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] থেকে বর্ণিত, উস্রমান বিন মাযউন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকালের সময় তার একটি কন্যা সন্তান রেখে যান। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার মামা এবং ঐ মেয়ের চাচা কুদামাহ মেয়েটির পিতার মৃত্যুর পর মেয়েটির সাথে পরামর্শ না করেই তাকে আমার সাথে

১৮৭৬. সহীহুল বুখারী ৩৮৯৪, ৩৮৯৬, ৫১৩৩, ৫১৩৪, ৫১৫৬, ৫১৫৮, ৫১৬০, মুসলিম ৪০২২, নাসায়ী ৩২৫৫, ৩২৫৬, ৩২৫৭, ৩২৫৮, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, আবূ দাউদ ২১২১, ৪৯৩৩, ৪৯৩৫, আহমাদ ২৫২৪১, ২৫৮৬৫, দারিমী ২২৬১। ইরওয়া' ১৮৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৭৭. নাসায়ী ৩২৫৫। সহীহ, ইরওয়া' ৬/২৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বিবাহ দেন। সে তার দেয়া এ বিবাহ অপছন্দ করে এবং মুগীরাহ বিন শু'বাহর সাথে বিবাহিত হতে পছন্দ করে। অতএব কুদামাহ মুগীরার সাথে তার বিবাহ দেন।[১৮৭৮]

٩/١٥. بَاب لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

৯/১৫. অধ্যায় : অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না।

١٨٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

১/১৮৭৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুআয বিন মুআয ইবনু জুরায়জ সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কিছু দুর্বল ও মৃত্যুর পূর্বে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে নারীকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়নি তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। স্বামী তার সাথে সহবাস করলে তাতে সে মাহরের অধিকারী হবে। তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সে ক্ষেত্রে যার অভিভাবক নাই, শাসক তার অভিভাবক।[১৮৭৯]

١٨٨٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

২/১৮৮০। আবূ কুরায়ব আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হাজ্জাজ (বিন আরতাহ) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন).......... যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ কুরায়ব আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হাজ্জাজ (বিন আরতাহ) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন)............ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তারা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে আরও আছেঃ যার অভিভাবক নাই, শাসক তার অভিভাবক।[১৮৮০]

১৮৭৮. আহমাদ ৬১০১। ইরওয়া' ১৮৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১৮৭৯. তিরমিযী ১১০২, আবূ দাউদ ২০৮৩, আহমাদ ২৩৮৫১, ২৪৭৯৮, দারিমী ২১৮৪। ইরওয়া' ১৮৪০, মিশকাত ৩১৩১, সহীহ আবী দাউদ ১৮১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আমার নিকট সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকিহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি ফাকীহদের একজন তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আল-মিযযী বলেন, তিনি তার যুগে শামের একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

১৮৮০. তিরমিযী ১১০২, ১১০৩, আবূ দাউদ ২০৮৩, আহমাদ ২২৬০, ২৩৬৮৫, ২৩৮৫১, ২৪৭৯৮, ২৫৭০৩, দারিমী ২১৮৪। ইরওয়া' ৬/২৩৮, ২৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٨٨١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

৩/১৮৮১। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবূ আওয়ানাহ আবূ ইসহাক আল-হামদানী আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না।[১৮৮১]

١٨٨٢/٤ - حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا».

৪/১৮৮২। জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আল-উকায়লী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হিশাম বিন হাস্সান মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকে বিবাহ দিবে না এবং কোন মহিলা নিজেকেও বিবাহ দিবে না। কেননা যে নারী স্বউদ্যোগে বিবাহ করে সে যেনাকারিণী।[১৮৮২]

١٦/٩. بَاب النَّهْيِ عَنْ الشِّغَارِ

৯/১৬. অধ্যায় : শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ।

١٨٨٣/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِيْ أَوْ أُخْتِيْ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

১৮৮১. তিরমিযী ১১০১, আবূ দাউদ ২০৮৫, আহমাদ ১৯০২৪, ১৯২১১, ১৯২৪৭, দারিমী ২১৮২, ২১৮৩। ইরওয়া' ১৮৩৯, মিশকাত ১৩৩০, আর-রাদ্দু আলা বালীক ১১০, সহীহ আবী দাউদ ১৮১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৮২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৮৪১, দঈফ আল-জামি' ৬২১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** যিনা'র বাক্য ব্যতীত সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনু কাসিম বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৮, ৫/১২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আল-উকায়লী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৫৯৫, ২৬/৩৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১/১৮৮৩। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ][মালিক বিন আনাস][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। রাবী বলেন, শিগার বিবাহ এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমার সাথে তোমার মেয়েকে অথবা বোনকে বিবাহ দাও এবং তার পরিবর্তে আমি আমার মেয়েকে অথবা বোনকে তোমার সাথে বিবাহ দিবো, আর এতে কোন মাহর থাকে না।[১৮৮৩]

١٨٨٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الشِّغَارِ».

২/১৮৮৪। [আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও আবূ উসামাহ][উবায়দুল্লাহ][আবুয যিনাদ][আল-আ'রাজ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন।[১৮৮৪]

١٨٨٥/٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».

৩/১৮৮৫। [হুসায়ন বিন মাহদী][আবদুর রায্যাক][মা'মার][স্রাবিত][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইসলামে শিগার বিবাহের কোন সুযোগ নাই।[১৮৮৫]

١٧/٩. بَاب صَدَاقِ النِّسَاءِ

৯/১৭. অধ্যায় মহিলাদের মাহর (মোহরানা)।

١٨٨٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا هَلْ تَدْرِيْ مَا النَّشُّ هُوَ نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ».

১/১৮৮৬। [মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ][আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার লিখিত কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাদী][মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম][আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের মাহর কতো ছিলো? তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীদের মাহরের পরিমাণ ছিলো বার উকিয়া ও এক নাশ। তুমি কি জানো, নাশ কী? তাহলো অর্ধ উকিয়া। আর তাহলো পাঁচ শত দিরহামের সমান।[১৮৮৬]

১৮৮৩. সহীহুল বুখারী ৫১১২, ৬৯২০, মুসলিম ১৪১৫, তিরমিযী ১১২৪, নাসায়ী ৩৩৩৪, ৩৩৩৭, ৩৩৩৮, আবূ দাঊদ ২০৭৪, আহমাদ ৪৫১২, ৪৬৭৮, ৫২৬৭, মুয়াত্তা মালিক ১১৩৪, দারিমী ২১৮০। ইরওয়া' ১৮৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৮৪. মুসলিম ১৪১৬, নাসায়ী ৩৩৩৮, আহমাদ ৭৭৮৪, ৯৩৭৫, ১০০৬২। ইরওয়া' ৬/৩০৬, রাওদুন নাদীর ১১৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৮৫. আহমাদ ১২২৪৭, ১২২৭৫, ১২৬২০, বায়হাকী ৩/২০৯। ইরওয়া' ৬/৩০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৮৬. মুসলিম ১৪২৬, নাসায়ী ৩৩৪৭, আবূ দাঊদ ২১০৫, দারিমী ২১৯৯, বায়হাকী ৭/২৮৯, মুসতাদরাক ৪/৫৩৭। **সহীহাহ ১৮৩৩। তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব

٢/١٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «لَا تُغَالُوْا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِيْ نَفْسِهِ وَيَقُوْلُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مَوْلِدًا مَا أَدْرِيْ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ».

২/১৮৮৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন ইবনু আওন মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবুল আজফা' আস-সুলামী উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী ইয়াযীদ বিন যুরায়' ইবনু আওন মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবুল আজফা' আস-সুলামী উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, মহিলাদের মাহরের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তা যদি পার্থিব জীবনে সম্মান অথবা আল্লাহ্‌র কাছে তাক্‌ওয়ার প্রতীক হতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মাহর বারো উকিয়ার বেশি ধার্য করেননি। কখনও অধিক মাহর স্বামীর উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, এমনকি সে বলতে থাকে, আমি তোমার জন্য পানির মশক বহনে বাধ্য হয়েছি অথবা তোমার জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি। (রাবী বলেন), আমি একজন বেদুইন। অতএব আমি "আলাকাল কিরবা" বা "আলাকাল কিরবা"-এর অর্থ কি তা জানি না।[১৮৮৭]

٣/١٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ».

৩/১৮৮৮। আবূ উমার আদ-দরীর ও হান্নাদ ইবনুস সারী ওয়াকী' সুফইয়ান আসিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ তার পিতা (আমির বিন রাবীআহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ফাযারার গোত্রের এক ব্যক্তি এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে বিবাহ করে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বিবাহ অনুমোদন করেন।[১৮৮৮]

আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১৮৮৭. তিরমিযী ১১১৪, নাসায়ী ৩৩৪৯, আবূ দাউদ ২১০৬, ২৮৭, দারিমী ২২০০। মিশকাত ৩২০৪, তাখরীজ আল-মুখতার ২৭৬-২৮০, সহীহ আবী দাউদ ১৮৩৪, ইরওয়া' ১৯২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১৮৮৮. তিরমিযী ১১১৩, আহমাদ ১৫২৪৯, ১৫২৬৪। ইরওয়া' ১৯২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয় এবং তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ

Contents

١٨٨٩/٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لَيْسَ مَعِيْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

৪/১৮৮৯। হাফস্ বিন আমর আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান আবূ হাযিম সাহ্ল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ কে তাকে বিবাহ করবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তাকে একটি লোহার আংটি হলেও তা (মাহরস্বরূপ) দাও। সে বললো, আমার কাছে কিছুই নাই। তিনি বলেনঃ তোমার কাছে কুরআনের যে অংশ আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।[১৮৮৯]

١٨٩٠/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا الْأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا».

৫/১৮৯০। আবূ হিশাম আর-রিফাঈ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নন) ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আল-আগাররু আর-রাক্কাশী (মাজহুল বা অপরিচিত) আতিয়্যাহ আল-আওফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে একটি ঘরের আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিবাহ করেন, যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম।[১৮৯০]

দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করাও যাবে না দালীল হিসেবেও গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০১৪, ১৩/৫০০ নং পৃষ্ঠা)

১৮৮৯. সহীহুল বুখারী ২৩১১, ৫০২৯, ৫০৩০, ৫০৮৭, ৫১২১, ৫১২৬, ৫১৩২, ৫১৩৫, ৫১৪১, ৫১৪৯, ৫৮৭১, মুসলিম ১৪১৫, নাসায়ী ৩২০০, ৩২৮০, ৩৩৫৯, আবূ দাঊদ ২১১১, আহমাদ ২২২৯২, ২২৩২০, ২২৩৪৩, মুয়াত্তা মালিক ১১১৮, দারিমী ২২০১। ইরওয়া' ১৮২৩, ১৯২৫, সহীহ আবী দাঊদ ১৯৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৯০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/২৮৯ **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ হিশাম আর-রিফাঈ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৭২, ২৭/২৪ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তিনি হুজ্জাহ ছিলেন না, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৫৩, ৩২৫৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. আল-আগাররু আর-রাক্কাশী সম্পর্কে হাদীস্র বিশারদগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ৪. আতিয়্যাহ আল-আওফী সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

١٨/٩. بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

৯/১৮. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর মাহর ধার্য করার পূর্বে মারা গেলে।

١٨٩١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ «لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

১/১৮৯১। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুর রহমান বিন মাহদী] [সুফইয়ান] [ফিরাস (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)] [আশ-শা'বী] [মাসরূক] [আবদুল্লাহ্ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মা'কিল বিন সিনান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] (আবদুল্লাহ্) তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাস ও মাহর ধার্য করার পূর্বে মারা গেছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, সেই মহিলা মাহর পাবে, মীরাসও পাবে এবং তাকে ইদ্দাতও পালন করতে হবে। মাকিল বিন সিনান আল-আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বিরওয়া' বিনতু ওয়াশিকের ক্ষেত্রেও এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুর রহমান বিন মাহদী] [সুফইয়ান] [মানসূর] [ইবরাহীম] [আলকামাহ] [আবদুল্লাহ ও মা'কিল বিন সিনান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [১৮৯১]

١٩/٩. بَاب خُطْبَةِ النِّكَاحِ

৯/১৯. অধ্যায় : বিবাহের খুতবাহ (ভাষণ)।

١٨٩٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّي أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ أُوتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ أَوْ قَالَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ خُطْبَةُ الصَّلَاةِ «التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

১৮৯১. নাসায়ী ৩৩৫৪, ৩৩৫৫, ৩৩৫৬, ৩৩৫৮, ৩৫২৪, আবূ দাঊদ ২১১৪, দারিমী ২২৪৬। ইরওয়া' ১৯৩৯, সহীহ্ আবী দাঊদ ১৮৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ্।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ফিরাস সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭১২, ২৩/১৫২ নং পৃষ্ঠা)

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ} {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا} {اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا}».

১/১৮৯২। হিশাম বিন আম্মার, ঈসা বিন য়ূনুস, আমার পিতা (য়ূনুস) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কম সন্দেহ করেন), দাদা আবূ ইসহাক, আবুল আহওয়াস, আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কল্যাণসমূহের উৎস, তাঁর সমষ্টি এবং তার সমাপ্তি দান করা হয়েছে। তিনি আমাদের স্বলাতের খুত্বা এবং প্রয়োজনের (বিবাহের) খুত্বা শিক্ষা দিয়েছেন। স্বলাতের খুত্বা (তাশাহ্হুদ) হলো : সমস্ত সম্মান, ইবাদাত ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্র রাহমাত ও বারাকাতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাহ্দের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দাহ্ ও তাঁর রসূল। আর বিবাহের খুত্বা হলো :

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের কাজের নিকৃষ্টতা থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল"।

এরপর তোমরা তোমাদের খুত্বার সাথে কুরআনের এ তিনটি আয়াত যোগ করবে :

{يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ} {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا} {اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا}

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে যেরূপ ভয় করা উচিত তোমরা তাঁকে তদ্রূপ ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না" (সূরা আল ইমরানঃ ১০২)।

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিণীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাকো এবং জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক" (সূরা নিসাঃ ১)।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের কার্যাবলি সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে" (সূরা আহ্যাবঃ ৭০-৭১)।[১৮৯২]

১৮৯২. তিরমিযী ১১০৫, ১৪০৪, আবূ দাউদ ২১১৮, আহমাদ ৪১০৪, দারিমী ২২০২। মিশকাত ৩১৪৯, সহীহাহ ১৪৮৩, খুতবাতুল হাজাহ ১৯-২৯, আল-কালিমুত তায়্যিব ২০৫, সহীহ আবূ দাউদ ১৮৪৩-১৮৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٨٩٣/٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ».

২/১৮৯৩। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর, ইয়াযীদ বিন যুরায়', দাঊদ বিন আবূ হিন্দ, আমর বিন সাঈদ, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত খুতবাহ পড়েছেন : "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাই। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং আমাদের কার্যকলাপের নিকৃষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল। অতঃপর... ।"[১৮৯৩]

١٨٩٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ».

৩/১৮৯৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, আওযাঈ, কুররাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার), যুহরী, আবূ সালামাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রতিটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হলে, তা হয় বরকতশূন্য।[১৮৯৪]

٢٠/٩. بَاب إِعْلَانِ النِّكَاحِ

৯/২০. অধ্যায় : বিবাহের ঘোষণা।

١٨٩٥/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ুনুস সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াতে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭০, ৩২/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা)

১৮৯৩. মুসলিম ৮৬৮, নাসায়ী ৩২৭৮, আহমাদ ২৭৪৪, ৩২৬৫। **খুতবাতুল হাজাহ ৩১ নং পৃষ্ঠা। তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৯৪. আবূ দাউদ ৪৮৪০, বায়হাকী ৯/২০৬। ইরওয়া' ২, মিশকাত ৩১৫১, দঈফ আল-জামি' ৪২১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী কুররাহ সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৭১, ২৩/৫৮১ নং পৃষ্ঠা)

১/১৮৯৫। নাস্‌র বিন আলী-আল-জাহ্‌দমী ও আল-খালীল বিন আমর, ঈসা বিন য়ূনুস, খালিদ ইবনুল ইয়াস (তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), রাবীআহ বিন আবূ আবদুর রহ্‌মান, কাসিম, আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও এবং তাতে ঢোল বাজাও।[১৮৯৫]

١٨٩٦/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ».

২/১৮৯৬। আমর বিন রাফি', হুশায়ম, আবূ বালজ (ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন), মুহাম্মাদ বিন হাতিব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হালাল ও হারাম বিবাহের মধ্যে পার্থক্য হলো- ঢোল বাজানো এবং শব্দ করা বা ঘোষণা প্রচার।[১৮৯৬]

٩/٢١. بَاب الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

৯/২১. অধ্যায় : গান গাওয়া এবং ঢোল বাজানো।

١٨٩٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ خَالِدٌ الْمَدَنِيُّ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْجَوَارِيْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَبِيْحَةَ عُرْسِيْ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَتَانِ وَتَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِيْنَ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُوْلَانِ فِيْمَا تَقُوْلَانِ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ «أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُوْلُوْهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ إِلَّا اللهُ».

১/১৮৯৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ বিন হারূন, হাম্মাদ বিন সালামাহ, আবুল হুসায়ন খালিদ আল-হামদানী, রাবী' বিনতু মুআব্বিয বিন আফরা' (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) (খালিদ) বলেন, আমরা এক আশূরার দিন মাদীনাহ্য় ছিলাম। বালিকারা ঢোল বাজাচ্ছিল এবং গান গাচ্ছিল। এরপর আমরা রুবায়' বিনতু মুআব্বিয (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং ঘটনাটি তাকে জানালাম। তিনি বলেন, আমার বিবাহ বেলা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট আসেন। তখন আমার নিকট দু'টি বালিকা গান গাচ্ছিল এবং

১৮৯৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৯৯৩, দঈফাহ ৯৮২, আল-আদাব ৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** প্রথম অংশ, হাসান, দ্বিতীয় অংশ, মুনকার।

উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ ইবনুল ইয়াস সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলে, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম যাহাবী ও মুহাম্মাদ বিন আম্মার তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৫৯৬, ৮/২৯ নং পৃষ্ঠা)

১৮৯৬. তিরমিযী ১০৮৮। ইরওয়া' ১৯৯৪, মিশকাত ৩১৫৩, আল-আদাব ৯৬-৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ বালজ (ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম) সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭২৬৯, ৩৩/১৬২ নং পৃষ্ঠা)

বদর যুদ্ধে নিহত আমার পিতৃপুরুষদের কীর্তিগাঁথা গাইছিল। তারা এও বলছিল, আমাদের মধ্যে এমন একজন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আছেন, যিনি আগামী কালের খবরও জানেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা একথা বলো না। আগামীকালের খবর আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।[১৮৯৭]

١٨٩٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فِي يَوْمِ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا».

২/১৮৯৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার নিকট আসেন। তখন আমার নিকট দু'টি আনসার বালিকা উপস্থিত ছিল। তারা বুআস যুদ্ধে আনসারদের মুখে উচ্চারিত কবিতাগুলো গানের সুরে আবৃত্তি করছিল। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, শায়তানের বাঁশী (বাদ্যযন্ত্র) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র ঘরে? এ ঘটনাটি ছিল ঈদুল ফিতরের দিনের। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে আবূ বাক্‌র! প্রত্যেক জাতিরই ঈদ (আনন্দ উৎসব) রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ঈদ।[১৮৯৮]

١٨٩٩/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ * يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَعْلَمُ اللهُ إِنِّي لَأُحِبُّكُنَّ».

৩/১৮৯৯। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস আওফ সুমামাহ বিন আবদুল্লাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনাহ্‌র গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকটি বালিকা ঢোল বাজিয়ে গান গেয়ে বলছিল, "আমরা বনু নাজ্জারের বালিকার দল। কত খোশনসীব! মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মহৎ প্রতিবেশী"। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্ অবগত আছেন, আমি তো তোমাদের ভালোবাসি।[১৮৯৯]

١٩٠٠/٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا الْأَجْلَحُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي قَالَتْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ

১৮৯৭. সহীহুল বুখারী ৪০০১, ৫১৪৭, তিরমিযী ১০৯০, আবূ দাউদ ৪৯২২, আহমাদ ২৬৪৮১, ২৬৪৮৭। রাওদুন নাদীর ৮৩০, আল-আদাব ৯৩-৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

১৮৯৮. সহীহুল বুখারী ৯৫০, ৯৫২, ৯৮৮, ২৯০৮, ৩৫৩০, ৩৯৩১, ৫১৯০, মুসলিম ৮৯২, নাসায়ী ১৫৯৭, বায়হাকী ৭/২৫৮। মুকাদ্দামাতুল আয়াতুল বায়্যিনাত ৪৫-৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

১৮৯৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৯৯৪, মিশকাত ৩১৫৩, দিফাউন আনিল হাদীস ২৪ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ হাসান।**

«أَتَيْنَـــــاكُمْ أَتَيْنَـــــاكُمْ * فَحَيَّانَـــــا وَحَيَّـــــاكُمْ»

৪/১৯০০। ইসহাক বিন মানসূর জা'ফার বিন আওন আল-আজলাহ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) আবুয যুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার এক আত্মীয়ের এক আনসার মেয়ের সাথে বিবাহ দেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে বলেনঃ তোমরা কি মেয়েটিকে (স্বামীর বাড়ি) পাঠিয়ে দিয়েছ? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ তোমরা কি তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছ, যে গান গাইতে পারে? আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আনসার সম্প্রদায় গানের ভক্ত। অতএব তোমরা যদি তার সাথে কাউকে পাঠাতে, যে গিয়ে এরূপ বলতোঃ "আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আল্লাহ্ আমাদের দীর্ঘজীবী করুন এবং দীর্ঘজীবী করুন তোমাদের।[১৯০০]

١٩٠١/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ «فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ».

৫/১৯০১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (মুহাম্মাদ বিন য়ূসুফ) আল-ফিরইয়াবী স্বা'লাবাহ বিন আবূ মালিক আত-তামীমী লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি তবলার আওয়াজ শুনতে পান। তিনি তার উভয় কানে তার দু' আঙ্গুল ঢুকিয়ে সরে পড়েন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেছেন।[১৯০১]

٢٢/٩. بَاب فِي الْمُخَنَّثِينَ

৯/২২. অধ্যায় : নপুংসকদের প্রসঙ্গে।

١٩٠٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ يَفْتَحْ اللهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ».

১৯০০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৯৯৫, দঈফাহ ২৯৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-আজলাহ সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি শা'বী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৮২, ২/২৭৫ নং পৃষ্ঠা)

১৯০১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৫৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** তবলার কথা মুনকার তবে রাখালের যামারাহ বাশীর শব্দে সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

১/১৯০২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র, যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে প্রবেশ করে এক নুপুংসককে আবদুল্লাহ্ বিন আবূ উমাইয়্যাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনলেনঃ আগামীকাল যদি আল্লাহ্ তায়িফ বিজয় দান করেন, তাহলে আমি তোমাকে এমন এক নারীর সন্ধান দিবো, যে চার ভাঁজে আগমন করে এবং আট ভাঁজে প্রস্থান করে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ একে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।[১৯০২]

١٩٠٣/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ».

২/১৯০৩। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম, সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল), তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান), আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষের বেশধারিণী নারীকে এবং নারীর বেশধারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।[১৯০৩]

١٩٠٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».

৩/১৯০৪। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী, খালিদ ইবনুল হারিস্র, শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ), কাতাদাহ, ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারিণী নারীদেরকে।[১৯০৪]

٢٣/٩. بَاب تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

৯/২৩. অধ্যায় : নব দম্পতিকে মুবারকবাদ জানানো।

١٩٠٥/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ قَالَ «بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ».

১৯০২. সহীহুল বুখারী ৪৩২৪, ৫৮৮৭, মুসলিম ২১৮০, আবূ দাঊদ ৪৯২৯, আহমাদ ২৫৯৫১, ২৬১৫৯, মুয়াত্তা মালিক ১৪৯৮। ইরওয়া' ১৭৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯০৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আদাবুয যিফাফ ১২১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. উক্ত হাদীস্রের রাবী সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২৬২৯, 12/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

১৯০৪. সহীহুল বুখারী ৫৮৮৫, ৫৮৮৬, ৬৮৩৪, তিরমিযী ২৭৮৪, ২৭৮৫,আবূ দাঊদ ৪০৯৭, ৪৯৩০, আহমাদ ১৯৮৩, ২০০৮, ২১২৪, ৩৪৪৮, দারিমী ২৬৪৯। রাওযুন নাদীর ৪৪৭, আল-আদাব ৪৪৭, হিজাবুল মারআহ ৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/১৯০৫। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ] [আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার লিখিত কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)] [সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল)] [তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান)] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিবাহ উপলক্ষে কাউকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলতেন : «بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ» "আল্লাহ্ তোমাদের বরকত দান করুন, তোমাদের উপর বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণের সাথে তোমাদের একত্র করুন।"[১৯০৫]

١٩٠٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ جُشَمَ فَقَالُوْا بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ فَقَالَ لَا تَقُوْلُوْا هَكَذَا وَلَكِنْ قُوْلُوْا كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ».

২/১৯০৬। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ] [আশআস্র] [হাসান] [আকীল বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বনু জুশম গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করলে লোকেরা (মুবারকবাদ দিয়ে) বললো, সুখী হও এবং অধিক সন্তান হোক। তিনি বলেন, তোমরা এরূপ বলো না, বরং যেরূপ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তদ্রূপ বলো : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ» "হে আল্লাহ্! তাদেরকে বরকত দান করুন এবং তাদের উপর বরকত নাযিল করুন।"[১৯০৬]

٩/٢٤. بَاب الْوَلِيْمَةِ

৯/২৪. অধ্যায় : ওলীমা (বিবাহ ভোজ) প্রসঙ্গে।

١٩٠٧/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا أَوْ مَهْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ «بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

১/১৯০৭। [আহমাদ বিন আবদাহ] [হাম্মাদ বিন যায়দ] [স্রাবিত আল-বুনানী] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেহারায় হলুদের রং দেখে তাকে বলেনঃ একী? আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি এক মহিলাকে সামান্য সোনার

১৯০৫. তিরমিযী ১০৯১, আবূ দাউদ ২১৩০, আহমাদ ৮৭৩৩, দারিমী ২১৭৪, বায়হাকী ৭/২৬০। আদাবুয যিফাফ ৮৯, তাখরীজু কালিমুত তায়্যিব ২০৬, আস-সহীহ ১৮৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২.সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)
১৯০৬. নাসায়ী ৩৩৭১, আহমাদ ১৭৪০, ১৫৩১৩, দারিমী ২১৭৩। আল-আদাব ৯০, **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বিনিময়ে বিবাহ করেছি। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহ ভোজের আয়োজন করো।[১৯০৭]

١٩٠٨/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً».

২/১৯০৮। ❖[আহমাদ বিন আবদাহ][হাম্মাদ বিন যায়দ][সাবিত আল-বুনানী][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর কোন স্ত্রীর বেলায় এমন বিবাহ ভোজের আয়োজন করতে দেখিনি, যেরূপ তিনি যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন। তিনি তাতে একটি বকরী যবহ করেছিলেন।[১৯০৮]

١٩٠٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ وَغِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ».

৩/১৯০৯। ❖[মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদাবী ও গিয়াস বিন জা'ফার আর-রাহাবী][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][ওয়ায়িল বিন দাঊদ][তার পিতা (বাকর বিন ওয়ায়িল বিন দাঊদ)][যুহরী][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিবাহে ছাতু ও খোরমা দিয়ে বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন। সহীহ, বুখারী, মুসলিম।[১৯০৯]

١٩١٠/٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِيْمَةً مَا فِيْهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ» قَالَ ابْنُ مَاجَةَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ.

৪/১৯১০। ❖[যুহায়র বিন হারব আবূ খায়সামাহ][সুফইয়ান][আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল)][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক বিবাহ ভোজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। এতে না গোশত ছিল, না রুটি।[১৯১০]

١٩١١/٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ

১৯০৭. সহীহুল বুখারী ২০৪৯, ৩৭৮১, ৩৯৩৭, ৫০৭২, ৫১৪৮, ৫১৫৩, ৫১৫৫, ৫১৬৭, ৬০৮২, ৬৩৮৬, মুসলিম ১৪২৭, তিরমিযী ১০৯৪, ১৯৩৩, নাসায়ী ৩৩৫১, ৩৩৫২, ৩৩৭২, ৩৩৭৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৮, আবূ দাউদ ২১০৯, আহমাদ ১২২৭৪, ১২৫৬৪, ১২৭১০, ১২৯৫৭, ১৩৪৫১, ১৩৪৯১, ১৩৫৫০, মুয়াত্তা মালিক ১১৫৭, দারিমী ০৬৪, ২২০৪। আদাবুয যিফাফ ৬৫-৬৮, ইরওয়া' ১৯২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯০৮. সহীহুল বুখারী ৫১৬৮, ৫১৭১, মুসলিম ১৪২৮, আবূ দাউদ ৩৭৪৩। ইরওয়া' ১৯৪৫, আল-আদাব ৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯০৯. সহীহুল বুখারী ৩৭১, ৫০৮৫, ৫১৫৯, ৫১৬৯, ৫৩৮৭, তিরমিযী ১০৯৫, নাসায়ী ৩৩৮০, ৩৩৮২, আবূ দাউদ ৩৭৪৪, আহমাদ ১২২০৫, ১৩১৬৩। আল-আদাব ৬৯-৭১, মুখতাসারুশ শামায়িল ১৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯১০. সহীহুল বুখারী ৫১৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা)

فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ».

৫/১৯১১। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মুফাদদাল বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) জাবির (বিন ইয়াযীদ) (দঈফ বা দুর্বল) আশ-শা'বী মাসরূক আয়িশাহ ও উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তারা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ফাতিমাহকে আলীর নিকট পৌঁছানোর জন্য তাকে সাজসজ্জা করিয়ে তৈরি করার নির্দেশ দেন। আমরা (আলীর) ঘরে বাতহা উপত্যকার নরম মাটি বিছিয়ে দিলাম, অতঃপর দু'টি বালিশে খেজুর গাছের ছাল ভরে তা পরিষ্কার করে রেখে দিলাম। এরপর আমরা খোরমা, কিশমিশ ও মিঠা পানির দ্বারা পানাহারের ব্যবস্থা করলাম, কাপড় ও পানির মশক ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি কাঠের খুঁটি ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে দিলাম। আমরা ফাতিমাহর বিবাহের চেয়ে অধিক পরিপাটি ব্যবস্থা আর দেখিনি।[১৯১১]

١٩١٢/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ «دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى عُرْسِهِ فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ الْعَرُوسُ قَالَتْ تَدْرِي مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ أَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ».

৬/১৯১২। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আমার পিতা (আবূ হাযিম সালামাহ বিন দীনার) সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আবূ উসাইদ আস-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বিবাহ ভোজে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাওয়াত করেন। কনেই তাঁদের আহার পরিবেশন করেন। তিনি (কনে) বলেন, তুমি কি জানো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী পান করিয়েছিলাম? তিনি বলেন, আমি রাতে কিছু শুকনো খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সকালবেলা এগুলো নিংড়িয়ে তাঁকে শরবত পান করিয়েছিলাম।[১৯১২]

٩/٢٥. بَاب إِجَابَةِ الدَّاعِي

৯/২৫. অধ্যায় : দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করা।

١٩١٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».

১৯১১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/১৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ, তা'লীক ইবনু মাজাহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুফাদদাল বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৪৮, ২৮/৪১০ নং পৃষ্ঠা) ২. জাবির (বিন ইয়াযীদ) সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

১৯১২. সহীহুল বুখারী ৫১৭৬, মুসলিম ২০০৬, আহমাদ ১৫৬৩২। আদাবুয যিফাফ ৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/১৯১৩। আলী বিন মুহাম্মাদ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, যে বিবাহ ভোজে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের উপেক্ষা করা হয় তাহলো সর্বাধিক নিকৃষ্ট বিবাহ ভোজ। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করলো।[১৯১৩]

١٩١٤/٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ».

২/১৯১৪। ইসহাক বিন মানসূর আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কাউকে বিবাহ ভোজের দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।[১৯১৪]

١٩١٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْوَلِيْمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوْفٌ وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ».

৩/১৯১৫। মুহাম্মাদ বিন আবদাহ আল-ওয়াসিতী ইয়াযীদ বিন হারূন আবদুল মালিক বিন হুসায়ন আবূ মালিক আন-নাখঈ (মাতরূক বা প্রত্যখ্যানযোগ্য) মানসূর আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রথম দিনের ওলীমা (বিবাহ ভোজ) আয়োজন করা কর্তব্য, দ্বিতীয় দিনের ওলীমাও ভালো এবং তৃতীয় দিনের ওলীমা হলো প্রদর্শনী এবং যশের জন্য।[১৯১৫]

٢٦/٩. بَاب الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

৯/২৬. অধ্যায় : তরুণী স্ত্রী এবং বয়স্কা স্ত্রীর নিকট অবস্থানের পালা।

١٩١٦/١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا».

১৯১৩. সহীহুল বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২, আবূ দাউদ ৩৭৪২, আহমাদ ৭২৩৭, ৭৫৬৯, ৯০০৮, ১০০৪০, মুয়াত্তা মালিক ১১৬০, দারিমী ২০৬৬। আল-আদাব ৭১, ইরওয়া' ১৯৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯১৪. সহীহুল বুখারী ৫১৭৩, ৫১৭৯, মুসলিম ১৪২৯, তিরমিযী ১০৯৮, আবূ দাউদ ৩৭৩৬, ৩৭৩৮, ৩৭৪১, আহমাদ ৪৬৯৮, ৪৭১৬, ৪৯৩০, ৫৭৩২, ৬০৭১, ৬৩০১, মুয়াত্তা মালিক ১১৫৯, দারিমী ২০৮২, ২২০৫। আল-আদাব ৭২, ইরওয়া' ১৯৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯১৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৯৫০, দঈফ আল-জামি' ৬১৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল মালিক বিন হুসায়ন আবূ মালিক আন-নাখঈ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয় তার হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৫৯৯, ৩৪/২৪৭ নং পৃষ্ঠা)

১/১৯১৬। ☆হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যি☆আবদাহ বিন সুলায়মান☆মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী ছিলেন)☆আয়্যুব (বিন আবূ তামীমাহ কায়সান)☆কিলাবাহ☆আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বয়স্কা স্ত্রীর পালা হচ্ছে তিন দিন এবং তরুণী স্ত্রীর পালা সাত দিন।[১৯১৬]

١٩١٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي».

২/১৯১৭। ☆আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ☆ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান☆সুফইয়ান☆মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর☆আবদুল মালিক বিন আবূ বাক্র ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম☆তার পিতা (আবূ বাক্র ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম)☆উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিবাহ করার পর তার নিকট তিন দিন অবস্থান করেন এবং বলেন, তোমার ব্যাপারে তোমার স্বামীর কোন অনীহা নেই। তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমার সঙ্গে সাত দিন অবস্থান করবো। যদি আমি তোমার নিকট সাত দিন কাটাই তবে আমার অন্য স্ত্রীদের নিকটও সাত দিন করে কাটাবো।[১৯১৭]

٢٧/٩. بَاب مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

৯/২৭. অধ্যায় : স্ত্রী স্বামীর নিকট এলে স্বামী যে দুআ পড়বে।

١٩١٨/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ».

১/১৯১৮। ☆মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও সালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আল-কাত্তান (মাকবূল)☆ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা☆সুফইয়ান☆মুহাম্মাদ বিন আজলান☆আমর বিন শুআয়ব☆তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)☆দাদা আবদুল্লাহ্ বিন আম্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন তোমাদের

১৯১৬. সহীহুল বুখারী ৫২১৩, ৫২১৪, মুসলিম ১৪৬১, তিরমিযী ১১৩৯, আবূ দাঊদ ২১২৪, মুয়াত্তা মালিক ১১২৪, দারিমী ২২০৯। ইরওয়া' ৭/৮৮-৮৯, সহীহাহ ১১৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

১৯১৭. মুসলিম ১৪৬০, আবূ দাঊদ ২১২২, আহমাদ ২৫৯৬৫, ২৫৯৯০, ২৬০৭৯, ২৬১৮১, ২৬১৮২, মুয়াত্তা মালিক ১১২৩, দারিমী ২২১০। ইরওয়া' ২০১৯ সহীহাহ ১২৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

কেউ স্ত্রী, খাদেম অথবা আরোহণের পশু লাভ করে তখন সে যেন তার কপালে হাত রেখে বলেঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং যে কল্যাণ এর মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। আমি তোমার নিকট এর অনিষ্ট হতে এবং যে অনিষ্টসহ একে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হতে আশ্রয় চাই"।[১৯১৮]

١٩١٩/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يُسَلِّطْ اللهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ».

২/১৯১৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমর বিন রাফি' জারীর মানসূর সালিম বিন আবুল জা'দ কুরায়ব ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তখন সে যেন বলে: قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي (আল্লাহুম্মা জান্নিবনীশ শায়তান, ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রযাকতানী) "হে আল্লাহ্! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান আমাদের দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরো রাখো"। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর সেই মিলনে যদি কোন সন্তান হয়, তবে আল্লাহ্ তার উপর শয়তানকে কোন প্রভাব বিস্তার করতে দিবেন না অথবা শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১৯১৯]

٢٨/٩. بَاب التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

৯/২৮. অধ্যায় : সহবাসের সময় পর্দা করা।

١٩٢٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا فَلَا تُرِيَنَّهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ».

১/১৯২০। মুআবিয়াহ আল-কুশায়রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন ও আবূ উসামাহ বাহয বিন হাকীম তার পিতা (হাকীম বিন মুআবিয়াহ) দাদা (মুআবিয়াহ আল-কুশায়রী) (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের লজ্জাস্থানের কতখানি ঢেকে রাখবো, আর কতখানি খুলে রাখবো? তিনি বলেনঃ তোমার লজ্জাস্থান আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের থেকে হেফাজত করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার অভিমত কী যে, লোকেরা যদি একত্রে বসবাস করে? তিনি বলেনঃ যদি তুমি তা কাউকে না দেখিয়ে পারো, তবে অবশ্যই তা দেখাবে না। আমি বললাম, হে

১৯১৮. আবূ দাউদ ২১৬০। আদাবুয যিফাফ ২০, তাখরীজু কালিমুত তায়্যিব ২০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১৯১৯. সহীহুল বুখারী ১৪১, ৩২৭১, ৩২৮৩, ৫১৬৫, ৬৩৮৮, ৭৩৯৬, মুসলিম ১৪৩৪, তিরমিযী ১০৯২, আবূ দাউদ ২১৬১, আহমাদ ১৮৭০, ১৯১১, ২১৭৯, ২৫৫১, ২৫৯২, দারিমী ২২১২, বায়হাকী ৭/১৬৫। ইরওয়া' ২০১২, সহীহ আবী দাউদ ১৮৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের কেউ যদি নির্জনে থাকে? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ অধিক অগ্রগণ্য যে, মানুষের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি লজ্জাশীল হতে হবে। হাসান, মিশকাত ৩১১৭।[১৯২০]

١٩٢١/٢ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ وَهْبٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ».

২/১৯২১। ইসহাক বিন ওয়াহব আল-ওয়াসিতী, ওয়ালীদ ইবনুল কাসিম আল-হামদানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আহওয়াস্ব বিন হাকীম (হিফয শক্তি দুর্বল), তার পিতা (হাকীম বিন উমায়র তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), রাশিদ বিন সা'দ ও আবদুল আ'লা বিন আদী, উতবাহ বিন আবদ আস-সুলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর নিকট এসে যেন (নির্জনে মিলনে) পর্দা (গোপনীয়তা) রক্ষা করে এবং গর্দভের ন্যায় বিবস্ত্র না হয়।[১৯২১]

١٩٢٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَطُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ».

৩/১৯২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', সুফইয়ান, মানসূর, মূসা বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ, আয়িশাহ এর মাওলা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত), আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি কখনও রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি বা তা দেখিনি।[১৯২২]

٢٩/٩. بَاب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

৯/২৯. অধ্যায় : স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করা নিষেধ।

١٩٢٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا».

১৯২০. তিরমিযী ২৭৬৯, ২৭৯৪, আবূ দাঊদ ৪০১৭। মিশকাত ৩১১৭, আদাবুয যিফাফ ৩৬ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

১৯২১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/১৬৬। ইরওয়া'য়া ২০০৯, আদাবুয যিফাফ ৩৩-৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ বা দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আহওয়াস্ব বিন হাকীম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হিফযে দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আওফ আল-হিমসী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৮৭, ২/২৮৯ নং পৃষ্ঠা)

১৯২২. আহমাদ ২৩৮২৩। বায়হাকী ৪/৬৩। ইরওয়া' ১৮১২, মিশকাত ৩১২৩, আদাবুয যিফাফ ৩৪ নং পৃষ্ঠা, রাওদুন নাদীর ৮০৯, মুখতাসারুশ শামাইল ৩০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ বা দুর্বল।

১/১৯২৩ ↺[মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব]⟩[আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার]⟩[সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো)]⟩[হারিস্র বিন মুখাল্লিদ (তার অবস্থা অজ্ঞাত)]⟩[আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]↻ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ্ তার দিকে (দয়ার– দৃষ্টিতে) তাকান না।[১৯২৩]

٢/١٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَرَمِيٍّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ».

২/১৯২৪। ↺[আহমাদ বিন আবদাহ]⟩[আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ]⟩[হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন)]⟩[আমর বিন শুআয়ব]⟩[আবদুল্লাহ বিন হারামী]⟩[খুযায়মাহ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]↻ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (অতঃপর বলেন) তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করো না।[১৯২৪]

٣/١٩٢٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ كَانَتْ يَهُوْدُ تَقُوْلُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِيْ قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

১৯২৩. আবূ দাঊদ ২১৬২, আহমাদ ৭৬২৭, ৮৩২৭, ৯৪৪০, ৯৮৫০, দারিমী ১১৪০, বায়হাকী ৭/৩৭৪। আদাবুয যিফাফ ৩০, সহীহ আবূ দাঊদ ১৮৭৮, মিশকাত ৩১৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা) ২. হারিস্র বিন মুখাল্লিদ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০৪২, ৫/২৭৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু সুহায়ল ও হারিস্র আল-মুখাল্লিদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৪৭৬টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ১৯টি অধিক দুর্বল, ৯৪টি দুর্বল, ৮০টি হাসান, ২৮১টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ১৩৫, ১১৬৪, ১১৬৬, ২৯৭৯, ২৯৮০, আবূ দাঊদ ২০৫, ১০০৫, ২১৬২, ২১৬৪, দারিমী ১১১৯, ১১৪০, ১১৪১, ১১৪৪, ২২১৩, আহমাদ ৬৫৭, ২৪১০, ২৬৯৮, ৬৬৬৭, ৬৯২৮, ৬৯২৯, ৭৬২৭, ৮৩২৭, ৯০৩৫, ৯৪৪০, ২১৩৪৬, ২১৩৫০, দারাকুতনী ৫৫৪, ৩৭০৮ ইত্যাদি।

১৯২৪. আহমাদ ২১৩৪৩, ২১৩৬৭, দারিমী ১১৪৪। ইরওয়া' ২০০৫, আদাবুয যিফাফ ২৯, মিশকাত ৩১৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

৩/১৯২৫। সাহল বিন আবূ সাহল ও জামীল ইবনুল হাসান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, ইহূদীরা বলতো, কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিক থেকে স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করলে তাতে সন্তান টেরা চোখবিশিষ্ট হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা আসো।" (২ঃ ২২৩)।[১৯২৫]

٣٠/٩. بَاب الْعَزْلِ

৯/৩০. অধ্যায় আযল প্রসঙ্গ।

١٩٢٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ «أَوَ تَفْعَلُوْنَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللهُ لَهَا أَنْ تَكُوْنَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ».

১/১৯২৬। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমরা কি তা করো? তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা যে প্রাণের উদ্ভব হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন তা হবেই।[১৯২৬]

١٩٢٧/٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ».

২/১৯২৭। হারূন বিন ইসহাক আল-হামদানী সুফইয়ান আমর আতা' জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় এবং কুরআন নাযিল হওয়া অব্যাহত থাকা অবস্থায় আযল করতাম।[১৯২৭]

১৯২৫. সহীহুল বুখারী ৪৫২৮, মুসলিম ১৪৩৫, আবূ দাউদ ২১৬৩, দারিমী ১১৩২, ২২১৪। ইরওয়া' ৭/৬২, আদাবুয যিফাফ ২৫, সহীহ্ আবূ দাউদ ১৮৭৯-১৮৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনু কাসিম বলেন, তিনি স্বিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৮, ৫/১২৮ নং পৃষ্ঠা)

১৯২৬. সহীহুল বুখারী ২২২৯, ২৫৪২, ৪১৩৮, ৫২১০, ৬৬০৩, ৭৪০৯, মুসলিম ১৪৩৮, তিরমিযী ১১৩৮, নাসায়ী ৩৩২৭, আবূ দাউদ ২১৭০, ২১৭১, ২১৭২, আহমাদ ১০৬৯৪, ১০৭৮৮, ১০৮২০, ১১০৪৬, ১১০৬৬, ১১১১০, ১১১৫১, ১১১৭২, ১১২০৮, ১১২৫১, ১১২৯১, ১১৩৩৫, ১১৩৬৯, ১১৪২৯, ১১৪৭৪, মুয়াত্তা মালিক ১২৬২, দারিমী ২২২৩, ২২২৪, বায়হাকী ৭/২০৮, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১৯৯। রাওদুন নাদীর ৯৯৯, আদাবুয যিফাফ ৫৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৮৮৬, ১৮৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা)

১৯২৭. সহীহুল বুখারী ৫২০৯, মুসলিম ১৪৪০, তিরমিযী ১১৩৬, ১১৩৭, আহমাদ ১৩৯০৬, বায়হাকী ৭/৪৫৩। আদাবুয যিফাফ ৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩٢٨/٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا».

৩/১৯২৮। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল ইসহাক বিন ঈসা ইবনু লাহীআহ (তার কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) জা'ফার বিন রাবীআহ যুহরী মুহাররার বিন আবূ হুরায়রাহ (মাকবূল) তার পিতা (আবূ হুরায়রাহ) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বাধীন স্ত্রীর বেলায় তার সম্মতি ব্যতীত আযল করতে নিষেধ করেছেন।[১৯২৮]

٣١/٩. بَاب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

৯/৩১. অধ্যায় : কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না।

١٩٢٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».

১/১৯২৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ হিশাম বিন হাস্সান মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন মহিলাকে তার ফুফু বা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না।[১৯২৯]

١٩٣٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

২/১৯৩০। আবূ কুরায়ব আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইয়া'কূব বিন উতবাহ সুলায়মান বিন ইয়াসার আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-

---

১৯২৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২০০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১৯২৯. সহীহুল বুখারী ৫১০৯, ৫১১১, মুসলিম ১৪০৮, তিরমিযী ১১২৬, নাসায়ী ৩২৮৮, ৩২৮৯, ৩২৯০, ৩২৯১, ৩২৯২, ৩২৯৩, ৩২৯৪, ৩২৯৫, ৩২৯৬, আবূ দাউদ ২০৬৫, ২০৬৬, আহমাদ ৭০৯৩, ৭৪১৩, ৮৮৭৬, ৮৯৫০, ৯১৮৪, ৯২১৬, ৯৩০৩, ৯৫২৪, ৯৬৩৫, ৯৬৮০, ৯৭৮৯, ৯৯৭৩, ১০২২৭, ১০৩১১, ১০৩৩৪, ১০৪৬৩, মুয়াত্তা মালিক ১১২৯, দারিমী ২১৭৮, ২১৭৯। ইরওয়া' ৬/২৮৬, রাওদুন নাদীর ১১৭১, ১১৭৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৮০২, ১৮০৩, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

কে দু' ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ করতে শুনেছিঃ কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে অথবা কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে কোন ব্যক্তির বিবাহাধীনে একত্র করা (নিষিদ্ধ)।[১৯৩০]

١٩٣١/٣ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوْسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».

৩/১৯৩১। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) আবূ বাক্‌র আন-নাহশালী (তিনি সত্যবাদী তবে তার মুরজিয়া হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে) আবূ বাক্‌র বিন আবূ মূসা তার পিতা (আবূ মূসা) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না।[১৯৩১]

٣٢/٩. بَاب الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

৯/৩২. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, অতঃপর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো। সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলো। এ অবস্থায় সে কি তার প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে?

١٩٣٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ».

১/১৯৩২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রিফাআহ আল-কুরাযী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আমি রিফাআর বিবাহাধীন ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিলে পর আমি আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়র

১৯৩০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৬/২৯১, রাওদুন নাদীর ১১৭১, ১১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৩১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ বাকর আন নাহশালী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন সালিহ আল জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কুফার একজন সিকাহ রাবী তবে তিনি মুরজিয়াহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে মুরজিয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সিকাহ। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী, তিনি দুর্বলদের মাধ্যে অন্তর্ভূক্ত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭২৬৭, ৩৩/১৫৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস ও আবূ বাকর আন নাহশালী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৭২৪টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৭টি জাল, ৬১টি অধিক দুর্বল, ৪২টি দুর্বল, ১৬৪টি হাসান, ৪৫০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ৫১০৮, ৫১০৯, মুসলিম ১৪০৮, ১৪০৯, তিরমিযী ১১২৫, ১১২৬, আবূ দাউদ ২০৬৫, ২০৬৬, ২০৬৭, দারিমী ২১৭৮, ২১৭৯, আহমাদ ৫৭৮, ১৮৮১, ৩৫২০, ৬৬৪৩, ৬৭৩১, ৭০৯৩, ৭৪১৩, ৮৮৮০, ৮৯৫০, ১০৩১২, ১০৩৩৪,১০৩৩৯, ১০৫০৫ ইত্যাদি।

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বিবাহ করি। কিন্তু তার সাথে কাপড়ের পোটলাবৎ বস্তু ছাড়া কিছু নাই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হেসে বলেনঃ তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? তা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধু পান করো এবং সে তোমার মধু পান করে।[১৯৩২]

١٩٣٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ قَالَ «لَا حَتَّى يَذُوْقَ الْعُسَيْلَةَ».

২/১৯৩৩। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [মুহাম্মাদ বিন জা'ফার] [শু'বআহ] [আলকামাহ বিন মারসাদ] [সালিম বিন রাযীন (মাজহুল বা অপরিচিত)] [সালিম বিন আবদুল্লাহ] [সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে। সে তার সহবাসের পূর্বে পুনরায় তাকে তালাক দেয়। উক্ত স্ত্রীলোকটি কি প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ না, যতক্ষণ না সে তার মধু পান করে (তার সাথে সহবাস করে)।[১৯৩৩]

٣٣/٩. بَاب الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

৯/৩৩. অধ্যায় : হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয়।

١٩٣٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

১/১৯৩৪। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [আবূ আমির] [যামআহ বিন সালিহ (দঈফ বা দুর্বল)] [সালামাহ বিন ওয়াহরাম (তিনি সত্যবাদী)] [ইকরিমাহ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহ্লীলকারী এবং যার জন্য তাহ্লীল করা হয় তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।[১৯৩৪]

১৯৩২. সহীহুল বুখারী ২৬৩৯, ৫২৬০, ৫২৬৫, ৫৩১৭, ৫৭৯২, ৫৮২৫, ৬০৮৪, মুসলিম ১৪৩৩, তিরমিযী ১১১৮, নাসায়ী ৩২৮৩, ৩৪০৭, ৩৪০৮, ৩৪০৯, ৩৪১১, ৩৪১২, আবূ দাউদ ২৩০৯, আহমাদ ২৩৫৩৮, ২৩৫৭৮, ২৫০৭৭, ২৫৩৬৪, ২৫৩৮৯, মুয়াত্তা মালিক ১১২৭, দারিমী ২২৬৭, ২২৬৮। ইরওয়া' ১৮৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৩৩. নাসায়ী ৩৪১৪, বায়হাকী ৭/৪৫৯, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৩/২২৬। ইরওয়া' ৬/২৯৯, ২০৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সালিম বিন রাযীন সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২১৪৫, ১০/১৪০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু সালিম বিন রাযীন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৯৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ৫৬টি অধিক দুর্বল, ২২৬টি দুর্বল, ১০৪টি হাসান, ১০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ২৬৩৯, ৫২৬০, ৫২৬১, ৫২৬৫, ৫৩১৭, ৫৭৯২, ৫৮২৫, ৬০৮৪, মুসলিম ১৪৩৩, ১৪৩৪, তিরমিযী ১১১৮, আবূ দাউদ ২৩০৯, দারিমী ২২৬৭, ২২৬৮, আহমাদ ১৮৪০, ৪৭৬২, ৫২৫৫, ৫৫৪৬, ১৩৬১০, ২৩৫৩৭, দারাকুতনী ৩৯০০, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯৩১, ৩৯৩২ ইত্যাদি।

১৯৩৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৮৯৭, মিশকাত ৩২৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী যামআহ বিন সালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২০০৩, ৯/৩৮৬ নং পৃষ্ঠা) ২. সালামাহ বিন ওয়াহরাম সম্পর্কে আবূ আহমাদ

١٩٣٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

২/১৯৩৫। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বাখতারী আল-ওয়াসিতী আবূ উসামাহ ইবনু আওন ও মুজালিদ (বিন সাঈদ) (তিনি নির্ভরযোগ্য নন, শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো) আশ-শা'বী হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন, তার রাফিদী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে) আলী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহ্লীলকারী এবং যার জন্য তাহ্লীল করা হয়, তাদের (উভয়কে) অভিসম্পাত করেছেন।[১৯৩৫]

١٩٣٦/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

৩/১৯৩৬। ইয়াহইয়া বিন উস্মান বিন স্বালিহ আল-মিস্রী আমার পিতা (উস্মান বিন স্বালিহ আল-মিস্রী লায়স্র বিন সা'দ আবূ মুস্আব মিশরাহ বিন হাআন (মাকবূল) উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা বললেন, হাঁ, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বলেনঃ সে হলো তাহ্লীলকারী। আল্লাহ্ তাহ্লীলকারী এবং যার জন্য তাহ্লীল করা হয় তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।[১৯৩৬]

বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি যামআহ ছাড়া তার বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয় তবে তা দলীল যোগ্য হবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, যামআহ বিন স্বালিহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র ছাড়া তিনি সত্যবাদী অন্যথায় তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৪৭৪, ১১/৩২৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু যামআহ বিন স্বালিহ ও সালামাহ বিন ওয়াহরাম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২০টি অধিক দুর্বল, ১৫টি দুর্বল, ১৬টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ১১১৯, ১১২০, আবূ দাউদ ২০৭৬, দারিমী ২২৫৮, আহমাদ ৪২৯৬, ৮০৮৮, দারাকুতনী ৩৫৭৬, শারহুস সুন্নাহ ২২৯৩ ইত্যাদি।

১৯৩৫. তিরমিযী ১১১৯, আবূ দাউদ ২০৭৬, আহমাদ ৬৩৬, ৬৬২, ৬৭৩, ৭২৩, ৮৪৬, ৯৮৩, ১২৯১, ১৩৬৮, বায়হাকী ৫/৬১, হাকিম ফিল মুসতাদরাক ১/৪৫৪। ইরওয়া' ৬/৩০৮, ৩০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) ২. হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্রী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০২৪, ৫/২৩৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু মুজালিদ ও হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২০টি অধিক দুর্বল, ১৫টি দুর্বল, ১৬টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ১১১৯, ১১২০, আবূ দাউদ ২০৭৬, দারিমী ২২৫৮, আহমাদ ৪২৯৬, ৮০৮৮, দারাকুতনী ৩৫৭৬, শারহুস সুন্নাহ ২২৯৩ ইত্যাদি।

১৯৩৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৬/৩০৯, ৩১০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٣٤/٩. بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

৯/৩৪. অধ্যায় : বংশীয় সম্পর্কের দরুন যারা হারাম হয়, দুধপানজনিত কারণেও তারা হারাম হয়।

١٩٣٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

১/১৯৩৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) হাকাম ইরাক বিন মালিক উরওয়াহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বংশীয় সম্পর্কের দরুন যারা হারাম হয়, দুধপানজনিত কারণেও তারা হারাম হয়।[১৯৩৭]

١٩٣٨/٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُرِيْدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

২/১৯৩৮। হুমায়দ বিন মাসআদাহ ও আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ খালিদ ইবনুল হারিস্র সাঈদ কাতাদাহ জাবির বিন যায়দ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি বলেনঃ সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। বংশীয় সম্পর্কের দরুন যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম, দুধপান জনিত সম্পর্কের দরুণও অনুরূপ মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম।[১৯৩৮]

١٩٣٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ انْكِحْ أُخْتِيْ عَزَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَتُحِبِّيْنَ ذَلِكِ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِيْ قَالَتْ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي

১৯৩৭. সহীহুল বুখারী ২৬৪৬, ৩১০৫, ৫০৯৯, মুসলিম ১৪৪৪, ১৪৪৫, তিরমিযী ১১৪৭, নাসায়ী ৩৩০০, ৩৩০১, ৩৩০২, ৩৩০৩, ৩৩১৩, আবূ দাউদ ২০৫৫, আহমাদ ২৩৬৫০, ২৩৭২২, ২৩৮৫০, ২৩৯১০, ২৪১৯১, ২৪৯২৫, মুয়াত্তা মালিক ১২৭৭, ১২৭৮, ১২৯১, দারিমী ২২৪৭, ২২৪৯। ইরওয়া' ৬/২৮৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

১৯৩৮. সহীহুল বুখারী ২৬৪৫, মুসলিম ১৪৪৭, নাসায়ী ৩৩০৫, ৩৩০৬, আহমাদ ২৪৮৬। ইরওয়া' ৬/২৮৪, রাওদুন নাদীর ১১৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ».

١٩٣٩/٣ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩/১৯৩৯। (মুহাম্মাদ বিন রুমহ) (লায়স্র বিন সা'দ) (ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব) (ইবনু শিহাব) (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) (যায়নাব বিনতু আবূ সালামাহ) (উম্মু হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন, আপনি আমার বোন আয্যাকে বিবাহ করুন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি কি পছন্দ করো? তিনি বললেন, হাঁ হে আল্লাহ্র রসূল! আর আমি তো আপনার জন্য একক নই। কল্যাণ লাভে আমার শরীক হওয়ার ব্যাপারে আমার বোন আমার নিকট অধিক অগ্রগণ্য। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সে আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বলেন, আমরা তো পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আপনি আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা দুররাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বলেনঃ উম্মু সালামাহর কন্যা? উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সে যদি আমার প্রতিপালনাধীন আমার স্ত্রীর পূর্ব-স্বামীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা। সুয়াইবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে এবং তাঁর পিতাকে দুধ পান করিয়েছে। অতএব তোমরা তোমাদের বোনদের ও মেয়েদের আমার সাথে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করো না।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৩/১৯৩৯ (১)। (আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বাহ) (আব্দুল্লাহ বিন নুমায়র) (হিশাম বিন উরওয়াহ) তাঁর পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) (যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ) (উম্মু সালামাহ) (উম্মু হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[১৯৩৯]

٩/٣٥. بَاب لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

৯/৩৫. অধ্যায় : এক ঢোক অথবা দু' ঢোক দুধপানে হুরমত সাব্যস্ত হয় না।

١/١٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».

১/১৯৪০। (আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ) (মুহাম্মাদ বিন বিশর) (ইবনু আবূ আরূবাহ) (কাতাদাহ) (আবুল খালীল) (আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র) (উম্মুল ফাদ্বল (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এক ঢোক অথবা দু' ঢোক দুধপান (দুধপানজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করে না।[১৯৪০]

১৯৩৯. সহীহুল বুখারী ৫১০১, ৫১০৬, ৫১০৭, ৫১২৪, ৫৩৭২, মুসলিম ১৪৪৯, নাসায়ী ৩২৮৪, ৩২৮৫, ৩২৮৬, ৩২৮৭, আবূ দাউদ ২০৫৬, আহমাদ ২৫৯৫৪, ২৬৮৬৬। সহীহ আবূ দাউদ ১৭৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৪০. মুসলিম ১৪৫১, নাসায়ী ৩৩০৮, আহমাদ ২৬৩৩২, ২৬৩৩৯, দারিমী ২২৫২। ইরওয়া' ২১৪৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৮০১, সহীহাহ ৩২৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩٤١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».

২/১৯৪১। মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ ইবনু উলায়্যাহ আয়্যুব ইবনু আবূ মুলায়কাহ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এক ঢোক বা দু' ঢোক দুধপানে (দুধপানজনিত) বৈবাহিক নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।[১৯৪১]

١٩٤٢/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.

৩/১৯৪২। আবদুল ওয়ারিস বিন আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস আমার পিতা (আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস) হাম্মাদ বিন সালামাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম) আমরাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, প্রথমদিকে কুরআনে এই বিধান ছিলো, যা পরে রহিত হয়ে যায়: দশ ঢোক বা পাঁচ ঢোক দুধ পানের কমে নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।[১৯৪২]

٣٦/٩. بَاب رِضَاعِ الْكَبِيرِ

৯/৩৬. অধ্যায় : বয়স্ক লোকে দুধ পান করলে।

١٩٤٣/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَفَعَلَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا».

১/১৯৪৩। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, সাহ্লাহ বিনতু সুহায়ল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট সালেমের যাতায়াতের কারণে আমি (আমার স্বামী) আবূ হুযাইফাহর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। সে বললো, আমি তাকে কিভাবে দুধপান করাবো, সে যে বয়স্ক পুরুষ? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হেসে বলেনঃ আমিও অবশ্য জানি যে, সে বয়স্ক পুরুষ। সে তাই করলো, দুধ পান করানোর পর আবূ

১৯৪১. মুসলিম ১৪৫০, তিরমিযী ১১৫০, নাসায়ী ৩৩১০, ৩৩১১, আবূ দাউদ ২০৬৩, আহমাদ ২৩৫০৬, ২৫২৮৪, ২৫৫৬৮, দারিমী ২২৫১। ইরওয়া' ২১৪৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৮০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৪২. মাজাহ ১৯৪৪ সহীহুল বুখারী ১৪৫২, নাসায়ী ৩৩০৭, ২০৬২, মুয়াত্তা মালিক ১২৯৩, দারিমী ২২৫৩। ইরওয়া' ২১৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

হুযাইফাহর চেহারায় আমি কোন অপছন্দের ভাব লক্ষ্য করিনি। (রাবী বলেন), তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৯৪৩]

١٩٤٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِيْ صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيْرِيْ فَلَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا.

২/১৯৪৪। আবূ সালামাহ বিন খালাফ আবদুল আ'লা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর আমরাহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেরও দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা একটি সহীফায় (লিখিত) আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেন এবং আমরা তাঁর ইন্তিকালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তখন একটি ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে।[১৯৪৪]

٣٧/٩. بَاب لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

৯/৩৭. অধ্যায় : দুধপানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরের দুধপান সম্পর্কে।

١٩٤٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَتْ هَذَا أَخِيْ قَالَ «انْظُرُوْا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ الْمَجَاعَةِ».

১/১৯৪৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান আশআস্র বিন আবূশ-শা'স্রা' তার পিতা (আবুশ-শা'স্রা') মাসরূক আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ এ ব্যক্তি কে? আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার ভাই। তিনি বলেনঃ তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে, কাকে তোমাদের অন্দর মহলে প্রবেশ করাচ্ছো। কেননা সেই দুধপানই ধর্তব্য যা ক্ষুধা নিবারণ করে (অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধপানই ধর্তব্য)।[১৯৪৫]

১৯৪৩. সহীহুল বুখারী ৪০০০, ৫০৮৮, মুসলিম ১৪৫৩, নাসায়ী ৩২২৩, ৩২৩৪, ৩৩১৯, ৩৩২০, ৩৩২১, ৩৩২২, ৩৩২৩, আবূ দাঊদ ২০৬১, আহমাদ ২৫১২১, মুয়াত্তা মালিক ১২৮৮, দারিমী ২২৫৭। ইরওয়া' ৬/২৬৪, রাওদুন নাদীর ৩৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৪৪. মাজাহ ১৯৪৪ সহীহুল বুখারী ১৪৫২, নাসায়ী ৩৩০৭, ২০৬২, মুয়াত্তা মালিক ১২৯৩, দারিমী ২২৫৩। তা'লীক ইবনু মাজাহ। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

১৯৪৫. সহীহুল বুখারী ২৬৪৭, ৫১০২, মুসলিম ১৪৫৫, নাসায়ী ৩৩১২, আবূ দাঊদ ২০৫৮, দারিমী ২২৫৬। সহীহ আবূ দাঊদ ১৭৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩٤٦/٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ».

২/১৯৪৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবুল আসওয়াদ উরওয়াহ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, দুধপান সেটাই গ্রহণযোগ্য (যা খাদ্যনালী ভেদ করে) পাকস্থলী পূর্ণ করে (অর্থাৎ শিশুর দুধপানই ধর্তব্য)।[১৯৪৬]

١٩٤٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَقُلْنَ وَمَا يُدْرِينَا لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ.

৩/১৯৪৭। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী আবদুল্লাহ ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব ও উকায়ল (বিন খালিদ) ইবনু শিহাব আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ বিন যামআহ (মাকবূল) তার মাতা যায়নাব বিনতু আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল স্ত্রী আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তার মত প্রত্যাখ্যান করেন যে, সালেমের মত বয়স্ক পুরুষ দুধপান করলে তাতে দুধপানজনিত নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে তাদের নিকট প্রবেশ করতে পারবে (তাদের মতে তা কার্যকর হবে না)। তারা আরও বলেন, এটা হয়তো কেবল সালেমের একার জন্য প্রযোজ্য (খাস) ছিলো।[১৯৪৭]

٣٨/٩. بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ

৯/৩৮. অধ্যায় : পুরুষের দুধ।

১৯৪৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২১৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১৯৪৭. মুসলিম ১৪৫৪, নাসায়ী ৩৩২৫, আহমাদ ২৬১২০। ইরওয়া' ২১৫১। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

١٩٤٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَانِيْ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِيْ قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِيْ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِيْنُكِ».

১/১৯৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আফ্‌লাহ বিন আবূ কুআয়স পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর ভেতর বাড়িতে আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। ইত্যবসরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এসে বলেনঃ সে তোমার চাচা, তাকে আসতে অনুমতি দাও। আমি বললাম, আমাকে তো স্ত্রীলোকটি দুধপান করিয়েছে, পুরুষ লোকটি তো দুধপান করায়নি! তিনি বলেনঃ তোমার উভয় হাত বা তোমার ডান হাত ধুলি ধুসরিত হোক।[১৯৪৮]

١٩٤٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».

২/১৯৪৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আমার ভেতর বাড়িতে আসার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমার চাচাকে তোমার নিকট আসার অনুমতি দাও। আমি বললাম, আমাকে তো স্ত্রীলোকটি দুধপান করিয়েছে, পুরুষ লোকটি তো দুধপান করায়নি। তিনি আবার বললেনঃ তাকে তোমার নিকট আসার অনুমতি দাও।[১৯৪৯]

٣٩/٩. بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

৯/৩৯. অধ্যায় : কারো বিবাহ বন্ধনে দু' (সহোদর) বোন থাকা অবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করলে।

١٩٥٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِيْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيْ خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعِنْدِيْ أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ «إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا».

১৯৪৮. মাজাহ ১৯৪৯ সহীহুল বুখারী ২৬৪৪, ২৬৪৬, ৪৭৯৬, ৫০৯৯, ৫১০৩, ৫২৩৯, ৬১৫৬, মুসলিম ১৪৪৪, ১৪৪৫, তিরমিযী ১১৪৮, নাসায়ী ৩৩০১, ৩৩১৩, ৩৩১৪, ৩৩১৫, ৩৩১৬, ৩৩১৭, ৩৩১৮, আবূ দাউদ ২০৫৭, আহমাদ ২৩৫৩৪, ২৩৫৬৫, ২৩৫৮২, আহমাদ ২৪৯১৫, ২৫০৯২, ২৫১২৩, ২৫২৯৫, ২৫৮০২, মুয়াত্তা মালিক ১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯, দারিমী ২২৪৮, বায়হাকী ৯/১৯১। ইরওয়া' ১৮৯৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৪৯. মাজাহ ১৯৪৯ সহীহুল বুখারী ২৬৪৪, ২৬৪৬, ৪৭৯৬, ৫০৯৯, ৫১০৩, ৫২৩৯, ৬১৫৬, মুসলিম ১৪৪৪, ১৪৪৫, তিরমিযী ১১৪৮, নাসায়ী ৩৩০১, ৩৩১৩, ৩৩১৪, ৩৩১৫, ৩৩১৬, ৩৩১৭, ৩৩১৮, আবূ দাউদ ২০৫৭, আহমাদ ২৩৫৩৪, ২৩৫৬৫, ২৩৫৮২, আহমাদ ২৪৯১৫, ২৫০৯২, ২৫১২৩, ২৫২৯৫, ২৫৮০২, মুয়াত্তা মালিক ১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯, দারিমী ২২৪৮। রাওদুন নাদীর ৭৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/১৯৫০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুস সালাম বিন হারব ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবূ ওয়াহব আল-জাওশানী (মাকবূল) আবূ খিরাশ আর-রুআয়নী (মাজহুল বা অপরিচিত) (ফায়রূয) আদ-দায়লামী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার নিকট দু' (সহোদর) বোন ছিলো, যাদেরকে আমি জাহিলী যুগে একত্রে বিবাহ করেছিলাম। তিনি বলেনঃ তুমি ফিরে গিয়ে তাদের একজনকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দাও।[১৯৫০]

١٩٥١/٢ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ أُخْتَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِي «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ».

২/১৯৫১। য়ুনুস বিন আবদুল আ'লা ইবনু ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ ওয়াহব আল-জায়শানী (মাকবূল) দহহাক বিন ফায়রূয আদ-দায়লামী (মাকবূল) তার পিতা (ফায়রূয আদ-দায়লামী) (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমার বিবাহে দু' (সহোদর) বোন রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেনঃ তোমার ইচ্ছামত এদের মধ্যে একজনকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দাও।[১৯৫১]

٤٠/٩. بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

৯/৪০. অধ্যায় : চারের অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে।

১৯৫০. তিরমিযী ১১২৯, আবূ দাঊদ ২২৪৩, বায়হাকী ৭/১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসহাক বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সানাদ বা মাতান কোনটিরই কেউ অনুসরণ করেনি। আবূ বাকর আল-বুরকানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানাযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৬৭, ২/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ খিরাশ আর-রুআয়নী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৩৪০, ৩৩/২৭৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি হাসান কিন্তু ইসহাক বিন আবদুল্লাহ ও আবূ খিরাশ আর-রুআয়নী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৮৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১৬টি অধিক দুর্বল, ১৮টি দুর্বল, ৩৭টি হাসান, ১৩টি স্নহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: তিরমিযী ১১২৯, ১১৩০, আবূ দাউদ ২২৪৩, আহমাদ ১৭৫৭৯, ১৭৫৮০, দারাকুতনী ৩৬৫৩, ৩৬৫৪, ৩৬৫৬, ৩৬৫৭, ৩৬৫৮, মুস্নান্নাফ আবদুর রাযযাক ১২৬২৭ ইত্যাদি।

১৯৫১. তিরমিযী ১১২৯, ১১৩০, আবূ দাঊদ ২২৪৩। ইরওয়া' ৬/৩৩৪-৩৩৫, স্নহীহ আবূ দাঊদ ১৯৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

١/١٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِيْ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا».

১/১৯৫২। আহমাদ বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী হুশায়ম ইবনু আবূ লায়লা (তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) হুমায়দাহ বিনতুশ শামারদাল (মাকবূল) কায়স ইবনুল হারিস্র (রাঃ) তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তিনি বলেনঃ তাদের মধ্যে তোমার পছন্দমত চারজনকে রেখে দাও।[১৯৫২]

٢/١٩٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا».

২/১৯৫৩। ইয়াহইয়া বিন হাকীম মুহাম্মাদ বিন জা'ফার মা'মার যুহরী সালিম ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, গায়লান বিন সালামাহ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিলো। নাবী (সাঃ) তাকে বলেনঃ তুমি তাদের মধ্যে চারজনকে রাখো।[১৯৫৩]

٩/٤١. بَاب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

৯/৪১. অধ্যায় : বিবাহের শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

١/١٩٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ».

১/১৯৫৪। উমার বিন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আবূ উসামাহ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার কাদারিয়া হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব মারসাদ বিন আবদুল্লাহ উকবা বিন আমির (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে শর্ত পূরণ করা অধিক সংগত তা হলো, যার বিনিময়ে তোমরা (নারীর) লজ্জাস্থান হালাল করেছো।[১৯৫৪]

১৯৫২. আবূ দাউদ ২২৪১। ইরওয়া' ১৮৮৫, সহীহ আবী, দাউদ ১৯৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

১৯৫৩. তিরমিযী ১১২৮, আহমাদ ৪৫৯৫, ৪৬১৭, ৫০০৭, ৫৫৩৩, মুয়াত্তা মালিক ১৪৪৩। ইরওয়া' ১৮৮৩, মিশকাত ৩১৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৫৪. সহীহুল বুখারী ২৭২১, ৫১৫১, মুসলিম ১৪১৮, তিরমিযী ১১২৭, নাসায়ী ৩২৮১, ৩২৮২, আবূ দাউদ ২১৩৯, আহমাদ ১৬৫৫১, ১৬৯১১, দারিমী ২২০৩। ইরওয়া' ১৮৯২, সহীহ আবী দাউদ ১৮৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি

٢/١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ».

২/১৯৫৫। আবূ কুরায়ব, আবূ খালিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), ইবনু জুরায়জ, আমর বিন শুআয়ব, তার পিতা (শুআয়ব), দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের পূর্বে যে উপঢৌকন, হাদিয়া (উপহার) ইত্যাদি দেয়া হয় তা নারীর প্রাপ্য এবং বিবাহের পর দেয় বস্তুসমূহ সেই পাবে, যাকে তা দান করা হয় বা যার জন্য তা আনা হয়। কোন ব্যক্তির সর্বাধিক অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হলো তার বোন অথবা তার কন্যা।[১৯৫৫]

٤٢/٩. بَاب الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

৯/৪২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজের দাসীকে আযাদ করার পর বিবাহ করে।

١/١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ».

قَالَ صَالِحٌ قَالَ الشَّعْبِيُّ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

১/১৯৫৬। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ, আবদাহ বিন সুলায়মান, সালিহ বিন সালিহ বিন হায়, আশ-শা'বী, আবূ বুরদাহ, আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার একটি দাসী আছে, সে তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিখায় এবং শিক্ষা-দীক্ষা দান করে, অতঃপর আযাদ করে বিবাহ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর আহলে কিতাবের কোন ব্যক্তি তার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনার পর মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনলে, তার জন্যও রয়েছে দু'টি পুরস্কার। তদ্রূপ কোন ক্রীতদাস তার উপর ধার্য আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক আদায় করলে, তার জন্যও রয়েছে দু'টি পুরস্কার। অধস্তন রাবী সালেহ (রহ.) বলেন, শাবী (রহ.) বলেছেন, আমি কোন বিনিময় ছাড়াই তোমাকে এ হাদীসটি জানিয়ে দিলাম। অথচ এর চেয়ে ক্ষুদ্র একটি হাদীসের জন্য অনেকেই মাদীনাহ পর্যন্ত সফর করতো।[১৯৫৬]

সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তার শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। সুফইয়ান আস সাওরী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭০৯, ১৬/৪১৬ নং পৃষ্ঠা)

১৯৫৫. নাসায়ী ৩৩৫৩, আবূ দাউদ ২১২৯, আহমাদ ৬৬৭০, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩৬। দঈফাহ ১০০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইবনুল হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্বিকাহ রাবীর সদৃস্য। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

১৯৫৬. সহীহুল বুখারী ৯৭, ২৫৪৪, ২৫৪৭, ২৫৫১, ৩০১১, ৩৪৪৬, ৫০৮৩, মুসলিম ১৫৪, তিরমিযী ১১১৬, নাসায়ী ৩৩৪৪, ৩৩৪৫, আবূ দাউদ ২০৫৩, আহমাদ ১৯০৩৮, ১৯১০৫, ১৯১৩৭, ১৯২১৩, দারিমী ২২৪৪। রাওদুন নাদীর ১০৩৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৯২, ইরওয়া' ১৮২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٩٥٧/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ حَمَّادٌ فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا».

২/১৯৫৭। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ সাবিত ও আবদুল আযীয আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রথমে দিহ্‌য়া আল-কালবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাগে পড়েছিলেন। পরে তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অধীনে আসেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিবাহ করেন এবং তাকে দাসত্বমুক্ত করাকে তার মাহর গণ্য করেন। অধস্তন রাবী হাম্মাদ বলেন, আবদুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) ছাবিত (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! আপনি কী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে কী মাহর দিয়েছিলেন? আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার দাসত্ব মুক্তিই ছিল তার মাহর।[১৯৫৭]

١٩٥٨/٣ - حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا».

৩/১৯৫৮। হুবায়শ বিন মুবাশ্‌শির য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ হাম্মাদ বিন যায়দ আয়্যুব ইকরিমাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে আযাদ করেন এবং তাঁর দাসত্বমুক্তিকে তার মাহর নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করেন।[১৯৫৮]

٩/٤٣. بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

৯/৪৩. অধ্যায় মনিবের অনুমতি ব্যতীত গোলামের বিবাহ করা।

١٩٥٩/١ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا».

১/১৯৫৯। আযহার বিন মারওয়ান আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ কাসিম বিন আবদুল ওয়াহিদ (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী।[১৯৫৯]

١٩٦٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ».

১৯৫৭. সহীহুল বুখারী ৩৭১, ৯৪৭, ২২২৮, ২২৩৫, ২৮৯৩, ৪২০০, ৪২০১, ৪২১১, ৪২১২, ৪২১৩, ৫০৮৫, ৫০৮৬, ৫১৫৯, ৫১৬৯, ৬৩৬৩,৫৩৮৭ মুসলিম ১৩৬৫, তিরমিযী ১১১৫, নাসায়ী ৩৩৪২, ৩৩৪৩, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৩৩৮২, আবূ দাউদ ২০৫৪, ২৯৯৫, ২৯৯৬, ২৯৯৮, আহমাদ ১১৫৪১, ১১৫৮১, ১২২০৫, ১২২৭৬, ১২৩৩২, ১২৪৫৫, ১২৬৮৬, ১৩০৭৪, ১৩১৩৩, ১৩১৬৩, ১৩৫৭০, ১৩৬৮৯, দারিমী ২০৪২, ২২৪৩। ইরওয়া' ১৮২৫, সহীহ, আবী দাউদ ১৭৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৫৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৫৯. মাজাহ ১৯৬০, দারিমী ২২৩৩, ২২৩৪, বায়হাকী ৭/২৯৭। ইরওয়া' ১৯৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২/১৯৬০। ∝মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও সালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (মাকবূল) ☓আবূ গাস্সান ড়মালিক বিন ইসমাঈল☓মিনদাল (বিন আলী) (দঈফ বা দুর্বল)☓ইবনু জুরায়জ☓মূসা বিন উকবাহ☓নাফি'☓ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে গোলামই তার মনিবদের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, যে যেনাকারী।[১৯৬০]

٤٤/٩. بَاب النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

৯/৪৪. অধ্যায় : মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ।

١٩٦١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ».

১/১৯৬১। ∝মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া☓বিশর বিন উমার☓মালিক বিন আনাস☓ইবনু শিহাব☓মুহাম্মাদ বিন আলী এর দুই ছেলে আবদুল্লাহ ও হাসান বিন আলী☓তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী)☓আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার এলাকা বিজয়ের দিন মহিলাদের সাথে মুতআ (বিবাহ) করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।[১৯৬১]

١٩٦٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوْا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَتَيْنَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحْنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُوْلُ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيْلَهَا وَلَا تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا».

১৯৬০. মাজাহ ১৯৫৯, দারিমী ২২৩৩, ২২৩৪। ইরওয়া' ৬/৩৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী মানদাল বিন আলী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুবল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তকে দর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৭৬, ২৮/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি হাসান কিন্তু মানদাল বিন আলী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬২টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১০টি অধিক দুর্বল, ২১টি দুর্বল, ১৯টি হাসান, ১২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ১১১১, ১১১২, আবূ দাউদ ২০৭৮, ২০৭৯, দারিমী ২২৩৩, ২২৩৪, আহমাদ ১৩৮০০, ১৪৬১৩, ১৪৬৭৩, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১২৯৭৯, মু'জামুল আওসাত ৪৭৯৭ ইত্যাদি।

১৯৬১. সহীহুল বুখারী ৪২১৬, ৫৫২৩, মুসলিম ১৪০৭, তিরমিযী ১১২১, ১৭৯৪, নাসায়ী ৩৩৬৫, ৩৩৬৬, ৩৩৬৭, ৪৩৩৪, ৪৩৩৫, আহমাদ ৫৯৩, ৮১৪, ১২০৭, মুয়াত্তা মালিক ১১৫১, দারিমী ১৯৯০, ২১৯৭। রাওদুন নাদীর ৭০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/১৯৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান আবদুল আযীয বিন উমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) রাবীআহ বিন সাবরাহ তার পিতা (সাবরাহ বিন মা'বাদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বিদায় হাজ্জে রওয়ানা হলাম। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! স্ত্রীহীন অবস্থায় থাকা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেনঃ তাহলে তোমরা এসব মহিলার সাথে মুতআ করো (সাময়িকভাবে উপকৃত হও)। অতএব আমরা তাদের সান্নিধ্যে পৌঁছলাম, কিন্তু তারা আমাদের এবং তাদের মাঝে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতীত আমাদের সঙ্গে বিবাহ বসতে অস্বীকার করলো। সহাবীগণ বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ তাহলে তোমাদের ও তাদের মাঝে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নাও। অতএব আমি ও আমার এক চাচাত ভাই (এই উদ্দেশে) বের হলাম। তার সাথে ছিল একটি চাদর এবং আমার সাথেও ছিল একটি চাদর। তার চাদরটি ছিল আমার চাদর থেকে বেশি সুন্দর। আর আমি ছিলাম তার চাইতে অধিক যুবক। আমরা দু'জন এক নারীর নিকট আসলাম। সে বললো, চাদর দু'টি তো একই মানের। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করলাম এবং তার কাছেই ঐ রাত কাটালাম। ভোরে আমি ফিরে এলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা ঘরের দরজা ও রুকনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলছিলেনঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদের মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন তোমরা শুনে নাও যে, আল্লাহ্ কিয়ামাত পর্যন্ত এই প্রকার বিবাহ হারাম করেছেন। অতএব তোমাদের কারো কাছে এ ধরনের কোন নারী থাকলে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয় এবং তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।[১৯৬২]

١٩٦٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِيْ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا».

৩/১৯৬৩। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী (মুহাম্মাদ বিন য়ূসুফ বিন ওয়াকিদ বিন উসমান) আল-ফিরয়াবী আবান বিন আবূ হাযিম (তিনি সত্যবাদী তবে তার হিফযশক্তি দুর্বল) আবূ বাক্‌র বিন হাফস ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (ইবনু উমার) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে মাত্র তিন দিন মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তা হারাম ঘোষণা করেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি কোন বিবাহিত পুরুষের ব্যাপারে জানতে পারি যে, সে মুতআ বিবাহ

১৯৬২. মুসলিম ১৪০৬, নাসায়ী ৩৩৬৮, আবূ দাঊদ ২০৭২, ২০৭৩, আহমাদ ১৪৯১৩, ১৪৯২১, দারিমী ২১৯৫, ২১৯৬। ইরওয়া' ১৯০১, ১৯০২, সহীহাহ ৩৮১, সহীহ আবী দাঊদ ১৮০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** (حجة الوداع) শব্দ ছাড়া সহীহ, তবে সঠিক হলো: (يوم الفيح)।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন উমার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাফস্র উমার বিন শাহীন ও আবূ দাঊদ আস সাজসিতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবদুল আ'লা বিন মুসহির বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৬৪, ১৮/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

করে তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবো। তবে সে যদি আমার সামনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, যারা সাক্ষ্য দিবে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুতআ বিবাহ হারাম ঘোষণার পর আবার তা হালাল করেছেন।[১৯৬৩]

٩/٤٥. بَاب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

৯/৪৫. অধ্যায় : ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তির বিবাহ করা।

١٩٦٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ» قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِيْ وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১/১৯৬৪। ∞{আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ}{ইয়াহইয়া বিন আদাম}{জারীর বিন হাযিম}{আবূ ফাযারাহ}{ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম}{মায়মূনাহ বিনতুল হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}∞ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হালাল (ইহরামমুক্ত) অবস্থায় বিবাহ করেন। রাবী ইয়াযীদ বিন আসাম্ম বলেন, মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন আমার ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খালা।[১৯৬৪]

١٩٦٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ».

২/১৯৬৫। ∞{আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী}{সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ}{আমর বিন দীনার}{জাবির বিন যায়দ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∞ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেন।[১৯৬৫]

١٩٦٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبِيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ».

৩/১৯৬৬। ∞{মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ}{আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী}{মালিক বিন আনাস}{নাফি'}{নাবীহ বিন ওয়াহব}{আবান বিন উসমান বিন আফফান}{তার পিতা (উসমান বিন আফফান)

১৯৬৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তা'লীক ইবনু মাজাহ। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী আবান বিন আবূ হাযিম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীসের ব্যাপারে সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪০, ২/১৪ নং পৃষ্ঠা)

১৯৬৪. মুসলিম ১৪১১, তিরমিযী ৮৪৫, আবূ দাউদ ১৮৪৩, আহমাদ ২৬২৮৮, ২৬৩০১, দারিমী ১৮২৪, হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৫৯। রাওদুন নাদীর ৪৬৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৬১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৬৫. সহীহুল বুখারী ১৮৩৭, ৪২৫৯, ৫১১৪, মুসলিম ১৪১০, তিরমিযী ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, নাসায়ী ২৮৩৭, ২৮৩৮, ২৮৩৯, ২৮৪০, ২৮৪১, ৩২৭১, ৩২৭২, ৩২৭৩, ৩২৭৪, আবূ দাউদ ১৮৪৪, আহমাদ ২৩৮৯, ২৪৩৩, ২৪৮৮, ২৫৫৬, ২৫৭৬, ২৫৮৪, ২৯৭২, ৩০৪৪, ৩০৬৫, ৩০৯৯, ৩২২৩, ৩২৭২, ৩৩০৯, ৩৩৯০, ৩৪০২, দারিমী ১৮২২। ইরওয়া' ৪/২২৭-২২৮, সহীহ আবী দাউদ ১৬১৭-১৬১৮, রাওদুন নাদীর ৪৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** শায।

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।[১৯৬৬]

٤٦/٩. بَاب الْأَكْفَاءِ

৯/৪৬. অধ্যায় : বিবাহের বর ও কনের সমতা (কুফু)।

١٩٦٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُوْرَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ».

৯/১৯৬৭। মুহাম্মাদ বিন সাবূর আর-রক্কী আবদুল হামীদ বিন সুলায়মান আল-আনসারী (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন আজলান ইবনু ওয়াস্রীমাহ আনসারী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, যার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে।[১৯৬৭]

١٩٦٨/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِمْ».

২/১৯৬৮। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ হারিস্র বিন ইমরান আল-জা'ফারী (দঈফ বা দুর্বল ইবনু হিব্বান তার হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো।[১৯৬৮]

১৯৬৬. মুসলিম ১৪০৯, তিরমিযী ৮৪০, নাসায়ী ২৮৪২, ২৮৪৩, ২৮৪৪, ৩২৭৫, ৩২৭৬, আবূ দাউদ ১৮৪১, আহমাদ ৪০৩, ৪৬৪, ৪৬৮, ৪৯৪, ৪৯৮, ৫৩৫, মুয়াত্তা মালিক ৭৮০, দারিমী ১৮২৩, ২১৯৮। ইরওয়া' ১০৩৭, সহীহ আবী দাউদ ১৬১৪-১৬১৫, রাওদুন নাদীর ৪৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৬৭. তিরমিযী ১০৮৪। ইরওয়া' ১৮৬৮, সহীহাহ ১০২২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন সুলায়মান আল-আনসারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও সানাদের পরিবর্তন করে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭১৭, ১৬/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি হাসান কিন্তু আবদুল হামীদ বিন সুলায়মান আল-আনসারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৩২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১১টি দুর্বল, ৮টি হাসান, ১৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ১০৮৪, ১০৮৫, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১০৩২৫, মু'জামুল আওসাত ৪৪৬, ৭০৭৪ ইত্যাদি।

১৯৬৮. সহীহাহ ১০৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হারিস্র বিন ইমরান আল-জা'ফারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার রেওয়ায়াতে তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন,

٤٧/٩. بَاب الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

৯/৪৭. অধ্যায় : স্ত্রীদের সাথে সম-আচরণ এবং পালা বণ্টন।

١٩٦٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ».

১/১৯৬৯। ∜[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ওয়াকী'][হাম্মাম][কাতাদাহ][নাদীর বিন আনাস][বাশীর বিন নাহীক][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∜ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামাতের দিন তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে।[১৯৬৯]

١٩٧٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ».

১/১৯৭০। ∜[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)][মা'মার][যুহরী][উরওয়াহ (ইবনুয যুবায়র)][আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∜ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে রওয়ানা হলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (কে তাঁর সাথে যাবেন তা নির্ধারণের জন্য) লটারির ব্যবস্থা করতেন।[১৯৭০]

١٩٧١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ».

তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০৩৫, ৫/২৬৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি হাসান কিন্তু হারিস্র বিন ইমরান আল-জা'ফারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৬টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি দুর্বল, ৫টি হাসান হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ দারাকুতনী ৩৭৪৬, আল-ফাওয়ায়িদ ১৫২৭, কিতাবুল ইয়াল ১৩০, ১৩১ ইত্যাদি।

১৯৬৯. তিরমিযী ১১৪১, নাসায়ী ৩৯৪২, আবূ দাঊদ ২১৩৩, আহমাদ ৮৩৬৩, ৯৭৪০, দারিমী ২২০৬। ইরওয়া' ২০১৭, মিশকাত ৩২৩৬, গয়াতুল মারাম ২২৯, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৭৯, সহীহাহ ২০৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৭০. সহীহুল বুখারী ২৫৯৪, ৪১৪১, ৫২১১, মুসলিম ২৪৪৫, ২৭৭০, আবূ দাঊদ ২১৩৮, আহমাদ ২৪৩১৩, ২৪৩৩৮, ২৫০৯৫, ২৫৭৮২, দারিমী ২২০৮, ২৪২৩। সহীহ আবী দাঊদ ১৮৫৫, গায়াতুল মারাম ১৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান সম্পর্কে আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র খুব দ্রুত মখস্থ করতে পারেন আবার খুব দ্রুত ভুলে যান। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্রে ভুল করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি হুজ্জাহ নয়, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও তার হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুলের কারণে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী ও আবিদ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৫৩, ৩২/৫৫ নং পৃষ্ঠা)

২/১৯৭১। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া⟩⟨ইয়াযীদ বিন হারূন⟩⟨হাম্মাদ বিন সালামাহ⟩⟨আয়্যূব⟩⟨আবূ কিলাবাহ⟩⟨আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ⟩⟨আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফের সাথে (সব কিছু) সমানভাবে বণ্টন করতেন, অতঃপর বলতেনঃ হে আল্লাহ্! এ হলো আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার কাজ। যে বিষয়ে তোমার ক্ষমতা আছে, আমার সামর্থ্য নাই, সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না।[১৯৭১]

٤٨/٩. بَاب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

৯/৪৮. অধ্যায় : যে মহিলা তার পালার দিনটি তার সতীনকে দান করে।

١٩٧٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِ سَوْدَةَ».

১/১৯৭২। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨উকবাহ বিন খালিদ⟩⟨হিশাম বিন উরওয়াহ⟩⟨তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)⟩⟨আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ ⟨মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ⟩⟨আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাব ছাড়া হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন)⟩⟨হিশাম বিন উরওয়াহ⟩⟨তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ার)⟩⟨আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ তিনি বলেন, সাওদা বিনতু যামআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়লে তিনি তার নির্ধারিত পালার দিনটি আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে হেবা করেন। অতএব রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর দিনটি আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ভাগে ফেলতেন।[১৯৭২]

١٩٧٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ يَا عَائِشَةُ هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي وَلَكِ يَوْمِي قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ «إِلَيْكِ عَنِّي إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ» فَقَالَتْ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْأَمْرِ فَرَضِيَ عَنْهَا».

২/১৯৭৩। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া⟩⟨আফ্‌ফান⟩⟨হাম্মাদ বিন সালামাহ⟩⟨স্রাবিত⟩⟨সুমায়্যাহ (মাকবূলাহ)⟩⟨আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ কোন কারণে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যা

১৯৭১. তিরমিযী ১১৪০, নাসায়ী ৩৯৪৩, আবূ দাঊদ ২১৩৪, আহমাদ ২৪৫৮৭, দারিমী ২২০৭। ইরওয়া' ২০১৮, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৭৯, দঈফ আবী দাঊদ ৩৭০, কিন্তু প্রথম দিক হাসান, ইরওয়া' ৭/৮৩, ৮৪, ৮৫, সহীহ আবী দাঊদ ১৮৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তবে প্রথম অংশটি হাসান।

১৯৭২. সহীহুল বুখারী ৫২১২, মুসলিম ১৪৬৩, আবূ দাঊদ ২১৩৮, আহমাদ ২৩৮৭৪, ২৩৯৫৬, ২৪৩৩৮। ইরওয়া' ২০২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

বিনতু হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উপর অসন্তুষ্ট হলে তিনি (সাফিয়্যা) বলেন, হে আয়িশাহ! তুমি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিবে? আমি আমার পালার দিনটি তোমাকে দিবো। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হাঁ। এরপর তিনি যাফরান রংয়ে রঞ্জিত তার একটি ওড়না নিলেন এবং তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন, যাতে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে বসলে তিনি বলেনঃ হে আয়িশাহ! তুমি আমার নিকট থেকে সরে যাও। এটা তোমার পালার দিন নয়। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এটি হচ্ছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তিনি তাঁকে ব্যাপারটি খুলে বলেন। তাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।[১৯৭৩]

١٩٧٤/٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمَ لَهَا.

৩/১৯৭৪। হাফস্ বিন আমর, আমর বিন আলী, হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, "আপোস-নিষ্পত্তিই উত্তম" (৪ঃ ১২৮) আয়াত এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়, যার বিবাহাধীনে এক মহিলা দীর্ঘদিন যাবত ছিল এবং সে তার স্বামীর ঔরসে কয়েকটি সন্তানও প্রসব করেছিল। স্বামী তাকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে মহিলাটি এ শর্তে স্বামীকে সম্মত করলো যে, সে তার বিবাহ বন্ধনে থাকবে এবং তাকে কোন পালার দিন দিবে না।[১৯৭৪]

٤٩/٩. بَاب الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

৯/৪৯. অধ্যায় : বিবাহ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা।

١٩٧٥/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي رُهْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ».

১/১৯৭৫। হিশাম বিন আম্মার, মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন), মুআবিয়াহ বিন ইয়াযীদ (মাকবূল), ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব, আবুল খায়র, আবূ রুহ্ম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দু'জনের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের সুপারিশই হলো সর্বোত্তম সুপারিশ।[১৯৭৫]

১৯৭৩. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৭/৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৯৭৪. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবী দাউদ ১৮৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১৯৭৫. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/৩০৫। দঈফাহ ৩২০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৬৯, ২৮/২২৪ নং পৃষ্ঠা)

٢/١٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى فَتَقَذَّرْتُهُ فَجَعَلَ يَمُصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنَفِّقَهُ».

২/১৯৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শারীক আব্বাস বিন যুরায়হ (আবদুল্লাহ) আল-বাহী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পা পিছলে ঘরের দরজার চৌকাঠে পড়ে গেলে তার মুখমণ্ডল আহত হয়। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আমাকে) বলেনঃ তার চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার করে দাও। আমি তা অপছন্দ করলে তিনি নিজেই তার মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে পরিষ্কার করে দিলেন, অতঃপর বলেনঃ উসামাহ মেয়ে হলে আমি অবশ্যই তাকে অলঙ্কার ও পোশাকে এতটা সজ্জিত করতাম যেমন বিবাহে পর্যাপ্ত খরচ করা হয়।[১৯৭৬]

٩/٥٠. بَاب حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

৯/৫০. অধ্যায় : স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

١/١٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي».

১/১৯৭৭। আবূ বিশর বিন খালাফ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ আস্বিম জা'ফার বিন ইয়াহইয়া বিন স্বাওবান (মাকবূল) তার চাচা উমারাহ বিন স্বাওবান (অপরিচিত) আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।[১৯৭৭]

٢/١٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».

১৯৭৬. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১০১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল্লাহ আল-বাহী সম্পর্কে ইবনু হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৭৭, ১৬/৩৪১ নং পৃষ্ঠা)

১৯৭৭. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৮৫, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের উমারাহ বিন স্বাওবান রাবী আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবদুল হাক বিন আবদুর রহমান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪১৭৭, ২১/২৩১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি সহীহ কিন্তু উমারাহ বিন স্বাওবান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্বটির ৬৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ৩৮৯৫, দারিমী ২২৬০, মু'জামুল আওসাত ৪৪২০, ৬১৪৫, আল-ফাওয়াইদ ৩০৬।

২/১৯৭৮। আবূ কুরায়ব আবূ খালিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আ'মাশ শাকীক মাসরূক আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।[১৯৭৮]

١٩٧٩/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «سَابَقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَسَبَقْتُهُ».

৩/১৯৭৯। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে আমি তাঁকে অতিক্রম করে যাই।[১৯৭৯]

١٩٨٠/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ جِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهَا قَالَتْ فَتَنَكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي قَالَتْ فَالْتَفَتَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ فَأَدْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي فَقَالَ «كَيْفَ رَأَيْتِ قَالَتْ قُلْتُ أَرْسِلْ يَهُودِيَّةٌ وَسْطَ يَهُودِيَّاتٍ».

৪/১৯৮০। আবূ বাদর আব্বাদ ইবনুল ওয়ালীদ হাব্বান বিন হিলাল মুবারাক বিন ফাদালাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন) আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) উম্মু মুহাম্মাদ (মাজহুলাহ বা অপরিচিতা) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-কে বিবাহ করে মাদীনাহ্য় নিয়ে এলে আনসারী মহিলাগণ এসে তার ব্যাপারে (আমাকে) অবহিত করে। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বেশভূষা পরিবর্তন করে এবং মুখমণ্ডল আবৃত করে তাকে দেখতে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেলেন। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দিকে লক্ষ্য করলে আমি দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেলে কোলে তুলে নেন এবং বলেনঃ কেমন দেখলে? আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, ইয়াহূদী নারীদের মধ্যকার এক ইয়াহূদিনী।[১৯৮০]

১৯৭৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৮৫, আদাবুয যিফাফ ১৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইবনুল হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্রিকাহ রাবীর সদৃস্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

১৯৭৯. আবূ দাউদ ২৫৭৮, আহমাদ ২৩৫৯৮, ২৪৪৬০, ২৫৭২০, ২৫৭৪৫. ২৫৮৬৬। ইরওয়া' ১৫০২, সহীহাহ ১৩১, আদাবুয যিফাফ ১৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ্।

১৯৮০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তা'লীক ইবনু মাজাহ্। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুবারাক বিন ফাদালাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন,

١٩٨١/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَسْبُكَ إِذَا قَلَبَتْ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرٍ ذُرَيْعَتَيْهَا ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «دُوْنَكِ فَانْتَصِرِيْ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيْقُهَا فِيْ فِيْهَا مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ».

৫/১৯৮১। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮মুহাম্মাদ বিন বিশর❯❮যাকারিয়্যা❯❮খালিদ বিন সালামাহ (তিনি সত্যবাদী)❯❮(আবদুল্লাহ) আল-বাহী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)❯❮উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ তিনি বলেন, আমার অজ্ঞাতে হঠাৎ যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অনুমতি ছাড়াই রাগান্বিত অবস্থায় আমার ঘরে আসলেন, অতঃপর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই ছোট্ট মেয়েটি যখন আপনার সামনে তার দু'হাত নাড়াচাড়া করে, তখন তাই কি আপনার জন্য যথেষ্ট? অতঃপর যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমার দিকে ফিরলে আমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। অবশেষে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ লও এবং তাঁর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। অতএব আমি তার মুখোমুখী হয়ে তাকে জব্দ করলাম, এমনকি আমি দেখলাম যে, তার মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনি আমার কোন কথার প্রতিউত্তর করতে পারলেন না। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখলাম, তাঁর চেহারা ঝলমল করছে।[১৯৮১]

١٩٨٢/٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ الْقَاضِيْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَأَنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبَاتِيْ يُلَاعِبْنَنِيْ».

৬/১৯৮২। ❮হাফস্ বিন আমর❯❮উমার বিন হাবীব আল-কাদী (দঈফ বা দুর্বল)❯❮হিশাম বিন উরওয়াহ❯❮তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। তিনি আমার বান্ধবীদেরকে আমার সাথে খেলা করার জন্য আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।[১৯৮২]

তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৭৬৬, ২৭/১৮০ নং পৃষ্ঠা) ২. উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্বিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. উম্মু মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, তার হাদীস্র হাসান। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুলাহ বা অপরিচিত।

১৯৮১. আহমাদ ২৪০৯৯। সহীহাহ ১৮৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ আল-বাহী সম্পর্কে ইবনু হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৭৭, ১৬/৩৪১ নং পৃষ্ঠা)

১৯৮২. সহীহুল বুখারী ৬১৩০, মুসলিম ২৪৪০, আবূ দাউদ ৪৯৬১, আহমাদ ২৩৭৭৭, ২৪৮০৬, ২৫৪৩০, ২৫৪৩৭। আল-আদাব ১০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উমার বিন হাবীব আল-কাদী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে আমরা একটি হরফও লিখিনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম

٩/٥١. بَاب ضَرْبِ النِّسَاءِ

৯/৫১. অধ্যায় : স্ত্রীদের প্রহার করা নিকৃষ্ট কাজ।

١٩٨٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ «إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ».

১/১৯৮৩। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)] [আবদুল্লাহ বিন যামআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিলেন, অতঃপর মহিলাদের উল্লেখ করে তাদের ব্যাপারে লোকজনকে উপদেশ দিলেন। তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ কেন তার স্ত্রীকে দাসীর মত বেত্রাঘাত করে? অথচ দিনের শেষেই সে আবার তার শয্যাসঙ্গী হয়![১৯৮৩]

١٩٨٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا».

২/১৯৮৪। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ওয়াকী'] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও তাঁর কোন খাদেমকে অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি।[১৯৮৪]

١٨٨٥/٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ فَضُرِبْنَ فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ طَائِفُ نِسَاءٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُوْنَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلَا تَجِدُوْنَ أُوْلَئِكَ خِيَارَكُمْ».

৩/১৯৮৫। [মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [যুহরী] [আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার] [ইয়াস বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ যুবাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২১১, ২১/২৯০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু উমার বিন হাবীব আল-কাদী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১২টি অধিক দুর্বল, ২৩টি দুর্বল, ১১টি হাসান, ১৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ৬১৩০, মুসলিম ২৪৪৩, আবূ দাউদ ৪৯৩১, আহমাদ ২৩৭৭৬, ২৪৮০৫, ২৫৪২৯, ২৫৪৩৬, শারহুস সুন্নাহ ২২৫৭, ২৩৩৬, ২৩৩৭, আল-ইয়াল ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৯ ইত্যাদি।

১৯৮৩. সহীহুল বুখারী ৪৯৪২, ৫২০৪, মুসলিম ২৮৫৫, তিরমিযী ৩৩৪৩, আহমাদ ১৫৭৮৮, দারিমী ২২২০। ইরওয়া' ২০৩১, গায়াতুল মারাম ২৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৮৪. সহীহুল বুখারী ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ২৩২৮, আবূ দাউদ ৪৭৮৫, ৪৭৮৬, আহমাদ ২৩৫১৪, ২৪৩০৯, ২৪৪৬৪, ২৫৪২৫, ২৭৬৫৮, মুয়াত্তা মালিক ১৬৭১, দারিমী ২২১৮। গয়াতুল মারাম ২৫২, মুখতাসার শামাইল ২৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদের প্রহার করো না। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! নারীরা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যাচরণ করছে। তিনি তাদেরকে মারার অনুমতি দিলেন এবং তারা প্রহৃত হলো। পরে অনেক নারী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাড়িতে সমবেত হলো। সকাল বেলা তিনি বলেনঃ "আজ রাতে মুহাম্মাদের পরিবারে সত্তরজন মহিলা এসে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তোমরা মারপিটকারীদেরকে তোমাদের মধ্যে উত্তম হিসাবে পাবে না।[১৯৮৫]

١٩٨٦/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

৪/১৯৮৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও হাসান বিন মুদরিক আত-তহহান ইয়াহইয়া বিন হাম্মাদ আবূ আওয়ানাহ দাউদ বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী আবদুর রহমান আল-মুসলী (মাকবূল) আশআস্র বিন কায়স উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আশআস্র) বলেন, আমি এক রাতে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বাড়িতে মেহমান হলাম। মধ্যরাতে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার স্ত্রীকে প্রহার করতে উঠলেন। আমি তাদের দু'জনের মাঝে প্রতিবন্ধক হলাম। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শয্যা গ্রহণ করে আমাকে বলেন, হে আশআস্র! তুমি আমার থেকে একটি বিষয় মনে রাখবে যা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছি। স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করলে এ ব্যাপারে জওয়াবদিহি করতে হবে না, বিত্‌র সলাত না পড়ে ঘুমাবে না। রাবী বলেন, আমি তৃতীয় কথাটি ভুলে গেছি।

মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ আবদুর রহমান বিন মাহদী আবূ আওয়ানাহ (তিনি সত্যবাদী তবে গারীব) দাউদ বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী আবদুর রহমান আল-মুসলী (মাকবূল) আশআস্র বিন কায়স উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)[১৯৮৬]

٥٢/٩. بَاب الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

৯/৫২. অধ্যায় : পরচুলা সংযোগকারিণী ও উল্কি অংকনকারিণী।

١٩٨٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ».

১৯৮৫. আবূ দাউদ ২১৪৬, দারিমী ২২১৯। গায়াতুল মারাম ২৫১, সহীহ আবী দাউদ ১৮৬৩, মিশকাত ৩২৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান, সহীহ।

১৯৮৬. আবূ দাউদ ২১৪৭। ইরওয়া' ২০৩৪, দঈফাহ ৪৭৭৬, দঈফ আল-জামি' ৬২১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান আল-মুসলি সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪০৩, ১৮/৩০ নং পৃষ্ঠা)

১/১৯৮৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই নারীকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে এবং যে তা করায় এবং যে দেহে উল্কি অংকন করে এবং যে তা করায়।[১৯৮৭]

١٩٨٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِيْ عُرَيِّسٌ وَقَدْ أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا فَأَصِلُ لَهَا فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

২/১৯৮৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান হিশাম বিন উরওয়াহ ফাতিমাহ আসমা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আমার মেয়ের সদ্য বিবাহ হয়েছে, কিন্তু রোগের কারণে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আমি কি তার মাথায় কৃত্রিম চুল জোড়া দিবো? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে নারী পরচুলা সংযোজন করে এবং যে সংযোজন করায়, আল্লাহ্ তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেন।[১৯৮৮]

١٩٨٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَتْ إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ فَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا} قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَ قَالَ اذْهَبِيْ فَانْظُرِيْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلِيْنَ مَا جَامَعَتْنَا».

৩/১৯৮৯। আবূ উমার হাফস্ বিন আমর ও আবদুর রহমান বিন উমার আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান মানসূর ইবরাহীম আলকামাহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সব নারীকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা অন্যের দেহে আঁকে এবং যারা নিজেদের দেহে উল্‌কি অংকন করায়, যারা ভ্রূর চুল উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে। আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়া'কূব নাম্নী মহিলার কাছে এ হাদীস্ব পৌঁছলে, তিনি আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এসে বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি এমন এমন কথা বলেছেন। আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তাদেরকে কেন অভিসম্পাত করবো না যাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন এবং বিষয়টি আল্লাহ্‌র কিতাবে উক্ত আছে! মহিলা বলেন, আমি

১৯৮৭. সহীহুল বুখারী ৫৯৩৭, ৫৯৪০, ৫৯৪২, ৫৯৪৭, মুসলিম ২১২৪, তিরমিযী ২৭৫৯, ১৭৮৩, নাসায়ী ৫০৯৫, ৫২৫১, আবূ দাউদ ৪১৬৮, আহমাদ ৪৭১০। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১১৪, গায়াতুল মারাম ৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৮৮. সহীহুল বুখারী ৫৯৩৫, ৫৯৩৬, ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, নাসায়ী ৫০৯৪, ৫২৫০, আহমাদ ২৪২৮২, ২৬৩৭৮, ২৬৩৯১, ২৬৪৩৯। গায়াতুল মারাম ৯৮-৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু কোথাও তো তা পাইনি। আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তুমি খেয়াল করে তা পড়লে, অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়োনি (অনুবাদ)ঃ "রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো" (সূরা হাশরঃ ৭)? মহিলা বললেন, হাঁ। আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মহিলা বলেন, আমার মনে হয় আপনার পরিবার (স্ত্রী) এরূপ করে থাকে। তিনি বলেন, তাহলে তুমি গিয়ে লক্ষ্য করে দেখো। অতএব সে গিয়ে লক্ষ্য করলো, কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখতে পেলো না। শেষে সে বললো, আমি এমন কিছু দেখতে পাইনি। আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমার কথা ঠিক হলে সে আমাদের সাথে একত্রে থাকতে পারতো না।[১৯৮৯]

٩/٥٣. بَاب مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

৯/৫৩. অধ্যায় : যে সময় স্ত্রীদের সাথে বাসর যাপন করা উত্তম।

١٩٩٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ».

১/১৯৯০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ সুফইয়ান (বিন সাঈদ) ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ আবদুল্লাহ বিন উরওয়াহ উরওয়াহ (ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সুফইয়ান (বিন সাঈদ) ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ আবদুল্লাহ বিন উরওয়াহ উরওয়াহ (ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে বাসর যাপন করেন। আর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন স্ত্রী তাঁর কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল! আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নব বিবাহিতার সাথে তার স্বামীর শাওয়াল মাসেই বাসর যাপন পছন্দ করতেন।[১৯৯০]

١٩٩١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ».

২/১৯৯১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আসওয়াদ বিন আমির যুহায়র মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর তার পিতা (আবূ বাকর) আবদুল মালিক ইবনুল

১৯৮৯. সহীহুল বুখারী ৪৮৮৬, ৪৮৮৭, ৫৯৩১, ৫৯৩৯, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮, মুসলিম ২১২৫, তিরমিযী ২৭৮২, নাসায়ী ৩৪১৬, ৫০৯৯, ৫১০২, ৫১০৭, ৫১০৮, ৫১০৯, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৪, ৫২৫৫, আবূ দাঊদ ৪১৬৯, আহমাদ ৩৮৭১, ৩৯৩৫, ৪০৭৯, ৪১১৮, ৪২১৮, ৪২৭১, ৪৩৩১, ৪৩৮৯, ৪৪২০, ২৬৪৭। গায়তুল মারাম ৯৩, আদাবুয যিফাফ ১১৪, ১১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৯০. মুসলিম ১৪২৩, তিরমিযী ১০৯৩, নাসায়ী ৩২৩৬, আহমাদ ২৩৭৫১, ২৫১৮৮, দারিমী ২২১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

হারিস্র বিন হিশাম তার পিতা (হারিস্র বিন হিশাম) নাবী উম্মু সালামাহ-কে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসেই তাকে তাঁর সহবাসে একত্র করেন। আবূ বকর বিন আবদির রহমান বর্ণনায় মুরসাল।[১৯৯১]

٥٤/٩. بَاب الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

৯/৫৪. অধ্যায় : স্ত্রীকে কিছু দেয়ার পূর্বে তার সাথে নির্জনে মিলন।

١٩٩٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ ظَنَّهُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا».

১/১৯৯২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া হায়স্রাম বিন জামীল শারীক মানসূর (ইবনুল মু'তামির) তালহাহ খায়স্রামাহ আয়িশাহ রসূলুল্লাহ এক কনেকে স্বামীর কিছু (মাহ্‌র, উপহার ইত্যাদি) দেয়ার পূর্বেই তার সাথে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন।[১৯৯২]

٥٥/٩. بَاب مَا يَكُوْنُ فِيْهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

৯/৫৫. অধ্যায় : শুভ ও অশুভ আলামাত।

١٩٩٣/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا شُؤْمَ وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِيْ ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ».

১/১৯৯৩। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) সুলায়মান বিন সুলায়ম আল-কালবী ইয়াহইয়া

১৯৯১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৩৫০, তা'লীক ইবনু মাজাহ্। **তাহকীক আলবানীঃ** মুরসাল।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

১৯৯২. আবূ দাউদ ২১২৮। দঈফ আবী দাউদ ৩৬৬, রাওদুন নাদীর ৭৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের ১. রাবী হায়স্রাম বিন জামীল সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাফিয নয়, আমি আশা করি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেন না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৬৪১, ৩০/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. শারীক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি হাদীস্র তাদলীস করার দিক থেকে প্রশিদ্ধ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও সন্দেহ করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৩৬, ১২/৪৬২ নং পৃষ্ঠা)

বিন জাবির হাকীম বিন মুআবিয়াহ তার চাচা মিখ্‌মার বিন মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: অশুভ আলামাত বলতে কিছু নেই। অবশ্য তিনটি জিনিসে শুভ আলামাত আছেঃ স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও বাড়ি।[১৯৯৩]

١٩٩٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ».

২/১৯৯৪। আবদুস সালাম বিন আসিম (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন নাফি' মালিক বিন আনাস আবূ হাযিম সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ অশুভ আলামাত বলতে কিছু থাকলে তা ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘরেই থাকতো।[১৯৯৪]

١٩٩٥/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِيْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ جَدَّتَهُ زَيْنَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ وَتَزِيْدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ.

৩/১৯৯৫। ইয়াহইয়া বিন খালাফ আবূ সালমাহ বিশর ইবনুল মুফাদদাল আবদুর রহমান বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদরিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) যুহরী সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ্ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অশুভ আলামাত তিন জিনিসের মধ্যে থাকতে পারে, ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘর। যুহ্‌রী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ্ বিন যামআহ আমাকে বলেছেন যে, তার দাদী যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই তিনটির সাথে তরবারিও যোগ করতেন, উম্মু সালামাহ'র কথা ব্যতীত, তাদের শব্দ হলো- অশুভ আলামাত যে বস্তুর মধ্যে তাহল...অতঃপর তরবারী ব্যতীত তিনটি উল্লেখ করেন।।[১৯৯৫]

بَاب الْغَيْرَةِ٩/٥٦.

৯/৫৬. অধ্যায় : আত্মমর্যাদাবোধ।

১৯৯৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ১০/২৬৫। সহীহাহ ১৯৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

১৯৯৪. সহীহুল বুখারী ২৮৫৯, মুসলিম ২২২৬, আহমাদ ২২৩২৯, ২২৩৫৯, মুয়াত্তা মালিক ১৮১৬, বায়হাকী ৭/৪১২। সহীহাহ ৪/২৫০, ৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৯৫. সহীহুল বুখারী ২৮৫৮, ৫০৯৩, ৫০৯৪, ৫৭৫৩, ৫৭৭২, মুসলিম ২২২৫, তিরমিযী ২৮২৪, ৪০০১, নাসায়ী ৩৫৬৮, ৩৫৬৯, আবূ দাউদ ৩৯২২, আহমাদ ৬৩৬৯, মুয়াত্তা মালিক ১৮১৭। সহীহাহ ৭৯৯, ১৮৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** শায। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৫৫, ১৬/৫১৯ নং পৃষ্ঠা)

١٩٩٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَيْبَانَ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيْ سَهْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللهُ فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِيْ غَيْرِ رِيبَةٍ».

১/১৯৯৬। [মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল][ওয়াকী‘][শায়বান আবূ মুআবিয়াহ][ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর][আবূ সাহম][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ আত্মমর্যাদাবোধ পছন্দ করেন এবং অপছন্দও করেন। যা থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা থাকেন তা ত্যাগ করার আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং যাতে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা নেই তা ত্যাগের আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ্ অপছন্দ করেন।[১৯৯৬]

١٩٩٧/٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ يَعْنِيْ مِنْ ذَهَبٍ» قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ.

২/১৯৯৭। [হারূন বিন ইসহাক][আবদাহ বিন সুলায়মান][হিশাম বিন উরওয়াহ][তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)][আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, আমি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ক্ষেত্রে যে আত্মমর্যাদাবোধ উপলব্ধি করতাম, তদ্রূপ অপর কোন নারীর ক্ষেত্রে অনুভব করতাম না। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রায়ই তার কথা উল্লেখ করতে দেখেছি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর জন্য জান্নাতে স্বর্ণ নির্মিত একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনু মাজাহ (রহ.) তা বলেছেন (অর্থাৎ কাসাব-এর অর্থ সোনা বলেছেন)।[১৯৯৭]

١٩٩٨/٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ «إِنَّ بَنِيْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْنِيْ أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيْبُنِيْ مَا رَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا آذَاهَا».

৩/১৯৯৮। [ঈসা বিন মুহাম্মাদ আল-মিসরী][লায়স বিন সা‘দ][আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ][মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ বনূ হিশাম ইবনুল মুগীরাহ তাদের কন্যাকে আলী বিন আবূ তালিবের নিকট বিবাহ দিতে আমার নিকট অনুমতি চেয়েছে। আমি তাদেরকে অনুমতি দিবো না, আমি তাদেরকে অনুমতি দিবো না, আমি অনুমতি দিব না, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না। তবে আলী বিন আবূ তালিব আমার কন্যাকে তালাক দিলে তা করতে পারে। কেননা ফাতিমাহ অবশ্যি আমার দেহের একটি টুকরা। যা তার

১৯৯৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/৪০২। ইরওয়া’ ১৯৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৯৭. সহীহুল বুখারী ৩৮১৬, মুসলিম ২৪৩৪, ২৪৩৫, তিরমিযী ২০১৭, ৩৮৭৫, ৩৮৭৬, আহমাদ ২৩৭৮৯, ২৫১৩০, ২৫৮৪৭, বায়হাকী ৭/৪১২। সহীহাহ ১৫৫৪। সহীহ।

মনঃকষ্টের কারণ হয় তা আমারও মনঃকষ্টের কারণ হয় এবং যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।[১৯৯৮]

١٩٩٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِيْ جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُوْنَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِيْ جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ «فَإِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوْهَا وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ عَلِيٌّ عَنْ الْخِطْبَةِ».

৪/১৯৯৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবুল ইয়ামান, শুআয়ব, যুহরী, আলী ইবনুল হুসায়ন, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। অথচ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁর বিবাহাধীন ছিলেন। ফাতিমাহ (রাঃ) তা শুনতে পেয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, আপনার সম্প্রদায়ের লোক বলাবলি করছে যে, আপনি আপনার কন্যাদের ব্যাপারে কোন কথায় রাগান্বিত হন না। এই আলী আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহ করতে যাচ্ছে। মিসওয়ার (রাঃ) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়ালেন, আমি তাঁকে কালিমা শাহাদাত পাঠ করার পর বলতে শুনলামঃ আমি আবূল আস ইবনুর রাবী' এর নিকট আমার এক কন্যার (যায়নব) বিবাহ দিয়েছিলাম। সে আমাকে যে কথা দিয়েছিল তা রক্ষা করেছে। নিশ্চয় ফাতিমাহ বিনতু মুহাম্মাদ আমার দেহের একটি অংশ। তোমরা তাকে গুনাহে নিক্ষেপ করবে তা আমি পছন্দ করি না। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌র রসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের কন্যা এক ব্যক্তির অধীন কখনো একত্র হতে পারে না।[১৯৯৯]

٥٧/٩. بَاب الَّتِيْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ

৯/৫৭. অধ্যায় : যে মহিলা নিজেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য হেবা করে।

٢٠٠٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ «{تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ فَقُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ».

১/২০০০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবদাহ বিন সুলায়মান, হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলতেন, যে নারী নিজেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য পেশ করে তার কি লজ্জা হয় না? অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয়: {تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ

১৯৯৮. মাজাহ ১৯৯৯, সহীহুল বুখারী ৩১১০, ৩৭১৪, ৩৭২৯, ৩৭৬৭, ৫২৩০, ৫২৭৮, মুসলিম ২৪৪৯, তিরমিযী ৩৮৬৭, ২০৬৯, ২০৭১, আহমাদ ১৮৪২৮, ১৮৪৩২, ১৮৪৪৭, ১৮৪৫১। ইরওয়া' ২৬৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৯৯. মাজাহ ১৯৯৮, সহীহুল বুখারী ৩১১০, ৩৭১৪, ৩৭২৯, ৩৭৬৭, ৫২৩০, ৫২৭৮, মুসলিম ২৪৪৯, তিরমিযী ৩৮৬৭, ২০৬৯, ২০৭১, আহমাদ ১৮৪২৮, ১৮৪৩২, ১৮৪৪৭, ১৮৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

﴿وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (অর্থানুবাদ)ঃ "তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো" (সূরা আহযাবঃ ৫১)। আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখন আমি বললাম, আপনার প্রভু তো আপনার ইচ্ছা পূরণে আপনার চেয়েও অগ্রগামী।[২০০০]

٢٠٠١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا قَالَ «هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ».

২/২০০১। আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মারহূম বিন আবদুল আযীয সাবিত (বিন আসলাম) আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু (সাবিত) বলেন, আমরা আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তার সাথে তার এক কন্যাও ছিলো। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে নিজেকে তাঁর জন্য পেশ করে। সে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার কি আমাকে প্রয়োজন আছে? (এ হাদীস শুনে) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মেয়ে বললো, মহিলাটি কত নির্লজ্জ! আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে তোমার চেয়ে অনেক উত্তম। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণেই নিজেকে তাঁর জন্য পেশ করেছে।[২০০১]

٩/٥٨. بَاب الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

৯/৫৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি তার সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।

٢٠٠٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ» وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ.

১/২০০২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন, ফাযারাহ গোত্রের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার স্ত্রী কৃষ্ণ বর্ণের একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার কি উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেনঃ এগুলো কী বর্ণের? সে বললো, লাল। তিনি বলেন এগুলোর মধ্যে ছাই বর্ণের উট আছে কি? সে বললো, হাঁ, এর মধ্যে অবশ্যই ছাই রং-এর উটও আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এগুলো কোথা থেকে এলো?

২০০০. সহীহুল বুখারী ৪৭৮৮, ৫১১৩, মুসলিম ১৪৬৪, নাসায়ী ৩১৯৯, আহমাদ ২৪৫০৫, ২৪৭২৩, ২৪৭১৯। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

২০০১. সহীহুল বুখারী ৫১২০, ৬১২৩, নাসায়ী ৩২৪৯, ৩২৫০, আহমাদ ১৩৪২৩।

সে বললো, সম্ভবত এটি তার পূর্বপুরুষের কারো রং ধারণ করেছে। তিনি বলেনঃ এখানেও হয়ত পূর্বপুরুষের কালো রং ধারণ করে থাকবে।[২০০২]

٢٠٠٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْثِيُّ أَبُو غَسَّانَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِيْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِيْنَا أَسْوَدُ قَطُّ قَالَ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا أَسْوَدُ قَالَ لَا قَالَ فِيْهَا أَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ».

২/২০০৩। আবূ কুরায়ব, উবাদাহ বিন কুলায়ব আল-লায়স্রী আবূ গাস্সান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), জুওয়ায়রিয়াহ বিন আসমা', নাফি', ইবনু উমার (রাঃ) এক গ্রাম্য বেদুইন নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার স্ত্রী আমার ঘরে একটি কালো রং-এর পুত্র সন্তান প্রসব করেছে, অথচ আমাদের পরিবারে কালো রং-এর কেউ কখনো ছিল না। তিনি বলেনঃ তোমার কি উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেনঃ এগুলোর রং কী? সে বললো, লাল। তিনি বলেনঃ এগুলোর মধ্যে কি কালো বর্ণের উট আছে? সে বললো, না। তিনি বললেনঃ ছাই বর্ণের আছে কি? সে বললো, হাঁ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন এটা কিরূপে হলো? সে বললো, হয়ত পূর্বপুরুষের রক্ত ধারায় এমনটি হয়ে থাকবে। তিনি বলেনঃ হয়তো তোমার পুত্রের বেলায়ও এমনটি হয়ে থাকবে।[২০০৩]

٩/٥٩. بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

৯/৫৯. অধ্যায় : সন্তান বিছানার মালিকের এবং ব্যভিচারির জন্য পাথর।

٢٠٠٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصَانِيْ أَخِيْ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِيْ وَابْنُ أَمَةِ أَبِيْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِيْ عَنْهُ يَا سَوْدَةُ».

১/২০০৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, যুহরী, উরওয়াহ (ইবনুয যুবায়র), আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, ইবনু যামআহ ও সা'দ (রাঃ) যামআহ'র দাসী-পুত্রকে কেন্দ্র করে নাবী (সাঃ)-এর নিকট বিবাদে লিপ্ত হন। সা'দ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার ভাই

২০০২. সহীহুল বুখারী ৫৩০৫, ৬৮৪৭, ৭৩১৪, মুসলিম ১৫০০, নাসায়ী ৩৪৭৮, ৩৪৭৯, ৩৪৮০, আবূ দাউদ ২২৬০, আহমাদ ৭১৪৯, ৭২২৩, ৭৭০২, ৯০৪৩, বায়হাকী ৭/৪৬৪। সহীহ আবী দাউদ ১৯৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০০৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উবাদাহ বিন কুলায়ব আল-লায়স্রী আবূ গাস্সান সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, জুওয়ায়রিয়া বিন আসমা' কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র এর অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৪৮, ১৪/২৬৬ নং পৃষ্ঠা)

আমাকে বলেছেন যে, আমি মাক্কাহ্য় গেলে আমি যেন যাম্আর দাসী-পুত্রকে খুঁজে বের করি। আর আব্দ বিন যামআহ বললো, সে আমার ভাই, আমার পিতার দাসী-পুত্র, সে আমার পিতার শয্যায় জন্মগ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ ছেলেটিকে উতবার সাথে (গঠনাকৃতিতে) সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষ্য করেন। তিনি বলেনঃ হে আব্দ বিন যামআহ! এটি তোমারই প্রাপ্য। সন্তান বিছানার মালিকের (স্বামীর) এবং ব্যভিচারির জন্য রয়েছে পাথর। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করবে।[২০০৪]

٢/٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ».

২/২০০৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ তার পিতা (আবূ ইয়াযীদ) উমার রসূলুল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন যে, সন্তান বৈধ শয্যাধারীর (স্বামীর)।[২০০৫]

٣/٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

৩/২০০৬। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ নাবী বলেনঃ সন্তান বৈধ শয্যাধারীর (স্বামীর) এবং ব্যভিচারির জন্য রয়েছে পাথর।[২০০৬]

٤/٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

৪/২০০৭। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) শুরাহবীল বিন মুসলিম (তিনি সত্যবাদী তবে তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছিঃ সন্তান বৈধ শয্যাধারীর (স্বামীর) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।[২০০৭]

২০০৪. বুখারী ২০৫৩, ২২১৮, ২৪২১, ২৫৩৩, ২৭৪৫, ৪৩০৩, ৬৭৪৯, ৬৭৬৫, ৬৮১৭, ৭১৮২, মুসলিম ১৪৫৭, নাসায়ী ৩৪৮৪, ৩৪৮৭, আবূ দাউদ ২২৭৩, আহমাদ ২৩৫৬৬, ২৪৪৫৪, ২৫৩৬৬, ২৫৪৭০, মুয়াত্তা মালিক ১৪৪৯, দারিমী ২২৩৬, ২২৩৭। সহীহ আবী দাউদ ১৯৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০০৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী৭/১৬৯। তাখরীজুল মুখতারাহ ২২৩, ২৮৭, ২৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০০৬. সহীহুল বুখারী ৬৭৫০, ৬৮১৮, মুসলিম ১৪৫৮, তিরমিযী ১১৫৭, নাসায়ী ৩৪৮২, ৩৪৮৩, আহমাদ ৭২২১, ৭৭০৫, ৮৭৭৭, ৯০৪৭, ৯৬৯২, ৯৭৯৭, দারিমী ২২৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০০৭. আহমাদ ২১৭৯১, বায়হাকী ৭/৩২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. শুরাহবীল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ মুহাম্মাদ আল-ফাতায়ানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি স্রিকাহ।

٦/٩. بَاب الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

৯/৬০. অধ্যায় : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন অপরজনের আগে ইসলাম গ্রহণ করলে।

٢٠٠٨/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ قَالَ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي قَالَ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ».

১/২০০৮। [আহমাদ বিন আবদাহ] [হাফস্ বিন জুমায়' (দঈফ বা দুর্বল)] [সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন)] [ইকরিমাহ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] এক মহিলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করার পর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করলো। রাবী বলেন, তখন পূর্ব-স্বামী এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তো তার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সে আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানে। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাটিকে তার দ্বিতীয় স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার প্রথম স্বামীকে ফেরত দেন।[২০০৮]

٢٠٠٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ».

২/২০০৯। [আবূ বাকর বিন খাল্লাদ ও ইয়াহইয়া বিন হাকীম] [ইয়াযীদ বিন হারূন] [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার সমালোচনা রয়েছে)] [দাঊদ ইবনুল হুসায়ন] [ইকরিমাহ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কন্যাকে প্রথম বিবাহের সুবাদে দু' বছর পর আবুল আস্ ইবনুর রবী' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট ফেরত পাঠান।[২০০৯]

ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭২১, ১২/৪৩০ নং পৃষ্ঠা)

২০০৮. আবূ দাউদ ২২৩৯, বায়হাকী ৭/৩২২। ইরওয়া' ১৯১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাফস্ বিন জুমায়' সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি যখন এককভাবে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৩৮৬, ৭/৬ নং পৃষ্ঠা) ২. সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২০০৯. তিরমিযী ১১৪৩, আবূ দাউদ ২২৪০। ইরওয়া' ২৯২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন

٢٠١٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ».

৩/২০১০। আবূ কুরায়ব হতে আবূ মুআবিয়াহ্ হতে হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) হতে আমর বিন শুআয়ব হতে তার পিতা (শুআয়ব) হতে দাদা (আবদুল্লাহ্ বিন আম্র ইবনুল আস্ব) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবুল আস্ব ইবনুর রবী' (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর নিকট ফেরত পাঠান।[২০১০]

٦١/٩. بَاب الْغَيْلِ

৯/৬১. অধ্যায় : দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মাতার সাথে সহবাস।

٢٠١١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّوْمُ يُغِيْلُوْنَ فَلَا يَقْتُلُوْنَ أَوْلَادَهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَسُئِلَ».

১/২০১১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ্ হতে ইয়াহইয়া বিন ইসহাক হতে ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখানো কখনো ভুল করেন) হতে মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন নাওফাল আল-কুরাশী হতে উরওয়াহ হতে আয়িশাহ হতে জুদামাহ বিনতু ওয়াহ্ব আল-আসদিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, দুগ্ধদানের মুদ্দতে মহিলাদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করাবো। কিন্তু আমি দেখলাম যে, পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা এমনটি করে, অথচ তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: এটি হচ্ছে গোপন হত্যার একটি পদ্ধতি।[২০১১]

মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২০১০. তিরমিযী ১১৪২। ইরওয়া' ১৯২২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২০১১. মুসলিম ১৪৪২, তিরমিযী ২০৭৬, ২০৭৭, নাসায়ী ৩৩২৬, আবূ দাঊদ ৩৮৮২, আহমাদ ২৬৪৯৪, ২৬৯০১, মুয়াত্তা মালিক ১২৯২, ২২১৭। আদাবুয যিফাফ ৫৪, গায়াতুল মারাম ২৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার মুখস্থ হাদীস্ব থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন, কিন্তু তার কিতাবে লিখিত হাদীস্ব থেকে বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৯২, ৩১/২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

٢٠١٢/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ».

২/২০১২। [হিশাম বিন আম্মার] [ইয়াহইয়া বিন হামযাহ] [আমর বিন মুহাজির] [তার পিতা মুহাজির বিন আবূ মুসলিম (মাকবূল)] [আসমা' বিনতু ইয়াযীদ ইবনুস সাকান (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! দুধপানের মেয়াদে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে আরোহীকে ঘোড়া তার পিঠ থেকে ভূলুণ্ঠিত করে।[২০১২]

٦٢/٩. بَاب فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

৯/৬২. অধ্যায় : যে স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়।

٢٠١٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِيَ تَقُودُ الْآخَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ».

১/২০১৩। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার] [মুআম্মাল (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল)] [সুফইয়ান] [আ'মাশ] [সালিম বিন আবুল জা'দ] [..............] [আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি সন্তানসহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসে। সে একটি সন্তানকে কোলে এবং অপরটিকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ গর্ভধারিণী (বহনকারিণী), সন্তান জন্মদানকারিণী এবং মমতাময়ী বা তারা তাদের স্বামীদের কষ্ট না দিলে তাদের মধ্যে যারা স্বলাতী তারা জান্নাতে যাবে।[২০১৩]

٢٠١٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».

২/২০১৪। [আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনুদ দাহ্‌হাক (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)] [ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)

২০১২. আবূ দাউদ ৩৮৮১, আহমাদ ২৭০১৫, ২৭০৩৮, ২৭০৪৩। গায়াতুল মারাম ২৪২, আত-তা'লীকু আলাত-তানকীল ২/২৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২০১৩. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৯০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী মুআম্মাল (বিন ইসমাঈল) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইসহাক বিন রাহওয়ায় বলেন তিনি স্বিকাহ। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন তিনি স্বিকাহ কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল ও সন্দেহ করেন। ইবনু কানি' বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৩১৯, ২৯/১৭৬ নং পৃষ্ঠা) তাছাড়া উক্ত হাদীস্বের সানাদে সালিম বিন আবুল জা'দ ও আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে।

বাহীর বিন সা'দ খালিদ বিন মা'দান কাসীর বিন মুররাহ মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার আয়তালোচনা হুর স্ত্রীগণ বলতে থাকেঃ ওহে! আল্লাহ্ তোমার সর্বনাশ করুন। তুমি তাকে কষ্ট দিও না। সে তো তোমার নিকট অল্প দিনের মেহমান। অচিরেই সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদের নিকট চলে আসবে।[২০১৪]

٩/٦٣. بَاب لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

৯/৬৩. অধ্যায় : হারাম বস্তু হালাল বস্তুকে হারাম করতে পারে না।

٢٠١٥/٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ».

১/২০১৫। ইয়াহইয়া বিন মুআল্লা বিন মানসূর ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আল-ফারওয়াবী আবদুল্লাহ বিন উমার (দঈফ বা দুর্বল) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হারাম বস্তু হালাল বস্তুকে হারাম করে না।[২০১৫]

২০১৪. তিরমিযী ১১৭৪। সহীহাহ ১৭৩, আদাবুয যিফাফ ১৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনুদ দাহ্হাক সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি একাধিক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬০১, ১৮/৪৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনুদ দাহ্হাক ও ইসমাঈল বিন আয়্যাশ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৮টি অধিক দুর্বল, ৬টি দুর্বল, ২টি হাসান, ১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ১১৭৪, আহমাদ ২১৫৯৫ ইত্যাদি।

২০১৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৩৮৫-৩৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন উমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

(١٠) : كِتَاب الطَّلَاقِ

পর্ব (১০) : তালাক

١/١٠. بَاب حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ

১০/১. অধ্যায় : ঘৃণ্য বৈধ বিষয়।

٢٠١٦/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا».

১/২০১৬। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ও মাসরূক ইবনুল মারযুবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ স্বালিহ বিন স্বালিহ বিন হায় সালামাহ বিন কুহায়ল সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তালাক দেন, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে নেন।[২০১৬]

٢٠١٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللهِ يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ».

২/২০১৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুআম্মাল (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) সুফইয়ান আবূ ইসহাক আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লোকেদের কী হলো যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? তোমাদের কেউ বলে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিলাম, তোমাকে আবার তালাক দিলাম।[২০১৭]

٢٠١٨/٣ - حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ».

২০১৬. আবূ দাঊদ ২২৮৩, দারিমী ২২৬৪। ইরওয়া' ২০৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মাসরূক ইবনুল মারযুবান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯০৪, ২৭/৪৫৮ নং পৃষ্ঠা)

২০১৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৪৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআম্মাল (বিন ইসমাঈল) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইসহাক বিন রাহওয়ায় বলেন তিনি স্রিকাহ। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন তিনি স্রিকাহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল ও সন্দেহ করেন। ইবনু কানি' বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৩১৯, ২৯/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

৩/২০১৮। কাস্রীর বিন উবায়দ আল-হিমসী মুহাম্মাদ বিন খালিদ উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ আল-ওয়াস্সাফী (দঈফ বা দুর্বল) মুহারিব বিন দীসার আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য বৈধ কাজ হচ্ছে তালাক।[২০১৮]

٢/١٠. بَاب طَلَاقِ السُّنَّةِ

১০/২. অধ্যায় : যথার্থ নিয়মে তালাক।

٢٠١٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ».

১/২০১৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে তার হায়িদ অবস্থায় তালাক দিলে পর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোচরে আনেন। তিনি বলেনঃ তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, যাবত না সে পবিত্রাবস্থায় ফিরে আসে, অতঃপর পুনরায় তার মাসিক ঋতু হয়, অতঃপর পবিত্রাবস্থায় ফিরে আসে। অতঃপর সে চাইলে তাকে তালাক দিতে পারে তার সাথে সহবাস করার পূর্বে। আর চাইলে সে তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখেও দিতে পারে। এই হলো সেই উদ্দাত যা পালনের জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।[২০১৯]

٢٠٢٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

২/২০২০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সুফইয়ান আবূ ইসহাক আবুল আহওয়াস আবদুল্লাহ্ (বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, সহবাসমুক্ত পবিত্র অবস্থায় (তুহরে) তালাক প্রদান হচ্ছে যথার্থ নিয়মের (সুন্নাত) তালাক।[২০২০]

২০১৮. আবূ দাঊদ ২১৭৮। ইরওয়া' ২০৪০, দঈফ আবূ দাঊদ ৩৭৩-৩৭৪, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ১১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-ওয়াস্সাফী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৯৪, ১৯/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

২০১৯. সহীহুল বুখারী ৪৯০৮, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৮, ৫৩৩২, ৬০৩৩, ৭১৬০, মুসলিম ১৪৭১, তিরমিযী ১১৭৫, ১১৭৬, নাসায়ী ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৩৩৯৬, ৩৩৯৭, ৩৩৯৮, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৫৫৫, ৩৪৪৫, ৩৫৫৬, ৩৫৫৭, ৩৫৫৮, ৩৫৫৯, আবূ দাঊদ ২১৭৯, ২১৮১, ২১৮২, ২১৮৪, ২১৮৫, আহমাদ ৪৪৮৬, ৪৭৭৪, ৫০০৫, ৫১০০, ৫১৫২, ৫২০৬, ৫২৪৬, ৫২৭৭, ৫২৯৯, ৫৪১০, ৫৪৬৫, ৫৪৮০, ৫৪৯৯, ৫৫০০, ৫৭০৮, ৬০২৫, ৬০৮৪, ৬১০৬, ৬২৯৩, মুয়াত্তা মালিক ১২২০, ২২৬২, ২২৬৩। ইরওয়া' ২০৫৯, সহীহ আবী দাঊদ ১৮৯২, ১৮৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০২০. মাজাহ ২০২১, নাসায়ী ৩৩৯৪, ৩৩৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٠٢١/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فِيْ طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيْقَةً فَإِذَا طَهُرَتْ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ.

৩/২০২১। আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী, হাফস বিন গিয়াস, আ'মাশ, আবূ ইসহাক, আবুল আহওয়াস, আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি সুন্নাত (যথার্থ নিয়মের) তালাক সম্পর্কে বলেন, স্বামী স্ত্রীকে তার (সহবাসমুক্ত) প্রতি তুহরে এক তালাক দিবে এবং সে তৃতীয় তুহরে পৌঁছলে তাকে শেষ তালাক দিবে। এরপর সে এক হায়িদ কাল ইদ্দাত পালন করবে।[২০২১]

٢٠٢٢/٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ».

৪/২০২২। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী, আবদুল আ'লা, হিশাম (বিন হাস্‌সান), মুহাম্মাদ (বিন সীরীন), য়ূনুস বিন জুবায়র আবূ গাল্লাব, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (য়ূনুস) বলেন, আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে তার স্ত্রীকে তার হায়িদ অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বলেন, তুমি কি আবদুল্লাহ্ বিন উমারকে চেনো? সে তার স্ত্রীকে তার মাসিক ঋতু চলাকালে তালাক দিয়েছিলো। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে নির্দেশ দেনঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি তালাক হিসাবে গণনায় ধরা হবে? তিনি বলেন, তুমি কি মনে করো, সে যদি অক্ষম হয়ে থাকে, আর আহম্মকী করে (তাহলে কে দায়ী)![২০২২]

٣/١٠. بَاب الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

১০/৩. অধ্যায় : গর্ভবতী মহিলাকে তালাক প্রদান।

٢٠٢٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ».

১/২০২৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', সুফইয়ান, মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান, সালিম, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায়

২০২১. মাজাহ ২০২০, নাসায়ী ৩৩৯৪, ৩৩৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০২২. সহীহুল বুখারী ৪৯০৮, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৮, ৫৩৩২, ৬০৩৩, ৭১৬০, মুসলিম ১৪৭১, তিরমিযী ১১৭৫, ১১৭৬, নাসায়ী ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৩৩৯৬, ৩৩৯৭, ৩৩৯৮, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৫৫৫, ৩৪৪৫, ৩৫৫৬, ৩৫৫৭, ৩৫৫৮, ৩৫৫৯, আবূ দাউদ ২১৭৯, ২১৮১, ২১৮২, ২১৮৪, ২১৮৫, আহমাদ ৪৪৮৬, ৪৭৭৪, ৫০০৫, ৫১০০, ৫১৫২, ৫২০৬, ৫২৪৬, ৫২৭৭, ৫২৯৯, ৫৪১০, ৫৪৬৫, ৫৪৮০, ৫৪৯৯, ৫৫০০, ৫৭০৮, ৬০২৫, ৬০৮৪, ৬১০৬, ৬২৯৩, মুয়াত্তা মালিক ১২২০, ২২৬২, ২২৬৩। ইরওয়া' ৭/১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তালাক দিয়েছিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেনঃ তাকে বলো, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, এরপর সে চাইলে তাকে তুহ্‌র অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়।[২০২৩]

١٠/٤. بَاب مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

১০/৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি একই মজলিসে তিন তালাক দেয়।

١/٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَدِّثِيْنِيْ عَنْ طَلَاقِكِ قَالَتْ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ «فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

১/২০২৪। ✧[মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স্ বিন সা'দ][ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)][আবূ যিনাদ][আমির আশ-শা'বী][ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]✧ (আমির) বলেন, আমি ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম, আপনার তালাকের ঘটনাটি আমাকে বলুন। তিনি বলেন, আমার স্বামী ইয়ামানে থাকা অবস্থায় আমাকে তিন তালাক দেয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাকে জায়িয গণ্য করেন।[২০২৪]

١٠/٥. بَاب الرَّجْعَةِ

১০/৫. অধ্যায় : তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া (রাজআত)

١/٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ عِمْرَانُ طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا.

১/২০২৫। ✧[বিশর বিন হিলাল আস্-স্বওওয়াফ][জা'ফার বিন সুলায়মান আদ-দুবাঈ][ইয়াযীদ আর-রিশক][মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ শীখ্‌খীর][ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]✧ তাকে এক ব্যক্তি

২০২৩. সহীহুল বুখারী ৪৯০৮, ৫২৫২, ৫২৫৩, ৫২৫৮, ৫৩৩২, ৬০৩৩, ৭১৬০, মুসলিম ১৪৭১, তিরমিযী ১১৭৫, ১১৭৬, নাসায়ী ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৩৩৯৬, ৩৩৯৭, ৩৩৯৮, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৫৫৫, ৩৪৫৫, ৩৫৫৬, ৩৫৫৭, ৩৫৫৮, ৩৫৫৯, আবূ দাউদ ২১৭৯, ২১৮১, ২১৮২, ২১৮৪, ২১৮৫, আহমাদ ৪৪৮৬, ৪৭৭৪, ৫০০৫, ৫১০০, ৫১৫২, ৫২০৬, ৫২৪৬, ৫২৭৭, ৫২৯৯, ৫৪১০, ৫৪৬৫, ৫৪৮০, ৫৪৯৯, ৫৫০০, ৫৭০৮, ৬০২৫, ৬০৮৪, ৬১০৬, ৬২৯৩, মুয়াত্তা মালিক ১২২০, ২২৬২, ২২৬৩। ইরওয়া' ৭/১২৬, ১৩০, সহীহ, আবী দাউদ ১৮৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০২৪. মাজাহ ২০৩২, ২০৩৩, মুসলিম ১৪৮০। সহীহ আবী দাউদ ১৯৭৬-১৯৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সানাদ বা মাতান কোনটিরই কেউ অনুসরণ করেনি। আবূ বাকর আল-বুরকানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৬৭, ২/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইসহাক বিন আবদুল্লাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৯টি শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: দারাকুতনী ৩৮৭২, ৩৮৭৭।

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তার সাথে সহবাস করেছে, কিন্তু তাকে তালাক দেয়া এবং ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে কোন সাক্ষী রাখেনি। ইমরান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তুমি সুন্নাত নিয়মের বহির্ভূত তালাক দিয়েছো এবং সুন্নাত নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফিরিয়ে নিয়েছো। তুমি তাকে তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে সাক্ষী রাখো।[২০২৫]

٦/١٠. بَاب الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

১০/৬. অধ্যায় : গর্ভাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা নারীর সন্তান প্রসবের সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

٢٠٢٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ طَيِّبْ نَفْسِيْ بِتَطْلِيْقَةٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَقَالَ مَا لَهَا خَدَعَتْنِيْ خَدَعَهَا اللهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا».

১/২০২৬। মুহাম্মাদ বিন উমার বিন হায়্যাজ ... কাবীসাহ বিন উকবাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন) ... সুফইয়ান (বিন সাঈদ) ... আমর বিন মায়মূন ... তার পিতা (ময়মূন বিন মিহরান) ... . যুবায়র ইবনুল আওওয়াম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, উম্মু কুলসুম বিনতু উকবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন তার স্ত্রী। তিনি তার গর্ভাবস্থায় যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলেন, আমাকে এক তালাক দিয়ে সন্তুষ্ট করুন। তিনি তাকে এক তালাক দিলেন, অতঃপর সলাত পড়তে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছে। যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, সে কেন আমাকে প্রতারিত করলো! আল্লাহ্ যেন তাকেও প্রতারিত করেন। এরপর তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাকে বিবাহের প্রস্তাব দাও।[২০২৬]

٧/١٠. بَاب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

১০/৭. অধ্যায় : গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে, সন্তান প্রসবের পরপরই সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

٢٠٢٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيْبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا».

২০২৫. আবূ দাঊদ ২১৮৬। ইরওয়া' ২০৭৮, সহীহ আবী দাঊদ ১৮৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০২৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২১১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাবীসাহ বিন উকবাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন,তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৪৩, ২৩/৪৮১ নং পৃষ্ঠা)

১/২০২৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবুল আহওয়াস্ মানসূর ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আসওয়াদ আবুস সানাবিল (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের হারিসের কন্যা সুবায়আহ তার স্বামীর মৃত্যুর বিশাধিক দিন পর একটি সন্তান প্রসব করেন। তিনি নিফাস (সন্তান প্রসবজনিত ঋতু) হওয়ার পর নতুন পরিচ্ছদ পরতে লাগলেন (অর্থাৎ সাজগোজ করতে লাগলেন)। এতে তার প্রতি দোষারোপ হতে থাকলে বিষয়টি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবহিত করা হয়। তিনি বলেনঃ সে তা করতে পারে, কারণ তার ইদ্দাতকাল পূর্ণ হয়েছে।[২০২৭]

٢٠٢٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ قَدْ أَسْرَعْتِ اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ «وَفِيْمَ ذَاكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي».

২/২০২৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির দাঊদ বিন আবূ হিন্দ শা'বী মাসরূক ও আমর বিন উতবাহ সুবায়আহ বিনতুল হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (মাসরূক ও আম্‌র বিন উত্‌বাহ) উভয়ে সুবায়আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তার বিষয়টি জানতে চেয়ে তাকে পত্র লিখেন। সুবায়আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তরে তাদের নিকট লেখে পাঠান যে, তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর ২৫ দিন পর সন্তান প্রসব করেন এবং পুনর্বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নেন। আবূস সানাবিল বিন বাকাক তার নিকট দিয়ে গমনকালে বলেন, তুমি খুব তাড়াহুড়া করে ফেললে। ইদ্দাতের দু' মেয়াদকালের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ অর্থাৎ চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করো। অতএব আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলেনঃ তা কী ব্যাপারে? আমি তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বলেনঃ তুমি সৎকর্মপরায়ণ স্বামী পেয়ে গেলে বিবাহ করো।[২০২৮]

٢٠٢٩/٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا».

৩/২০২৯। নাস্‌র বিন আলী ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুল্লাহ বিন দাঊদ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) মিস্‌ওয়ার বিন মাখ্‌রামাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুবায়আ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা)-কে তার নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পরপরই বিবাহ করার অনুমতি দেন।[২০২৯]

٢٠٣٠/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَاللهِ لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّاهُ لَأُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

২০২৭. তিরমিযী ১১৯৩, আহমাদ ১৮২৩৮, ১৮২৩৯, দারিমী ২২৮১। সহীহ আবী দাঊদ ১৯৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০২৮. সহীহুল বুখারী ৫৩১৯, মুসলিম ১৪৮৪, নাসায়ী ৩৫১৮, ৩৫১৯, ৩৫২০, আবূ দাঊদ ২৩০৬, ২৬৮৮৯। সহীহাহ ২৭২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০২৯. সহীহুল বুখারী ৫৩২০, নাসায়ী ৫৩০৬, ৫৩০৭, আহমাদ ১৮৪৩৮, মুয়াত্তা মালিক ১২৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/২০৩০। ∞[মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না][আবূ মুআবিয়াহ][আ'মাশ][মুসলিম][মাসরূক][আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! কেউ ইচ্ছা করলে আমার থেকে লিআন জাতীয় শপথ গ্রহণ করতে পারে যে, নিশ্চয় এই ক্ষুদ্র সূরা নিসা' (অর্থাৎ সূরা তালাক) "চার মাস দশ দিন" সম্বলিত আয়াত (সূরা বাকারা) নাযিল হওয়ার পরে নাযিল হয়েছে।[২০৩০]

٨/١٠. بَاب أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

১০/৮. অধ্যায় : বিধবা স্ত্রী যেখানে ইদ্দাত পালন করবে।

٢٠٣١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ خَرَجَ زَوْجِيْ فِيْ طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ فَقَتَلُوْهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِيْ وَأَنَا فِيْ دَارٍ مِنْ دُوْرِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِيْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِيْ وَأَنَا فِيْ دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِيْ وَدَارِ إِخْوَتِيْ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِيْ فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِيْ وَدَارِ إِخْوَتِيْ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ لِيْ فِيْ بَعْضِ أَمْرِيْ قَالَ «فَافْعَلِيْ إِنْ شِئْتِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ قَرِيْرَةً عَيْنِيْ لِمَا قَضَى اللهُ لِيْ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِيْ بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِيْ فَقَالَ كَيْفَ زَعَمْتِ قَالَتْ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ امْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ الَّذِيْ جَاءَ فِيْهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

১/২০৩১। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ খালিদ আল-আহমার সুলায়মান বিন হায়্যান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][সা'দ বিন ইসহাক বিন কা'ব বিন উজরাহ][যায়নাব বিনতু কা'ব বিন উজরাহ (মাকবূলাহ)][ফুরায়আহ বিনতু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∞ তিনি বলেন, আমার স্বামী তার (পলাতক) গোলামের খোঁজে রওয়ানা হয়ে কাদূম নামক স্থানে তাদের ধরে ফেলেন। তারা আমার স্বামীকে হত্যা করে। যখন আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, তখন আমি আমার পরিবার-পরিজন থেকে অনেক দূরে আনসারদের বসতিতে অবস্থান করছিলাম। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যখন আমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এলো তখন আমি আমার পরিজন ও ভাইদের বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করছিলাম। তিনি আমার ভরণপোষণের জন্য কোন মাল রেখে যাননি এবং তার এমন কোন মালও নেই, আমি যার ওয়ারিস্র হতে পারি, এমনকি তার মালিকানাভুক্ত কোন ঘরও নাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার পরিবার ও ভাইদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি। আর এটা আমার জন্য অধিক প্রিয় এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধাজনকও। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি চাইলে তা করতে পারো। মহিলাটি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে আমার জন্য আল্লাহ্‌র এই ফায়সালা শুনে খুশি মনে ফিরে যেতে লাগলাম। আমি মাসজিদে অথবা তাঁর কোন এক হুজরার নিকটে পৌছতেই, তিনি আমাকে ডেকে বলেনঃ তুমি জানি কী বলেছিলে? মহিলাটি বললো, আমি পুনরায় তাকে আমার বিবরণ

২০৩০. আবূ দাউদ ২৩০৭। সহীহ আবী দাউদ ১৯৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

শুনালাম। তিনি বলেনঃ তুমি ঐ ঘরেই অবস্থান করো, যেখানে তোমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছো, যতক্ষণ না তোমার ইদ্দাত পূর্ণ হয়। ফুরায়আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এরপর আমি সেখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করলাম।[২০৩১]

١٠/٩. بَاب هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِيْ عِدَّتِهَا

১০/৯. অধ্যায় : ইদ্দাত পালনরত অবস্থায় নারীরা কি বাড়ির বাইরে যেতে পারে?

٢٠٣٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ فَقَالَتْ أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ فَقَالَ مَرْوَانُ هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

১/২০৩২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবদুল আযীয বিন উবায়দুল্লাহ, ইবনু আবূ যিনাদ (তিনি সত্যবাদী তবে বাগদাদ আসার পর তার স্মৃতিশক্তি পরিবর্তন হয়), হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), ফাতিমাহ (বিনতু কায়স) ও আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (উরওয়াহ) বলেন, আমি মারওয়ানের নিকট প্রবেশ করে তাকে বললাম, আপনার পরিবারের এক মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে। আমি তার ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, সে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। সে বললো, ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (ইদ্দাত পালনকালে) স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছেন। মারওয়ান বলেন, ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। উরওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তা আপত্তিকর বলেছেন। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ফাতিমাহ হিংস্র পশুর উৎপাতের এলাকায় বাস করতেন বলে তার জানমালের ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। আর এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বেলায় এরূপ অনুমতি দিয়েছিলেন।[২০৩২]

٢٠٣٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ».

২০৩১. তিরমিযী ১২০৪, নাসায়ী ৩৫২৮, ৩৫২৯, ৩৫৩০, ৩৫৩২, আবূ দাউদ ২৩০০, আহমাদ ২৬৫৪৭, ২৬৮১৭, মুয়াত্তা মালিক ১২৫৪, দারিমী ২২৮৭। ইরওয়া' ২১৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইবনুল হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি সত্যবাদী ও সিকাহ রাবীর সদৃস্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

২০৩২. মাজাহ ২০২৪, ২০৩৩,মুসলিম ১৪৮০। সহীহ আবী দাউদ ১৯৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ যিনাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮১৬, ১৭/৯৫ নং পৃষ্ঠা)

২/২০৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস্‌ বিন গিয়াস্‌ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) ফাতিমাহ বিনতু কায়স বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ হয়তো আমার ঘরে জোরপূর্বক ঢুকে আমার ক্ষতি করবে। রসূলুল্লাহ তাকে অন্য স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন।[২০৩৩]

٢٠٣٤/٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

৩/২০৩৪। সুফইয়ান বিন ওয়াকী' রাওহ্‌ ইবন জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ্‌ আহমাদ বিন মানসূর হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ্‌ তিনি বলেন, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তিনি তার খেজুর বাগানে গিয়ে ফল কাটতে চেয়েছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে এই উদ্দেশে বের হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। তিনি নাবী-এর নিকট আসলে তিনি বলেন, হাঁ, তুমি তোমার বাগানের খেজুর সংগ্রহ করো। হয়তো তুমি দান-খয়রাত করবে অথবা অন্য কোন সৎকাজ করবে।[২০৩৪]

١٠/١٠. بَاب الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ

১০/১০. অধ্যায় : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী কি বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে?

٢٠٣٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُوْلُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا «فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً».

১/২০৩৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ বাক্‌র বিন আবীল জাহ্‌ম বিন সুখায়র আল-আদাবী ফাতিমাহ বিনতু কায়স (আবূ বাক্‌র) বলেন, আমি ফাতিমাহ্‌ বিনতু কায়স-কে বলতে শুনেছি যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের নির্দেশ দেননি।[২০৩৫]

٢٠٣٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ».

২০৩৩. মাজাহ ২০৩২, ২০২৪, মুসলিম ১৪৮০। সহীহ আবী দাউদ ১৯৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৩৪. মুসলিম ১৪৮৩, নাসায়ী ৩৫৫০, আবূ দাউদ ২২৯৭, আহমাদ ১৪০৩৫, নাসায়ী ২২৮৮। ইরওয়া' ২১৩৪, সহীহাহ ৭২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৩৫. মাজাহ ২০৩২, ২০৩৩, মুসলিম ১৪৮০। রাওদুন নাদীর ৮৩৬, সহীহ আবী দাউদ ১৯৭৬-১৯৮০,১৯৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২০৩৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ → জারীর → মুগীরাহ → আশ-শা'বী → ফাতিমাহ বিনতু কায়স (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নাই।[২০৩৬]

١١/١٠. بَاب مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

১০/১১. অধ্যায় : তালাকের উপঢৌকন (মুতআ)।

٢٠٣٧/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ «لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ».

১/২০৩৭। আহমাদ ইবনুল মিকদাম আবুল আশআস আল-আজালী → উবায়দ ইবনুল কাসিম (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) → হিশাম বিন উরওয়াহ → তার পিতা (উরওয়াহ ইবনু যুবায়র) → আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জাওন-কন্যা আমরাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হলে সে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি বলেনঃ তুমি এক মহান সত্তার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করেছো। অতঃপর তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন এবং উসামাহ অথবা আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তিনি তাকে (উপঢৌকনস্বরূপ) তিনখানা সাদা লম্বা কাপড় দেন।[২০৩৭]

١٢/١٠. بَاب الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

১০/১২. অধ্যায় : স্বামী তালাক অস্বীকার করলে।

٢٠٣٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ».

১/২০৩৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া → আমর বিন আবূ সালামহ আবূ হাফস্ আত-তানীসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় সন্দেহ করেন) → যুহায়র (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল) → ইবনু জুরায়জ → আমর বিন শুআয়ব → তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) → দাদা (আবদুল্লাহ্ বিন আমর

২০৩৬. মাজাহ ২০৩২, ২০৩৩, মুসলিম ১৪৮০, বায়হাকী ১০/৬১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৩৭. সহীহুল বুখারী ৫২৫৪, নাসায়ী ৩৪১৭, বায়হাকী ৭/৩১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** আবূ উসাইদ নির্দেশ দেওয়ার শব্দে সহীহ এবং উসামাহ ও আনাস উল্লেখের সাথে মুনকার।

উক্ত হাদীসের রাবী উবায়দ ইবনুল কাসিম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্ বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি মিথ্যুক। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৩৩, ১৯/২২৯ নং পৃষ্ঠা)

ইবনুল আস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, স্ত্রী তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে বলে দাবি করলে এবং এর স্বপক্ষে একজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী উপস্থিত করলে তার স্বামীকে শপথ করানো হবে। সে শপথ করলে সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। আর সে (স্বামী) শপথ করতে অস্বীকৃত হলে তার এ অস্বীকৃতি আরেকজন সাক্ষী স্থানীয় গণ্য হবে এবং তার তালাক কার্যকর হবে।[২০৩৮]

١٠١٣. بَاب مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

১০/১৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি উপহাসোচ্ছলে তালাক দিলো, বিবাহ করলো অথবা তালাক প্রত্যাহার করলো।

٢٠٣٩/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ».

১/২০৩৯। হিশাম বিন আম্মার হাতিম বিন ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন হাবীব বিন আরদাক (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) আতা' বিন আবূ রাবাহ ইউসুফ বিন মাহাক আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে বাস্তবিকই বলা হলেও যথার্থ বিবেচিত হবে অথবা উপহাসোচ্ছলে বলা হলেও যথার্থ গণ্য হবেঃ বিবাহ, তালাক ও প্রত্যাহার।[২০৩৯]

١٠١٤. بَاب مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

১০/১৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মনে মনে তালাক দিয়ে মুখে সে সম্পর্কে কিছু বলেনি।

٢٠٤٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ».

২০৩৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী৭/৩১৯। দঈফাহ ২২১০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আমর বিন আবূ সালামহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৩৭৮, ২২/৫১ নং পৃষ্ঠা) ২. যুহায়র সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি সকলের নিকট দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২০১৭, ৯/৪১৪ নং পৃষ্ঠা)

২০৩৯. তিরমিযী ১১৮৪, বায়হাকী ৩১৮। ইরওয়া' ১৮২৬, সহীহ আবী দাউদ ১৯০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন হাবীব বিন আরদাক সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মুনকার অর্থাৎ কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল ঃ রাবী নং ৩৭৯২, ১৭/৫২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি হাসান কিন্তু আবদুর রহমান বিন হাবীব বিন আরদাক এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৯টি অধিক দুর্বল, ২৭টি দুর্বল, ১৩টি হাসান, ৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: তিরমিযী ১১৮৪, আবূ দাউদ ২১৯৪, দারাকুতনী ৩৫৯৩, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬, ৩৮৯৫, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১০২৪৯, ১০২৫০, শারহুস সুন্নাহ ২৩৫৬।

Contents

১/২০৪০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির ও আবদাহ বিন সুলায়মান সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ যুরারাহ বিন আওফা আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুমায়দ বিন মাসআদাহ খালিদ ইবনুল হারিস সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ যুরারাহ বিন আওফা আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ আমার উম্মাতের মনে মনে বলা কথা উপেক্ষা (ক্ষমা) করেছেন, যাবত না সে তদনুযায়ী কাজ করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে।[২০৪০]

١٠١٥. بَاب طَلَاقِ الْمَعْتُوْهِ وَالصَّغِيْرِ وَالنَّائِمِ

১০/১৫. অধ্যায় : জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, নাবালেগ ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক।

٢٠٤١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ».

১/২০৪১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন সালামাহ হাম্মাদ ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রহমান বিন মাহদী হাম্মাদ বিন সালামাহ হাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার ব্যাপারে মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছেঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। অধস্তন রাবী আবূ বাক্‌র (রহ.)-এর বর্ণনায় আছেঃ বেহুঁশ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়।[২০৪১]

٢٠٤٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنْ الصَّغِيْرِ وَعَنْ الْمَجْنُوْنِ وَعَنْ النَّائِمِ».

২/২০৪২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার রাওহ বিন উবাদাহ ইবনু জুরায়জ কাসিম বিন ইয়াযীদ (মাজহূল বা অপরিচিত) আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নাবালেগ, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে কলম তুলে রাখা হয়।[২০৪২]

২০৪০. সহীহুল বুখারী ২৫২৮, ৫২৬৯, ৬৬৬৪, মুসলিম ১২৭, তিরমিযী ১১৮৩, নাসায়ী ৩৪৩৩, ৩৪৩৪, ৩৪৩৫, আবূ দাঊদ ২২০৯, আহমাদ ৮৮৬৪, ৯২১৪, ৯৭৮৬, ৯৮৭৮, ৯৯৯০। সহীহ আবী দাঊদ ১৯১৫, ইরওয়া' ২০৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৪১. নাসায়ী ৩৪৩২, আবূ দাঊদ ৪৩৯৮, আহমাদ ২৪১৭৩, ২৪১৮২, ২৪৫৯০, দারিমী ২২৯৬। ইরওয়া' ২৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ ১৪৮৩, ৭/২৬৯ নং পৃষ্ঠা)

২০৪২. তিরমিযী ১৪২৩। ইরওয়া' ২৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦/١٠. بَاب طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي

১০/১৬. অধ্যায় : বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে অথবা ভুলবশত প্রদত্ত তালাক।

٢٠٤٣/١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

১/২০৪৩। ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন যূসুফ আল-ফিরয়াবী আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ বাকর আল-হুযালী (তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন) আবূ যার আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ আমার উম্মাতের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে নেয়া হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২০৪৩]

٢٠٤٤/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

২/২০৪৪। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ মিসআর কাতাদাহ যুরারাহ বিন আওফা আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাসিম বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৩৬, ২৩/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু কাসিম বিন ইয়াযীদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৯১টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ তিরমিযী ১৪২৩, আবূ দাউদ ৪৩৯৮, ৪৪০২, ৪৪০৩, দারিমী ২২৯৬, আহমাদ ৯৪৩, ৯৫৯, ১১৮৭, ১৩৩০, ১৩৬৬, ২৪১৭২, ২৪১৮১, ২৪৫৮৯, দারাকুতনী ৩২৪০, মু'জামুল আওসাত ৩৪০৩।

২০৪৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৬২৮৪, ইরওয়া' ৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৬, ৩/৪৭৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ বাকর আল-হুযালী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলতেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭২৬৮, ৩৩/১৫৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ ও আবূ বাকর আল-হুযালী এবং শাহর বিন হাওশাব এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ দারাকুতনী ৪৩০৬, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১৪১৬, মু'জামুল আওসাত ২১৩৭, ৮২৭৩।

উম্মাতের মনের মন্দ কল্পনা যতক্ষণ না সে তা কার্যকর করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে এবং তার উপর বলপ্রয়োগে কৃত কর্ম উপেক্ষা করেছেন।[২০৪৪]

٢٠٤٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

৩/২০৪৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ আতা' ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ আমার উম্মাতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।[২০৪৫]

٢٠٤٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».

৪/২০৪৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদরিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) সাওর উবায়দ বিন আবূ সালিহ (দঈফ বা দুর্বল) সাফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ আয়িশাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক ও দাসমুক্তি কার্যকর হবে না।[২০৪৬]

١٠/١٧. بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

১০/১৭. অধ্যায় : বিবাহের পূর্বে কোন তালাক নেই।

২০৪৪. সহীহুল বুখারী ২৫২৮, ৫২৬৯, ৬৬৬৪, মুসলিম ১২৭, তিরমিযী ১১৮৩, নাসায়ী ৩৪৩৩, ৩৪৩৪, ৩৪৩৫, আবূ দাঊদ ২২০৯, আহমাদ ৮৮৬৪, ৯২১৪, ৯৭৮৬, ৯৮৭৮, ৯৯৯০। সহীহ আবী দাঊদ ১৯১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৪৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৬২৮৪, রাওদুন নাদীর ৪০৪, ইরওয়া' ৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২০৪৬. আবূ দাঊদ ২১৯৩, আহমাদ ২৫৮২৮। ইরওয়া' ২০৪৭, সহীহ আবী দাঊদ ১৯০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. উবায়দ বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৪২, ২৬/৬২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু উবায়দ বিন আবূ সালিহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। তবে সঠিক নামটি হলো:মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন আবূ সালিহ। হাদীসটির ২০০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল ২৩টি অধিক দুর্বল, ৫১টি দুর্বল, ৬৬টি হাসান, ৫৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: আবূ দাঊদ ২১৯৩, আহমাদ ২৫৮২৭, দারাকুতনী ৩৮৯১, ৩৮৯২, ৩৮৯৪, ৩৯৪২, ৩৯৪৩, ৩৯৪৪, ৪৩২২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১৪৫০, ১১৪৫৭, ১১৪৫৮, ১৩৮৯৭, ১৩৮৯৯, ১৫৯১৯।

২০৪৭/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ».

১/২০৪৭। আবূ কুরায়ব হুশায়ম আমির আল-আহওয়াল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ কুরায়ব হাতিম বিন ইসমাঈল আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তালাক দেয়ার অধিকার জন্মানোর আগে প্রদত্ত তালাক কার্যকর হয় না।[২০৪৭]

২০৪৮/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ».

২/২০৪৮। আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ওয়াকিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) যুহরী উরওয়াহ মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, বিবাহের আগে তালাক নাই এবং মালিকানা লাভের আগে দাসমুক্তি নাই।[২০৪৮]

২০৪৯/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ».

২০৪৭. তিরমিযী ১১৮১, আবূ দাঊদ ২১৯০। ইরওয়া' ১৭৫১, সহীহ আবী দাঊদ ১৯০০, রাওদুন নাদীর ৫৭১, আত-তা'লীকু আলাত তানকীল ২/৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আমির আল-আহওয়াল সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার রেওয়ায়াত বর্ণনায় আমি কোন অসুবিধা দেখি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০৫৪, ১৪/৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন, অন্যত্র বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৮৭, ১৭/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

২০৪৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৭/৩১৪। ইরওয়া' ৭/১৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ওয়াকিদ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ ৪০৫২, ২০/৪০৬ নং পৃষ্ঠা) ২. হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

৩/২০৪৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক মা'মার জুওয়ায়বির (বিন সাঈদ) (তিনি খুবই দুর্বল) দহ্হাক নায্যাল বিন সাবরাহ আলী বিন আবূ তালিব নাবী বলেন, বিবাহের পূর্বে তালাক নাই।[২০৪৯]

١٨/١٠. بَاب مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ الْكَلَامِ

১০/১৮ অধ্যায় : যেসব বাক্যে তালাক সংঘটিত হয়।

٢٠٥٠/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ».

১/২০৫০। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ যুহরী উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ (আওযাঈ) বলেন, আমি যুহরী-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী-এর কোন্ স্ত্রী তাঁর থেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন? তিনি বলেন, উরওয়া আয়িশাহ্-এর বরাতে আমাকে অবহিত করেন যে, জাওন-এর কন্যা যখন রসূলুল্লাহ-এর নিকট আসে এবং তিনি তার সান্নিধ্যে যান তখন সে বলে, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। রসূলুল্লাহ বলেনঃ তুমি এক সুমহান সত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছ। অতএব তুমি তোমার পরিবারের সাথে গিয়ে মিলিত হও (চলে যাও)।[২০৫০]

١٩/١٠. بَاب طَلَاقِ الْبَتَّةِ

১০/১৯. অধ্যায় : চূড়ান্ত (বাত্তা) তালাক।

٢٠٥١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَا أَرَدْتَ بِهَا قَالَ وَاحِدَةً قَالَ اللهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ اللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ».

২০৪৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** যঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী জুওয়ায়বির (বিন সাঈদ) সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৮৫, ৫/১৬৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু জুওয়ায়বির (বিন সাঈদ) এর কারণে সানাদটি খুবই দুর্বল। হাদীসটির ২০০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ২৩টি অধিক দুর্বল, ৫১টি দুর্বল, ৬৬টি হাসান, ৫৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ আবূ দাউদ ২১৯৩, আহমাদ ২৫৮২৭, দারাকুতনী ৩৮৯০, ৩৮৯২, ৩৮৯৪, ৩৯৪৩, ৩৯৪৪, ৪৩২২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১১৪৫০, ১১৪৫৭, ১১৪৫৮, ১৩৮৯৭, ১৩৮৯৯, ১৫৯১৯।
২০৫০. সহীহুল বুখারী ৫২৫৪, নাসায়ী ৩৪১৭। ইরওয়া' ২০৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

قَالَ مُحَمَّد بْن مَاجَةَ سَمِعْت أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُوْلُ مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيْثَ قَالَ ابْن مَاجَةَ أَبُو عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاجِيَةُ وَأَحْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ.

১/২০৫১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' জারীর বিন হাযিম যুবায়র বিন সাঈদ (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন আলী বিন ইয়াযীদ বিন রুকানাহ (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) তার পিতা (আলী বিন ইয়াযীদ বিন রুকানাহ) (অপরিচিত) দাদা রুকানাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (ইয়াযীদ) তার স্ত্রীকে চূড়ান্ত (বাত্তা) তালাক দিলেন। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে (বিধান) জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেনঃ তুমি এর দ্বারা কী নিয়াত করেছিলে? ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এক তালাকের। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি কি এক তালাকেরই নিয়াত করেছিলে? ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এক তালাকেরই ইচ্ছা করেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তাঁর স্ত্রী ফেরত দিলেন।[২০৫১]

মুহাম্মাদ ইবনু মাজাহ বলেন, আমি আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ আত তনাফিসীকে বলতে শুনেছি, এ হাদীস খুব ভাল মানের নয়। ইবনু মাজাহ বলেন, আবূ উবাইদকে নাজিয়াহ বর্জন করেছেন ও আহমাদ তাঁকে কাপুরুষ বলেছেন

٢٠/١٠. بَاب الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

১০/২০. অধ্যায় : স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের এখতিয়ার প্রদান করলে।

٢٠٥٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَرَهُ شَيْئًا».

১/২০৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ মুসলিম বিন সুবায়হ মাসরূক আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে (তাঁর স্ত্রীত্বে থাকা বা তাঁকে ত্যাগ করার) এখতিয়ার প্রদান করেন। আমরা তাঁকেই গ্রহণ করি। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে তালাক গণ্য করেননি।[২০৫২]

২০৫১. তিরমিযী ১১৭৭, আবূ দাঊদ ২২০৬, ২২০৮, দারিমী ২২৭২। ইরওয়া' ২০৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী যুবায়র বিন সাঈদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৯৬৩, ৯/৩০৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন আলী বিন ইয়াযীদ বিন রুকানাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নয় ৩৪৩৬, ১৫/৩২৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আলী বিন ইয়াযীদ বিন রুকানাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৪১৫২, ২১/১৭৪ নং পৃষ্ঠা)

২০৫২. মাজাহ ২০৫৩, সহীহুল বুখারী ৪৭৮৬,৫২৬২, ৫২৬৪, মুসলিম ১৪৭৫, ১৪৭৭, তিরমিযী ১১৭৯, ৩২০৪, নাসায়ী ৩২০১, ৩২০২, ৩২০৩, ৩৪৩৯, ৩৪৪১, ৩৪৪২, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫,আবূ দাঊদ ২২০৩, আহমাদ ২৩৬৬১, ২৩৭৮৮,

٢٠٥٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ} دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقَرَأَ عَلَيَّ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا} الْآيَاتِ فَقُلْتُ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ قَدْ اخْتَرْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ».

২/২০৫৩। ✧[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবদুর রায্যাক][মা'মার][যুহরী][উরওয়াহ][আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]✧ তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো (অর্থানুবাদ)ঃ "যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি চাও" (সূরা আল-আহ্যাব ৩৩ঃ ২৯), তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করে বলেন, হে আয়িশাহ! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করবো। তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে সে সম্পর্কে তাড়াহুড়া করে কিছু বলবে না। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি জানতেন যে, নিশ্চয় আমার পিতা-মাতা কখনো তাঁর থেকে আমার বিচ্ছেদের পক্ষে মত দিবেন না। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে এ আয়াতটি পড়ে শুনান (অনুবাদ)ঃ "হে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ চাও..(সূরা আল-আহযাব ৩৩ঃ ২৮)। তখন আমি বললাম, এ সম্পর্কে আমার পিতা-মাতার সাথে আমি আর কী পরামর্শ করবো! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকেই গ্রহণ করলাম।[২০৫৩]

٢١/١٠. بَاب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

১০/২১. অধ্যায় : নারীর জন্য খোলা তালাক নিন্দনীয়।

٢٠٥٤/١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا».

১/২০৫৪। ✧[বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর][আবূ আসিম][জা'ফার বিন ইয়াহইয়া বিন সাওবান (মাকবূল)][তার চাচা উমারাহ বিন সাওবান (অপরিচিত)][আতা'][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]✧ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে স্ত্রীলোক একান্ত অনন্যোপায় অবস্থা ছাড়া, স্বামীর নিকট তালাক দাবি করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের (পথের) দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।[২০৫৪]

২৪২০০, ২৪৬৬৭, ২৪৭৭১, ২৪৮৪৮, ২৪৮৭৩, ২৪৯৯১, ২৫১৩৮, ২৫১৭৫, ২৫৪৯২, ২৫৫০৫, ২৫৫৭৭, ২৫৭৩৯, দারিমী ২২৬৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৯১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৫৩. মাজাহ ২০৫২, সহীহুল বুখারী ৪৭৮৬,৫২৬২, ৫২৬৪, মুসলিম ১৪৭৫, ১৪৭৭, তিরমিযী ১১৭৯, ৩২০৪, নাসায়ী ৩২০১, ৩২০২, ৩২০৩, ৩৪৩৯, ৩৪৪১, ৩৪৪২, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫,আবূ দাউদ ২২০৩, আহমাদ ২৩৬৬১, ২৩৭৮৮, ২৪২০০, ২৪৬৬৭, ২৪৭৭১, ২৪৮৪৮, ২৪৮৭৩, ২৪৯৯১, ২৫১৩৮, ২৫১৭৫, ২৫৪৯২, ২৫৫০৫, ২৫৫৭৭, ২৫৭৩৯, দারিমী ২২৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৫৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৭/১০১, দঈফাহ ৪৭৭৭, দঈফ আল-জামি' ৬২১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٢٠٥٥/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

২/২০৫৫। ❖[আহমাদ ইবনুল আযহার][মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল][হাম্মাদ বিন যায়দ][আয়্যূব][আবূ কিলাবাহ][আবূ আসমা'][সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে নারী তার স্বামীর কাছে একান্ত অসুবিধা ছাড়া তালাক দাবি করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।[২০৫৫]

١٠/٢٢. بَاب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

১০/২২. অধ্যায় : খোলা তালাক দাবিকারিণী স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া প্রসঙ্গে।

٢٠٥٦/١ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيْلَةَ بِنْتَ سَلُوْلَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيْقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ «فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيْقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ».

১/২০৫৬। ❖[আযহার বিন মারওয়ান][আবদুল আ'লা বিন আবদুল আ'লা][সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ][কাতাদাহ][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ সালূল-কন্যা জামীলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সাবিতের দীনদারী ও চরিত্রের ব্যাপারে কোন ত্রুটির অভিযোগ করছি না। কিন্তু আমি দীন ইসলামে (থেকে) কুফরী আচরণ অপছন্দ করি। আমি যে তাকে মনের দিক থেকে মোটেই বরদাশত করতে পারছি না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ তুমি কি সাবিতের দেয়া বাগানটি ফেরত দিবে? তিনি বলেন, হাঁ। অতএব রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তার থেকে বাগানটি ফেরত নিতে বলেন এবং অতিরিক্ত কিছু নিতে বারণ করেন।[২০৫৬]

٢٠٥٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيْمًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

উক্ত হাদীসের রাবী আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবদুল হাক বিন আবদুর রহমান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪১৭৭, ২১/২৩১ নং পৃষ্ঠা)

২০৫৫. তিরমিযী ১১৮৬, ১১৮৭, আবূ দাঊদ ২২২৬, আহমাদ ২১৮৭৪, ২১৯৩৪, দারিমী ২২৭০। ইরওয়া' ২০৩৫ মিশকাত ৩২৭৯, সহীহ আবূ দাঊদ ১৯২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৫৬. সহীহুল বুখারী ৫২৭৩, ৫২৭৫, ৫২৭৭, নাসায়ী ৩৪৬৩, বায়হাকী ৭/৩৯৯। ইরওয়া' ২০৩৬, সহীহ আবী দাঊদ, ১৯২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২০৫৭। আবূ কুরায়ব আবূ খালিদ আল-আহ্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, সাহল-কন্যা হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্রাবিত বিন কায়স বিন সামমাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্রাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট। হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র ভয় না থাকলে স্রাবিত যখন আমার নিকট আসে তখন অবশ্যই আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি কি তার বাগানটি ফেরত দিতে রাজি আছো? তিনি বলেন, হাঁ। রাবী বলেন, তিনি তার বাগানটি তাকে ফেরত দিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিলেন।[২০৫৭]

١٠/٢٣. بَاب عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

১০/২৩. অধ্যায় : খোলাকারিণী মহিলার ইদ্দাত।

١/٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنْ الْعِدَّةِ فَقَالَ «لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ».

১/২০৫৮। আলী বিন সালামাহ আন-নায়সাবূরী ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম বিন সা'দ আমার পিতা (ইবরাহীম বিন সা'দ) ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) উবায়দাহ ইবনুল ওয়ালীদ বিন উবাদাহ ইবনুস্র স্রামিত রুবায়' বিনতু মুআব্বিয বিন আফরা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (উবাদাহ) বলেন, আমি মুআব্বিয বিন আফরা'র কন্যা রুবায়' (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম, তুমি তোমার ঘটনাটি আমাকে বলো তো। সে বললো, আমি আমার স্বামীর থেকে খোলা তালাক নিয়েছিলাম। অতঃপর আমি উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কিরূপে ইদ্দাত পালন করতে হবে? তিনি বলেন, তোমাকে কোন ইদ্দাত পালন করতে হবে না। তবে তোমার স্বামী খুব কাছাকাছি সময়ে তোমার সাথে সহবাস করে থাকলে তোমাকে তার নিকট এক হায়িদ কাল থাকতে হবে। রুবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, উস্রমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-

---

২০৫৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২০৩৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৯২৯। **তাহ্কীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহ্মার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ য়ুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

এর সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছেন, যা তিনি মারইয়াম আল-মাগালিয়ার ব্যাপারে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্নাবিত বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী এবং তিনি স্বামী থেকে খোলা তালাক নিয়েছিলেন।[২০৫৮]

١٠/٢٤. بَاب الْإِيلَاءِ

১০/২৪. অধ্যায় : ঈলা (স্ত্রীসহবাস না করার শপথ)।

٢٠٥٩/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ دَخَلَ عَلَيَّ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا فَقَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ».

১/২০৫৯। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন আবূ রিজাল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) তার পিতা (আবূ রিজাল) আমরাহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই মর্মে শপথ করেন, এক মাস যাবত তাঁর স্ত্রীদের সংস্পর্শে যাবেন না। তিনি একধারে উনত্রিশ দিন এভাবে কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে তিরিশ দিনের সন্ধ্যা হলে তিনি আমার নিকট আসেন। আমি বললাম, আপনি তো শপথ করেছিলেন যে, আপনি এক মাস ধরে আমাদের সংস্পর্শে আসবেন না। তিনি বলেনঃ মাস এভাবেও হয়। তিনি তাঁর দু' হাতের আঙ্গুলসমূহ তিনবার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রেখে ইশারায় বলেনঃ মাস এভাবেও হয়, তিনি পুনরায় (দু'বার পূর্বোক্ত নিয়মে দেখান) কিন্তু তৃতীয় বারে তিনি একটি আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ রাখেন (অর্থাৎ মাস ঊনতিরিশ দিনেও হয়)।[২০৫৯]

٢٠٦٠/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّمَا آلَى لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ فَغَضِبَ ﷺ فَآلَى مِنْهُنَّ.

২/২০৬০। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ হারিস্রাহ বিন মুহাম্মাদ (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ত উপঢৌকন তাঁকে ফেরত দেয়ার কারণে তিনি ঈলা করেছিলেন। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছিলেন, যায়নব তো আপনাকে অপমান করেছে! এতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের সংস্পর্শে না আসার শপথ (ঈলা) করেন।[২০৬০]

২০৫৮. নাসায়ী ৩৪৯৮, বায়হাকী ৭/৩৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২০৫৯. আহমাদ ২৩৫৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন আবূ রিজাল সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮১৩, ১৯/৩৭৪ নং পৃষ্ঠা)

২০৬০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তা'লীক ইবনু মাজাহ।

٢٠٦١/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «آلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ رَاحَ أَوْ غَدَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ».

৩/২০৬১। [আহমাদ বিন য়ূসুফ আস-সুলামী] [আবূ আসিম] [ইবনু জুরায়জ] [ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন স্বায়ফী] [ইকরিমাহ বিন আবদুর রহমান] [উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা] রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কতক স্ত্রীর সংস্পর্শে না আসার জন্য এক মাসের ঈলা করেছিলেন। ঊনতিরিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বিকালে অথবা সকালে তিনি (স্ত্রীদের নিকট) আসেন। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ঊনতিরিশ দিন তো অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেন, মাস ঊনতিরিশ দিনেও হয়।[২০৬১]

١٠/٢٥. بَاب الظِّهَارِ

১০/২৫. অধ্যায় : যিহার প্রসঙ্গে।

٢٠٦٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ لَا أَرَى رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُصِيبُ فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي وَقُلْتُ لَهُمْ سَلُوْا لِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا مَا كُنَّا نَفْعَلُ إِذًا يُنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْنَا كِتَابًا أَوْ يَكُوْنَ فِيْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْلٌ فَيَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهُ وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ لِجَرِيْرَتِكَ اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْتَ بِذَاكَ فَقُلْتُ أَنَا بِذَاكَ وَهَا أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ قَالَ «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنْ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ قَالَ فَتَصَدَّقْ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ مَا لَنَا عَشَاءٌ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا».

উক্ত হাদীসের রাবী হারিস্রাহ বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০৫৭, ৫/৩১৩ নং পৃষ্ঠা)

২০৬১. সহীহুল বুখারী ১৯১০, মুসলিম ১০৮৫, আহমাদ ২৬১৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ তা'লীক ইবনু মাজাহ।

১/২০৬২। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮আবদুল্লাহ বিন নুমায়র❯❮মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)❯❮মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা'❯❮সুলায়মান বিন ইয়াসার❯❮সালামাহ্ বিন সাখ্‌র আল-বায়াদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ তিনি বলেন, আমি নারীদের প্রতি অধিক আসক্ত ছিলাম। অন্য পুরুষের তুলনায় আমি তাদের সাথে বেশি সহবাসে লিপ্ত হতাম। রমাদান মাস শুরু হলে আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করলাম। রমাদান মাস প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। একদা রাতের বেলা সে আমার সাথে কথাবার্তা বলছিল· তখন তার দেহের একটি অংশ আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো। আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তার সাথে সহবাস করলাম। ভোর হলে আমি সকাল সকাল আমার সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আমার ঘটনাটি জানালাম। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করো। তারা বললো, আমরা তা করতে পারবো না। হয়ত বা আল্লাহ্ আমাদের সম্পর্কে কিতাব (কুরআনের আয়াত) নাযিল করবেন অথবা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের এমন কিছু বলবেন, যা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে থাকবে। বরং আমরা তোমার অপরাধসহ তোমাকে সোপর্দ করবো। তুমি নিজেই গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তোমার ঘটনাটি বলো। রাবী বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার বিষয়টি তাঁকে জানালাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি এটা করেছো? আমি বললাম, আমিই এটা করেছি। আমি এখানে আছি হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার প্রতি আল্লাহ্‌র যে হুকুম হয় তাতে আমি ধৈর্য ধারণ করবো। তিনি বলেনঃ একটি গোলামকে দাসত্বমুক্ত করো। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি আমার দেহটি ছাড়া আর কিছুর মালিক নই। তিনি বলেনঃ তাহলে একাধারে দু' মাস সিয়াম রাখো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উপর যে বিপদ এসেছে, তা তো এই রোযার কারণেই। তিনি বলেনঃ তাহলে দান-খয়রাত করো অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। রাবী বলেন, আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমরা এ রাতটি নিরন্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেছি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি বনু যুরাইক-এর যাকাত বণ্টনকারীর নিকট যাও এবং তাকে বলো, সে যেন তোমাকে যাকাতের কিছু মাল দান করে। তা দিয়ে তুমি ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা নিজের উপকারে লাগাও।[২০৬২]

٢٠٦٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ «{قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ}».

২০৬২. মাজাহ ২০৬৪, তিরমিযী ১১৯৮, ১২০০, ৩২৯৯, আবূ দাউদ ২২১৩, আহমাদ ২৩১৮৮, দারিমী ২২৭৩, বায়হাকী ৭/৩৭১। ইরওয়া' ২০৯১, সহীহ আবী দাউদ ১৯১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২/২০৬৩। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [মুহাম্মাদ বিন আবূ উবায়দাহ] [আমার পিতা (আবূ উবায়দাহ)] [আ'মাশ] [তামীম বিন সালামাহ] [উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র] [আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেছেন, বরকতময় সেই সত্তা যাঁর শ্রবণশক্তি সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমি সা'লাবার কন্যা খাওলা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর কিছু কথা শুনলাম এবং কিছু কতা আমার অজ্ঞাত থেকে যায়। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে আমার যৌবন উপভোগ করেছে এবং আমি আমার পেট থেকে তাকে অনেক সন্তান উপহার দিয়েছি। অবশেষে আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলাম এবং সন্তানদানে অক্ষম হলাম, তখন সে আমার সাথে যিহার করেছে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে আমার অভিযোগ পেশ করছি। অতঃপর বেশি সময় অতিবাহিত না হতেই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এ আয়াতগুলো নিয়ে অবতরণ করলেন (অনুবাদ)ঃ "আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে নিজের স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকটও ফরিয়াদ করছে..." (সূরা মুজাদালাহঃ ১)[২০৬৩]

٢٦/١٠. بَاب الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

১০/২৬. অধ্যায় : যিহারকারী কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হলে।

٢٠٦٤/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ».

১/২০৬৪। [আবদুল্লাহ বিন সাঈদ] [আবদুল্লাহ বিন ইদরীস] [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)] [মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা'] [সুলায়মান বিন ইয়াসার] [সালামাহ্ বিন স্‌খ্‌র আল-বায়াদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] থেকে বর্ণিত, কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হওয়া যিহারকারী সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ একই কাফ্‌ফারা হবে (অর্থাৎ সহবাসের জন্য স্বতন্ত্র কাফফারা হবে না)।[২০৬৪]

٢٠٦٥/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ».

২০৬৩. মাজাহ ১৮৮, নাসায়ী ৩৪৬০, বায়হাকী ৭/৩৫১। ইরওয়া' ৭/১৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৬৪. মাজাহ ২০৬২, তিরমিযী ১১৯৮, ১২০০, ৩২৯৯, আবূ দাউদ ২২১৩, আহমাদ ২৩১৮৮, দারিমী ২২৭৩। মুখতাসারুল হাদীস্র ২০৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২/২০৬৫। আব্বাস বিন ইয়াযীদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) গুনদার মা'মার হাকাম বিন আবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে এবং কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাস করে। অতঃপর সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করে। তিনি বলেনঃ এরূপ করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করলো! সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! চাঁদের আলোতে আমি তার পদদ্বয়ের মলের ঔজ্জ্বল্য দেখে ফেলি এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তার সাথে সহবাস করে বসি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বর্ণনা শুনে হাসলেন এবং তাকে কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার নির্দেশ দিলেন।[২০৬৫]

١٠/٢٧. بَاب اللِّعَانِ

১০/২৭. অধ্যায় : লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ)।

٢٠٦٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ سَلْ لِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَعَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَابَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لَآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيْهِمَا فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لَئِنْ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «انْظُرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ».

১/২০৬৬। আবূ মারওয়ান আল-উস্‌মানী মুহাম্মাদ বিন উস্‌মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, উয়ায়মির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আসিম বিন আদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট এসে বলেন, আপনি আমার পক্ষ থেকে

২০৬৫. তিরমিযী ১১৯৯, নাসায়ী ৩৪৫৭, ৩৪৫৮, ৩৪৫৯, আবূ দাঊদ ২২২১, ২২২২, বায়হাকী ৭/২২২। ইরওয়া' ৭/১৩৯। তাহকীক আলবানীঃ হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. আব্বাস বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৪৬, ১৪/২৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. হাকাম বিন আবান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪২২, ৭/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করুন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষ লোককে পেয়ে তাকে হত্যা করে, তাহলে কি এর প্রতিশোধে তাকেও হত্যা করা হবে অথবা কী করা হবে? আসিম (রাঃ) এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্নকারির প্রশ্ন অপছন্দ করেন। উয়ায়মির (রাঃ) আসিম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী করেছেন? আসেম (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি। তুমি কোন শুভ বিষয় আমার নিকট পৌঁছাওনি। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অপছন্দ করেন। উয়াইমির (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। অতএব তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে দেখেন যে, এইমাত্র তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল হয়েছে। তিনি তাদের উভয়কে লিআন করান। উয়াইমির (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ,হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যদি তাকে নিয়ে (স্ত্রী হিসাবে) বাড়ি যাই, তাহলে আমি তার উপর যেনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপকারী সাব্যস্ত হবো। এই বলে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ দানের আগেই তাকে তালাক দেন। পরবর্তীতে লিআনকারীদ্বয়ের ব্যাপারে এটাই বিধানরূপে ধার্য হয়। এরপর নাবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা এই নারীর প্রতি লক্ষ্য রাখো। সে যদি কৃষ্ণকায়, বড় চোখবিশিষ্ট ও মোটা নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমি মনে করবো যে, উয়াইমির সত্যবাদী। আর যদি সে এমন লাল বর্ণের সন্ত ান প্রসব করে, যা মনে হয় লাল রংয়ের কীট, তবে আমি মনে করবো যে, উয়াইমির মিথ্যাবাদী। রাবী বলেন, সেই নারী একটি কৃষ্ণকায় সন্তান প্রসব করেছিল।[২০৬৬]

٢٠٦٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِيْ أَمْرِيْ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ قَالَ فَنَزَلَتْ «{وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ حَتَّى بَلَغَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ} فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ {أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ} قَالُوْا لَهَا إِنَّهَا لَمُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ انْظُرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ».

২০৬৬. সহীহুল বুখারী ৪২৩, ৪৭৪৫, ৪৭৪৬, ৫২৫৯, ৫৩০৮, ৫৩০৯, ৬৮৫৪, ৭১৬৬, ৭৩০৪, মুসলিম ১৪৯২, নাসায়ী ৩৪০২, ৩৪৬৬, আবূ দাউদ ২২৪৫, ২২৪৮, ২২৫১, আহমাদ ২২৩২০, ২২৩৩০, ২২৩৪৪, ২২৩৪৬, মুয়াত্তা মালিক ১২০১, দারিমী ২২২৯, বায়হাকী ৬/১৮৫। ইরওয়া' ২১০০ সহীহ আবী দাউদ ১৯৪২-১৯৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা)

২/২০৬৭। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার][ইবনু আবূ আদী][হিশাম বিন হাস্সান][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শরীক বিন সাহ্মার সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ প্রমাণ পেশ করো অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দ কার্যকর হবে। হেলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি অবশ্যই সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ আমার অভিযোগের ব্যাপারে এমন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে হদ্দ থেকে রক্ষা করবে। তখন এই আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ)ঃ “আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্র লানত” (সূরা নূরঃ ৬৭)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ ফিরিয়ে তাদের দু'জনকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে প্রথমে হেলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে শপথ করেন এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। অতএব কেউ তওবা করবে কি? অতঃপর স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলো। পঞ্চমবারে সে যখন বলতে যাচ্ছিল যে, সে (স্বামী) সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হোক, তখন লোকেরা তাকে বললো, এটি কিন্তু অবধারিতকারী বাক্য। বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সেই নারী তখন আর কিছু না বলে থেমে গিয়ে পিছনে হটে গেলো। শেষে আমরা মনে করলাম, সে হয়তো ফিরে যাবে (বিরত থাকবে)। কিন্তু সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার সম্প্রদায়কে চিরদিনের জন্য কালিমালিপ্ত করতে পারি না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য রেখো। সে যদি সুরমাদীপ্ত চোখ, মাংসল নিতম্ব ও মাংসল পদযুগলবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে এটি শরীক বিন সাহ্মার। অতঃপর সে এই ধরনের সন্তানই প্রসব করলো। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্র কিতাবে আগেই যদি (লিআনকারীর) বিধান না দেয়া থাকতো, তাহলে তার ও আমার মধ্যে একটা কিছু ঘটে যেত (তাকে শাস্তি দিতাম)।[২০৬৭]

٢٠٦٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَاللهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ «عَسَى أَنْ تَجِيْءَ بِهِ أَسْوَدَ فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا».

৩/২০৬৮। [আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ও ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব][আবদাহ বিন সুলায়মান][আ'মাশ][ইবরাহীম][আলকামাহ][আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমরা জুমুআহ্র রাতে মাসজিদে অবস্থানরত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বললো, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন ব্যক্তিকে (অপকর্মে লিপ্ত) পেয়ে তাকে হত্যা করে, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর যদি সে যেনার অপবাদ দেয়, তাহলে তোমরা তাকে অবশ্যি বেত্রাঘাতে জর্জরিত করবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে বিষয়টি তুলে ধরবো। অতএব সে তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে পেশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা লিআন সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর লোকটি তার স্ত্রীর

২০৬৭. সহীহুল বুখারী ২৬৭১, ৪৭৪৭, ৫৩০৭,তিরমিযী ৩১৭৯, আবূ দাউদ ২২৫৪, ২২৫৫, ২২৫৬, আহমাদ ২৪৬৪। ইরওয়া' ২০৯৮, সহীহ আবী দাউদ ১৯৫১। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

প্রতি যেনার অপবাদসহ হাযির হলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উভয়কে লিআন করান এবং সাথে সাথে আরও বলেনঃ হয়তো সে একটি কৃষ্ণকায় সন্তান প্রসব করবে। পরে সে কৃষ্ণকায় ও কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট একটি বাচ্চা প্রসব করে।[২০৬৮]

٢٠٦٩/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا «فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ».

৪/২০৬৯। আহমাদ বিন সিনান, আবদুর রহমান বিন মাহদী, মালিক বিন আনাস, নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লিআন করায় এবং তার গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানটি উক্ত নারীর সাথে যুক্ত করেন।[২০৬৯]

٢٠٧٠/٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلَانَ فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ «فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ».

৫/২০৭০। আলী বিন সালামাহ আন-নায়সাবূরী, ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম বিন সা'দ, আমার পিতা (ইবরাহীম বিন সা'দ), ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে), তালহাহ বিন নাফি', সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বালইজলান গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করে। অতঃপর সে তার ঘরে প্রবেশ ক'রে তার সাথে রাত কাটায়। ভোর হলে সে বললো, আমি তাকে কুমারী পাইনি। তার বিষয়টি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি যুবতীকে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, হাঁ, অবশ্যই আমি কুমারী ছিলাম। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলে তারা উভয়েই লিআন করে। তিনি তাকে মোহরানা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[২০৭০]

٢٠٧١/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ».

২০৬৮. মুসলিম ১৪৯৫, আবূ দাঊদ ২২৫৩। সহীহ আবী দাঊদ ১৯৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৬৯. সহীহুল বুখারী ৪৭৪৮, ৫৩০৬, ৫৩১১, ৫৩১২, ৫৩১৩, ৫৩১৪, ৫৩১৫, ৫৩৪৯, ৬৭৪৮, মুসলিম ১৪৯৩, ১৪৯৪, তিরমিযী ১২০৩, নাসায়ী ৩৪৭৩, ৩৪৭৪, ৩৪৭৫, ৩৪৭৬, ৩৪৭৭, আবূ দাঊদ ২২৫৮, ২২৫৯, আহমাদ ৪৪৬৩, ৪৫১৩, ৪৫৮৯, ৪৬৭৯, ৪৯২৬, ৪৯৮৯, ৫১৮০, ৫২৯০,৬০৬৩ মুয়াত্তা মালিক ১২০২, দারিমী ২২৩২। সহীহ আবী দাঊদ ১৯৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৭০. আহমাদ ২৩৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

৬/২০৭১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ আল-হাদরামী দমরাহ বিন রাবীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন তবে কম) (উস্রমান) ইবনু আতা' (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আতা' বিন আবূ মুসলিম) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ, ইরসাল ও তাদলীস করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ চার ধরনের দম্পতির মধ্যে লিআনের বিধান প্রযোজ্য নয়ঃ মুসলিম ব্যক্তির বিবাহাধীন খ্রিস্টান নারী, মুসলিম ব্যক্তির বিবাহাধীন ইহূদী নারী, ক্রীতদাসের বিবাহাধীন স্বাধীনা নারী এবং স্বাধীন পুরুষের বিবাহাধীন ক্রীতদাসী।[২০৭১]

٢٨/١٠. بَاب الْحَرَام

১০/২৮. অধ্যায় : কোন বৈধ বিষয় হারাম করা সম্পর্কে।

٢٠٧٢/١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً».

১/২০৭২। হাসান বিন কাযআহ মুসলিম বিন আলকামাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) দাউদ বিন আবূ হিন্দ আমির মাসরূক আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের সংস্পর্শে না আসার শপথ (ঈলা) করে হালালকে হারাম করেন। ফলে তিনি (তাঁর জন্য) হালাল বিষয়টি হারাম করলেন এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[২০৭২]

٢٠٧٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ يَمِيْنٌ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

২০৭১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. দমরাহ বিন রাবীআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সালিহ। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিসরী বলেন, তিনি তাদের যুগে একজন ফাকীহ ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৩৮, ১৩/৩১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. (উস্রমান) ইবনু আতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৪৬, ১৯/৪৪১ নং পৃষ্ঠা) ৩. আতা' বিন আবূ মুসলিম সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্র ভুলে যেতেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৪১, ২০/১০৬ নং পৃষ্ঠা)

২০৭২. তিরমিযী ১২০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ তা'লীক ইবনু মাজাহ্।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুসলিম বিন আলকামাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৫৭, ২৭/৫৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২/২০৭৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, ওয়াহব বিন জারীর, হিশাম আদ-দাসতুয়াঈ, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর, ইয়া'লা বিন হাকীম, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, হালাল বস্তু (নিজের উপর) হারাম করা শপথরূপে গণ্য হবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেনঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে অনুসরণীয় আদর্শ" (সূরা আহযাবঃ ২১)।[২০৭৩]

١٠/٢٩. بَاب خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ

১০/২৯. অধ্যায় : দাসী দাসত্বমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ রদের এখতিয়ার লাভ করে।

٢٠٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ «فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ».

১/২০৭৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, হাফস বিন গিয়াস, আ'মাশ, ইবরাহীম, আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ, আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বারীরাকে দাসত্বমুক্ত করে দিলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (তার বিবাহ বন্ধন বহাল রাখা বা না রাখার) ইখতিয়ার দেন। তার স্বামী ছিল স্বাধীন পুরুষ।[২০৭৪]

٢٠٧٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ».

২/২০৭৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী, আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস্‌-সাকাফী, খালিদ আল-হায্‌যা', ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, বারীরার স্বামী মুগীস ছিল ক্রীতদাস। আমি যেন তাকে দেখছি যে, সে বারীরার পিছে পিছে ছুটছে আর কাঁদছে এবং তার চোখের অশ্রু তার গাল বেয়ে পড়ছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেনঃ হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা এবং মুগীছের প্রতি বারীরার ঘৃণাতে কি আপনি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন না! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারীরাকে বললেনঃ তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে। কেননা সে তোমার সন্তানের পিতা। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বলেনঃ আমি কেবল সুপারিশ করছি। সে বললো, তাকে আমার প্রয়োজন নাই।[২০৭৫]

২০৭৩. সহীহুল বুখারী ৪৯১১, মুসলিম ১৪৭৩, নাসায়ী ৩৪২০। ইরওয়া' ২০৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৭৪. মাজাহ ২০৭৬,সহীহুল বুখারী ৪৫৬, ১৪৯৩, ২১৫৫, ২১৫৬, ২১৬৮, ২১৬৯, ২৫৩৬, ২৫৬১, ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৬৫, ২৫৭৮, ২৭১৭, ২৭২৬, ২৭২৯, ২৭৩৫, ৫০৯৭, ৫২৭৯, ৫২৮৪, ৫৪৩০, ৬৭১৭, ৬৭৫১, ৬৭৫৪, ৬৭৫৮, ৬৭৬০, মুসলিম ১০৭৫, ১৫০৪, তিরমিযী ১১৫৪, ১১৫৫, ২১২৪, ২১২৫, নাসায়ী ২৬১৪, ৩৪৪৭, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯, ৩৪৫১, ৩৪৫২,৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৬৪২, ৪৪৪৬, ৪৬৫৫, ৪৪৫৬,আবূ দাউদ ২২৩৩, ২২৩৬, ২৯১৬, ৩৯২৯, আহমাদ ২৩৫৩৩, ২৩৬৩০, ২৩৬৬৭, ২৪০০১, ২৪৩১৮, ২৪৩৭৫, ২৪৩৯৮, ২৪৫১০, ২৪৬৪৪, ২৪৭৫৬, ২৪৮৩৮, ২৪৮৬৫, ২৪৮৯৮, ২৪৯২৪, ২৪৯৪০, ২৫০০৬, ২৫০৩৬, ২৫০৫৭, ২৫১৯৮, ২৫২২৭, ২৫২৫৮, ২৫৭৮৫, ২৫৮০৩, মুয়াত্তা মালিক ১১৯২, ১৫১৯, দারিমী ২২৮৯, বায়হাকী৭/৪৪৮। ইরওয়া' ৭/২৭৬, সহীহ আবী দাউদ ১৯৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বাধীন শব্দ ব্যতীত সহীহ, কিন্তু আবদ বা দাস শব্দে মাহফূয।

২০৭৫. সহীহুল বুখারী ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩, তিরমিযী ১১৫৬, নাসায়ী ৫৪১৭, আবূ দাউদ ২২৩১, ২২৩২, আহমাদ ১৮৪৭, ২৫৩৮, ৩৩৯৫, দারিমী ২২৯২। ইরওয়া' ৬/২৭৬-২৭৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৯৩৩-১৯৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٠٧٦/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَضَى فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ حِيْنَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوْكًا وَكَانُوْا يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا فَتُهْدِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُوْلُ «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

৩/২০৭৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) কাসিম বিন মুহাম্মাদ আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, বারীরার প্রসঙ্গ থেকে শরীআতের তিনটি বিধান জারী হয়েছে। তাকে দাসত্বমুক্ত করার পর তাকে তার ক্রীতদাস স্বামীর বিবাহাধীনে থাকা বা না থাকার এখতিয়ার দেয়া হয়। লোকেরা তাকে পর্যাপ্ত দান-খয়রাত করতো। সে তা থেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উপঢৌকন দিতো। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ তা তার জন্য সদাকা (দান) কিন্তু আমাদের বেলায় উপঢৌকন। তার প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আযাদকারী ব্যক্তিই ওয়ালাআর (অভিভাবকত্বের) অধিকারী।[২০৭৬]

٢٠٧٧/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ».

৪/২০৭৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, বারীরাকে তিন হায়িদকাল ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেয়া হয়।[২০৭৭]

٢٠٧٨/٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «خَيَّرَ بَرِيْرَةَ».

৫/২০৭৮। ইসমাঈল বিন তাওবাহ আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আবদুর রহমান বিন উয়ায়নাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারীরাকে (বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা বা না রাখার) ইখতিয়ার প্রদান করেন।[২০৭৮]

২০৭৬. মাজাহ ২০৭৪, সহীহুল বুখারী ৪৫৬, ১৪৯৩, ২১৫৫, ২১৫৬, ২১৬৮, ২১৬৯, ২৫৩৬, ২৫৬১, ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৬৫, ২৫৭৮, ২৭১৭, ২৭২৬, ২৭২৯, ২৭৩৫, ৫০৯৭, ৫২৭৯, ৫২৮৪, ৫৪৩০, ৬৭১৭, ৬৭৫১, ৬৭৫৪, ৬৭৫৮, ৬৭৬০, মুসলিম ১০৭৫, ১৫০৪, তিরমিযী ১১৫৪, ১১৫৫, ২১২৪, ২১২৫, নাসায়ী ২৬১৪, ২৪৪৭, ২৪৪৮, ২৪৪৯, ২৪৫৪, ৪৬৪২, ৪৪৪৬, ৪৬৫৫, ৪৪৫৬,আবূ দাউদ ২২৩৩, ২২৩৬, ২৯১৬, ৩৯২৯, আহমাদ ২৩৫৩৩, ২৩৬৩০, ২৩৬৬৭, ২৪০০১, ২৪৩১৮, ২৪৩৭৫, ২৪৩৯৮, ২৪৫১০, ২৪৬৪৪, ২৪৭৫৬, ২৪৮৩৮, ২৪৮৬৫, ২৪৮৯৮, ২৪৯২৪, ২৪৯৪০, ২৫০০৬, ২৫০৩৬, ২৫০৫৭, ২৫১৯৮, ২৫২২৭, ২৫২৫৮, ২৫৭৮৫, ২৫৮০৩, মুয়াত্তা মালিক ১১৯২, ১৫১৯, দারিমী ২২৮৯, বায়হাকী ৭/৪৩৭। ইরওয়া' ৬/২৭৪, রাওদুন নাদীর ৮২৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৪৫৯, ২৫৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

২০৭৭. তিরমিযী ১১৮২, আবূ দাউদ ২১৮৯, দারিমী ২২৯৪, বায়হাকী ৭/৪৩৯। ইরওয়া' ২১২০, সহীহ আবূ দাউদ ১৯৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৭৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ১/১৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٠/١٠. بَاب فِيْ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا

১০/৩০. অধ্যায় : দাসীর তালাক ও তার ইদ্দাতকাল।

٢٠٧٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيْبٍ الْمُسْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».

১/২০৭৯। মুহাম্মাদ বিন তারীফ ও ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী আমর বিন শুআয়ব আল-মুসলী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন ঈসা আতিয়্যাহ (বিন সা'দ) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ক্রীতদাসীর তালাক হচ্ছে দু'বার এবং তার ইদ্দাত দু' হায়িদকাল।[২০৭৯]

٢٠٨٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ».

٢٠٨٠/٢ (١) - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَخْبَرَنِي عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ».

২/২০৮০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আসিম ইবনু জুরাইজ মুযাহির বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, "দাসীর তালাক হলো দুটি এবং তার ইদ্দত হলো দু' হায়িদ।"

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২০৮০ (১)। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আসিম মুযাহির বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ক্রীতদাসীর তালাক হচ্ছে দুটি এবং তার ইদ্দাত দু' হায়িদকাল।[২০৮০]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৮৩, ৩১/১৯৯ নং পৃষ্ঠা)

২০৭৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৭/১৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আমর বিন শুআয়ব আল-মুসলী সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২৫৬, ২১/৩৯০ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ (বিন সা'দ) সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ কর সঠিক নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

২০৮০. তিরমিযী ১১৮২, আবূ দাউদ ২১৮৯, দারিমী ২২৯৪। ইরওয়া' ২০৬৬, দঈফ আবূ দাউদ ৩৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

١٠/٣١. بَاب طَلَاقِ الْعَبْدِ

১০/৩১. অধ্যায় : ক্রীতদাসের তালাক।

٢٠٨١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ سَيِّدِيْ زَوَّجَنِيْ أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».

১/২০৮১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকায়র ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মূসা বিন আয়্যূব আল-গাফিকী (মাকবূল) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার মনিব তার বাঁদীকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছে। এখন সে আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারে আরোহণ করলেন, অতঃপর বলেনঃ হে লোকসকল! তোমাদের কারো এরূপ আচরণ কেন যে, সে তার গোলামের সাথে তার বাঁদীর বিবাহ দেয়, অতঃপর তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়? নারীর উরু স্পর্শ করা যার জন্য বৈধ, তালাকের অধিকার তার।[২০৮১]

١٠/٣٢. بَاب مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

১০/৩২. অধ্যায় : কেউ দাসীকে দু' তালাক দেয়ার পর তাকে ক্রয় করলে।

٢٠٨٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِيْ نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضَى بِذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيْمَةً عَلَى عُنُقِهِ.

উক্ত হাদীসের রাবী মুযাহির বিন আসলাম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০১৬, ২৮/৯৬ নং পৃষ্ঠা)

২০৮১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৯/১৫৭ ইরওয়া' ২০৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

১/২০৮২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন যানজাওয়াহ আবূ বাকর আবদুর রায্যাক মা'মার ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর উমার বিন মুআত্তিব (দঈফ বা দুর্বল) বানূ নাওফালের মুক্ত দাস আবূল হাসান (মাকবূল) বলেন ইবনু আব্বাস কে একটি গোলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে তার স্ত্রীকে দু' তালাক দিয়েছে, পরে তাদের উভয়কে দাসত্বমুক্ত করা হয়েছে, সে কি তাকে বিবাহ করতে পারে? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কার বরাতে বলছেন? তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।

আবদুর রায্যাক বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুবারাক বলেছেন, আবূল হাসান যে মস্তবড় পাথর তার গর্দানে চাপিয়ে নিয়েছে।[২০৮২]

١٠/٣٣. بَاب عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

১০/৩৩. অধ্যায় : উম্মুল ওয়ালাদ-এর উদ্দাত।

٢٠٨٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

১/২০৮৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ মাতারিল ওয়াররাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তার আতা' কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র দঈফ বা দুর্বল) রাজা' বিন হায়ওয়াহ কাবীসাহ বিন যুআয়ব আম্র ইবনুল আস্ তিনি বলেন, তোমরা আমাদের সামনে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ -এর সুন্নাতকে বিপর্যস্ত করো না। উম্মুল ওয়ালাদের ইদ্দত চার মাস দশ দিন।[২০৮৩]

١٠/٣٤. بَاب كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

১০/৩৪. অধ্যায় : যে মহিলার স্বামী মারা গেছে ইদ্দাত চলাকালে তার রূপচর্চা করা মাকরূহ।

٢٠٨٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ

২০৮২. নাসায়ী ৩৪২৮, আবূ দাউদ ২১৮৭। দঈফ আবূ দাউদ ৩৭৫-৩৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী উমার বিন মুআত্তিব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তাকে চিনি না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি তার 'দুআফা'' গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৩০৯, ২১/৫০৮ নং পৃষ্ঠা)

২০৮৩. আবূ দাউদ ২৩০৮। ইরওয়া' ১১৪১, আস-সহীহ ১৯৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মাতারিল ওয়াররাক সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা)

فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

১/২০৮৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ ইয়াযীদ বিন হারূন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হুমায়দ বিন নাফি' যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি উম্মু সালামাহ ও উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলতে শুনেছেন, এক স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। এখন তার চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে, তাই সে তার চোখে সুরমা লাগাতে চায়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, কোন নারী এক বছর পূর্ণ হলে পর গোবর ছিটিয়ে ইদ্দত সমাপ্ত করতো। এখন তা কেবল চার মাস দশ দিন।[২০৮৪]

١٠/٣٥. بَاب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

১০/৩৫. অধ্যায় : স্বামী ব্যতীত অপরের মৃত্যুতে মহিলারা কি রূপচর্চা বর্জন করবে?

١/٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ».

১/২০৮৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ্ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন নারীর জন্য স্বামী ব্যতীত অপর কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক রূপচর্চা বর্জন (বা শোক পালন) করা বৈধ নয়।[২০৮৫]

٢/٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ».

২/২০৮৬। হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যি আবুল আহওয়াস্ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ নাফি' স্বাফিয়্যাহ বিনতু আবূ উবায়দ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে নারী আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক রূপচর্চা বর্জন করা (বা শোক পালন করা) বৈধ নয়।[২০৮৬]

٣/٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

২০৮৪. সহীহুল বুখারী ১২৮০, ১২৮২, ৫৩৩৪, ৫৩৩৭, ৫৩৩৯, ৫৩৪৫, ৫৭০৭, মুসলিম ১৪৮৬, ১৪৮৯, ১৪৮৮, ১৪৮৬, তিরমিযী ১১৯৫, ১১৯৭, নাসায়ী ৩৫০০, ৩৫০১,৩৫০২, ৩৫০৪, ৩৫২৭, ৩৫৩৩, ৩৫৩৫, ৩৫৩৮, ৩৫৩৯, ৩৫৪০, ৩৫৪১, আবূ দাঊদ ২২৯৯,আহমাদ ২৫৯৬২, ২৬১১২, ২৬২২৫, ২৬২২৬, আহমাদ ২৬৮৫২, মুয়াত্তা মালিক ১২৬৮, ১২৭০, দারিমী ২২৮৪। সহীহ আবূ দাঊদ ১৯৯২, ইরওয়া' ২১১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৮৫. মুসলিম ১৪৯০, আবূ দাঊদ ২৩৫৭২, ২৪৯৮৬, ২৫৫৯০, ২৫৮৭২, ২৫৯১৩, ২৫৯১৭, মুয়াত্তা মালিক ১২৭১, দারিমী ২২৮৩। ইরওয়া' ৭/১৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৮৬. মুসলিম ১৪৯০, নাসায়ী ৩৫০৩, আবূ দাঊদ ২৪৯৮৬, আহমাদ ২৫৯১৩, ২৫৯১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ».

৩/২০৮৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হিশাম বিন হাস্‌সান হাফসাহ উম্মু আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করবে না। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সে রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করবে না, তবে ইয়ামানের বিশেষ ধরনের রঙ্গীন চাদর পরতে পারবে। সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, তবে হায়িদ থেকে পবিত্র হওয়ার সময় গোসলের বেলায় সামান্য কস্তুরী ও চন্দন ব্যবহার করতে পারবে।[২০৮৭]

٣٦/١٠. بَاب الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوْهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

১০/৩৬. অধ্যায় : পিতা পুত্রকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে নির্দেশ দিলে।

٢٠٨٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِيْ يُبْغِضُهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ «فَأَمَرَنِيْ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا».

১/২০৮৮। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান ও উসমান বিন উমার ইবনু আবূ যি'ব তার মামা হারিস বিন আবদুর রহমান হামযাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিলো। তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উল্লেখ করেন। তিনি তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। অতএব আমি তাকে তালাক দিলাম।[২০৮৮]

٢٠٨٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ أَبُوْهُ أَوْ أُمُّهُ شَكَّ شُعْبَةُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى وَيُطِيْلُهَا وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْفِ بِنَذْرِكَ وَبِرَّ وَالِدَيْكَ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوِ اتْرُكْ».

২/২০৮৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ আবদুর রহমান আবুদ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে তার পিতা অথবা তার মা তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়। এদিকে সে শপথ করে বললো যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে এক শত গোলাম দাসত্বমুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায়

২০৮৭. সহীহুল বুখারী ৩১৩, ১২৭৯, ৫৩৪০, ৫৩৪১, ৫৩৪৩, মুসলিম ৯৩৮, নাসায়ী ৩৫৩৪, ৩৫৩৬, আবূ দাউদ ২৩০২, আহমাদ ২০২৭০, ২৬৭৫৯, দারিমী ২২৮৬। ইরওয়া' ৭/১৯৪-১৯৫, সহীহ আবূ দাউদ ১৯৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৮৮. তিরমিযী ১১৮৯, আবূ দাউদ ৫১৩৮। সহীহাহ ৯১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

সে আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট হাদির হলো। তখন তিনি চাশতের স্বলাত পড়ছিলেন এবং তিনি তা দীর্ঘায়িত করেন। আর যোহর ও আস্বরের মাঝেও তিনি স্বলাত পড়তেন। লোকটি তাকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমার মানত পূর্ণ করো এবং তোমার পিতা-মাতার হুকুমও পালন করো। আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরও বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ পিতা হচ্ছে জান্নাতের উত্তম দরজা। অতএব তুমি তোমার পিতা-মাতার অধিকার সংরক্ষণ করো কিম্বা ত্যাগ করো।[২০৮৯]

২০৮৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৯১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

(١١) : كِتَاب الْكَفَّارَاتِ

পর্ব (১১) : কাফ্ফারাসমূহ

بَاب يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

১১/১. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল শব্দে শপথ করতেন।

٢٠٩٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَلَفَ قَالَ «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ».

১/২০৯০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন মুস্আব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর হিলাল বিন আবূ মায়মূনাহ আতা' বিন ইয়াসার রিফাআহ আল-জুহানী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) শপথ করলে বলতেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ।[২০৯০]

٢٠٩١/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّتِيْ يَحْلِفُ بِهَا أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ».

২/২০৯১। হিশাম বিন আম্মার আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌-স্নআনী (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর হিলাল বিন আবূ মায়মূনাহ আতা' বিন ইয়াসার রিফাআহ বিন আরাবাহ আল-জুহানী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে শব্দ দ্বারা শপথ করতেন তা ছিলঃ আমি আল্লাহ্র নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছি; সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ।[২০৯১]

২০৯০. ইবনু মাজাহ ২০৯১, আহমাদ ১৫৭৮২। স্বহীহাহ ২০৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুস্আব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬১২, ২৬/৪৬০ নং পৃষ্ঠা)

২০৯১. ইবনু মাজাহ ২০৯০, আহমাদ ১৫৭৮২, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/২৮৯। স্বহীহাহ ২০৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌-স্নআনী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৩৫৫৭,১৮/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌-স্নআনী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৮৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: বুখারী ৬৬১৭, ৬৬২৮, ৭৩৯১, তিরমিযী ১৫৪০, আবূ দাউদ ৩২৬৩, ৩২৬৫, দারাকুতনী ২৩৫০, আহমাদ ৪৭৬৩, ৫৩২৪, ৫৩৪৫, ৬০৭৪, ৭৮০৯, শারহুস সুন্নাহ ৮৬।

٢٠٩٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ».

৩/২০৯২। আবূ ইসহাক আশ-শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী আব্বাদ বিন ইসহাক ইবনু শিহাব সালিম তার পিতা ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অধিকাংশ শপথ ছিলঃ না, অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর শপথ![২০৯২]

٢٠٩٣/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ».

৪/২০৯৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাম্মাদ বিন খালিদ মুহাম্মাদ বিন হিলাল তার পিতা (হিলাল) (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মা'ন বিন ঈসা মুহাম্মাদ বিন হিলাল তার পিতা (হিলাল) (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শপথ ছিলঃ না, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[২০৯৩]

٢/١١. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

১১/২. অধ্যায় : আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর নামে শপথ করা নিষেধ।

٢٠٩٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ» قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

১/২০৯৪। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী সুফইয়ান বিন উইয়ানাহ যুহরী সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তার পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর থেকে আমি আর কখনো এভাবে শপথ করিনি বা অন্যের বরাতেও তা উল্লেখ করিনি।[২০৯৪]

২০৯২. সহীহুল বুখারী ৬৬১৭, ৬৬২৮, ৭৩৯১, ১৫৪০, নাসায়ী ৩৭৬১, ৩৭৬২, আবূ দাঊদ ৩২৬৩, আহমাদ ৫৩৪৫, ৬০৭৪, দারিমী ২৩৫০, বায়হাকী ১০/১৮১। যিলাল ২৩৪, সহীহাহ ২০৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২০৯৩. নাসায়ী ৪৭৭৬, আবূ দাঊদ ৩২৬৫, আহমাদ ৭৮০৯। মিশকাত ৩৪২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা)

২০৯৪. সহীহুল বুখারী ৬৬৪৭, মুসলিম ১৬৪৬, তিরমিযী ১৫৩৩, নাসায়ী ৩৭৬৭, ৩৭৬৮, আবূ দাঊদ ৩২৪৯, আহমাদ ১১৩, ২৪২। ইরওয়া' ২৫৬০, তাখরীজুল মুখতার ১৯৫-১৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٠٩٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْ وَلَا بِآبَائِكُمْ».

২/২০৯৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল আ'লা হিশাম হাসান আবদুর রহমান বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা দেব-দেবী ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।[২০৯৫]

٢٠٩٦/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ يَمِيْنِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

৩/২০৯৬। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী উমার বিন আবদুল ওয়াহিদ আওযাঈ যুহরী হুমায়দ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি শপথ করতে গিয়ে বললো, লাত ও উয্‌যার শপথ, সে যেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে।[২০৯৬]

٢٠٩٧/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ وَلَا تَعُدْ».

৪/২০৯৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ও হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল ইয়াহইয়া বিন আদাম ইসরায়ীল আবূ ইসহাক মুস্‌আব বিন সা'দ সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি লাত ও উয্‌যার নামে শপথ করলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ বলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই)। অতঃপর তুমি তিনবার বামদিকে থুথু নিক্ষেপ করো এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো, আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করো না।[২০৯৭]

٣/١١. بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

১১/৩. অধ্যায় : কেউ দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে শপথ করলে।

٢٠٩٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ».

২০৯৫. মুসলিম ১৬৪৮, নাসায়ী ৩৭৭৪, আহমাদ ২০১০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৯৬. সহীহুল বুখারী ৪৮৬০, ৬১০৭, ৬৩০১, ৬৬৫০, মুসলিম ১৬৪৭, তিরমিযী ১৫৪৫, নাসায়ী ৩৭৭৫, আবূ দাউদ ৩২৪৭, আহমাদ ৮০২৬। ইরওয়া' ২৫৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৯৭. নাসায়ী ৩৭৭৬, ৩৭৭৭। ইরওয়া' ৮/১৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের সানাদের রাবী সকলেই সিকাহ। সানাদে ইসরাইল এর নামঃ ইবনু য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক আস সুবাঈ। আর আবূ ইসহাক এর নাম আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ আস সুবায়ঈ যিনি ইসরাইল এর দাদা। এই হাদীসে ইরওয়া' (২৫৬৩) এর মাঝে শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) কাউকে দোষারোপ করেননি। তবে কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আবূ ইসহাক হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করে আন আন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (সুনান ইবনু মাজাহ আল-আরনাওত: ২০৯৭, ৩/২৩৮ নং পৃষ্ঠা)

১/২০৯৮। ⟨মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না⟩ ⟨ইবনু আবূ আদী⟩ ⟨খালিদ আল-হায্যা'⟩ ⟨আবূ কিলাবাহ⟩ ⟨সাবিত ইবনুদ দাহ্হাক (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করলো, সে যেরূপ বলেছে সে তদ্রূপ।[২০৯৮]

٢٠٩٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُوْلُ أَنَا إِذًا لَيَهُوْدِيٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَجَبَتْ».

২/২০৯৯। ⟨হিশাম বিন আম্মার⟩ ⟨বাকিয়্যাহ⟩ ⟨আবদুল্লাহ বিন মুহাররার (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)⟩ ⟨কাতাদাহ⟩ ⟨আনাস (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি যদি এরূপ করি তবে আমি ইহূদী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ অবধারিত হয়ে গেলো।[২০৯৯]

٢١٠٠/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا».

৩/২১০০। ⟨মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ⟩ ⟨আমর বিন রাফি' আল-বাজালী⟩ ⟨ফাদল বিন মূসা⟩ ⟨হুসায়ন বিন ওয়াকিদ⟩ ⟨আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ⟩ ⟨তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বললো, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তবুও সে যা বলেছে তাই, আর যদি সে সত্য বলে থাকে তবুও ইসলাম তার কাছে নিরাপদে ফিরে আসবে না।[২১০০]

٤/١١. بَاب مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ

১১/৪. অধ্যায় : যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট হয়।

٢١٠١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَقَالَ «لَا تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ».

১/২১০১। ⟨মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ⟩ ⟨আসবাত বিন মুহাম্মাদ⟩ ⟨মুহাম্মাদ বিন আজলান⟩ ⟨নাফি'⟩ ⟨ইবনু উমার (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে তার পিতার নামে শপথ

২০৯৮. সহীহুল বুখারী ১৩৬৪, ৬০৪৭, ৬১০৫, ৬৬৫৩, মুসলিম ১১০, তিরমিযী ১৫৪৩, নাসায়ী ৩৭৭০, ৩৭৭১, ৩৮১৩, আবূ দাউদ ৩২৫৭, আহমাদ ১৫৯৫০, ১৫৯৫৬, দারিমী ২৩৬১, বায়হাকী ১০/২৬। ইরওয়া' ২৫৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৯৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ১০/৩২। আত-তা'লীকুর রাগীব ৪/৩১। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাররার সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষ তার হাদীস বর্জন করেছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫২৩, ১৬/২৯ নং পৃষ্ঠা)

২১০০. নাসায়ী ৩৭৭২, আবূ দাউদ ৩২৫৮, আহমাদ ২২৪৯৭। ইরওয়া' ২৫৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

করতে শুনে বলেনঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সে যেন তা সত্যে পরিণত করে। আর যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে সন্তুষ্ট হয় না, আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না।[২১০১]

٢١٠٢/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ أَسَرَقْتَ فَقَالَ لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي».

২/২১০২। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) হাতিম বিন ইসমাঈল আবূ বাকর বিন ইয়াহইয়া ইবনুন নাদ্‌র (অপরিচিত) তার পিতা (ইয়াহইয়া ইবনুন নাদ্‌র) আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ঈসা বিন মারয়াম (আলাইহিস সালাম) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে বললেন, তুমি চুরি করলে? সে বললো, না, সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম এবং আমার চোখকে অবিশ্বাস করলাম।[২১০২]

١١/٥. بَاب الْيَمِيْنُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

১১/৫. অধ্যায় : শপথ হয় গুনাহ অথবা অনুতাপের কারণ।

٢١٠٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ».

১/২১০৩। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ বাশ্‌শার বিন কিদাম (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন যায়দ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বস্তুত শপথ হলো গুনাহ অথবা অনুতাপ।[২১০৩]

২১০১. সহীহুল বুখারী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, ৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৮, ৭৪০১, মুসলিম ১৬৪৬, তিরমিযী ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, আহমাদ ৪৫০৯, ৪৫৩৪, ৪৫৭৯, ৪৬৮৯, ৪৮৮৬, ৫০৭০, ৫৩২৪, ৫৩৫২, ৫৪৩৯, ৫৫৬৮, ৫৭০২, ৬০৩৬, ৬২৫২, মুয়াত্তা মালিক ১০৩৭, দারিমী ২৩৪১। ইরওয়া' ২৬৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১০২. সহীহুল বুখারী ৩৪৪৪, মুসলিম ২৩৬৮, নাসায়ী ৫৪২৭, আহমাদ ২৭৩৭১, ৮৭৫০, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ বাকর বিন ইয়াহইয়া ইবনুন নাদ্‌র সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয় আবার দুর্বলও নয়, তিনি মজবুত রাবী। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেকখ বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত, তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন কিন্তু কেউ তাকে তাওস্রীক করেনি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭২৬২, ৩৩/১৫২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইমাম ইবনু মাজাহ'র উসতায ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব এর দুর্বলতা ও আবূ বাকর বিন ইয়াহইয়া ইবনুন নাদ্‌র এর জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি অধিক দুর্বল, ১০টি দুর্বল, ৭টি হাসান, ৫টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ৩৪৪৪, মুসলিম ১৫১, আহমাদ ২৭৩৭১, ৮৭৫০, শারহুস সুন্নাহ ৩৫২০।

২১০৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৯, রাওদুন নাদীর ৫০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٦/١١. بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ

১১/৬. অধ্যায় : শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ্ যুক্ত করা।

٢١٠٤/١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ».

১/২১০৪। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী, আবদুর রায্যাক, মা'মার, ইবনু তাঊস, তার পিতা (কায়সান), আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি শপথ করলো এবং ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান) বললো, তার প্রতি শপথ ভঙ্গের দায় বর্তায়।[২১০৪]

٢١٠٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حَانِثٍ».

২/২১০৫। মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন), আবদুল ওয়ারিস্ব বিন সাঈদ, আয়্যূব, নাফি', ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ যুক্ত করলো, সে চাইলে শপথ থেকে ফিরে যেতে পারে অথবা তা পরিত্যাগও করতে পারে। তাতে সে শপথ ভঙ্গকারী নয়।[২১০৫]

٢١٠٦/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ «مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثْ».

৩/২১০৬। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয্-যুহরী, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, আয়্যূব, নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ্ যুক্ত করে, সে শপথ ভঙ্গকারী নয়।[২১০৬]

٧/١١. بَاب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

১১/৭. অধ্যায় : কেউ শপথ করার পর তার বিপরীত করা কল্যাণকর প্রতিভাত হলে।

٢١٠٧/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوْسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَاللهِ مَا أَحْمِلُكُمْ

উক্ত হাদীস্রের রাবী বাশশার বিন কিদাম সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৫, ৪/৮২ নং পৃষ্ঠা)

২১০৪. তিরমিযী ১৫৩২। ইরওয়া' ৪৫৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১০৫. মাজাহ ২১০৬, তিরমিযী ১৫৩১, নাসায়ী ৩৭৯৩, আবূ দাঊদ ৩২৬১, ৩২৬২, আহমাদ ৪৪৯৬, ৪৫৬৭, ৫০৭৪, ৬৩৭৮, মুয়াত্তা মালিক ১০৩৩, দারিমী ২৩৪২। ইরওয়া' ২৫৭১, মিশকাত ৩৪২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু মিনদাহ বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২২১, ২৫/২১৫ নং পৃষ্ঠা)

২১০৬. মাজাহ ২১০৫, তিরমিযী ১৫৩১, নাসায়ী ৩৭৯৩, আবূ দাঊদ ৩২৬১, ৩২৬২, আহমাদ ৪৪৯৬, ৪৫৬৭, ৫০৭৪, ৬৩৭৮, মুয়াত্তা মালিক ১০৩৩, দারিমী ২৩৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَمَا عِنْدِيْ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا ارْجِعُوْا بِنَا فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ وَاللهِ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَأَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ أَوْ قَالَ أَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ».

১/২১০৭। আহমাদ বিন আবদাহ্ হাম্মাদ বিন যায়দ গায়লান বিন জারীর আবূ বুরদাহ্ তার পিতা আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি আশআরীদের একটি দলের সাথে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জন্তুযান চাইতে এসেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের জন্য জন্তুযানের ব্যবস্থা করতে অক্ষম। রাবী বলেন, আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। অতঃপর কিছু সংখ্যক উট এসে গেলো। তখন তিনি আমাদের উজ্জ্বল কুঁজবিশিষ্ট তিনটি উট দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আমাদের একজন অপরজনকে বললো, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জন্তুযান চাইতে এসেছিলাম। তিনি শপথ করে বলেছিলেন যে, তিনি আমাদের জন্তুযান দিতে অপারগ। পরে আবার তিনি আমাদের তা দিলেন। কাজেই চলো, আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাই। অতএব আমরা তাঁর নিকট ফিরে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা আপনার নিকট যন্তুযান চাইতে এসেছিলাম। আপনি শপথ করে বলেছিলেন যে, আপনি আমাদের জন্তুযান দিতে অক্ষম। এরপর আপনি আমাদের জন্তুযান দিলেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করিনি, আল্লাহ্ই তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ তাআলার মর্জি আমি শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে আমি শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করি, অতঃপর কল্যাণকর কাজটি করি। অথবা তিনি বলেনঃ আমি সেই ভালো কাজটি করি এবং আমার শপথ ভঙ্গের কাফফারা শোধ করি।[২১০৭]

٢/٢١٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ».

২/২১০৮। আলী বিন মুহম্মাদ ও আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ্ আবূ বাক্র বিন আয়্যাশ আবদুল আযীয বিন রুফায়' তামীম বিন তরাফাহ্ আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে সে যেন ঐ কল্যাণকর কাজটি করে এবং তার শপথের কাফফারা আদায় করে।[২১০৮]

২১০৭. সহীহুল বুখারী ৩১৩৩, ৬৭২১, মুসলিম ১৬৪৯, নাসায়ী ৪৩৪৬, আহমাদ ১৯০৯৪, ১৯১২৫, ১৯২৫০। ইরওয়া' ৭/১৬৬, রাওদুন নাদীর ২০৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১০৮. মুসলিম ১৬৫১, নাসায়ী ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৭, আহমাদ ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৩, ১৭৮০১, ১৭৮০৯, ১৮৮৯০, দারিমী ২৩৪৫। ইরওয়া' ৭/১৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢١٠٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ «كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ».

৩/২১০৯। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবুয যা'রা' আমর বিন আমর তার চাচা আবুল আহওয়াস্ আওফ বিন মালিক আল-জুশামী তার পিতা (মালিক আল-জুশামী) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার নিকট আমার চাচাতো ভাই এলে আমি শপথ করে বলি যে, আমি তাকে কিছু দানও করবো না এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় রাখবো না। তিনি বলেনঃ তোমার শপথের কাফ্ফারা শোধ করো।[২১০৯]

٨/١١. بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

১১/৮. অধ্যায় : যারা বলে, মন্দ বিষয়ে শপথের কাফ্ফারা হলো কাজটি বর্জন করা।

٢١١٠/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ».

১/২১১০। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হারিসাহ বিন আবূ রিজাল (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করলে অথবা অসঙ্গত বিষয়ের শপথ করলে, ঐ কাজটি তার না করার ভিতরেই কল্যাণ নিহিত আছে।[২১১০]

٢١١١/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا».

২/২১১১। আবদুল্লাহ বিন আবদুল মু'মিন আল-ওয়াসিতী আওন বিন উমারাহ (দঈফ বা দুর্বল) রাওহ ইবনুল কাসিম উবায়দুল্লাহ বিন উমার আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস্) নাবী বলেনঃ কোন ব্যক্তি কোন

২১০৯. নাসায়ী ৩৭৮৮। ইরওয়া' ৭/১৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১১০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৩৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী হারিসাহ বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০৫৭, ৫/৩১৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু হারিসাহ বিন মুহাম্মাদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ৩১৩৩, ৪৩৮৫, ৫৫১৮, ৬৬২৩, ৬৬৪৯, ৬৬৮০, ৬৭১৮, ৬৭২১, ৭৫৫৫, মুসলিম ১৬৪৯, ১৬৫০, ১৬৫১, ১৬৫২, ১৬৫৩, তিরমিযী ১৫৩০, আবূ দাউদ ৩২৭৬, ৩২৭৭, দারিমী ২৩৪৫, আহমাদ ৬৬৯৭, ৬৮৬৮, ৬৯৩০, ৮৫১৭, ২৭৩২৭, ১৭৭৮০, ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৩।

বিষয়ে শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ লক্ষ্য করলে সে যেন তার শপথ ত্যাগ করে। তার শপথ ত্যাগ করাই তার শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা।[২১১১]

٩/١١. بَاب كَمْ يُطْعَمُ فِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

১১/৯. অধ্যায় : শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাস্বরূপ কয়জনকে আহার করাতে হবে?

٢١١٢/١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَفَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ».

১/২১১২। আব্বাস বিন ইয়াযীদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাকায়ী উমার বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়া'লা আস্র-স্রাকাফী (দঈফ বা দুর্বল) মিনহাল বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সা' খেজুর কাফ্ফারাস্বরূপ দান করেন এবং লোকেদের এরূপ নির্দেশ দেন। কেউ যদি তা না পায়, তবে অর্ধ সা' গম আদায় করবে।[২১১২]

١٠/١١. بَاب مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ

১১/১০. অধ্যায় : মধ্যম ধরনের আহার্যদান, যা তোমরা নিজেদের পরিজনদের আহার করিয়ে থাকো।

٢١١٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيْهِ سَعَةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيْهِ شِدَّةٌ فَنَزَلَتْ {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ}.

১/২১১৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান বিন উইয়ানাহ সুলায়মান বিন আবুল মুগীরাহ সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, কোন কোন

২১১১. আবূ দাউদ ৩২৭৪। ইরওয়া' ৭/১৬৮, দঈফাহ ১৩৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** মুনকার।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আওন বিন উমারাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অমনোযোগী ও সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৫৫৪, ২২/৪৬১ নং পৃষ্ঠা)

২১১২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আব্বাস বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৪৬, ১৪/২৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. উমার বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়া'লা আস্র-স্রাকাফী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২৭০, ২১/৪১৭ নং পৃষ্ঠা)

লোক তার পরিবার পরিজনের আহারের জন্য সহজেই পর্যাপ্ত ব্যয় করতে পারতো এবং কোন কোন লোক একান্ত কষ্টেই তার পরিজনদের জন্য অপর্যাপ্ত ব্যয় করতো। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ)ঃ "মধ্যম ধরনের, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের আহার করিয়ে থাকো" (সূরা মাইদাঃ ৮৯)।[২১১৩]

١١/١١. بَاب النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَلَا يُكَفِّرَ

১১/১১. অধ্যায় : মন্দ কাজের শপথ করে তাতে অটল থাকা এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা শোধ না করা উভয়ই নিষিদ্ধ।

٢١١٤/١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ «إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِيْنِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِيْ أُمِرَ بِهَا».

٢١١٤/١ (١)- وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/২১১৪। ❖[সুফইয়ান বিন ওয়াকী'][মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ আল-মা'মারী][মা'মার][হাম্মাম][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖ তিনি বলেন, আবূল কাসিম রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ আল্লাহ্র বিধানমত কাফ্ফারা আদায় না করে কোন অসঙ্গত শপথের উপর অটল থাকলে সে আল্লাহ্র নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

১/২১১৪ (১)। ❖[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][ইয়াহইয়া বিন সালিহ আল-ওয়াহাযী][মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম][ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর][ইকরিমাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]❖[২১১৪]

١٢/١١. بَاب إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

১১/১২. অধ্যায় : শপথকারির দায়মুক্তিতে সাহায্য করা।

٢١١٥/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ».

২১১৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিসবাহুয যুজাজাহ ১/৩২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি সহীহ ও মাওকূফ।

২১১৪. সহীহুল বুখারী ৬৬২৫, মুসলিম ১৬৫৫, আহমাদ ২৭৪২৭। ইরওয়া' ৭/১৬৬, সহীহাহ ১২২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু সুফইয়ান বিন ওয়াকী' এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি অধিক দুর্বল, ৪টি দুর্বল, ১১টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ বুখারী ৬৬২৬, আহমাদ ৭৬৮৫, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬০৩৬, মু'জামুল আওসাত ৪৬৫২।

১/২১১৫। ∞ আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আলী বিন স্বালিহ আশআস্র বিন আবুশ শা'স্রা' মুআবিয়াহ বিন সুওয়ায়িদ বিন মুকাররিন বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শপথকারির দায়মুক্তিতে সাহায্য করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।[২১১৫]

٢/٢١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيبًا فِي الْهِجْرَةِ فَقَالَ «إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتَنِي قَالَ أَجَلْ فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ فُلَانًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ فَمَدَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَمَسَّ يَدَهُ فَقَالَ أَبْرَرْتُ عَمِّي وَلَا هِجْرَةَ».

٢/٢١١٦ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ يَعْنِي لَا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا.

২/২১১৬। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ আবদুর রহমান বিন স্বফওয়ান অথবা স্বফওয়ান বিন আবদুর রহমান আল-কুরাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাক্কাহ বিজয়ের দিন আবদুর রহমান তার পিতাকে নিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতাকে হিজরতে শরীক করুন। তিনি বলেনঃ আর তো হিজরত নেই। তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে চিনেন? তিনি বলেন, হাঁ। এরপর আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি জামা গায়ে দিয়ে চাদরবিহীন অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো এই লোক এবং তার ও আমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে অবহিত। সে তার পিতাকে নিয়ে এসেছে, যেন আপনি তাকে হিজরতের জন্য বাইআত করেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃএখন তো আর হিজরত নেই। আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটির হাত স্পর্শ করলেন এবং বললেনঃ আমি আমার চাচার শপথ পূর্ণ করলাম এবং এখন আর হিজরত নেই।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২১১৬ (১) ∞ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল হাসান ইবনুর রাবী' আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ আবদুর রহমান বিন স্বফওয়ান অথবা স্বফওয়ান বিন আবদুর রহমান আল-কুরাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার নিজস্ব সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ বলেন, অর্থাৎ যে দেশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে সেখান হতে কোন হিজরত নেই।[২১১৬]

২১১৫. সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৫, ৫৬৫০, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, ৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮,আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১১৬. সহীহুল বুখারী ৬৩০, ৪৩৮৫, ৪৪১৫, ৫৫১৭, ৬৬২৩, ৬৬৪৯, ৬৬৭৮, ৬৬৮০, ৬৭৪১, ৭৫৫৫, আহমাদ ১৫১২৩, বায়হাকী ৯/২৩১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

١٣/١١. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

১১/১৩. অধ্যায় : "আল্লাহ্ যা চান এবং তুমি যা চাও" এরূপ বলা নিষেধ।

٢١١٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ».

১/২১১৭। ∢হিশাম বিন আম্মার ⟩⟨ ঈসা বিন য়ূনুস ⟩⟨ আজলাহ আল-কিন্দী ⟩⟨ ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম ⟩⟨ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⟩➤ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন শপথ করা কালে এভাবে না বলে, "আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা ইচ্ছা করো"। বরং সে যেন বলে, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, এরপর তুমি যা ইচ্ছা করছো"।[২১১৭]

٢١١٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ».

٢١١٨/٢ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخِيْ عَائِشَةَ لِأُمِّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

২/২১১৮। ∢হিশাম বিন আম্মার ⟩⟨ সুফইয়ান বিন উইয়ানাহ ⟩⟨ আবদুল মালিক বিন উমায়র ⟩⟨ রিবঈ বিন হিরাশ ⟩⟨ হুযায়ফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⟩➤ এক মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, আহ্লে কিতাবের এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হলে সে বললো, তোমরা কতই না উত্তম জাতি, যদি তোমরা শেরেক না করতে। তোমরা বলে থাকো, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন"। অতঃপর সে স্বপ্নের কথাটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বর্ণনা করলো। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র শপথ! শোনো, আমি তো তোমাদের এরূপ কিছু বলতে শিখাইনি। তোমরা বলবে, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা চান"।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২১১৮ (১)। ∢মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বিন আবূ শাওয়ারিব ⟩⟨ আবূ আওয়ানাহ ⟩⟨ আবদুল মালিক ⟩⟨ রিবঈ বিন হিরাশ ⟩⟨ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ⟩➤ এর মায়ের সম্পর্কে ভাই তুফায়ল বিন সাখবারাহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেন।[২১১৮]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে স্রিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা)

২১১৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ১৩৬, ১৩৯, ১০৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

২১১৮. আহমাদ ২০১৭১, দারিমী ২৬৯৯, বায়হাকী ১০/৪৫। সহীহাহ ১৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٤/١١. بَاب مَنْ وَرَّى فِيْ يَمِيْنِهِ

১১/১৪. অধ্যায় : শপথের বিষয় কেউ যদি মনের মধ্যে গোপন রাখে।

٢١١٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيْهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوْا فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِيْ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا أَنْ يَحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِيْ فَقَالَ «صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ».

১/২১১৯। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [উবায়দুল্লাহ বিন মূসা] [ইসরায়ীল] [ইবরাহীম বিন আবদুল আ'লা] [তার দাদী (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)] [তার পিতা সুওয়ায়দ বিন হানযালাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [ইয়াহইয়া বিন হাকীম] [আবদুর রহমান বিন মাহদী] [ইসরায়ীল] [ইবরাহীম বিন আবদুল আ'লা] [তার দাদী (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)] [তার পিতা সুওয়ায়দ বিন হানযালাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদ্দেশে বের হলাম এবং আমাদের সাথে ছিলেন ওয়াইল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তার এক শত্রু তাকে ধরে ফেলে। সাথের লোকজন শপথ করতে রাযী হলো না। তাই আমি শপথ করে বললাম যে, সে আমার ভাই। অতএব সে তাকে ছেড়ে দেয়। আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে জানালাম যে, দলের লোকজন শপথ করতে সম্মত না হওয়ায় আমি শপথ করে বলি যে, সে আমার ভাই। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি সত্য বলেছো। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।[২১১৯]

٢١٢٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ».

২/২১২০। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [ইয়াযীদ বিন হারূন] [হুশায়ম] [আব্বাদ বিন আবূ স্বালিহ (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে)] [তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান)] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শপথের ফলাফল শপথকারির অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল।[২১২০]

২১১৯. আবূ দাউদ ৩২৫৬, আহমাদ ১৬২৮৫, বায়হাকী ১০/৭২। সহীহাহ ৫০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১২০. মাজাহ ২১২১, মুসলিম ১৬৫৩, তিরমিযী ১৩৫৪, আবূ দাউদ ৩২৫৫,আহমাদ ৭০৭৯, ৮১৭৮, দারিমী ২৩৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আব্বাদ বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি তার পিতা থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার তথা কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩৩৮, ১৫/১১৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আব্বাদ বিন আবূ স্বালিহ এর কারণে সানাদটি হাসান। হাদীসটির ৬৪টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১২টি অধিক দুর্বল, ২৬টি দুর্বল, ১৪টি হাসান, ১১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ মুসলিম ১৬৫৪, তিরমিযী ১৩৫৪, আবূ দাউদ ৩২৫৫, দারিমী ২৩৪৯, আহমাদ ৭০৭৯, ৮১৭৮, দারাকুতনী ৪২৬৯, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬০২২, শারহুস সুন্নাহ ২৫১৪, ২৫১৫, আল-ফাওয়াইদ ৯৭১।

٢١٢١/٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».

৩/২১২১। আমর বিন রাফি' হুশায়ম আবদুল্লাহ বিন আবূ সালিহ (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমার প্রতিপক্ষ তোমার শপথে আস্থা স্থাপন করলে সেটাই হবে তোমার শপথের ভিত্তি।[২১২১]

١٥/١١. بَاب النَّهْيِ عَنْ النَّذْرِ

১১/১৫. অধ্যায় : মানত করা নিষেধ।

٢١٢٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ «إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اللَّئِيمِ».

১/২১২২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর আবদুল্লাহ বিন মুররাহ আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ এর দ্বারা কৃপণের কিছু সম্পদ হাতছাড়া হয় মাত্র।[২১২২]

٢١٢٣/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيْلِ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللهُ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ».

২/২১২৩। আহমাদ বিন য়ূসুফ উবায়দুল্লাহ সুফইয়ান আবুয যিনাদ আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মান্নত আদম-সন্তানের জন্য তার তাকদীরে নির্ধারিত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু বয়ে আনে না, বরং তার জন্য নির্ধারিত তাকদীরই তার উপর বিজয়ী হয়।

২১২১. মাজাহ ২১২০, মুসলিম ১৬৫৩, তিরমিযী ১৩৫৪, আবূ দাঊদ ৩২৫৫,আহমাদ ৭০৭৯, ৮১৭৮, দারিমী ২৩৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে জন্য তার হাদীসের অনুসরণ কেউ করেননি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি তার পিতা থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার তথা কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩৩৮, ১৫/১১৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আব্বাদ বিন আবূ সালিহ এর কারণে সানাদটি হাসান। হাদীসটির ৬৪টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১২টি অধিক দুর্বল, ২৬টি দুর্বল, ১৪টি হাসান, ১১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ মুসলিম ১৬৫৪, তিরমিযী ১৩৫৪, আবূ দাঊদ ৩২৫৫, দারিমী ২৩৪৯, আহমাদ ৭০৭৯, ৮১৭৮, দারাকুতনী ৪২৬৯, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬০২২, শারহুস সুন্নাহ ২৫১৪, ২৫১৫, আল-ফাওয়াইদ ৯৭১।

২১২২. সহীহুল বুখারী ৬৬০৮, ৬৬৯২, ৬৬৯৩, মুসলিম ১৬৩৯, নাসায়ী ৩৮০১, ৩৮০২, ৩৮০৩, আবূ দাঊদ ৩২৮৭, আহমাদ ৫২৫৩, ৫৫৬৭, ৫৯৫৮, দারিমী ২৩৪০। ইরওয়া' ২৫৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

অতএব এর দ্বারা বখীলের কিছু আর্থিক খরচ হয় মাত্র। ফলে ইতোপূর্বে তার জন্য যা সহজ ছিলো না তা তার জন্য সহজ হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যি বলেছেন, তুমি খরচ করলে আমিও তোমার জন্য খরচ করবো।[২১২৩]

١٦/١١. بَاب النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

১১/১৬. অধ্যায় : পাপাচারমূলক কাজের মানত।

٢١٢٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

১/২১২৪। আবূ বাকর বিন আবূ সাহল, সুফইয়ান বিন উইয়ানাহ, আয়্যূব, আবূ কিলাবাহ, তার চাচা (আমর বিন মুআবিয়াহ), ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ পাপ কাজে মানত করা যাবে না এবং আদম-সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তার মানতও হয় না।[২১২৪]

٢١٢٥/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

২/২১২৫। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী, আবূ তাহির, ইবনু ওয়াহব, য়ূনুস (বিন ইয়াযীদ), ইবনু শিহাব, ..., আবূ সালামাহ, আয়িশাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ গুনাহের কাজে মানাত করা যাবে না। এর কাফ্ফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার অনুরূপ।[২১২৫]

٢١٢٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

৩/২১২৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ উসামাহ, উবায়দুল্লাহ, তালহাহ বিন আবদুল মালিক, কাসিম বিন মুহাম্মাদ, আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ করার মানত করে, সে যেন তা না করে।[২১২৬]

২১২৩. সহীহুল বুখারী ৬৬০৯, ৬৬৯৪, মুসলিম ১৬৪০, নাসায়ী ৩৮০৪, ৩৮০৫, আবূ দাঊদ ৩২৮৮, আহমাদ ৭২৫৫, ২৭৩৬৯, ৮৬৪৩, ২৭৪৯৭, ৯৬৪৭। ইরওয়া' ৮/২০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১২৪. মুসলিম ১৬৪১, নাসায়ী ৩৮১২, ৩৮৪০, ৩৮৪১, ৩৮৪৫, ৩৮৪৭, ৩৮৪৮, ৩৮৪৯, ৩৮৫০, ৩৮৫১, বায়হাকী ১০/২২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১২৫. মাজাহ ২১২৬,সহীহুল বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০, তিরমিযী ১৫২৪, নাসায়ী ৩৮০৬, ৩৮০৭, ৩৮০৮,৩৮৩৩, ৩৮৩৪, ৩৮৩৫, ৩৮৩৬, ৩৮৩৭, ৩৮৩৮, ৩৮৩৯, আবূ দাঊদ ৩২৮৯, আহমাদ ২৩৫৫৫, ২৩৬২১, ২৫২১০, ২৫৩৪৯, মুয়াত্তা মালিক ১০৩১, দারিমী ২৩৩৮। ইরওয়া' ২৫৯০, মিশকাত ৩৪৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১২৬. মাজাহ ২১২৫, সহীহুল বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০, তিরমিযী ১৫২৪, নাসায়ী ৩৮০৬, ৩৮০৭, ৩৮০৮,৩৮৩৩, ৩৮৩৪, ৩৮৩৫, ৩৮৩৬, ৩৮৩৭, ৩৮৩৮, ৩৮৩৯, আবূ দাঊদ ৩২৮৯, আহমাদ ২৩৫৫৫, ২৩৬২১, ২৫২১০, ২৫৩৪৯, মুয়াত্তা মালিক ১০৩১, দারিমী ২৩৩৮। ইরওয়া' ৯৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٧/١١. بَاب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ

১১/১৭. অধ্যায় : কেউ নামোল্লেখ না করে মানত করলে।

٢١٢٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

১/২১২৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইসমাঈল বিন রাফি' (হিফয দুর্বল) খালিদ বিন ইয়াযীদ (মাকবূল) উকবাহ্ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন কোন ব্যক্তি নামোল্লেখ না করে মানত করলে তার কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার অনুরূপ।[২১২৭]

٢١٢٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ».

২/২১২৮। হিশাম বিন আম্মার আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌স-সনআনী (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) খারিজাহ বিন মুসআব (তিনি দুর্বলদের থেকে তাদলীস করেছেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যাযোগ্য) বুকায়র বিন আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ কুরায়ব ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি নামোল্লেখ না করে মানত করলে তার কাফ্ফারা হবে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার অনুরূপ। আর কোন ব্যক্তি তার সামর্থ্যের বহির্ভূত কিছুর মানত করলে তার কাফ্ফারাও শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার অনুরূপ। আর যে ব্যক্তি তার সামর্থ্য মোতাবেক মানত করে, সে যেন তা পূরণ করে।[২১২৮]

١٨/١١. بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

১১/১৮. অধ্যায় : মানত পূর্ণ করা।

٢١٢٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي».

২১২৭. মুসলিম ১৬৪৫, তিরমিযী ১৫২৮, নাসায়ী ৩৮৩২, ৩৩২৩। দঈফ আল-জামি' ৮৫৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** নাম উল্লেখ করার কথা ব্যতীত সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন রাফি' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে জড়িত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হিফয শক্তি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৪২, ৩/৮৫ নং পৃষ্ঠা)

২১২৮. আবূ দাউদ ৩৩২৩। ইরওয়া' ৮/২১১, দঈফ আল-জামি' ৫৮৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌স-সনআনী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৩৫৫৭,১৮/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. খারিজাহ বিন মুসআব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৫৯২, ৮/১৬ নং পৃষ্ঠা)

১/২১২৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস্ বিন গিয়াস্ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে একটি মানত করেছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে মানত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।[২১২৯]

٢١٣٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لَا قَالَ «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

২/২১৩০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও আবদুল্লাহ বিন ইসহাক আল-জাওহারী আবদুল্লাহ বিন রাজা' (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় কম সন্দেহ করেন) মাসঊদী (তিনি সত্যবাদী তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্ বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) হাবীব বিন আবূ স্রাবিত সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি বুয়ানা নামক স্থানে একটি কুরবানী করার মানত করেছি তিনি বলেনঃ তোমার মধ্যে কি জাহিলিয়াতের চিন্তা অবশিষ্ট রয়ে গেছে? সে বললো, না। তিনি বলেনঃ তাহলে তোমার মানত পূর্ণ করো।[২১৩০]

٢١٣١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ رَدِيْفَةٌ لَهُ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «هَلْ بِهَا وَثَنٌ قَالَ لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

٢١٣١/٣ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

৩/২১৩১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ বর্ণনায় ভুল ও সন্দেহ করেন) মায়মূনা বিনতু কারদাম আল-ইয়াসারিয়্যা (রাঃ) তার পিতা নাবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন মায়মূনা তার

২১২৯. মাজাহ ১৭৭২,সহীহুল বুখারী ২০৩২, ২০৪২, ২০৪৩, ২১৪৪, ৪৩২০, ৬৬৯৭, মুসলিম ১৬৫৬, তিরমিযী ১৫৩৯, নাসায়ী ৩৮২০, ৩৮২১, ৩৮২২, আবূ দাউদ ৩৩২৫, আহমাদ ২৫৭, ৪৬৯১, ৫৫১৪, ৬৩৮২, দারিমী ২৩৩৩, বায়হাকী ৭/৩৪১, দারাকুতনী ৪/১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৩০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৫/৬৬, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৬। মিশকাত ৩৪৩৭, আত-তা'লীকু আলার-রাওদাহ ২/১৭৮-১৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল্লাহ বিন রাজা' সম্পর্কে আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩২৬২, ১৪/৪৯৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-মাসঊদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

Contents

পিতার সাথে একই বাহনে তার পিছনে বসা ছিলেন। তিনি (পিতা) বললেন, আমি বুয়ানা নামক স্থানে একটি কুরবানী বার মানত করেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করেনঃ সেখানে কি কোন মূর্তি আছে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ তোমার মানত পূর্ণ করো।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৩/২১৩১ (১)। আবূ বকর বিন আবূ শায়বাহ ইবনু দুকায়ন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও সন্দেহ করেন) ইয়াযীদ বিন মিকসাম (মাকবূল) .... মায়মূনাহ বিনতু কারদাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)[২১৩১]

١٩/١١. بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

১১/১৯. অধ্যায় : কেউ মানত পূর্ণ না করে মারা গেলে।

٢١٣٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اقْضِهِ عَنْهَا».

১/২১৩২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ ইবনু শিহাব উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সা'দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার মায়ের একটি মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, যা পূর্ণ করার আগেই তার মা মারা যান। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ করো।[২১৩২]

٢١٣٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ».

২/২১৩৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াহইয়া বিন বুকায়র ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আমর বিন দীনার জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক মহিলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললো, আমার মা মারা গেছেন। তিনি স্রিয়াম রাখার মান্নত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার রোযার মান্নত পূর্ণ করার আগেই মারা গেলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তার পক্ষ থেকে ওলী (ওয়ারিস্র) যেন স্রিয়াম রাখে।[২১৩৩]

২১৩১. আবূ দাঊদ ৩৩১৪, আহমাদ ২৬৫২৪, বায়হাকী ৬/২৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আত-তায়িফী সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও ভুল করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩৮৮, ১৫/২২৬ নং পৃষ্ঠা)

২১৩২. স্রহীহুল বুখারী ২৭৬১, ৬৬৯৮, ৬৯৫৯, মুসলিম ১৬৩৮, তিরমিযী ১৫৪৬, নাসায়ী ৩৬৫৯, ৩৬৬০, ৩৬৬২, ৩৬৬৩, ৩৮১৭, ৩৮১৮, ৩৮১৯, আবূ দাঊদ ৩৩০৭, আহমাদ ১৮৯৬, ২৩৩২, ৩০৪০, ৩৪৯৪, মুয়াত্তা মালিক ১০২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

২১৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আস্র-স্রহীহ ২০৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

١١/٢٠. بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

১১/২০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি পদব্রজে হাজ্জ করার মান্নত করেছে।

٢١٣٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

১/২১৩৪। 'আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ বিন যাহর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ সাঈদ আর-রুআয়নী আবদুল্লাহ বিন মালিক উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, যে, তার বোন নগ্নপদে ও অনাবৃত চেহারায় পদব্রজে (হজ্জে) যাওয়ার মান্নত করেছে। তিনি বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবহিত করলেন। তিনি বলেনঃ তাকে বলো, সে যেন বাহনে আরোহণ করে এবং মুখমণ্ডল আবৃত রেখে (হাজ্জে যায়) এবং তিন দিন স্বিয়াম রাখে।[২১৩৪]

٢١٣٥/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا فَقَالَ ابْنَاهُ نَذْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ».

২/২১৩৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ লিখিত কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন আবূ আমর আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে তার দু' ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ এ ব্যক্তির কী হয়েছে? ছেলেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (তার) মানত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে বুড়ো! তুমি বাহনে আরোহণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার ও তোমার মানতের মুখাপেক্ষী নন।[২১৩৫]

উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২১৩৪. স্বহীহুল বুখারী ১৮৬৬, মুসলিম ১৬৪৪, তিরমিযী ১৫৪৪, নাসায়ী ৩৮১৪, আবূ দাউদ ৩২৯৩, আহমাদ ১৬৮৪০, ১৬৮৫৫, ১৬৮৭৯, ১৬৮৯৭, ১৬৯২৪, ১৬৯৩৫, ১৭৩৩৮, দারিমী ২৩৩৪। ইরওয়া' ২৫৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী উবায়দুল্লাহ বিন যাহর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই চাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৩৩, ১৯/৩৬ নং পৃষ্ঠা)

২১৩৫. মুসলিম ১৬৪৩, আবূ দাউদ ৩৩০১, আহমাদ ৮৬৪২, দারিমী ২৩৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

٢١/١١. بَاب مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

১১/২১. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার মানতের মধ্যে পাপ-পুণ্য একাকার করে ফেললে।

٢١٣٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ «مَا هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَزَالُ قَائِمًا قَالَ لِيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

٢١٣٦/١ (١) - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنْبَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

১/২১৩৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আল-ফারবী আবদুল্লাহ বিন উমার (দঈফ বা দুর্বল) উবায়দুল্লাহ বিন উমার আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কাহ্য় রোদের মধ্যে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ একী? লোকজন বললো যে, সে স্বিয়াম রাখার, সারাটা দিন ছায়া গ্রহণ না করার এবং কথাবার্তা না বলার মান্নত করেছে। তাই সে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেনঃ সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং তার স্বিয়াম পূর্ণ করে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

১/২১৩৬ (১) হুসায়ন বিন মুহাম্মাদ বিন শাম্বাহ আল-ওয়াসিতী 'আলা' বিন আবদুল জাব্বার উহায়ব আয়্যুব ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।[২১৩৬]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বণর্নায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২১৩৬. সহীহুল বুখারী ৬৭০৪, আবূ দাউদ ৩৩০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন উমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ বিন সাঈদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৭৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২৪টি অধিক দুর্বল, ২৫টি দুর্বল, ১৬টি হাসান, ১৪টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ হলো: বুখারী ৬৭০৪, আবূ দাউদ ৩৩০০, আহমাদ ১৭০৭৮, দারাকুতনী ৪২৭৯, ৪২৮২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৫৮১৮, ১৫৮২১, মু'জামুল আওসাত ৮৪৬৮, ৮৫৪৭, শারহুস সুন্নাহ ২৪৪৩।

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে

(١٢) : كِتَاب التِّجَارَاتِ

পর্ব (১২) : ব্যবসা-বাণিজ্য

١/١٢. بَاب الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

১২/১. অধ্যায় : আয়-রোজগার করতে উৎসাহ প্রদান।

٢١٣٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ».

১/২১৩৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব, আবূ মু'আবিয়াহ, আ'মাশ, ইবরাহীম, আসওয়াদ, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষের স্বোপার্জিত খাদ্যই হচ্ছে সর্বোত্তম খাদ্য। তার সন্তানও তার স্বোপার্জিত সম্পদ।[২১৩৭]

٢١٣٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

২/২১৩৮। হিশাম বিন আম্মার, ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), বাহীর বিন সা'দ, খালিদ বিন মা'দান, মিকদাম বিন মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মানুষের স্বোপার্জিত আয়-রোজগারের চেয়ে উত্তম আয়-রোজগার আর কিছুই নাই। কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, তার সন্তানের জন্য এবং তার কর্মচারীর জন্য যা ব্যয় করে তা দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য হয়।[২১৩৮]

٢١٣٩/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُلْثُوْمُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «التَّاجِرُ الْأَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২১৩৭. মাজাহ ২২৯০, নাসায়ী ৪৪৪৯, ৪৪৫০, ৪৪৫১, ৪৪৫২, আবূ দাউদ ২৩৫১২, ৩৫২৮, ৩৫২৯, আহমাদ ২৩৬১৫, ২৪৪৩০, ২৪৪৩৬, ২৪৭৬৮, ২৪৮৭২, ২৫০৮৩, ২৫১২৬, ২৫১৪০, ২৫৩১৭, দারিমী ২৫৩৭। আল-আহকাম ১৭১, ইরওয়া' ৬/৬৬, মিশকাত ২৭৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৩৮. সহীহুল বুখারী ২০৭২, আহমাদ ১৬৭২৭, ১৬৭৩৯। গায়াতুল মারাম ১৬৩, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।** উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩/২১৩৯। আহমাদ বিন সিনান কাসীর বিন হিশাম কুলসূম বিন জাওশান আল-কুশায়রী (দঈফ বা দুর্বল) আয়্যুব নাফি' ইবনু উমার তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।[২১৩৯]

٢١٤٠/٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ».

৪/২১৪০। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী (তার নিজ লিখিত কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) স্রাওর বিন যায়দ আদ-দীলী ইবনু মুতী' এর মাওলা আবুল গায়স্র আবূ হুরায়রাহ নবী বলেন, বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদাত করে ও দিনে সিয়াম রাখে তাদেরও সমতুল্য।[২১৪০]

٢١٤١/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ فَقَالَ أَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ «لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنْ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنْ النَّعِيمِ».

৫/২১৪১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুআয বিন আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব) তার চাচা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী তাঁর মাথায় পানির

২১৩৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককজভাবে বর্ণনা করেছেন। গায়াতুল মারাম ১৬৬, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ১৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী কুলসূম বিন জাওশান আল-কুশায়রী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯৮৬, ২৪/২০১ নং পৃষ্ঠা)

২১৪০. সহীহুল বুখারী ৫৩৫৩, মুসলিম ২৯৮২, তিরমিযী ২৯৬৯, নাসায়ী ২৫৭৭, আহমাদ ৮৫১৫। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

চিহ্নসহ উপস্থিত হলেন। আমাদের কেউ তাঁকে বললো, আপনাকে আমরা আজ খুব প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বলেনঃ হাঁ, আলহামদু লিল্লাহ। অতঃপর মজলিসের লোকজন ধন-সম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তাকওয়ার অধিকারী (খোদাভীরু) লোকেদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর খোদাভীরু লোকেদের জন্য ধন-সম্পদ থেকে সুস্থতা অধিক উত্তম। মনের প্রফুল্লতাও নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত।[২১৪১]

٢/١٢. بَاب الِاقْتِصَادِ فِيْ طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ

১২/২. অধ্যায় : জীবিকা অর্জনে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন।

٢١٤٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَجْمِلُوْا فِيْ طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

১/২১৪২। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে নিজ শহর ব্যতীত হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ রাবীআহ বিন আবূ আবদুর রহমান আবদুল মালিক বিন সাঈদ আল-আনসারী আবূ হুমায়দ আস-সাইদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা পার্থিব জীবনোপকরণ লাভে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজতর করা হয়েছে।[২১৪২]

٢١٤٣/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ بِهْرَامٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَهُمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَعِيْلُ.

২১৪১. আহমাদ ২২৬৪৭, ২২৭১৭। সহীহাহ ১৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩১৯, ১৫/১৬ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুআয বিন আবদুল্লাহ বিন খুবায়ব সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৩১, ২৮/১২৫ নং পৃষ্ঠা)

২১৪২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/৭, সহীহাহ ৮৯৮, ২৬০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

২/২১৪৩। ইসমাঈল বিন বিহরাম হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন উসমান (মাকবূল) সুফইয়ান বিন সাঈদ আ'মাশ ইয়াযীদ আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে মুমিন ব্যক্তি যুগপৎ দুনিয়ার ব্যাপারেও চিন্তা করে এবং আখেরাতের ব্যাপারেও চিন্তা করে সে মহৎ চিন্তার অধিকারী। আবূ আবদুল্লাহ (ইবনু মাজাহ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ইসমাঈল ব্যতীত আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।[২১৪৩]

٢١٤٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ».

৩/২১৪৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা কোন ব্যক্তিই তার জন্য নির্দ্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো, যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো।[২১৪৪]

٣/١٢. بَاب التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ

১২/৩. অধ্যায় : ব্যবসা-বাণিজ্যে সতর্কতা অবলম্বন।

٢١٤٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ».

১/২১৪৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ শাকীক কায়স বিন আবূ গারাযাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এর যুগে আমাদেরকে 'সামাসিরা' (দালাল) নামে ডাকা হতো। রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে আমাদের আগের নামের চেয়ে

২১৪৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৮৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ আর-রাকাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা)

২১৪৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৭, সহীহাহ ২৬০৭, মিশকাত ৩৫০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

অধিক সুন্দর নামকরণ করেন। তিনি বলেনঃ হে 'তাজের' (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ ও বেহুদা কথাবার্তা হয়ে যায়। তাই কিছু দান-খয়রাত করে তা ধুয়ে (পরিচ্ছন্ন করে) নিও।[২১৪৫]

٢/٢١٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ بُكْرَةً فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّا رَفَعُوْا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوْا أَعْنَاقَهُمْ قَالَ «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ».

২/২১৪৬। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন উস্মান বিন খুসায়ম ইসমাঈল বিন উবায়দ বিন রিফাআহ (মাকবূল) তার পিতা (উবায়দ বিন রিফাআহ) দাদা রিফাআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে রওয়ানা হলাম। লোকেরা উট ক্রয়-বিক্রয় করছিল। তিনি তাদের ডেকে বলেনঃ হে তাজির (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! তারা চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচিয়ে তাকালে তিনি বললেনঃ কিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীদের পাপিষ্ঠ দুরাচাররূপে উঠানো হবে, তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে কাজ (ব্যবসা) করে ও সত্য কথা বলে তারা ব্যতীত।[২১৪৬]

١٢/٤. بَاب إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَلْيَلْزَمْهُ

১২/৪. অধ্যায় : কোন উপায়ে কারো রিযিকের ব্যবস্থা হলে সে যেন তাতে লেগে থাকে।

١/٢١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ أَبُو يُوْنُسَ عَنْ هِلَالِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ».

১/২১৪৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ফারওয়াহ আবূ য়ূনুস (মাকবূল) হিলাল বিন জুবায়র (অপরিচিত) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ কোন সূত্রে আয় রোজগার প্রাপ্ত হলে সে যেন তাতে লেগে থাকে।[২১৪৭]

২১৪৫. তিরমিযী ১২০৮, নাসায়ী ৩৮০০, ৪৪৬৩, আবূ দাউদ ৩৩২৬ আহমাদ ১৫৭০১, ১৭৯৯৯। মিশকাত ২৭৯৮, রাওদুন নাদীর ৮৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৪৬. তিরমিযী ১২১০, দারিমী ২৫৩৮। মিশকাত ২৭৯৯, গায়াতুল মারাম ১৩৮, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তায়িফী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৮৪১, ৩১/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২১৪৭. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٢١٤٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ».

২/২১৪৮। ∞ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ✕ আবূ আসিম ✕ আমার পিতা (মাখলাদ বিন দহ্হাক) ✕ যুবায়র বিন উবায়দ (মাজহুল বা অপরিচিত) ✕ নাফি' (বিন আতা') (মাকবূল) ✕ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ∞ (নাফি') বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়িক পণ্য রপ্তানী করতাম। আমি ইরাকে পণ্য রপ্তানীর মনস্থ করে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) এর নিকট এসে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমি সিরিয়ায় পণ্য রপ্তানী করতাম, এবার ইরাকে তা রপ্তানী করতে চাই। তিনি বলেন, তুমি তা করো না, তোমার আগের গন্তব্য ঠিক রাখো। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ কোন স্থান থেকে তোমাদের কারো রিযিকের ব্যবস্থা করে দিলে সে যেন ঐ স্থান ত্যাগ না করে, যতক্ষণ না সেই স্থান তার প্রতিকূল হয় অথবা অসহনীয় হয়।[২১৪৮]

١٢/٥. بَاب الصِّنَاعَاتِ

১২/৫. অধ্যায় : কারিগরি শিল্প প্রসঙ্গে।

٢١٤٩/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ جَدِّهِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي أُحَيْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيْطِ» قَالَ سُوَيْدٌ يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقِيْرَاطٍ.

১/২১৪৯। ∞ সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ✕ আমর বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কুরাশী ✕ দাদা সাঈদ বিন আবূ উহায়হাহ ✕ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। স্বাহাবীগণ তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও? তিনি বলেনঃ আমিও। কয়েক কীরাতের বিনিময়ে আমি মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি। সুওয়াইদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, প্রতিটি বকরী এক কীরাতের বিনিময়ে।[২১৪৯]

٢١٥٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ وَالْحَجَّاجُ وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا».

উক্ত হাদীসের রাবী হিলাল বিন জুবায়র সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৬১২, ৩০/৩২৭ নং পৃষ্ঠা)

২১৪৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৬/১২৫। মিশকাত ২৭৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী যুবায়র বিন উবায়দ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাযহীবুল কামালঃ রাবী নং ১৯৬৭, ৯/৩১২ নং পৃষ্ঠা)

২১৪৯. সহীহুল বুখারী ২২৬২, বায়হাকী ১০/১৪২। গায়াতুল মারাম ১৬১, তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২১৫০। ◇[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া]X[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-খুযাঈ, হাজ্জাজ ও হায়সাম বিন জামীল]X[হাম্মাদ]X[সাবিত]X[আবূ রাফি']X[আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◇ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম) ছুতার ছিলেন।[২১৫০]

٢١٥١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ».

৩/২১৫১। ◇[মুহাম্মাদ বিন রুমহ]X[লায়স বিন সা'দ]X[নাফি']X[কাসিম বিন মুহাম্মাদ]X[আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◇ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, চিত্রকরদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছো তাতে জীবন সঞ্চার করো।[২১৫১]

٢١٥٢/٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُوْنَ وَالصَّوَّاغُوْنَ».

৪/২১৫২। ◇[আমর বিন রাফি']X[আমর বিন হারূন (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)]X[হাম্মাম]X[ফারকাদ আস-সাবখী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)]X[ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ আশ-শিখখীর]X[আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◇ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লোকেদের মধ্যে অধিক মিথ্যাবাদী হলো কাপড়ে রংকারী ও অংলকার নির্মাতারা।[২১৫২]

٦/١٢. بَاب الْحُكْرَةِ وَالْجَلْبِ

১২/৬. অধ্যায় : পণ্য সরবরাহ ও মজুতদারি।

٢١٥٣/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ».

১/২১৫৩। ◇[নাসর বিন আলী আল-জাহদামী]X[আবূ আহমাদ]X[ইসরায়ীল]X[আলী বিন সালিম বিন সাওবান (দঈফ বা দুর্বল)]X[আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল)]X[সাঈদ ইবনুল

২১৫০. মুসলিম ২৩৭৯, আহমাদ ৭৮৮৭, ৯০০৪, ৯৯২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৫১. সহীহুল বুখারী ২১০৫, ৩২২৪, ৫১৮১, ৫৯৫৭, ৫৯৬১, ৭৫৫৭, মুসলিম ২১০৭,নাসায়ী ৫৩৬২, ৫৩৬৩, আহমাদ ২৫৫৫৯। রাওদুন নাদীর ৫৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৫২. আহমাদ ৯০৪১। দঈফাহ ১৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।
উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন হারূন সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, মানুষ তার হাদীস বর্জন করেছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৩১৭, ২১/৫২০ নং পৃষ্ঠা) ২. ফারকাদ আস-সাবখী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল ও হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭১৫, ২৩/১৬৪ নং পৃষ্ঠা)

মুসায়্যাব .... উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমদানী পণ্য সরবরাহকারী ব্যবসায়ী রিযিক প্রাপ্ত হয় এবং মজুতদার অভিশপ্ত।[২১৫৩]

٢١٥٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».

২/২১৫৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব মা'মার বিন আবদুল্লাহ বিন নাদলা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউ মজুতদারি করে না।[২১৫৪]

٢١٥٥/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِيْ أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ عَنْ فَرُّوْخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ».

৩/২১৫৫। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবূ বাক্‌র আল-হানাফী হায়সাম বিন রাফি' (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবূ ইয়াহইয়া আল-মাক্কী (মাকবূল) ফাররূখ (মাকবূল) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে (বা সমাজে) খাদ্যদ্রব্য মজুতদারি করে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতার কষাঘাতে শাস্তি দেন।[২১৫৫]

২১৫৩. দারিমী ২৫৪৪। মিশকাত ২৮৯৩, গায়াতুল মারাম ৩২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন সালিম বিন সাওবান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, এই হাদীস ব্যাতীত তার সম্পর্কে আর কোথায় জানা যায় না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী এই হাদীসটিকে ইশারা করে বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭২, ২০/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা)

২১৫৪. মুসলিম ১৬০৫, তিরমিযী ১২৬৭ আবূ দাউদ ৩৪৪৭, আহমাদ ১৫৩৩১, ২৬৭০৩, দারিমী ২৫৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২১৫৫. আহমাদ ১৩৬, বায়হাকী ৯/৩৩৮। তাখরীজুল মুখতার ২৫১, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৬-২৭, মিশকাত ২৮৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

١٢/٧. بَاب أَجْرِ الرَّاقِي

১২/৭. অধ্যায় : ঝাড়ফুঁককারীর মজুরি।

٢١٥٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا فِيْ سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُوْنَا فَأَبَوْا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوْا أَفِيْكُمْ أَحَدٌ يَرْقِيْ مِنَ الْعَقْرَبِ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا قَالُوْا فَإِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلَاثِيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَاهَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرِئَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ فَعَرَضَ فِيْ أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا تَعْجَلُوْا حَتّٰى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِيْ صَنَعْتُ فَقَالَ «أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْتَسِمُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا».

٢١٥٦/٢ (١)- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

٢١٥٦/٣ (٢)- و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو الْمُتَوَكِّلِ.

১/২১৫৬। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [আবূ মুআবিয়াহ] [আ'মাশ] [জা'ফার বিন ইয়াস] [আবূ নাদরাহ] [আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের তিরিশজন অশ্বারোহীকে এক ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। আমরা এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলাম এবং আমাদের মেহমানদারি করার জন্য তাদের অনুরোধ করলাম, কিন্তু তারা অস্বীকার করলো। ঘটনাক্রমে তাদের নেতা (বিষাক্ত প্রাণীর) হুলবিদ্ধ হলো। তারা আমাদের কাছে এসে বললো, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে বিছার কামড়ে ঝাড়ফুঁক করতে পারে? আমি বললাম, হাঁ, আমি পারি। তবে তোমরা আমাদেরকে একপাল ছাগল-ভেড়া না দিলে আমি ঝাড়ফুঁক করবো না। তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে তিরিশটি বকরী দিবো। আমরা তা গ্রহণ করলাম এবং আমি তার উপর সাতবার আলহামদু' সূরাটি পাঠ করলাম। সে সুস্থ হয়ে উঠলো এবং আমরা ছাগলগুলো গ্রহণ করলাম। পরে এ ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার পর আমি যা করেছি তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেনঃ তুমি কিভাবে জানলে যে, এটা দ্বারা ঝাড়ফুঁকও করা যায়! তোমরা সেগুলো বণ্টন করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমাকেও একটি ভাগ দাও।

[উপরোক্ত হাদীসের মোট ৩টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর ২টি সানাদ হলো:]

উক্ত হাদীসে রাবী হায়সাম বিন রাফি' সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সালিহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৬৫২, ৩০/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

২/২১৫৬ (১)। ∝[আবূ কুরায়ব][হুশায়ম][আবূ বিশর][ইবনু আবিল মুতাওয়াক্কিল][আবুল মুতাওয়াক্কিল][আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞

৩/২১৫৬(২)। ∝[মুহাম্মাদ বিন বাশশার][মুহাম্মাদ বিন জা'ফর][শু'বাহ][আবূ বিশর][আবুল মুতাওয়াক্কিল][আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবূ আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সঠিক নাম হলো আবুল মুতাওয়াককিল (যিনি আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন)।[২১৫৬]

٨/١٢. بَاب الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

১২/৮. অধ্যায় : কুরআন মাজীদ শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ।

٢١٥٧/١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ «إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا».

১/২১৫৭। ∝[আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল][ওয়াকী'][মুগীরাহ বিন যিয়াদ আল-মুসাল্লি (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][উবাদাহ বিন নুসায়][আসওয়াদ বিন স্রা'লাবাহ (দঈফ বা দুর্বল)][উবাদাহ ইবনুস্র স্রামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ তিনি বলেন, আমি আহলে সুফ্‌ফার কিছু সংখ্যক লোককে কুরআন মাজীদ ও লেখা শিখাই। তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি (মনে মনে) বললাম, এটি তেমন উল্লেখযোগ্য মাল নয়। এটির সাহায্যে আমি আল্লাহর পথে তীর মারতে পারবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ তোমাকে জাহান্নামের জিঞ্জীর পরানো হলে তাতে তুমি খুশি হতে পারলে এটি গ্রহণ করো।[২১৫৭]

٢١٥٨/٢ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا».

২১৫৬. স্বহীহুল বুখারী ২২৭৬, ৫০০৭, ৫৭৩৬, ৫৭৪৯, মুসলিম ২২০১, তিরমিযী ২০৬৩, আবূ দাউদ ৩৪১৮, ৩৯০০, আহমাদ ১০৬৭৬, ১১০০৬, ১১০৮০, ১১৩৭৮, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ১/৫৫৯। ইরওয়া' ১৫৫৬। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২১৫৭. আবূ দাউদ ৩৪১৬, আহমাদ ২২১৮১, বায়হাকী ৯/৩৩৭। স্বহীহাহ ২৫৬। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুগীরাহ বিন যিয়াদ আল-মুস্রালি সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম তিরমিযী বলেন, কিছু আহলে ইলমগণ তার হাদীস্র মুখস্থ করা পূর্বে হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে সামালোচনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন রাফি' বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১২৬, ২৮/৩৫৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আসওয়াদ বিন স্রা'লাবাহ সম্পর্কে আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শাম শহরে পরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯৯, ৩/২২০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু আসওয়াদ বিন স্রা'লাবাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৭৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি জাল, ৭টি অধিক দুর্বল, ২০টি দুর্বল, ৩৭টি হাসান, ১২টি স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ ৩৪১৬, আহমাদ ২২১৮০, ২২২৫৯।

২/২১৫৮। সাহল বিন আবূ সাহল ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সাওর বিন ইয়াযীদ খালিদ বিন মা'দান আবদুর রহমান বিন সালম (মাজহুল বা অপরিচিত) আতিয়্যাহ আল-কালাঈ .... উবাই বিন কা'ব তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলে সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ তুমি এটি গ্রহণ করলে (জানবে যে,) তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক গ্রহণ করেছো। অতএব আমি তা ফেরত দিলাম।[২১৫৮]

٩/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

১২/৯. অধ্যায় : কুকুরের বিক্রয় মূল্য, যেনার বিনিময়, গণকের বখশিশ ও পাঁঠার ভাড়া গ্রহণ নিষিদ্ধ।

٢١٥٩/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».

১/২১৫৯ হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ যুহরী আবূ বাক্র বিন আবদুর রহমান আবূ মাসউদ নবী কুকুরের মূল্য, যেনার বিনিময় ও গণকের বখশিশ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।[২১৫৯]

٢١٦٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ».

২/২১৬০। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন তারীফ মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) আ'মাশ আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কুকুরের মূল্য ও পাঁঠার ভাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[২১৬০]

٢١٦١/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ».

২১৫৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৪৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন সালম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৩৬, ১৭/১৪৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন সালম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি অধিক দুর্বল, ৭টি দুর্বল, ৮টি হাসান, ১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মু'জামুল আওসাত ৮০০০।

২১৫৯. সহীহুল বুখারী ২২৩৭, ২২৮২, ৫৩৪৬, ৫৭৬১, মুসলিম ১৫৬৭, তিরমিযী ১১৩৩, ১২৭৬, নাসায়ী ৪২৯২, ৪৬৬৬, আবূ দাউদ ৩৪২৮, ৩৪৮১, আহমাদ ১৬৬২২, ১৬৬২৬,১৬৬৩৯ মুয়াত্তা মালিক ১৩৬৩, দারিমী ২৫৬৮। ইরওয়া' ১২৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৬০. নাসায়ী ৪২৯৩, ৪৬৭৩, আবূ দাউদ ৩৪৮৪, আহমাদ ৭৯১৬, ৮১৮৯, ৯১০৮, ১০১১১, দারিমী ২৬২৩, ২৬২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

৩/২১৬১। হিশাম বিন আম্মার ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[২১৬১]

١٠/١٢. بَاب كَسْبِ الْحَجَّامِ

১২/১০. অধ্যায় : রক্তমোক্ষকের উপার্জন।

٢١٦٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ» تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ.

১/২১৬২। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইবনু তাউস তার পিতা (তাউস বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্তমোক্ষককে পারিশ্রমিক দেন। ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ইবনু আবূ উমার এ হাদীসের একক রাবী।[২১৬২]

٢١٦٣/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ».

২/২১৬৩। আমর বিন আলী আবূ হাফস্ আস-সায়রাফী আবূ দাউদ ওয়ারকা' আবদুল আ'লা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ জামীলাহ (মাকবূল) আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুহাম্মাদ বিন উবাদাহ আল-ওয়াসিতী ইয়াযীদ বিন হারূন ওয়ারকা' আবদুল আ'লা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ জামীলাহ (মাকবূল) আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রক্তমোক্ষণ করান এবং আমাকে নির্দেশ দিলে আমি রক্তমোক্ষকের পারিশ্রমিক পরিশোধ করি।[২১৬৩]

২১৬১. মুসলিম ১৫৬৯, তিরমিযী ১২৭৯, নাসায়ী ৪২৯৫, ৪৬৬৮,আবূ দাউদ৩৪৮০,৩৪৭৯ আহমাদ ১৪২৪২, ১৪৩৫৩, ১৪৭২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২১৬২. মাজাহ ১৬৮২, ৩০৮১, সহীহুল বুখারী ১৮৩৫, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ২১০৩, ২২৭৮, ২২৭৯, ৫৬৯৪, ৫৬৯৫, ৫৬৯৯, মুসলিম ১২০২, তিরমিযী ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৮৩৯, নাসায়ী ২৮৪৫, ২৮৪৬, ২৮৪৭, আবূ দাউদ ১৮৩৫, ১৮৩৬, ২৩৭৩, আহমাদ ১৮৫২, ১৯২২, ১৯৪৪, ২১০৯, ২১৮৭, ২২২৯, ২২৪৩, ২২৪৯, ২৩৫১, ২৫৩২, ২৫৮৪, ২৬৫৪, ২৭১১, ২৭৮৫৩, ২৮৮৩, ৩০৬৫, ৩০৬৮, ৩২০১, ৩২২৩, ৩২৭২, ৩৫১৩, দারিমী ১৮১৯, ১৮২১। মুখতাসারুশ শামায়িল ৩১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৬৩. আহমাদ ৬৯৪। আল-মুখতাসার ৩১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢١٦٤/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ».

৩/২১৬৪। আবদুল হুমায়দ বিন বায়ন আল-ওয়াসিতী খালিদ বিন আবদুল্লাহ য়ূনুস ইবনু সীরীন আনাস বিন মালিক (রাঃ) নাবী (সাঃ) রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্তমোক্ষককে তার পারিশ্রমিক দেন।[২১৬৪]

٢١٦٥/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ».

৪/২১৬৫। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ আওযাঈ যুহরী আবূ বাক্র বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস বিন হিশাম আবূ মাসউদ উকবাহ বিন আমর (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রক্তমোক্ষণের উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।[২১৬৫]

٢١٦٦/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ «اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ».

৫/২১৬৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ বিন সাওয়ার ইবনু আবূ যি'ব যুহরী হারাম বিন মুহায়্যিসাহ তার পিতা (মুহায়্যিসাহ বিন মাসউদ বিন কা'ব) (রাঃ) তিনি বলেন, তিনি নবী (সাঃ)কে রক্তমোক্ষকের উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে তা ভোগ করতে নিষেধ করেন। তিনি নবী (সাঃ) কে তার প্রয়োজনের কথা বললে তিনি বলেন, তুমি তোমার উটের আহার সংগ্রহে তা খরচ করো।[২১৬৬]

١١/١٢. بَاب مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

১২/১১. অধ্যায় : যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

٢١٦٧/١ - حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আ'লা সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস বর্ণনায় ভুল করে তিনি তাদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৮৪, ১৬/৩৫২ নং পৃষ্ঠা)

২১৬৪. বুখারী ২১০২, ২২১০, ২২৭৭, ২২৮০, ২২৮১, ৫৬৯৬, মুসলিম ২৯৫২, ২৯৫৩, ৪০৯২, তিরমিযী ১২৭৮, আবূ দাউদ ৩৪২৪, আহমাদ ১১৫৫৫, ১২৩৭৪, ১২৪৭২, মালিক ১৮২১, দারিমী ২৬২২। মুখতাসারুশ শামাইল ৩০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৬৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৬৬. তিরমিযী ১২৭৭, আবূ দাউদ ৩৪২২, আহমাদ ২৩১৭৭, ২৩১৮০, মুয়াত্তা মালিক ১৮২৩, বায়হাকী ৯/৩৩৭। সহীহাহ ১৪০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُوْمَ فَأَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ».

১/২১৬৭। ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিসরী লায়স বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আতা' বিন আবূ রাবাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের বছর তথায় অবস্থানকালে বলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতজন্তু, শুকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে কী বলেন? কারণ এটি নৌকায় লাগানো হয়, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে ব্যবহৃত হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে বাতিও জ্বালায়। তিনি বলেনঃ না, এগুলোও হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ ইহূদীদের ধ্বংস করুন! আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা এটি গলিয়ে বিক্রয় করে এবং এর মূল্য ভোগ করে।[২১৬৭]

٢١٦٨/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْإِفْرِيْقِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ».

২/২১৬৮। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান হাশিম ইবনুল কাসিম আবূ জা'ফার আর-রাযী (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল) আসিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবুল মুহাল্লাব (দঈফ বা দুর্বল) উবায়দুল্লাহ আল-ইফরীকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় করতে, তাদের উপার্জন ও তাদের মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।[২১৬৮]

২১৬৭. সহীহুল বুখারী ২২৩৬, ৪৬৩৩, মুসলিম ১৫৮১, তিরমিযী ১২৯৭, নাসায়ী ৪২৫৬, ৪৬৬৯, আবূ দাউদ ৩৪৮৬, আবূ দাউদ ১৪০৮৬, বায়হাকী ৯/৩৫৫, ইবনু হিব্বান ৪৯৩৭। ইরওয়া' ১২৯০, রাওদুন নাদীর ৪৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৬৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৯২২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ জা'ফার আর-রাযী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী । আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭২৮৪, ৩৩/১৯২ নং পৃষ্ঠা) ২. উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন বাহদালাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযআর বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এমন কাউকে পায়নি। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বিলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার মাঝে অন্য কোন দোষ পায়নি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবুল মুহাল্লাব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৯, ২৮/৬০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি হাসান কিন্তু আবুল মুহাল্লাব এর কারণে সানাদটি খুবই দুর্বল। তাছাড়াও তার উসতায উবায়দুল্লাহ আল-ইফরীকী আবূ উমামহ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। হাদীসটির ৭৮টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে

١٢/١٢. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

১২/১২. অধ্যায় : মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

٢١٦٩/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ».

১/২১৬৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার খুবায়ব বিন আবদুর রহমান হাফস বিন আসিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুলামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[২১৬৯]

٢١٧٠/٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ».

زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُوْلَ أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِيْ إِلَيْكَ مَا مَعِي.

২/২১৭০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী আতা' বিন ইয়াযীদ আল-লায়সী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুলামাসা ও মুনাবাযা নিষিদ্ধ করেছেন। অধস্তন রাবী সাহলের বর্ণনায় আরো আছে যে, সুফিয়ান বলেছেন, 'মুলামাসা' এই যে, "ক্রেতা পণ্য হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই তা ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, সে তা স্বচক্ষে না দেখলেও"। আর 'মুনাবাযা' হলো এরূপ বলা যে, "তোমার হাতের বস্তু আমার দিকে নিক্ষেপ করো এবং আমি আমার হাতের বস্তু তোমার দিকে নিক্ষেপ করবো" (এভাবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠান)।[২১৭০]

١٣/١٢. بَاب لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِهِ

১২/১৩. অধ্যায় : দু'জনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বা দরদাম চলাকালে তৃতীয় পক্ষ যেন তাতে অংশগ্রহণ না করে।

٢١٧١/١ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».

১টি জাল, ১২টি অধিক দুর্বল, ২২টি দুর্বল, ১৭টি হাসান, ২৬টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তিরমিযী ১২৮২, ৩১৯৫, আহমাদ ২১৬৬৪, ২১৭৭৬, মু'জামুল আওসাত ৬৮৩৯, ৮৫৪১, আল-ফাওয়াইদ ১৫৫৫।

২১৬৯. সহীহুল বুখারী ৩৬৮, ২১৪৬, ৫৮২১, মুসলিম ১৫১১, তিরমিযী ১৩১০, নাসায়ী ৪৫০৯, ৪৫১৩, ৪৫১৭, আহমাদ ৮৭১৩, ২৭৬১৯, ৯৩০১, ৯৬১১, ২৭২৪৫, ৯৭৯৫, ৯৮১৩, ৯৮৬৮, ১০০৬৪, ১০৩৭১, ১০৪৬৫, মুয়াত্তা মালিক ১৩৭১, ১৭০৪, আল-জামি' ১৭০৪, বায়হাকী৬/১৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৭০. সহীহুল বুখারী ২১৪৪, ২১৪৭, ৫৮২০, ৬২৮৪, মুসলিম ১৫১২, নাসায়ী ৪৫১০, ৪৫১১, ৪৫১২, ৪৫১৪, ৪৫১৫, আবূ দাউদ ৩৩৭৭, আহমাদ ১০৬৩৯, ১১২৫৫, ১১২৭৯, ১১৪৮৯, দারিমী ২৫৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২১৭১। ∝[সুওয়ায়দ বিন সাঈদ](মালিক বিন আনাস](নাফি'](ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন অপর কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।[২১৭১]

٢١٧٢/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

২/২১৭২। ∝[হিশাম বিন আম্মার](সুফইয়ান](যুহরী](সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব](আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে।[২১৭২]

١٤/١٢. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ

১২/১৪. অধ্যায় : নাজাশ ধরনের দালালী নিষিদ্ধ।

٢١٧٣/١ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ النَّجْشِ».

১/২১৭৩। ∝[মুসআব বিন আবদুল্লাহ আয যুবায়রী ও আবূ হুযাফাহ](মালিক বিন আনাস](নাফি'](ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজাশ নিষিদ্ধ করেছেন।[২১৭৩]

٢١٧٤/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَنَاجَشُوا».

২/২১৭৪। ∝[হিশাম বিন আম্মার ও সাহল বিন আবূ সাহল](সুফইয়ান](যুহরী](সাঈদ](আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা নাজাশ করবে না।[২১৭৪]

২১৭১. সহীহুল বুখারী ২১৩৯, ২১৬৫, ৫১৪২, মুসলিম ১৪১২, তিরমিযী ১২৯২, নাসায়ী ৩২৪৩, ৪৫০৩, ৪৫০৪, আবূ দাউদ ৩৪৩৬, ২০৮১, আহমাদ ৪৫১৭, ৪৭০৮, ৫২৮২, ৫৩৭৫, ৫৮২৮, ৫৯৯৮, ৬০২৪, ৬০৫২, ৬১০০, ৬২৪০, ৬৩৭৫, মুয়াত্তা মালিক ১৩৯০, দারিমী ২১৭৬, ২৫৬৭, বায়হাকী ৫/৩৪৫, ৭/১৭৯, ইবনু হিব্বান ৬৯৭৯, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৩/৩৭৪। ইরওয়া' ১২৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৭২. সহীহুল বুখারী ২১৪০, ২১৫০, ২১৬০, ২১৬২, ২৭২৩, ২৭২৭, মুসলিম ১৪১৩, ১৫১৫, ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯১, ৪৪৯৬, ৪৫০২, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ৩৪৪৩, ৭৬৪১, ৭৬৭০, ৮০৩৯, ২৭৪২৯, ৮৫০৫, ৮৭১৫, ৮৮৭৬, ৯০৫৪, ২৭৪৯৩, ৯১৬০, ৯২৩৪, ৯৫৮৫, ৯৬৩৫, ৯৯৪৩, ১০২২৭, ১০২৭১, ১০৩১১, ১০৪৬৩, মুয়াত্তা মালিক ১৩৯১। ইরওয়া' ১২৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৭৩. সহীহুল বুখারী ২১৪২, ৬৯৬৩, মুসলিম ১৫১৬, নাসায়ী ৪৪৯৭, ৪৫০৫, আহমাদ ৪৫১৭, ৫২৮২, ৫৮২৭৮, ৬৪১৫, মুয়াত্তা মালিক ১৩৯২, দারিমী ২৫৬৭, বায়হাকী ৫০/২৭০। ইরওয়া' ১৩১৮, গায়াতুল মারাম ৩৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ হুযাফাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনীবলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ফাদল বিন সাহল বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবদুল বাকী বিন কানি আল-বাগদাদী ও ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০, ১/২৬৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবূ হুযাফাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি জাল, ১৭টি খুবই দুর্বল, ২৮টি দুর্বল, ৯টি হাসান ৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২১৪২, ৬৯৬৩, মুসলিম ১৫১৯, তিরমিযী ১৩০৪, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, আহমাদ ৫৮৩৬, মু'জামুল আওসাত ১১১৭, শারহুস সুন্নাহ ২০৯৭।

١٥/١٢. بَاب النَّهْيِ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

১২/১৫. অধ্যায় : স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় না করে।

٢١٧٥/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

১/২১৭৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, যুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা লোকেদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের একজনের দ্বারা অপরজনকে রিযিক দান করেন।[২১৭৫]

٢١٧٦/٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

২/২১৭৬। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, আবুয যুবায়র, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা লোকেদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের একজনের দ্বারা অপরজনকে রিযিক দান করেন।[২১৭৬]

٢١٧٧/٣ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُوْنُ سِمْسَارًا.

৩/২১৭৭। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী, আবদুর রায্‌যাক, মা'মার, ইবনু তাউস, তার পিতা (তাউস বিন কায়সান), ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্থানীয় লোকেদেরকে বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বহিরাগতদের পক্ষে স্থানীয় লোকেদের বেচাকেনার অর্থ কী? তিনি বলেন, স্থানীয় লোকজন যেন তার দালাল না সাজে।[২১৭৭]

২১৭৪. সহীহুল বুখারী ২১৫০, ২১৬০, ২৭২৩, ২৭২৭, ৬০৬৬, মুসলিম ১৪১৩, ১৫১৫, ২৫৬৪, তিরমিযী ১৩০৪, নাসায়ী ৩২৩৯,৪৪৯১, ৪৪৯৬, ৪৫০২, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাঊদ ৩৪৩৮, আহমাদ ৭২০৭, ৭৬৪১, ৭৬৭০, ৭৭৯৮, ৭৮১৫, ৮৫০৫, ৮৭১৩, ৮৮৭৬, ৯০৫৫, ৯১৬০, ৯৬১১, ৯৬৭৫, ৯৯৪৩, ১০১৩৮, ১০২৭১, ১০৪১৭, মুয়াত্তা মালিক ১৩৯১, বায়হাকী ৫/২৭১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১৬। রাওদুন নাদীর ১১৭৪, ১১৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৭৫. সহীহুল বুখারী ২১৪০, ২১৫০, ২১৬০, ২১৬২, ২৭২৩, ২৭২৭, মুসলিম ১৪১৩, ১৫১৫, ১৫২০, তিরমিযী ১২২২, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯১, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আহমাদ ৭২০৭, ৭২৭০, ৭৪০৬, ৭৬৪১, ৮৭১৫, ৮৮৭৬, ৮৯৬৯, ৯১৬০, ৯৮৭২, ৯৯০৬, ৯৯৪৩, ৯৯৯৩, ১০১৩৮, ১০২৭১, ১০৪১৭, মুয়াত্তা মালিক ১৩৯১, বায়হাকী ৫/২৭০, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৭৬. মুসলিম ১৫২২, তিরমিযী ১২২৩, আবূ দাঊদ ৩৪৪২, আহমাদ ১৩৮৭৯, ১৩৯৩০, ১৪৭২১, ১৪৭৯৮। গায়াতুল মারাম ২১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৭৭. সহীহুল বুখারী ২১৫৮, ২১৬৩, ২২৭৪, মুসলিম ১৫২১, ৪৫০০, আবূ দাঊদ ৩৪৩৯, আহমাদ ৩৪৭২, বায়হাকী ৫/৩৩৩, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৪৫। গায়াতুল মারাম ৩৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

১২/১৬. অধ্যায় : পণ্য বাজারে পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করা নিষেধ।

٢١٧٨/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ».

১/২১৭৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ হিশাম বিন হাস্‌সান মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহীদের সাথে সাক্ষাত করে তা ক্রয় করো না। কেউ এভাবে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করলে পণ্যের বাহক বাজারে পৌঁছার পর তার বিক্রয় বাতিলের এখতিয়ার লাভ করে।[২১৭৮]

٢١٧٩/٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ».

২/২১৭৯। উসমান বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহীদের সাথে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন।[২১৭৯]

٢١٨٠/٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ».

৩/২১৮০। ইয়াহইয়া বিন হাকীম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও হাম্মাদ বিন মাসআদাহ সুলায়মান (বিন তরখান) আত-তায়মী আবূ উসমান আন-নাহদী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব ইবনুশ শাহীদ মু'তামির বিন সুলায়মান আমার পিতা (সুলায়মান বিন তরখান) আবূ উসমান আন-নাহদী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাজারের বাইরে গিয়ে বিক্রয়কারীদের পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২১৮০]

١٧/١٢. بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

১২/১৭. অধ্যায় : ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।

২১৭৮. সহীহুল বুখারী ২১৫০, ২১৬২, ২৭২৭, মুসলিম ১৫১৫, ১৫১৯, তিরমিযী ১২২১, নাসায়ী ৪৪৮৭, ৪৪৯৬, ৪৫০১, আবূ দাউদ ৩৪৩৭, ৩৪৪৩, আহমাদ ৭২৬৩, ৭৭৬৬, ৮৭১৫, ৮৮৭৬, ৮৯৬৯, ৮৯৮৩, ৯০৫৫, ২৭২৪৯, মুয়াত্তা মালিক ১৩৯১, দারিমী ২৫৬৬। ইরওয়া' ১৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৭৯. মুসলিম ১৫১৭। গায়াতুল মারাম ৩৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৮০. সহীহুল বুখারী ২১৪৯, মুসলিম ১৫১৭, তিরমিযী ১২২০, আহমাদ ৪০৮৫। গায়াতুল মারাম ৩৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢١٨١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

১/২১৮১। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী লায়স বিন সা'দ নাফি' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, দু'জন লোক একত্রে অবস্থান করে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করলে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে অথবা একজন অপরজনকে এখতিয়ার দিলেও তা বহাল থাকে। অতএব একজন অপরজনকে এখতিয়ার প্রদান করার পর ক্রয়-বিক্রয় করলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় অবধারিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়কারী কোন পক্ষ তা প্রত্যাহার না করে পৃথক হয়ে গেলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় বহাল হয়ে যায়। [২১৮১]

٢١٨٢/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيْءِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

২/২১৮২। আহমাদ বিন আবদাহ ও আহমাদ ইবনুল মিকদাম হাম্মাদ বিন যায়দ জামীল বিন মুররাহ আবুল ওয়াদী' আবূ বার্‌যাহ আল-আসলামী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে। [২১৮২]

٢١٨٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

৩/২১৮৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন মানসূর আবদুস সামাদ শু'বাহ কাতাদাহ হাসান সামুরাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে। [২১৮৩]

١٢/١٨. بَاب بَيْعِ الْخِيَارِ

১২/১৮. অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়ে এখতিয়ার প্রসঙ্গ।

٢١٨٤/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اخْتَرْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا».

২১৮১. সহীহুল বুখারী ২১০৭, ২১০৯, ২১১১, ২১১২, ২১১৩, মুসলিম ১৫৩১, তিরমিযী ১২৪৫, নাসায়ী ৪৪৬৫, ৪৪৬৬, ৪৪৬৭, ৪৪৬৮, ৪৪৬৯, ৪৪৭০, ৪৪৭১, ৪৪৭২, ৪৪৭৩, ৪৪৭৪, ৪৪৭৫, ৪৪৭৬, ৪৪৭৭, ৪৪৭৮, ৪৪৭৯, ৪৪৮০,আবূ দাঊদ ৩৪৫৪, আহমাদ ৩৯৫, ৪৪৭০, ৪৫৫২, ৫১৩৬, ৫৩৯৫, ৫৯৭০, ৬১৫৮, মুয়াত্তা মালিক ১৩৭৪। ইরওয়া' ৫/১৫৪, রাওদুন নাদীর ৫৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৮২. আহমাদ ১৯৩১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৮৩. নাসায়ী ৪৪৮১, ৪৪৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২১৮৪। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া ও আহমাদ বিন ঈসা আল-মিসরী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বেদুইনের নিকট থেকে এক বোঝা উটের খাদ্য ক্রয় করেন। ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমার (ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখার বা বাতিল করার) এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারো। বেদুইন বললো, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি বিক্রয় বহাল রাখলাম।[২১৮৪]

٢١٨٥/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».

২/২১৮৫। আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ লিখিত কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) দাঊদ বিন স্বালিহ আল-মাদীনী তার পিতা স্বালিহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়।[২১৮৫]

١٩/١٢. بَاب الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

১২/১৯. অধ্যায় : ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে।

٢١٨٦/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ بَاعَ مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِعْتُكَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ هَاتِهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ».

১/২১৮৬। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ হুশায়ম ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) কাসিম বিন আবদুর রহমান তার পিতা (আবদুর রহমান) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশআস্র বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট রাষ্ট্রের গোলামসমূহের মধ্য থেকে একটি গোলাম বিক্রয় করে। পরে তার মূল্য নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বিশ হাজারে তোমার নিকট বিক্রয় করেছি। আর আশআস্র বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি দশ হাজারে আপনার নিকট থেকে ক্রয় করেছি। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তুমি চাইলে আমি

২১৮৪. তিরমিযী ১২৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২১৮৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১২৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

তোমার নিকট একটি হাদীস্র বলতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছি। কায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তা পেশ করুন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্য নিয়ে বিরোধ বাধলে এবং এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী না থাকলে এবং বিক্রীত পণ্যও অবিকল বিদ্যমান থাকলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদ করবে। কায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি এই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদ করলাম। অতএব তিনি গোলাম ফেরত দিলেন।[২১৮৬]

٢٠/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

১২/২০. অধ্যায় : তোমার মালিকানায় যা নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ এবং ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া লাভে অংশীদার হওয়া নিষিদ্ধ।

٢١٨٧/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِيْ أَفَأَبِيْعُهُ قَالَ «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

১/২১৮৭। ◊[মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার][মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][শু'বাহ][আবূ বিশর][ইউসুফ বিন মাহাক][হাকীম বিন হিযাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◊ তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে এমন কিছু কিনতে চায়, যা আমার নিকট বিদ্যমান নাই। আমি কি তার সাথে বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি? তিনি বলেনঃ তোমার নিকট যা বিদ্যমান নেই, তা তুমি বিক্রয় করো না।[২১৮৭]

٢١٨٨/٢ – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

২/২১৮৮। ◊[আযহার বিন মারওয়ান][হাম্মাদ বিন যায়দ][আয়্যূব][আমর বিন শুআয়ব][তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)][দাদা (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনুল আস্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))]◊ ◊[আবূ কুরায়ব][ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ][আয়্যূব][আমর বিন শুআয়ব][তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)][দাদা (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনুল আস্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে জিনিস তোমার নিকট বিদ্যমান নেই, তা বিক্রয় করা হালাল নয়। আর লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করা হালাল নয়।[২১৮৮]

২১৮৬. আহমাদ ৪৪২৮। ইরওয়া' ১৩২২, ১৩২৩, সহীহাহ ৭৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

২১৮৭. তিরমিযী ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৩৫, নাসায়ী ৪৬১৩, আবূ দাউদ ৩৫০৩, আহমাদ ১৪৮৮৮, ১৫১৪৫। ইরওয়া' ১২৯২, রাওদুন নাদীর ২৯৬, মিশকাত ২৮৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৮৮. তিরমিযী ১২৩৪, নাসায়ী ৪৬১১, আবূ দাউদ ৩৫০৪, আহমাদ ৬৫৯১, ৬৬৩৩, ৬৮৭৯, দারিমী ২৫৬০, বায়হাকী ৫/১৬৭, ৩৩৯, ইবনু হিব্বান ৪৩২১, আত-তহাবী ৪/৪৬। ইরওয়া' ৫/১৪৭, সহীহাহ ১২১২, মিশকাত ২৮৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

٢١٨٩/٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيْدٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ «نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

৩/২১৮৯। উসমান বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার সমালোচনা রয়েছে) লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) আতা' আত্তাব বিন আসীদ (উসাউদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে মক্কায় পাঠান তখন তাকে (লোকসানের) ঝুঁকি বহন না করা পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।[২১৮৯]

٢١/١٢. بَاب إِذَا بَاعَ الْمُجِيْزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

১২/২১. অধ্যায় : সম-কর্তৃত্বসম্পন্ন দু' ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে।

٢١٩٠/١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا».

১/২১৯০। হুমায়দ বিন মাসআদাহ খালিদ ইবনুল হারিস সাঈদ (বিন আবূ আরূবাহ মিহরান) কাতাদাহ হাসান (বিন আবুল হাসান ইয়াসার) উকবাহ বিন আমির অথবা সামুরা বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি কোন জিনিস পরপর দু'জন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে।[২১৯০]

٢١٩١/٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا بَاعَ الْمُجِيْزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ».

২/২১৯১। হুসায়ন বিন আবুস সারী আল-আসকালানী (দঈফ বা দুর্বল) ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ বা দুর্বল) কাতাদাহ হাসান বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কর্তৃত্বসম্পন্ন দু' ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ব্যক্তি (ক্রেতা) পাবে।[২১৯১]

২১৮৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ৬/৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২১৯০. তিরমিযী ১১১০, নাসায়ী ৪৬৮২, আবূ দাউদ ২০৮৮, আহমাদ ১৬৮৯৮, ১৯৫৮১, ১৯৬০৯, ১৯৬২৮, ১৯৬৯৪, ১৯৭৫০, দারিমী ২১৯৩, বায়হাকী ৭/১৪১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১৭৫। ইরওয়া' ১৮৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২১৯১. নাসায়ী ৪৬৮২, বায়হাকী ২/২৯। ইরওয়া' ১৮৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী হুসায়ন বিন আবুস সারী আল-আসকালানী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও তিনি অপরিচিত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানি বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আরূবাহ আল-হাররানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবুস সারী আল-আসকালানী বলেন, তোমরা আমার ভাই এর নিকট থেকে কেউ হাদীস গ্রহণ করিও না, কারণ তিনি মিথ্যুক। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৩৩১,

١٢/٢٢. بَاب بَيْعِ الْعُرْبَانِ

১২/২২. অধ্যায় : উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয়।

٢١٩٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ».

১/২১৯২। হিশাম বিন আম্মার মালিক বিন আনাস .... আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) নবী উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২১৯২]

٢١٩٣/٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الرُّخَامِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِيْنَارَيْنِ عُرْبُوْنًا فَيَقُوْلُ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّيْنَارَانِ لَكَ وَقِيْلَ يَعْنِيْ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُوْلَ إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ.

২/২১৯৩। ফাদল বিন ইয়া'কূব আর-রুখামী হাবীব বিন আবূ হাবীব (উপনাম) আবূ মুহাম্মাদ (প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আবূ দাঊদ ও অন্যান্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামী (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) নবী উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম ইবনু মাজাহ) বলেন, উরবান ধরনের ক্রয়- বিক্রয় এই যে, যেমন কোন ব্যক্তি একশত দীনারে একটি পশু ক্রয় করে বিক্রেতাকে বায়নাস্বরূপ দু' দীনার দিয়ে বললো, আমি পশুটি ক্রয় না করলে দীনার দু'টি তোমারই থাকবে। আরো বলা হয়েছে যে, ক্রেতা কোন জিনিস ক্রয় করে বিক্রেতাকে এক দিরহাম অথবা তার কম বা বেশি দিয়ে বললো, আমি তা রেখে দিলে তো ঠিক আছে, অন্যথায় দিরহামটি তোমারই। আল্লাহই ভালো জানেন।[২১৯৩]

৬/৪৬৮ নং পৃষ্ঠা) ২. সাঈদ বিন বাশীর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়।

২১৯২. মাজাহ ২১৯৩, আবূ দাউদ ৩৫০২। মিশকাত ২৮৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী মালিক বিন আনাস ও আমর বিন শুআয়ব এর মাঝে ইনকিতা সংঘটিত হয়েছে।

২১৯৩. মাজাহ ২১৯২, আবূ দাউদ ৩৫০২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী হাবীব বিন আবূ হাবীব (উপনাম) আবূ মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নয়, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য । আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০৮২, ৫/৩৬৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-

١٢/٢٣. بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

১২/২৩. অধ্যায় : পাথর নিক্ষেপে বেচা-কেনা এবং প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

٢١٩٤/١ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ».

১/২১৯৪। মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) উবায়দুল্লাহ আবুয যিনাদ আ'রাজ আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং পাথর নিক্ষেপে নির্ধারিত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[২১৯৪]

٢١٩٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».

২/২১৯৫। আবূ কুরায়ব ও আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী আসওয়াদ বিন আমির আয়্যুব বিন উতবাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্নীর আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[২১৯৫]

١٢/٢٤. بَاب النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِيْ بُطُوْنِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوْعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

১২/২৪. অধ্যায় : গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়, পশুর স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রয় এবং ডুবুরীর বাজি নির্ভর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজীসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের বিষয় নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩৫৫, ১৫/১৫০ নং পৃষ্ঠা)

২১৯৪. মুসলিম ১৫১৩, তিরমিযী ১২৩০, নাসায়ী ৪৫১৮, আবূ দাউদ ৩৩৭৬, আহমাদ ৭৩৬৩, ৮৬৬৭, ৯৩৪৫, ৯৩৭৫, ১০০৬২, দারিমী ২৫৬৩, ২৫৫৪, বায়হাকী ৫/৩৫৭। ইরওয়া' ১২৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২১৯৫. আহমাদ ২৭৪৭, বায়হাকী ৬/১২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আয়্যুব বিন উতবাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, তিনি বাগদাদ আসার পর তার নিকট কোন কিতাব নাথাকায় তার মুখস্থ হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সন্দেহ করতেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করতেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬২০, ৩/৪৮৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আয়্যুব বিন উতবাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১২৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে। তন্মধ্যে ২৭টি খুবই দুর্বল, ৪৮টি দুর্বল, ১৭টি হাসান, ৩৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ১৪১২, তিরমিযী ১২৩০, আবূ দাউদ ৩৩৭৬, দারিমী ২৫৫৪, ২৫৬৩, আহমাদ ২৭৪৭, ৬২৭১, ৬৪০১, ৭৩৬৩, ৮৬৬৭, ৯৩৪৫, ৯৩৭৫, দারিমী ২৫৫৪, ২৫৬৩, দারাকুতনী ২৮১৭, ২৮১৮, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৪৫০৬, ১৪৫০৭, ১৪৫০৮, মু'জামুল আওসাত ৩০৪, ৩০৫, ২৩৩১, ৫৫১৫, ৫৬২২, ৮০৮৭, আল-ফাওয়াইদ ৯৪১, শারহুস সুন্নাহ ২১০২, ২১০৩।

٢١٩٦/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَبْدِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِيْ بُطُوْنِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِيْ ضُرُوْعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ».

১/২১৯৬। হিশাম বিন আম্মার, হাতিম বিন ইসমাঈল, জাহদম বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়ামানী, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-বাহিলী (মাজহুল বা অপরিচিত), মুহাম্মাদ বিন যায়দ আল-আবদী (মাকবূল), শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গবাদি পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসবের পূর্বে, পশুর স্তনের দুধ পরিমাণ না করে, পলাতক গোলাম, গানীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে, দান-খয়রাত হস্তগত করার পূর্বে এবং ডুবুরীর বাজির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২১৯৬]

٢١٩٧/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ».

২/২১৯৭। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, আয়্যুব, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর গর্ভস্থ ভ্রুণের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২১৯৭]

١٢/٢٥. بَاب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

১২/২৫. অধ্যায় : নিলামে ক্রয়-বিক্রয়।

٢١٩٨/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِيْ بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيْهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِيْ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ

২১৯৬. আহমাদ ১০৯৮৪। ইরওয়া' ১২৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-বাহিলী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫০৩৫, ২৪/৩৩৫ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্নিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২১৯৭. সহীহুল বুখারী ২১৪৩, ২২৫৬, ৩৮৪৩, মুসলিম ১৫১৪, তিরমিযী ১২২৯, নাসায়ী ৪৬২৩, ৪৬২৪, ৪৬২৫, আবূ দাউদ ৩৩৮০,আহমাদ ৩৯৬, ৪৪৭৭, ৪৫৬৮, ৪৬২৬, ৫২৮২, ৫৪৪৩, ৫৪৮৬, ৫৮২৮, ৬২৭১, ৬৪০১, মুয়াত্তা মালিক ১৩৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِيْ بِهِ فَفَعَلَ فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَشَدَّ فِيْهِ عُوْدًا بِيَدِهِ وَقَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيْءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ دَمٍ مُوْجِعٍ».

১/২১৯৮। হিশাম বিন আম্মার, ঈসা বিন য়ূনুস, আখদর বিন আজলান, আবূ বাকর আল-হানাফী (তার অবস্থা অজ্ঞাত), আনাস বিন মালিক (রাঃ) এক আনসারী ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু চাইলে তিনি বলেনঃ তোমার ঘরে কি কিছু আছে? সে বললো, হাঁ, একটি কম্বল আছে, যার একাংশ আমরা গায়ে দেই এবং অপরাংশ (বিছানা হিসাবে) বিছাই। আর আছে একটি পানপাত্র যাতে করে আমরা পানি পান করি। নবী (সাঃ) বলেনঃ জিনিস দু'টি আমার নিকট নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সে এগুলো তাঁর নিকট নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিনিস দু'টি নিজ হাতে নিয়ে বলেনঃ এই জিনিস দু'টি কে কিনবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এক দিরহামে তা ক্রয় করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ এর বেশী মূল্য কে দিবে? তিনি কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বলেন। তখন এক লোক বললো, আমি দু' দিরহামে তা কিনতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিনিস দু'টি তাকে দিয়ে দিরহাম দু'টি গ্রহণ করলেন। তিনি তা আনসারী লোকটিকে দিয়ে বললেনঃ এর একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে তোমার পরিবার-পরিজনকে দিয়ে আসো এবং অবশিষ্ট দিরহামটি দিয়ে কুঠার কিনে আমার নিকট নিয়ে আসো। লোকটি তাই করলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেটি নিয়ে তাতে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ যাও, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করো। আমি যেন পনের দিনের মধ্যে তোমাকে না দেখি। সে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় করতে লাগলো। অতঃপর সে যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম সঞ্চিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ এর কিছু দিয়ে খাদ্য কিনে নাও এবং কিছু দিয়ে কাপড়-চোপড় কিনে নাও। তিনি আরো বলেনঃ ভিক্ষার কারণে কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে অপমানের চিহ্ন থাকার চেয়ে এটি তোমার জন্য অধিক উত্তম। চরম দরিদ্রতা, কঠিন ঋণের বোঝা অথবা রক্তপণ আদায়ের মত প্রয়োজন ব্যতীত যাচঞা করা সংগত নয়।[২১৯৮]

٢٦/١٢. بَاب الْإِقَالَةِ

১২/২৬. অধ্যায় : ইকালা (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদকরণ)

٢١٩٩/١ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২১৯৮. আবূ দাউদ ১৬৪১, বায়হাকী ১/৩৮৯। ইরওয়া' ১২৮৯, মিশকাত ২৮৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ বাকর আল-হানাফী সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার আদালাত সম্পর্কে জানা যায় না, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত ও তার সংবাদ মুনকার। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৭৫, ১৬/৩৩৮ নং পৃষ্ঠা)

১/২১৯৯। যিয়াদ বিন ইয়াহইয়া আবুল খাত্তাব মালিক বিন সুআয়র আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রা (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (বা অনুতপ্ত ব্যক্তির অনুরোধে) চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ দিলো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।[২১৯৯]

١٢/٢٧. بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

১২/২৭. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মূল্য বেঁধে দেয়া অপছন্দ করে।

٢٢٠٠/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ «إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلَا مَالٍ».

১/২২০০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না হাজ্জাজ হাম্মাদ বিন সালামাহ কাতাদাহ, হুমায়দ ও সাবিত আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং রিযিক দানকারী। আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে রক্তের ও সম্পদের কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে।[২২০০]

٢٢٠١/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِيْ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ».

২/২২০১। মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আ'লা সাঈদ কাতাদাহ আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে একবার জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি মূল্য বেঁধে দিতেন। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের নিকট থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিতে ইচ্ছুক যে, তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার উপর কৃত যুলুমের দাবি না উঠাতে পারে।[২২০১]

২১৯৯. আবূ দাউদ ৩৪৬০, আহমাদ ৭৩৮৩, বায়হাকী ৪/১৯১। ইরওয়া ১৩৩৪, মিশকাত ২৮৮১, সহীহাহ ২৬১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২০০. তিরমিযী ১৩১৪, আবূ দাউদ ৩৪৫১, আহমাদ ১২১৮১, ১৩৬৪৩, দারিমী ২৫৪৫, ইবনু হিব্বান ৪৯৩, ৪৯৩৫, আল-বায়হাকী ফিশ শুআব ২৯১৬, ১৭৩১৮। গায়াতুল মারাম ৩২৩, রাওদুন নাদীর ৪০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২০১. আহমাদ ১১৪০০। রাওদুন নাদীর ৪০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু মিনদাহ বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২২১, ২৫/২১৫ নং পৃষ্ঠা)

٢٨/١٢. بَاب السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

১২/২৮. অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা প্রদর্শন।

١/٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا».

১/২২০২। ◊[মুহাম্মাদ বিন আবান আল-বালখী আবূ বাকর][ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ][য়ূনুস বিন উবায়দ][আতা' বিন ফাররূখ (মাকবূল)][..............][উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি সহজতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২২০২]

٢/٢٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى».

২/২২০৩। ◊[আমর বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী][আমার পিতা (উসমান বিন সাঈদ)][আবূ গাস্সান মুহাম্মাদ বিন মুতাররিফ][মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিক্রয়কালে উদারচিত্ত, ক্রয়কালেও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগাদায়ও উদারচিত্ত আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন।[২২০৩]

٢٩/١٢. بَاب السَّوْمِ

১২/২৯. অধ্যায় : দরদাম করে ক্রয়-বিক্রয় করা।

١/٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِيْ أَنْمَارٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِيْ أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِيْ أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِيْ أُرِيدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَفْعَلِيْ يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِيْ شَيْئًا فَاسْتَامِيْ بِهِ الَّذِيْ تُرِيدِيْنَ أُعْطِيْتِ أَوْ مُنِعْتِ وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيْعِيْ شَيْئًا فَاسْتَامِيْ بِهِ الَّذِيْ تُرِيدِيْنَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ».

১/২২০৪। ◊[ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)][ইয়া'লা বিন শাবীব (হাদীস বর্ণনায় দুর্বল)][আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন

২২০২. আহমাদ ৪১২, ৪৮৭, ৫১০। তাখরীজুল মুখতার ৩৫৪, ৩৫৫, সহীহাহ ১১৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
২২০৩. সহীহুল বুখারী ২০৭৬, তিরমিযী ১৩২০। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৮, রাওদুন নাদীর ২১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

খুস্রায়ম................বানী আনমারের মাতা কায়লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন উমরা আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন ব্যবসায়ী নারী। আমি কোন জিনিস কিনতে চাইলে আমার ইপ্সিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার ইপ্সিত মূল্যে গিয়ে পৌছি। আবার আমি কোন জিনিস বিক্রয় করতে চাইলে ইপ্সিত মূল্যের চাইতে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে অবশেষে আমার ইপ্সিত মূল্যে নেমে আসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে কাইলা! এরূপ করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার ইপ্সিত মূল্যই বলো, হয় তোমাকে দেয়া হবে নয় দেয়া হবে না। তিনি আরো বলেনঃ তুমি কোন কিছু বিক্রয় করতে চাইলে তোমার ইপ্সিত দামই চাও, হয় তুমি দিলে অথবা না দিলে।[২২০৪]

٢٢٠٥/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَقَالَ لِيْ «أَتَبِيْعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِيْنَارٍ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَتَبِيْعُهُ بِدِيْنَارَيْنِ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيْدُنِيْ دِيْنَارًا دِيْنَارًا وَيَقُوْلُ مَكَانَ كُلِّ دِيْنَارٍ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتَّى بَلَغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنْ الْغَنِيْمَةِ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ».

২/২২০৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াযীদ বিন হারূন জুরায়রী আবূ নাদরাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেনঃ তোমার এই উটটি কি এক দীনারে বিক্রয় করবে? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন মদীনায় পৌছবো, তখন এটি আপনাদের উট হবে। তিনি বলেনঃ তাহলে এটি কি দু' দীনারে বিক্রয় করবে? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এভাবে তিনি প্রতিবার এক দীনার করে বাড়িয়ে বলতে থাকেন এবং প্রতিবারই বলেনঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। অবশেষে তিনি বিশ দীনার পর্যন্ত পৌছলেন। এরপর আমি মদীনায় পৌছে উটটির মাথা ধরে এটিকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি বলেনঃ হে বিলাল! গনীমাতের মাল থেকে একে বিশটি দীনার দাও। তিনি আমাকে বলেনঃ তুমি তোমার উট নিয়ে রওয়ানা হও এবং তা তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও।[২২০৫]

২২০৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২১৫৬, দঈফ আল-জামি' ৬২৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়া'লা বিন শাবীব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১১৩, ৩২/৩৮৫ নং পৃষ্ঠা)

২২০৫. তিরমিযী ১২৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٢٠٦/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ».

৩/২২০৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও সাহল বিন আবূ সাহল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, রাবী' বিন হাবীব (তিনি সত্যবাদী তবে নাওফাল থেকে হাদীস্র বর্ণনার জন্য তাকে দুর্বল বলা হয়েছে), নাওফাল বিন আবদুল মালিক (তিনি অপরিচিত), তার পিতা (আবদুল মালিক), আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূর্য উঠার আগে দরদাম করতে এবং দুগ্ধবতী পশু যবহ করতে নিষেধ করেছেন।[২২০৬]

٢٩/١٢. بَاب مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

১২/৩০. অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ করা নিষেধ।

٢٢٠٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ».

১/২২০৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ ও আহমাদ বিন সিনান, আবূ মুআবিয়াহ, আ'মাশ, আবূ সালিহ যাকওয়ান, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (১) যার নিকট নির্জন প্রান্তরে অতিরিক্ত পানি আছে, সে তা পথিক মুসাফিরকে পান করতে বাধা দেয়। (২) যে বিক্রেতা আসরের পর তার পণ্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে আর আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, সে এতো এতো মূল্যে তা ক্রয় করেছে এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করেছে, অথচ আসল ব্যাপার তার বিপরীত। (৩) যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে শাসকের আনুগত্য করার শপথ করে, শাসক তাকে কিছু দিলে শপথ পূর্ণ করে এবং না দিলে শপথ ভঙ্গ করে।[২২০৭]

২২০৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৭১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী রাবী' বিন হাবীব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, রাবী' নাওফাল থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযীকে জিজ্ঞেস করা হলে আপনি কি তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, যার ইচ্ছা সে তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করতে পারে তবে তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৮৫৬, ৯/৬৭ নং পৃষ্ঠা) ২. নাওফাল বিন আবদুল মালিক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৫০০, ৩০/৬৭ নং পৃষ্ঠা)

২২০৭. মাজাহ ২৮৭০, সহীহুল বুখারী ২৩৫৮, ২৩৬৯, ২৬৭২, ৭২১২, ৭৪৪৬, মুসলিম ১০৮, তিরমিযী ১৫৯৫, নাসায়ী ৪৪৬২, আবূ দাউদ ৩৪৭৪, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৮৬৬, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/১৭৭, বায়হাকী ফিশ শুআব ৩৪৪৪, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৬, আবদুর রায্যাক ২০৯৯৯। সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৯৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٢٠٨/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».

২/২২০৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ) আল-মাসঊদী (তিনি সত্যবাদী তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আলী বিন মুদরিক খারশাহ ইবনুল হুর আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মাহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আলী বিন মুদরিক আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর খারশাহ ইবনুল হুর আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তারা তো বিফল হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেনঃ (১) যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় ঝুলিয়ে পরে, (২) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে নিজের মাল বিক্রয় করে।[২২০৮]

٢٢٠٩/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ».

৩/২২০৯। ইয়াহইয়া বিন খালাফ আবদুল আ'লা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) মা'বাদ বিন কা'ব বিন মালিক আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) মা'বাদ বিন কা'ব বিন মালিক আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করাকালে শপথ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা মিথ্যা শপথের ফলে পণ্য বিক্রয় হলেও তার বরকত নষ্ট হয়ে যায়।[২২০৯]

২২০৮. মুসলিম ১০৬, তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৫৬৪, ৪৪৫৮, ৪৪৫৯, ৫৩৩৩, আবূ দাঊদ ৪০৮৭, আহমাদ ২০৮১১, ২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দারিমী ২৬০৫। গায়াতুল মারাম ১৭০। ইরওয়া' ৯০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ) আল-মাসঊদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে মৃত্যুর পুর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

২২০৯. মুসলিম ১৬০৭, নাসায়ী ৪৪৬০, আহমাদ ২২০৩৮, ২২০৬৫। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣١/١٢. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

১২/৩১. অধ্যায় : তাবীরকৃত খেজুর বাগান ও মালদার গোলাম বিক্রয় করা।

٢٢١٠/١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

٢٢١٠/٢ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১/২২১০। হিশাম বিন আম্মার মালিক বিন আনাস নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি তাবীরকৃত খেজুর বাগান ক্রয় করলে তার ফল বিক্রেতার, তবে ক্রেতা শর্ত করে নিলে তা তার।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২২১০ (১) মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২২১০]

٢٢١١/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِيْ بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

৩/২২১১। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লাইস বিন সা'দ ইবনু শিহাব সালিম বিন আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ইবনু শিহাব সালিম বিন আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি তাবীরকৃত খেজুর বাগান বিক্রয় করলে তার ফল বিক্রেতাই পাবে, তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে সে পাবে। কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম খরিদ করলে তার মাল বিক্রেতা পাবে। তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে তা সে পাবে।[২২১১]

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২২১০. মাজাহ ২২১১, সহীহুল বুখারী ২২০৩, ২২০৪, ২২০৬, ২৩৭৯, ২৭১৬, মুসলিম ১৫৪৩, তিরমিযী ১২৪৪, নাসায়ী ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, আবূ দাউদ ৩৪৩৩, আহমাদ ৪৪৮৮, ৪৫৩৮, ৫১৪০, ৫২৮৪, ৫৪৬৩, ৫৫১৫, ৫৭৫৪, মুয়াত্তা মালিক ১৩০২, দারিমী ২৫৬১, ইবনু হিব্বান ৪৯২২, ৪৯২৪. বায়হাকী ফিস সুনান ৪/১০৮, ৪/৩২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২১১. মাজাহ ২২১০, সহীহুল বুখারী ২২০৩, ২২০৪, ২২০৬, ২৩৭৯, ২৭১৬, মুসলিম ১৫৪৩, তিরমিযী ১২৪৪, নাসায়ী ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, আবূ দাউদ ৩৪৩৩, আহমাদ ৪৪৮৮, ৪৫৩৮, ৫১৪০, ৫২৮৪, ৫৪৬৩, ৫৫১৫, ৫৭৫৪, মুয়াত্তা মালিক ১৩০২, দারিমী ২৫৬১। ইরওয়া' ১৩১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٢١٢/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيْعًا».

৪/২২১২। ⟪মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ⟫⟪মুহাম্মাদ বিন জা'ফার⟫⟪শু'বাহ⟫⟪আবদু রব্বিহ বিন সাঈদ⟫⟪নাফি'⟫⟪ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟫ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি খেজুর বাগান ও গোলাম বিক্রয় করলে তা অবশ্য একত্রেও বিক্রয় করতে পারে।[২২১২]

٢٢١٣/٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوْكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

৫/২২১৩। ⟪আবদু রব্ব বিন খালিদ আন-নুমায়রী আবুল মুগাল্লিস (মাকবূল)⟫⟪ফুদায়ল বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন)⟫⟪মূসা বিন উকবাহ⟫⟪ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ (তার অবস্থা অজ্ঞাত)⟫............⟪উবাদা ইবনুস্র সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟫ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফয়সালা করেছেন যে, খেজুর গাছের ফল তাবীরকারী পাবে, তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে সে পাবে। আর ক্রীতদাসের মালও বিক্রেতার থাকবে। তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে তা সে পাবে।[২২১৩]

٣٢/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

১২/৩২. অধ্যায় : পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

٢٢١٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَةَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ».

২২১২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৩৩। তাখরীজুল মুখতার ২১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২১৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ফুদায়ল বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৫৯, ২৩/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্র অরক্ষিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯১, ২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ফুদায়ল বিন সুলায়মান এর দুর্বলতা ও ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২২০৩, ২২০৪, ২২০৬, ২৩৭৯, ২৭১৬, মুসলিম ১৫৩৬, ১৫৪৩, তিরমিযী ১২৪৪, আবূ দাউদ ৩৪৩৩, ৩৪৩৫, দারিমী ২৫৬১, আহমাদ ৪৮৩৭, ৫১৪০, ৫২৮৪, ৫৪৬৩, ৫৪৬৭, ৫৫১৫, ৫৭৫৭, ৬৩৪৪।

১/২২১৪। ◊[মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স্র বিন সা'দ][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ পুষ্ট হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রয় করো না। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।[২২১৪]

٢٢١٥/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

২/২২১৫। ◊[আহমাদ বিন ঈসা আল-মিস্রী][আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব][য়ূনুস বিন ইয়াযীদ][ইবনু শিহাব][সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান][আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করো না।[২২১৫]

٢٢١٦/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

৩/২২১৬। ◊[হিশাম বিন আম্মার][সুফইয়ান][ইবনু জুরায়জ][আতা'][জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২২১৬]

٢٢١٧/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ».

৪/২২১৭। ◊[মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না][হাজ্জাজ][হাম্মাদ][হুমায়দ][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করতে, কালো হওয়ার পূর্বে আঙ্গুর বিক্রয় করতে এবং শক্ত না হওয়া পর্যন্ত শস্য ইত্যাদি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২২১৭]

٣٣/١٢. بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِيْنَ وَالْجَائِحَةِ

১২/৩৩. অধ্যায় : কয়েক বছরের মেয়াদে ফল বিক্রয় করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে।

٢٢١٨/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ».

২২১৪. সহীহুল বুখারী ১৪৮৬, ২১৮৪, ২১৯৪, মুসলিম ১৫৩৪, ১৫৩৫, তিরমিযী ১২২৬, ১২২৭, নাসায়ী ৩৯২১, ৪৫১৯, ৪৫২০, ৪৫২১, ৪৫২২, ৪৫৫১, আবূ দাউদ ৩৩৬৭, ৩৩৬৮, আহমাদ ৪৪৭৯, ৪৫১১, ৪৮৫৪, ৪৯২৪, ৪৯৭৮, ৫০৪০, ৫০৮৬, ৫১১৩, ৫১৬২, ৫২১৪, ৫২৫১, ৫২৭০, ৫৪২২, ৫৪৫০, ৫৪৭৫, ৫৪৯৬, ৬০২২, ৬৩৪০, মুয়াত্তা মালিক ১৩০৩, দারিমী ২৫৫৫, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩৪৬, দারাকুতনী ফিস সুনান ৩/৭৫। ইরওয়া' ১৩৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২১৫. মুসলিম ১৫৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২১৬. সহীহুল বুখারী ১৪৮৭, ২১৮৯, মুসলিম ১৫৩৬, নাসায়ী ৪৫২৩, ৪৫২৪, ৪৫২৫, ৪৫৫০, আবূ দাউদ ৩৩৭০, ৩৩৭৩, আহমাদ ১৩৯৪০, ১৪৪৫৪, ১৪৫৭৬, ১৪৭৯৩। ইরওয়া' ৫/২১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২১৭. সহীহুল বুখারী ১৪৮৮, ২১৯৫, ২১৯৭, ২১৯৯, ২২০৮, মুসলিম ১৫৫৫, তিরমিযী ১২২৮, নাসায়ী ৪৫২৬, আবূ দাউদ ৩৩৭১, আহমাদ ১১৭২৮, ১২২২৭, ১২৯০১, ১৩২০১, মুয়াত্তা মালিক ১৩০৪, ইবনু হিব্বান ৪৯৯০। ইরওয়া' ৫/২০৯, ১৩৬৬, মিশকাত ২৮৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২২১৮। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান হুমায়দ আ'রাজ সুলায়মান বিন আতীক জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েক বছরের মেয়াদে (ফলের বাগান) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২২১৮]

٢٢١٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ شَيْئًا عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ».

২/২২১৯। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ স্নাওর বিন ইয়াযীদ ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি ফলের বাগান বিক্রয় করার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা বিনষ্ট হলে, সে যেন তার ভাই (ক্রেতা) থেকে কিছু গ্রহণ না করে। তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?[২২১৯]

٣٤/١٢. بَاب الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

১২/৩৪. অধ্যায় : ওযনে একটু বেশী দেয়া।

٢٢٢٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيْلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ».

২/২২২০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' সুফইয়ান সিমাক বিন হারব সুওয়ায়দ বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি ও মাখরাফা আল-আবদী হাজার এলাকা থেকে কাপড় নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে আসেন এবং একটি পাজামার দর করেন। আমাদের নিকটেই ছিল একজন কয়েল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওযন করে দিতো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ কয়েল! ওযন করো এবং কিছু বেশী দাও।[২২২০]

٢٢٢١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ قَالَ «بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي».

৩/২২২১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব

২২১৮. মুসলিম ১৫৩৬, নাসায়ী ৪৫৩১, ৪৬২৬, ৪৬২৭,আবূ দাউদ ৩৩৭৪, আহমাদ ১৩৯০৮। ইরওয়া' ৫/২১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২১৯. মুসলিম ১৫৫৪, নাসায়ী ৪৫২৭, ৪৫২৮, ৪৫২৯, আবূ দাউদ ৩৪৭০, আহমাদ ১৩৯০৮, দারিমী ২৫৫৬। ইরওয়া' ৫/১১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২২০. তিরমিযী ১৩০৫, নাসায়ী ৪৫৯২, আবূ দাউদ ৪৫৯২, আবূ দাউদ ৩৩৩৬, আহমাদ ১৮৬১৯, দারিমী ২৫৮৫, ইবনু হিব্বান ৫১৪৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৩২, ৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

করেছেন)।মালিক আবূ সফওয়ান বিন উমায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরতের পূর্বে আমি তাঁর নিকট একটি পাজামা বিক্রয় করেছিলাম। তিনি ওযন করে দিলেন এবং আমাকে কিছু বেশীই দিলেন।[২২২১]

٢٢٢٢/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوْا».

৪/২২২২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবদুস সামাদ, শু'বাহ, মুহারিব বিন দিসার, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা যখন ওযন করে দিবে, তখন একটু বেশীই দিবে।[২২২২]

٣٥/١٢. بَاب التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

১২/৩৫. অধ্যায় : পুরাপুরি ওজন ও পরিমাপ করা।

٢٢٢٣/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ النَّحْوِيُّ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ كَانُوْا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ «{ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ } فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذٰلِكَ».

১/২২২৩। আবদুর রহমান বিন বিশর ইবনুল হাকাম (তিনি সত্যবাদী তবে হিফয থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু ভুল করেছেন) ও মুহাম্মাদ বিন আকীল বিন খুওয়ায়লিদ, আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ওয়াকিদ (তিনি সত্যাবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আমার পিতা (ওয়াকিদ), ইয়াযীদ আন-নাহবী, ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) যখন মদীনায় আসেন তখন লোকেরা মাপে কারচুপি করতো। অতএব মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়" (৮৩ঃ১)। এরপর থেকে তারা ঠিকভাবে ওযন করে।[২২২৩]

٣٦/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

১২/৩৬. অধ্যায় : ধোঁকা দেয়া নিষিদ্ধ।

২২২১. নাসায়ী ৪৫৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২২২২. মুসলিম ৭১৫ **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২২৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন বিশর ইবনুল হাকাম সম্পর্কে আবূ জা'ফার আত তাহাবী বলেন, তিন নায়সাবূর এর উলামাদের মাঝে একজন, তারা তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্রিকাহ। মুহাম্মাদ বিন সালিহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৬৫, ১৬/৫৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ওয়াকিদ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৫২, ২০/৪০৬ নং পৃষ্ঠা)

١/٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَإِذَا هُوَ مَغْشُوْشٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ».

১/২২২৪। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে খাদ্যশস্য বিক্রয় করছিল। তিনি খাদ্যশস্যের স্তুপের মধ্যে তার হাত ঢুকালেন এবং আদ্রতা অনুভব করলেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২২২৪]

٢/٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَقَالَ «لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

২/২২২৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ নুআয়ম য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন) আবূ দাঊদ (ইবনুল হারিস্র) প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আবুল হামরা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম, যার কাছে একটি পাত্রে খাদ্যশস্য ছিল। তিনি এর মধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং বললেনঃ সম্ভবত তুমি ধোঁকা দিচেছা। যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে, সে আমাদের নয়।[২২২৫]

١٢/٣٧. بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

১২/৩৭. অধ্যায় : হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২২২৪. মুসলিম ১০২, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাঊদ ৩৪৫২, আহমাদ ৭২৫০, ২৭৫০০, ইবনু হিব্বান ৪৯০৫, ৫৫৫৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩২০।। ইরওয়া' ১৩১৯, ইবনুস সালাম এর তাখরীজুল ঈমান ৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র বিশারদদের নিকট তিনি স্রিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

২২২৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল**।
উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াতে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭০, ৩২/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ দাঊদ ইবনুল হারিস সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৪৬৬, ৩০/১০ নং পৃষ্ঠা)

١/٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

১/২২২৬। [সুওয়ায়দ বিন সাঈদ][মালিক বিন আনাস][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করলে, সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় না করে।[২২২৬]

٢/٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ».

২/২২২৭। [ইমরান বিন মূসা আল-লায়সী][হাম্মাদ বিন যায়দ][আমর বিন দীনার][তাউস (বিন কায়সান)][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [বিশর বিন মুআয আদ-দরীর][আবূ আওয়ানাহ ও হাম্মাদ বিন যায়দ][আমর বিন দীনার][তাউস (বিন কায়সান)][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করে সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় না করে। আবূ আওয়ানা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার হাদীসে বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, আমি অন্যান্য সকল বস্তুকে খাদ্যশস্যের বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।[২২২৭]

٣/٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي».

৩/২২২৮। [আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল)][আবুয যুবায়র][জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ খাদ্যশস্য দু'বার ওজন না দেয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো বিক্রেতার ওজন, অপরটি হলো ক্রেতার ওজন।[২২২৮]

٣٨/١٢. بَاب بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

১২/৩৮. অধ্যায় : খাদ্যশস্যের স্তুপ বিক্রয় করা।

২২২৬. মাজাহ ২২২৯,সহীহুল বুখারী ২১২৪, ২১২৬, ২১৩৩, ২১৩৬, ২১৩৭,২১৬৬, ২১৬৭, ৬৮৫২, মুসলিম ১৫২৭, ১৫২৬, ১৫২৭, নাসায়ী ৪৫৯৫, ৪৫৯৬, ৪৬০৪, ৪৬০৪, ৪৬০৫, ৪৬০৬, ৪৬০৭, ৪৬০৮, আবূ দাউদ ৩৪৯২, ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, ৩৪৯৫, ৩৪৯৮, ৩৪৯৯, আহমাদ ৩৯৭, ৪৬২৫, ৪৭০২, ৫২১৩, ৫২৮২, ৩৪০৩, ৫৪৭৬, ৫৮২৭, ৫৮৮৮, ৬২৩৯, ৬৪৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৩৭, দারিমী ২৫৫৯। ইরওয়া' ১৩২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২২৭. সহীহুল বুখারী ৩১৩২, ২১৩৫, মুসলিম ১৫২৫, তিরমিযী ১২৯১, নাসায়ী ৪৫৯৭, ৪৫৯৯, ৪৬০০, আবূ দাউদ ৩৪৯৬, ৩৪৯৭, ২৫৮০। ইরওয়া' ৫/১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২২৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

٢٢٢٩/١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا «فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ».

১/২২২৯। সাহল বিন আবূ সাহল আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন কাফেলা থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই খাদ্যশস্য স্থানান্তর করার পূর্বে পুনরায় বিক্রয় করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।[২২২৯]

٢٢٣٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ التَّمْرَ فِي السُّوْقِ فَأَقُوْلُ كِلْتُ فِيْ وَسْقِيْ هَذَا كَذَا فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي فَدَخَلَنِيْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ».

২/২২৩০ আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মূসা বিন ওয়ারদান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখানো ভুল করেন) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব উসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বাজারে খেজুরের স্তুপ বিক্রয় করতাম। আমি বলতাম, আমার এই স্তুপ থেকে এই পরিমাণ খেজুর মেপে নাও। সে (ক্রেতা) নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর ওজন করে নেয়ার পর আমি অবশিষ্ট অংশ রেখে দিতাম। এতে আমার মনে খটকার সৃষ্টি হলে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যেহেতু তুমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ করেছো, তাই তাকে মেপে দাও।[২২৩০]

١٢/٣٩. بَاب مَا يُرْجَى فِيْ كَيْلِ الطَّعَامِ مِنْ الْبَرَكَةِ

১২/৩৯. অধ্যায় : খাদ্যশস্য ওজন করলে তাতে বরকত হওয়ার আশা করা যায়।

২২২৯. মাজাহ ২২২৯,সহীহুল বুখারী ২১২৪, ২১২৬, ২১৩৩, ২১৩৬, ২১৩৭,২১৬৬, ২১৬৭, ৬৮৫২, মুসলিম ১৫২৭, ১৫২৬, ১৫২৭, নাসায়ী ৪৫৯৫, ৪৫৯৬, ৪৬০৪, ৪৬০৪, ৪৬০৫, ৪৬০৬, ৪৬০৭, ৪৬০৮, আবূ দাউদ ৩৪৯২, ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, ৩৪৯৫, ৩৪৯৮, ৩৪৯৯, আহমাদ ৩৯৭, ৪৬২৫, ৪৭০২, ৫২১৩, ৫২৮২, ৩৪০৩, ৫৪৭৬, ৫৮২৭, ৫৮৮৮, ৬২৩৯, ৬৪৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৩৭, দারিমী ২৫৫৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৩০. আহমাদ ৪৪৬, ৫৬১। ইরওয়া' ১৩৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. মূসা বিন ওয়ারদান সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি সালিহ। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন,তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্যকিছু আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৩১২, ২৯/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

٢٢٣١/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْيَحْصُبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ».

১/২২৩১। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-ইয়াহসুবী আবদুল্লাহ বিন বুসর আল-মাযিনী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা তোমাদের খাদ্যশস্য ওজন করো, তার মধ্যে তোমাদেরকে বরকত দেয়া হবে।[২২৩১]

٢٢٣٢/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ».

২/২২৩২। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ বাহীর বিন সা'দ খালিদ বিন মা'দান মিকদাম বিন মা'দীকারিব আবূ আয়্যূব (খালিদ বিন যায়দ বিন কুলায়ব) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যশস্য ওজন করো, তার মধ্যে তোমাদেরকে বরকত দেয়া হবে।[২২৩২]

٤٠/١٢. بَاب الْأَسْوَاقِ وَدُخُوْلِهَا

১২/৪০. অধ্যায় : বাজারসমূহ এবং তাতে প্রবেশের নিয়ম।

٢٢٣٣/١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ ابْنَا الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ أَسَيْد أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوْقِ النَّبِيْطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوْقٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوْقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوْقٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوْقِ فَطَافَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ «هَذَا سُوْقُكُمْ فَلَا يُنْتَقَصَنَّ وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ».

১/২২৩৩। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন সাঈদ (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) সফওয়ান বিন সুলায়ম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (মাসতূর) ও আলী ইবনুল হাসান বিন আবূ হাসান আল-বাররাদ (মাকবূল) যুবায়র ইবনুল মুনযির বিন আবূ উসায়দ আস-সাঈদী (মাসতূর) তার পিতা মুনযির আবূ উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আন-নাবীত নামক বাজারে গেলেন এবং কিছুক্ষণ তা পরিদর্শন করে বলেনঃ এটা তোমাদের উপযোগী বাজার নয়। অতঃপর তিনি

২২৩১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

২২৩২. আহমাদ ২২৯৯৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৩/৩৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

অন্য একটি বাজারে গেলেন এবং তা পরিদর্শন করে বলেনঃ এটিও তোমাদের উপযোগী নয়। অতঃপর তিনি এই বাজারে ফিরে এলেন এবং কিছুক্ষণ পরিদর্শন করে বলেনঃ এটি তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাজার। এখানে তোমরা কারচুপি পাবে না এবং এই বাজারে তোমাদের উপর খাজনা আরোপ করা হবে না।[২২৩৩]

٢٢٣٤/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيْسَ».

২/২২৩৪। ইবরাহীম ইবনুল মুসতামির আল-উরূকী আমার পিতা (মুসতামির আল-উরূকী) (মাকবূল) উবায়স বিন মায়মূন (দঈফ বা দুর্বল) আওন আল-উকায়লী (মাকবূল) আবূ উসমান আন-নাহদী সালমান (আল-ফারিসী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি ভোরবেলা ফজরের নামায পড়তে রওয়ানা হয় সে ঈমানের পতাকা নিয়ে রওয়ানা হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে রওয়ানা হয়।[২২৩৪]

٢٢٣٥/٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَدْخُلُ السُّوْقَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

৩/২২৩৫। বিশর বিন মুআয আদ-দরীর হাম্মাদ বিন যায়দ আলু যুবায়র এর 'মাওলা' আমর বিন দীনার দঈফ বা দুর্বল) সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাদা (উমার ইবনুল খাত্তাব) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে বলেঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু মুলকু ওয়ালাহুল হামদু য়ুহ্য়ী ওয়া

২২৩৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩২২, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন সাঈদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাআবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩২৬, ২/৩৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫১৪৭, ২৫/৬০ নং পৃষ্ঠা) ৩. যুবায়র ইবনুল মুনযির বিন আবূ উসায়দ আস-সাঈদী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জান সম্ভব হয়নি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৯৭২, ৯/৩২৯ নং পৃষ্ঠা)

২২৩৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৬৪০। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীসের রাবী উবায়স বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি তার দা'ওয়াতুল কাবীর এর মাঝে বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৬১, ১৯/২৭৬ নং পৃষ্ঠা)

য়ুমীতু ওয়া হুয়া হায়্যুন লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইর কুল্লুহু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান), আল্লাহ তার আমলনামায় এক লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর এক লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।[২২৩৫]

٤١/١٢. بَاب مَا يُرْجَى مِنْ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُوْرِ

১২/৪১. অধ্যায় : সকাল বেলায় বরকত হওয়ার আশা করা।

٢٢٣٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيْدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ».

১/২২৩৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হুশায়ম ইয়া'লা বিন আতা' উমারাহ বিন হাদীদ (মাজহুল বা অপরিচিত) সাখর আল-গামিদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের জন্য তাদের ভোরবেলাকে বরকতময় করুন।" তিনি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সামরিক বাহিনী অভিযানে পাঠাতে চাইলে দিনের প্রথম ভাগেই তাদেরকে পাঠাতেন। রাবী (উমারা বিন হাদীদ) বলেন, সাখর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক পণ্য দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। ফলে তিনি সম্পদশালী হন এবং তার সম্পদে প্রাচুর্য আসে।[২২৩৬]

٢٢٣٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ».

২/২২৩৭। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন মায়মূন আল-মাদানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ

২২৩৫. তিরমিযী ৩৪২৮, ৩৪২৯, আহমাদ ৩২৯, দারিমী ২৬৯২। তাখরীজুল মুখতার ১৭৬-১৭৮, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৪, তাখরীজু কালিমুত তায়্যিব ২২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন দীনার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৩৬১, ২২/১৩ নং পৃষ্ঠা)

২২৩৬. তিরমিযী ১২১২, আবূ দাউদ ২৬০৬, আহমাদ ১৫০১৭, ১৫১৩০, ১৮৯৩৭, ১৮৯৮৫। রাওদুন নাদীর ৪৯০, সহীহ আবূ দাউদ ২৩৪৫, দঈফাহ ৪১৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** "হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের জন্য তাদের ভোরবেলাকে বরকতময় করুন।" বাক্যটি সহীহ। তবে ......قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ কথাগুলো দুর্বল।

উক্ত হাদীসের রাবী উমারাহ বিন হাদীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ আলী ইবনুস সাকান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (তাহযীবুল কামালঃ ৪১৭৯, ২১/২৩৬ নং পৃষ্ঠা)

করেন) আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ (তিনি সত্যবাদী তবে বাগদাদ আসার পর তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়) তার পিতা (আবূ যিনাদ) আ'রাজ আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "হে আল্লাহ! বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম ভাগে আমার উম্মাতকে বরকত দান করুন"।[২২৩৭]

٣/٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْجُدْعَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا».

৩/২২৩৮। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ইসহাক বিন জাফার বিন মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর আল-জুদআনী (দঈফ বা দুর্বল) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের ভোরবেলায় বরকত দান করুন"।[২২৩৮]

١٢/٤٢. بَاب بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

১২/৪২. অধ্যায় : (দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা।

২২৩৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩২০। রাওদুন নাদীর ৪৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন মায়মূন আল-মাদানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনা সন্দেহ করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬৫০, ২৬/৫৪১ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮১৬, ১৭/৯৫ নং পৃষ্ঠা)

২২৩৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর আল-জুদআনী সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৬৮, ১৬/৫৫৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইয়া'কূব বিন হুমায়দ ও আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর আল-জুদআনী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১২১২, আবূ দাউদ ২৬০৬, দারিমী ২৪৩৫, আহমাদ ১৩২২, ১৩২৫, ১৩৩১, ১৩৩৪, ১৩৪১, ১৫০১২, ১৫০১৭, ১৫১২৯, ১৫১৩৯, ১৫১৩০, ১৮৯৩৫, ১৮৯৮৪, ১৮৯৮৫, ১৮৯৮৬।

١/٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي الْحِنْطَةَ».

১/২২৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ হিশাম বিন হাস্‌সান মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকে রাখা জন্তু ক্রয় করলো, তার জন্য তিন দিনের এখতিয়ার আছে (ক্রয় বহাল রাখা বা না রাখার)। সে তা ফেরত দিলে তার এক সা খেজুরও দিবে, গম নয়।[২২৩৯]

٢/٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا».

২/২২৪০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ সাদাকাহ বিন সাঈদ আল-হানাফী (মাকবূল) জুমায়' বিন উমায়র আত-তায়মী দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ লোকসকল! যে ব্যক্তি (দুধ জমা করে) স্তন ফুলানো পশু ক্রয় করবে তার জন্য তিন দিনের এখতিয়ার থাকবে। সে যদি তা ফেরত দেয় তবে তার সাথে দুধের সমপরিমাণ দুধ অথবা দুধের সমপরিমাণ গম দিবে।[২২৪০]

٣/٢٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ».

৩/২২৪১। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) আল-মাসউদী (তিনি সত্যবাদী তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) জাবির (বিন ইয়াযীদ) (দঈফ বা দুর্বল, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী) আবুদ-দুহা মাসরূক আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যবাদী এবং

২২৩৯. সহীহুল বুখারী ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, মুসলিম ১৫১৫, ১৫২৪, তিরমিযী ১২৫১, ১২৫২, নাসায়ী ৪৪৮৭, ৪৪৮৮, ৪৪৮৯, আবূ দাউদ ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫, আহমাদ ৭২৬৩, ৭৩৩৩, ৭৪৭১, ৭৬৪১, ২৭৪২৯, ৮৭৭৯, ৮৮৭৬, ৯০৫৫, ২৭৫৪১, ৯১৬০, ৯২৭৫, ৯৬৭৫, ৯৬৪৪, ২৭২৪৯, ৯৭১৬, ৯৮৭৫, ৯৮৯৬, ১০২০৮, মুয়াত্তা মালিক ১৩৯১, দারিমী ২৫৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৪০. আবূ দাউদ ৩৪৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী জুমায়' বিন উমায়র আত-তায়মী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী ও জাল (বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৬, ৫/১২৪ নং পৃষ্ঠা)

সত্যবাদী বলে স্বীকৃত আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেন, (দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা একটি প্রতারণা। আর মুসলিম ব্যক্তির জন্য প্রতারণা করা হালাল নয়।[২২৪১]

١٢/٤٣. بَاب الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

১২/৪৩. অধ্যায় : আয় ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত।

١/٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنَّ «خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ».

১/২২৪২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইবনু আবূ যি'ব মাখলাদ বিন খুফাফ বিন ঈমা' বিন রাহাদাহ আল-গিফারী (মাকবূল) উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রায় দিয়েছেন যে, গোলামের দায় বহন করলে তার উপার্জিত আয় ভোগ করা যায়।[২২৪২]

٢/٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ».

২/২২৪৩। হিশাম বিন আম্মার মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) এক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে তার দ্বারা কিছু উপার্জনও করে। অতঃপর গোলামের মধ্যে কিছু দোষ পেয়ে সে তা ফেরত দেয়। বিক্রেতা এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার গোলাম দ্বারা কিছু উপার্জনও করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ উপার্জন ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত।[২২৪৩]

২২৪১. সহীহুল বুখারী ২১৪৯, আহমাদ ৪০৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আল-মাসউদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্নিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৭২, ১৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) ২. জারিব (বিন ইয়াযীদ) সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২২৪২. মাজাহ ২২৪৩, তিরমিযী ১২৮৫, ১২৮৬, নাসায়ী ৪৪৯০, আবূ দাঊদ ৩৫০৮, আহমাদ ২৩৭০৪, ২৩৯৯৩, ২৪৩২৬, ২৪৭৪৮, ২৫২১৭, ২৫৪৬৮। ইরওয়া' ১৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২২৪৩. মাজাহ ২২৪২, তিরমিযী ১২৮৫, ১২৮৬, নাসায়ী ৪৪৯০, আবূ দাঊদ ৩৫০৮, আহমাদ ২৩৭০৪, ২৩৯৯৩, ২৪৩২৬, ২৪৭৪৮, ২৫২১৭, ২৫৪৬৮। ইরওয়া' ১৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার

١٢/٤٤. بَاب عُهْدَةِ الرَّقِيْقِ

১২/৪৪. অধ্যায় : গোলাম ফেরতদানের সময়সীমা।

١/٢٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ».

১/২২৪৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবদাহ বিন সুলায়মান সাঈদ (বিন আবূ আরূবাহ মিহরান) কাতাদাহ হাসান (বিন আবুল হাসান ইয়াসার) সামুরা বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, গোলাম ফেরত দেওয়ার সময়সীমা তিন দিন।[২২৪৪]

٢/٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ».

২/২২৪৫। আমর বিন রাফি' হুশায়ম য়ূনুস বিন উবায়দ হাসান (বিন আবুল হাসান ইয়াসার) .... উকবার বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ চার দিনের পর ফেরত দানের সুযোগ নাই।[২২৪৫]

١٢/٤٥. بَاب مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ

১২/৪৫. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত জিনিস বিক্রয় করলে তা বলে দিবে।

١/٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ سَمِعْتُ يَحْيَ بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ».

১/২২৪৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ওয়াহব বিন জারীর আমার পিতা (জারীর) ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইয়াযীদ বিন আবূ

আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯২৫, ২৭/৫০৮ নং পৃষ্ঠা)

২২৪৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৭৬, ৩৫০৬, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/২১ দঈফ আল-জামি' ৩৮৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করার পূর্বে স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৩২৭, ১১/৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত সানাদের সকল রাবী স্রিকাহ তবে সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ'র হাদীস্র সংমিশ্রণ করার পূর্বেই আবদাহ বিন সুলায়মান তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে হাসান বিন আবুল হাসান হাদীস্রটি শ্রবণ করেছেন কিনা (ইনকিতা করেছেন কিনা) তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। (মিসবাহুয যুজাজাহ ফিয যাওয়ায়িদ ইবনু মাজাহঃ ৭৯৬, ৩/২৯ নং পৃষ্ঠা)

২২৪৫. আবূ দাঊদ ৩৫০৬, আহমাদ ১৬৯০৬, ১৬৯৩৩, দারিমী ২৫৫১, ২৫৫২। দঈফ আল-জামি' ৬৩০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

হাবীব, আবদুর রহমান শুমাসাহ, উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।[২২৪৬]

٢٢٤٧/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَكْحُوْلٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ».

২/২২৪৭। আবদুল ওয়াহ্হাব বিন দহ্হাক (প্রত্যাখ্যানযোগ্য), বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ, মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া (দঈফ বা দুর্বল), মাকহুল ও সুলায়মান বিন মূসা, ওয়াসিলাহ ইবনুল আস্কা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করে, সে সর্বদা আল্লাহর গযবের মধ্যে থাকে এবং ফেরেশতারা সব সময় তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।[২২৪৭]

٤٦/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْيِ

১২/৪৬. অধ্যায় : বন্দীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ।

٢٢٤٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ».

১/২২৪৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, ওয়াকী', সুফইয়ান, জাবির (বিন ইয়াযীদ) (দঈফ বা দুর্বল, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী), কাসিম বিন আবদুর রহমান, তার পিতা (আবদুর

২২৪৬. আহমাদ ১৬৯৯৮। ইরওয়া' ১৩২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার মুখস্থ হাদীস থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৯২, ৩১/২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

২২৪৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৪, দঈফ আল-জামি' ৫৫০১, মিশকাত ২৮৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল ওয়াহ্হাব বিন দহ্হাক সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি একাধিক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬০১, ১৮/৪৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৬৯, ২৮/২২৪ নং পৃষ্ঠা)

রহমান) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট যুদ্ধবন্দী আসলে তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা অপছন্দ করতেন। তাই তিনি (নিকট সম্পর্কযুক্ত) সকল বন্দী একই পরিবারকে দান করতেন।[২২৪৮]

٢٢٤٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ قُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ «رُدَّهُ».

২/২২৪৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আফফান (বিন মুসলিম) হাম্মাদ (বিন সালামাহ) হাজ্জাজ (বিন আরতাহ) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) হাকাম (বিন উতায়বাহ) মায়মূন বিন আবূ শাবীব আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দু'টি গোলাম দান করেন, যারা ছিল পরস্পর সহোদর ভাই। আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি গোলাম দু'টি কী করলে? আমি বললাম, আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করেছি। তিনি বলেন, তাকে ফেরত আনো।[২২৪৯]

٢٢٥٠/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ طَلِيْقِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيْهِ».

৩/২২৫০। মুহাম্মাদ বিন উমার বিন হায়্যাজ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ইবরাহীম বিন ইসমাঈল (দঈফ বা দুর্বল) তালীক বিন ইমরান (মাকবূল) আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (বন্দী) মা ও তার সন্তানকে এবং দু' সহোদর ভাইকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অভিসম্পাত করেছেন।[২২৫০]

২২৪৮. আহমাদ ৩৬৮২, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৪১। মিশকাত ৩৩৭৩, দঈফ আল-জামি' ৪৩২১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ) সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২২৪৯. তিরমিযী ১২৮৪। মিশকাত ৩৩৬২, সহীহ আবূ দাউদ ২৪১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাদীস্রটি সহীহ তবে সানাদ দঈফ বা দুর্বল।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা) ২. মায়মূন বিন আবূ শাবীব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ ও আবূ হাতিম বলেন, তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি এরপরও তিনি আন আন সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ ৬৩৩৫, ২৯/২০৬ নং পৃষ্ঠা)

২২৫০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৮৩। মিশকাত ৩৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

١٢/٤٧. بَاب شِرَاءِ الرَّقِيْقِ

১২/৪৭. অধ্যায় : গোলাম ক্রয়-বিক্রয়

٢٢٥١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيْسِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا فَإِذَا فِيْهِ هَذَا «مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ».

১/২২৫১। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার] [আব্বাদ বিন লায়স্র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)] [আবদুল মাজীদ বিন ওয়াহব] [আদ্দা' বিন খালিদ বিন হওযাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, আদ্দা বিন খালিদ বিন হাওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই পত্র পড়ে শুনাবো না, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে লিখেছিলেন ? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি আমার সামনে একখানি পত্র বের করলেন, যাতে লেখা ছিলঃ "আদ্দা বিন খালিদ বিন হাওয়া আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে যা ক্রয় করেছেন এটা তার দলীল। সে তাঁর নিকট থেকে একটি গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করেছে, যার কোন রোগ-ব্যাধি নাই, যা চুরিকৃতও নয় এবং হারাম মালও নয়। এ হলো দু' মুসলমানের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়"।[২২৫১]

٢٢٥٢/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ».

২/২২৫২। [আবদুল্লাহ বিন সাঈদ] [আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)] [(মুহাম্মাদ) ইবনু আজলান] [আমর বিন শুআয়ব] [তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)] [দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমার ইবনুল আস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের যে কেউ দাসী ক্রয় করলে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ এবং এর স্বভাবের মধ্যে যে কল্যাণ রেখেছেন তা প্রার্থনা করি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি", অতঃপর

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবরাহীম বিন ইসমাঈল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণানয় অধিক সন্দেহ করেন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন বরং হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪৮, ২/৪৫ নং পৃষ্ঠা)

২২৫১. তিরমিযী ১২১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আব্বাদ বিন লায়স্র সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০৯২, ১৪/১৫৪ নং পৃষ্ঠা)

বরকতের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের কেউ উট ক্রয় করলে সে যেন তার কুঁজের উপরিভাগ ধরে বরকতের জন্য দোয়া করে এবং পূর্বানুরূপ বলে।[২২৫২]

١٢/٤٨. بَاب الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوْزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

১২/৪৮. অধ্যায় : মুদ্রার নগদ বিনিময় এবং যে সব বস্তু কম-বেশী করে বিনিময় করা জায়েয নয়।

٢٢٥٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

১/২২৫৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ, হিশাম বিন আম্মার, নাস্‌র বিন আলী ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, যুহরী, মালিক বিন আওস ইবনুল হাদাস্সান আন-নাস্‌রী, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নগদ আদান-প্রদান না হলে সোনার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ সুদের অন্তর্ভুক্ত। গমের পরিবর্তে গম নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে। বার্লির সাথে বার্লির নগদ বিনিময় না হলে সুদ হবে। খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় নগদ না হলে সুদ হবে।[২২৫৩]

٢٢٥٤/٢ وَمَا لَا - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ قَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِيْ كَنِيْسَةٍ وَإِمَّا فِيْ بِيْعَةٍ فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ قَالَ «نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيْعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا».

২২৫২. আবূ দাউদ ২১৬০, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৭৫, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৪৯। আদাবুয যিফাফ ২০, সহীহ আবূ দাউদ ১৮৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হুজ্জাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী । ইবনুল হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি সত্যবাদী ও সিকাহ রাবীর সদৃস্য। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

২২৫৩. মাজাহ ২২৫৯, ২২৬০, সহীহুল বুখারী ২১৩৪, ২১৭০, ২১৭৪, মুসলিম ১৫৮৬, তিরমিযী ১২৪৩, নাসায়ী ৪৫৫৮, আবূ দাউদ ৩৩৪৮, আহমাদ ১৬৩, ২৪০, ৩১৬, মুয়াত্তা মালিক ১৩২৮, ১৩৩৩, দারিমী ২৫৭৮। ইরওয়া' ১৩৪৭, রাওদুন নাদীর ৭২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২২৫৪। হুমায়দ বিন মাসআদাহ ইয়াযীদ বিন যুরায়' সালামাহ বিন আলকামাহ আত-তায়মী মুহাম্মাদ বিন সীরীন মুসলিম বিন ইয়াসার ও আবদুল্লাহ বিন উবাইদ উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ ইসমাইল বিন উলায়্যাহ সালামাহ বিন আলকামাহ আত-তায়মী মুহাম্মাদ বিন সীরীন মুসলিম বিন ইয়াসার ও আবদুল্লাহ বিন উবাইদ উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (মুসলিম ও আবদুল্লাহ) বলেন, কোন এক গির্জায় অথবা ইহূদীদের ইবাদতখানায় উবাদা ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের নিকট হাদীস্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে রূপার বিনিময়ে রূপা, সোনার বিনিময়ে সোনা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে গমের বিনিময়ে বার্লি এবং বার্লির বিনিময়ে গম ওজনে কম-বেশি করে যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।[২২৫৪]

٣/٢٢٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».

৩/২২৫৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়া'লা বিন উবায়দ ফুদায়ল বিন গাযওয়ান ইবরাহীম আবূ নু'ম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, রূপার সাথে রূপা, সোনার সাথে সোনা, যবের সাথে যব এবং গমের সাথে গম পরিমাণে সমান সমান ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় অনুমোদিত।[২২৫৫]

٤/٢٢٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيْدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا».

৪/২২৫৬। আবূ কুরায়ব আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে আহারের জন্য নিম্ন মানের খেজুর দিতেন। আমরা এই খেজুর পরিমাণে বেশি দিয়ে উত্তম খেজুর বদলে নিতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এক সা' খেজুরের পরিবর্তে দু' সা' খেজুর এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু' দিরহাম গ্রহণ করা বৈধ নয়, বরং এক দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম এবং এক দীনারের পরিবর্তে এক দীনার সমান ওযনে অতিরিক্ত না করে নেয়া যাবে।[২২৫৬]

২২৫৪. মাজাহ ১৮, মুসলিম ১৫৮৭, তিরমিযী ১২৪০, নাসায়ী ৪৫৬০, ৪৫৬১, ৪৫৬২, ৪৫৬৩, ৪৫৬৪, ৪৫৬৬, আবূ দাউদ ৩৩৪৯, আহমাদ ২২১৭৫, ২২২১৭, ২২২২০, দারিমী ২৫৭৯। রাওদুন নাদীর ৭৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৫৫. মুসলিম ১৫৮৮, নাসায়ী ৪৫৫৯, আহমাদ ৭১৩১, ১১১৬২, মুয়াত্তা মালিক ১৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৫৬. সহীহুল বুখারী ২০৮০, ২১৭৯, ২২০২, ২৩১২, মুসলিম ১৫৮৪, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ১৫৯৬, নাসায়ী ৪৫৫৩, ৪৫৫৪, ৪৫৫৫, ৪৫৫৬, ৪৫৫৭, ৪৫৬৫, আহমাদ ১০৬০৯, ১০৬৯১, ১১০২০, ১১০৬৫, ১১০৮৩, ১১১৬১, ১১২৪৬, মুয়াত্তা মালিক ১৩১৫, দারিমী ২৫৭৭। হাসান সহীহ।

٤٩/١٢. بَاب مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

১২/৪৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বলে, বাকি লেনদেনেই সূদ হয়।

٢٢٥٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ فَقُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّيْ لَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنْ هَذَا الَّذِيْ تَقُوْلُ فِي الصَّرْفِ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ».

১/২২৫৭। ৹ মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ ⟩ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ্ ⟩ আমর বিন দীনার ⟩ আবূ সালিহ্ ⟩ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⟩ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⟩ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ⟩ উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৹ (আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, দীনারের বিনিময়ে দীনার (ওজনে সমান ও নগদ আদান প্রদান) হতে হবে। আমি বললাম, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অন্য রকম বলতে শুনেছি। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে অবহিত করুন যে, মুদ্রার বিনিময় সম্পর্কে আপনি যা বলেন, তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছেন, না আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বলেন, আমি তা আল্লাহর কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটও শুনিনি, বরং উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ধার-কর্জের ক্ষেত্রেই কেবল (কম বেশি করলে) সুদ হয়।[২২৫৭]

٢٢٥٨/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّبْعِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيْتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ رَجَعْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي وَهَذَا أَبُو سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ الصَّرْفِ».

২/২২৫৮। ৹ আহমাদ বিন আবদাহ্ ⟩ হাম্মাদ বিন যায়দ ⟩ সুলায়মান বিন আলী আর-রিবঈ ⟩ আবুল জাওযা' ⟩ ইবনু আব্বাস ⟩ আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৹ (আবুল জাওযা') বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে শুনলাম যে, তিনি মুদ্রার বিনিময় (বাকিতে কম-বেশী) করার বিষয়টি অনুমোদন

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামাল: রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২২৫৭. সহীহুল বুখারী ২১৭৬, ২১৭৭, ২১৭৯, মুসলিম ১৫৮৪, তিরমিযী ১২৪১, নাসায়ী ৪৫৬৫, ৪৫৮১, আহমাদ ১১০৮৮। ইরওয়া' ১৩৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

করছেন এবং তার বরাতে তা বর্ণনা করা হচ্ছে। অতঃপর আমি জানতে পারলাম যে, তিনি এ মত প্রত্যাহার করেছেন। তাই আমি মক্কা শরীফে তার সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি আপনার মত প্রত্যাহার করেছেন। তিনি বলেন, হাঁ। সেটি ছিল আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আর এই আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (বাকিতে) মুদ্রার বিনিময় নিষিদ্ধ করেছেন।[২২৫৮]

١٢/٥٠. بَاب صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

১২/৫০. অধ্যায় : সোনার সাথে রূপার বিনিময়

٢٢٥٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ احْفَظُوْا».

১/২২৫৯। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [যুহরী] [মালিক বিন আওস ইবনুল হাদাসান] [উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নগদ লেনদেন না হলে সোনার সাথে রূপার (বাকীতে) বিনিময় সুদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শাইবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মনে রেখো, সোনার সাথে রূপার বিনিময়।[২২৫৯]

٢٢٦٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُوْلُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

২/২২৬০। [মুহাম্মাদ বিন রুমহ] [লায়স বিন সা'দ] [ইবনু শিহাব] [মালিক বিন আওস ইবনুল হাদাসান] [উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] (মালিক) বলেন, আমি একথা বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হলাম, কে রৌপ্য মুদ্রা বদল করবে? তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে তোমার সোনা দেখাও এবং (কিছুক্ষণ পর) আমাদের নিকট এসো। আমাদের কোষাধ্যক্ষ এসে গেলেই (তোমাকে তোমার প্রাপ্য) রূপা দিয়ে দিবো। তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন কক্ষনো নয়, আল্লাহর শপথ! হয় এখনই তুমি তাকে রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে দাও, নতুবা তার সোনা তাকে ফেরত দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ নগদ আদান-প্রদান না হলে সোনার সাথে রূপার বিনিময়ে সুদ হবে।[২২৬০]

২২৫৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/১৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৫৯. মাজাহ ২২৬০, ২২৫৩, সহীহুল বুখারী ২১৩৪, ২১৭০, ২১৭৪, মুসলিম ১৫৮৬, তিরমিযী ১২৪৩, নাসায়ী ৪৫৫৮, আবূ দাউদ ৩৩৪৮, আহমাদ ১৬৩, ২৪০, ৩১৬, মুয়াত্তা মালিক ১৩২৮, ১৩৩৩, দারিমী ২৫৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৬০. মাজাহ ২২৫৯, ২২৫৩, সহীহুল বুখারী ২১৩৪, ২১৭০, ২১৭৪, মুসলিম ১৫৮৬, তিরমিযী ১২৪৩, নাসায়ী ৪৫৫৮, আবূ দাউদ ৩৩৪৮, আহমাদ ১৬৩, ২৪০, ৩১৬, মুয়াত্তা মালিক ১৩২৮, ১৩৩৩, দারিমী ২৫৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٢٦١/٣ – حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ».

৩/২২৬১। আবূ ইসহাক আশ-শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস আমার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস) তার পিতা (আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি') তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না) উমার বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবূ তালিব (তার জারাহ তা'দীল সম্পর্কে অজ্ঞাত) তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবূ তালিব) দাদা (আলী বিন আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রা) লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেয়া যাবে না। কারো রূপার প্রয়োজন হলে সে যেন সোনার সাথে তা বিনিময় করে এবং কারো সোনার প্রয়োজন হলে সে যেন তা রূপার সাথে বিনিময়ে করে। তবে বিনিময়ের এই লেনদেন নগদ হতে হবে।[২২৬১]

١٢/٥١. بَاب اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

১২/৫১. অধ্যায় : সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করা

٢٢٦٢/١ – حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكًا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ الْإِبِلَ فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيْرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيْرِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ».

২২৬১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসে মোট তিনজন দুর্বল রাবী রয়েছে, তারা হলোঃ ১. মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি শুধু তার পিতা থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৩২৬, ২৫/৪৪৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি' সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা বা পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৩১, ১৪/২৩২ নং পৃষ্ঠা) ৩. উমার বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবূ তালিব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৩০৫, ২১/৫০৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু তিন জন রাবী তথা মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস ও আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি' এবং উমার বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবূ তালিব এর জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬৬৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি জাল, ১০৮টি খুবই দুর্বল, ২১৭টি দুর্বল, ১৭৩টি হাসান, ১৬১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২১৩৪, ২১৭০, ২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৬, ২১৭৭, ২১৮২, মুসলিম ১৫৮৪, ১৫৮৫, ১৫৮৬, ১৫৮৭, ১৫৮৮, ১৫৮৯, ১৫৯০, ১৫৯১, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৬, তিরমিযী ১২৪০, ১২৪১, ১২৪৩, আবূ দাউদ ৩৩৪৮, ৩৩৪৯, ৩৩৫৩, দারিমী ৪৪৩, ২৫৭৮, ২৫৭৯, আহমাদ ১৬৩, ২৪০, ৩১৬, ৫৮৫১, ৭১৩১, ৭৫০৫।

٢/٢٢٦٢ (١)- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/২২৬২। ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব ও সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ও মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন স্রা'লাবাহ আল-হিম্মানী (মাকবূল) উমার বিন উবায়দ আত-তনাফিসী আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)/সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাব করেছেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি উটের ব্যবসা করতাম। আমি রূপার পরিবর্তে সোনা, সোনার পরিবর্তে রূপা, দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের পরিবর্তে দীনার গ্রহণ করতাম। আমি এ সম্পর্কে নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ যখন তুমি ঐগুলোর একটি গ্রহণ করবে এবং অপরটি প্রদান করবে, তখন তোমার সঙ্গীর সাথে লেনদেন চূড়ান্ত না করে পৃথক হবে না। (তিরমিযী, ১১৭৯)।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৭টি সানাদের ৬টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২২৬২ (১)। ইয়াহইয়া বিন হাকীম ইয়া'কূব বিন ইসহাক হাম্মাদ বিন সালামাহ সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাব করেছেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু উমার (রাঃ)[২২৬২]

٥٢/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

১২/৫২. অধ্যায় : দিরহাম ও দীনার (মুদ্রা) ভাঙ্গা নিষেধ

٢٢٦٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ».

১/২২৬৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও হারূন বিন ইসহাক মু'তামির বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন ফাদা' দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (ফাদা' বিন

২২৬২. তিরমিযী ১২৪২, নাসায়ী ৪৫৮২, ৪৫৮৩, ৪৫৮৯, আবূ দাউদ ৩৩৫৪, আহমাদ ৪৮৬৮, ৫৫৩০, ৫৭৩৯, ৬২০৩, ৬৩৯১, দারিমী ২৫৮১। ইরওয়া' ১৩২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা) ২. আতা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা) ৩. সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা স্বহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

খালিদ) (মাজহুল বা অপরিচিত)🔀আলকামাহ বিন আবদুল্লাহ🔀তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন সিনান বিন নাবীশায় বিন সালামাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বৈধ মুদ্রা অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত ভাঙ্গতে নিষেধ করেছেন।[২২৬৩]

١٢/٥٣. بَاب بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

১২/৫৩. অধ্যায় : শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা

٢٢٦٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ».

১/২২৬৪। 🔀আলী বিন মুহাম্মাদ🔀ওয়াকী' ও সুলায়মান🔀মালিক বিন আনাস🔀আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ🔀যায়দ বিন আয়্যাশ🔀সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যুহ্‌রা গোত্রের মুক্ত দাস যায়দ আবূ আইয়্যাশ সাদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে যবের বিনিময়ে সাদা গম ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বলেন, এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বলেন, সাদা গম। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে এরূপ লেনদেন করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শুকনা খেজুরের সাথে তাজা খেজুরের বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? লোকজন বলেন, হাঁ। তিনি এ জাতীয় লেনদেন করতে নিষেধ করেন।[২২৬৪]

١٢/٥٤. بَاب الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

১২/৫৪. অধ্যায় : মুযাবানা ও মুহাকালা প্রসঙ্গে।

٢٢٦٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ».

১/২২৬৫। 🔀মুহাম্মাদ বিন রুমহ🔀লায়স্র বিন সা'দ🔀নাফি'🔀আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বাগানের তাজা খেজুর গাছে থাকা অবস্থায় (সংগৃহীত) ওজনকৃত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলে।

২২৬৩. আবূ দাঊদ ৩৪৪৯। দঈফাহ ৪৭০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফাদা' সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৫৪৪, ২৬/২৭৭ নং পৃষ্ঠা) ২. ফাদা' বিন খালিদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২৪, ২৩/১৮৪ নং পৃষ্ঠা)

২২৬৪. তিরমিযী ১২২৫, নাসায়ী ৪৫৪৫, আবূ দাউদ ৩৩৫৯, ৩৩৬০, আহমাদ ১৫১৮, ১৫৪৭, মুয়াত্তা মালিক ১৩১৬। ইরওয়া' ১৩৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

অনুরূপভাবে তাজা আঙ্গুর ওজনকৃত শুকনা আঙ্গুর (কিশমিশ)-এর বিনিময়ে বিক্রয় করা, ক্ষেতের শস্য (সংগৃহীত) ওজনকৃত শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করাও (মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত)। তিনি এই প্রকারের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[২২৬৫]

٢٢٦٦/٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ».

২/২২৬৬। আযহার বিন মারওয়ান, হাম্মাদ বিন যায়দ, আয়্যূব, আবুয যুবায়র ও সাঈদ বিন মীনা' জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২২৬৬]

٢٢٦٧/٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ».

৩/২২৬৭ হান্নাদ ইবনুস সারী, আবুল আহওয়াস, তারিক বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাকালা ও মুযাবানা ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[২২৬৭]

١٢/٥٥. بَاب بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

১২/৫৫. অধ্যায় : আরিয়া পদ্ধতির লেনদেন (গাছের মাথার খেজুর অনুমানে ক্রয়-বিক্রয়)

٢٢٦٨/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا».

১/২২৬৮। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, যুহরী, সালিম, তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার), যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাছের উপরিস্থিত খেজুর অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।[২২৬৮]

২২৬৫. সহীহুল বুখারী ২১৭১, ২১৭৩, ২১৮৫, ২২০৫,মুসলিম ১৫৪২, নাসায়ী ৪৫৩৩, ৪৫৩৪, ৪৫৪৯, আবূ দাউদ ৩৩৬১, আহমাদ ৪৪৭৬, ৪৫১১, ৪৬৩৩, ৫২৯৮, ৫৮২৮, ৬০২২, মুয়াত্তা মালিক ১৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৬৬. সহীহুল বুখারী ২৩৮১, মুসলিম ১৫৩৬, নাসায়ী ৩৮৮৩, ৩৯২১, ৪৫৫০, আহমাদ ১৪৪৫৪, ১৪৭৯৩।

২২৬৭. মাজাহ ২৪৪৯, ২৪৫৩, ২৪৫৮, ২৪৫৯, ২৪৬০, ২৪৬৫, সহীহুল বুখারী ২২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ৪০১৩, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৪৮, তিরমিযী ১৩০৩, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১,৩৮৮৬, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৮৯৬, ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯, ৩৯১০, ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৩৯১৫, ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮, ৩৯১৯, ৩৯২২, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২,৩৩৯৩,৩৩৯৪, ৩৩৯৫, ৩৩৯৭,৩৩৯৮, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৪০১, ৩৪০২, আহমাদ ৪৪৯০, ৪৫৭২, ৫২৯৭, ১৫৩৭৬, ১৫৩৮৪, ১৫৩৯৭, ১৬৮০৫, ১৬৮২৭, ১৬৮৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী তারিক বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৫২, ১৩/৩৪৫ নং পৃষ্ঠা)

٢٢٦٩/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا».

৩/২২৬৯। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ নাফি' আবদুল্লাহ বিন উমার যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাছের উপরিস্থিত খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে সংগৃহীত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াহইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, গাছের মাথার খেজুর অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করে ঘরের শুকনা খেজুরের সাথে বিনিময় করাকে আরিয়্যা' বলে।[২২৬৯]

١٢/٥٦. بَاب الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

১২/৫৬. অধ্যায় : জন্তুর বিনিময়ে বাকীতে জন্তু বিক্রয় করা।

٢٢٧٠/١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى «عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

১/২২৭০। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবদাহ বিন সুলায়মান সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ হাসান সামুরা বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২২৭০]

١٢/٥٧. بَاب الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

১২/৫৭. অধ্যায় : পশুর পরিবর্তে পশু অধিক দরে নগদ ক্রয়-বিক্রয়।

٢٢٧١/١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً».

১/২২৭১। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ হাফস বিন গিয়াস ও আবূ খালিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একটি পশু দু'টি পশুর বিনিময়ে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তিনি বাকীতে এরূপ লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।[২২৭১]

২২৬৮. মাজাহ ২২৬৯, সহীহুল বুখারী ২১৭৩, ২১৮৮, ২১৯৩, ২৩৮০, মুসলিম ১৫৩৪, ১৫৩৯, তিরমিযী ১৩০০, ১৩০২, নাসায়ী ৪৫৩২, ৪৫৩৬, ৪৫৩৭, ৪৫৩৮, ৪৫৩৯, ৪৫৪০, আবূ দাউদ ৩৩৬২, আহমাদ ৪৪৭৬, ৪৫২৭, ৪৫৭৬, ২১০৬৭, ২১০৭১, ২১১২৯, ২১১৪৭, ২১১৬৪, মুয়াত্তা মালিক ১৩০৭, দারিমী ২৫৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৬৯. মাজাহ ২২৬৮, সহীহুল বুখারী ২১৭৩, ২১৮৮, ২১৯৩, ২৩৮০, মুসলিম ১৫৩৪, ১৫৩৯, তিরমিযী ১৩০০, ১৩০২, নাসায়ী ৪৫৩২, ৪৫৩৬, ৪৫৩৭, ৪৫৩৮, ৪৫৩৯, ৪৫৪০, আবূ দাউদ ৩৩৬২, আহমাদ ৪৪৭৬, ৪৫২৭, ৪৫৭৬, ২১০৬৭, ২১০৭১, ২১১২৯, ২১১৪৭, ২১১৬৪, মুয়াত্তা মালিক ১৩০৭, দারিমী ২৫৫৮। রাওদুন নাদীর ৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৭০. তিরমিযী ১২৩৭, নাসায়ী ৪৬২০,আবূ দাউদ ৩৩৫৬, আহমাদ ১৯৬৩০, ১৯৭০৩, ১৯৭২৫, ১৯৭৫১, দারিমী ২৫৬৪। মিশকাত ২৮২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৭১. তিরমিযী ১২৩৮। সহীহাহ ২৪১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٢٢٧٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ».

২/২২৭২। নাস্র বিন আলী আল-জাহদমী হুসায়ন বিন উরওয়াহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হাম্মাদ বিন সালামাহ স্রাবিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ উমার হাফস্র বিন উমার আবদুর রহমান বিন মাহদী হাম্মাদ বিন সালামাহ স্রাবিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্রাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে সাতটি দাসীর বিনিময়ে খরিদ করেন। রাবী আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দিহয়াতুল কালবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র নিকট থেকে (তাকে খরিদ করেন)।[২২৭২]

١٢/٥٨. بَاب التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

১২/৫৮. অধ্যায় : সুদ সম্পর্কে কঠোর বাণী

١/٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا».

১/২২৭৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাসান বিন মূসা হাম্মাদ বিন সালামাহ আলী বিন ষায়দ (দঈফ বা দুর্বল) আবুস্র স্রালত (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মিরাজের রাতে আমাকে একদল লোকের নিকট নিয়ে আসা হলো। তাদের পেট ছিল ঘরের মত বিশাল, তার মধ্যে সাপ ভর্তি ছিলো, যা বাইরে থেকে দেখা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেনঃ এরা সুদখোর।[২২৭৩]

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২২৭২. মুসলিম ১৩৬৫, আবূ দাউদ ২৯৯৭ আহমাদ ১৩১৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হুসায়ন বিন উরওয়াহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আষদী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৩১৯, ৬/৩৯০ নং পৃষ্ঠা)

২২৭৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ২৮২৮, দঈফ আল-জামি' ১৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ স্রালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০,

٢٢٧٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

২/২২৭৪। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস আবূ মা'শার (দঈফ বা দুর্বল) সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সুদের গুনাহ্‌র সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা।[২২৭৪]

٢٢٧٥/٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا».

৩/২২৭৫। আমর বিন আলী আস্‌-স্বয়রাফী আবূ হাফস্ ইবনু আবূ আদী শু'বাহ যুবায়দ (ইবনুল হারিস্‌) ইবরাহীম মাসরূক আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সুদের পাপের তিয়াত্তরটি স্তর রয়েছে।[২২৭৫]

٢٢٧٦/٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ.

৪/২২৭৬। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী খালিদ ইবনুল হারিস্‌ সাঈদ কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব .... উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, সবশেষে সুদের আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু আমাদেরকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের আগেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করেন। অতএব সূদ এবং (সূদের) সন্দেহ সৃষ্টিকারী জিনিস পরিহার করো।[২২৭৬]

٢٢٧٧/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيْهِ وَكَاتِبَهُ».

২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) ২. আবুস্ সালত সম্পর্কে আবুল মুহাসিন, আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৪৪৩, ৩৩/৪২৮ নং পৃষ্ঠা)

২২৭৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৫০, ৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ মা'শার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি সিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তার মুখস্থ করার আগে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কিছু আহলে ইলম সমালোচনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৩৮৬, ২৯/৩২২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবূ মা'শার এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৪টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি খুবই দুর্বল, ২২টি দুর্বল হাদীস পাওয়া যায় কিন্তু সহীহ শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়না।

২২৭৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুস সালাম এর তাখরীজুল ঈমান ৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৭৬. আহমাদ ২৪৮, ৩৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৫/২২৭৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ইদ্তিরাব করেছেন) আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় এবং সূদের হিসাব রক্ষক বা দলীল লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।[২২৭৭]

٢٢٧٨/٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ خَيْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ».

৬/২২৭৮। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ দাঊদ বিন আবূ হিন্দ সাঈদ বিন আবূ খায়রাহ (মাকবূল) হাসান আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অবশ্যই মানুষ এমন এক যুগের সম্মুখীন হবে যখন তাদের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যাবে না যে সূদখোর নয়। সে সূদ না খেলেও তার ধুলোবালি (মলিনতা) তাকে স্পর্শ করবে।[২২৭৮]

٢٢٧٩/٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ».

৭/২২৭৯। আব্বাস বিন জা'ফার আমর বিন আওন ইয়াহইয়া বিন আবূ যায়দ ইসরায়ীল রুকায়ন ইবনুর রাবী' বিন উমায়লাহ তার পিতা (রাবী' বিন উমায়লাহ) ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি সূদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই।[২২৭৯]

٥٩/١٢. بَاب السَّلَفِ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

১২/৫৯. অধ্যায় : ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

٢٢٨٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ «مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ».

২২৭৭. মুসলিম ১৫৯৭, তিরমিযী ১২০৬, আবূ দাউদ ৩৩৩৩, আহমাদ ৩৭২৯, ৩৭৯৯, ৩৮৭১, ৪০৭৯, ৪২৭১, ৪৩১৫, ৪৩৮৯, ৪৪১৪, দারিমী ২৫৩৫। ইরওয়া' ৫/১৮৪। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৪৯।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২২৭৮. নাসায়ী ৪৪৫৫, আবূ দাউদ ৩৩৩১। মিশকাত ২৮১৮ আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৫৩, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ৩৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সাঈদ বিন আবূ খায়রাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ স্বিকাহ বলেনি। এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে অন্য কোথাও জানা যায় না। এছাড়াও সানাদের হাসান আল-বুসায়রী তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেনি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২২৬৩, ১০/৪১৬ নং পৃষ্ঠা)

২২৭৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীক ৩/৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২২৮০। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, ইবনু আবূ নাজীহ, আবদুল্লাহ বিন কাসীর, আবুল মিনহাল, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, নবী (সাঃ) যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী দু' বা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম ক্রয়-বিক্রয় করতো। তিনি বলেনঃ কেউ অগ্রিম খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে চাইলে সে যেন ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে।[২২৮০]

٢٢٨١/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ بَنِيْ فُلَانٍ أَسْلَمُوْا لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُوْدِ وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوْا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عِنْدِيْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ أُرَاهُ قَالَ ثَلَاثُ مِائَةِ دِيْنَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِيْ فُلَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِيْ فُلَانٍ»

২/২২৮১। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), ওয়ালীদ বিন মুসলিম, মুহাম্মাদ বিন হামযাহ বিন যূসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম, তার পিতা (হামযাহ বিন যূসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম) (মাকবূল), দাদা আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইহূদীদের অমুক দল ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। আমার আশংকা হয় যে, তারা মুরতাদ হয়ে যায় কিনা। নবী (সাঃ) বলেনঃ কারো নিকট মাল থাকলে আমাদের সাথে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করুক। এক ইহূদী বললো, আমার নিকট এই এই পরিমাণ জিনিস আছে। সে তার নামও উল্লেখ করলো। আমার মনে হয় সে বলেছে, তিন শত দীনারে অমুক গোত্রের বাগান থেকে এই এই দরে ফল দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ বলেনঃ দর এবং মেয়াদ ঠিকই আছে, কিন্তু অমুক গোত্রের বাগান এ ভাবে স্থান নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়।[২২৮১]

٢٢٨٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ امْتَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ

২২৮০. সহীহুল বুখারী ২২৩৯, ২২৪১, ২২৫৩, মুসলিম ১৬০৪, তিরমিযী ১৩১১ নাসায়ী ৪৬১৬, আবূ দাউদ ৩৪৬৩, আহমাদ ১৮৭১, ১৯৩৮, ২৫৪৪, ৩৩৬০, দারিমী ২৫৮৩, বায়হাকী ফিস সুনান ২/২৪, ইবনু হিব্বান ৪৯২৫, দারাকুতনী ৩/৪। ইরওয়া' ১৩৭৬, রাওদুন নাদীর ৪৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৮১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।বায়হাকী ফিস সুনান ৭/৪৮০। ইরওয়া' ১৩৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. হামযাহ বিন যূসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম সম্পর্কে আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তার হাদীস্র সহীহ হওয়া থেকে বের হয়েগেছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হিব্বান তাকে মাজহুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ ১৫২০, ৭/৩৪৩ নং পৃষ্ঠা)

شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُوْنِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ».

৩/২২৮২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও আবদুর রহমান বিন মাহদী, শু'বাহ, আবদুল্লাহ বিন আবুল মুজালিদ, আবুল মুজালিদ, আবদুর রহামন বিন আবযা ও আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (আবুল মুজালিদ) বলেন, আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ও আবূ বারযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র মধ্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে মতভেদ হয়। তাই তারা আমাকে আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র নিকট পাঠালেন। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে গম, যব, কিশমিশ ও খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতাম এমন লোকেদের সাথে যাদের কাছে তা বিদ্যমান থাকতো না। (রাবী আবুল মুজালিদ বলেন) আমি বিন আবযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অনুরূপ জবাব দেন।[২২৮২]

١٢/٦٠. بَاب مَنْ أَسْلَمَ فِيْ شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

১২/৬০. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করলে তার পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না।

١/٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَسْلَفْتَ فِيْ شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».

٢/٢٢٨٣ (١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا.

১/২২৮৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), যিয়াদ বিন খায়স্রামাহ, সা'দ, আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তুমি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয় করলে সেই জিনিসের পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২২৮৩ (১)। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ, শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), যিয়াদ বিন খাইসামাহ, আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সনদসূত্রে রাবী সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উল্লেখ নাই।[২২৮৩]

২২৮২. স্বহীহুল বুখারী ২২৪৩, ২২৪৫, ২২৫৫, নাসায়ী ৪৬১৪, ৪৬১৫, আবূ দাঊদ ৩৪৬৪, আহমাদ ১৮৬৪৩। ইরওয়া' ১৩৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২২৮৩. আবূ দাঊদ ৩৪৬৮। ইরওয়া' ১৩৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

١٢/٦١. بَاب إِذَا أَسْلَمَ فِيْ نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

১২/৬১. অধ্যায় : কোন নির্দিষ্ট খেজুর গাছ, ফল আসার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

١/٢٢٨٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ النَّجْرَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أُسْلِمُ فِيْ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لَا قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِيْ حَدِيْقَةِ نَخْلٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعْ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِيْ هُوَ لِيْ حَتَّى يُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلْبَائِعِ «أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوْا فِيْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

১/২২৮৪। হান্নাদ ইবনুস সারী, আবুল আহওয়াস্, আবূ ইসহাক, আন-নাজরানী (মাজহুল বা অপরিচিত) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, ফল আসার পূর্বে খেজুর গাছ অগ্রিম বিক্রয় করা যায় কিনা? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এক ব্যক্তি ফল আসার পূর্বে একটি খেজুর বাগান অগ্রিম ক্রয় করে। কিন্তু (ঘটনাক্রমে) সে বছর খেজুর গাছে কোন ফল ধরেনি। ক্রেতা বললো, ফল না আসা পর্যন্ত এ বাগান আমার। আর বিক্রেতা বললো, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খেজুর বাগান কেবল এক বছরের জন্যই বিক্রয় করেছি। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে মামলা দায়ের করলো। তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ক্রেতা কি তোমার খেজুর গাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছে? বিক্রেতা বললো, না। তিনি বলেনঃ তাহলে কিসের বদলে তুমি তার মাল হালাল করলে? তার থেকে যা গ্রহণ করেছো তা তাকে ফেরত দাও। আর (ভবিষ্যতে) গাছের খেজুর পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করো না।[২২৮৪]

١٢/٦٢. بَاب السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

১২/৬২. অধ্যায় : চতুষ্পদ জন্তু অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

١/٢٢٨٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ يَا أَبَا رَافِعٍ اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

উক্ত হাদীসের রাবী শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি আশাকরি তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭০২, ১২/৩৮২ নং পৃষ্ঠা)

২২৮৪. আবূ দাউদ ৩৪৬৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৭/৪৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আন-নাজরানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী, উসমান বিন সা'দ ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৭৭২, ৩৫/২৫ নং পৃষ্ঠা)

১/২২৮৫। হিশাম বিন আম্মার মুসলিম বিন খালিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) যায়দ বিন আসলাম আতা' বিন ইয়াসার আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির নিকট থেকে ধারে একটি উঠতি বয়সের উট কিনেন এবং বলেনঃ যাকাতের উট এলে তোমার ধার পরিশোধ করবো। অতঃপর যাকাতের উট এলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে আবূ রাফে! সেই লোকের উটটি পরিশোধ করো। অতএব আমি চার বছর বা ততোধিক বয়সের উট ছাড়া আর কোন উট পেলাম না। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেনঃ ওটাই তাকে দাও। কেননা লোকেদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে।[২২৮৫]

٢٢٨٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ اقْضِنِيْ بَكْرِيْ فَأَعْطَاهُ بَعِيْرًا مُسِنًّا فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيْرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً».

২/২২৮৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সাঈদ বিন হানী ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক বেদুঈন (এসে) বললো, আমার উঠতি বয়সের উটটি পরিশোধ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একটি বড় উট দিলেন। বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটি আমার উটের তুলনায় অধিক বয়স্ক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ঋণ পরিশোধে উত্তম।[২২৮৬]

٦٣/١٢. بَاب الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

১২/৬৩. অধ্যায় : শারীকাত (অংশিদারী) ও মুদারাবা ব্যবসা

٢٢٨٧/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُنْتَ شَرِيْكِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيْكٍ «لَا تُدَارِيْنِيْ وَلَا تُمَارِيْنِي».

২২৮৫. মুসলিম ১৬০০, তিরমিযী ১৩১৮, নাসায়ী ৪৬১৭, আবূ দাউদ ৩৩৪৬, আহমাদ ২৬৬৪০, মুয়াত্তা মালিক ১৩৮৪, দারিমী ২৫৬৫, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২১। ইরওয়া' ১৩৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯২৫, ২৭/৫০৮ নং পৃষ্ঠা)

২২৮৬. নাসায়ী ৪৬১৯, আহমাদ ১৬৬৯৯। ইরওয়া' ৫/২২৪, ২২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)
২. মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে আমি কোন সমস্যা দেখিনা। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৫৮, ২৮/১৮৬ নং পৃষ্ঠা)

১/২২৮৭। উসমান ও আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান ইবরাহীম বিন মুহাজির মুজাহিদ সাইব এর মালিক (ইসমু মুবহাম বা নাম অপরিচিত) আস-সাইব তিনি নবী কে বলেন, জাহিলী যুগে আপনি আমার অংশীদার ছিলেন এবং সর্বোত্তম অংশীদার ছিলেন। না আপনি কখনো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন আর না আমার সাথে বিবাদ করেছেন।[২২৮৭]

٢٢٨٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نُصِيبُ فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ.

২/২২৮৮। আবুস সাইব সালম বিন জুনাদাহ আবূ দাউদ আল-জাফারী সুফইয়ান আবূ ইসহাক আবূ উবায়দাহ .... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন সাদ , আম্মার ও আমি গানীমাতের মালের ব্যাপারে অংশীদার হই (এই মর্মে যে, আমরা যা পাবো তা তিনজনে ভাগ করে নিবো)। আম্মার ও আমি কিছুই আনতে পারিনি। অবশ্য সাদ দু'জন যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসেন।[২২৮৮]

٢٢٨٩/٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ».

৩/২২৮৯। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল বিশর বিন সাবিত আল-বায্যার নাসর ইবনুল কাসিম (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুর রহমান বিন দাউদ (মাজহুল বা অপরিচিত) সালিহ বিন সুহায়ব (তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত) তার পিতা (সুহায়ব বিন সিনান) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছেঃ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ক্রয়-বিক্রয়, মুকারাযা ব্যবসা এবং পারিবারিক প্রয়োজনে গমে যব মিশানো, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়।[২২৮৯]

২২৮৭. আবূ দাউদ ৪৮৩৬। আত-তা'লীকু আলার-রাওদ ২/১৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন মুহাজির সম্পর্কে আবু বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হিফয শক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন,তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০, ২/২১১ নং পৃষ্ঠা)

২২৮৮. নাসায়ী ৪৬৯৭, আবূ দাউদ ৩৩৮৮, বায়হাকী ফিস সুনান ৪/১৯৪। ইরওয়া' ১৪৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ উবায়দাহ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এর ছেলে। তিনি তার পিতা থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি।

২২৮৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ২১০০, দঈফ আল-জামি' ২৫২৫। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীসের রাবী ১. নাসর ইবনুল কাসিম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস বানোয়াট। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৪০৯, ২৯/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন দাউদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি অপরিচিত ও তার হাদীস অরক্ষিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪০৫, ১৮/৩৩ নং পৃষ্ঠা) ৩.

٦٤/١٢. بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

১২/৬৪. অধ্যায় : সন্তানের সম্পদে পিতার হক

١/٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ».

১/২২৯০। ◈[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]X[ইবনু আবূ যায়িদাহ]X[আ'মাশ]X[উমারাহ বিন উমায়র]X[তার চাচা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)]X[আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◈ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা যা ভোগ-ব্যবহার করো তার মধ্যে উত্তম হলো তোমাদের নিজস্ব শ্রমের উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।[২২৯০]

٢/٢٢٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِيْ فَقَالَ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ».

৩/২২৯১। ◈[হিশাম বিন আম্মার]X[ঈসা বিন য়ূনুস]X[য়ূসুফ বিন ইসহাক]X[মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির]X[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◈ এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেনঃ তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার।[২২৯১]

٤/٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِيْ فَقَالَ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ».

৪/২২৯২। ◈[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও ইয়াহইয়া বিন হাকীম]X[ইয়াযীদ বিন হারূন]X[হাজ্জাজ]X[আমর বিন শুআয়ব]X[তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)]X[দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্‌) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◈ বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আমার পিতা আমার সম্পদ শেষ করে দিয়েছে প্রায়। তিনি বলেন, তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। রাসূলুল্লাহ

সালিহ বিন সুহায়ব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৮২০, ১৩/৬০ নং পৃষ্ঠা)

২২৯০. মাজাহ ২১৩৭, নাসায়ী ৪৪৪৯, ৪৪৫০, ৪৪৫১, ৪৪৫২, আবূ দাউদ ৩৫২৮, ৩৫২৯, আহমাদ ২৩৫১২, ২৩৬১৫, ২৪৪৩০, ২৪৪৩৬, ২৪৭৬৮, ২৪৮৭২, ২৫০৮৩, ২৫১২৬, ২৫১৪০, ২৫৩১৭, দারিমী ২৫৩৭। ইরওয়া' ১৬২৬। তাহকীক আলবানী সহীহ। হাদীসটি সহীহ কিন্তু উমারাহ বিন উমায়র এর চাচার জাহালাতের কারনে সানাদটি দুর্বল। কেননা তাকে কেউ তাওসীক করেন নি (সিকাহ বলেনি)।

২২৯১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮৩৮, রাওদুন নাদীর ১৯৫, ৬০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, তোমাদের সন্তান তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তাদের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারো।[২২৯২]

٦٥/١٢. بَاب مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

১২/৬৫. অধ্যায় : স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর হক।

٢٢٩٣/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

২/২২৯৩। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবূ উমার আদ-দরীর]:[ওয়াকী‘]:[হিশাম বিন উরওয়াহ]:[তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)]:[আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∝ বলেন, (আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী) হিন্‌দ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আবূ সুফিয়ান খুবই কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানের জীবন ধারণে যথেষ্ট হওয়ার মত খরচপাতি দেয় না। তাই আমি তার অগোচরে তার সম্পদ থেকে কিছু নেই (যাতে যথেষ্ট হয়)। তিনি বলেনঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হতে পারে ততটুকু ন্যায়সংগতভাবে নিতে পারো।[২২৯৩]

٢٢٩٤/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

৩/২২৯৪। ∝[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র]:[আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ও আবূ মুআবিয়াহ]:[আ‘মাশ]:[আবূ ওয়াইল]:[মাসরূক]:[আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ স্ত্রী তার স্বামীর মালিকানাভুক্ত মাল থেকে অপচয় না করে খরচ করলে বা আহারের সংস্থান করলে তার জন্য এর সওয়াব লেখা হয়। স্বামীর অনুরূপ সওয়াব হয় উপার্জন করার কারণে, স্ত্রীর সওয়াব হয় খরচ করার কারণে এবং ভাণ্ডার রক্ষকেরও অনুরূপ সওয়াব হয়, এতে তাদের কারো সওয়াব থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।[২২৯৪]

٢٢٩٥/٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا».

২২৯২. আবূ দাঊদ ৩৫৩০, আহমাদ ৬৬৪০, ৬৭৬৩, ৬৯৬২। মিশকাত ৩৩৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৯৩. সহীহুল বুখারী ২২১১, ২৪৬০, ৫৩৫৯, ৫৩৬৪, ৫৩৭০, ৬৬৪১, ৭১৬১, ৭১৮০, মুসলিম ১৭১৪, নাসায়ী ৫৪২০, আবূ দাঊদ ৩৫৩২, ৩৫৩৩, ২৩৫৯৭, ২৩৭১১, ২৫১৮৫, ২৫৩৬০, দারিমী ২২৫৯। ইরওয়া' ২৬৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৯৪. সহীহুল বুখারী ১৪২৫, ১৪৩৭, ১৪৪০, ১৪৪১, ২০৬৫, মুসলিম ১০২৪, তিরমিযী ৬৭১, ৬৭২, নাসায়ী ২৫৩৯, আবূ দাঊদ ২৩৬৫১, ২৪১৫৯, ২৫৮৩৮। ইরওয়া' ১৪৫৭, সহীহ আবূ দাঊদ ১৪৭৯, সহীহাহ ৭৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/২২৯৫। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় সত্যবাদী তবে অন্যত্র থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) শুরাহবীল বিন মুসলিম আল-খাওলানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ত্র গ্রহণে শিথিল অর্থাৎ যাচাই বাছাই না করে হাদীস্ত্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আবূ উমামা আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ স্ত্রী তার ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কিছু খরচ করবে না। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেনঃ তা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদভুক্ত।[২২৯৫]

١٢/٦٦. بَاب مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

১২/৬৬. অধ্যায় : গোলামের কাউকে কিছু দেয়া এবং দান করার অধিকার প্রসংগে

١/٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ».

১/২২৯৬। মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ সুফইয়ান মুসলিম (বিন কায়সান) আল-মুলায়ী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমর বিন রাফি' জারীর মুসলিম (বিন কায়সান) আল-মুলায়ী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন।[২২৯৬]

٢/٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ فَمَنَعَنِي أَوْ قَالَ فَضَرَبَنِي فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ سَأَلَهُ فَقُلْتُ لَا أَنْتَهِي أَوْ لَا أَدَعُهُ فَقَالَ «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا».

২/২২৯৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ হাফস্ বিন গিয়াস্ত্র মুহাম্মাদ বিন যায়দ আবুল লাহমের মুক্ত দাস উমায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমার মনিব আমাকে কিছু দিলে আমি তা থেকে অপরকে খাওয়াতাম। আমার মনিব আমাকে তা করতে নিষেধ করলেন বা আমাকে প্রহার করলেন। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিষয়টি অবহিত করে বললাম, গরীবদের আহার করানো ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এর সওয়াব হলো তোমাদের উভয়ের।[২২৯৭]

২২৯৫. তিরমিযী ৬৭০, আবূ দাঊদ ৩৫৬৫, আহমাদ ২১৭৯১। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্ত্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় তিনি স্ত্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. শুরাহবীল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ মুহাম্মাদ আল-ফাতায়ানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ত্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি স্ত্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্ত্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭২১, ১২/৪৩০ নং পৃষ্ঠা)

২২৯৬. হাদীস্ত্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মুখতাস্ত্রারুশ শামাইল ২৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্ত্রের রাবী মুসলিম (বিন কায়সান) আল-মুলায়ী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্ত্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ত্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব বলেন, তিনি গায়র স্ত্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৩৯, ২৭/৫৩০ নং পৃষ্ঠা)

২২৯৭. মুসলিম ১০২৫, নাসায়ী ২৫৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٢/٦٧. بَاب مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

১২/৬৭. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কারো গবাদি পশু বা ফলের বাগান অতিক্রম করাকালে তা থেকে কিছু (দুধ বা ফল) নিতে পারবে কিনা?

١/٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غُبَرَ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ «مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ».

১/২২৯৮। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [শাবাবাহ বিন সাওওয়ার] [শু'বাহ] [আবূ বিশর জাফর বিন আবূ ইয়াস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [আব্বাদ বিন শুরাহবীল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ] [মুহাম্মাদ বিন জা'ফার] [শু'বাহ] [আবূ বিশর জাফর বিন আবূ ইয়াস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমি গুবার গোত্রের আব্বাদ বিন শুরাহবীল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছিঃ এক বছর আমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আমি মদীনায় চলে এলাম। আমি মদীনার কোন এক ফলের বাগানে পৌঁছে এক ছড়া শস্যবীজ নিয়ে তা থেকে ছিঁড়ে কিছু আহার করলাম এবং কিছু আমার চাদরে বেঁধে নিলাম। বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধর করলো এবং আমার চাদরখানা কেড়ে নিলো। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম।। তিনি মালিককে বলেনঃ সে তো দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল, কেন তুমি তাকে আহার করাওনি? আর সে তো ছিল মূর্খ, কেন তুমি তাকে শিখাওনি? অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাগানের মালিককে তার চাদর ফেরতদানের নির্দেশ দিলে সে তা ফেরত দেয় এবং তিনি তাকে এক ওয়াসাক বা অর্ধ ওয়াসাক খাদ্যদ্রব্য প্রদানেরও নির্দেশ দেন।[২২৯৮]

٢/٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخْلَنَا أَوْ قَالَ نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلَامُ وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قَالَ قُلْتُ آكُلُ قَالَ «فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ».

২/২২৯৯। [মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব] [মু'তামির বিন সুলায়মান] [ইবনু আবূল হাকাম আল-গিফারী (মাসতূর বা তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত)] [আমার দাদী (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)] [রাফি' বিন 'আমর আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমি বালক বয়সে আমাদের খেজুর বাগানে অথবা এক আনসার ব্যক্তির খেজুর বাগানে ঢিল মেরেছিলাম। তিনি আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

২২৯৮. আবূ দাউদ ২৬২০, আহমাদ ১৭০৬৭। সহীহাহ ২২২৯। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি আমাকে বলেনঃ হে বালক বা হে বৎস! তুমি খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়েছিলে কেন? রাফে' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, খেজুর খাওয়ার জন্য। তিনি বলেনঃ তুমি আর কখনো খেজুর গাছে ঢিল মের না, গাছের নিচে যা পড়ে থাকে তা খাও। রাফে' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দুআ' করেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তার পেটের ক্ষুধা দূর করে দাও।[২২৯৯]

٢٣٠٠/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِيْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ فِيْ أَنْ لَا تُفْسِدَ».

৩/২৩০০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, ইয়াযীদ বিন হারূন, (সাঈদ বিন ইয়াস) আল-জুরায়রী, আবূ নাদরাহ, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি গবাদিপশুর পালের নিকট পৌঁছে তার রাখালকে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি তার দুধপান করো, ক্ষতিসাধন না করে। আর তুমি কোন ফলের বাগানে পৌঁছে বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি ক্ষতি না করে তা থেকে পেড়ে খাও।[২৩০০]

٢٣٠١/٤ – حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوْبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً».

৪/২৩০১। হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন), আয়্যূব বিন হাস্সান আল-ওয়াসিতী ও আলী বিন সালামাহ, ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতি শক্তি দুর্বল), উবায়দুল্লাহ বিন উমার, নাফি', ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন বাগানের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে সে ইচ্ছ করলে ফল খাবে, কিন্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাবে না।[২৩০১]

২২৯৯. তিরমিযী ১২৮৮, আবূ দাউদ ২৬২২, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৩/৪৪৪, বায়হাকী ফিস সুনান ১/১৯৪, দারাকুতনী ১/৬৯। দঈফ আবূ দাউদ ৪৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু আবুল হাকাম আল-গিফারী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

২৩০০. আহমাদ ১০৭৭৫, ১১৪০৩। মিশকাত ২৯৫৩, ইরওয়া' ২৫২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩০১. তিরমিযী ১২৮৭। মিশকাত ২৯৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবূ আসিম বলেন,তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৫৫৪, ৩০/১৫৮ নং পৃষ্ঠা)

আবূ বালজ (ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম) সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-

١٢/٦٧. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

১২/৬৮. অধ্যায় : মালিকের অনুমতি ব্যতীত কিছু নেয়া নিষেধ

٢٣٠٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ «فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».

১/২৩০২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ নাফি' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন মালিকের অনুমতি ছাড়া তার পশু দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, তার ধনভাণ্ডারে অন্য লোক প্রবেশ করে তার ধনভাণ্ডারের দরজা ভেঙ্গে তার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাক? গবাদি পশুর বাঁট তো তাদের মালিকের জন্য খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে রাখে। তাই তোমাদের কেউ যেন অপরের পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে।[২৩০২]

٢٣٠٣/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَلِيْطِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطُّهَوِيِّ عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُوْرَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ فَثُبْنَا إِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ قُوتُهُمْ وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللهِ أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيْهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ أَتُرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلًا قَالُوْا لَا قَالَ فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ قُلْنَا أَفَرَأَيْتَ إِنْ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَالَ «كُلْ وَلَا تَحْمِلْ وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ».

২/২৩০৩। ইসমাঈল বিন বিশর বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) উমার বিন আলী হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) সালীত বিন আবদুল্লাহ আত-তুহাবী (মাজহুল বা অপরিচিত) যুহায়ল বিন আওফ বিন শাম্মাখ আত-তুহাবী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা কাঁটাযুক্ত গাছের আড়ালে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী দেখতে পেয়ে সেদিকে দ্রুত ছুট দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ডাক দিলেন। আমরা তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি বলেনঃ এই উট কোন মুসলিম পরিবারের। এগুলোই তাদের খাদ্যের এবং বেঁচে থাকার সংস্থান। এগুলো আল্লাহর পর তাদের মালিকানাধীন। তোমার কি ভালো লাগবে যে, তোমরা তোমাদের খাদ্যভাণ্ডারে ফিরে গিয়ে তা খাদ্যশূন্য দেখতে পাবে? তোমরা কি এটাকে ইনসাফ মনে করো?

আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭২৬৯, ৩৩/১৬২ নং পৃষ্ঠা)

২৩০২. সহীহুল বুখারী ২৪৩৫, মুসলিম ১৭২৬, আবূ দাঊদ ২৬২৩, আহমাদ ৪৪৫৭, ৪৪৯১, মুয়াত্তা মালিক ১৮১২। ইরওয়া' ২৫২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তারা বলেন, না। তিনি বলেনঃ এটাও তদ্রূপ। আমরা বললাম, আপনি কি মনে করেন, যদি আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয়? তিনি বলেনঃ এমতাবস্থায় তোমরা খেতে পারো কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না এবং পান করো, কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।[২৩০৩]

٦٩/١٢. بَاب اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

১২/৬৯. অধ্যায় : গবাদি পশু পালন

٢٣٠٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا «اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً».

১/২৩০৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ তুমি ছাগল-ভেড়া পালো। কারণ তাতে বরকত রয়েছে।[২৩০৪]

٢٣٠٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ «الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

২/২৩০৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবদুল্লাহ বিন ইদরীস, হুসায়ন, আমির, উরওয়াহ আল-বারিকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ হাদীসরূপে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ উট তার মালিকের জন্য গৌরবের ধন, ছাগল-ভেড়া হলো বরকতপূর্ণ সম্পত্তি এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ যুক্ত রয়েছে।[২৩০৫]

٢٣٠٦/٣ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا زَرْبِيٌّ إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ».

২৩০৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ১০/১৩৪, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন বিশর বিন মানসূর সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বেলন, তিনি স্যবাদী তবে কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২৭, ৩/৪৯ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা) ৩. সালীত বিন আবদুল্লাহ আত-তুহাবী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী বলেন, সানাদটি অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৪৮১, ১১/৩৩৭ নং পৃষ্ঠা) ৪. যুহায়ল বিন আওফ বিন শাম্মাখ আত-তুহাবী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

২৩০৪. আহমাদ ২৬৮৩৫। সহীহাহ ৭৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩০৫. মাজাহ ২৭৮৬, সহীহুল বুখারী ২৮৫০, ২৮৫২, ৩১১৯, মুসলিম ১৮৭৩, তিরমিযী ১৬৯৪, নাসায়ী ৩৫৭৪, ৩০৭৫, ৩৫৭৬, ৩৫৭৭, ১৮৮৬৫, ১৮৮৬৯, দারিমী ২৪২৬, ২৪২৭। সহীহাহ ১৭৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/২৩০৬। ইসমাহ ইবনুল ফাদল আন-নায়সাবূরী ও মুহাম্মাদ বিন ফিরাস আবূ হুরায়রাহ আস্-স্নায়রাফী হারামী বিন উমারাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হিশাম বিন হাস্সান এর মাসজিদের ইমাম যারবী (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন সীরীন ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বকরী বেহেশতের প্রাণীকুলের অন্তর্ভুক্ত।[২৩০৬]

٢٣٠٧/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى».

৪/২৩০৭। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল উস্রমান বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে দুর্বল বা অজ্ঞদের থেকে অধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন) আলী বিন উরওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধনীদেরকে ছাগল-ভেড়া পালতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দরিদ্রদেরকে মুরগী পালতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ধনীরা মুরগী পালন করলে আল্লাহ তাআলা সেই জনপদ ধ্বংস করার অনুমতি দেন।[২৩০৭]

২৩০৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ১০/১১৭, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৯০স্রহীহাহ ১১২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হারামী বিন উমারাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১৬৯, ৫/৫৫৬ নং পৃষ্ঠা) ২. যারবী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রবী নং ১৯৮৩, ৯/৩৪৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ কিন্তু যারবী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ১৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ৫টি খুবই দুর্বল, ৭টি দুর্বল, ২টি হাসান হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মু'জামুল আওসাত ৫৩৪৬।

২৩০৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. উস্রমান বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি দুর্বলদের থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৩৮, ১৯/৪২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আলী বিন উরওয়াহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু আসিম বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪১০৮, ২১/৬৯ নং পৃষ্ঠা)

(١٣) كِتَاب الْأَحْكَامِ

পর্ব (১৩) : বিচার ও বিধান

١/١٣. بَاب ذِكْرِ الْقُضَاةِ

১৩/১. অধ্যায় : বিচারকমণ্ডলী সম্পর্কে আলোচনা

١/٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».

১/২৩০৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুআল্লা বিন মানসূর আবদুল্লাহ বিন জা'ফার উছমান বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেনঃ যাকে জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হলো, তাকে বিনা ছুরিতে যবেহ করা হলো।[২৩০৮]

٢/٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ آلِكٌ فَسَدَّدَهُ».

২/২৩০৯। আলী বিন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' ইসরায়ীল আবদুল আ'লা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বিলাল বিন আবূ মূসা (মাকবূল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাযীর পদ প্রার্থনা করে নেয় তার দায়দায়িত্ব তার উপরই চাপানো হয়। আর যাকে এই পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তার নিকট একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে তাকে সঠিক পথে চালিত করেন।[২৩০৯]

২৩০৮. তিরমিযী ১৩২৫, আবূ দাউদ ৩৫৭১, ৩৫৭২, আহমাদ ৭১০৫, ৮৫৫৯। মিশকাত ৩৭৩৩। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৩১, রাওদুন নাদীর ১১৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী উস্রমান বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৫৯, ১৭/১৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২৩০৯. তিরমিযী ১৩২৩, ১৩২৪, আবূ দাউদ ৩৫৭৮, আহমাদ ১১৭৭৪, ১২৮৮৯। দঈফাহ ১১৫৪, দঈফ আল-জামি' ৫৬১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আ'লা সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করে তিনি তাদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৮৪, ১৬/৩৫২ নং পৃষ্ঠা)

٢٣١٠/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَبْعَثُنِيْ وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِيْ بَيْنَهُمْ وَلَا أَدْرِيْ مَا الْقَضَاءُ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ قَالَ «اللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِيْ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ».

৩/২৩১০। আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়া'লা ও আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আমর বিন মুররাহ আবুল বাখতারী .... আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ইয়ামানে পাঠান। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক মাত্র। আমি লোকেদের মধ্যে মীমাংসা করবো, অথচ বিচার কী জিনিস তাই আমি জানি না। রাবী বলেন, নবী (সাঃ) তাঁর হাতে হাত দিয়ে আমার বুকে আঘাত করে বলেনঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনি তার অন্তরে হেদায়াত দান করুন এবং তার জিহবাকে (বাকশক্তিকে) সুস্থির রাখুন"। আলী বলেন, এরপর পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচার করতে আমি কখনো সন্দেহে পতিত হইনি।[২৩১০]

٢/١٣. بَاب التَّغْلِيْظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

১৩/২. অধ্যায় : জুলুম ও উৎকোচ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

٢٣١١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِيْ مَهْوَاةٍ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا».

১/২৩১১। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান মুজালিদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নন, শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিলো) আমির মাসরূক আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে বিচারকই মানুষের বিচার করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে থাকবেন। অতঃপর সে আকাশের দিকে মাথা তুলবে। আল্লাহ যদি বলেন, তাকে নিক্ষেপ করো, তবে সেই ফেরেশতা তাকে একটি গর্তে নিক্ষেপ করবেন, যার মধ্যে সে চল্লিশ বছর ধরে গড়িয়ে পড়তে থাকবে।[২৩১১]

٢٣١٢/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ».

২৩১০. তিরমিযী ১৩৩১, আবূ দাউদ ৩৫৮২। ইরওয়া' ২৫০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩১১. আহমাদ ৪০৮৬। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৩৩, মিশকাত ৩৭৩৯, দঈফ আল-জামি' ৫১৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

২/২৩১২। ∞[আহমাদ বিন সিনান][মুহাম্মাদ বিন বিলাল (তিনি সত্যবাদী তবে গারিব)][ইমরান আল-কাত্তান (তিনি সত্যবাদী তবে তার খাওয়ারিজী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে)][হুসায়ন বিন ইমরান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][আবূ ইসহাক আশ-শায়বানী][আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কাযী যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম না করে, আল্লাহ তার সাথে থাকেন। যখন সে জুলুম করে, তখন তিনি তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেন।[২৩১২]

٢٣١٣/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِي».

৩/২৩১৩। ∞[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][ইবনু আবূ যি'ব][হারিস্র বিন আবদুর রহমান][আবূ সালামাহ][আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।[২৩১৩]

٣/١٣. بَاب الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

১৩/৩. অধ্যায় : বিচারকের ইজতিহাদ ক'রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

٢٣١٤/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» قَالَ يَزِيْدُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِيْهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

১/২৩১৪। ∞[হিশাম বিন আম্মার][আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি][মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী][বুসর বিন সাঈদ][আমর ইবনুল আস্র এর মাওলা আবূ

২৩১২. তিরমিযী ১৩৩০। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৩৮, মিশকাত ৩৭৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী **মুহাম্মাদ বিন বিলাল** সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, আমি তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু শুনিনি। ইমাম যাহাবী বলেন, মানুষ যেভাবে ভুল করে তিনিও সেরকম ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ রাবী নং ৫০৯৯, ২৪/৫৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. ইমরান আল-কাত্তান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নাসয়সাবূরী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমান বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৪৮৯, ২২/৩২৮ নং পৃষ্ঠা) ৩. হুসায়ন বিন ইমরান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৩২৬, ৬/৪৫৭ নং পৃষ্ঠা)

২৩১৩. তিরমিযী ১৩৩৭, আবূ দাউদ ৩৫৮০, ৬৫৯৬, ৬৭৩৯, ৬৭৯১, ৬৯৪৫। ইরওয়া' ২৬২০, মিশকাত ৩৭৫৩, রাওদুন নাদীর ৫৮৩, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

কায়স ➤ আমর ইবনুল আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ➤ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেনঃ বিচারক যখন ইজতিহাদ করে (চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে) বিচার করে, অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর সে যখন ইজতিহাদ করে বিচার করতে গিয়ে ভুল করে বসে তবুও তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। ➤ হিশাম বিন আম্মার ➤ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ➤ ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি ➤ আবূ বাক্‌র (বিন মুহাম্মাদ) বিন আমর বিন হাযম ➤ আবূ সালামাহ ➤ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ➤ [২৩১৪]

٢٣١٥/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ».

২/২৩১৫। ➤ ইসমাঈল বিন তাওবাহ ➤ খালফ বিন খালীফাহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ➤ আবূ হাশিম ➤ আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ ➤ তার পিতা (বুরায়দাহ ইবনুল হাসীব) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ➤ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কাযীগণ তিন শ্রেণীভুক্ত। দু' শ্রেণীর কাযী জাহান্নামী এবং এক শ্রেণীর কাযী জান্নাতী। যে ব্যক্তি (কাযী) ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা দান করে সে জান্নাতী। যে ব্যক্তি (কাযী) সত্য উপলব্ধি না করে অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবদমান দলের মধ্যে রায় প্রদান করে সে জাহান্নামী এবং যে ব্যক্তি (কাযী) জ্ঞাতসারে অন্যায় রায় প্রদান করে সেও জাহান্নামী। আবূ হাশিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি বিন বুরাইদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ হাদীস্রটি না থাকতো তাহলে আমরা অবশ্যই বলতাম যে, কাযী ইজতিহাদ করে বিচার করলে সে জান্নাতী হবে। [২৩১৫]

٤/١٣. بَاب لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

১৩/৪. অধ্যায় : বিচারক উত্তেজিত অবস্থায় বিচারকার্য করবে না

٢٣١٦/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ

২৩১৪. সহীহুল বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ১৭১৬, আবূ দাউদ ৩৫৭৪, আহমাদ ৬৭১৬, ১৭৩২০, ১৭৩৬০। ইরওয়া' ২৫৫৮, রাওদুন নাদীর ৬৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২৩১৫. তিরমিযী ১১৮৫, আবূ দাউদ ৩৫৭৩। ইরওয়া' ২৬১৪, মিশকাত ৩৭৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী খালফ বিন খালীফাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। তিনি কিছু রেওয়ায়াতে ভুল করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭০৭, ৮/২৮৪ নং পৃষ্ঠা)

اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَقْضِي الْقَاضِيْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ هِشَامٌ فِيْ حَدِيْثِهِ لَا يَنْبَغِيْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

১/২৩১৬। হিশাম বিন আম্মার, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ও আহমাদ বিন সাবিত আল-জাহদারী সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবদুল মালিক বিন উমায়র আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ তার পিতা আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু' (বিবদমান) পক্ষের মধ্যকার বিচারকার্য পরিচালনা না করে। রাবী হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার হাদীসে বলেনঃ রাগান্বিত অবস্থায় দু' (বিবদমান) পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করা বিচারকের জন্য সংগত নয়।[২৩১৬]

٥/١٣. بَاب قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

১৩/৫. অধ্যায় : বিচারক রায় দিলেই হারাম হালাল হয় না এবং হালাল হারাম হয় না

٢٣١٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِيْ لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِيْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/২৩১৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আমার কাছে বিবদমান বিষয় মীমাংসার জন্য এসে থাকো। আমিও একজন মানুষ। হয়তো তোমাদের কেউ (একপক্ষ) অপর কারো (বিপক্ষের) তুলনায় নিজের যুক্তি-প্রমাণ পেশে অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। আর আমি তো তোমাদের বক্তব্য শুনেই তার ভিত্তিতে বিচারকার্য করি। অতএব আমি তোমাদের কারো পক্ষে তার ভাইয়ের হকের কোন অংশের ফয়সালা দিয়ে ফেলতে পারি। এ অবস্থায় সে যেন তার কিছুই গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরাই কেটে দিচ্ছি, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে।[২৩১৭]

٢٣١٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ قِطْعَةً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

২/২৩১৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ

২৩১৬. সহীহুল বুখারী ৭১৫৮, মুসলিম ১৭১৭, তিরমিযী ১৩৩৪, নাসায়ী ৫৪০৬, ৫৪২১, আবূ দাউদ ৩৫৮৯, আহমাদ ১৯৮৬৬, ১৯৮৭৬, ১৯৮৮০, ১৯৯৫৪, ১৯৯৯৯। ইরওয়া' ২৬২৬, রাওদুন নাদীর ৯২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** প্রথম শব্দে সহীহ।

২৩১৭. সহীহুল বুখারী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৮১৮৫, মুসলিম ১৭১৩, তিরমিযী ১৭৩৯, নাসায়ী ৫৪০১, ৫৪২২, আবূ দাউদ ৩৫৮৩, আহমাদ ২৫১৪২, ২৯৫৫২, ২৬০৭৮, ২৬০৮৬, ২৬১৭৭, মুয়াত্তা মালিক ১৪২৪। ইরওয়া' ২৬২৪, সহীহাহ ৪৫৬, ১১৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমিও একজন মানুষ। হয়তো তোমাদের কেউ অপর কারো তুলনায় নিজের যুক্তি-প্রমাণ পেশে অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। অতএব আমি তাকে তার ভাইয়ের হক থেকে কিছু কর্তন করে দিয়ে থাকলে তাকে জাহান্নাম একটি টুকরাই কর্তন করে দিলাম।[২৩১৮]

٦/١٣. بَاب مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيْهِ

১৩/৬. অধ্যায় : কেউ পরের মাল নিজের বলে দাবি করে তা হস্তগত করার জন্য মামলা দায়ের করলে

٢٣١٩/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

১/২৩১৯। আবদুল ওয়ারিস্র বিন আবদুস্ স্বামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ আবূ উবায়দাহ আমার পিতা (আবদুস্ স্বামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ আবূ উবায়দাহ) তার পিতা (আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ আবূ উবায়দাহ) হুসায়ন বিন যাকওয়ান আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।[২৩১৯]

٢٣٢٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِيْنُ عَلَى ظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ».

২/২৩২০। মুহাম্মাদ বিন স্বা'লাবাহ বিন সাওয়া' আমার চাচা মুহাম্মাদ বিন সাওয়া' (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) হুসায়ন আল-মুআল্লিম মাতার আল-ওয়াররাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কারো যুলুমমূলক মামলায় সহযোগিতা করে অথবা যুলুমে সহায়তা করে, তা থেকে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই সে আল্লাহর গযবে নিপতিত থাকে।[২৩২০]

২৩১৮. আহমাদ ৮১৯৩। ইরওয়া' ৮/২৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২৩১৯. সহীহুল বুখারী ২৫০৮, মুসলিম ৬১, আহমাদ ২০৯৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩২০. আবূ দাউদ ৩৫৯৭। ইরওয়া' ৭/৩৫০, সহীহাহ ৪৩৮, ১০২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٧/١٣. بَاب الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

১৩/৭. অধ্যায় : বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

٢٣٢١/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ «الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

১/২৩২১। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু জুরায়জ ইবনু আবূ মুলায়কাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ লোকেদেরকে তাদের দাবি মোতাবেক ফয়সালা দেয়া হলে অবশ্যই কতক লোক অন্য লোকের জীবন (মৃত্যুদণ্ড) ও সম্পদ দাবি করে বসতো। কিন্তু বিবাদীকেই শপথ করতে হবে।[২৩২১]

٢٣٢٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ احْلِفْ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ فِيْهِ فَيَذْهَبُ بِمَالِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ { إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا } إِلَخْ الْآيَةِ».

২/২৩২২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ও আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ শাকীক আল-আশআস্ বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমার এবং এক ইহূদীর যৌথ মালিকানাধীন এক খণ্ড জমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করলে তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেনঃ তোমার কি দলীল-প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বলেনঃ শপথ করো। আমি বললাম, এ সম্পর্কে সে শপথ করার সাথে সাথে আমার সম্পত্তি নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই"। সূরা আল ইমরানঃ ৭৭) ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[২৩২২]

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন সাওয়া' সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে কাদারিয়্যা মতাবলম্বী ছিলেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২৭২, ২৫/৩২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. উক্ত হাদীসের রাবী মাতারিল ওয়াররাক সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা)

২৩২১. সহীহুল বুখারী ২৫১৪, ২৬৬৮, ৪৫৫২, মুসলিম ১৭১১, তিরমিযী ১৩৪২, নাসায়ী ৫৪২৫, আবূ দাউদ ৩৬১৯, আহমাদ ৩১৭৮, ৩২৮২, ৩৪১৭। ইরওয়া' ২৬৪১, আত-তা'লীকু আলাত তানকীল ১/৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩২২. আবূ দাউদ ২৬২১, আহমাদ ২১৩৩০। ইরওয়া' ২৬৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٨/١٣. بَاب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

১৩/৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে

٢٣٢٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

১/২৩২৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ওয়াকী' ও আবূ মুআবিয়াহ, আ'মাশ, শাকীক, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের মাল আত্মসাতের লক্ষ্যে সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট থাকবেন।[২৩২৩]

٢٣٢٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ».

২/২৩২৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ উসামাহ, আল-ওয়ালীদ বিন কাসীর, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, তার ভাই আবদুল্লাহ বিন কা'ব, আবূ উমামাহ আল-হারিসী (রাঃ) তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেনঃ কোন ব্যক্তি অপর মুসলমানের প্রাপ্য স্বত্ব মিথ্যা শপথ করে কর্তন করে নিলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত করে দিবেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তা সামান্য জিনিস হয়। তিনি বললেনঃ যদি তা পিলু গাছের একটি মেসওয়াকও হয়।[২৩২৪]

٩/١٣. بَاب الْيَمِيْنِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوْقِ

১৩/৯. অধ্যায় : অপরের প্রাপ্য অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাতের উদ্দেশ্যে শপথ করলে

٢٣٢٥/١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هَذَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ».

২৩২৩. সহীহুল বুখারী ২৩৫৭, মুসলিম ১৩৮, তিরমিযী ২৫৬৯, ২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩২৪৩, আহমাদ ৩৫৬৬, ৩৫৮৬, ৩৯৩৬, ৪০৩৯, ৪২০০, ৪৩৮১। রাওদুন নাদীর ২৪০, ৬৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩২৪. মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, আহমাদ ২১৭৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪৩৫, দারিমী ২৬০৩। রাওদুন নাদীর ২৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৩২৫। আমর বিন রাফি' মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ হাশিম বিন হাশিম আবদুল্লাহ বিন নিসতাস জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহমাদ বিন স্বাবিত আল-জাহদারী সুফওয়ান বিন ঈসা হাশিম বিন হাশিম আবদুল্লাহ বিন নিসতাস জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার এই মিম্বারের নিকট দাঁড়িয়ে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়, যদিও তা একটি সবুজ মিসওয়াকের জন্যও হয়।[২৩২৫]

٢٣٢٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ فَرُّوْخَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ أَبُو يُوْنُسَ الْقَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ».

২/২৩২৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও যায়দ বিন আখযাম দহ্হাক বিন মাখলাদ হাসান বিন ইয়াযীদ বিন ফাররূখ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এই মিম্বারের নিকট কোন পুরুষ অথবা নারী মিথ্যা শপথ করলে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্দ্ধারণ করলো, তা একটি কাঁচা দাঁতনের জন্য হলেও।[২৩২৬]

١٠/١٣. بَاب بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

১৩/১০. অধ্যায় : আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে শপথ উচ্চারণপূর্বক কিছু বলা

٢٣٢٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ «أَنْشُدُكَ بِالَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى».

১/২৩২৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবদুল্লাহ বিন মুররাহ বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহূদী সম্প্রদায়ের এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে ডেকে বলেনঃ আমি তোমাকে সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন।[২৩২৭]

٢٣٢٨/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ أَنْبَأَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيَهُوْدِيَّيْنِ «أَنْشَدْتُكُمَا بِاللهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ».

২/২৩২৮। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ মুজালিদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিলো) আমির জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' ইহূদীকে বলেনঃ আমি তোমাদের দু'জনকে সেই আল্লাহর শপথ দিচ্ছি যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন।[২৩২৮]

২৩২৫. আবূ দাউদ ৩২৪৬, আহমাদ ১৪২৯৬, ১৪৬০৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪৩৪। রাওদুন নাদীর ২৪০, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৪৮, ইরওয়া' ২৬৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩২৬. আহমাদ ১০৩৩৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৬৮। ইরওয়া' ৮/৩১৩, মিশকাত ৩৭৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩২৭. মুসলিম ১৭০০, আবূ দাউদ ৪৪৪৭, ৪৪৪৮, আহমাদ ১৭০৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩২৮. আবূ দাউদ ৪৪৫২। আত-তা'লীকু আলা ইবনু মাজাহ। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١١/١٣. بَاب الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

১৩/১১. অধ্যায় : দু' ব্যক্তি একই পণ্যের মালিকানা দাবি করলে এবং তাদের কারো কাছে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলে

٢٣٢٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ».

১/২৩২৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ ইবনুল হারিস্র সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ খালাস (বিন আমর) আবূ রাফি' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) দু' ব্যক্তি একটি জন্তুর মালিকানা দাবি করলো কিন্তু তাদের কারো নিকটই দলীল-প্রমাণ ছিলো না। নবী (সাঃ) তাদেরকে লটারী করে তাতে যার নাম উঠে, তাকে শপথ করার পর তা নিতে বলেন।[২৩২৯]

٢٣٣٠/٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ «فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».

২/২৩৩০। ইসহাক বিন মানসূর, মুহাম্মাদ বিন মা'মার ও যুহায়র বিন মুহাম্মাদ রাওহ বিন উবাদাহ সাঈদ কাতাদাহ সাঈদ বিন আবূ বুরদাহ তার পিতা (বুরদাহ) আবূ মূসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট দু' ব্যক্তি একটি জন্তুর ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করলো এবং তাদের একজনের নিকটও কোন প্রমাণ ছিলো না। তিনি তাদের উভয়কে সেটির অর্ধেক অর্ধেক মালিকানা দান করেন।[২৩৩০]

١٢/١٣. بَاب مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

১৩/১২. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার চুরি যাওয়া মাল ক্রেতার নিকট পেলে

উক্ত হাদীসের রাবী মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মুজালিদ বিন সাঈদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৪৭৫টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৭টি জাল, ১০৭টি খুবই দুর্বল, ১৩২টি দুর্বল, ১০৯টি হাসান, ১২০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ১৩২৯, ৩৬৩৫, ৪৫৫৬, ৬৮১৯, ৬৮৩০, ৬৮৪০, ৬৮৪১, ৭৩৩২, ৭৫৪৩, মুসলিম ১৬৯২, ১৭০২, ১৭০৩, ১৭০৪, তিরমিযী ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৬, ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৮, ৩৬২৪, ৪৪১৮, ৪৪৪৬, ৪৪৪৭, ৪৪৪৮, ৪৪৪৯, ৪৪৫০, ৪৪৫১, ৪৪৫২, ৪৪৫৫, দারিমী ২৩২১, ২৩২৩, আহমাদ ১৫৪, ১৯৯, ২৭২, ৩০৪, ৩২১, ৩৫৪, ৩৯৩, ৯৫১, ১১৬৮, ২৩৬৪, ৪৪৮৪, ৪৬৫২, ৫২৫৪, ৫২৭৮, ৫৪৩৬, ৬০৫৮।

২৩২৯. সহীহুল বুখারী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৩৬১৬, ৩৬১৭। ইরওয়া' ৮/২৭৫-২৭৭, ২৬৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৩০. নাসায়ী ৫৪২৪, আবূ দাউদ ৩৬১৩, আহমাদ ১৯১০৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৬৯। ইরওয়া' ২৬৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٢٣٣١/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِيْ يَدِ رَجُلٍ يَبِيْعُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِيْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ».

১/২৩৩১। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) সাঈদ বিন উবায়দ বিন যায়দ বিন উকবাহ তার পিতা (উবায়দ বিন যায়দ বিন উকবাহ) সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তির কোন মাল বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়, অতঃপর সে তা কোন ক্রেতার নিকট পেয়ে যায়, তবে সে তা ফেরত পাবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে তার মূল্য ফেরত নিবে।[২৩৩১]

١٣/١٣. بَاب الْحُكْمِ فِيْمَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي

১৩/১৩. অধ্যায় : গবাদি পশু কিছু বিন ষ্ট করলে তার হুকুম

٢٣٣٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً دَخَلَتْ فِيْ حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيْهِ فَكُلِّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهَا فَقَضَى «أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِيْ مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيْهِمْ بِاللَّيْلِ».

٢٣٣٢/٢ (١)- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১/২৩৩২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী লায়স্র বিন সা'দ ইবনু শিহাব (হারাম বিন সা'দ) ইবনু মুহায়্যিস্বাহ আল-আনস্বারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র একটি দুষ্ট উটনী ছিল। সেটি এক সম্প্রদায়ের বাগানে ঢুকে তা বিনষ্ট করে দেয়। বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আলাপ করা হলে তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, দিনের বেলা সম্পদের হেফাজত করার দায়িত্ব তার মালিকের (তাই দিনে ফসল বিনষ্ট করলে তার জন্য জন্তুর মালিক দায়ী নয়)। আর জন্তু রাতে যে ক্ষতি করবে, তা জন্তুর মালিকের উপর বর্তাবে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২৩৩১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৬২৭, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ১৩৮, দঈফ আল-জামি' ৫৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২/২৩৩২(১)। হাসান বিন আলী বিন আফ্‌ফান মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন ঈসা যুহরী হারাম বিন মুহায়্যিসাহ বারা' বিন আযিব বারা' এর পরিবারের একটি উষ্ট্রী কিছু ফসল নষ্ট করলে রাসূলুল্লাহ ফয়সালা দেন .... পূর্বোক্ত অনুরূপ।[২৩৩২]

Contents

١٣/١٤. بَاب الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

১৩/১৪. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম

٢٣٣٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوءَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ أَوَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا قَالَتْ فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكْفَأَتْهَا فَانْكَسَرَتْ الْقَصْعَةُ وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ قَالَتْ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النِّطَعِ فَأَكَلُوا ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَ «خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ وَكُلُوا مَا فِيهَا» قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

১/২৩৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শারীক বিন আবদুল্লাহ কায়স বিন ওয়াহব সাওআত গোত্রের এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) বলেন, আমি আয়িশাহ -কে বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ -এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না। "তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (সূরা আল-কালামঃ ৪)। আয়িশাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন। আমি তাঁর জন্য আহার তৈরি করলাম এবং হাফসা -ও তাঁর জন্য আহার তৈরি করলেন। তিনি বলেন, হাফসা আমার আগে (খাবার নিয়ে) গেলেন। আমি দাসীকে বললাম, যাও, তার পাত্র উল্টে ফেলে দাও। অতএব সে হাফসার নিকট গেলো। হাফসা যখন তা রাসূলুল্লাহ -এর সামনে রাখতে গেলো অমনি সে তা উল্টে ফেলে দিলো। ফলে পাত্রটি ভেঙ্গে গেলো এবং খাদ্যদ্রব্য ছড়িয়ে পড়লো। আয়িশাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ পাত্রের টুকরাগুলো একত্রিত করলেন এবং তার খাবার স্বীয় তালুর সম্মুখে রাখলেন অতঃপর তা খেলেন। তারপর তিনি আমার পাত্রটি হাফসাকে দিয়ে বলেনঃ তোমার পাত্রের বদলে এই পাত্র নাও এবং এতে যা আছে তা খাও। আয়িশাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -এর চেহারায় এর কোন প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করলাম না।[২৩৩৩]

২৩৩২. আবূ দাউদ ৩৫৬৯। সহীহাহ ২৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার থেকে কেউক হাদীস্র শ্রবণ করেনি তবে যারা হাদীস্র শ্রবণ করেছে তারা তা বর্জণ করেছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বালণ বলেন, বতিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৬৭, ২৮/২১৮ নং পৃষ্ঠা)

২৩৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদ দুর্বল।

٢/٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُوْلِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ وَيَقُوْلُ «غَارَتْ أُمُّكُمْ كُلُوْا فَأَكَلُوْا حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِيْ فِيْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ إِلَى الرَّسُوْلِ وَتَرَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ كَسَرَتْهَا».

২/২৩৩৪। ◊ মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, খালিদ ইবনুল হারিস, হুমায়দ, আনাস বিন মালিক (রাঃ) ◊ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) মুমিন জননীগণের একজনের হুজরায় ছিলেন। তাদের অন্যজন একটি পাত্র ভর্তি আহার্য তাঁর নিকট পাঠান। তিনি (হুজরার জননী) আহার্যের পাত্র বহনকারীর হাতে আঘাত করলে পাত্রটি নিচে পড়ে ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাত্রের টুকরা দু'টি তুলে নিয়ে একটির সাথে অপরটি জোড়া লাগিয়ে তার মধ্যে পতিত খাবার জমা করেন এবং বলেনঃ তোমাদের মাতার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। তোমরা (এটা) খাও। অতএব তারা তা আহার করলেন। অতঃপর তিনি তার ঘরের খাবার ভর্তি পাত্র নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অক্ষত পাত্রটি বাহককে দিলেন এবং ভগ্ন পাত্রটি ভঙ্গকারিণীর ঘরে রেখে দিলেন।[২৩৩৪]

١٥/١٣. بَاب الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

১৩/১৫. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি পুঁতলে

١/٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ» فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَئُوْا رُءُوْسَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ مَا لِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

১/২৩৩৫। ◊ হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, যুহরী, আবদুর রহমান আল-আ'রাজ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ◊ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমাদের কেউ তার প্রতিবেশীর নিকট তার দেয়ালের সাথে নিজের খুঁটি গাড়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) উপস্থিত লোকেদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তারা মাথা নত করে দেয়। তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে বলেন, কী ব্যাপার, আমি দেখছি তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচেছা! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের দু' কাঁধের মাঝখানে খুঁটি গাড়বো।[২৩৩৫]

উক্ত হাদীসের রাবী শারীক বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৩৬, ১২/৪৬২ নং পৃষ্ঠা)

২৩৩৪. সহীহুল বুখারী ২৪৮১, ৫২২৫, নাসায়ী ৩৯৫৫, আবূ দাউদ ৩৫৬৭, আহমাদ ১১৬১৬, ১৩৩৬১, দারিমী ২৫৭৮। ইরওয়া' ১৫২৩, রাওদুন নাদীর ৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৩৫. সহীহুল বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, মুসলিম ১৬০৯, তিরমিযী ১৩৫৩, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, আহমাদ ৭১১৩, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, ৮১৩৫, ৮৯০০, ৯৪৭৭, ৯৬৪৫, মুয়াত্তা মালিক ১৪৬২। ইরওয়া' ১৪৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٣٣٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيْرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِيْ جِدَارِهِ فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيْدَ وَرِجَالٌ كَثِيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ» فَقَالَ يَا أَخِيْ إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُوْنَ حَائِطِيْ أَوْ جِدَارِيْ فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ.

২/২৩৩৬। আবূ বিশর বাকর বিন খালফ আবূ আসিম ইবনু জুরায়জ আমর বিন দীনার হিশাম বিন ইয়াহইয়া (মাসতূর বা তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) ইকরিমাহ বিন সালামাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) মুজাম্মি' বিন ইয়াযীদ (ইকরিমা বিন সালামাহ সংবাদ দিয়েছেন যে,) মুগীরা গোত্রের দু' ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এক ভাই বলে যে, অপর ভাই তার দেয়ালের সাথে খুঁটি পুঁতলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর মুজাম্মি' বিন য়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সহ আনসারদের আরো অনেক লোক এসে বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে বাধা না দেয়। তখন বিতর্ককারী ভাই বললো, হে ভাই! ফয়সালা আমার বিপক্ষে এবং তোমার অনুকূলেই হয়েছে। যেহেতু আমি শপথ করেছি, তাই তুমি আমার দেয়ালের পাশে একটি বড় খুঁটি পুঁতে তার উপর তোমার কাঠ রাখো। [২৩৩৬]

٢٣٣٧/٣ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ».

৩/২৩৩৭। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবুল আসওয়াদ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে কাঠ পুঁততে নিষেধ না করে। [২৩৩৭]

١٦/١٣. بَاب إِذَا تَشَاجَرُوْا فِيْ قَدْرِ الطَّرِيْقِ

১৩/১৬. অধ্যায় : রাস্তার প্রস্থের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে।

২৩৩৬. আহমাদ ১৫৫০৮। ইরওয়া' ১৪৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হিশাম বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৫৯১, ৩০/২৬৪ নং পৃষ্ঠা) ২. ইকরিমাহ বিন সালামাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপিরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০০৬, ২০/২৫২ নং পৃষ্ঠা)

২৩৩৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

١/٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ».

১/২৩৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শাইবাহ ওয়াকী' মুসান্না বিন সাঈদ আদ-দুবাঈ কাতাদাহ বুশায়র বিন কা'ব আবূ হুরায়রা (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা রাস্তা সাত হাত পরিমাণ চওড়া করো।[২৩৩৮]

٢/٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالَا حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ».

২/২৩৩৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ বিন উমার বিন হায়্যাজ কাবীসাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন) সুফইয়ান সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাবরূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো।[২৩৩৯]

١٧/١٣. بَاب مَنْ بَنَى فِيْ حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

১৩/১৭. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজের মালিকানাস্বত্বে প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর কিছু নির্মাণ করে

١/٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى أَنْ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

১/২৩৪০। আবদু রাব্ব বিন খালিদ আন-নুমায়রী আবুল মুগাল্লিস (মাকবূল) ফুদায়ল বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) মূসা বিন উকবাহ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ (مجهول الحال) .... উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না।[২৩৪০]

২৩৩৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৩৯. আহমাদ ২০৯৯, ২৭৫২, ২৯০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাবীসহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন,তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৪৩, ২৩/৪৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২৩৪০. আহমাদ ২২২৭২। সহীহাহ ২৫০, ইরওয়া' ৮৯৬, গায়াতুল মারাম ৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ফুদায়ল বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি

٢/٢٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

২/২৩৪১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আবদুর রায্যাক, মা'মার, জাবির আল-জু'ফী (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী), ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না।[২৩৪১]

٣/٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ».

৩/২৩৪২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ, লায়স্ বিন সা'দ, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান, লু'লুআহ (মাকবূলাহ), আবূ স্রিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন।[২৩৪২]

١٨/١٣. بَاب الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِيْ خُصٍّ

১৩/১৮. অধ্যায় : দু' ব্যক্তি একই কুঁড়ে ঘরের মালিকানা দাবি করলে

١/٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ فَقَضَى لِلَّذِيْنَ يَلِيْهِمُ الْقِمْطُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ «أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ».

১/২৩৪৩। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ ও আম্মার বিন খালিদ আল-ওয়াসিতী, আবূ বাকর বিন আয়্যাশ, দাহশাম বিন কুররান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), নিমরান বিন জারিয়াহ (মাজহূল বা অপরিচিত), তার পিতা (জারিয়াহ বিন যুফর) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কতক লোক একটি কুঁড়ে ঘরের মালিকানা নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নালিশ দায়ের করলো। তিনি হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পাঠান। যাদের রশি দিয়ে সে ঘর বাঁধা ছিল তিনি তাদের পক্ষে রায় দেন। অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৫৯, ২৩/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র রক্ষিত নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯১, ২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২৩৪১. আহমাদ ২৮৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী জাবির আল-জু'ফী সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু জাবির আল-জু'ফী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৫৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১৮টি খুবই দুর্বল, ২৮টি দুর্বল, ৭টি হাসান হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ২৮৬২, ২২২৭২, দারাকুতনী ৩০৬০, ৪৪৯৩, ৪৪৯৫, মু'জামুল আওসাত ৩৭৭৭, ৫১৯৩।

২৩৪২. তিরমিযী ১৯৪০, আবূ দাঊদ ৩৬৩৫, আহমাদ ১৫৩২৮। ইরওয়া' ৮৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

নিকট ফিরে এসে তাঁকে তার মীমাংসার কথা জানান। তিনি বলেনঃ তুমি যথার্থ ফয়সালা করেছো এবং ভালো করেছো।[২৩৪৩]

١٣/١٩. بَاب مَنْ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

Contents

১৩/১৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অপরের নিকট থেকে ছাড়ানোর শর্ত করলো।

٢٣٤٤/١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ» قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ.

১/২৩৪৪। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবুল ওয়ালীদ হাম্মাম কাতাদাহ হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন জিনিস দু' ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা হলে তা প্রথম খরিদদার পাবে। রাবী আবুল ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ হাদীসে অপরের থেকে ছাড়িয়ে এনে দেয়ার শর্ত বাতিল করা হয়েছে।[২৩৪৪]

١٣/٢٠. بَاب الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

১৩/২০. অধ্যায় : লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা

٢٣٤٥/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً».

১/২৩৪৫। নাসর বিন আলী আল-জাহদামী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবদুল আ'লা খালিদ আল-হায্যা আবূ কিলাবাহ আবুল মুহাল্লাব ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তির ছয়টি গোলাম ছিল, এদের ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিলো না। সে তার মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে দাসত্বমুক্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লটারীর মাধ্যমে এদের মধ্যে দু'জনকে দাসত্বমুক্ত করে দেন এবং চারজনকে গোলাম হিসাবে বহাল রাখেন।[২৩৪৫]

২৩৪৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীসের রাবী দাহশাম বিন কুররান সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৮০৪, ৮/৪৯৬ নং পৃষ্ঠা) ২. নিমরান বিন জারিয়াহ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৪৭২, ৩০/১৯ নং পৃষ্ঠা)

২৩৪৪. আহমাদ ১৯৫৮১, ১৯৬০৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের সকল রাবীই সিকাহ তবে হাসান আল-বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) এর আন আন সূত্রে হাদীস বর্ণনার কারণে দুর্বল বলা হয়েছে।

২৩৪৫. মুসলিম ১৬৬৮, তিরমিযী ১৩৬৪, নাসায়ী ১৯৫৮, আবূ দাউদ ৩৯৫৮, ৩৯৬১, আহমাদ ১৯৩২৫, ১৯৩৪, ১৯৪৩০, ১৯৪৩৬, ১৯৪৪৯, ১৯৪৯৯, ১৯৫০৭। ইরওয়া' ১৬৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٣٤٦/٢ - حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِيْ بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ «فَأَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا».

Contents

২/২৩৪৬। জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আ'লা সাঈদ কাতাদাহ খিলাস আবূ রাফি' আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দু' ব্যক্তি একটি বিক্রীত পণ্য নিয়ে ঝগড়া করছিল। তাদের একজনের নিকটও কোন প্রমাণ ছিলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, লটারীতে তাদের দু'জনের মধ্যে যার নাম উঠবে সে শপথ করে পণ্য নিবে, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারুক বা না পারুক।[২৩৪৬]

٢٣٤٧/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ».

৩/২৩৪৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) মা'মার যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরে যেতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন।[২৩৪৭]

٢٣٤٨/٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِيْ ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوْا عَلَى امْرَأَةٍ فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ «أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالَا لَا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالَا لَا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِيْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ».

৪/২৩৪৮। ইসহাক বিন মানসূর আবদুর রায্যাক স্রাওরী স্রালিহ আল-হামদানী শা'বী আবদু খায়রিল হাদরামী যায়দ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আলী বিন আবূ তালিব

২৩৪৬. আবূ দাউদ ৩৬১৬, ৩৬১৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৭৩। ইরওয়া' ৪/২৭৫-২৭৭, ২৬৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনু কাসিম বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৮, ৫/১২৮ নং পৃষ্ঠা)

২৩৪৭. সহীহুল বুখারী ২৫৯৪, ৪১৪১, ৫২১১, মুসলিম ২৪৪৫, ২৭৭০, আবূ দাউদ ২১৩৮, আহমাদ ২৪৩১৩, ২৪৩৩৮, ২৫০৯৫, ২৫৭৮২, দারিমী ২২০৮, ২৪২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তিনি হুজ্জাহ ছিলেন না, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৫৩, ৩২৫৫ নং পৃষ্ঠা)

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামান থাককালে তার সামনে মীমাংসার জন্য এই মর্মে একটি বিষয় উত্থাপিত হয় যে, তিন ব্যক্তি একই তুহরে এক নারীর সাথে সংগম করে (ফলে তার একটি সন্তান হয়)। আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু'জনকে জিজ্ঞেস করেন (তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে)ঃ তোমরা কি সন্তানটি এই ব্যক্তির বলে স্বীকার করো? তারা বললো, না। তিনি আবার দু'জনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি সন্তানটি এই ব্যক্তির বলে স্বীকার করো? তারা বললো, না। তিনি যখনই দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সন্তানটি তার বলে স্বীকার করো, তখনই তারা বলে, না। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে যার নাম উঠে, তিনি তাকে সন্তানটি দিলেন এবং তার উপর দু'-তৃতীয়াংশ দিয়াত ধার্য করেন। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বলা হলে তিনি এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর সামনের পাটির দাঁত প্রকাশ পেলো।[২৩৪৮]

٢١/١٣. بَاب الْقَافَةِ

১৩/২১. অধ্যায় : কিয়াফা সম্পর্কে

٢٣٤٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا وَهُوَ يَقُوْلُ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ «إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».

১/২৩৪৯। [আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [যুহরী] [উরওয়াহ] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রফুল্ল মনে ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগলেনঃ হে আয়িশাহ! তুমি কি দেখোনি যে, মুজাযযায আল-মুদলিজী আমার ঘরে প্রবেশ করে উসামা ও যায়েদকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা ও পা বের করা অবস্থায় ঘুমন্ত দেখতে পেলো। সে বললো, এই পাগুলোর কতক অপর কতক থেকে।[২৩৪৯]

٢٣٥٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوْا امْرَأَةً كَاهِنَةً فَقَالُوْا لَهَا أَخْبِرِيْنَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ فَقَالَتْ إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ قَالَ فَجَرُّوْا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا ثُمَّ مَكَثُوْا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِيْنَ سَنَةً أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ.

২/২৩৫০। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [মুহাম্মাদ বিন য়ূসুফ] [ইসরায়ীল] [সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাবরূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন)] [ইকরিমাহ] [ইবনু আব্বাস

২৩৪৮. নাসায়ী ২৪৮৮, ২৪৯০, আবূ দাউদ ২২৬৯, ২২৭০। সহীহ আবূ দাউদ ১৯৬৩-১৯৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৪৯. সহীহুল বুখারী ৩৫৫৫, ৩৭৩১, ৬৭৭০, ৬৭৭১, মুসলিম ১৪৫৯, তিরমিযী ২১২৯, নাসায়ী ২৪৯৩, ২৪৯৪, আবূ দাউদ ২২৬৭, আহমাদ ২৪০০৫, বায়হাকী ফিস সুনান ১/২৬২, ইবনু হিব্বান ৪১০২, দারাকুতনী ৪/২৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরাইশগণ এক জ্যোতিষী নারীর কাছে গিয়ে তাকে বললো, আমাদের মধ্যে মাকামে ইবরাহীমের মালিকের (ইবরাহীম আ) সাথে কার অধিক সাদৃশ্য তা বলে দিন। সে বললো, তোমরা যদি এই নরম মাটির উপর দিয়ে একটি চাদর টেনে দেয়ার পর উক্ত মাটির উপর দিয়ে (নগ্নপদে) হেঁটে যাও তবে আমি তোমাদের তা বলতে পারবো। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, অতঃপর তারা একটি চাদর টেনে নেয়ার পর ঐ মাটির উপর দিয়ে হেঁটে গেলো। অতঃপর সেই নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদচিহ্ন দেখিয়ে বললো, তোমাদের মধ্যে ইনিই তাঁর (ইবরাহীমের) সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ঘটনার পর তারা আল্লাহর মর্জি বিশ বছর বা ততোধিক অপেক্ষা করলো। শেষে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবুয়াত দান করেন।[২৩৫০]

٢٢/١٣. بَاب تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

১৩/২২. অধ্যায় : শিশু পিতা-মাতার মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারবে

٢٣٥١/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ «هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ».

১/২৩৫১। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, যিয়াদ বিন সা'দ, হিলাল বিন আবূ মায়মূনাহ, আবূ মায়মূনাহ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি শিশুকে তার পিতা ও মাতার মধ্যে (যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করার) এখতিয়ার দিয়ে বলেনঃ হে বৎস ! এই তোমার মা এবং এই তোমার বাপ।[২৩৫১]

٢٣٥٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ».

২/২৩৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ, উস্‌মান আল-বাত্তী, আবদুল হামীদ বিন সালামাহ (মাজহুল বা অপরিচিত), তার পিতা (সালামাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), দাদা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) তার পিতা-মাতা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে (সন্তানের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে) বিবাদ পেশ করে। তাদের একজন ছিল কাফের এবং অপরজন মুসলমান। তিনি সন্তানকে এখতিয়ার দিলে সে কাফেরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে আল্লাহ ! তাকে হেদায়াত দান করুন। অতঃপর সে মুসলমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব তিনি তাকে মুসলমানের সাথে থাকার ফয়সালা দেন।[২৩৫২]

২৩৫০. আহমাদ ৩০৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** মুনকার দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২৩৫১. তিরমিযী ১৩৫৭, নাসায়ী ৩৪৯৬, আবূ দাউদ ২২৭৭। ইরওয়া' ২১৯২, সহীহ আবূ দাউদ ১৯৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৫২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ ১৯৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٣/٢٣. بَاب الصُّلْحِ

১৩/২৩. অধ্যায় : সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন

١/٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».

১/২৩৫৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) কাস্সীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) (মাকবূল) দাদা (আমর বিন আওফ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করা জায়েয, তবে হালালকে হারামকারী এবং হারামকে হালালকারী সন্ধি ব্যতীত।[২৩৫৩]

١٣/٢٤. بَاب الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

১৩/২৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নষ্ট করে তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ

١/٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَال «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَا وَلَا خِلَابَةَ».

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল হামীদ বিন সালামাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭১৬, ১৬/৪৩২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল হামীদ বিন সালামাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১২টি খুবই দুর্বল, ২৫টি দুর্বল, ৬টি হাসান, ১৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাঊদ ২২৪৪, আহমাদ ২৩২৪২, ২৩২৪৩, ২৩২৪৪, ২৩২৪৬, দারাকুতনী ৩৯৭২, ৩৯৭৩, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১২৬১৬।

২৩৫৩. তিরমিযী ১৩৫২, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৬৪। ইরওয়া' ১৩০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. খালিদ বিন মাখলাদ আল-কাতওয়ানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. কাস্সীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯৪৮, ২৪/১৩৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু কাস্সীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৮টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৭টি খুবই দুর্বল, ৯টি দুর্বল, ১২টি হাসান হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৩৫২, আবূ দাঊদ ৩৫৯৪, আহমাদ ৮৫৬৬, দারাকুতনী ২৮৬৮।

১/২৩৫৪। ✪[আযহার বিন মারওয়ান][আবদুল আ'লা][সাঈদ][কাতাদাহ][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করতে গিয়ে (বুদ্ধির) দুর্বলতার কারণে ঠকে যেতো। তার পরিবারের লোকজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না। তিনি বলেনঃ তুমি ক্রয়-বিক্রয় করাকালে বলো, নগদ আদান-প্রদান হবে এবং যেন প্রতারণা করা না হয়।[২৩৫৪]

٢٣٥٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ «إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا».

২/২৩৫৫। ✪[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবদুল আ'লা][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক][মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান]✪ তিনি বলেন, মুনকিয বিন আমর হলেন আমার নানা। তার মাথায় একটি প্রচণ্ড আঘাত লাগার ফলে তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গেলো। এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করা ত্যাগ করেননি। তিনি প্রায়ই ঠকে যেতেন। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলো, যেন প্রতারণা করা না হয়। অতঃপর তুমি যে পণ্যই ক্রয় করবে, তিন দিনের এখতিয়ার পাবে। তুমি সন্তুষ্ট হতে পারলে পণ্য রেখে দিবে এবং অসন্তুষ্ট হলে তা তার মালিককে ফেরত দিবে।[২৩৫৫]

٢٥/١٣. بَاب تَفْلِيسِ الْمُعْدَمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

১৩/২৫. অধ্যায় : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া এবং তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের জন্য তার সম্পত্তি বিক্রয় করা।

٢٣٥٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي الْغُرَمَاءَ».

১/২৩৫৬। ✪[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][শাবাবাহ][লায়স বিন সা'দ][বুকায়র বিন আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ][ইয়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন সা'দ][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]✪ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক ব্যক্তি ফলের বাগান ক্রয় করে লোকসানের শিকার হয় এবং মারাত্মকভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের বলেনঃ তোমরা তাকে দান-খয়রাত

২৩৫৪. তিরমিযী ১২৫০, নাসায়ী ৪৪৮৫, আবূ দাউদ ৩৫০১, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৭২, ইবনু হিব্বান ১৫৩৭, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ১/১১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৫৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

করো। অতএব লোকজন তাকে দান-খয়রাত করলো কিন্তু তাতেও তার ঋণ শোধ হলো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাওনাদারদের বলেনঃ তোমরা যা পেয়েছো তাই নিয়ে নাও, এর বেশী আর পাবে না।[২৩৫৬]

٢٣٥٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ» فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَخْلَصَنِيْ بِمَالِيْ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي.

২/২৩৫৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আসিম আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন হুরমুয (দঈফ বা দুর্বল) সালামাহ আল-মাক্কী (মাকবূল) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তার পাওনাদারদের থেকে নিস্কৃতি দেন, তারপর তাকে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করেন। মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার মাল দ্বারা আমাকে ঋণমুক্ত করেন, অতঃপর আমাকে শাসক নিয়োগ করেন।[২৩৫৭]

٢٦/١٣. بَاب مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

১৩/২৬. অধ্যায় : ঋণদাতা দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে

٢٣٥٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

১/২৩৫৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবূ বাক্‌র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম উমার বিন আবদুল আযীয আবূ বাক্‌র বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবূ বাক্‌র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম উমার বিন আবদুল আযীয আবূ বাক্‌র বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে অন্যের তুলনায় সে-ই তার অগ্রগণ্য হকদার।[২৩৫৮]

২৩৫৬. মুসলিম ১৫৫৬, তিরমিযী ৬৫৫, নাসায়ী ৪৫৩০, ৪৬৭৮, আবূ দাউদ ২৪৬৯, আহমাদ ১০৯২৪, ১০১১। ইরওয়া' ১৪৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৫৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন হুরমুয সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫৬৭, ১৬/১৩০ নং পৃষ্ঠা)

২৩৫৮. মাজাহ ২৩৫৯, ২৩৬০, ২৩৬১, সহীহুল বুখারী ২৪০২, মুসলিম ১৫৫৯, তিরমিযী ১২৬২, নাসায়ী ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, আবূ দাউদ ৩৫১৯, ৩৫২০, ৩৫২৩, আহমাদ ৭০৮৪, ৭৩২৫, ৭৩৪৩, ৭৪৫৫, ৮৩৬১, ৮৭৬৯, ৯০৬৫, ৯০৮৩, ৯৭০৫, ৯৭৮১, ৯৯৪৯, ১০৪১৫, মুয়াত্তা মালিক ১৩৮৩, দারিমী ২৫৯০। ইরওয়া' ১৪৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ».

২/২৩৫৯। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মূসা বিন উকবাহ যুহরী আবূ বাক্‌র বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট বাকিতে তার পণ্য বিক্রয় করার পর ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেলে এবং তার পণ্য অবিকল অবস্থায় তার নিকট বিদ্যমান থাকলে সে-ই তা ফেরত পাবে। আর তার পণ্যের কিছু মূল্য আদায় করে থাকলে সে অন্যান্য পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৩৫৯]

٣/٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ عَنْ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِيْ قَضَى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ».

৩/২৩৬০। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ইবনু আবূ ফুদায়ক ইবনু আবূ যি'ব আবুল মু'তামির বিন রাফি' (مجهـول الحـال) ইবনু খালদাহ আয-যুরাকী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (ইবনু খালদাহ) ছিলেন মদীনার বিচারপতি। তিনি বলেন, আমরা আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে আমাদের এক দেউলিয়া সঙ্গীর ব্যাপারে জানতে আসলাম। তিনি বলেন, এ ধরনের লোক সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হলে অথবা মারা গেলে, ঋণদাতা তার মাল অবিকল তার নিকট বিদ্যমান পেলে সে-ই হবে তার অগ্রগণ্য প্রাপক।[২৩৬০]

২৩৫৯. মাজাহ ২৩৫৮, ২৩৬০, ২৩৬১, সহীহুল বুখারী ২৪০২, মুসলিম ১৫৫৯, তিরমিযী ১২৬২, নাসায়ী ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, আবূ দাউদ ৩৫১৯, ৩৫২০, ৩৫২৩, আহমাদ ৭০৮৪, ৭৩২৫, ৭৩৪৩, ৭৪৫৫, ৮৩৬১, ৮৭৬৯, ৯০৬৫, ৯০৮৩, ৯৭০৫, ৯৭৮১, ৯৯৪৯, ১০৪১৫, মুয়াত্তা মালিক ১৩৮৩, দারিমী ২৫৯০। ইরওয়া' ৫/২৬৯, ১৪৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

২৩৬০. মাজাহ ২৩৫৯, ২৩৫৮, ২৩৬১, সহীহুল বুখারী ২৪০২, মুসলিম ১৫৫৯, তিরমিযী ১২৬২, নাসায়ী ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, আবূ দাউদ ৩৫১৯, ৩৫২০, ৩৫২৩, আহমাদ ৭০৮৪, ৭৩২৫, ৭৩৪৩, ৭৪৫৫, ৮৩৬১, ৮৭৬৯, ৯০৬৫, ৯০৮৩, ৯৭০৫, ৯৭৮১, ৯৯৪৯, ১০৪১৫, মুয়াত্তা মালিক ১৩৮৩, দারিমী ২৫৯০। ইরওয়া' ৫/২৭১, ২৭২, মিশকাত ২৯১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٢٣٦١/٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ».

Contents

৪/২৩৬১। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী ইয়ামান বিন আদী (তিনি হাদীস গ্রহণে শিথিল অর্থাৎ যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) আয-যুবায়দী মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ যুহরী আবূ সালাহমাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজ দখলে অপরের মাল অবিকল অবস্থায় রেখে মারা যায় এবং মালিক তার আংশিক মূল্য আদায় করে থাকুক বা না থাকুক, সে অন্যান্য পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৩৬১]

٢٧/١٣. بَاب كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَشْهِدْ

১৩/২৭. অধ্যায় : কাউকে সাক্ষ্য দিতে না বললে স্বউদ্যোগে সাক্ষ্য দেয়া মাকরূহ

٢٣٦٢/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ «قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ».

১/২৩৬২। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ও আমর বিন রাফি' জারীর মানসূর ইবরাহীম আবীদাহ আস-সুলামী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বলেনঃ আমার 'যুগ', অতঃপর তার নিকটতর (পরবর্তী) যুগ, অতঃপর তার নিকটতর যুগ। অতঃপর এমন সব লোক আসবে যারা শপথের পূর্বে সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্যের পূর্বে শপথ করবে।[২৩৬২]

٢٣٦٣/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ فِيْنَا مِثْلَ مُقَامِيْ فِيْكُمْ فَقَالَ «احْفَظُوْنِيْ

উক্ত হাদীসের রাবী আবুল মু'তামির বিন রাফি' সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইবনু আবদুর বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি ইলম বহনে পরিচত নয়। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৬৩৮, ৩৪/৩০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৩৬১. মাজাহ ২৩৫৯, ২৩৬০, ২৩৫৮, সহীহুল বুখারী ২৪০২, মুসলিম ১৫৫৯, তিরমিযী ১২৬২, নাসায়ী ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, আবূ দাউদ ৩৫১৯, ৩৫২০, ৩৫২৩, আহমাদ ৭০৮৪, ৭৩২৫, ৭৩৪৩, ৭৪৫৫, ৮৩৬১, ৮৭৬৯, ৯০৬৫, ৯০৮৩, ৯৭০৫, ৯৭৮১, ৯৯৪৯, ১০৪১৫, মুয়াত্তা মালিক ১৩৮৩, দারিমী ২৫৯০। ইরওয়া' ৫/২৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়ামান বিন আদী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১২৪, ৩২/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৩৬২. সহীহুল বুখারী ২৬৫২, মুসলিম ২৫৩৩, তিরমিযী ৩৮৫৯, আহমাদ ৩৫৮৩, ৩৯৫৩, ৪১৯৯, ৪১৬২, ৪২০৫। রাওদুন নাদীর ৩৪৭, সহীহাহ ৭০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

فِيْ أَصْحَابِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ».

২/২৩৬৩। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) জারীর আবদুল মালিক বিন উমায়র জাবির বিন সামুরাহ বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব আমাদের উদ্দেশে (দামিশকের) জাবিয়া নামক স্থানে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের সামনে যেমন (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালাম, তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেনঃ তোমরা আমার সাহাবীদের (আমার সাহচর্য লাভের মর্যাদার) হেফাজত করবে, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের (মর্যাদার) হেফাজত করবে, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের। অতঃপর এমনভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটবে যে, কারো কাছে সাক্ষ্য তলব না করতেই সে সাক্ষ্য দিবে এবং শপথ করতে না বলতেই শপথ করবে।[২৩৬৩]

٢٨/١٣. بَاب الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

১৩/২৮. অধ্যায় : (বিবদমান বিষয়ে জ্ঞাত)সাক্ষী সম্পর্কে বাদী অবনবহিত থাকলে

١/٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمٰنِ الْجُعْفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ أَخْبَرَنِيْ أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «خَيْرُ الشُّهُوْدِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

১/২৩৬৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-জু'ফী যায়দ ইবনুল হুবাব আল-উকলী (তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) উবাই বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) আবূ বাক্‌র বিন আমর বিন হাযম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উস্‌মান বিন আফ্‌ফান খারিজাহ বিন যায়দ বিন স্নাবিত আবদুর রহমান বিন আবূ আমরাহ আল-আনস্নারী যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ বলতে শুনেছেনঃ সাক্ষীগণের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তলব করার আগেই সাক্ষ্য দেয়।[২৩৬৪]

২৩৬৩. আহমাদ ১৭৮। সহীহাহ ৪৩১, ১১১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৯৯, ১৪/৩৬১ নং পৃষ্ঠা)

২৩৬৪. মুসলিম ১৭১৯, তিরমিযী ২২৯৫, ২২৯৭, আবূ দাউদ ৩৫৯৬, আহমাদ ১৬৫৯২, ১৬৬১৪, ২১১৬৫, ২১১৭৫, মুয়াত্তা মালিক ১৪২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্নমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

٢٩/١٣. بَاب الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُوْنِ

১৩/২৯. অধ্যায় : দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান

١/٢٣٦٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّى بَلَغَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

১/২৩৬৫। উবায়দুল্লাহ বিন য়ূসুফ আল-জুবায়রী ও জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আল-ইজলী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুল মালিক বিন আবূ নাদরাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) তার পিতা (আবূ নাদরাহ) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলে (অনুবাদ)ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অপরের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের লেনদেন করো তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখো ..." (২ঃ ২৮২)। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে "তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে" ২ঃ ২৮৩) পর্যন্ত পৌঁছে বলেন, এই শেষোক্ত বিধান তার পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করেছে।[২৩৬৫]

٣٠/١٣. بَاب مَنْ لَا تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ

১৩/৩০. অধ্যায় : যে সব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

١/٢٣٦٦ – حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُوْدٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ».

---

২. উবায় বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৭, ২/২৫৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু উবায় বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৭২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৪টি জাল, ৮টি খুবই দুর্বল, ২৩টি দুর্বল, ১৮টি হাসান, ১৯টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ১৭২২, তিরমিযী ২২৯৫, ২২৯৭, আবূ দাউদ ৩৫৯৬, আহমাদ ১৬৫৯২, ১৬৫৯৯, ১৬৬১৪, ২১১৬৪, ২১১৭৪, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৫৫৫৭, ১৫৫৫৮, শারহুস সুন্নাহ ১৫১৩।

২৩৬৫. হাদীস্রটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনু কাসিম বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৮, ৫/১২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আল-ইজলী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৫৯৫, ২৬/৩৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল মালিক বিন আবূ নাদরাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম দারাকুতনী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বালিহ। (তাঃ ৩৫৭০, ১৮/৪২৭ নং পৃষ্ঠা)

১/২৩৬৬। আয়্যূব বিন মুহাম্মাদ আর-রাক্কী, মুআম্মার বিন সুলায়মান, হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন), আমর বিন শুআয়ব, তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ), দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া, ইয়াযীদ বিন হারূন, হাজ্জাজ বিন আরতাহ, আমর বিন শুআয়ব, তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ), দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ প্রতারক (খেয়ানতকারী) নারী-পুরুষ, ইসলামী আইনের আওতায় হদ্দের শাস্তি ভোগকারী এবং বিপক্ষের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[২৩৬৬]

٢/٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ».

২/২৩৬৭। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া, আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব, নাফি' বিন ইয়াযীদ, ইবনুল হাদি, মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা', আতা' বিন ইয়াসার, আবূ হুরায়রাহ তিনি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছেনঃ নগরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[২৩৬৭]

٣١/١٣. بَاب الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ

১৩/৩১. অধ্যায় : একজন সাক্ষী এবং (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মীমাংসা করা

١/٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ».

১/২৩৬৮। আবূ মুসআব আল-মাদীনী আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আয-যুহরী ও ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী, আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), রাবীআহ বিন আবূ আবদুর রহমান, সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়), তার পিতা (আবূ স্বালিহ), আবূ হুরায়রাহ রাসূলুল্লাহ একজন সাক্ষীর সাথে (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।[২৩৬৮]

২৩৬৬. আহমাদ ৬৮৬০, ৬৯০১। ইরওয়া' ২৬৬৯, মিশকাত ৩৭৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২৩৬৭. আবূ দাউদ ৩৬০২। ইরওয়া' ২৬৭৪, মিশকাত ৩৭৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৬৮. তিরমিযী ১৯৪৩, আবূ দাউদ ৩৬১০। ইরওয়া' ৮/৩০০, ৩০১, রাওদুন নাদীর ৯৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢/٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ».

২/২৩৬৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুল ওয়াহ্হাব জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন সাক্ষীর সাথে (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মোকদ্দমার রায় দিয়েছেন।[২৩৬৯]

٣/٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنِيْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ».

৩/২৩৭০। আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিম আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-মাখযূমী সায়ফ বিন সুলায়মান আল-মাক্কী কায়স বিন সা'দ আমর বিন দীনার ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন সাক্ষী ও (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।[২৩৭০]

٤/٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِيْنَ الطَّالِبِ».

৪/২৩৭১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন জুওয়ায়রিয়াহ বিন আসমা' মুনবাইস এর মাওলা আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আহলে মিসরের এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) সুররাক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন সাক্ষী ও বাদীর শপথ (দ্বারা ফয়সালা করা) অনুমোদন করেছেন।[২৩৭১]

٣٢/١٣. بَاب شَهَادَةِ الزُّوْرِ

১৩/৩২. অধ্যায় : মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসংগে

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. সুহায়ল বিন আবূ সালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

২৩৬৯. তিরমিযী ১৩৪৪, আহমাদ ১৩৮৬৬। ইরওয়া' ৮/৩০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৭০. মুসলিম ১৭১২, আবূ দাউদ ৩৬০৮, আহমাদ ২২২৫, ২৮৮১, ২৯৬১। ইরওয়া' ২৬৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৭১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ একাকভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮/৩০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٣٧٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ }».

১/২৩৭২। <[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ]X[মুহাম্মাদ বিন উবায়দ]X[সুফইয়ান আল-উসফুরী]X[তার পিতা (যিয়াদ) (মাকবূল)]X[হাবীব বিন নু'মান আল-আসদী (মাকবূল)]X[খুরায়ম বিন ফাতিক আল-আসদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]> তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি সুষ্ঠুভাবে দাঁড়িয়ে বলেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য (অপরাধ) গণ্য করা হয়েছে। তিনি তিনবার একথা বলেন, অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাকো আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কোন শরীক না করে"। (২২ঃ ৩০-৩১)।[২৩৭২]

٢٣٧٣/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَنْ تَزُوْلَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتَّى يُوْجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ».

২/২৩৭৩। <[সুওয়ায়দ বিন সাঈদ]X[মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত (সকলে তাকে মিথ্যুক বলেছেন)]X[মুহারিব বিন দিসার]X[ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]> বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ফয়সালা না দেয়া পর্যন্ত সে তার পদদ্বয় একটুও নাড়াতে পারবে না।[২৩৭৩]

٣٣/١٣. بَاب شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

১৩/৩৩. অধ্যায় : আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান

٢٣٧٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ».

১/২৩৭৪। <[মুহাম্মাদ বিন তারীফ]X[আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)]X[মুজালিদ (বিন সাঈদ) (তিনি নির্ভরযোগ্য নন)]X[আমির]X[জাবির বিন আবদুল্লাহ

২৩৭২. তিরমিযী ২৩০০, আবূ দাউদ ৩৫৯৯, আহমাদ ১৮৪১৯। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৬৬, ইবনুস সালাম এর তাখরীজুল ঈমান ৪৯/১১৮, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ১৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাবীব বিন নু'মান আল-আসদী সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুর কাত্তান বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মুনকার। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাঃ ১১০১, ৫/৪০৪ নং পৃষ্ঠা)

২৩৭৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১২৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। (তাঃ ৫৫৪০, ২৬/২৬৯ নং পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।[২৩৭৪]

كِتَابُ الْهِبَاتِ

(অধ্যায়: হেবা)

٣٤/١٣. بَاب الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ

১৩/৩৪. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি এক সন্তানকে দান করলে (এবং অন্যদের বঞ্চিত করলে)

٢٣٧٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَ «فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا».

১/২৩৭৫। আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ, ইয়াযীদ বি যুরায়', দাঊদ বিন আবূ হিন্দ, আশ-শা'বী, নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) তিনি বলেন যে, তার পিতা তাকে নিয়ে নবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নোমানকে আমার অমুক অমুক মাল দান করলাম। তিনি বলেনঃ তুমি নোমানকে যেমন দান করেছো, তোমার অন্য সকল পুত্রকেও কি তদ্রূপ দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। তিনি বলেনঃ তাদের সকলে সমভাবে তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করলে তা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ তাহলে এরূপ করো না।[২৩৭৫]

٢٣٧٦/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ».

২৩৭৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৭৫। ইরওয়া' ২৬৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা)

২৩৭৫. সহীহুল বুখারী ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩, তিরমিযী ১৩৬৭, নাসায়ী ৩৬৭২, ৩৬৭৩, ৩৬৭৪, ৩৬৭৫, ৩৬৭৬, ৩৬৭৯, ৩৬৮০, ৩৬৮১, ৩৬৮২, ৩৬৮৫, ৩৬৮৬, ৩৬৮৭, আবূ দাউদ ৩৫৪২, ৩৫৪৩, আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, ১৭৯১১, মুয়াত্তা মালিক ১৪৭৩। ইরওয়া' ৬/৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৩৭৬। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান, যুহরী, হুমায়দ বিন আবদুর রহমান ও মুহাম্মাদ ইবনুন নু'মান বিন বাশীর, নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা তাকে একটি গোলাম দান করার পর তার অনুকূলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাক্ষী করার জন্য তাঁর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি কি তোমার সকল পুত্রকে দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি তা ফেরত নাও।[২৩৭৬]

٣٥/١٣. بَاب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيْهِ

১৩/৩৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরত নিলো

٢٣٧٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ».

১/২৩৭৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী, ইবনু আবূ আদী, হুসায়ন আল-মুআল্লিম, আমর বিন শুআয়ব, তাউস (বিন কায়সান), ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কিছু দান করার পর পুনরায় তা ফেরত নেয়া দানকারীর জন্য হালাল নয়। তবে পিতা তার পুত্রকে যা দান করে তা ফেরত নিতে পারে।[২৩৭৭]

٢٣٧٨/٢ - حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِيْ هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ».

২/২৩৭৮। জামীল ইবনুল হাসান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আবদুল আ'লা, সাঈদ, আমির আল-আহওয়াল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আমর বিন শুআইব, তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ), দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার হেবাকৃত জিনিস (দান) ফেরত না নেয়, তবে পিতা পুত্রকে প্রদত্ত হেবা ফেরত নিতে পারে।[২৩৭৮]

২৩৭৬. সহীহুল বুখারী ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩, তিরমিযী ১৩৬৭, নাসায়ী ৩৬৭২, ৩৬৭৩, ৩৬৭৪, ৩৬৭৫, ৩৬৭৬, ৩৬৭৯, ৩৬৮০, ৩৬৮১, ৩৬৮২, ৩৬৮৫, ৩৬৮৬, ৩৬৮৭, আবূ দাউদ ৩৫৪২, ৩৫৪৩, আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, ১৭৯১১, মুয়াত্তা মালিক ১৪৭৩। ইরওয়া' ১৫৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৭৭. নাসায়ী ৩৬৯০, আহমাদ ২১২০, ৪৭৯৫, ৫৪৬৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৮০। রাওদুন নাদীর ২১৯, ইরওয়া' ৬/৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৭৮. নাসায়ী ৩৬৮৯, আহমাদ ৬৫৯২, ৬৬৬৬, ৬৯০৪, দারাকুতনী ৩/৪৩। মিশকাত ৩০২০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনু কাসিম বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৮, ৫/১২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আমির আল-আহওয়াল সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার রেওয়ায়াত বর্ণনায় আমি কোন অসুবিধা দেখি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০৫৪, ১৪/৬৫ নং পৃষ্ঠা)

٣٦/١٣. بَاب الْعُمْرَى

১৩/৩৬. অধ্যায় : উমরা (জীবনস্বত্ব)

٢٣٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ».

১/২৩৭৯। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]X[ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ]X[মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]X[আবূ সালামাহ]X[আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জীবনস্বত্ব বলতে কিছু নেই। তবে কাউকে জীবনস্বত্ব দেয়া হলে সেটা তারই প্রাপ্য।[২৩৭৯]

٢٣٨٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ».

২/২৩৮০। ◊[মুহাম্মাদ বিন রুমহ]X[লায়স্র বিন সা'দ]X[ইবনু শিহাব]X[আবূ সালামাহ]X[জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দান করলে তা তার এবং তার ওয়ারিস্রদের। দানকারীর কথা তাতে তার অধিকার কর্তন (অবসান) করে দিয়েছে। অতএব যাকে জীবনস্বত্ব দান করা হয়েছে সেটা তার ও তার ওয়ারিস্রদের প্রাপ্য।[২৩৮০]

٢٣٨١/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ».

৩/২৩৩৮১। ◊[হিশাম বিন আম্মার]X[সুফইয়ান]X[আমর বিন দীনার]X[তাউস (বিন কায়সান)]X[হুজর (বিন কায়স আল-মাদারী)]X[যায়দ বিন স্রাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনস্বত্বকে (স্বত্বভোগীর) ওয়ারিস্রদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।[২৩৮১]

٣٧/١٣. بَاب الرُّقْبَى

১৩/৩৭. অধ্যায় : রুকবা

২৩৭৯. মুসলিম ১৬২৬, নাসায়ী ৩৭৫২, ৩৭৫৩, আহমাদ ৯২৬১, ৯৯৭২। ইরওয়া' ৬/৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২৩৮০. স্বহীহুল বুখারী ২৬২৫, মুসলিম ১৬২৫, তিরমিযী ১৩৫০, ১৩৫১, নাসায়ী ৩৭২৭, ৩৭৩১, ৩৭৩৬, ৩৭৩৭, ৩৭৪০, ৩৭৪১, ৩৭৪২, ৩৭৪৪, ৩৭৪৫, ৩৭৪৬, ৩৭৪৭, ৩৭৪৮, ৩৭৮৯, আবূ দাউদ ৩৫৫০, ৩৫৫১, ৩৫৫৩, ৩৫৫৫,৩৫৫৬, ৩৫৫৮, আহমাদ ১৪৬৫৯, ১৪৮৬৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪৭৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৭৪, ১৭২, ইবনু হিব্বান ১৫৩৭। ইরওয়া' ৬/৪৯, ৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৮১. নাসায়ী ৩৭২০, আহমাদ ২১০৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

٢٣٨٢/١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» قَالَ وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُوْلَ هُوَ لِلْآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا.

১/২৩৮২। [ইসহাক বিন মানসূর] [আবদুর রায্যাক] [ইবনু জুরায়জ] [আতা'] [হাবীব বিন আবূ সাবিত] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রুকবা বলতে কিছু নেই। তবে কারো অনুকূলে কিছু রুকবা (এক প্রকার দান) করা হলে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরও সে তার মালিক হবে। রাবী বলেন, রুকবা এই যে, দানকারী বললো, "আমার ও তোমার মধ্যে যে শেষে মরবে এটা তার"।[২৩৮২]

٢٣٨٣/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا».

২/২৩৮৩। [আমর বিন রাফি'] [হুশায়ম] [দাঊদ] [আবুয যুবায়র] [জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবূ মুআবিয়াহ] [দাঊদ] [আবুয যুবায়র] [জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জীবনস্বত্ব (উমরা) এক প্রকারের দান, যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তার এবং রুকবাও এক প্রকারের দান, যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তার।[২৩৮৩]

٣٨/١٣. بَاب الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ

১৩/৩৮. অধ্যায় : হেবা (দান) করে তা ফেরত নেয়া

٢٣٨٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مَثَلَ الَّذِيْ يَعُوْدُ فِيْ عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».

১/২৩৮৪। [আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ উসামাহ] [আওফ] [খিলাস] [...............] আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার দান ফেরত নেয় সে এমন কুকুরের সমতুল্য যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে, তারপর ফিরে এসে আবার তা গলাধঃকরণ করে।[২৩৮৪]

٢٣٨٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ».

২৩৮২. নাসায়ী ৩৭৩২। ইরওয়া' ৬/৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৮৩. সহীহুল বুখারী ২৬২৫, মুসলিম ১৬২৫, তিরমিযী ১৩৫০, ১৩৫১, নাসায়ী ৩৭২৭, ৩৭৩১, ৩৭৩৬, ৩৭৩৭, ৩৭৪০, ৩৭৪১, ৩৭৪২, ৩৭৪৪, ৩৭৪৫, ৩৭৪৬, ৩৭৪৭, ৩৭৪৮, ৩৭৮৯, আবূ দাউদ ৩৫৫০, ৩৫৫১, ৩৫৫৩, ৩৫৫৫,৩৫৫৬, ৩৫৫৮, আহমাদ ১৪৬৫৯, ১৪৮৬৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪৭৯। ইরওয়া' ৬/৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৮৪. আহমাদ ৭৪৭২, ৯২৬৭, ১০০০৮। ইরওয়া' ৬/৬৪, সহীহাহ ১৬৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৩৮৫। মুহম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কিছু দান করে তা ফেরত নেয়, সে নিজ বমি ভক্ষণকারীর সমতুল্য।[২৩৮৫]

٢٣٨٦/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الْعَرْعَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

৩/২৩৮৬। আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন য়ূসুফ আল-আরআরী (মাসতূর বা তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) ইয়াযীদ বিন আবূ হাকীম আল-উমারী (দুর্বল) যায়দ বিন আসলাম ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে কুকুরের সমতুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে।[২৩৮৬]

٣٩/١٣. بَاب مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

১৩/৩৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় হেবা (দান) করলো

٢٣٨٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا».

১/২৩৮৭ আলী বিন মুহাম্মদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি' বিন জারিয়াহ আল-আনসারী (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন দীনার আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যতক্ষণ না দানের বিনিময় নেয়া হয়, ততক্ষণ দানকারীই তার বেশী হকদার।[২৩৮৭]

২৩৮৫. সহীহুল বুখারী ২৫৮৯, ২৬২১, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসলিম ১৬২২, তিরমিযী ১২৯৮, ১২৯৯, নাসায়ী ৩৬৯০, ৩৬৯১, ৩৬৯৩, ৩৬৯৪, ৩৬৯৫, ৩৬৯৬, ৩৬৯৭, ৩৬৯৮, ৩৬৯৯, ৩৭০০, ৩৭০১, ৩৭০২, ৩৭০৩, ৩৭১০, আবূ দাউদ ৩৫৩৮, ৩৫৩৯, আহমাদ ১৮৭৫, ২১২০, ২২৫০, ২৫২৫, ২৬১৭, ২৬৪১, ৩০০৬, ৩১৩৬, ৩১৬৭, ৩২১১। ইরওয়া' ১৬২২, রাওদুন নাদীর ২১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৮৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৬২২, রাওদুন নাদীর ২১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন য়ূসুফ আল-আরআরী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি পরিচিত নয়। (তাঃ ৬৩, ১/৩৭৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-উমারী সম্পর্কে সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন য়ূসুফ আল-আরআরী ও আল-উমারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬০৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৪টি জাল, ৩৫টি খুবই দুর্বল, ৬৫টি দুর্বল, ১৬৪টি হাসান, ৩৩৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দারাকুতনী ২৯৫০, ২৯৫১, ২৯৫২, ২৯৫৬, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬৫৩৬, ১৬৫৩৭, ১৬৫৩৮, ১৬৫৪১, ১৬৫৪৩, ১৬৫৭২।

২৩৮৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৯৫, দারাকুতনী ৪/১৯০। দঈফাহ ৩৬৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

١٣/٤٠. بَاب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

১৩/৪০. অধ্যায় : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা

٢٣٨٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا «لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا».

১/২৩৮৮। আবূ য়ূসুফ আর-রাক্কী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সয়দালানী মুহাম্মদ বিন সালামাহ মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রদত্ত এক খুতবায় বলেনঃ কোন নারীর জন্য তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নিজ সম্পদ হস্তান্তর করা জায়েয নয়। কেননা সে তার সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ।[২৩৮৮]

٢٣٨٩/٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهَا».

২/২৩৮৯। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব লায়স বিন সা'দ কা'ব বিন মালিক এর বংশধর আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (ইয়াহইয়া) (মাজহুল বা অপরিচিত) দাদা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) তার দাদী কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী খায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজের গহনাপত্রসহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি এগুলি দান-খয়রাত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নারীর জন্য তার নিজ সম্পদ দান

উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি' বিন জারিয়াহ আল-আনসারী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস র্বণানয় অধিক সন্দেহ করেন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন বরং হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪৮, ২/৪৫ নং পৃষ্ঠা)

২৩৮৮. আবূ দাউদ ৩৫৩৬, ৩৫৩৭, আহমাদ ৭০১৮। সহীহাহ ৭৭৫, ৮২৫, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, পূর্ব ইমামগণ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাঃ ৫৭৭৩, ২৭/২০৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১১টি খুবই দুর্বল, ২৭টি দুর্বল, ১৪টি হাসান, ১৪টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তিরমিযী ৬৭০, আবূ দাউদ ৩৫৪৬, ৩৫৪৭, আহমাদ ৬৬৮৮, ৭০১৮, ২২২৭২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬৬০৭, ১৬৬২১, মু'জামুল আওসাত ২৫৬৫, ৮৬৭৬, শারহুস সুন্নাহ ১৬৯৬।

Contents

করা জায়েয নয়। তুমি কি কাব-এর সম্মতি গ্রহণ করেছো? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোক পাঠিয়ে কাব বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি খায়রাকে তার গহনাপত্র দান করার অনুমতি দিয়েছো? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার অলঙ্কারপত্র গ্রহণ করেন।[২৩৮৯]

كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

(দান-খয়রাত)

٤١/١٣. بَاب الرُّجُوْعِ فِي الصَّدَقَةِ

১৩/৪১. অধ্যায় : দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া

٢٣٩٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ».

১/২৩৯০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ>ওয়াকী'>হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে)>যায়দ বিন আসলাম>তার পিতা (আসলাম)>উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি তোমার কৃত দান ফেরত নিও না।[২৩৯০]

٢٣٩١/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَثَلُ الَّذِيْ يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْ صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ».

২/২৩৯১। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী>ওয়ালীদ বিন মুসলিম>আল-আওযাঈ>আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আলী>সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব>আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস

২৩৮৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, ইনশাআল্লাহ তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (তাঃ ৩৬৫৩, ১৬/২৯৬ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাঃ ৬৯৫৫, ৩২/৬২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া ও ইয়াহইয়া এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১১টি খুবই দুর্বল, ২৭টি দুর্বল, ১৪টি হাসান, ১৪টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ৬৩০, আবূ দাউদ ৩৫৪৬, ৩৫৪৭, আহমাদ ৬৬৮৮, ৭০১৮, ২২২৭২, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬৬০৭, ১৬৬২১, মু'জামুল আওসাত ২৫৬৫, ৮৬৭৬, শারহুস সুন্নাহ ১৬৯৬।

২৩৯০. সহীহুল বুখারী ১৪৮৯, ১৪৯০, ২৬৩৬, ২৭৭৫, ২৯৭০, ২৯৭১, ৩০০২, মুসলিম ১৬২০, ১৬২১, তিরমিযী ৬৬৮, নাসায়ী ২৬১৫, ২৬১৭, আবূ দাউদ ১৫৯৩, আহমাদ ১৬৭, ২৮৩, ৫১৫৫, ৫৭৬২, মুয়াত্তা মালিক ৬২৫। ইরওয়া' ৮৪৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৪১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে কুকুরের সমতুল্য, যে বমি করে পুনরায় ফিরে এসে তা গলাধঃকরণ করে।[২৩৯১]

٤٢/١٣. بَاب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

১৩/৪২. অধ্যায় : কেউ কিছু দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে সে কি তা ক্রয় করতে পারে?

٢٣٩٢/١ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ».

১/২৩৯২। তামীম ইবনুল মুনতাসির আল-ওয়াসিতী ইসহাক বিন য়ূসুফ শারীক হিশাম বিন উরওয়াহ উমার বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার দাদা (উমার ইবনুল খাত্তাব তিনি রাসূলুল্লাহ -এর যুগে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন। তিনি তার মালিককে সেটি সস্তায় বিক্রয় করতে দেখে নবী এর নিকট এসে এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেন। নবী বলেনঃ তোমার দান তুমি ক্রয় করো না।[২৩৯২]

٢٣٩٣/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ فَنَهَى عَنْهَا.

২/২৩৯৩। ইয়াহইয়া বিন হাকীম ইয়াযীদ বিন হারূন সুলায়মান আত-তায়মী আবূ উসমান আন-নাহদী আবদুল্লাহ বিন আমির যুবায়র ইবনুল আওওয়াম তিনি তার গামর বা গামরা নামের একটি ঘোড়া দান করেন। তিনি তার সেই ঘোড়ার গর্ভজাত একটি নর বা মাদী ঘোড়া বিক্রয় হতে দেখলেন। তা ক্রয় করতে নিষেধ করা হলো।[২৩৯৩]

٤٣/١٣. بَاب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

১৩/৪৩. অধ্যায় : কেউ কোন জিনিস দান করার পর তার ওয়ারিস হলে

٢٣٩٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ «آجَرَكِ اللهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ».

২৩৯১. মুসলিম ১৬২২, আহমাদ ২১২০, ৪৭৯৫, ৫৪৬৯। ইরওয়া' ১৬২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৯২. সহীহুল বুখারী ১৪৮৯, ১৪৯০, ২৬২৩, ২৬৩৬, ২৭৭৫, ২৯৭০, ২৯৭১, ৩০০২, ৩০০৩, মুসলিম ১৬২০, ১৬২১, তিরমিযী ৬৬৮, নাসায়ী ২৬১৫, ২৬১৬, ২৬১৭, আবূ দাউদ ১৫৯৩, আহমাদ ১৬৭, ২৬০, ২৮৩, ৫১৫৫, ৫৭৬২, মুয়াত্তা মালিক ৬২৪, ৬২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৯৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। **

১/২৩৯৪। ⟨আলী বিন মুহাম্মাদ⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨আবদুল্লাহ বিন আতা' (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন)⟩⟨আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ⟩⟨তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে আমার একটি ক্রীতদাসী দান করার পর তিনি ইনতিকাল করেন। আমি ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস্র নাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন এবং তা ওয়ারিস্রী সূত্রে তোমাকে ফেরত দিয়েছেন।[২৩৯৪]

٢٣٩٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيْقَةً لِي وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيْقَتُكَ».

২/২৩৯৫। ⟨মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া⟩⟨আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আর-রাক্কী⟩⟨উবায়দুল্লাহ⟩⟨আবদুল কারীম⟩⟨আমর বিন শুআয়ব⟩⟨তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)⟩⟨দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, আমি আমার মাকে আমার একটি বাগান দান করেছিলাম। তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং আমাকে ছাড়া আর কোন ওয়ারিস্র রেখে যাননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমার দান পূর্ণরূপে আদায় হয়েছে এবং তোমার বাগান তোমার মালিকানায় ফেরত এসেছে।[২৩৯৫]

١٣/٤٤. بَاب مَنْ وَقَفَ

১৩/৪৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ওয়াকফ করলো

٢٣٩٦/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبَ وَلَا يُوْرَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

১/২৩৯৬। ⟨নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী⟩⟨মু'তামির বিন সুলায়মান⟩⟨ইবনু আওন⟩⟨নাফি'⟩⟨ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খায়বারে এক খণ্ড জমি পেলেন। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বারে এক খণ্ড সম্পত্তি

২৩৯৪. মুসলিম ১১৪৯, তিরমিযী ৬৬৭, আবূ দাঊদ ১৬৫৬, ২৮৭৭, ৩৩০৮, আহমাদ ২২৪৪৭, ২২৪৬২, ২২৫২৩, ২২৫৪৫। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন আতা' সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪২৯, ১৫/৩১১ নং পৃষ্ঠা)

২৩৯৫. আহমাদ ৬৬৯২। আত-তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৪৬৫, সহীহাহ ২৪০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

লাভ করেছি। আমার মতে এতো উত্তম সম্পত্তি আমি আর কখনো অর্জন করিনি। এই সম্পত্তি সম্পর্কে আপনি আমাকে কী হুকুম করেন? তিনি বলেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি (তোমার মালিকানায়) বহাল রেখে তার আয় দান-খয়রাত করতে পারো। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিম্নোক্ত শর্তযোগে তাই করলেনঃ "মূল সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না, দান করা যাবে না, তাতে ওয়ারিস্রী স্বত্বও বর্তাবে না এবং তার আয় দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায় মুসাফির ও মেহমানদের আপ্যায়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে দান করা হবে। যে তার মোতাওয়াল্লী হবে, সে তা থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার করতে পারবে এবং তার বন্ধুদের আহার করাতে পারবে, কিন্তু জমা করতে পারবে না।[২৩৯৬]

٢٣٩٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِيْ بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا». قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فَوَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ فِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/২৩৯৭। মুহম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী > সুফইয়ান > উবায়দুল্লাহ বিন উমার > নাফি' > ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খায়বারের আমি যে এক শত অংশ জমি পেয়েছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন সম্পত্তি আমি আর কখনো পাইনি। আমি তা দান-খয়রাত করার সংকল্প করেছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি মূল সম্পত্তি বহাল রেখে দাও এবং তার আয় দান করো। মুহম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী > সুফইয়ান > আবদুল্লাহ বিন উমার (দঈফ বা দুর্বল) > নাফি' > ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।[২৩৯৭]

١٣/٤٥. بَاب الْعَارِيَةِ

১৩/৪৫. অধ্যায় : আরিয়া (অস্থাবর মাল ধার দেয়া)

٢٣٩٨/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ».

২৩৯৬. সহীহুল বুখারী ২৭৩৭, ২৭৬৪, ২৭৭২, ২৭৭৩, ২৭৭৮, মুসলিম ১৬৩৩, তিরমিযী ১৩৭৫, নাসায়ী ৩৫৯৭, ৩৬০৩, ৩৬০৪, ৩৬০৫, আবূ দাউদ ২৮৭৮, আহমাদ ৪৫৯৪, ৫১৫৭। ইরওয়া' ১৫৮২, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৩৯৭. সহীহুল বুখারী ২৭৩৭, ২৭৬৪, ২৭৭২, ২৭৭৩, ২৭৭৮, মুসলিম ১৬৩৩, তিরমিযী ১৩৭৫, নাসায়ী ৩৫৯৭, ৩৬০৩, ৩৬০৪, ৩৬০৫, আবূ দাউদ ২৮৭৮, আহমাদ ৪৫৯৪, ৫১৫৭। ইরওয়া' ১৫৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন উমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৪০, ১৫/৩২৭ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উমার এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৮২টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৩০টি খুবই দুর্বল, ৫৬টি দুর্বল, ৪২টি হাসান, ৫৪টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৭৩৪, ২৭৭২, ২৭৭৩, মুসলিম ১১৮৫, তিরমিযী ১৩৭৫, আবূ দাউদ ২৮৭৮, আহমাদ ৪৫৯৪, ৫১৫৭, ৫৯১১, ৬০৪২, ৬৪২৪, দারাকুতনী ৪৩৫৬-৪৩৬৫।

১/২৩৯৮। হিশাম বিন আম্মার হিসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) শুরাহবীল বিন মুসলিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ আরিয়া পরিশোধ করতে হবে এবং মানীহা (দুধ পান করতে দেয়া পশু) ফেরত দিতে হবে।[২৩৯৮]

٢/٢٣٩٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ».

২/২৩৯৯। হিশাম বিন আম্মার ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ আরিয়া (ধার) পরিশোধ করতে হবে এবং মানীহা (দুধপান করতে দেয়া পশু) ফেরত দিতে হবে।[২৩৯৯]

٣/٢٤٠٠ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ».

৩/২৪০০। ইবরাহীম ইবনুল মুসতামির মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সাঈদ কাতাদাহ হাসান সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইয়াহইয়া বিন হাকীম ইবনু আবূ আদী সাঈদ কাতাদাহ হাসান সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি (ধারে) যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তার জন্য সে দায়ী থাকবে।[২৪০০]

١٣/٤٦. بَابُ الْوَدِيْعَةِ

১৩/৪৬. অধ্যায় : ওয়াদিয়া (নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত আমানত)

২৩৯৮. তিরমিযী ৬৭০, ১২৬৫, আবূ দাঊদ ৩৫৬৫, আহমাদ ১২৭৯১। সহীহাহ ৬১০, ৬১১, ইরওয়া' ১৪১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. শুরাহবীল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ মুহাম্মাদ আল-ফাতায়ানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭২১, ১২/৪৩০ নং পৃষ্ঠা)

২৩৯৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪০০. তিরমিযী ১২৬৬, আবূ দাঊদ ৩৫৬১, আহমাদ ১৯৫৮২, ১৯৬৪৩, দারিমী ২৫৯৬। ইরওয়া' ১৫১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী সকলেই সিকাহ তবে হাসান সামুরাহ থেকে হাদীস শ্রবণ না করা সত্ত্বেও তিনি আনআন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٠١/١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ».

১/২৪০১। উবায়দুল্লাহ ইবনুল জাহম আল-আনমাতী (মাকবূল) আয়্যুব বিন সুওয়ায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুস্রান্না (দুর্বল, শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিলো) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ কারো কাছে ওয়াদিয়া রাখলে (তা ধ্বংস হলে) তার কোন ক্ষতিপূরণ নাই।[২৪০১]

٤٧/١٣. بَاب الْأَمِيْنِ يَتَّجِرُ فِيْهِ فَيَرْبَحُ

১৩/৪৭. অধ্যায় : আমানত গ্রহণকারী আমানতের মাল দিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হলে

٢٤٠٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ «فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ».

٢٤٠٢/٢ (١)- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيْدٍ لِمَازَةُ بْنِ زَبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَدِمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ دِيْنَارًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/২৪০২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ শাবীব বিন গারকাদাহ উরওয়া আল- বারিকী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য একটি ছাগল কেনার উদ্দেশে তাকে একটি দীনার দেন। তিনি তাঁর জন্য দু'টি ছাগল কিনে এর একটি এক দীনারে বিক্রয় করে একটি দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি মাটি কিনলে তাতেও লাভবান হতেন।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২৪০১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৫৪৭, সহীহাহ ২৩১৫, আত-তা'লীকু আলার রাওদাতুন নাদিয়্যাহ ২/১৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আয়্যুব বিন সুওয়ায়দ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৬, ৩/৪৭৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুস্রান্না সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকি বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, পূর্ব ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। (তাঃ ৫৭৭৩, ২৭/২০৩ নং পৃষ্ঠা)

২/২৪০২ (১) আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী হাব্বান বিন হিলাল সাঈদ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যুবায়র ইবনুল খিররীত আবূ লাবীদ লিমাযাহ বিন যাব্বার (তিনি সত্যবাদী তবে নাসিবী) উরওয়াহ বিন আবুল জাদ আল-বারিকী বলেন, একটি বাণিজ্যিক কাফেলা পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসলো। নবী আমাকে একটি দীনার দিলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[২৪০২]

٤٨/١٣. بَاب الْحَوَالَةِ

১৩/৪৮. অধ্যায় : হাওয়ালা (ঋণের দায় হস্তান্তর)

٢٤٠٣/١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».

১/২৪০৩। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবুয যিনাদ আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা অন্যায়। সচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমাদের কারো পাওনা থাকলে সে যেন তার পেছনে লেগে থাকে (শেষোক্ত বাক্যের আরো একটি অর্থ হতে পারে ঃ তোমাদের কারো ঋণ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করলে তা অনুমোদন করা উচিত)[২৪০৩]

٢٤٠٤/٢ – حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ».

২/২৪০৪। ইসমাঈল বিন তাওবাহ হুশায়ম যূনুস বিন উবায়দ .... নাফি' ইবনু উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। সচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার পাওনা থাকলে তার পেছনে লেগে থাকো।[২৪০৪]

٤٩/١٣. بَاب الْكَفَالَةِ

১৩/৪৯. অধ্যায় : যামিন হওয়া (কাফালাহ)

٢٤٠٥/١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «الزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ».

২৪০২. সহীহুল বুখারী ৩৬৪৩, তিরমিযী ১২৫৮, আবূ দাঊদ ৩৩৮৪, আহমাদ ১৮৮৬৭, ১৮৮৭৩। সহীহ আত-তিরমিযী ১২৫৮, মিশকাত ২৯৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন যায়দ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাঃ ২২৭৬, ১০/৪৪১ নং পৃষ্ঠা)

২৪০৩. সহীহুল বুখারী ২২৮৭, ২২৮৮, ২৪০০, মুসলিম ১৫৬৪, তিরমিযী ১৩০৮, নাসায়ী ৪৬৮৮, ৪৬৯১, আবূ দাঊদ ৩৩৪৫, আহমাদ ৭২৯১, ২৭৭৭৮, ৭৪৮৮, ২৭৩৯২, ৮৬৭৯, ২৭২৩৯, ৯৬৭৬, মুয়াত্তা মালিক ১৩৭৯, দারিমী ২৫৮৬। ইরওয়া' ১৪১৮, রাওদুন নাদীর ১১৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪০৪. আহমাদ ৫৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৪০৫। হিশাম বিন আম্মার ও হাসান বিন আরাফাহ ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) শুরাহবীল বিন মুসলিম আল-খাওলানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় শিথিল) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যামিনদার দায়বদ্ধ এবং ঋণ অবশ্যই পরিশোধযোগ্য।[২৪০৫]

٢٤٠٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَوَرْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ أُعْطِيْكَهُ فَقَالَ لَا وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِيْ أَوْ تَأْتِيَنِيْ بِحَمِيْلٍ فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ «لَا خَيْرَ فِيْهَا وَقَضَاهَا عَنْهُ».

২/২৪০৬। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন আবূ আমর ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক ব্যক্তি তার দেনাদারের পেছনে লাগলো। সে তার নিকট দশ দীনার পাওনা ছিল। দেনাদার বললো, আমার নিকট তোমাকে দেয়ার মত কোন জিনিস নাই। পাওনাদার বললো, না, আল্লাহর শপথ! আমার দেনা পরিশোধ না করা অথবা একজন যামিনদার উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না। সে তাকে টেনে-হেঁচড়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে গেলো। তিনি পাওনাদারকে বলেনঃ তুমি তাকে কতো দিনের অবকাশ দিতে পারো? সে বললো, এক মাস। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তাহলে আমিই তার যামিন। দেনাদার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বলে দেয়া সময়সীমার মধ্যে পাওনাসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি এগুলো কোথায় পেলে? সে বললো, খনিতে। তিনি বলেনঃ এতে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে ঋণদাতার পাওনা পরিশোধ করেন।[২৪০৬]

٢٤٠٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ «صَلُّوْا عَلَى

২৪০৫. তিরমিযী ১২৬৫, আবূ দাউদ ৩৫৩৫। ইরওয়া' ১৪১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. শুরাহবীল বিন মুসলিম আল-খাওলানী সম্পর্কে আবূ মুহাম্মাদ আল-ফাতায়ানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭২১, ১২/৪৩০ নং পৃষ্ঠা)

২৪০৬. আবূ দাউদ ৩৩২৮। ইরওয়া' ১৪১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا».

৩/২৪০৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আমির শু'বাহ উসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ তার পিতা (আবূ কাতাদাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানাযার নামায পড়ার জন্য একটি লাশ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি বলেনঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ো। কেননা সে ঋণগ্রস্ত। আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তার ঋণের যামিন হচ্ছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ পরিশোধ করার জন্য তো? তিনি বলেন, পরিশোধ করার জন্য। তার ঋণের পরিমাণ ছিলো আঠার বা উনিশ দিরহাম।[২৪০৭]

١٣/٥٠. بَاب مَنْ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

১৩/৫০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি পরিশোধ করার অভিপ্রায় নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে

١/٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ هُوَ عِمْرَانُ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ قَالَ كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا لَا تَفْعَلِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ بَلَى إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيلِي ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا».

১/২৪০৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবীদাহ বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) মানসূর যিয়াদ বিন আমর বিন হিন্দ (ইমরান) ইবনু হুযায়ফাহ (মাকবূল) মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (হুযায়ফাহ) বলেন, উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ধারকর্জ গ্রহণ করতেন। তার পরিবারের কেউ কেউ বললো, আপনি ধারকর্জ করবেন না এবং তার এ কাজকে তারা অপছন্দ করলো। তিনি বলেন, হাঁ, আমি আমার নবী ও বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ যে কোন মুসলমান ধারকর্জ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ জানেন যে, তা পরিশোধ করার অভিপ্রায় তার রয়েছে, তাহলে দুনিয়াতেই আল্লাহ তার ঐ ধারকর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।[২৪০৮]

٢/٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَانَ اللهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللهُ» قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَاللهُ مَعِي بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

২৪০৭. তিরমিযী ১০৬৯, নাসায়ী ১৯৬০, ৪৬৯২, আহমাদ ২২০৮০, ২২১৫০, দারিমী ২৫৯৩। আল-আহকাম ৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪০৮. দারিমী ৪৬৮৬, ৪৬৮৭। সহীহাহ ১০২৯, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** (في الدنيا) শব্দ ব্যতীত সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবীদাহ বিন হুমায়দ সম্পর্কে আবূ হাফস উমার বিন শাহীন বলেন,তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। (তাঃ ৩৭৫২, ১৯/২৫৭ নং পৃষ্ঠা)

২/২৪০৯। ✪ইবরাহীম ইবনুল মুনযির ✪ইবনু আবূ ফুদায়ক ✪সাঈদ বিন সুফইয়ান (মাকবূল) ✪জা'ফার বিন মুহাম্মাদ ✪তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) ✪আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ✪ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার সাথে থাকেন, যদি না সে আল্লাহর অপছন্দনীয় উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তার কোষাধ্যক্ষকে বলতেন, যাও, আমার জন্য ঋণ গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যে হাদীস্র শুনেছি তারপর থেকে এক রাতও আল্লাহ আমার সঙ্গে থাকা ছাড়া কাটাতে অপছন্দ করি।[২৪০৯]

٥١/١٣. بَاب مَنْ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

১৩/৫১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো কিন্তু তা পরিশোধের অভিপ্রায় তার নাই।

٢٤١٠/١ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللهَ سَارِقًا».

٢٤١٠/٢ (١)- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/২৪১০। ✪হিশাম বিন আম্মার ✪যূসুফ বিন মুহাম্মাদ বিন সায়ফী বিন সুহায়ব আল-খায়র (মাকবূল) ✪আবদুল হামীদ বিন যিয়াদ বিন সায়ফী বিন সুহায়ব (তিনি হাদীস্র গ্রহণ করার সময় যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) ✪শুআয়ব বিন আমর (মাকবূল) ✪সুহায়ব আল-খায়র (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো এবং তা পরিশোধ না করতে সংকল্পবদ্ধ, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সাথে তস্কররূপে সাক্ষাত করবে।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৪১০ (১)। ✪ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ✪যূসুফ বিন মুহাম্মাদ বিন সায়ফী (মাকবূল) ✪আবদুল হামীদ বিন যিয়াদ (তিনি হাদীস্র গ্রহণ করার সময় যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) ✪তার পিতা (যিয়াদ বিন সায়ফী) ✪দাদা সুহায়ব আল-খায়র (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ✪[২৪১০]

٢٤١١/٣ – حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ».

২৪০৯. দারিমী ২৫৯৫। সহীহাহ ১০০০, ১০২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪১০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ১০৪৩, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৩৩, ৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন যিয়াদ বিন সায়ফী বিন সুহায়ব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে কোথাও জানা যায় না, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাঃ ৩৭১৩, ১৬/৪২৯ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৪১১। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখানো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি নিজ কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) সাওর বিন যায়দ আদ-দীলী ইবনু মুতী' এর মাওলা আবুল গায়স আবূ হুরায়রা নবী বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন।[২৪১১]

٥٢/١٣. بَاب التَّشْدِيْدِ فِي الدَّيْنِ

১৩/৫২. অধ্যায় : ঋণের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি

٢٤١٢/١ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ».

১/২৪১২ হুমায়দ বিন মাসআদাহ খালিদ ইবনুল হারিস্র সাঈদ কাতাদাহ সালিম বিন আবুল জা'দ মা'দান বিন আবূ তালহাহ রাসূলুল্লাহ এর মুক্ত দাস স্নাওবান রাসূলুল্লাহ বলেন, তিনটি দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে তার প্রাণবায়ু বের হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেঃ অহংকার, আত্মসাৎ ও ঋণ।[২৪১২]

٢٤١٣/٢ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».

২/২৪১৩। আবূ মারওয়ান আল-উস্রমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ) উমার বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) তার পিতা (আবূ সালামাহ) আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যাবত না তা পরিশোধ করা হয়।[২৪১৩]

২৪১১. সহীহুল বুখারী ২৩৮৭, আহমাদ ৮৫১৬, ৯১৩৫। গায়াতুল মারাম ৩৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বণর্নায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২৪১২. তিরমিযী ১৫৭২, আহমাদ ২১৮৬৪, ২১৮৮৫, ২১৯২১, ২১৯২৮, দারিমী ২৫৯২। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৩২, ৩৩, মিশকাত ২৯২১, সহীহহাহ ২৭৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪১৩. তিরমিযী ১০৭৮, ১০৭৯, আহমাদ ৯৩৮৭, ৯৮০০, ১০২২১, দারিমী ২৫৯১, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৭৬, ৯/২৫, বায়হাকী ফিশ শুআব ৫৫৪৪, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/২৬, ৩৩, ইবনু হিব্বান ৩০৬১। মিশকাত ২৯১৫, আল-আহকাম ১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٤١٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ».

৩/২৪১৪। মুহাম্মাদ বিন স্বা'লাবাহ বিন সাওয়া' আমার চাচা মুহাম্মাদ বিন সাওয়া' (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) হুসায়ন আল-মুআল্লিম মাতার আল-ওয়াররাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি তার যিম্মায় এক দীনার বা এক দিরহাম পরিমাণ ঋণ রেখে মারা গেলে (কিয়ামাতের দিন) তার নেক আমলের দ্বারা তা পরিশোধ করা হবে। আর সেখানে কোন দীনারও থাকবে না, দিরহামও থাকবে না।[২৪১৪]

١٣/٥٣. بَاب مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُوْلِهِ

১৩/৫৩. অধ্যায় : কেউ ঋণ বা নাবালেগ সন্তান রেখে মারা গেলে, তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

٢٤١٥/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قَالُوْا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوْا لَا قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ الْفُتُوْحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

১/২৪১৫। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে কোন মু'মিন ব্যক্তি

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ মারওয়ান আল-উস্রমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. উমার বিন আবূ সালামাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাঃ ৪২৪৭, ২১/৩৭৫ নং পৃষ্ঠা)

২৪১৪. আহমাদ ৫৫১৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২১। আহকামুল জানায়িয ৫ নং পৃষ্ঠা। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন সাওয়া' সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে কাদারিয়্যা মতাবলম্বী ছিলেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২৭২, ২৫/৩২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. মাতারিল ওয়াররাক সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা)

ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে কি তার ঋণ পরিশোধ করার মত কোন কিছু রেখে গেছে? লোকজন যদি বলতো, হাঁ, তবে তিনি তার জানাযার নামায পড়তেন। আর যদি তারা বলতো, না, তাহলে তিনি বলতেনঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ো। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (যুদ্ধে) অসংখ্য বিজয় দান করলে তিনি বলেনঃ আমিই মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী। অতএব কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর সে যে সম্পদ রেখে যাবে, তা তার ওয়ারিস্রদের প্রাপ্য।[২৪১৫]

٢٤١٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ».

২/২৪১৬। [আলী বিন মুহম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [জা'ফার বিন মুহাম্মাদ] [তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব)] [জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার ওয়ারিস্রদের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার এবং তাদের লালন-পালনের দায়িত্বও আমার। আমিই মু'মিনদের অধিক উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক।[২৪১৬]

١٣/٥٤. بَاب إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

১৩/৫৪. অধ্যায় : অসচ্ছল ব্যক্তিকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেয়া

٢٤١٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

১/২৪১৭। [আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ মুআবিয়াহ] [আ'মাশ] [আবূ সালিহ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অসচ্ছল (ঋণগ্রস্ত) ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন।[২৪১৭]

٢٤١٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ».

২/২৪১৮। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)] [আ'মাশ] [নুফায়' আবূ দাউদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)] [বুরায়দাহ আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী

২৪১৫. সহীহুল বুখারী ২২৯৭, ২৩৯৮, ২৩৯৯, ৪৭৮১, ৫৩৭১, ৬৭৩১, ৬৭৪৫, ৬৭৬৩, মুসলিম ১৬১৯, তিরমিযী ১০৭০, ২০৯০, নাসায়ী ১৯৬৩, আবূ দাউদ ২৯৫৫, আহমাদ ৭৮০১, ৭৮৩৯, ২৭৪৫৫, ৮২১৩, ৮৪৫৯, ৯৫৩৮, ৯৫৬৫, ৯৬৫৯, ১০৪৩৫, ২৫৭৪, বায়হাকী ফিস সুনান ৭/৭৩, ৯/৭৩, ১০/৩০২, ইবনু হিব্বান ৩০৬৩, ৫০৫৪, ৮৪৪৮। আল-আহকাম ৮৬, ইরওয়া' ১৪৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪১৬. মুসলিম ৮৬৭, নাসায়ী ১৫৭৮, ১৯৬২, আবূ দাউদ ২৯৪৫, ২৯৫৬, আহমাদ ১৩৭৪৪, ১৩৯২৪, ১৪০২২, ১৪২১৯, ১৪৫৬৬, দারিমী ২০৬। ইরওয়া' ৫/২৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪১৭. তিরমিযী ১৩০৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩৫৭, বায়হাকী ফিশ শুআব ১১২৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, সে দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় বাড়িয়ে দিবে সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে।[২৪১৮]

٢٤١٩/٣ – حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ لَهُ».

৩/২৪১৯। ◊ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আবদুর রহমান বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আবদুর রহমান বিন মুআবিয়াহ (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তার মুরজিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) হানযালাহ বিন কায়স নবী (ﷺ) এর সাহাবী আবুল য়াসর (রাঃ)◊ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তাকে তাঁর ছায়ার নিচে স্থান দিন, সে যেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথবা তার দেনা মাফ করে দেন।[২৪১৯]

٢٤٢٠/٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَقِيْلَ لَهُ مَا عَمِلْتَ فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ قَالَ إِنِّيْ كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

২৪১৮. আহমাদ ২২৪৬১, ২২৫৩৭। সহীহাহ ৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী নুফায়' আবূ দাউদ সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৪৬৬, ৩০/১০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু নুফায়' আবূ দাউদএর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৯০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ১৮টি খুবই দুর্বল, ৯৬টি দুর্বল, ৮১টি হাসান, ৯৪টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ১৫৬৫, ৩০১৫, তিরমিযী ১৩০৬, আবূ দাউদ ৩৪৬০, দারিমী ২৫৮৮, আহমাদ ৫৩৩, ৩০০৮, ৪৭৩৫, ৭৩৮৩, ১৫০৯৪, ১৫০৯৫, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২৪৬৮, মু'জামুল আওসাত ৮৭৯, ৮৮৯, ২২১৭, ২২১৭, ৪১২৪, ৪২৪১, ৪৫৩৭, ৪৫৯২, ৫০২২, ৭৯২০, ৮২৪৮।

২৪১৯. মুসলিম ৩০১৪, আহমাদ ১৫০৯৪, দারিমী ২৫৮৮। রাওদুন নাদীর ৮৪৪, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৯০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি কাদারিয়্যা মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৫৫, ১৬/৫১৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন মুআবিয়াহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। (তাঃ ৩৯৬২, ১৭/৪১৪ নং পৃষ্ঠা)

৪/২৪২০ । মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আমির শু'বাহ আবদুল মালিক বিন উমায়র রিবঈ বিন হিরাশ হুযায়ফাহ ও আবূ মাসউদ (রাঃ) থেকে নবী (সাঃ) এর বাণী হিসাবে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মারা গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কী আমল করেছো? সে নিজের স্মৃতি থেকে অথবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে বললো, আমি নগদ অর্থ ধার দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দিতাম। এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আবূ মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমিও এ হাদীস্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট শুনেছি।[২৪২০]

٥٥/١٣. بَاب حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِيْ عَفَافٍ

১৩/৫৫. অধ্যায় : উত্তম পন্থায় পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়া এবং বিনীতভাবে পাওনা গ্রহণ করা

١/٢٤٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِيْ عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ».

১/২৪২১। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইবনু মারইয়াম ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) উবায়দুল্লাহ বিন আবূ জা'ফার নাফি' ইবনু উমার ও আয়িশাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি পাওনা আদায়ের তাগাদা দিলে যেন বিনীতভাবেই তাগাদা দেয়, তাতে পাওনা আদায় হোক বা না হোক।[২৪২১]

٢/٢٤٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَامِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ «خُذْ حَقَّكَ فِيْ عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ».

২/২৪২২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুআম্মাল ইবনুস সাব্বাহ আল-কায়সী মুহাম্মাদ বিন মুহাব্বাব আল-কুরাশী সাঈদ ইবনুস সায়িব আত-তায়িফী আবদুল্লাহ বিন ইয়ামীন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক পাওনাদারকে বলেন, তুমি তোমার পাওনা ভদ্র ও বিনীতভাবে গ্রহণ করো, তা পূর্ণরূপে আদায় হোক বা না হোক।[২৪২২]

২৪২০. সহীহুল বুখারী ২০৭৭, ২৩৯১, মুসলিম ১৫৬০, ১৫৬১, তিরমিযী ১৩০৭, ননাসায়ী ২০৮০, আহমাদ ১৬৬১৬, ১৬৬৩৫, ২২৮৪৩, ২২৮৭৫, ২২৯৫৩, দারিমী ২৫৪৬। সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪২১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার মুখস্থ হাদীস্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৯২, ৩১/২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

২৪২২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

٥٦/١٣. بَاب حُسْنِ الْقَضَاءِ

১৩/৫৬. অধ্যায় : উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা

٢٤٢٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً».

১/২৪২৩। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ শু'বাহ সালামাহ বিন কুহায়ল আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সালামাহ বিন কুহায়ল আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।[২৪২৩]

٢٤٢٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَلَفَ مِنْهُ حِيْنَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ».

২/২৪২৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রাবীআহ আল-মাখযূমী (মাকবূল) তার পিতা (ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রাবীআহ আল-মাখযূমী) (মাকবূল) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আবূ রাবীআহ আল-মাখযূমী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনায়ন যুদ্ধের সময় তার কাছ থেকে তিরিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার পাওনা পরিশোধ করেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ আল্লাহ পাক তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ধারের প্রতিদান হলো, তা পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা।[২৪২৪]

٥٧/١٣. بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

১৩/৫৭. অধ্যায় : পাওনাদারের কঠোর আচরণ করার অধিকার আছে

٢٤٢٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَهْ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ».

১/২৪২৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা আস্-স্নআনী মু'তামির বিন সুলায়মান তার পিতা (সুলায়মান) হানাশ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন,

---

২৪২৩. সহীহুল বুখারী ২৩০৫, মুসলিম ১৬০১, তিরমিযী ১৩১৬, ১৩১৭, নাসায়ী ৪৬১৮, ৪৬৯৩, আহমাদ ৮৮৬২, ৯২৮৯, ৯৮১৪, ১০২৩১, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩৫০, ৩৫১, ৬/২০, ২৫, ৮/৩৩৮। ইরওয়া' ৫/২২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
২৪২৪. আহমাদ ১৫৯৭৫। ইরওয়া' ১৩৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

এক ব্যক্তি ঋণ বা পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলো এবং কিছু কঠোর কথা বললো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ তাতে ক্রুদ্ধ হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেনঃ থামো! পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতা তার দেনাদারকে কঠোরভাবে তাগাদা দেয়ার অধিকার রাখে।[২৪২৫]

٢٤٢٦/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَظُنُّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ قَالَ إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَأَقْرَضَتْهُ فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللهُ لَكَ فَقَالَ أُوْلَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ».

২/২৪২৬। ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিনু উসমান আবূ শায়বাহ, ইবনু আবূ উবায়দাহ, আমার পিতা (আবূ উবায়দাহ), আ'মাশ, আবূ সালিহ, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তার ঋণ শোধের জন্য তাঁকে কঠোর ভাষায় তাগাদা দিলো, এমনকি সে তাঁকে বললো, আমার ঋণ পরিশোধ না করলে আমি আপনাকে নাজেহাল করবো। সাহাবীগণ তার উপর চড়াও হতে উদ্যত হয়ে বললেন, তোমার অনিষ্ট হোক! তুমি কি জানো কার সাথে কথা বলছো? সে বললো, আমি আমার পাওনা দাবি করছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা কেন পাওনাদারের পক্ষ নিলে না? অতঃপর তিনি কায়েসের কন্যা খাওলা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, তোমার কাছে খেজুর থাকলে আমাকে ধার দাও। আমার খেজুর আসলে তোমার ধার পরিশোধ করবো। খাওলা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বললেন, হাঁ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাবী বলেন, তিনি তাঁকে ধার দিলেন। তিনি বেদুঈনের পাওনা পরিশোধ করলেন এবং তাকে আহার করালেন। সে বললো, আপনি পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন, আল্লাহ আপনাকে পূর্ণরূপে দান করুন। তিনি বলেনঃ উত্তম লোকেরা এমনই হয়। যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-জবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না সেই জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না।[২৪২৬]

٥٨/١٣. بَاب الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلَازَمَةِ

১৩/৫৮. অধ্যায় : দেনার কারণে আটক করা এবং পেছনে লেগে থাকা

২৪২৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২০, দঈফাহ ৩১৮০। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**

উক্ত হাদীসের রাবী হানাশ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী তকে দুর্বল বলেছেন। (তাঃ ১৩৩০, ৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২৪২৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٤٢٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مُسَيْكَةَ قَالَ وَكِيعٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ».

قَالَ عَلِيٌّ الطَّنَافِسِيُّ يَعْنِيْ عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ وَعُقُوْبَتَهُ سِجْنَهُ.

১/২৪২৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ওয়াবর বিন আবূ দুলায়লাহ আত-তায়িফী মুহাম্মাদ বিন মায়মূন বিন মুসায়কাহ (মাকবূল) আমর বিন শারীদ তার পিতা (শারীদ বিন সুওয়ায়দ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে সচ্ছল ব্যক্তি কোন দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তাকে অপমান করা ও শাস্তি দেয়া উভয়ই আমার জন্য হালাল। আল আত-তানাফিসী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অপমান করা অর্থ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং শাস্তি দেয়ার অর্থ তাকে জেলখানায় কয়েদ করা।[২৪২৭]

٢٤٢٨/٢ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيْمٍ لِيْ فَقَالَ لِيْ «الْزَمْهُ ثُمَّ مَرَّ بِيْ آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ يَا أَخَا بَنِيْ تَمِيْمٍ».

২/২৪২৮। হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) নাস্র বিন শুমায়ল হিরমাস বিন হাবীব (আবূ হাতিম বলেন, তিনি একজন গ্রাম্যলোক. তার থেকে নাদর ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি) তার পিতা (হাবীব) (মাজহুল বা অপরিচিত) দাদা (স্রা'লাবাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার এক দেনাদারকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এলাম। তিনি বলেনঃ এর পিছে লেগে থাকো। অতঃপর দিনের শেষে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলেনঃ হে তামীম গোত্রের ভাই! তোমার কয়েদী কী করছে?[২৪২৮]

٢٤٢٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْبًا فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ».

২৪২৭. নাসায়ী ৪৬৯০, আবূ দাউদ ৩৬২৮, আহমাদ ১৮৯৬২। ইরওয়া' ১৪৩৪, মিশকাত ২৯১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৪২৮. আবূ দাউদ ৩৬২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তা'লীক আলা ইবনু মাজাহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু আবূ আসিম বলেন,তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৫৫৪, ৩০/১৫৮ নং পৃষ্ঠা) ২. হিরমাস বিন হাবীব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি একজন গ্রাম্যলোক. তার থেকে নাদর ব্যতীত কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তাকে চিনিনা। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাঃ ৬৫৫৮, ৩০/১৬২ নং পৃষ্ঠা) ৩. হাবীব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাঃ ১১০৬, ৫/৪১০ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৪২৯। ❮মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও ইয়াহইয়া বিন হাকীম❯❮উসমান বিন উমার❯❮য়ূনুস বিন ইয়াযীদ❯❮যুহরী❯❮আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক ❯❮তার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাদিয়াল্লাহু আনহু)❯ আবদুল্লাহ বিন কাব বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বিন আবূ হাদরাদকে তার দেয়া ঋণ ফেরত দানের জন্য মসজিদের মধ্যে তাগাদা দিলেন। এতে তাদের উভয়ের কণ্ঠস্বর চরমে উঠে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘর থেকে তা শুনতে পান। তিনি তাদের নিকট বের হয়ে এসে কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকলেন। কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেনঃ আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ তোমার পাওনা থেকে এই পরিমাণ ছেড়ে দাও এবং নিজের হাত দিয়ে ইশারা করে অর্ধেক ছেড়ে দিতে বলেন। কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেনাদারকে বলেনঃ উঠে যাও এবং ওর ঋণ পরিশোধ করো।[২৪২৯]

٥٩/١٣. بَاب الْقَرْضِ

১৩/৫৯. অধ্যায় : করয দেয়া

٢٤٣٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُوْمِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِيْ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِيْ قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِيْ عِنْدَكِ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِيْ قَضَيْتَنِيْ مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلهِ أَبُوْكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِيْ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُوْدٍ».

১/২৪৩০। ❮মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী❯❮ইয়া'লা❯❮সুলায়মান বিন ইয়াসার (দঈফ বা দুর্বল)❯❮কায়স বিন রূমী (মাজহুল বা অপরিচিত)❯❮আলকামাহ বিন কায়স❯❮আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)❯ কায়স বিন রূমী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান বিন আদনান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আলকামা(রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে তার ভাতা প্রাপ্তির সাপেক্ষে এক হাজার দিরহাম করয দিয়েছিলেন। সুলায়মান তাকে কঠোরভাবে করয থেকে দানের তাগাদা দিলেন। আলকামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার কর্য ফেরত দিলেন এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। কয়েক মাস পর তিনি সুলায়মানের নিকট এসে বলেন, হাঁ খুব ভালো কথা। হে উতবার মা! দয়া করে তোমার নিকট গচ্ছিত মোহর করা থলেটি নিয়ে এসো। সে তা নিয়ে এলে সুলায়মান (আলকামাকে) বলেন, আল্লাহর শপথ! দেখুন, এগুলো আপনার সেই দিরহাম যা আপনি আমাকে ফেরত দিয়েছিলেন। আমি তা থেকে একটি দিরহামও সরাইনি। আলকামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর জন্য তোমার পিতা উৎসর্গিত হোক! তবে কোন জিনিস তোমাকে আমার সাথে রূঢ় আচরণ করতে প্ররোচিত করেছিল? তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট যে হাদীস্র শুনেছি তা। আলকামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তুমি আমার নিকট কী হাদীস্র শুনেছ?

২৪২৯. স্বহীহুল বুখারী ৪৫৭, ৪৭১, ২৪১৮, ২৪২৪, ২৭০৬, ২৭১০, মুসলিম ১৫৫৮, নাসায়ী ৫৪০৮, ৫৪১৪, আবূ দাউদ ৩৫৯৫, আহমাদ ২৬৬৩২, ২৬৬৩৬, দারিমী ২৫৮৭। ইরওয়া' ১৪২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তিনি বলেন, আমি আপনাকে বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দু'বার করয দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব পায়।" আলকামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে এভাবেই অবহিত করেছেন।[২৪৩০]

٢٤٣١/٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ و حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ «مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ».

২/২৪৩১। ⟨উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল কারীম ও আবূ হাতিম⟩⟨হিশাম বিন খালিদ⟩⟨খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক (দঈফ বা দুর্বল)⟩⟨তার পিতা (ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক) (মাকবূল)⟩⟨আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মিরাজের রাতে আমি জান্নাতের একটি দরজায় লেখা দেখলাম, দান-খয়রাতে দশ গুণ সওয়াব এবং করযে আঠারো গুণ! আমি বললামঃ হে জিবরাঈল! করয দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম হওয়ার কারণ কী? তিনি বলেন, ভিক্ষুক নিজের কাছে (সম্পদ) থাকতেও ভিক্ষা চায়, কিন্তু করযদান প্রয়োজনের তাগিদেই কর্য চায়।[২৪৩১]

٢٤٣٢/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ إِسْحَقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِيْ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ».

৩/২৪৩২। ⟨হিশাম বিন আম্মার⟩⟨ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)⟩⟨উতবাহ বিন হুমায়দ আদ-দব্বী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায়

২৪৩০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৩৮৯, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/৩৪। **তাহক্বীক আলবানীঃ দঈফ তবে মারফূ' সূত্রে হাসান।**
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সুলায়মান বিন ইয়াসার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয় তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাঃ ২৫৭৫, ১২/১০৬ নং পৃষ্ঠা) ২. কায়স বিন রূমী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এই হাদীস্র ছাড়া তার সম্পর্কে কোথাও কিছু জানা যায় না। (তাঃ ৪৯০৪, ২৪/৩৮ নং পৃষ্ঠা)

২৪৩১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৩৮। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/৩৪, দঈফাহ ৩৬৩৭। **তাহক্বীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাবঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৬৬৩, ৮/১৯৬ নং পৃষ্ঠা)

কখনো কখনো ভুল করেন) ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক আল-হুনায়ী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে মাল করয দেয়, অতঃপর করযদার তাকে উপঢৌকন দেয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন জিনিস করয দেয়ার পর করযদার তাকে কিছু উপঢৌকন দিলে বা তার সওয়ারীতে আরোহণ করাতে চাইলে সে যেন তাতে আরোহণ না করে এবং উপঢৌকন গ্রহণ না করে। তবে তাদের মধ্যে আগে থেকেই এরূপ সৌজন্যমূলক বিনিময়ের প্রচলন থাকলে আপত্তি নেই।[২৪৩২]

١٣/٦٠. دَاءِ الدَّيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ

১৩/৬০. অধ্যায় : মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা

٢٤٣٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ».

১/২৪৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফ্‌ফান হাম্মাদ বিন সালামাহ আবদুল মালিক আবূ জা'ফার (মাকবূল) আবূ নাদরাহ সাদ ইবনুল আতওয়াল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার ভাই ইনতিকাল করেন এবং তিন শত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। আমি সেগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমার ভাই দেনার কারণে আটক রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার পক্ষ থেকে সব দেনা শোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবিকৃত দু'টি দীনার বাকী আছে। কিন্তু তার কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বলেনঃ তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ সে সত্যবাদিনী।[২৪৩৩]

٢٤٣٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

২৪৩২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৪০০, মিশকাত ২৮৩১, দঈফাহ ১১৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. উতবাহ বিন হুমায়দ আদ-দব্বী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৭৩, ১৯/৩০৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাঃ ৬৭৮৩, ৩১/১৯৯ নং পৃষ্ঠা)

২৪৩৩. আহমাদ ১৬৭৭৬, ১৯৫৭২। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১২১। আহকামুল জানায়িয ১৫ নং পৃষ্ঠা **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ «جُدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ فَجَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَائِبًا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُبَارِكَنَّ اللهُ فِيْهَا».

২/২৪৩৪। ❖[আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী][শুআয়ব বিন ইসহাক][হিশাম বিন উরওয়াহ][ওয়াহব বিন কায়সান][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]❖ তার পিতা তার দায়িত্বে তিরিশ ওয়াসাক (খাদ্যশস্য) দেনা রেখে মারা যান। এক ইহূদীর নিকট থেকে তা ধার নেয়া হয়েছিল। জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তার কাছে সময় চাইলে সে তাকে সময় দিতে রাযী হলো না। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আলাপ করলেন যে, সে যেন তার করযের বিনিময়ে জাবিরের বাগানের খেজুর নিয়ে নেয়। ইহূদী তাতে সম্মত হলো না। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সময় দিতে বললে এবারও সে তাকে সময় দিতে রাজী হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাবিরের বাগানে প্রবেশ করে তার মধ্যে পায়চারি করলেন, তারপর জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে বললেনঃ খেজুর কেটে তার সম্পূর্ণ পাওনা তাকে মিটিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রত্যাবর্তনের পর জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তা কাটলেন এবং তা থেকে ইহূদীকে তিরিশ ওয়াসাক দেয়ার পর আরো ১২ ওয়াসাক উদ্বৃত্ত হলো। অতএব জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এ খবর জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুপস্থিত পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিরে এলে তিনি তাঁর কাছে এসে জানান যে, তিনি ইহূদীর সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করেছেন এবং যা উদ্বৃত্ত হলো তার কথাও তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ বললেনঃ খবরটি উমার ইবনুল খাত্তাবকেও পৌঁছিয়ে দাও। জাবির (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) উমর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) র কাছে গিয়ে তাকে খবরটি জানালে তিনি তাকে বলেনঃ আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বাগানের মধ্যে পায়চারি করেছেন তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাতে বরকত দিবেন।[২৪৩৪]

١٣/٦١. بَاب ثَلَاثٌ مَنْ ادَّانَ فِيْهِنَّ قَضَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ

১৩/৬১. অধ্যায় : তিন কারণে দেনাদার হলে আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিবেন।

١/٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ أَنْعُمٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ إِلَّا مَنْ

২৪৩৪. সহীহুল বুখারী ২৩৯৬, ২৬০১, ২৭০৯, ২৭৮১, ৪০৫৩, নাসায়ী ৩৬৩৬, ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, ৩৬৩৯, ৩৬৪০, ২৮৮৪। আল-আহকাম ১৭, ১৮, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

يَدِيْنُ فِيْ ثَلَاثِ خِلَالٍ الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَسْتَدِيْنُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللهِ وَعَدُوِّهِ وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيْهِ إِلَّا بِدَيْنٍ وَرَجُلٌ خَافَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِيْنِهِ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِيْ عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/২৪৩৫। আবূ কুরায়ব রিশদীন বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল), আবদুর রহমান আল-মুহারিবী, আবূ উসামাহ ও জা'ফার বিন আওন ইবনু আনউম (দঈফ বা দুর্বল) ইমরান বিন আবদুল মাআফিরী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ কুরায়ব ওয়াকী' সুফইয়ান ইবনু আনউম (দঈফ বা দুর্বল) ইমরান বিন আবদুল মাআফিরী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে কিয়ামাতের দিন তার থেকে ঋণ কর্তন করা হবে। কিন্তু তিন কারণে ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা। (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে ঋণ করে আর তার দ্বারা সে আল্লাহর দুশমন এবং নিজের দুশমনের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। (দুই) কোন ব্যক্তির নিকট কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে দাফন করার জন্য সে ঋণগ্রস্ত হলে। (তিন) যে অবিবাহিত ব্যক্তি দারিদ্র্যের কারণে আল্লাহর দীন থেকে বিপথগামী হওয়ার আশংকায় ঋণ করে বিবাহ করে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ থেকে তাদের ঋণ শোধ করবেন।[২৪৩৫]

كِتَابُ الرُّهُوْنِ

(অধ্যায়ঃ বন্ধক)

٦٢/١٣. باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

১৩/৬২. অধ্যায় : আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ

٢٤٣٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ».

২৪৩৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৫৪৮৩, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. রিশদীন বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার থেকে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। আমর ইবনুল ফাল্লাস ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী মুনকারুল হাদীস ও তার মাঝে অমনযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। (তাঃ ১৯১১, ৯/১৯১ নং পৃষ্ঠা) ২. (আবদুর রহমান বিন যিয়াদ) ইবনু আনউম আল-ইফরীকী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ বর্জনীয়। ইবনু মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। (তাঃ ৯৪৮, ৫/৭০ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইমরান বিন আবদুল মাআফিরী সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ৪৪৯৫, ২২/৩৩৭ নং পৃষ্ঠা)

১/২৪৩৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস বিন গিয়াস আল-আ'মাশ ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আসওয়াদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইহূদীর নিকট থেকে (বাকীতে) কিছু খাদ্যশস্য ক্রয় করেন এবং তার কাছে নিজের লৌহবর্মটি বন্ধক রাখেন।[২৪৩৬]

٢٤٣٧/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ «رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا».

২/২৪৩৭। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী আমার পিতা (আলী বিন নাস্‌র আল-জাহদামী) হিশাম (বিন আবূ আবদুল্লাহ) কাতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার এক ইহূদীর নিকট তাঁর লৌহবর্মটি বন্ধক রেখে তার থেকে নিজ পরিবারের জন্য কিছু বার্লি ক্রয় করেন।[২৪৩৭]

٢٤٣٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِطَعَامٍ».

৩/২৪৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আবদুল হামীদ বিন বাহরাম শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ইরসাল করেন) আসমা' বিনতু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করেন এবং তখন তাঁর লৌহবর্মটি এক ইহূদীর নিকট কিছু খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[২৪৩৮]

٢٤٣٩/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ».

৪/২৪৩৯। আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়াহ আল-জুমাহী সাবিত বিন ইয়াযীদ হিলাল বিন খাব্বাব (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর লৌহবর্মটি এক ইহূদীর নিকট তিরিশ সা বার্লির বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[২৪৩৯]

২৪৩৬. সহীহুল বুখারী ২০৬৮, মুসলিম ১৬০৩, নাসায়ী ৪৬০৯, ৪৬৫০, আহমাদ ২৪৭৪৬, ২৫৪০৩, ২৫৪৬৭। ইরওয়া' ১৩৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৩৭. সহীহুল বুখারী ২০৬৯, তিরমিযী ১২১৫, নাসায়ী ৪৬১০, আহমাদ ১১৯৫২। ইরওয়া' ৫/২৩১, মুখতাসারুশ শামাইল ২৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৩৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/২৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২৪৩৯. তিরমিযী ১২১৪, নাসায়ী ৪৬৫১, আহমাদ ২১১০, ২৭১৯, ২৭৩৮, ৩৩৯৯, দারিমী ২৫৮২। ইরওয়া' ৫/২৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী হিলাল বিন খাব্বাব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলন, তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিলো। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (তাঃ ৬৬১৬, ৩০/৩৩০ নং পৃষ্ঠা)

١٣/٦٣. بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

১৩/৬৩. অধ্যায় : বন্ধকী জন্তুতে আরোহণ এবং তার দুধ পান করা

٢٤٤٠/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ».

১/২৪৪০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' যাকারিয়া আশ-শা'বী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ বন্ধককৃত পশুতে আরোহণ করা যাবে এবং বন্ধকী পশুর দুধও পান করা যাবে। তবে যে ব্যক্তি পশুটিকে বাহনরূপে ব্যবহার করবে বা তার দুধ পান করবে সে-ই তার আহার ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে।[২৪৪০]

١٣/٦٤. بَاب لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

১৩/৬৪. অধ্যায় : বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না

٢٤٤١/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ».

১/২৪৪১। মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ (দঈফ বা দুর্বল) ইবরাহীম ইবনুল মুখতার (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ইসহাক বিন রাশিদ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।[২৪৪১]

١٣/٦٥. بَاب أَجْرِ الْأُجَرَاءِ

১৩/৬৫. অধ্যায় : শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে

٢٤٤٢/١ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ».

২৪৪০. সহীহুল বুখারী ২৫১১, ২৫১২, তিরমিযী ১২৪৫, আবূ দাউদ ৩৫২৬, আহমাদ ৭০৮৫, ৯৭৬০। ইরওয়া' ১৪০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৪১. মুয়াত্তা মালিক ১৪৩৭। ইরওয়া' ৫/২৪২, ১৪০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল, তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর রাযী তার হাদীস বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়, তিনি দুর্বল। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, আল্লাহর শপথ তিনি মিথ্যা বলতেন। (তাঃ ৫১৬৭, ২৫/৯৭ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবরাহীম ইবনুল মুখতার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, যাদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তিনি তাদের একজন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হিফয শক্তি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাঃ ২৪০, ২/১৯৪ নং পৃষ্ঠা)

Contents

১/২৪৪২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াহইয়া বিন সালীম (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে বাদী হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হবো, তার বিরুদ্ধে জয়ী হবো। কিয়ামতের দিন আমি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো তারা হলোঃ যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার করে, পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের জন্য স্বাধীন মানুষ বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পূর্ণ মজুরী দেয় না।[২৪৪২]

٢٤٤٣/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ».

২/২৪৪৩। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী ওয়াহব বিন সাঈদ বিন আতিয়্যাহ আস-সালামী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (যায়দ বিন আসলাম) আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও।[২৪৪৩]

١٣/٦٦. بَاب إِجَارَةِ الْأَجِيْرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

১৩/৬৬. অধ্যায় : পেটে–ভাতে শ্রমিক নিয়োগ

٢٤٤٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ طس حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسَى قَالَ إِنَّ مُوْسَى ﷺ «آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِيْنَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ».

১/২৪৪৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন) বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ মাসলামাহ বিন আলী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)

২৪৪২. সহীহুল বুখারী ২২২৭। ইরওয়া' ১/১৪৮৯, রাওদুন নাদীর ১১০২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তায়িফী সম্পর্কে তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৮৪১, ৩১/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২৪৪৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৪৯৮, মিশকাত ২৯৮৭, রাওদুন নাদীর ১৯৩, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৬টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৭টি খুবই দুর্বল, ১১টি দুর্বল, ৯টি হাসান, ৯টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আল-ফাওয়াইদ ৪৪, ১৪১২।

সাঈদ বিন আবূ আয়্যূব💥হারিস্ বিন ইয়াযীদ💥আলী বিন রাবাহ💥উতবাহ ইবনুন নুদ্দার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)💥 (আলী বিন রাবাহ) বলেন, আমি উতবাহ ইবনুল নুদ্দার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি সূরা তা-সীন-মীম পাঠ করলেন। শেষে মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছে তিনি বলেনঃ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আট অথবা দশ বছর যাবত নিজেকে শ্রমিকরূপে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজের লজ্জাস্থান হেফাজতের (বিবাহ) ও পেটের আহারের বিনিময়ে।[২৪৪৪]

٢/٢٤٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا.

২/২৪৪৫। 💥আবূ উমার হাফস্ বিন আমর💥আবদুর রহমান বিন মাহদী💥সালীম বিন হায়্যান💥হায়্যান বিন বিসতাম) (মাকবূল)💥আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)💥 তিনি বলেন, আমি ইয়াতীমরূপে লালিত-পালিত হয়েছি এবং মিসকীনরূপে হিজরত করেছি। আমার পেটের আহার ও পালাক্রমে বাহনে আরোহণের শর্তে আমি গাযওয়ান-কন্যার শ্রমিকরূপে নিয়োজিত হই। আমি লোকেদের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতাম। তারা জন্তুযান থেকে অবতরণ করলে আমি আরোহণ করতাম এবং তারা জন্তুযানে আরোহণ করলে আমি তা হাঁকিয়ে নিতাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং আবূ হুরায়রাকে ইমাম (শাসক) বানিয়েছেন।[২৪৪৫]

١٣/٦٧. بَاب الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

১৩/৬৭. অধ্যায় : এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি উত্তোলন এবং উত্তম খেজুরের শর্তারোপ

١/٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا

২৪৪৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৪৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল**।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মাসলামাহ বিন আলী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার বিরুদ্ধে জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তার হাদীস বর্জন করেছেন। (তাঃ ৫৯৫৮, ২৭/৫৬৭ নং পৃষ্ঠা)

২৪৪৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী হায়্যান বিন বিসতাম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীবএর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তার ছেলে ব্যাতীত কেউ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেনি, ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে সিকাহ বলে উল্লেখ করেনি। (তাঃ ১৫৭৪, ৭/৪৭১ নং পৃষ্ঠা)

يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُقِيتَ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ».

১/২৪৪৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা আস্‌-সনআনী আল-মু'তামির বিন সুলায়মান তার পিতা (সুলায়মান) হানাশ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদ্যাভাবে পতিত হলেন। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা জানতে পেরে কাজের সন্ধানে বের হলেন, যাতে কিছু রোজগার করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খাদ্যাভাব দূর করতে পারেন। তিনি এক ইহূদীর খেজুর বাগানে পৌঁছে প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি করে খেজুরের শর্তে (কূপ থেকে) সতের বালতি পানি উঠালেন। ইহূদী তাকে সতেরটি উত্তম খেজুর বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিলো। তিনি খেজুরসহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থিত হলেন।[২৪৪৬]

٢٤٤٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ.

২/২৪৪৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুর রহমান সুফইয়ান আবূ ইসহাক আবূ হায়্যাহ (মাকবূল) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি এক একটি উত্তম খেজুর প্রদানের শর্তে (কূপ থেকে) এক বালতি করে পানি উত্তোলন করেছি।[২৪৪৭]

٢٤٤٨/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لِيَ أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا قَالَ «الْخَمْصُ فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئًا فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَإِذَا هُوَ بِيَهُوْدِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُوْدِيِّ أَسْقِي نَخْلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَاشْتَرَطَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ خَدِرَةً وَلَا تَارِزَةً وَلَا حَشَفَةً وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا جَلْدَةً فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ».

৩/২৪৪৮। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ, তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) তার দাদা (আবূ সাঈদ কায়সান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক সাহাবী এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী ব্যাপার, আমি আপনাকে বিবর্ণ দেখছি। তিনি বলেনঃ ক্ষুধার কারণে। অতএব আনসারী নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন, কিন্তু বাড়িতে কিছু না পেয়ে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি এক ইহূদীকে খেজুর বাগানে পানি সেচ করতে দেখলেন। আনসারী ইহূদীকে বললেন, আমি কি তোমার বাগানে পানি সেচে দিবো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর। আনসারী আরও শর্ত লাগান যে,

---

২৪৪৬. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/৩১৪। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীসের রাবী হানাশ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী তকে দুর্বল বলেছেন। (তাঃ ১৩৩০, ৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২৪৪৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

কালো খেজুর, শুষ্ক খেজুর ও নিকৃষ্ট খেজুর নিবো না, বরং উত্তম খেজুর নিবো। অতঃপর তিনি পানি সেচ করে দু' সা' পরিমাণ খেজুর পেলেন এবং তা নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে হাজির হলেন।[২৪৪৮]

٦٨/١٣. بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

১৩/৬৮. অধ্যায় : এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের চুক্তিতে ভাগচাষ

٢٤٤٩/١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ».

১/২৪৪৯। হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যি > আবুল আহওয়াস > তারিক বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) > সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব > রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাকালা ও মুযাবানা পদ্ধতির লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি জমি চাষাবাদ করবে। (১) যার জমি আছে সে তা চাষাবাদ করবে, (২) যাকে ধারে জমি দান করা হয়েছে সে তার চাষাবাদ করবে এবং (৩) যে ব্যক্তি নগদ অর্থে জমি ভাড়া দেয়।[২৪৪৯]

٢٤٥٠/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُوْلُ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ».

২৪৪৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল**।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ২১/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মাঝে মিথ্যবাদীতা রায়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। আমর ইবনুল ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩০৫, ১৫/৩১ নং পৃষ্ঠা)

২৪৪৯. সহীহুল বুখারী ১২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ৪০১৩, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৪৮, তিরমিযী ১৩০৩, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১, ৩৮৮৬, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৮৯৬, ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯, ৩৯১০, ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৩৯১৫, ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮, ৩৯১৯, ৩৯২২, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৩৩৯৩, ৩৩৯৪, ৩৩৯৫, ৩৩৯৭, ৩৪০২, আহমাদ ২০৮৮, ৪৪৯০, ৪৫৭২, ৫২৯৭, ১৫৩৭৬, ১৫৩৮৪, ১৫৩৯৭, ১৬৮০৫, ১৬৮২৭, ১৬৮৩৬, ১৪১৫। সহীহাহ ১৭১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী তারিক বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৫২, ১৩/৩৪৫ নং পৃষ্ঠা)

২/২৪৫০। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মদ ইবনুস্ সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আমর বিন দীনার ইবনু উমার (রাঃ) রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) (ইবনু উমার) বলেন, আমরা মুখাবারা (ভাগচাষ) করতাম এবং তা দূষণীয় মনে করতাম না। এক পর্যায়ে আমরা রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাগচাষ নিষেধ করেছেন। তখন আমরা তার কথায় এটা ত্যাগ করলাম।[২৪৫০]

٢٤٥١/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

৩/২৪৫১। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ আতা' জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কতক লোকের উদ্বৃত্ত জমি ছিল। তারা তা এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসলের চুক্তিতে বর্গা দিতো। নবী (সাঃ) বলেনঃ যার উদ্বৃত্ত জমি আছে সে যেন নিজে তা চাষাবাদ করে অথবা তার ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়। সে তাতে সম্মত না হলে তার জমি পতিত রাখুক।[২৪৫১]

٢٤٥٢/٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».

৪/২৪৫২। ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী আবূ তাওবাহ আর-রাবী' বিন নাফি' মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা তার অপর ভাইকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই চাষাবাদ করতে দেয়। সে তাতে সম্মত না হলে তার জমি পতিত রাখুক।[২৪৫২]

١٣/٦٩. بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ

১৩/৬৯. অধ্যায় : জমি ভাড়া নেয়া

٢٤٥٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَوْ قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ مَزَارِعًا فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ» فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا.

২৪৫০. মুসলিম ১৫৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৫১. মাজাহ ২৪৫৪, সহীহুল বুখারী ২৩৪১, ২৬৩৩, মুসলিম ১৫৩৬, ৩৮৭৪, ৩৮৭৫, ৩৮৭৬, ৩৮৭৭, ৩৮৭৮, ৩৮৮০, ৩৮৮১, ৩৯২১০, আহমাদ ১৩৮৩০, ১৩৮৫৭, ১৩৮৮০, ১৩৯৪২, ১৪৩৯৯, ২৭৫৫৬, ১৪৫৫০, ১৪৫৮৮, ১৪৭৮৯, ১৪৮৫৯, ২৬১৫। গায়াতুল মারাম ৩৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৫২. মুসলিম ১৫৪৪, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৩৪। আল-গায়াহ ৩৬০।

১/২৪৫৩। ∝[আবূ কুরায়ব]✕[আবদাহ বিন সুলায়মান, আবূ উসামাহ ও মুহাম্মাদ বিন উবায়দ]✕[উবায়দুল্লাহ অথবা আবদুল্লাহ বিন উমার বিন নাফি']✕[নাফি']✕[ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]⋄ তিনি তার জমি বর্গা পদ্ধতিতে ভাড়া দিতেন। তার নিকট এক ব্যক্তি এসে তাকে বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরাতে বললো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার কাছে গেলেন এবং আমিও তার সাথে গেলাম। বালাত নামক স্থানে তিনি তার সাক্ষাত পেয়ে এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্গাচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জমি বর্গা দেয়া ত্যাগ করেন।[২৪৫৩]

٢٤٥٤/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلَا يُؤَاجِرْهَا».

২/২৪৫৪। ∝[আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী]✕[দমরাহ বিন রাবীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন)]✕[ইবনু শাওযাব]✕[মাতার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন এবং আতা' থেকে তার বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল)]✕[আতা']✕[জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]⋄ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেনঃ যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে ধার দেয়, কিন্তু যেন ইজারা (বর্গা) না দেয়।[২৪৫৪]

٢٤٥٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِيْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ».

২৪৫৩. মাজাহ ২৪৪৯, ২২৬৭, ২৪৫৮, ২৪৫৯, ২৪৬০, ২৪৬৫, সহীহুল বুখারী ২২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ৪০১৩, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৮৪, তিরমিযী ১৩০৩, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৮৯৬, ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯, ৩৯১০, ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৩৯১৫, ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮, ৩৯১৯, ৩৯২২, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২,৩৩৯৩,৩৩৯৪, ৩৩৯৫, ৩৩৯৭, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৪০১, ৩৪০২, আহমাদ ৪৪৯০, ৪৫৭২, ৫২৯৭, ১৫৩৭৬, ১৫৩৮৪, ১৫৩৯৭, ১৬৮০৫, ১৬৮২৭, ১৬৮৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪১৫। ইরওয়া' ১৪৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৫৪. মাজাহ ২৪৫১, সহীহুল বুখারী ২৩৪১, ২৬৩৩, মুসলিম ১৫৩৬, ৩৮৭৪, ৩৮৭৫, ৩৮৭৬, ৩৮৭৭, ৩৮৭৮, ৩৮৮০, ৩৮৮১, ৩৯২১০, আহমাদ ১৩৮৩০, ১৩৮৫৭, ১৩৮৮০, ১৩৯৪২, ১৪৩৯৯, ২৭৫৫৬, ১৪৫৫০, ১৪৫৮৮, ১৪৭৮৯, ১৪৮৫৯, ২৬১৫। আল-গায়াত ৩৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. দমরাহ বিন রাবীআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সালিহ। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিসরী বলেন, তিনি তাদের যুগে একজন ফাকীহ ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৩৮, ১৩/৩১৬ নং পৃষ্ঠা) ২. মাতার সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৪৫৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ মালিক (বিন আনাস বিন মালিক বিন আবূ আমির) দাঊদ ইবনুল হুসায়ন ইবনু আবূ আহমাদ এর মাওলা আবূ সুফইয়ান আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাকালা নিষিদ্ধ করেছেন। মুহাকালা হলো, জমি কেরায়া (বর্গা) দেয়া।[২৪৫৫]

٧٠/١٣. بَاب الرُّخْصَةِ فِيْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

১৩/৭০. অধ্যায় : খালি জমি নগদ বিক্রয় করা অনুমোদিত

٢٤٥٦/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِيْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا».

১/২৪৫৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয বিন জুরায়জ আমর বিন দীনার তাঊস ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বহু লোককে জমি কেরায়া দেয়া সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুনে বলতেনঃ সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার জমি তার অপর ভাইকে বিনা লাভে কেন চাষাবাদ করতে দেয় না? তিনি তা কেরায়া (বর্গা) দিতে নিষেধ করেননি।[২৪৫৬]

٢٤٥٧/٢ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُوْمٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ».

২/২৪৫৭। আল-আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী আবদুর রায্যাক মা'মার ইবনু তাঊস তার পিতা (তাঊস বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কারো জমি তার ভাইকে বিনা লাভে চাষাবাদ করতে দেয়া, এই এই পরিমাণ নির্ধারিত কিছু গ্রহণ করে চাষাবাদ করতে দেয়ার চাইতে তার জন্য অধিক কল্যাণকর। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এটাই হলো হাক্ল এবং আনসারদের ভাষায় তা হলো মুহাকালাহ (বর্গাচাষ)।[২৪৫৭]

٢٤٥٨/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلِيْ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ «فَنُهِيْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ».

২৪৫৫. সহীহুল বুখারী ২১৮৬, মুসলিম ১৫৪৬, আহমাদ ১০৬৩৮, ১০৬৬৮, ১১১৮৩, ১১২৪৪, মুয়াত্তা মালিক ১৩১৮, দারিমী ২৫৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৫৬. সহীহুল বুখারী ২৩৩০, ২৩৪২, ২৬৩৪, মুসলিম ১৫৫০, তিরমিযী ১৩৮৫, তিরমিযী ৩৮৭৩, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, আহমাদ ২০৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৫৭. মাজাহ ২৪৫৬, সহীহুল বুখারী ২৩৩০, ২৩৪২, ২৬৩৪, মুসলিম ১৫৫০, তিরমিযী ১৩৮৫, নাসায়ী ৩৮৭৩, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, আহমাদ ২০৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/২৪৫৮। ∝[মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][হানযালাহ বিন কায়স][বলেন, আমি রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা এই শর্তে জমি বর্গা দিতাম যে, এই জমিতে যা উৎপন্ন হবে তা তোমার এবং এই জমিতে যা উৎপন্ন হবে তা আমার। অতঃপর আমাদেরকে উৎপন্ন শস্যের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করা হয়। অবশ্য আমাদেরকে নগদ অর্থে জমি ইজারা দিতে নিষেধ করা হয়নি।[২৪৫৮]

٧١/١٣. بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْمُزَارَعَةِ

১৩/৭১. অধ্যায় : ভাগচাষে যা অপছন্দনীয়

٢٤٥٩/١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ فَقَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوْهَا أَوْ أَزْرِعُوْهَا» .

১/২৪৫৯। ∝[আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী][আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম][আল-আওযাঈ][আবুন-নাজাশী][রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)][তার চাচা জুহায়র বিন রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন, যা ছিল আমাদের জন্য উপকারী। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন সেটাই যথার্থ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা তোমাদের জমি চাষাবাদের ব্যাপারে কী করো? আমরা বললাম, আমরা তা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ শস্য বা কয়েক ওয়াসাক যব বা গমের বিনিময়ে বর্গা দেই। তিনি বলেনঃ তোমরা তা করো না। হয় তোমরা নিজেরা তা চাষাবাদ করো অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে (ধার) দাও।[২৪৫৯]

٢٤٦٠/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنِ أَخِيْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا

২৪৫৮. মাজাহ ২৪৪৯, ২২৬৭, ২৪৫৩, ২৪৫৯, ২৪৬০, ২৪৬৫, সহীহুল বুখারী ২২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ৪০১৩, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৮৪, তিরমিযী ১৩০৩, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৮৯৬, ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯, ৩৯১০, ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৩৯১৫, ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮, ৩৯১৯, ৩৯২২, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২,৩৩৯৩,৩৩৯৪, ৩৩৯৫, ৩৩৯৭, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৪০১, ৩৪০২, আহমাদ ৪৪৯০, ৪৫৭২, ৫২৯৭, ১৫৩৭৬, ১৫৩৮৪, ১৫৩৯৭, ১৬৮০৫, ১৬৮২৭, ১৬৮৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৬১৫। ইরওয়া' ৫/২৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৫৯. মাজাহ ২৪৪৯, ২২৬৭, ২৪৫৮, ২৪৫৩, ২৪৬০, ২৪৬৫, সহীহুল বুখারী ২২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ৪০১৩, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৮৪, তিরমিযী ১৩০৩, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৮৯৬, ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯, ৩৯১০, ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৩৯১৫, ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮, ৩৯১৯, ৩৯২২, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২,৩৩৯৩,৩৩৯৪, ৩৩৯৫, ৩৩৯৭, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৪০১, ৩৪০২, আহমাদ ৪৪৯০, ৪৫৭২, ৫২৯৭, ১৫৩৭৬, ১৫৩৮৪, ১৫৩৯৭, ১৬৮০৫, ১৬৮২৭, ১৬৮৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪১৫। ইরওয়া' ৫/৩০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيْدًا وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيْدِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «يَنْهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ وَيَقُوْلُ مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ».

২/২৪৬০। ◊[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবদুর রায্‌যাক][সাওরী][মানসূর][মুজাহিদ][উসায়দ বিন যুহায়র][রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, আমাদের কেউ তার জমির মুখাপেক্ষী না হলে সে তা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক ফসলের শর্তে বর্গা দিতো এবং তিনটি নালার শর্ত করতো (এভাবে যে, সেখানকার ফসল আমি নেবো), আরও শর্ত লাগাতো ভূষি এবং বসন্তকালের পানি থেকে উৎপাদিত ফসল নেয়ার। তখনকার জীবনযাত্রা ছিল খুবই কষ্টকর। তখন জমিতে চাষাবাদ করা হতো লোহা এবং আল্লাহর মর্জিতে অন্যান্য জিনিস দিয়ে, অতঃপর তা থেকে লাভ আসতো। অতঃপর রাফে বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন যা ছিল তোমাদের জন্য উপকারী। অবশ্য আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য অধিক উপকারী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের জন্য ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার জমির মুখাপেক্ষী নয়, সে যেন তা তার ভাইকে চাষাবাদ করতে ধার দেয় অন্যথায় তা পতিত রাখে।[২৪৬০]

٢٤٦١/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَوْلَهُ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ».

৩/২৪৬১। ◊[ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী][ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ][আবদুর রহমান বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)][আবূ উবায়দাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার বিন ইয়াসির (মাকবূল)][আল-ওয়ালীদ বিন আবুল ওয়ালীদ (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)][উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র][যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বললেন, আল্লাহ রাফে বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ক্ষমা করুন। আল্লাহর শপথ! সেই হাদীস্রটি সম্পর্কে আমি তার চেয়ে বেশি অবগত। একদা দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে

২৪৬০. মাজাহ ২৪৪৯, ২২৬৭, ২৪৫৮, ২৪৫৯, ২৪৬৫, সহীহুল বুখারী ২২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ৪০১৩, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৮৪, তিরমিযী ১৩০৩, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৮৯৬, ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯, ৩৯১০, ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৩৯১৫, ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮, ৩৯১৯, ৩৯২২, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২,৩৩৯৩,৩৩৯৪, ৩৩৯৫, ৩৩৯৭, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৪০১, ৩৪০২, আহমাদ ৪৪৯০, ৪৫৭২, ৫২৯৭, ১৫৩৭৬, ১৫৩৮৪, ১৫৩৯৭, ১৬৮০৫, ১৬৮২৭, ১৬৮৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪১৫। ইরওয়া' ৫/৩০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

এসে উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেনঃ এই যদি হয় তোমাদের অবস্থা, তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিও না। রাফে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার কথার শুধু এটুকুই শুনলেনঃ "তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিও না"।[২৪৬১]

٧٢/١٣. بَاب الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

১৩/৭২. অধ্যায় : এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে জমি বর্গা দেয়া জায়েয

٢٤٦٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا»

১/২৪৬২। ✪ মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ ✗ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ✗ আমর বিন দীনার ✗ তাঊস বিন কায়সান ✗ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ✪ (আমর বিন দীনার) বলেন, আমি তাঊস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান ! আপনি যদি জমি বর্গা দেয়া ত্যাগ করতেন! কারণ লোকেরা বলাবলি করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, হে আমর! আমি লোকেদের সাহায্য করি এবং তাদের দান করি। মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের উপস্থিতিতে লোকেদের সাথে এরূপ লেনদেন করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাগচাষ নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি তার ভাইকে বিনা লাভে জমি দিতো তবে সেটা তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিময় গ্রহণ করে দেয়ার চেয়ে অধিক কল্যাণকর হতো।[২৪৬২]

٢٤٦٣/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا».

২/২৪৬৩। ✪ আহমাদ বিন স্নাবিত আল-জাহদারী ✗ আবদুল ওয়াহ্হাব ✗ খালিদ (বিন মিহরান) ✗ (আবুল হাজ্জাজ) মুজাহিদ ✗ তাঊস (বিন কায়সান) ✗............✗ মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ✪

২৪৬১. স্বহীহুল বুখারী ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ১০১৩, নাসায়ী ৩৯২৭, আবূ দাঊদ ৩৩৯০, আহমাদ ২১০৭৮, ২১১১৮। গায়াতুল মারাম ৩৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন স্নালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি কাদারিয়্যা মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৫৫, ১৬/৫১৯ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-ওয়ালীদ বিন আবুল ওয়ালীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো কিছু রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাঃ ৬৭৪৫, ৩১/১০৭ নং পৃষ্ঠা)

২৪৬২. মাজাহ, ২৪৫৬, ২৪৫৭,২৪৬৪, স্বহীহুল বুখারী ২৩৩০, ২৩৪২, ২৬৩৪, মুসলিম ১৫৫০, তিরমিযী ১৩৮৫, নাসায়ী ৩৮৭৩, আবূ দাঊদ ৩৩৮৯, আহমাদ ২০৮৮। গায়াতুল মারাম ৩৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসল প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিতেন এবং তোমার এই কালেও তিনি তাই করছেন।[২৪৬৩]

٣/٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا».

৩/২৪৬৪। আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' সুফইয়ান বিন সাঈদ আমর বিন দীনার তাউস (বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ অবশ্যই বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদের জন্য জমি দান করলে সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত ফসল প্রদানের শর্তে দেয়ার চেয়ে তার জন্য অধিক কল্যাণকর।[২৪৬৪]

٧٣/١٣. بَاب اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

১৩/৭৩. অধ্যায় : খাদ্যশস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া

١/٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى».

১/২৪৬৫। হুমায়দ বিন মাসআদাহ খালিদ ইবনুল হারিস সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ ইয়া'লা বিন হাকীম সুলায়মান বিন ইয়াসার রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে জমি বর্গাচাষে দিতাম। আমার কোন এক চাচা আমাদের নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার জমি আছে, সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য (উৎপন্ন ফসল) প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে না দেয়।[২৪৬৫]

٧٤/١٣. بَاب مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

১৩/৭৪. অধ্যায় : কেউ বিনা অনুমতিতে অপরের জমি চাষাবাদ করলে

২৪৬৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৬৪. মাজাহ, ২৪৫৬, ২৪৫৭,২৪৬২, সহীহুল বুখারী ২৩৩০, ২৩৪২, ২৬৩৪, মুসলিম ১৫৫০, তিরমিযী ১৩৮৫, নাসায়ী ৩৮৭৩, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, আহমাদ ২০৮৮। আল-গায়াহ ৩৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৬৫. মাজাহ ২৪৪৯, ২২৬৭, ২৪৫৮, ২৪৫৩, ২৪৬০, ২৪৬৫, সহীহুল বুখারী ২২৮৬, ২৩২৭, ২৩৩২, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৭, ২৩৮৪, ২৭২২, ৪০১৩, মুসলিম ১৫৪৭, ১৫৮৪, তিরমিযী ১৩০৩, ১৩৮৪, নাসায়ী ৩৮৬৩, ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, ৩৮৬৭, ৩৮৬৮, ৩৮৬৯, ৩৮৭০, ৩৮৭১, ৩৮৮৭, ৩৮৮৮, ৩৮৯০, ৩৮৯৫, ৩৮৯৬, ৩৮৯৭, ৩৮৯৯, ৩৯০০, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯, ৩৯১০, ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৩৯১৫, ৩৯১৬, ৩৯১৭, ৩৯১৮, ৩৯১৯, ৩৯২২, ৩৯২৩, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২,৩৩৯৩,৩৩৯৪, ৩৩৯৫, ৩৩৯৭, ৩৩৯৯, ৩৪০০, ৩৪০১, ৩৪০২, আহমাদ ৪৪৯০, ৪৫৭২, ৫২৯৭, ১৫৩৭৬, ১৫৩৮৪, ১৫৩৯৭, ১৬৮০৫, ১৬৮২৭, ১৬৮৩৬, মুয়াত্তা মালিক ১৪১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٤٦٦/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ».

১/২৪৬৬। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ শারীক আবূ ইসহাক আতা' রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করলে সে উৎপন্ন ফসলের কিছুই পাবে না, তবে সে তার চাষাবাদের খরচপত্র ফেরত পাবে।[২৪৬৬]

١٣/٧٥. بَاب مُعَامَلَةِ النَّخِيْلِ وَالْكَرْمِ

১৩/৭৫. অধ্যায় : উৎপন্ন খেজুর ও আঙ্গুরের ভাগ দেয়ার শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়া

٢٤٦٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ».

১/২৪৬৭। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ, সাহল বিন আবূ সাহল ও ইসহাক বিন মানসূর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারবাসীদেরকে উৎপন্ন ফল বা ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে তথাকার বাগানের কাজে নিয়োজিত করেন।[২৪৬৭]

٢٤٦٨/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا».

২/২৪৬৮। ইসমাঈল বিন তাওবাহ হুশায়ম ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল) হাকাম বিন উতায়বাহ মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার এর খেজুর বাগান ও জমি তথাকার বাসিন্দাদের (উৎপন্ন খেজুর ও শস্যের) অর্ধেক প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে দেন।[২৪৬৮]

٢٤٦٩/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ «أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ».

২৪৬৬. তিরমিযী ১৩৬৬, আবূ দাউদ ৩৪০৩। ইরওয়া' ১৫১৯, দঈফাহ ১/১৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৬৭. সহীহুল বুখারী ২২৮৬, ২৩২৮, ২৩২৯, ২৩৩১, ২৩৩৮, ২৪৯৯, ২৭২০, ৪২৪৮, মুসলিম ১৫৫১, তিরমিযী ১৩৮৩, নাসায়ী ৩৯২৯, ৩৯৩০, আবূ দাউদ ৩০০৮, ৩৪০৮, ৩৪০৯, আহমাদ ৪৬৪৯, ৪৭১৮, ৪৯২৭, দারিমী ২৬১৪। ইরওয়া' ১৪৭১, রাওদুন নাদীর ৪৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৬৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৪৬৯। আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ, তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) মুসলিম আল-আ'ওয়ার আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার এলাকা জয় করার পর তা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে দেন।[২৪৬৯]

٧٦/١٣. بَاب تَلْقِيْحِ النَّخْلِ

১৩/৭৬. অধ্যায় : খেজুর গাছে (পুরুষ ও মাদীর মধ্যে) সংযোগ লাগানো

٢٤٧٠/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي نَخْلٍ فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قَالُوا يَأْخُذُوْنَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُوْنَهُ فِي الْأُنْثَى قَالَ مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِيْ شَيْئًا فَبَلَغَهُمْ فَتَرَكُوْهُ فَنَزَلُوْا عَنْهَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ إِنْ كَانَ يُغْنِيْ شَيْئًا فَاصْنَعُوْهُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللهُ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ».

১/২৪৭০। আলী বিন মুহাম্মাদ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ইসরায়ীল সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাব সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন) মূসা বিন তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ তার পিতা (তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একটি খেজুর বাগান অতিক্রম করছিলাম। তিনি লোকেদেরকে দেখলেন যে, তারা নর খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি লোকেদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কী করছে? তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তারা নর গাছের কেশর নিয়ে মাদী গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি বলেনঃ এটা কোন উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। লোকজন তাঁর মন্তব্য অবহিত হয়ে উক্ত প্রক্রিয়া ত্যাগ করলো। ফলে খেজুরের উৎপদান হ্রাস পেলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি অবহিত হয়ে বলেনঃ এটা তো ছিল একটা ধারণা মাত্র। ঐ প্রক্রিয়ায় কোন উপকার হলে তোমরা তা করো। আমি (এ বিষয়ে) তোমাদের মতই একজন মানুষ। ধারণা কখনো ভুলও হয়, কখনো ঠিকও হয়। কিন্তু আমি তোমাদের এভাবে যা বলি "আল্লাহ বলেছেন", সেক্ষেত্রে আমি কখনো আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করবো না।[২৪৭০]

২৪৬৯. আহমাদ ১২০০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ২১/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২৪৭০. মুসলিম ২৩৬১, আহমাদ ১৩৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

٢٤٧١/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا النَّخْلُ يُؤَبِّرُونَهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ فَصَارَ شِيصًا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ» .

২/২৪৭১। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [আফ্ফান] [হাম্মাদ] [সাবিত] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [আফ্ফান] [হাম্মাদ] [হিশাম বিন উরওয়াহ] [তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু শোরগোল শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটা কিসের শোরগোল? সাহাবীগণ বলেন, লোকজন নর খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরের সাথে সংযোগ করছে। তিনি বলেনঃ তারা এরূপ না করলেই ঠিক হতো। অতএব তারা সে বছর উক্ত প্রক্রিয়া ত্যাগ করলো। এতে খেজুরের ফলন হ্রাস পেলো। তারা বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানালে তিনি বলেনঃ তোমাদের একান্তই পার্থিব কোন বিষয় হলে সেটা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার এবং তোমাদের দীনের কোন বিষয় হলে তা আমার কাছে রুজু করবে।[২৪৭১]

٧٧/١٣. بَاب الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ

১৩/৭৭. অধ্যায় : মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার

٢٤٧٢/١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ.

১/২৪৭২। [আবদুল্লাহ বিন সাঈদ] [আবদুল্লাহ বিন খিরাশ বিন হাওশাব আশ-শায়বানী (দঈফ বা দুর্বল)] [আওওয়াম বিন হাওশাব] [মুজাহিদ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার-পানি, ঘাস ও আগুনে, এগুলোর মূল্য নেয়া হারাম। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, অর্থাৎ প্রবহমান পানি।[২৪৭২]

٢٤٧٣/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ» .

২/২৪৭৩। [মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ] [সুফইয়ান] [আবূ যিনাদ] [আল-আ'রাজ] [আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনটি জিনিস সংগ্রহে (কাউকে) বাধা দেয়া যাবে না-পানি, ঘাস ও আগুন।[২৪৭৩]

২৪৭১. মুসলিম ২৩৬৩, আহমাদ ২৪৩৯৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৭২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৫৫২, মিশকাত ৩০০১, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/২৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** وَثَمَنُهُ حَرَام (তার মুল্য নেওয়া হারাম) কথাটি ব্যতীত সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন খিরাশ বিন হাওশাব আশ-শায়বানী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আল-আওওয়াম ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই, আমভাবে বলা যায় তার হাদীষ রক্ষিত নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেণ, তিনি সিকাহ নয়। (তাঃ ৩২৪৪, ১৪/৪৫৩ নং পৃষ্ঠা)

২৪৭৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৬/৮, ৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٤٧٤/٣ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ «الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا».

৩/২৪৭৪। আম্মার বিন খালিদ আল-ওয়াসিতী আলী বিন গুরাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) যুহায়র বিন মারযূক (মাজহুল বা অপরিচিত) আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কী জিনিস আছে যা সংগ্রহে বাধা দেয়া হালাল নয়? তিনি বলেনঃ পানি, লবণ ও আগুন। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পানি সম্পর্কে তো আমরা জানি কিন্তু লবণ ও আগুনের ব্যাপারে কেন বাধা দেয়া যাবে না? তিনি বলেনঃ হে হুমায়রা! যে ব্যক্তি আগুন দান করলো, সে যেন ঐ আগুন দিয়ে রান্না করা যাবতীয় খাদ্যই দান করলো। যে ব্যক্তি লবণ দান করলো, ঐ লবণে খাদ্য যতোটা সুস্বাদু হলো তা সবই যেন সে দান করলো। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা সহজলভ্য, সে যেন একটি গোলামকে দাসত্বমুক্ত করলো এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা দুষ্প্রাপ্য, সে যেন তাকে জীবন দান করলো।[২৪৭৪]

١٣/٧٨. بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُوْنِ

১৩/৭৮. অধ্যায় : সরকারীভাবে নদী-নালা ও পানির প্রস্রবণ জায়গিররূপে দান করা

٢٤٧٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ

২৪৭৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৩০০৭, দঈফাহ ১২০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন গুরাব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তার হাদীস্র উল্লেখ করে বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না, এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে কোথাও জানা যায় না। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ সাঈদ বিন য়ূনস বলেন, তিনি নির্ভযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাঃ ৪১২০, ২১/৯০ নং পৃষ্ঠা) ২. যুহায়র বিন মারযূক সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একটিই হাদীস্র, যা মু'দাল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আমি তাকে চিনি না। (তাঃ ২০১৮, ৯/৪১৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ স্বালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা)

اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سُدِّ مَأْرِبٍ فَأَقْطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيْمِيَّ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ فَاسْتَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِيْ قَطِيْعَتِهِ فِي الْمِلْحِ فَقَالَ قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ فَرَجٌ وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ قَالَ فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضًا وَنَخْلًا بِالْجُوْفِ جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِيْنَ أَقَالَهُ مِنْهُ» .

১/২৪৭৫। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী, ফারাজ বিন সাঈদ বিন আলকামাহ বিন সাঈদ বিন আবইয়াদ বিন হাম্মাল, আমার চাচা স্রাবিত বিন সাঈদবিন আবয়াদ বিন হাম্মাল (মাকবূল), তার পিতা সাঈদ (মাকবূল), তার পিতা আবয়াদ বিন হাম্মাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি সাদ্দ মা'রিব নামক লবণ খনিটি জায়গিররূপে প্রার্থনা করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সেটি জায়গিররূপে দান করলেন। অতঃপর আকরা বিন হাবিস আত-তামীমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলী যুগে আমি লবণের খনিটিতে গিয়েছিলাম। ঐ এলাকায় কোন পানি নাই। যে ব্যক্তিই সেখানে যায় সে-ই কিছু লবণ সংগ্রহ করে নেয়। তা প্রবাহিত পানির মতই পর্যাপ্ত। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবয়াদ বিন হাম্মালের নিকট লবণের চুক্তির প্রত্যাহার চাইলেন। আব্য়াদ বিন হাম্মাল বলেন, আমি আপনার সাথে চুক্তি রদ করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, সেটিকে আপনি আমার পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তা তোমার পক্ষ থেকে দান হিসাবেই গণ্য হবে। আর তা প্রবহমান পানির ন্যায়, যে-ই সেখানে যাবে তা নিতে পারবে।

অধস্তন রাবী ফারাজ ইবনুসাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সেটা বর্তমানেও সেভাবেই আছে। যে-ই সেখানে যায়, সে তা থেকে সংগ্রহ করে। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার থেকে সেটি ফেরত নেয়ার বিনিময়ে তাকে জুরুফ মুরাদ নামক স্থানের এক খণ্ড কৃষিভূমি ও একটি খেজুর বাগান জায়গিররূপে দান করেন।[২৪৭৫]

٧٩/١٣. بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

১৩/৭৯. অধ্যায় : পানি বিক্রয় করা নিষেধ

٢٤٧٦/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ وَرَأَى نَاسًا يَبِيْعُوْنَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ» .

১/২৪৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ, আমর বিন দীনার, আবুল মিনহাল, তিনি ইয়াস বিন আবদুল মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে শুনেছেন যে, তিনি কিছু লোককে পানি বিক্রয় করতে দেখে বলেন, তোমরা পানি বিক্রয় করো না। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করতে শুনেছি।[২৪৭৬]

২৪৭৫. তিরমিযী ১৩৮০, আবূ দাউদ ৩০৬৪, দারিমী ২৬০৮। আত-তা'লীকু আলার রাওদাতিন নাদিয়্যাহ ২/১৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৪৭৬. তিরমিযী ১২৭১, নাসায়ী ৪৬৬১, ৪৬৬২, ৪৬৬৩, আবূ দাউদ ৩৪৭৮, আহমাদ ১৫০১৮, ১৬৭৮৫, দারিমী ২৬১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٤٧٧/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ».

২/২৪৭৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ও ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী ওয়াকী' ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্বৃত্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[২৪৭৭]

٨٠/١٣. بَاب النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ

১৩/৮০. অধ্যায় : চতুষ্পদ জন্তুকে ঘাস খেতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া নিষেধ

٢٤٧٨/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ».

১/২৪৭৮। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান আবুয যিনাদ আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন (অপরকে) উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা না দেয়, যাতে চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।[২৪৭৮]

٢٤٧٩/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ».

২/২৪৭৯। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবদাহ বিন সুলায়মান হারিসাহ (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া যাবে না এবং কূপের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারেও বাধা দেয়া যাবে না।[২৪৭৯]

٨١/١٣. بَاب الشُّرْبِ مِنْ الْأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

১৩/৮১. অধ্যায় : উপত্যকা থেকে পানিসেচ এবং যে পরিমাণ পানি আটকে রাখা যাবে

২৪৭৭. মুসলিম ১৫৬৫, নাসায়ী ৪৬৬০, ৪৬৭০, আহমাদ ১৪২২৯, ১৪২৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৭৮. সহীহুল বুখারী ২৩৫৩, ২৩৫৪, ৬৯৬২, মুসলিম ১৫৬৬, তিরমিযী ১২৭২, আবূ দাউদ ৩৪৭৩, আহমাদ ৭২৮০, ৭৬৪০, ৮০২৩, ৮৫০৮, ২৭২৮২, ১০১৯৩, দারিমী ১৪৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৭৯. আহমাদ ২৪২৯০, ২৪৫৬৪, ২৪৬১৬, ২৫৭৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী হারিসাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০৫৭, ৫/৩১৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু হারিসাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ২৫৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৩২টি খুবই দুর্বল, ৭৯টি দুর্বল, ৯০টি হাসান, ৫৮টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৩৫৩, ২৩৫৪, মুসলিম ১৫৬৬, ১৫৬৭, ১৫৬৮, তিরমিযী ১২৭১, ১২৭২, আবূ দাউদ ৩৪৭৩, ৩৪৭৮, দারিমী ২৬১২, আহমাদ, ৬৬৩৫, ৬৬৮৩, ৭০৭১, ৭২৮০, ৭৬৪০, ৮০২৩, ২৭৯৩০, ৯১৬২, ৯৬৫৫, ১০১১৬, ১০১৯৩, ১৪২২৯, ১৪২৩৪, ১৪৪২৮, ১৫০১৮।

١/٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذَلِكَ { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا }».

১/২৪৮০। [মুহাম্মাদ বিন রুমহ] [লায়স বিন সা'দ] [ইবনু শিহাব] [উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র] [আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রাঃ)] হাররাহ থেকে প্রবাহিত নালার পানি বণ্টনকে কেন্দ্র করে এক আনসারী ব্যক্তি যুবায়র (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট অভিযোগ দায়ের করে। এ নালার পানি তারা খেজুর বাগানে সিঞ্চন করতো। আনসারী বললো, পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবায়র (রাঃ) তা অস্বীকার করেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এই বিবাদ পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন হে জুবায়র, তোমার জমিতে পানি সিঞ্চন কর,অতঃপর তো তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। তাতে আনসারী রাগান্বিত হল, এবং বলল হে আল্লাহর রাসূল সে আপনার ফুফুর ছেলে বলে (আপনি এরকম ফয়সালা করলেন) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারা রক্তিমাভ হয়ে গেলো। তিনি বলেনঃ হে যুবায়র! তোমার ক্ষেতে পানি দাও, তারপর তা আটকে রাখো যাতে আইল পর্যন্ত উঠতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ধারণামতে এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ

"হে মুহাম্মাদ ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! এরা কিছুতেই মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারকরূপে মেনে না নিবে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা করবে, সেই সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। বরং এর সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোর্পদ করে দিবে"। (সূরা নিসাঃ ৬৫)।[২৪৮০]

٢/٢٤٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ قَالَ «قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَيْلِ مَهْزُوْرٍ الْأَعْلٰى فَوْقَ الْأَسْفَلِ يَسْقِي الْأَعْلٰى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ».

২/২৪৮১। [ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী] [যাকারিয়্যা বিন মানযূর বিন স্না'লাবাহ বিন আবূ মালিক (দঈফ বা দুর্বল)] [মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিন আবূ মালিক (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত)] [তার চাচা স্না'লাবাহ বিন আবূ মালিক] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাহযূর নামক উপত্যকার পানি প্রবাহ

২৪৮০. সহীহুল বুখারী ২৩৬০, মুসলিম ২৩৫৭, তিরমিযী ১৩৬৩, ৩০২৭, নাসায়ী ৫৪০৭, ৫৪১৬, আবূ দাউদ ৩৬৩৭, আহমাদ ১৪২২, ৬/১৫৩, ১০/১০৬, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৩/৩৬৪, ইবনু হিব্বান ৪২, ইবনুল জারূদ ১০২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, উঁচু ভূমি নিচু ভূমির উপর অগ্রাধিকার পাবে। উঁচু ভূমিতে পানি জমে তা পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছার পর তা নিচু ভূমির দিকে ছেড়ে দিতে হবে।[২৪৮১]

٢٤٨٢/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضٰى فِيْ سَيْلِ مَهْزُوْرٍ أَنْ يُمْسِكَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ».

৩/২৪৮২। আহমাদ বিন আবদাহ আল-মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমার পিতা (আবদুর রহমান) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্‌) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহযূর উপত্যকার পানি প্রবাহ সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, পানি পায়ের গোছা পরিমাণ না জমা পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে, অতঃপর (তার নিম্নের জমিতে) ছেড়ে দিতে হবে।[২৪৮২]

٢٤٨٣/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضٰى فِيْ شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَكَذٰلِكَ حَتّٰى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ».

২৪৮১. আবূ দাঊদ ৩৬৩৮, বায়হাকী ফিস সুনান৬/১০৫ । **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. যাকারিয়্যা বিন মানযূর বিন সা'লাবাহ বিন আবূ মালিক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন,তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ১৯৯৬, ৯/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিন আবূ মালিক সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ দিকে ইশারা করেছেন যে, তিনি তার চাচা সা'লাবাহ বিন আবূ মালিক ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে যাকারিয়্যা বিন মানযূর ও মুহাম্মাদ বিন রিফাআহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাঃ ৫৪৬৮, ২৬/১২১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু যাকারিয়্যা বিন মানযূর বিন সা'লাবাহ বিন আবূ মালিক ও তার উসতায মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিন আবূ মালিক এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ২৪৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৪টি খুবই দুর্বল, ৩৫টি দুর্বল, ৭৮টি হাসান, ১২৬টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৩৬০, ২৩৬১, ২৩৬২, ২৭০৮, ৪৫৮৫, মুসলিম ২৩৫৮, তিরমিযী ১৩৬৩, ৩০২৭, আবূ দাঊদ ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, ৩৬৩৯, আহমাদ ১৪২২, ১৫৬৮৪, ২২২৭২, শারহুস সুন্নাহ ২১৯৪।

২৪৮২. আবূ দাঊদ ৩৬৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আল-মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও ফাকীহ তবে হাদীস বর্ণনা সন্দেহ করেন। (তাঃ ৬১৩৫, ২৮/৩৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান সম্পর্কে সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন, অন্যত্র বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৮৭, ১৭/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

৪/২৪৮৩। আবুল মুগাল্লিস (মাকবূল) ফুদায়ল বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) মূসা বিন উকবাহ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ (مجهول) (الحال) .... উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নালা থেকে খেজুর বাগানে পানিসেচ সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, নিম্নভূমির আগে উচ্চভূমি পানিসেচে অগ্রাধিকার পাবে, যাবত না গোছা পর্যন্ত পানি জমে। তারপর পূর্বোক্ত নিয়মে সংলগ্ন নিচু ভূমির দিকে পানি ছেড়ে দিতে হবে। বাগানসমূহের বিলুপ্তি অথবা পানি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলবে।[২৪৮৩]

١٣/٨٢. بَاب قِسْمَةِ الْمَاءِ

১৩/৮২. অধ্যায় : পানি বণ্টন

٢٤٨٤/١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُبْدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا».

১/২৪৮৪। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী আবুল জা'দ আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ (মাকবূল) কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আওফ আল-মুযানী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আওফ আল-মুযানী) (মাকবূল) দাদা আমর বিন আওফ আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ গবাদি পশুর পানি পান করানোর দিন প্রথমে ঘোড়াকে পানি পান করতে দিতে হবে।[২৪৮৪]

٢٤٨٥/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ».

২৪৮৩. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ফুদায়ল বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৫৯, ২৩/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করেননি। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্ব অরক্ষিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯১, ২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্বটি সহীহ কিন্তু ফুদায়ল বিন সুলায়মান ও ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ২৪৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে ৪টি খুবই দুর্বল, ৩৫টি দুর্বল, ৭৮টি হাসান, ১২৬টি সহীহ হাদীস্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৩৬০, ২৩৬১, ২৩৬২, ২৭০৮, ৪৫৮৫, মুসলিম ২৩৫৮, তিরমিযী ১৩৬৩, ৩০২৭, আবূ দাউদ ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, ৩৬৩৯, আহমাদ ১৪২২, ১৫৬৮৪, ২২২৭২, শারহুস সুন্নাহ ২১৯৪।

২৪৮৪. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৩৩৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯৪৮, ২৪/১৩৬ নং পৃষ্ঠা)

২/২৪৮৫। আল-আব্বাস বিন জা'ফার মূসা বিন দাঊদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী তবে মুখস্থ হাদীস্র থেকে বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন দীনার আবুশ-শা'স্রা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহিলী যুগে যে জিনিস যেভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছিল, তা সেভাবেই বহাল থাকবে। আর যে সব জিনিসের ভাগ-বাঁটোয়ারা ইসলামী যুগে পড়েছে তা ইসলামের বণ্টন নীতি অনুসারে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে।[২৪৮৫]

٨٣/١٣. بَاب حَرِيمِ الْبِئْرِ

১৩/৮৩. অধ্যায় : কূপের সীমানা

٢٤٨٦/١ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ الْمَكِّيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ».

১/২৪৮৬। আল-ওয়ালীদ বিন আমর বিন সুকায়ন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল মুস্রান্না ইসমাঈল আল-মাক্কী (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) হাসান আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস্র স্রাব্বাহ আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন আতা' (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইসমাঈল আল-মাক্কী (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) হাসান আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি কূপ খনন করেছে সে তার গবাদি পশুর পানি পান করানোর সুবিধার্থে কূপের চারপাশে চল্লিশ হাত জায়গা পাবে।[২৪৮৬]

٢٤٨٧/٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا».

২৪৮৫. আবূ দাউদ ২৯১৪। ইরওয়া' ১৭১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মূসা বিন দাঊদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাঃ ৬২৫১, ২৯/৫৭ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আত-তায়িফী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সলিহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যেক অবস্থায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে মুখাস্থ হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬০৪, ২৬/৪১২ নং পৃষ্ঠা)

২৪৮৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। স্রহীহাহ ২৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল আল-মাক্কী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিন আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, আমরা তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করি না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাঃ ৪৮৩, ৩/১৯৮ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন আতা' সম্পর্কে আবূ বাকর আল-মারওয়াযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (তাঃ ৩৬০৫, ১৮/৫০৯ নং পৃষ্ঠা)

২/২৪৮৭। সাহল বিন আবুস-সুগদী মানসূর বিন সুকায়র (দঈফ বা দুর্বল) স্নাবিত বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) নাফি' আবূ গালিব আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কূপের চতুঃসীমা হবে কূপ থেকে পানি তোলার রশির দৈর্ঘ্যের সমপরিমাপ।[২৪৮৭]

٨٤/١٣. بَاب حَرِيْمِ الشَّجَرِ

১৩/৮৪. অধ্যায় : গাছের সীমানা

٢٤٨٨/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِيْ إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُوْنَ فِيْ حُقُوْقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ الْأَسْفَلِ مَبْلَغُ جَرِيْدِهَا حَرِيْمٌ لَهَا».

১/২৪৮৮। আবদু রাব্ব বিন খালিদ আন-নুমায়রী আবুল মুগাল্লিস (মাকবূল) ফুদায়ল বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) মূসা বিন উকবাহ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ (المجهول الحال) .... উবাদাহ ইবনুস্র সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফয়সালা দিয়েছেন যে, একটি, দু'টি বা তিনটি খেজুর গাছের স্বত্ব নিয়ে লোকেদের মধ্যে মতবিরোধ হলে, প্রতিটি গাছের ডালপালা যতদূর বিস্তৃত, ততোটা হবে এর সীমা।[২৪৮৮]

٢٤٨٩/٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ صُقَيْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «حَرِيْمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيْدِهَا».

২৪৮৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১০৫, দারাকুতনী ৪/২২৪। দঈফাহ ৩৪৮৫, দঈফ আল-জামি' ২৭০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মানসূর বিন সুকায়র সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ৬১৯৬, ২৮/৫৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. স্নাবিত বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দাবিত নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও দাবিত নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও আবিদ তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাঃ ৮৩০, ৪/৩৭৪ নং পৃষ্ঠা)

২৪৮৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** صحيح المصدر نفسه
উক্ত হাদীস্রের রাবী ফুদায়ল বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৫৯, ২৩/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্র অরক্ষিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯১, ২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ কিন্তু ফুদায়ল বিন সুলায়মান এর দুর্বলতা ও ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ এর জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিস্রটির ১৮টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি খুবই দুর্বল, ৫টি দুর্বল, ৫টি হাসান, ৫টি স্রহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ২২২৭২।

২/২৪৮৯। ∝[সাহল বিন আবুস্র-সুগদী][মানসূর বিন সুকায়র (দঈফ বা দুর্বল)][স্রাবিত বিন মুহাম্মাদ আল-আবদী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল)][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ খেজুর গাছের শাখা চারদিকে যতদূর বিস্তৃত হবে ততদূর তার সীমা।[২৪৮৯]

٨٥/١٣. بَاب مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِيْ مِثْلِهِ

১৩/৮৫. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমির বিক্রয়লব্ধ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পদ ক্রয় না করলে

٢٤٩٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِيْ مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيْهِ».

٢٤٩٠/٢ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنِيْ إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَخِيْهِ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১/২৪৯০। ∝[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ][ওয়াকী'][ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুহাজির (দঈফ বা দুর্বল)][আবদুল মালিক বিন উমায়র][সাঈদ হুরায়স্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি বাড়িঘর অথবা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার পর তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় না করলে তাকে কখনো তাতে বরকত দান করা হয় না।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৪৯০(১)। ∝[মুহাম্মাদ বিন বাশশার][উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল মাজীদ][ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুহাজির (দঈফ বা দুর্বল)][আবদুল মালিক বিন উমায়র][আমর বিন হুরায়স্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)][তার ভাই সাঈদ বিন হুরায়স্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∞[২৪৯০]

২৪৮৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** **صحيح المصدر نفسه**

উক্ত হাদীস্রের রাবী মানসূর বিন সুকায়র সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ৬১৯৬, ২৮/৫৩৩ নং পৃষ্ঠা) ২. স্রাবিত বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দাবিত নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও দাবিত নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও আবিদ তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাঃ ৮৩০, ৪/৩৭৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ কিন্তু মানসূর বিন সুকায়র ও তার উসতায স্রাবিত বিন মুহাম্মাদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ১৮টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি খুবই দুর্বল, ৫টি দুর্বল, ৫টি হাসান, ৫টি স্রহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ ২২২৭২।

২৪৯০. আহমাদ ১৫৪১৫, ১৮২৬৪, দারিমী ২৬২৫, বায়হাকী ফিস সুনান ১/২৩২। স্রহীহাহ ২৩২৭, মিশকাত ২৯৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুহাজির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, আমি তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করিনি। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী, ইবনুল জারূদ ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ৪১৮, ৩/৩৩ নং পৃষ্ঠা)

٢٤٩١/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِيْ مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهَا».

৩/২৪৯১। হিশাম বিন আম্মার ও আমর বিন রাফি' মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ আবূ মালিক আন-নাখঈ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) য়ূসুফ বিন মায়মূন (দঈফ বা দুর্বল) আবূ উবায়দাহ বিন হুযায়ফাহ (মাকবূল) তার পিতা হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি বাড়িঘর বিক্রয় করার পর তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় না করলে তাকে কখনো তাতে বরকত দান করা হয় না।[২৪৯১]

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

(অগ্র-ক্রয়াধিকার)

٨٦/١٣. بَاب مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيْكَهُ

১৩/৮৬. অধ্যায় : কেউ বাড়ি বা জমি বিক্রয় করার পূর্বে যেন তার অংশীদারকে অবহিত করে

٢٤٩٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيْعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيْكِهِ».

১/২৪৯২। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কারো খেজুর বাগান বা কৃষিভূমি থাকলে সে যেন তার শরীককে তা ক্রয়ের প্রস্তাব না করা পর্যন্ত বিক্রয় না করে।[২৪৯২]

٢٤٩٣/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَالْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ».

২/২৪৯৩। আহমাদ বিন সিনান ও আল-আলা' বিন সালিম ইয়াযীদ বিন হারূন শারীক সিমাক তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাবরূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন) ইকরিমাহ

২৪৯১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল মালিক বিন হুসায়ন আবূ মালিক আন-নাখঈ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয় তার হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৫৯৯, ৩৪/২৪৭ নং পৃষ্ঠা) ২. য়ুসুফ বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তার হাদীস্রের মাঝে কোন সমস্যা দেখি না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ৭১৬১, ৩২/৪৬৮ নং পৃষ্ঠা)

২৪৯২. মুসলিম ১৬০৮, নাসায়ী ৪৭০০, ৪৭০১। স্বহীহাহ ২৩৫৮, ইরওয়া' ৫/৩৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কারো জমাজমি থাকলে এবং সে তা বিক্রয় করতে চাইলে তার প্রতিবেশীকে (তা ক্রয়ের) প্রস্তাব দিবে।[২৪৯৩]

۸۷/۱۳. بَاب الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

১৩/৮৭. অধ্যায় : প্রতিবেশীর শুফআর অধিকার

۲٤۹٤/۱ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا».

১/২৪৯৪। উসমান বিন আবূ শায়বাহ হুশায়ম আবদুল মালিক আতা' জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিক হকদার। তাদের উভয়ের যাতায়াতের একই পথ হলে তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।[২৪৯৪]

۲٤۹٥/۲ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».

২/২৪৯৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ইবরাহীম বিন মায়সারাহ আমর ইবনুশ শারীদ আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশী (শুফআর) অধিক হকদার।[২৪৯৫]

۲٤۹٦/۳ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيْهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».

৩/২৪৯৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ হুসায়ন আল-মুআল্লিম আমর বিন শুআয়ব আমর ইবনুশ শারীদ তার পিতা শারীদ বিন সুওয়ায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক খণ্ড জমি যাতে কারো অংশও নেই এবং কোন শরীকও নেই, কিন্তু প্রতিবেশী আছে। তিনি বলেনঃ নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশীই তার অধিক হকদার।[২৪৯৬]

۸۸/۱۳. بَاب إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ فَلَا شُفْعَةَ

১৩/৮৮. অধ্যায় : সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না

২৪৯৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/১৯১। সহীহাহ ২৩৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২৪৯৪. তিরমিযী ১৩৬৯, আবূ দাউদ ৩৫১৮, ৩৫৮১, আহমাদ ১৩৮৪১, দারিমী ২৬২৭। ইরওয়া' ১৫৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৯৫. সহীহুল বুখারী ২২৫৮, ৬৯৭৭, ৬৯৭৮, ৬৯৮০, ৬৯৮১, নাসায়ী ৪৭০২, আবূ দাউদ ৩৫১৬, আহমাদ ২৬৬৩৯। ইরওয়া' ১৫৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৯৬. নাসায়ী ৪৭০৩, আহমাদ ১৮৯৬৭, ১৮৯৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

٢٤٩٧/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضٰى بِالشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ فَلَا شُفْعَةَ».

٢٤٩٧/٢ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ.

১/২৪৯৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও আবদুর রহমান বিন উমার আবূ আসিম মালিক বিন আনাস যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এজমালী সম্পত্তিতে শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন। সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৩টি সানাদের ২টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৪৯৭(১)। মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ আত-তিহ্‌রানী আবূ আসিম মালিক যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) -নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবূ আসিম (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের রিওয়ায়াতটি মুরসাল এবং আবূ সালামাহ-আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) সূত্রের রিওয়ায়াতটি মুত্তাসিল।[২৪৯৭]

٢٤٩٨/٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الشَّرِيْكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ».

৩/২৪৯৮। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ইবরাহীম বিন মায়সারাহ আমর ইবনুশ শারীদ আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শরীক নিকটতর হওয়ার কারণে শুফআর দাবিতে অগ্রগণ্য।[২৪৯৮]

٢٤٩٩/٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».

২৪৯৭. আবূ দাউদ ৩৫১৫। ইরওয়া' ৫/৩৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৪৯৮. মাজাহ ২৪৯৫,সহীহুল বুখারী ২২৫৮, ৬৯৭৭, ৬৯৭৮, ৬৯৮০, ৬৯৮১, নাসায়ী ৪৭০২, আবূ দাউদ ৩৫১৬, আহমাদ ২৬৬৩৯। ইরওয়া' ১৫৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৯৯, ১৪/৩৬১ নং পৃষ্ঠা)

৪/২৪৯৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক (মাকবূল) মা'মার যুহরী আবূ সালামাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ প্রত্যেক এজমালী সম্পত্তিতে শুফআর (ক্রয়ে অগ্রাধিকার থাকার) ব্যবস্থা করেছেন। (বণ্টনের পর প্রত্যেকের) সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং রাস্তা হয়ে গেলে আর শুফআর অধিকার থাকে না।[২৪৯৯]

٨٩/١٣. بَاب طَلَبِ الشُّفْعَةِ

১৩/৮৯. অধ্যায় : শুফআর দাবি উত্থাপন

٢٥٠٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ».

১/২৫০০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-বায়লামানী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুর রহমান আল-বায়লামানী) (দঈফ বা দুর্বল) ইবনু উমার তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, শুফআ হলো উটের বাঁধন খুলে দেয়ার সমতুল্য।[২৫০০]

٢٥٠١/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا شُفْعَةَ لِشَرِيْكٍ عَلَى شَرِيْكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا لِصَغِيْرٍ وَلَا لِغَائِبٍ».

২/২৫০১। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-বায়লামানী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুর রহমান আল-বায়লামানী) (দঈফ বা দুর্বল) ইবনু উমার তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ কোন শরীক অপর শরীকের আগে ক্রয় করলে সেই ক্ষেত্রে শুফআর দাবি করা যাবে না এবং নাবালেগ ও অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে শুফআর দাবি বর্তায় না।[২৫০১]

২৪৯৯. সহীহুল বুখারী ২২১৩, ২২১৪, ২২৫৭, ২৪৯৫, ২৪৯৬, ৬৯৭৬, মুসলিম ১৬০৮, তিরমিযী ১৩৭০, নাসায়ী ৪৬৪৬, আবূ দাঊদ ৩৫১৩, ৩৫১৪, আহমাদ ১৩৭৪৩, ১৩৯৯৪, ১৪৫৮১, ১৪৮৫৫, মুয়াত্তা মালিক ১৪২০, দারিমী ২৬২৭, ২৬২৮, বায়হাকী ফিস সুনান ১/৮৩, ৬/১০৩, দারাকুতনী ১/১০৮। ইরওয়া' ১৫৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫০০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৫৪২। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি মুনকার। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তাঃ ৫১৩০, ২৫/৩০ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-বায়লামানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনা দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি দুর্বল। (তাঃ ৫৩৯২, ২৫/৫৯৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুর রহমান আল-বায়লামানী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন,তিনি দুর্বল, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাঃ ৩৭৭৪, ১৭/৮ নং পৃষ্ঠা)

২৫০১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৮০৩। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

(হারানো প্রাপ্তি)

٩٠/١٣. بَاب ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

১৩/৯০. অধ্যায় : হারানো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু প্রাপ্তি সম্পর্কে

٢٥٠٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ».

১/২৫০২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, হুমায়দ আত-তাবীল, হাসান, মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখ্খীর, তার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখখীর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলমানের হারানো বস্তু (অপরের জন্য) জাহান্নামের আগুন।[২৫০২]

٢٥٠٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ خَالُ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِيْ بِالْبَوَازِيْجِ فَرَاحَتْ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوْا بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ».

২/২৫০৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আবূ হায়্যান আত-তায়মী, দহ্হাক (মাকবূল), মুনযির বিন জারীর (মাকবূল), জারীর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (মুনযির বিন জারীর) বলেন, আমি আল-বাওয়াযীজ নামক স্থানে আমার পিতার সাথে ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা গরুর পাল ফিরে এলে তার সাথে তিনি একটি অপরিচিত গাভী দেখে বলেনঃ এটা কাদের গাভী? লোকেরা বললো, এই গাভীটি আমাদের গরুর সাথে চলে এসেছে। রাবী বলেন, তিনি গাভীটি সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী সেটিকে তাড়িয়ে দেয়া হলো, শেষে তা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ কেবল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই হারানো জন্তুকে আশ্রয় দেয়।[২৫০৩]

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি মুনকার। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তাঃ ৫১৩০, ২৫/৩০ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-বায়লামানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনা দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি দুর্বল। (তাঃ ৫৩৯২, ২৫/৫৯৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. আবদুর রহমান আল-বায়লামানী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন,তিনি দুর্বল, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাঃ ৩৭৭৪, ১৭/৮ নং পৃষ্ঠা)

২৫০২. আহমাদ ১৫৮৭৯। রাওদুন নাদীর ২৬৪, সহীহাহ ৬২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫০৩. আবূ দাউদ ১৭২০, আহমাদ ১৮৭০২, ১৮৭২৫। ইরওয়া' ১৫৬৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৫১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তবে মারফূ' সুত্রে সহীহ।

٢٥٠٤/٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَلَقِيْتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَال اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ».

৩/২৫০৪। ∞[ইসহাক বিন ইসমাঈল ইবনুল আলা' আল-আয়লী][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][রাবীআহ বিন আবূ আবদুর রহমান][মুনবাইস্র এর মাওলা ইয়াযীদ][যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পথ ভোলা উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তাঁর গণ্ডদেশ বা মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়ে যায়। তিনি বলেনঃ তাতে তোমার কী? ওর সাথে জুতা (খুর) ও মশক (পেট) রয়েছে। সে পানির উৎসে পৌঁছে তা পান করতে থাকবে এবং গাছপাতা খেতে থাকবে, শেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। তাঁকে হারানো মেষ-বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তাকে ধরে রাখো। হয় এটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের জন্য। তাঁকে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তার থলে ও চামড়ার বাক্স এবং মুখ বাঁধার রশি উত্তমরূপে চিনে রাখো এবং এক বছর ধরে তার ঘোষণা দিতে থাকো। যদি তার মালিক পাওয়া যায় তো ভালো, অন্যথায় তা তোমাদের মালের সাথে যোগ করো।[২৫০৪]

١٣/٩١. بَاب اللُّقَطَةِ

১৩/৯১. অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু (লুকতা) প্রাপ্তির বিধান

٢٥٠٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ».

১/২৫০৫। ∞[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস্র-স্রাকাফী][খালিদ আল-হাযযা' আবুল আলা'][মুতাররিফ][ইয়াদ বিন হিমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ কারো কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু পেলে যেন একজন অথবা দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখে, অতঃপর তা পরিবর্তনও না করে এবং গোপনও না করে। যদি তার মালিক এসে যায় তবে সে-ই তার যথার্থ প্রাপক, অন্যথায় তা আল্লাহ্‌র সম্পদ, যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।[২৫০৫]

২৫০৪. সহীহুল বুখারী ৯১, ২৩৭২, ২৪২৭, ২৪২৮, ২৪৩০, ২৪৩৬, ২৪৩৮, ৫২৯২, ৬১১২, মুসলিম ১৭২২, তিরমিযী ১৩৭২, ১৩৭৩, আবূ দাউদ ১৭০৪, ১৭০৬, ১৭০৭, আহমাদ ১৬৫৮৯, ১৬৫৯৮, ১৬৬০৭, ২১১৭৮, মুয়াত্তা মালিক ১৪৮২। ইরওয়া' ১৫৬৪, সহীহ আবূ দাউদ ১৪৯৫, ১৪৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫০৫. আবূ দাউদ ১৭০৯, আহমাদ ১৭০২৭, ১৭৮৭২। রাওদুন নাদীর ১১৬৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৫০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٥٠٦/٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْتُ سَوْطًا فَقَالَا لِي أَلْقِهِ فَأَبَيْتُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَقَالَ اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ».

২/২৫০৬। ৹[আলী বিন মুহাম্মাদ]⋊[ওয়াকী']⋊[সুফইয়ান]⋊[সালামাহ বিন কুহায়ল]⋊[সুওয়ায়দ বিন গাফালাহ]⋊[উবায় কিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ (সুওয়ায়দ বিন গাফালাহ) বলেন, আমি যায়েদ বিন সূহান ও সালমান বিন রাবীআর সাথে সফরে বের হলাম। আমরা উযায়ব নামক স্থানে পৌঁছে আমি একটি চাবুক কুড়িয়ে পেলাম। তারা উভয়ে আমাকে বলেন, এটা ফেলে দাও, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে আমি উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বলেন, তুমি ঠিকই করেছো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক শত দীনার কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে (এর বিধান) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে থাকো। আমি ঘোষণা দিতে থাকলাম, কিন্তু তার শনাক্তকারী কাউকে পেলাম না। পুনরায় আমি তাঁকে জিজ্ঞস করলে তিনি বলেনঃ ঘোষণা দিতে থাকো। আমি ঘোষণা দিতে থাকলাম, কিন্তু তার শনাক্তকারী পেলাম না। অতঃপর তিনি বলেনঃ তুমি তার থলে ও মুখ বাঁধার রশি ও মুদ্রার সংখ্যা চিনে রাখো এবং আরো এক বছর ঘোষণা দাও। যদি তার শনাক্তকারী আসে তো ভালো, অন্যথায় তা তোমার সম্পদতুল্য।[২৫০৬]

٢٥٠٧/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ح و حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».

৩/২৫০৭। ৹[মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার]⋊[আবূ বাক্‌র আল-হানাফী]⋊[দহ্‌হাক বিন উস্‌মান আল-কুরাশী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্‌ বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]⋊[সালিম আবুন নাদর]⋊[বুসর বিন সাঈদ]⋊[যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ ৹[হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া]⋊[আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব]⋊[দহ্‌হাক বিন উস্‌মান আল-কুরাশী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্‌ বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]⋊[সালিম আবুন নাদর]⋊[বুসর বিন সাঈদ]⋊[যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৹ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হারানো বস্তু (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেনঃ এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাকো। যদি

২৫০৬. সহীহুল বুখারী ২৪২৬, ২৪৩৭, মুসলিম ১৭২৩, তিরমিযী ২৩৭৪, আবূ দাউদ ১৭০১, আহমাদ ২০৬৬২, ২০৬৬৪, ২০৭৭৭। ইরওয়া' ১৫৬৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৪৯২-১৪৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তার মালিক পাও, তবে তাকে তা ফেরত দাও। আর যদি তার মালিক না পাও তবে তার থলে এবং মুখ বাঁধার রশি চিনে রাখো। তারপর তুমি তা ব্যবহার করো। এরপর যদি তার মালিক এসে যায়, তবে তাকে তা ফেরত দাও।[২৫০৭]

٩٢/١٣. بَاب الْتِقَاطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرَذُ

১৩/৯২. অধ্যায় : গর্ত থেকে ইঁদুর যা বের করে দেয়, তার বিধান

٢٥٠٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّهَا كُرَيْمَةَ بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيْعِ وَهُوَ الْمَقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِيْ حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ إِذْ رَأَى جُرَذًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِيْنَارًا ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيْهَا دِيْنَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ «ارْجِعْ بِهَا لَا صَدَقَةَ فِيْهَا بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ قُلْتُ لَا وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ».

১/২৫০৮। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার, মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আস্‌মাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), মূসা বিন ইয়া'কূব আয-যাম'ঈ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল), আমার ফুফু কুরায়বাহ বিনতু আবদুল্লাহ (মাকবূলাহ), তার মাতা কারীমাহ বিনতুল মিকদাদ বিন আমর, দুবাআহ বিনতুয যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহা), মিকদাদ বিন 'আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তিনি একদিন আল-বাকী' নামক কবরস্থানে যান। তৎকালে লোকেরা দু'-তিন দিন পরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতো। তারা উটের বিষ্ঠা সদৃশ মল ত্যাগ করতো। অতঃপর তিনি একটি বিরান ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি বসে প্রয়োজন সারছিলেন, হঠাৎ দেখলেন যে, একটি ইঁদুর তার গর্ত থেকে একটি দীনার বের করলো। তারপর সে গর্তে প্রবেশ করে আর একটি দীনার বের করলো। ইঁদুরটি এভাবে পরপর সতেরটি দীনার বের করলো, অতঃপর একটি লাল কাপড়ের টুকরা টেনে বের করলো। মিকদাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আস্তে আস্তে কাপড়ের টুকরাটি টেনে উঠালাম এবং তার মধ্যেও একটি দীনার পেলাম। এভাবে

২৫০৭. মাজাহ, ২৫০৪,সহীহুল বুখারী ৯১, ২৩৭২, ২৪২৭, ২৪২৮, ২৪৩০, ২৪৩৬, ২৪৩৮, ৫২৯২, ৬১১২, মুসলিম ১৭২২, তিরমিযী ১৩৭২, ১৩৭৩, আবূ দাউদ ১৭০৪, ১৭০৬, ১৭০৭, আহমাদ ১৬৫৮৯, ১৬৫৯৮, ১৬৬০৭, ২১১৭৮, মুয়াত্তা মালিক ১৪৮২। ইরওয়া' ১৫৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী দহ্হাক বিন উস্‌মান আল-কুরাশী সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি সত্যবাদী। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাঃ ২৯২২, ১৩/২৭২ নং পৃষ্ঠা)

মোট আঠারটি দীনার হলো। আমি সেগুলো নিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট চলে এলাম এবং বিষয়টি তাঁকে জানালাম। আমি আরো বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর যাকাত গ্রহণ করুন। তিনি বলেনঃ তুমি এগুলো নিয়ে যাও এবং এর কোন যাকাত নেই। আল্লাহ এগুলোতে তোমার বরকত দান করুন। অতঃপর তিনি বলেনঃ মনে হয় তুমি গর্তের মধ্যে তোমার হাত ঢুকিয়েছিলে। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন! আমি গর্তে হাত ঢুকাইনি। রাবী বলেন, এর শেষ দীনারটি তার ইনতিকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো।[২৫০৮]

١٣/٩٣. بَاب مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

১৩/৯৩. অধ্যায় : কেউ খনিজ সম্পদ পেলে

٢٥٠٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَكِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

১/২৫০৯। মুহাম্মাদ বিন মায়মূন আল-মাক্কী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ও হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী সাঈদ ও আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রের) প্রাপ্য।[২৫০৯]

٢٥١٠/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

২/২৫১০। নাস্র বিন আলী আল-জাহদামী আবূ আহমাদ ইসরায়ীল সিমাক (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাবরূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রের) প্রাপ্য।[২৫১০]

২৫০৮. আবূ দাউদ ৩০৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তা'লীক ইবনু মাজাহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আস্রমাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় আমি কোন সমস্যা দেখি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাঃ ৫১৭৯, ২৫/১৪৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মূসা বিন ইয়া'কূব আয-যামঈ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাঃ ৬৩১৫, ২৯/১৭১ নং পৃষ্ঠা)

২৫০৯. সহীহুল বুখারী ১৪৯৯, ২৩৫৫, ৬৯১২, ৬৯১৩, ১৭১০, তিরমিযী ৬৪২, ১৩৭৭, নাসায়ী ২৪৯৫, ২৪৯৭, আবূ দাউদ ৩০৮৫, ৪৫৯৩, আহমাদ ৭৪০৭, ৭৬৪৭, ২৭৪৭২, ৯০১৩, ৯৫৭২, ২৭২৬৩, ১০০৪৪, ১০১০৬, ১০১৩৭, ১০২০৯, মুয়াত্তা মালিক ৫৮৩, ১৬২২, দারিমী ১৬৬৮, ২৩৭৭, ২৩৭৮, ২৩৭৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৪/১৫২, ৭/৭৮, ৮/১১০, ৩৪৪, ইবনু হিব্বান ৬০০৫, ৬০০৬, ৬০০৭, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/২১৭, দারাকুতনী ১৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন মায়মূন আল-মাক্কী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ৫৬৪৯, ২৬/৫৩৯ নং পৃষ্ঠা)

২৫১০. আহমাদ ২৮৬৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস্র যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

٢٥١١/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارًا فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ فَأَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَلْيَتَصَدَّقَا».

৩/২৫১১। আহমাদ বিন সাবিত আল-জাহদারী, ইয়া'কূব বিন ইসহাক আল-হাদরামী, সালীম বিন হায়্যান, আমার পিতা (হায়্যান বিন বিসতাম) (মাকবূল), আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের পূর্বকালে এক ব্যক্তি এক খণ্ড জমি ক্রয় করে তার মধ্যে সোনাভর্তি একটি কলস পায়। সে (বিক্রেতাকে) বললো, আমি তো তোমার থেকে জমি ক্রয় করেছি, সোনা কিনিনি। বিক্রেতা বললো, আমি তোমার নিকট জমি এবং তার মধ্যকার সবকিছু বিক্রয় করেছি। অতঃপর তারা বিষয়টির মীমাংসার জন্য এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলো। লোকটি বললো, তোমাদের দু'জনের কি সন্তান-সন্ততি আছে? একজন বললো, আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। অপরজন বললো, আমার একটি কন্যা সন্তান আছে। লোকটি বললো, তাহলে তোমরা ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিবাহ দাও এবং এই সোনা তাদেরকে দাও, যাতে তারা এটা নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারে এবং দান-খয়রাতও করতে পারে।[২৫১১]

كِتَابُ الْعِتْقِ

(দাসমুক্তি)

٩٤/١٣. بَاب الْمُدَبَّرِ

১৩/৯৪. অধ্যায় : মুদাব্বার (প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত দাস) সম্পর্কে

٢٥١٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «بَاعَ الْمُدَبَّرِ».

১/২৫১২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ, সালামাহ বিন কুহায়ল, আতা', জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করেছেন।[২৫১২]

٢٥١٣/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ «فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ».

২৫১১. সহীহুল বুখারী ৩৪৭২, মুসলিম ১৭২১, আহমাদ ২৭৪০৮, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/৩২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫১২. মাজাহ, ২৫১৩, সহীহুল বুখারী ২১৪১, ২২৩১, ২৪০৪, ২৪১৫, ২৫৩৪, ৬৭১৬, ৬৯৪৭, ৭১৮৬, মুসলিম ৯৯৭, তিরমিযী ১২১৯, নাসায়ী ৪৬৫২, ৪৬৫৩, ৪৬৫৪, ৫৪১৮, আবূ দাউদ ৩৯৫৫, ৩৯৫৭, আহমাদ ১৩৭১৯, দারিমী ২৫৭৩। ইরওয়া' ১২৮৮, রাওদুন নাদীর ২০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৫১৩। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আমর বিন দীনার জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি একটি দাসকে মুদাব্বার বানালো। এ দাসটি ছাড়া তার আর কোন সম্পত্তি ছিলো না। নবী তা বিক্রয় করেন এবং আদী গোত্রের ইবনু নাহ্হাম তা কিনে নেন।[২৫১৩]

٢٥١٤/٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ ابْن مَاجَةَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

৩/২৫১৪। উসমান বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন যবইয়ান (দঈফ বা দুর্বল) উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার নবী বলেন, মুদাব্বার (মৃতের) সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনু মাজা বলেন, আমি উছমান বিন আবূ শায়বা কে বলতে শুনেছি যে, "মুদাব্বার মৃতের (সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত" শীর্ষক হাদীছটি ভুল। আবূ আবদুল্লাহ ইবনু মাজা বলেন, এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।[২৫১৪]

٩٥/١٣. بَاب أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

১৩/৯৫. অধ্যায় : উম্মু ওয়ালাদ সম্পর্কে

٢٥١٥/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ».

১/২৫১৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' শারীক হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (দঈফ বা দুর্বল) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির ঔরসে তার বাঁদীর গর্ভে সন্তান হলে, সে বাঁদী তার (মালিকের) মৃত্যুর পর স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।[২৫১৫]

২৫১৩. মাজাহ, ২৫১২, সহীহুল বুখারী ২১৪১, ২২৩১, ২৪০৪, ২৪১৫, ২৪২৭, ৬৭১৬, ৬৯৪৭, ৭১৮৬, মুসলিম ৯৯৭, তিরমিযী ১২১৯, নাসায়ী ৪৬৫২, ৪৬৫৩, ৪৬৫৪, ৫৪১৮, আবূ দাউদ ৩৯৫৫, ৩৯৫৭, আহমাদ ১৩৭১৯, দারিমী ২৫৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫১৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৬৪, দঈফ আল-জামি' ৫৯১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।

উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যবইয়ান সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ৪০৯২, ২০/৪৯৬ নং পৃষ্ঠা)

২৫১৫. আহমাদ ২৯৩১, দারিমী ২৫৭৪। ইরওয়া' ১৭৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ১৩১৫, ৬/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

٢٥١٦/٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا».

২/২৫১৬। আহমাদ বিন য়ূসুফ, আবূ আসিম, আবূ বাক্‌র আন-নাহশালী (তিনি সত্যবাদী তবে তার মুরজিয়া হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে), হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল), ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট (তাঁর পুত্র) ইবরাহীমের মা (মারিয়া কিবতিয়া)'র কথা উত্থাপিত হলে তিনি বলেনঃ তার সন্তান তাকে দাসত্বমুক্ত করেছে।[২৫১৬]

٢٥١٧/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْنَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا».

৩/২৫১৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন মানসূর, আবদুর রায্‌যাক, ইবনু জুরায়জ, আবুয যুবায়র, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা আমাদের যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসী ও উম্মু ওয়ালাদ বিক্রয় করতাম। আমরা এটাকে দূষণীয় মনে করতাম না।[২৫১৭]

٩٦/١٣. بَاب الْمُكَاتَبِ

১৩/৯৬. অধ্যায় : মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) সম্পর্কে

٢٥١٨/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ التَّعَفُّفَ».

১/২৫১৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ, আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), ইবনু আজলান, সাঈদ বিন আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রত্যেককে সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য (যদিও কোন কাজ তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়)ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী, মুকাতাব চুক্তিবদ্ধ দাস যে তার চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে বিবাহকারী পূত-পবিত্র থাকতে ইচ্ছুক।[২৫১৮]

২৫১৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৭৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ বাকর আন নাহশালী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বালিহ তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে মুরজিয়া মতাবলম্বী। (তাঃ ৭২৬৭, ৩৩/১৫৬ নং পৃষ্ঠা) ২. হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ১৩১৫, ৬/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

২৫১৭. আবূ দাউদ ৩৯৫৪। সহীহাহ ২৪১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫১৮. তিরমিযী ১৬৫৫, আহমাদ ৭৩৬৮। গায়াতুল মারাম ২১০, মিশকাত ৩০৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٢٥١٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ».

২/২৫১৯। আবূ কুরায়ব আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ তবে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে গোলাম এক শত উকিয়ার বিনিময়ে মুক্তিলাভ করতে চুক্তিবদ্ধ, দশ উকিয়া ব্যতীত বাকিটা পরিশোধ করতে পারলে সে আযাদ।[২৫১৯]

٢٥٢٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ».

৩/২৫২০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী উম্মু সালামাহ এর মাওলা নাবহান (মাকবূল) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের (মহিলাদের) কারো মালিকানায় মুকাতাব দাস থাকলে এবং তার নিকট চুক্তিকৃত অর্থের সম-পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার থেকে তোমাদের পর্দা করা উচিত।[২৫২০]

٢٥٢١/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي قَالَ فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

২৫১৯. তিরমিযী ১২৬০, আবূ দাঊদ ৩৯২৬, ৩৯২৭, আহমাদ ৬৬২৮, ৬৬৮৭, ৬৮৮৪, ৬৯১০। ইরওয়া' ১৬৭৪। মিশকাত ৩০৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২৫২০. তিরমিযী ১২৬১, আবূ দাঊদ ৩৯২৮, আহমাদ ২৫৯২৮, আহমাদ ২৫৯৩৪, ২৬০৮৯, ২৬১১৬। ইরওয়া' ১৭৬৯, মিশকাত ৩৪০০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

الْوَلَاءَ لَهُمْ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ افْعَلِي قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ «وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

৪/২৫২১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, বারীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার নিকট এলেন, তিনি ছিলেন মুকাতাবা। তিনি তার মালিকের সাথে নয় উকিয়া পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বলেন, তোমার মালিক চাইলে আমি এককালীন তাদেরকে তা পরিশোধ করে দিতে পারি এই শর্তে যে, ওয়ালার মালিক হবো আমি। রাবী বলেন, বারীরা তার মালিকের নিকট এসে একথা জানালে তারা এতে অসম্মতি জানায় এবং ওয়ালার মালিকানা তাদের থাকার শর্ত আরোপ করে। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ তুমি তাকে ক্রয় করো। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন, তারপর বলেনঃ লোকেদের কী হলো যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নাই। যেসব শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল, যদিও তা সংখ্যায় এক শত হয়। আল্লাহর কিতাবই যথার্থ এবং আল্লাহর শর্তই অধিক মজবুত। ওয়ালার মালিক হবে আযাদকারী।[২৫২১]

٩٧/١٣. بَاب الْعِتْقِ

১৩/৯৭. অধ্যায় : দাসত্বমুক্তি

٢٥٢٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قُلْتُ لِكَعْبٍ يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ» .

১/২৫২২। আবূ কুরায়ব, আবূ মুআবিয়াহ, আল-আ'মাশ, আমর বিন মুররাহ, সালিম বিন আবুল জা'দ, শুরাহবীল ইবনুস সিমত (রাযিয়াল্লাহু আনহু), কা'ব বিন মুররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। (শুরাহবীল ইবনুস সিমৃত) বলেন, আমি কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললাম, হে কা'ব বিন মুররাহ! আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস্র বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে

২৫২১. মাজাহ ২০৭৪, ২০৭৬, সহীহুল বুখারী ৪৫৬, ১৪৯৩, ২১৫৫, ২১৫৬, ২১৬৮, ২১৬৯, ২৫৩৬, ২৫৬১, ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৬৫, ২৫৭৮, ২৭১৭, ২৭২৬, ২৭২৯, ২৭৩৫, ৫০৯৭, ৫২৭৯, ৫২৮৪, ৫৪৩০, ৬৭১৭, ৬৭৫১, ৬৭৫৪, ৬৭৫৮, ৬৭৬০, মুসলিম ১০৭৫, ১৫০৪, তিরমিযী ১১৫৪, ১১৫৫, ১২৫৬, ২১২৪, ২১২৫, নাসায়ী ২৬১৪, ২৪৪৭, ২৪৪৮, ২৪৪৯, ২৪৫৪, ৪৬৪২, ৪৪৪৬, ৪৬৫৫, ৪৪৫৬, আবূ দাঊদ ২২৩৩, ২২৩৬, ২৯১৬, ৩৯২৯, আহমাদ ২৩৫৩৩, ২৩৬৩০, ২৩৬৬৭, ২৪০০১, ২৪৩১৮, ২৪৩৭৫, ২৪৩৯৮, ২৪৫১০, ২৪৬৪৪, ২৪৭৫৬, ২৪৮৩৮, ২৪৮৬৫, ২৪৮৯৮, ২৪৯২৪, ২৪৯৪০, ২৫০০৬, ২৫০৩৬, ২৫০৫৭, ২৫১৯৮, ২৫২২৭, ২৫২৫৮, ২৫৭৮৫, ২৫৮০৩, মুয়াত্তা মালিক ১১৯২, ১৫১৯, দারিমী ২২৮৯। ইরওয়া' ১৩০৮, রাওদুন নাদীর ৭৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

শুনেছিঃ যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করলো, সে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের বিনিময় হবে। আজাদকৃত দাসের প্রতিটি হাড় তার হাড়ের প্রতিদান হবে। যে ব্যক্তি দু'জন মুসলিম দাসীকে আযাদ করবে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের বিনিময় হবে। তাদের দু'টি হাড় তার একটি হাড়ের প্রতিদান হবে।[২৫২২]

٢٥٢٣/٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا» .

২/২৫২৩। আহমাদ বিন সিনান আবূ মুআবিয়াহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আবূ মুরাবিহ আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ গোলাম আযাদ করা অধিক উত্তম? তিনি বলেনঃ যে গোলাম তার মনিবের বেশি পছন্দনীয় এবং বেশি মূল্যবান।[২৫২৩]

٩٨/١٣. بَاب مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

১৩/৯৮. অধ্যায় : কেউ রক্ত সম্পর্কের বন্ধনযুক্ত গোলামের মালিক হলে সে স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

٢٥٢٤/١ – حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» .

১/২৫২৪। উকবাহ বিন মুকরাম ও ইসহাক বিন মানসূর মুহাম্মাদ বিন বাকর আল-বুরসানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হাম্মাদ বিন সালামাহ কাতাদাহ ও আসিম হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কেউ নিজের সাথে রক্তের সম্পর্কযুক্ত দাসের মালিক হলে সে স্বয়ং আযাদ হয়ে যাবে।[২৫২৪]

٢٥٢٥/٢ – حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» .

২/২৫২৫। রাশিদ বিন সাঈদ আর-রামলী ও উবায়দুল্লাহ ইবনুল জাহম আল-আনমাতী (মাকবূল) দমরাহ বিন রাবীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন) সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন দীনার ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ নিজের সাথে রক্তের সম্পর্কযুক্ত দাসের মালিক হলে, সে আপনা আপনি আযাদ হয়ে যাবে।[২৫২৫]

২৫২২. আবূ দাউদ ৩৯৬৫, আহমাদ ১৭৫৯৭, ১৭৫৯৯, ১৮৪১৭। রাওদুন নাদীর ৩৫৩, সহীহাহ ২৬১১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫২৩. সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫২৪. তিরমিযী ২৩৬৫, আবূ দাউদ ৩৯৪৯, আহমাদ ১৯৬৫৪, ১৯৬৯৬, ১৯৭১৫। ইরওয়া' ১৭৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫২৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন । ইরওয়া' ১৭৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٩٩/١٣. بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

১৩/৯৯. অধ্যায় : কেউ গোলাম আযাদ করলো এবং তার সেবা লাভের শর্ত আরোপ করলো

٢٥٢٦/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَعْتَقَتْنِيْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ.

১/২৫২৬। আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়াহ আল-জুমাহী হাম্মাদ বিন সালামাহ সাঈদ বিন জুমহান সাফীনাহ আবূ আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমাকে উম্মু সালামাহ (রাঃ) দাসত্বমুক্ত করেন এবং এই শর্ত আরোপ করেন যে, আমি নবী (সাঃ) এর খেদমত করবো, যাবত তিনি জীবিত থাকেন।[২৫২৬]

١٠٠/١٣. بَاب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ

১৩/১০০. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে

٢٥٢٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ أَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيْ قِيْمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ» .

১/২৫২৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির ও মুহাম্মাদ বিন বিশর সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ নাদর বিন আনাস বাশীর বিন নাহীক আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন মালদার ব্যক্তি এজমালি গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে তার বাকী অংশও নিজের মাল দিয়ে আযাদ করে দেয়া উচিত। সে মালদার না হলে উক্ত গোলামকে (অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের জন্য) তার সামর্থ্য অনুযায়ী আয়াসসাধ্য কাজে মজুরী খাটাবে।[২৫২৭]

٢٥٢٨/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ أُقِيْمَ عَلَيْهِ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .

উক্ত হাদীসের রাবী ১.দমরাহ বিন রাবীআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সালিহ। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিসরী বলেন, তিনি তাদের যুগে একজন ফাকীহ ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৩৮, ১৩/৩১৬ নং পৃষ্ঠা)

২৫২৬. আবূ দাউদ ৩৯৩২, আহমাদ ২১৪২০, ২৬১৭১। ইরওয়া' ১৭৫২, মিশকাত ৩৩৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৫২৭. সহীহুল বুখারী ২৪৯২, ২৫০৪, ২৫২৭, মুসলিম ১৫০৩, তিরমিযী ১৩৪৮, আবূ দাউদ ৩৯৩৪, ৩৯৩৭, ৩৯৩৮, ৭৪১৯, ৯২১৮, ৯৭৫৭, ১০৪৯২। ইরওয়া' ৫/৩৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৫২৮। ইয়াহইয়া বিন হাকীম উসমান বিন উমার মালিক বিন আনাস নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি এজমালি গোলামের তার নিজ অংশ আযাদ করে দিলে সে তার ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণপূর্বক তার মাল দ্বারা অন্যান্য শরীকের অংশের মূল্যও পরিশোধ করবে। অন্যথায় যতটুকু আযাদ করা হয়েছে সে ততটুকুই আযাদ গণ্য হবে।[২৫২৮]

١٠١/١٣. بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

১৩/১০১. অধ্যায় : কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে

٢٥٢٩/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُوْنَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ لَهِيْعَةَ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ».

১/২৫২৯। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) উবায়দুল্লাহ বিন আবূ জা'ফার বুকায়র ইবনুল আশাজ্জু নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সাঈদ বিন আবূ মারয়াম লায়স্র বিন সা'দ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ জা'ফার বুকায়র ইবনুল আশাজ্জু নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম আযাদ করলে গোলামই উক্ত মালের মালিক। তবে মনিব নিজের জন্য তার মালের জন্য শর্ত যুক্ত করলে তা তারই হবে। ইবনুলাহীআ (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতে আছেঃ তবে মনিব যদি সেই মাল (নিজের জন্য) নির্দিষ্ট করে নেয়।[২৫২৯]

٢٥٣٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ لَهُ يَا عُمَيْرُ إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ».

২৫২৮. সহীহুল বুখারী ২৪৯১, ২৫০৩, ২৫৩১, ২৫২২, ২৫২৩, ২৫২৪, ২৫২৫, ২৫৫৩, মুসলিম ১৫০১, তিরমিযী ১৩৪৭, নাসায়ী ৪৬৯৮, ৪৬৯৯, আবূ দাউদ ৩৯৪০, ৩৯৪৩, ৩৯৪৬, ৩৯৪৭, আহমাদ ৩৯৯, ৪৬২১, ৪৮৮৩, ৫১২৮, ২৭২৭৪, ৫৭৮৭, ৫৮৮৪, ৬০০২, ৬২৪৩, ৬৪১৭, মুয়াত্তা মালিক ১৫০৪। ইরওয়া' ১৫২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫২৯. আবূ দাউদ ৩৯৬২, আহমাদ ৪৫৩৮, ৫৪৬৩, ৬৩৪৪। ইরওয়া' ১৭৪৯, মিশকাত ৩৩৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

٢٥٣٠/٣ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لِجَدِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/২৫৩০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আল-জারমী (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আল-মুত্তালিব বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ইসহাক বিন ইবরাহীম (মাজহুল বা অপরিচিত) তার দাদা ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আযাদকৃত দাস উমায়র (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, হে উমাইর! আমি তোমাকে সন্তোষের সাথে আযাদ করতে চাই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তি তার এমন গোলাম আযাদ করল যে গোলাম নিজ মালের বিষয় উল্লেখ করেনি, তাহলে উক্ত মাল তারই (অর্থৎ আযাদকারীর) অতএব আমাকে বলো, তোমার কী মাল আছে ?

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো]

৩/২৫৩০(১)। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুত্তালিব বিন যিয়াদ ইসহাক বিন ইবরাহীম (মাজহুল বা অপরিচিত)................আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (ইসহাক) বলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার দাদা (উমায়র)-কে বললেন, ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[২৫৩০]

١٣/١٠٢. بَاب عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

১৩/১০২. অধ্যায় : জারজ সন্তান আযাদ করা

٢٥٣١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيْدَ الضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا».

১/২৫৩১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ফাদল বিন দুকায়ন ইসরায়ীল যায়দ বিন জুবায়র আবূ ইয়াযীদ আদ-দব্বী (মাজহুল বা অপরিচিত) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আযাদকৃত দাসী মায়মূনাহ বিনতু সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জারজ সন্তান আযাদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেনঃ আমি যে জুতাজোড়া পরে জিহাদ করি তা, আমা কর্তৃক জারজ সন্তান আযাদ করার তুলনায় অধিক উত্তম।[২৫৩১]

২৫৩০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৭৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আল-জারমী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। (তাঃ ২৩৪৮, ১১/৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন ইবরাহীম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র সহীহ নয়, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩২৯, ২/৩৬৮ নং পৃষ্ঠা) ৩. উমায়র সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৫২৪, ২২/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

২৫৩১. আহমাদ ২৭০৭৭। দঈফাহ ৪৬৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

١٣/١٠٣. بَاب مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

১৩/১০৩. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার দাস-দাসী দম্পতিকে আযাদ করতে চাইলে, প্রথমে যেন পুরুষ লোকটিকে আযাদ করে

٢٥٣٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ».

১/২৫৩২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার হাম্মাদ বিন মাসআদাহ উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন মাওহাব (তিনি নির্ভরযোগ্য নন) কাসিম বিন মুহম্মাদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী ও ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার কথাবার্তা শীয়া আকীদানুযায়ী) উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল মাজীদ উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন মাওহাব (তিনি নির্ভরযোগ্য নন) কাসিম বিন মুহম্মাদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার একজোড়া দাস-দাসী দম্পতি ছিল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এদের দু'জনকেই আযাদ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি ওদের উভয়কে আযাদ করতে চাইলে স্ত্রী লোকটির পূর্বে পুরুষ লোকটিকে আযাদ করো।[২৫৩২]

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ইয়াযীদ আদ-দব্বী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি পরিচিত নন। ইবনু মাকূলা বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ৭৭০৫, ৩৪/৪০৮ নং পৃষ্ঠা)

২৫৩২. আবূ দাউদ ২২৩৭। দঈফ আবূ দাউদ ৩৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন মাওহাব সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৫৮, ১৯/৮৪ নং পৃষ্ঠা)

(١٤) : كِتَابُ الْحُدُوْدِ

পর্ব (১৪) : হদ্দ (দণ্ড)

١٤/١. بَاب لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ

১৪/১. অধ্যায় : তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্তপাত বৈধ নয়

٢٥٣٣/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُوْنَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُوْنِيْ بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُوْنِيْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِيْ إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِيْ إِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ» .

১/২৫৩৩। আহমাদ বিন আবদাহ, হাম্মাদ বিন যায়দ, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ, উসমান বিন আফফান (রাঃ) তিনি (ছাদের) উপর থেকে বিদ্রোহীদের প্রতি তাকালেন। হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনে তিনি বললেনঃ তারা আমাকে হত্যার সংকল্প করছে। কেন তারা আমাকে হত্যা করবে? আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ তিনটি কারণের কোন একটি বিদ্যমান না থাকলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে, তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করা অথবা যে ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে অথবা যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহর শপথ! আমি জাহিলী যুগেও কখনো যেনা করিনি এবং ইসলামী যুগেও না, আমি কোন মুসলমানকে হত্যা করিনি এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে মুরতাদ হইনি।[২৫৩৩]

٢٥٣٤/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» .

২/২৫৩৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী, ওয়াকী', আল-আ'মাশ, আবদুল্লাহ বিন মুররাহ, মাসরূক, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল"

২৫৩৩. তিরমিযী ২১৫৮, নাসায়ী ৪০১৯, আবূ দাঊদ ৪৫০২, আহমাদ ৪৩৯, ৪৫৪, ৫১১, ১৪০৫, ২২৯৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/১৯৪, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩৫০। ইরওয়া' ৭/২৫৪, তাখরীজুল মাখতার ৩০০-৩০২, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তার রক্তপাত বৈধ নয়। কিন্তু তিন শ্রেণীর লোক হত্যার যোগ্যঃ জানের (হত্যার) বদলে জান (হত্যা), বিবাহিত যেনাকারী এবং মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে দীন ত্যাগকারী।[২৫৩৪]

٢/١٤. بَاب الْمُرْتَدِّ عَنْ دِيْنِهِ

১৪/২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়

٢٥٣٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ».

১/২৫৩৫। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আয়্যূব ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে (মুসলমান) ব্যক্তি নিজের দীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা হত্যা করো।[২৫৩৫]

٢٥٣٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ».

২/২৫৩৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ বাহয বিন হাকীম তার পিতা (হাকীম) দাদা (মুআবিয়াহ বিন হায়দাহ বিন মুআবিয়াহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে শিরকে লিপ্ত হলে আল্লাহ তার কোন আমলই গ্রহণ করেন না, যাবত না সে মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে ।[২৫৩৬]

٣/١٤. بَاب إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ

১৪/৩. অধ্যায় : হদ্দ কার্যকর করা

٢٥٣٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِيْ شَجَرَةَ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِيْ بِلَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

১/২৫৩৭। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম সাঈদ বিন সিনান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইমাম দারাকুতনী ও অন্যান্যরা তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ

২৫৩৪. সহীহুল বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ১৬৭৬, তিরমিযী ১৪০২, নাসায়ী ৪০১৬, ৪৭২১, আবূ দাঊদ ৪৩৫২, আহমাদ ৩৬১৪, ৪০৫৫, ৪২৩৩, ৪৪১৫, ২৪৯৪৭, দারিমী ২৪৪৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৭/২১৩, ২৮৩, ২৮৪, ইবনু হিব্বান ৪৪০৮, ৫৯৭৭, দারাকুতনী ৩/৭২। ইরওয়া' ২১৯৬, যিলালুল জান্নাহ ৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৩৫. সহীহুল বুখারী ৩০১৭, ৬৯২২, তিরমিযী ১৪৫৮, নাসায়ী ৪০৫৯, ৪০৬০, ৪০৬১, ৪০৬২, ৪০৬৪, ৪০৬৫, আবূ দাঊদ ৪৩৫১, আহমাদ ১৮৭৪, ২৫৪৭, ২৯৬০, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৬৭, ২০২, ৮/১৯৫, ইবনু হিব্বান ৪৪৭৬, ৫৬০৬, আল-হুমায়দী ৫৩৩, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৩/৫৩৮। ইরওয়া' ২৪৭১, ইবনুস সালাম এর তাখরীজুল ঈমান ৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৩৬. আহমাদ ১৯৫৩৩। ইরওয়া' ৫/৩২, সহীহাহ ৩৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

করেছেন)। আবুয যাহিরিয়্যাহ। আবূ শাজারাহ কাসীর বিন মুররাহ। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর নির্ধারিত হাদ্দসমূহের মধ্য থেকে কোন হাদ্দ কার্যকর করা, চল্লিশ রাত মহান আল্লাহর কোন জনপদে বৃষ্টিপাত হওয়ার চেয়ে উত্তম।[২৫৩৭]

٢٥٣٨/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا».

২/২৫৩৮। আমর বিন রাফি'। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক। ঈসা বিন ইয়াযীদ (মাকবূল)। জারীর বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল)। আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন জনপদে একটি হদ্দ কার্যকর করা সেই জনপদে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার তুলনায় উত্তম।[২৫৩৮]

٢٥٣٩/٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ وَمَنْ قَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَلَا سَبِيْلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ».

৩/২৫৩৯। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী। হাফস্ বিন উমার (দঈফ বা দুর্বল)। হাকাম বিন আবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)। ইকরিমাহ। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও অস্বীকার করে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল," তার উপর হদ্দ কার্যকর করার কোন পথ থাকে না। কিন্তু সে হদ্দযোগ্য অপরাধ করলে তা তার উপর কার্যকর হবে।[২৫৩৯]

২৫৩৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৭/২৬৭। সহীহাহ ২৩১, মিশকাত ৩৫৫৮, রাওদুন নাদীর ১০৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন সিনান সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমগনের নিকট দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২২৯৫, ১০/৪৯৫ নং পৃষ্ঠা)

২৫৩৮. নাসায়ী ৪৯০৪, ৪৯০৫, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী জারীর বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯১৯, ৪/৫৫১ নং পৃষ্ঠা)

২৫৩৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১৪১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী হাফস্ বিন উমার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণায় দুর্বল। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী ও আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪০৫, ৭/৪২ নং পৃষ্ঠা) ২. হাকাম

٢٥٤٠/٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْمَفْلُوْجُ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ أَبِيْ صَادِقٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ».

৪/২৫৪০। আবদুল্লাহ বিন সালিম আল-মাফলূজ উবায়দাহ ইবনুল আস্ওয়াদ কাসিম ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত) আবূ সাদিক রাবীআহ বিন নাজিদ উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কাছের ও দূরের সকলের উপর আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দ কার্যকর করো। আল্লাহর কাজে কোন সমালোচকের সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিব্রত না করে।[২৫৪০]

٤/١٤. بَاب مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

১৪/৪. অধ্যায় : যার উপর হদ্দ কার্যকর করা আবশ্যিক নয়

٢٥٤١/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُوْلُ «عُرِضْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِي».

১/২৫৪১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবদুল মালিক বিন উমায়র আতিয়্যাহ আল-কুরাযী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বনূ কুরায়জাকে হত্যার দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে উপস্থিত করা হলো। যার (লজ্জাস্থানের) লোম গজিয়েছিল, তাকে হত্যা করা হলো এবং যার লোম গজায়নি তাকে রেহাই দেয়া হলো। আমি ছিলাম লোম না গজানোদের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমাকে রেহাই দেয়া হয়।[২৫৪১]

٢٥٤٢/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُوْلُ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

বিন আবান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪২২, ৭/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

২৫৪০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৩৫৮৭, সহীহাহ ৬৭০, ১৯৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাসিম ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও স্নিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত। ইমাম যাহাবী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্নিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৩৩, ২৩/৪৫৬ নং পৃষ্ঠা)

২৫৪১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৭/২৩৯, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩৬৫। মিশকাত ৩৯৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৫৪২। ∝[মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][আবদুল মালিক বিন উমায়র][আতিয়্যাহ আল-কুরাযী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ বলেন, তখন থেকেই আমি তোমাদের সামনে আছি।[২৫৪২]

٢٥٤٣/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي».

قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِيْ خِلَافَتِهِ فَقَالَ هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ.

৩/২৫৪৩। ∝[আলী বিন মুহাম্মাদ][আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবূ মুআবিয়াহ ও আবূ উসামাহ][উবায়দুল্লাহ বিন উমার][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ বলেন, আমাকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন আমি চৌদ্দ বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (জিহাদে শরীক হতে) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমি পনের বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দেন। নাফে' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এ হাদীস্র উমার বিন আবদুল আযীয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফত আমলে তার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই নাবালেগ ও বালেগের মধ্যে পার্থক্যবিন্দু।[২৫৪৩]

١٤/٥. بَاب السِّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُوْدِ بِالشُّبُهَاتِ

১৪/৫. অধ্যায় : মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা এবং সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্দ মওকুফ করা

٢٥٤٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

১/২৫৪৪। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবূ মুআবিয়াহ][আল-আ'মাশ][আবূ সালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।[২৫৪৪]

٢٥٤٥/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ادْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا».

২/২৫৪৫। ∝[আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][ওয়াকী'][ইবরাহীম ইবনুল ফাদল (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)][সাঈদ বিন আবূ সাঈদ][আবূ

২৫৪২. তিরমিযী ১৫৮৪, নাসায়ী ৩৪৩০, ৪৯৮১, আবূ দাউদ ৪৪০৪, আহমাদ ১৮২৯৯, ১৮৯২৮, আহমাদ ২২১৫২, ২২১৫৩, দারিমী ২৪৬৪, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/৩১৭, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৪৩. সহীহুল বুখারী ২৬৬৪, ৪০৯৭, মুসলিম ১৮৬৮, তিরমিযী ১৩৬১, ১৭১১, নাসায়ী ৩৪৩১, আবূ দাউদ ২৯৫৭, ৪৪০৬, আহমাদ ৪৬৪৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৪/৩৮৩, ৫/৩১১, ৩১২, ৬/৫৮, ইবনু হিব্বান ৪৭৮০, ৪৭৮১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১২৩, ৪/৩৯০, আল-হুমায়দী ৮৮৮। ইরওয়া' ১১৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৪৪. মুসলিম ২৬৯৯, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ৪৯৪৬, আহমাদ ৭৩৭৩, ৭৩৭৯, ৭৬৪৪, ৭৮৮২, ২৭৪৮৪, ৮৯৯৫, ১০১১৮, ১০২৯৮, ১০৩৮২। সহীহাহ ২৩৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা হদ্দ প্রতিরোধ করবে, যাবত তা প্রতিরোধের কোন অজুহাত পাও।[২৫৪৫]

٣/٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ».

৩/২৫৪৬। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-জুমাহী (দঈফ বা দুর্বল) হাকাম বিন আবান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার গুপ্ত (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবেন, এমনকি এই কারণে তাকে তার ঘরে পর্যন্ত অপদস্থ করবেন।[২৫৪৬]

٦/١٤. بَاب الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ

১৪/৬. অধ্যায় : হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ

২৫৪৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২৩৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৩১৯৯, ১৪/৩৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবরাহীম ইবনুল ফাদ্বল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২২৪, ২/১৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২৫৪৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭৬, সহীহাহ ২৩৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-জুমাহী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৫৬, ২৬/৮৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. হাকাম বিন আবান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪২২, ৭/৮৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-জুমাহী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ২১৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি খুবই দুর্বল, ৩৭টি দুর্বল, ৯০টি হাসান, ৯০টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ মুসলিম ২৫৯২, আবূ দাউদ ৪৮৯১, আহমাদ ৭৮৮২, ৮৯৯৫, ২৭৪৮৪, ১০৩৮২, ১৬১৬০, ১৬৫১১, ১৬৮৮০, ১৬৮৮১, ১৬৯৪০, ১৬৯৪৪, ১৬৯৯৪, ১৭০০১, ২২৬৭৩, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৮৯৩৩, ১৮৯৩৫, ১৮৯৩৬, মু'জামুল আওসাত ১৪৮১, ৪৯৯২, ৬১৫২, ৭৯২৬, ৮০৮৫, ৮১৩৩, ৮৭০৫, আল-ফাওয়াইদ ১০২১।

٢٥٤٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ قَدْ أَعَاذَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَقُوْلَ هَذَا.

১/২৫৪৭। ◊[মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী][লায়স্র বিন সা'দ][ইবনু শিহাব][উরওয়াহ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করে ধরা পড়লে তার বিষয়টি কুরায়শদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তারা বলাবলি করলো, বিষয়টি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলতে পারে? তারা বলাবলি করলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয়পাত্র উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কেউ এমন দুঃসাহস করতে পারবে না। অতঃপর উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি কি আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বলেনঃ হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল অসহায় ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম। রাবী মুহাম্মাদ বিন রুমহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি লায়স্র ইবনু সা'দকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা তাকে (হযরত ফাতিমাকে) চুরি করা থেকে হেফাজত করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানেরই এরূপ বলা উচিত।[২৫৪৭]

٢٥٤٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُوْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهَا قَالَ لَمَّا سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيْفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكَلِّمُهُ وَقُلْنَا نَحْنُ نَفْدِيْهَا بِأَرْبَعِيْنَ أُوْقِيَّةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا لِيْنَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا كَلِّمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللهِ نَزَلَتْ بِالَّذِيْ نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا».

২৫৪৭. সহীহুল বুখারী ২৬৪৮, ৩৪৭৫, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৮০০, মুসলিম ১৬৮৮, তিরমিযী ১৪৩০, নাসায়ী ৪৮৯৫, ৪৮৯৬, ৪৮৯৭, ৪৮৯৮, ৪৮৯৯, ৪৯০০, ৪৯০১, ৪৯০২, ৪৯০৩, আবূ দাউদ ৪৩৭৩, আহমাদ ২৪৭৬৯, দারিমী ২৩০২। ইরওয়া' ২৩১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৫৪৮। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)][মুহাম্মাদ বিন তালহাহ বিন রুকানাহ][তার মাতা আয়িশাহ বিনতু মাসঊদ আল-আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)][তার পিতা মাসঊদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ তিনি বলেন, সেই নারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘর থেকে সেই চাদরটি চুরি করলে তা আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। সে ছিল কুরায়শ বংশীয়া। অতঃপর আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে এলাম। আমরা বললাম, আমরা তার পক্ষ থেকে চল্লিশ উকিয়া ফিদ্‌য়া দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সে পবিত্র হোক, এটাই তার জন্য উত্তম। আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নরম সুর শুনে উসামার কাছে এসে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে আলোচনা করো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিস্থিতি আঁচ করে খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বলেনঃ তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আমার কাছে আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করছো, যা তাঁর কোন এক বান্দীর উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতিমাও ঐ নারীর স্তরে উপনীত হতো, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দিতো।[২৫৪৮]

٧/١٤. بَاب حَدِّ الزِّنَا

১৪/৭. অধ্যায় : যেনার হদ্দ

٢٥٤٩/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْا كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ لَمَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي حَتّٰى أَقُوْلَ قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا وَإِنَّهُ زَنٰى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ هِشَامٌ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» .

১/২৫৪৯। ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][যুহরী][আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ][আবূ হুরায়রা ও যায়দ বিন খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)]∝ ∝[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ][সুফইয়ান বিন

২৫৪৮. আহমাদ ২৬২৫২, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২৪৬। দঈফাহ ৪৪২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। তিনি মুদাল্লিস রাবী তার আন আন সূত্রে হাদীস্র বর্ণনার করনে হাদীস্রটি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

উয়ায়নাহ্ যুহরী আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ শিবলি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তারা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহর বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে দিন। তার তুলনায় অধিক বিচক্ষণ তার প্রতিপক্ষ বললো, হ্যাঁ আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে বক্তব্য পেশের অনুমতি দিন। তিনি বলেনঃ বলো। লোকটি বললো, আমার পুত্র এই ব্যক্তির শ্রমিক ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। আমি তার পক্ষ থেকে এক শত বকরী এবং একটি গোলাম পরিশোধ করেছি। অতঃপর আমি কতক বিজ্ঞ লোককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হয় যে, আমার পুত্রকে এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে, আর এই ব্যক্তির স্ত্রীকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তুমি তোমার এক শত বকরী ও গোলাম ফেরত লও এবং তোমার পুত্রকে এক বছরের নির্বাসনসহ এক শত বেত্রাঘাত করা হবে। আর হে উনাইস! তুমি আগামী কাল সকালে তার স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যদি স্বীকারোক্তি করে তবে তাকে রজম করবে। অধস্তন রাবী হিশাম বলেন, উনায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পরদিন সকালে তার নিকট গেলো এবং সে স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাকে রজম করেন।[২৫৪৯]

٢٥٥٠/٢ – حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «خُذُوْا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ».

২/২৫৫০। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ য়ূনুস বিন জুবায়র হিত্তান বিন আবদুল্লাহ উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে (দীনের বিধান) শিখে নাও। আল্লাহ তাদের (মহিলাদের জন্য একটি পথ করে দিয়েছেন। যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে যেনা করে তবে তাদের প্রত্যেককে এক বছরের নির্বাসনসহ এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে যেনা করে তবে তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত এবং রজম করতে হবে।[২৫৫০]

٨/١٤. بَاب مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

১৪/৮. অধ্যায় : কেউ নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করলে

٢٥٥١/١ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا أَقْضِيْ فِيْهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ».

২৫৪৯. সহীহুল বুখারী ২৩১৫, ২৬৪৯, ২৬৯৬, ২৭২৫, ৬৬৩৩, ৬৮২৮, ৬৮৩২, ৬৮৩৩, ৬৮৩৬, ৬৮৪৩, ৬৮৬০, ৭১৯৫, ৭২৬০, ৭২৭৯, মুসলিম ১৬৭৯, তিরমিযী ১৪৩৩,নাসায়ী ৫৪১০, ৫৪১১, আবূ দাউদ ৪৪৪৫, আহমাদ ১৬৫৯০, মুয়াত্তা মালিক ১৫৫৬, দারিমী ২৩১৭। ইরওয়া' ১৪৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৫০. মুসলিম ১৬৯০, তিরমিযী ১৪৩৪, ১৪৫১, আবূ দাউদ ৪৪১৫, আহমাদ ২২১৫৮, ২২১৯৫, ২২২০৮, ২২২২৩, ২২২৭৪, দারিমী ২৩২৭। ইরওয়া' ২৩৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৫৫১। ∝হুমায়দ বিন মাসআদাহ্ খালিদ ইবনুল হারিস্ সাঈদ কাতাদাহ্ হাবীব বিন সালিম নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ (হাবীব বিন সালিম) বলেন, নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হলো, যে তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করেছিল। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করবো। তিনি বলেন, যদি তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে, তবে এ যেনাকারীকে একশত বেত্রাঘাত করবো। আর যদি তার স্ত্রী তাকে অনুমতি না দিয়ে থাকে, তবে তাকে আমি রজম করবো।[২৫৫১]

٢٥٥٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ» .

২/২৫৫২। ∝আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ্ আবদুস সালাম বিন হারব হিশাম বিন হাস্সান হাসান সালামাহ ইবনুল মুহাব্বিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো যে তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করেছিল। তিনি তার উপর হদ্দ কার্যকর করেননি।[২৫৫২]

١٤/٩. بَاب الرَّجْمِ

১৪/৯. অধ্যায় : রজম করা

٢٥٥٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُوْلَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ «رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ» .

১/২৫৫৩। ∝আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ্ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ বললেন, আমি আশঙ্কা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ বলে বসবে, আমি আল্লাহর কিতাবে রজমের কথা পাচ্ছি না। ফলে সে আল্লাহর ফরযসমূহের মধ্যকার একটি

২৫৫১. তিরমিযী ১৪৫১, নাসায়ী ৩৩৬০, ৩৩৬১, ৩৩৬২, আবূ দাঊদ ৪৪৫৮, ৪৪৫৯, আহমাদ ১৭৯৩০, দারিমী ২৩২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তা'লীক ইবনু মাজাহ।
উক্ত হাদীসের রাবী হবীব বিন সালিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন। উক্ত সানাদের সকল রাবীই সিকাহ তবে তার হাদীস ইদতিরাব করার কারণে হাদীস টি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫/৩৭৪ নং পৃষ্ঠা)

২৫৫২. আবূ দাঊদ ৪৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তা'লীক ইবনু মাজাহ।
উক্ত হাদীসের রাবী হাসান (রহিমাহুল্লাহ) তিনি সালামাহ ইবনুল মুহাব্বিক থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি তবুও তার আন আন শূত্রে হাদীস বর্ণনার করণে হাদীসটি দুর্বল। (ইবনু আবূ হাতিম ১/৪৪৭)

ফরয ত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হবে। সাবধান! রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করা বাধ্যতামূলক- অপরাধী বিবাহিত হলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা গর্ভসঞ্চার হলে অথবা স্বীকারোক্তি করলে। অতঃপর আমি রজমের এ আয়াত পাঠ করিঃ "বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যেনায় লিপ্ত হলে তোমরা তাদের উভয়কে রজম করো"। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি।[২৫৫৩]

٢/٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ «فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ فَقَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ».

২/২৫৫৪। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম][মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][সালামাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ তিনি বলেন, মাইয বিন মালিক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললোঃ আমি যেনা করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সে বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার বললো, আমি যেনা করেছি। এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি তার থেকে আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনিভাবে সে চারবার স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর তিনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তার দেহে পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকলে সে দ্রুত পালাতে তৎপর হলো। এক ব্যক্তি তার নাগাল পেয়ে গেলো। তার হাতে ছিলো উটের চোয়ালের হাড়। সে তাকে আঘাত করে ভূপাতিত করলো। তার গায়ে পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তার পলায়নের কথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেনঃ তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না।[২৫৫৪]

٣/٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا «فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا».

২৫৫৩. সহীহুল বুখারী ৬৮২৯, ৬৮৩০, ৭৩২৩, মুসলিম ১৬৯১, তিরমিযী ১৪৩১, ১৪৩২, আবূ দাউদ ৪৪১৮, আহমাদ ১৫৫, ১৯৮, ২৫১, ২৭৮, ৩০১, ৩৩৩, ৩৫৪, ৩৯৩, মুয়াত্তা মালিক ১৫২০, দারিমী ২৩২২, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২১৩, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩৫৭। ইরওয়া' ২৩৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৫৪. সহীহুল বুখারী ৫২৭২, মুসলিম ১৬৯১, তিরমিযী ১৪২৮, আবূ দাউদ ৪৪২৮, ৯৫৩৫, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২১৯, ২২৮, আত-তহাবী ৩/১৪৩। ইরওয়া' ৭/৩৫৩, মিশকাত ৩৫৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৫৫৫। আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবূ আমর ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ কিলাবাহ আবুল মুহাজির ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে যেনার স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার দেহে তার পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে পেঁচিয়ে তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন।[২৫৫৫]

١٠/١٤. بَاب رَجْمِ الْيَهُوْدِيِّ وَالْيَهُوْدِيَّةِ

১৪/১০. অধ্যায় : ইহূদী পুরুষ ও নারীকে রজম করা

٢٥٥٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَجَمَ يَهُوْدِيَّيْنِ» أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ.

১/২৫৫৬। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু' ইয়াহূদীকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমিও রজমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি পুরুষ লোকটিকে দেখেছি যে, সে নারীটিকে পাথর থেকে আড়াল করছে।[২৫৫৬]

٢٥٥٧/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً».

২/২৫৫৭। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী) শারীক সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে ইদতিরাবরূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন) জাবির বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজোড়া ইহূদী নারী-পুরুষকে রজম করেছিলেন।[২৫৫৭]

২৫৫৫. মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, আহমাদ ১৯৩৬০, ১৯৪০২, ১৯৪০২, ১৯৪২৪, ১৯৪৫২, দারিমী ২৩২৫। ইরওয়া' ২৩৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুমায়' বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৩২, ১৪/২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

২৫৫৬. সহীহুল বুখারী ১৩২৯, ৩৬৩৫, ৪৫৫৬, ৬৮১৯, ৮৬৪১, ৭৩৩২, ৭৫৪৩, মুসলিম ১৬৯৯, তিরমিযী ১৪৩৬, আবূ দাউদ ৪৪৪৬, ৪৪৪৯, আহমাদ ৪৪৮৪, ৪৬৫২, ৬৩৪৯, মুয়াত্তা মালিক ১৫৫১, দারিমী ২৩২১। ইরওয়া' ১২৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৫৭. তিরমিযী ১৪৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)
২. উক্ত হাদীসের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

٢٥٥٨/٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَهُوْدِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُوْدٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُوْنَ فِيْ كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِيْ قَالُوْا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوْسَى أَهَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِيْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِيْ لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِيْ فِيْ كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِيْ أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيْمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ» وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

৩/২৫৫৮। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবূ মুআবিয়াহ] [আল-আ'মাশ] [আবদুল্লাহ বিন মুররাহ] [বারা' বিন আযিব (রাঃ)] বলেন, নবী (সাঃ) এমন এক ইহূদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যার মুখে কালি মাখিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যেনাকারীর এরূপ শাস্তি পেয়েছো? তারা বললো, হাঁ। তিনি তাদের আলেমদের মধ্যকার একজনকে ডেকে বলেনঃ আমি তোমাকে সেই সত্তার শপথ দিয়ে বলছি যিনি মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমরা কি যেনাকারীর এরূপ শাস্তিই পেয়েছো? সে বললো, না। আপনি যদি আমাকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস না করতেন তবে আমি আপনাকে এ কথা বলতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যেনাকারীর শাস্তি পেয়েছি রজম করা। কিন্তু আমাদের সম্ভ্রান্ত লোকেদের মধ্যে রজমের (যেনার) অপরাধ বেড়ে গেলো। এমতাবস্থায় আমরা সম্ভ্রান্ত লোককে (এ অপরাধে) গ্রেপ্তার করলে তাকে ছেড়ে দিতাম এবং আমাদের দুর্বল ও অসহায় লোককে (একইরূপ অপরাধে) গ্রেপ্তার করলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করতাম। (এক পর্যায়ে) আমরা বললাম এসো আমরা একটা বিষয়ে একমত হই, যা আমরা সম্ভ্রান্ত ও দুর্বল সকলের উপর কার্যকর করতে পারি। তখন থেকে আমরা (শাস্তি লাঘব করে) রজমের পরিবর্তে মুখমণ্ডলে কালি মেখে বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করতে একমত হই। নবী (সাঃ) বলেনঃ ইয়া আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাদের ধ্বংস করা তোমার হুকুমকে জীবিত করেছে। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ঐ ইহূদীকে রজম করা হয়।[২৫৫৮]

١٤/١١. بَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

১৪/১১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম (যেনা) করে

٢٥٥٩/١ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِيْ مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا».

২৫৫৮. মাজাহ ২৩২৭, মুসলিম ১৭০০, আবূ দাঊদ ৪৪৪৭, ৪৪৪৮, আহমাদ ১৭০৫৪। ইরওয়া' ২৬৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৫৫৯। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী সায়দ বিন ইয়াহইয়া বিন উবায়দ লায়স বিন সা'দ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ জা'ফার আসওয়াদ উরওয়াহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম, তবে অবশ্যই অমুক নারীকে রজম করতাম। কেননা তার কথাবার্তায় ও দৈহিক বেশভূষায় এবং যারা তার কাছে যাতায়াত করে তাদের থেকে অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে।[২৫৫৯]

٢٥٦٠/٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِيْ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ».

২/২৫৬০। আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহলী সুফইয়ান আবূ যিনাদ কাসিম বিন মুহাম্মাদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দু' লিআনকারীর কথা উল্লেখ করলেন। ইবনু শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বললেন, এই সেই নারী যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই রজম করতাম, তবে অবশ্যই তাকে রজম করতাম। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সেই নারী তো প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছে।[২৫৬০]

١٢/١٤. بَاب مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ

১৪/১২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়

٢٥٦١/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ».

১/২৫৬১। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ ও আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ব্যতীত হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন আবূ আমর ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা কাউকে লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত পেলে তাকে এবং যার সাথে তা করা হয় তাকে হত্যা করো।[২৫৬১]

٢٥٦٢/٢ – حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِيْ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِيْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ قَالَ «ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ارْجُمُوْهُمَا جَمِيْعًا».

২৫৫৯. মাজাহ ২৫৬০, সহীহুল বুখারী ৫৩১০, ৫৩১৬, ৬৮৫৫, ৬৮৫৬, ৭২৩৮, মুসলিম ১৪৯৭, নাসায়ী ৩৪৭০, ৩৪৭১, আহমাদ ৩০৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৬০. মাজাহ ২৫৫৯, সহীহুল বুখারী ৫৩১০, ৫৩১৬, ৬৮৫৫, ৬৮৫৬, ৭২৩৮, মুসলিম ১৪৯৭, নাসায়ী ৩৪৭০, ৩৪৭১, আহমাদ ৩০৯৬। ইরওয়া' ৭/১৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৬১. তিরমিযী ১৪৫৬, আবূ দাউদ ৪৪৬২, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২৩২। ইরওয়া' ২৩৫০, মিশকাত ৩৫৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২/২৫৬২। ∝[য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা][আবদুল্লাহ বিন নাফি'][আস্রিম বিন উমার (দঈফ বা দুর্বল)][সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়)][তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান)][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেনঃ তোমরা উপরের এবং নিচের ব্যক্তিকে অর্থাৎ উভয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করো।[২৫৬২]

٢٥٦٣/٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ».

৩/২৫৬৩। ∝[আযহার বিন মারওয়ান][আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ][কাসিম বিন আবদুল ওয়াহিদ (মাকবূল)][আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে তিনি শিথিল)][জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার সর্বাধিক আশঙ্কা করি।[২৫৬৩]

١٣/١٤. بَاب مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيْمَةً

১৪/১৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের সাথে এবং যে ব্যক্তি পশুর সাথে যৌনাচার করে

٢٥٦٤/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ إِسْمَعِيْلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ».

১/২৫৬৪। ∝[আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী][ইবনু আবূ ফুদায়ক][ইবরাহীম বিন ইসমাঈল (দঈফ বা দুর্বল)][দাঊদ ইবনুল হুসায়ন][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∝ তিনি বলেন,

---

২৫৬২. তিরমিযী ১৪৫৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২৩২। ইরওয়া' ৬/১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আস্রিম বিন উমার সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০১৭, ১৩/৫১৭ নং পৃষ্ঠা) ২. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র স্বহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

২৫৬৩. তিরমিযী ১৪৫৭, বায়হাকী ফিস সুনান ২/২১৫, ৬/১০৬। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৯৭, ১৯৮, মিশকাত ৩৫৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই চাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় শিথিল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫৪৩, ১৬/৭৮ নং পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকে হত্যা করো এবং যে ব্যক্তি পশুর সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকেও হত্যা করো এবং পশুটিও হত্যা করো।[২৫৬৪]

١٤/١٤. بَاب إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الْإِمَاءِ

১৪/১৪. অধ্যায় : ক্রীতদাসীর উপর হদ্দ কার্যকর করা

٢٥٦٥/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِيْ قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ «اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».

১/২৫৬৫। [আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ] [মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [যুহরী] [উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ] [আবূ হুরায়রাহ ও যায়দ বিন খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)] [আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ] [মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ] [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ] [যুহরী] [উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ] [শিবলি (মাকবূল) (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)] তারা বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে অবিবাহিত ক্রীতদাসীর যেনায় লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি সে পুনরায় যেনা করে তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত করো। তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বলেনঃ চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও।[২৫৬৫]

٢٥٦٦/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ فَرْوَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ».

২/২৫৬৬। [মুহাম্মাদ বিন রুমহ] [লায়স্ বিন সা'দ] [ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব] [আম্মার বিন আবূ ফারওয়াহ (মাকবূল)] [মুহাম্মাদ বিন মুসলিম] [উরওয়াহ] [আমরাহ বিনতু আবদুর রহমান] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ক্রীতদাসী যেনায় লিপ্ত হলে তাকে বেত্রাঘাত করো। সে আবার যেনায় লিপ্ত হলে আবার তাকে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনায় লিপ্ত হলে

২৫৬৪. তিরমিযী ১৪৫৫, ৮/৩৩০, দারাকুতনী ৩/১২৭। ইরওয়া' ৮/১৪-১৫, ২৩৪৮, ২৩৫২, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৯৯, দঈফ আল-জামি' ৫৮৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** ২য় অংশ ব্যতীত দঈফ কারণ, ২য় অংশটি সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন ইসমাঈল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪৬, ২/৪২ নং পৃষ্ঠা)

২৫৬৫. সহীহুল বুখারী ২১৫২, ২১৫৪, ২২৩৩, ২২৩৪, ২৫৫৬, ৬৮৩৮, ৬৮৩৯, মুসলিম ১৭০৩, ১৭০৪, তিরমিযী ১৪৩৩, ১৪৪০, আবূ দাউদ ৪৪৬৯, ৪৪৭০, আহমাদ ৭৩৪৭, ৮৬৮৯, ৯১৭৪, ১০০৩৩, ১৬৫৯৫, ১৬৬০৯, মুয়াত্তা মালিক ১৫৬৪, দারিমী ২৩২৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২১৯, ২৪৪, ১০/৮৬, আল-হুমায়দী ৮১১। ইরওয়া' ২৩২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

আবারও তাকে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনায় লিপ্ত হলে আবারও তাকে বেত্রাঘাত করো। অতঃপর একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও।[২৫৬৬]

١٥/١٤. بَاب حَدِّ الْقَذْفِ

১৪/১৫. অধ্যায় : যেনার মিথ্যা অপবাদ (কায্ফ) আরোপের শাস্তি

٢٥٦٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ».

১/২৫৬৭। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার ইবনু আবূ আদী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর আমরাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলে পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিষয়টি উল্লেখ করে কুরআন (সেই আয়াত) তিলাওয়াত করেন, অতঃপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'জন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হয়।[২৫৬৭]

٢٥٦٨/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوْهُ عِشْرِيْنَ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لُوْطِيُّ فَاجْلِدُوْهُ عِشْرِيْنَ».

২/২৫৬৮। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ইবনু আবূ ফুদায়ক ইবনু আবূ হাবীবাহ (দঈফ বা দুর্বল) দাঊদ ইবনুল হুসায়ন ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "হে মুখান্নাস" (নপুংসক) বললে তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করো এবং কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "হে লূতী" (সমকামী) বললে তাকেও বিশটি বেত্রাঘাত করো।[২৫৬৮]

١٦/١٤. بَاب حَدِّ السَّكْرَانِ

১৪/১৬. অধ্যায় : মদ্যপের শাস্তি

২৫৬৬. আহমাদ ২৩৮৪০। **সহীহাহ** ২৯২১, সহীহ আল-জামি' আস-সগীর ৫২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৬৭. তিরমিযী ৩১৮১, আবূ দাউদ ৪৪৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান, আত-তা'লীক আলা ইবনু মাজাহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৫৬৮. তিরমিযী ১৪৬২। তাখরীজুল মিশকাত ৩৬৩২, দঈফ আল-জামি' ৬১০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু আবূ হাবীবাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪৬, ২/৪২ নং পৃষ্ঠা)

٢٥٦٩/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ «مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ».

১/২৫৬৯। ◄[ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)]X[শারীক]X[আবূ হুসায়ন]X[উমায়র বিন সাঈদ]X[মুতাররিফ]X[উমায়র বিন সাঈদ]X[আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)]► ◄[আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী]X[সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ]X[মুতাররিফ]X[উমায়র বিন সাঈদ]X[আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)]► বলেছেন, মদ্যপ ব্যতীত অপর কোন অপরাধী আমার নির্দেশে হদ্দ কার্যকর করার কারণে নিহত হলে আমি তার দিয়াত পরিশোধ করবো না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদ্যপের হদ্দ নির্ধারণ করেননি। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে মদ্যপের হদ্দ নির্ধারণ করেছি (তাই তার দিয়াত পরিশোধ করবো)।[২৫৬৯]

٢٥٧٠/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ».

২/২৫৭০। ◄[নাস্র বিন আলী আল-জাহদ্বামী]X[ইয়াযীদ বিন যুরায়']X[সাঈদ]X[কাতাদাহ]X[আনাস বিন মালিক (রাঃ)]► ◄[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ওয়াকী']X[হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী]X[কাতাদাহ]X[আনাস বিন মালিক (রাঃ)]► তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদ্যপকে জুতা ও লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন।[২৫৭০]

٢٥٧١/٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّانَاجِ سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِيٍّ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ «جَلَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ».

৩/২৫৭১। ◄[উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ]X[ইবনু উলায়্যাহ]X[সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ]X[আবদুল্লাহ ইবনুদ -দানাজ]X[হুদায়ন ইবনুল মুনযির আর-রাকাশী]X[আলী (রাঃ)]► ◄[মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক

২৫৬৯. সহীহুল বুখারী ৬৭৭৮, আবূ দাউদ ৪৪৮৬, আহমাদ ১০২৭, ১০৮৭। ইরওয়া' ২৩৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মাতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা)

২৫৭০. সহীহুল বুখারী ৬৭৭৩, ৬৭৭৬, মুসলিম ১৭০৬, তিরমিযী ১৪৪৩, আবূ দাউদ ৪৪৭৯, আহমাদ ১১৭২৯, ১২৩৯৪, ১২৪৪৪, ১৩১৭১, দারিমী ২৩১১। সহীহ আল-জামি' ৪৯৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বিন আবুশ শাওয়ারিব ⟶ আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার ⟶ আবদুল্লাহ বিন ফায়রূয আদ-দানাজ ⟶ হুদায়ন ইবনুল মুনযির ⟶ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟶ (হুদায়ন ইবনুল মুনযির) বলেন, ওয়ালিদ বিন উকবাকে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আদালতে আনা হলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে তার (মদ্যপানের) অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেন, এই নিন আপনার চাচাতো ভাইকে এবং তার উপর হদ্দ কার্যকর করুন। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বেত্রাঘাত করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মদ্যপকে) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আশি বেত্রাঘাত করেছেন। এ সবই সুন্নাত।[২৫৭১]

١٧/١٤. بَاب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

১৪/১৭. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি বারবার মাদক সেবনে লিপ্ত হলে

٢٥٧٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ «فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ».

১/২৫৭২। ⟶ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⟶ শাবাবাহ ⟶ ইবনু আবূ যি'ব ⟶ হারিস (বিন আবদুর রহমান) ⟶ আবূ সালামাহ ⟶ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟶ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থবারে তিনি বলেনঃ সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করো।[২৫৭২]

٢٥٧٣/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ».

২/২৫৭৩। ⟶ হিশাম বিন আম্মার ⟶ শুআয়ব বিন ইসহাক ⟶ সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ ⟶ আসিম বিন বাহদালাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ⟶ যাকওয়ান আবূ সালিহ ⟶ মুআবিয়া বিন আবূ সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟶ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ লোকেরা মদপান করলে তোমরা তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় মদপান করলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, আবার মদপান করলে আবার তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় (চতুর্থবার) মদপান করলে তাদেরকে হত্যা করো।[২৫৭৩]

২৫৭১. মুসলিম ১৭০৭, আবূ দাউদ ৪৪৮০, ৪৪৮১, আহমাদ ৬২৫, ১১৮৮, ১২৩৪, দারিমী ২৩১২। ইরওয়া' ৩০৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৭২. আবূ দাউদ ৪৪৮৪, আহমাদ ৭৭০৪, ৭৮৫১, ১০১৬৯, ১০৩৫১, দারিমী ২১০৫। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৮৭, সহীহাহ ১৩৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

২৫৭৩. তিরমিযী ১৪৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন বাহদালাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছাড়া তার অন্য কোন দোষ নেই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০০২, ১৩/৪৭৩ নং পৃষ্ঠা)

١٨/١٤. بَاب الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

১৪/১৮. অধ্যায় : বৃদ্ধ ও রোগীর উপর হদ্দ আবশ্যিকভাবে কার্যকর করা

٢٥٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً».

٢٥٧٤/٢ (١)- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/২৫৭৪। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)] [ইয়া'কূব] [আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ] [আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ] [সাঈদ বিন সাদ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [সাদ' বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] (সাঈদ বিন সা'দ) বলেন, আমাদের বাড়িতে একটি বিকলাঙ্গ ও দুর্বল লোক বাস করতো। লোকেরা তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করতো না। কিন্তু একদা বাড়ির এক ক্রীতদাসীর সাথে সে যেনায় লিপ্ত হলে লোকেরা তাজ্জব বনে যায়। সাদ বিন উবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পেশ করলেন। তিনি বলেনঃ তাকে এক শত বেত্রাঘাত করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর নবী! সে এ শাস্তি সহ্য করতে (স্বাস্থ্যগতভাবে) দুর্বল (অক্ষম)। তাকে যদি আমরা এক শত বেত্রাঘাত করি তবে সে মারা যেতে পারে। তিনি বলেনঃ তাহলে তোমরা একশত শাখাবিশিষ্ট একটি গাছের ডাল লও এবং তা দ্বারা তাকে একবার প্রহার করো।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৫৭৪(১)। [সুফইয়ান বিন ওয়াকী'] [আল-মুহারিবী] [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)] [ইয়াকুব বিন আবদুল্লাহ] [আবূ উমামাহ বিন সাহল] [সা'দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] [২৫৭৪]

২৫৭৪. আবূ দাঊদ ৪৪৭২, আহমাদ ২১৪২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্রালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয় তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৪১৮, ১১/২০০ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু সুফইয়ান বিন ওয়াকী' এর কারণে সানাদটি সন্দেহযুক্ত। সঠিক সানাদ হলোঃ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এর সূত্রে সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ। হাদিসটির ১০৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি জাল, ২১টি খুবই দুর্বল, ৫৬টি দুর্বল, ২০টি

١٤/١٩. بَاب مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

১৪/১৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) অস্ত্র ধারণ করে

٢٥٧٥/١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ و حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ و حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

১/২৫৭৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করতেন) ইবনু আজলান তার পিতা (আজলান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আনাস বিন ইয়াদ আবূ মা'শার (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন কা'ব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আনাস বিন ইয়াদ আবূ মা'শার (দঈফ বা দুর্বল) মূসা বিন ইয়াসার .... আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৫৭৫]

হাসান, ৬টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ দাঊদ ৪৪৭২, আহমাদ ২৩৩৮৮, দারাকুতনী ৩১৩১, ৩১৩২, ৩১৩৩, ৩১৩৪, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬১৩৩, ১৬১৩৪, মু'জামুল আওসাত ৬৬০, শারহুস সুন্নাহ ২৫৯০, ২৫৯১।

২৫৭৫. মুসলিম ১০১, আহমাদ ৮১৫৯, ২৮৫০০। ইবনু সালাম এর তাখরীজুল ঈমান ৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা) ২. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও ফাকীহ তবে হাদীস্র বর্ণনা সন্দেহ করেন। (তাঃ ৬১৩৫, ২৮/৩৮১ নং পৃষ্ঠা) ৪. আবূ মা'শার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্রিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তার মুখস্থ করার আগে হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে কিছু আহলে ইলম সমালোচনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৩৮৬, ২৯/৩২২ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আবূ মা'শার এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ১৭৭টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ২৩টি খুবই দুর্বল, ৭৪টি দুর্বল, ৩৭টি হাসান, ৪১টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ৬৮৭৪, ৭০৭০, ৭০৭১, মুসলিম ১০১, ১০২, ১০৩, তিরমিযী ১৪৫৯, দারিমী ২৫২০, আহমাদ ৪৪৫৩, ৪৬৩৫, ৫১২৭, ৫৭৬৪, ৬২৪১, ৬৩৪৫, ৬৬৮৫, ৬৭০৩, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৭১৯৯, ১৮৬৮০, ১৮৬৮২।

٢٥٧٦/٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

২/২৫৭৬। আবদুল্লাহ বিন আমির ইবনুল বাররাদ বিন য়ূসুফ বিন বুরায়দ বিন আবূ বুরদাহ বিন আবূ মূসা আল-আশআরী (মাকবূল) আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৫৭৬]

٢٥٧٧/٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَرَّادِ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

৩/২৫৭৭। মাহমূদ বিন গায়লান, আবূ কুরায়ব, ইউসুফ বিন মূসা ও আবদুল্লাহ ইবনুল বাররাদ আবূ উসামাহ বুরায়দ আবূ বুরদাহ আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৫৭৭]

٢٠/١٤. بَاب مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

১৪/২০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে

٢٥٧٨/١ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا فَارْتَدُّوْا عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاسْتَاقُوْا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ فِيْ طَلَبِهِمْ فَجِيْءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوْا».

১/২৫৭৮। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী আবদুল ওয়াহ্‌হাব হুমায়দ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উরায়নাহ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে (মদীনায়) আগমন করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা যদি আমাদের উটের চারণভূমিতে যেতে এবং তার দুধ ও পেশাব পান করতে (তাহলে হয়তো নিরাময় লাভ করতে)। তারা তাই করলো (এবং রোগমুক্ত হলো)। অতঃপর তারা দীন ইসলাম ত্যাগ করলো (মুরতাদ হয়ে গেল), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রাখালকে হত্যা করলো এবং তাঁর উটের পাল লুট করে নিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠালেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলে

২৫৭৬. সহীহুল বুখারী ৬৮৭৪, ৭০৭০, মুসলিম ৯৮, নাসায়ী ৪১০০, আহমাদ ৪৪৫৩, ৪৬৩৫, ৫১২৭, ৬২৪১, ৬৩৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৭৭. সহীহুল বুখারী ৭০৭১, মুসলিম ১০০, তিরমিযী ১৪৫৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তিনি তাদের হাত-পা কেটে এবং তাদের চোখে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর উপর ফেলে রাখলেন। অবশেষে তারা মারা গেলো।[২৫৭৮]

٢٥٧٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوْا عَلَى لِقَاحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ».

২/২৫৭৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ইবরাহীম বিন আবুল ওয়াযীর আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উটের পাল লুট করলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে লৌহশলাকা বিদ্ধ করলেন।[২৫৭৯]

٢١/١٤. بَاب مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

১৪/২১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ

٢٥٨٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ».

১/২৫৮০। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান যুহরী তালহাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আওফ সাঈদ বিন আমর বিন নুফায়ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।[২৫৮০]

٢٥٨١/٢ - حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ».

২/২৫৮১। আল-খালীল বিন আমর মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ ইয়াযীদ বিন সিনান আল-জাযারী (দঈফ বা দুর্বল) মুআবিয়াহ বিন মিহরান ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

২৫৭৮. মাজাহ ৩৫০৩, সহীহুল বুখারী ২৩৩, ১৫০১, ৩০১৮, ৪১৯২, ৪১৯৩, ৪৬১০, ৫৬৮৫, ৫৬৮৬, ৫৭২৭, ৬৮০২, ৬৮০৪, ৬৮০৫, ৬৮৯৯, মুসলিম ১৬৭১, তিরমিযী ৭২, ৭৩, ১৮৪৫, নাসায়ী ৩০৫, ৩০৬, ৪০৪২, ৪০২৫, ৪০২৭, ৪০২৮, ৪০২৯, ৪০৩০, ৪০৩১, ৪০৩২,৪০৩৪, ৪০৩৫, আবূ দাউদ ৪৩৬৪, আহমাদ ১১৬৩১, ১২২২৮, ১২৪০৮, ১২৬৩৩, ১২৭১৫, ১৩৬৪৭, ১৩৬৭২। ইরওয়া' ১৭৭, রাওদুন নাদীর ৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৭৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদ সহীহ।
আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২৫৮০. তিরমিযী ১৪১৮, ১৪২১, নাসায়ী ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯৪, ৪০৯৫, আবূ দাউদ ৪৭৭২, আহমাদ ১৬৩১, ১৬৩৬, ১৬৫২। আল-আহকাম ৪১-৪২ নং পৃষ্ঠা, ইরওয়া' ৭০৮, মিশকাত ৩৫২৯, রাওদুন নাদীর ৩২৯, ৫৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ধন-সম্পদ লুট করতে চাইলে সে তাতে বাধা দিতে গিয়ে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হলে শহীদ গণ্য হয়।[২৫৮১]

٢٥٨٢/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ».

৩/২৫৮২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আমির আবদুল আযীয ইবনুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করার চেষ্টা করা হলে এবং সে তা রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ গণ্য হয়।[২৫৮২]

١٤/٢٢. بَاب حَدِّ السَّارِقِ

১৪/২২. অধ্যায় : চোরের শাস্তি

٢٥٨٣/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

১/২৫৮৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ চোরের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, ডিম চুরি করার অপরাধে যার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরি করার অপরাধে যার হাত কাটা যায়।[২৫৮৩]

٢٥٨٤/٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».

২/২৫৮৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিন দিরহাম মূল্যের একটা ঢাল চুরির অপরাধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত কাটার নির্দেশ দেন।[২৫৮৪]

২৫৮১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/৩৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন সিনান আল-জাযারী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণে শিথিল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০০১, ৩২/১৫৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন সিনান আল-জাযারী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ৪৮০টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৯টি জাল, ৭৭টি খুবই দুর্বল, ১০৫টি দুর্বল, ৯৪টি হাসান, ১০৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৪৮০, মুসলিম ১৪২, তিরমিযী ১৪১৮, ১৪১৯, ১২২০, ১৪২১, আবূ দাউদ ৪৭৭১, ৪৭৭২, আহমাদ ৫৯১, ১৬০১, ১৬৩১, ১৬৫৫, ২৭৭৫, ৬৪৮৬, ৬৭৭৭, ৬৭৮৪, ৬৭৯০, ৬৮৭৪, ৬৮৮৩, ৬৯১৭, ৬৯৭৫।

২৫৮২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/৩৬৩-৩৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

২৫৮৩. সহীহুল বুখারী ৬৭৮৩, ৬৭৯৯, মুসলিম ১৬৮৭, নাসায়ী ৪৮৭৩, আহমাদ ৭৩৮৮। ইরওয়া' ২৪১০।

২৫৮৪. সহীহুল বুখারী ৬৭৯৫, ৬৭৯৬, ৬৭৯৭, ৬৭৯৮, মুসলিম ১৬৮৬, তিরমিযী ১৪৪৬, নাসায়ী ৪৯০৬, ৪৯০৭, ৪৯০৮, ৪৯০৯, ৪৯১০, আবূ দাউদ ৪৩৮৫, ৪৩৮৬, আহমাদ ৪৪৮৯, ৫১৩৫, ৫২৮৮, ৫৪৯৩, ৫৫১৮, ৬২৮১, মুয়াত্তা মালিক ১৫৭২, দারিমী ২৩০১। ইরওয়া' ৮/৬২, ২৪১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٥٨٥/٣ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا».

৩/২৫৮৫। আবূ মারওয়ান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব আমরাহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সিকি দীনার অথবা তার অধিক পরিমাণ ছাড়া (চোরের) হাত কাটা যাবে না।[২৫৮৫]

٢٥٨٦/٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ».

৪/২৫৮৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ হিশাম আল-মাখযূমী উহায়ব আবূ ওয়াকিদ (দঈফ বা দুর্বল) আমির বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একটি ঢালের সম-পরিমাণ চুরির বেলায় চোরের হাত কাটা হবে।[২৫৮৬]

١٤/٢٣. بَاب تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

১৪/২৩. অধ্যায় : কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া

٢٥٨٧/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوْبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ فَقَالَ السُّنَّةُ «قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِيْ عُنُقِهِ».

১/২৫৮৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ, মুহাম্মদ বিন বাশ্শার ও আবূ সালামাহ আল-জূবারী ইয়াহইয়া বিন খালাফ উমার বিন আলী বিন আতা' বিন মুকাদ্দাম হাজ্জাজ মাকহূল ইবনু মুহায়রীয ফাদালাহ বিন উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (ইবনু মুহায়রিয)

২৫৮৫. সহীহুল বুখারী ৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১, ৬৭৯২, মুসলিম ১৬৮৪, তিরমিযী ১৪৪৫, নাসায়ী ৪৯১৪, ৪৯১৬, ৪৯১৭, ৪৯১৮, ৪৯১৯, ৪৯২০, ৪৯২১, ৪৯২২, ৪৯২৩, ৪৯২৪, ৪৯২৫, ৪৯২৬, ৪৯২৭, ৪৯২৮, ৪৯৩০, ৪৯৩১, ৪৯৩২, ৪৯৩৩, ৪৯৩৪, ৪৯৩৫, ৪৯৩৬, ৪৯৩৭, ৪৯৩৮, ৪৯৩৯, আবূ দাউদ ৪৩৮৩, ৪৩৮৪, আহমাদ ২৩৫৫৮, ২৩৯৯৪, ২৪২০৪, ২৪৮৮৬, ২৫৫৮৫, ২৫৬১০, মুয়াত্তা মালিক ১৫৭৫, ১৫৭৬, দারিমী ২৩০০। ইরওয়া' ২৪০২, রাওদুন নাদীর ৭৮৩, ৭৮৪, আত-তা'লীকু আলাত তানকীল ২/১১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ মারওয়ান আল-উস্মানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা)

২৫৮৬. আহমাদ ১৪৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ ওয়াকিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্ব নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ২৮৩৫, ১৩/৮৪ নং পৃষ্ঠা)

বলেন, আমি ফাদালাহ বিন উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এটাই নিয়ম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির হাত কেটে তা তার কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।[২৫৮৭]

٢٤/١٤. بَاب السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

১৪/২৪. অধ্যায় : চোর স্বীকারোক্তি করলে

٢٥٨٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ فَطَهِّرْنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوْا إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا «فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ» قَالَ ثَعْلَبَةُ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ.

১/২৫৮৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইবনু আবূ মারয়াম ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আবদুর রহমান বিন স্রা'লাবাহ আল-আনস্রারী (মাজহুল) তার পিতা (স্রা'লাবাহ আল-আনস্রারী) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। 'আমর বিন সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করেছি। অতএব আমাকে পবিত্র করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই গোত্রের নিকট লোক পাঠালে তারা বললো, আমরা আমাদের একটি উট হারিয়েছি। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলে তার হাত কর্তন করা হয়। ছালাবা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম, যখন তার হাতটি (কেটে) পড়ে গেলো তখন সে বললো, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমার থেকে আমাকে পবিত্র করেছেন। তুমি আমার দেহটাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলে।[২৫৮৮]

২৫৮৭. আবূ দাউদ ৪৪১১। ইরওয়া' ২৪৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২৫৮৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুর রহমান বিন স্রা'লাবাহ আল-আনস্রারী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৭৯, ১৭/২২ নং পৃষ্ঠা)

٢٥/١٤. بَاب الْعَبْدِ يَسْرِقُ

১৪/২৫. অধ্যায় : ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে

٢٥٨٩/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ».

১/২৫৮৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ আবূ আওয়ানাহ উমার বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) তার পিতা (আবূ সালামাহ) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও।[২৫৮৯]

٢٥٩٠/٢ – حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنْ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ «مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا».

২/২৫৯০। জুবারাহ ইবনুল মাগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) হাজ্জাজ বিন তামীম (দঈফ বা দুর্বল) মায়মূন বিন মিহরান ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) যুদ্ধলব্ধ মাল (গানীমাত) থেকে প্রাপ্ত একটি যুদ্ধবন্দী দাস যুদ্ধলব্ধ মালের রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ থেকে চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পেশ করা হলো। কিন্তু তিনি তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেননি। তিনি বলেনঃ মহামহিম আল্লাহর সম্পদের একাংশ অপরাংশ চুরি করেছে।[২৫৯০]

١٦/١٤. بَاب الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

১৪/২৬. অধ্যায় : আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারী

٢٥٩١/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ».

২৫৮৯. আবূ দাউদ ৪৪১২, আহমাদ ৮২৩৪, ৮২৪৬, ৮৪৫৭, ৮৭৯৭। মিশকাত ৩৬০৬, দঈফ আল-জামি' ৫৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী উমার বিন আবূ সালামাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাঃ ৪২৪৭, ২১/৩৭৫ নং পৃষ্ঠা)

২৫৯০. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২৪২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্ব রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৮৯১, ৪/৪৮৯ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন তামীম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১৩, ৫/৪২৮ নং পৃষ্ঠা)

১/২৫৯১। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [আবূ আসিম] [ইবনু জুরায়জ] [আবুয যুবায়র] [জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর হাত কর্তন করা হবে না।[২৫৯১]

٢٥٩٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ».

২/২৫৯২। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [মুহাম্মাদ বিন আসিম বিন জা'ফার আল-মিসরী] [মুফাদদাল বিন ফাদালাহ] [যূনুস বিন ইয়াযীদ] [ইবনু শিহাব] [ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ] [তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আওফ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, ছিনতাইকারীর হাত কর্তন করা যাবে না।[২৫৯২]

٢٧/١٤. بَاب لَا يُقْطَعُ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

১৪/২৭. অধ্যায় : ফল এবং গাছের মাথি চুরির অপরাধে হাত কর্তন করা যাবে না

٢٥٩٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ».

১/২৫৯৩। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [ইয়াহইয়া বিন সাঈদ] [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান] [তার চাচা ওয়াসি' বিন হাব্বান] [রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ফল ও মাথি (নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদি গাছের মাথার মূল কচি অংশ) চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।[২৫৯৩]

٢٥٩٤/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ».

২/২৫৯৪। [হিশাম বিন আম্মার] [সা'দ বিন সাঈদ আল-মাকবুরী (তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল অর্থৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)] [তার ভাই (আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-মাকবুরী) (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)] [তার পিতা (সাঈদ আল-মাকবূরী)] [আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফল ও মাথি চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।[২৫৯৪]

২৫৯১. তিরমিযী ১৪৪৮, নাসায়ী ৪৯৭১, ৪৯৭২, ৪৯৭৩, ৪৯৭৪, ৪৯৭৫, ৪৯৭৬, আবূ দাউদ ৪৩৯১, ৪৩৯২, আহমাদ ১৪৬৫২, দারিমী ২৩১০। ইরওয়া' ২৪০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৯২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮/৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৯৩. তিরমিযী ১৪৪৯, নাসায়ী ৪৯৬০, ৪৯৬১, ৪৯৬২, ৪৯৬৩, ৪৯৬৪, ৪৯৬৫, ৪৯৬৬, ৪৯৬৭, ৪৯৬৮, ৪৯৬৯, ৪৯৭০, আবূ দাউদ ৪৩৮৮, আহমাদ ১৫৩৭৭, ১৫৩৮৭, ১৬৮০৯, ১৬৮৩০, ১৫৮৩, দারিমী ২৩০৪, ২৩০৫, ২৩০৬, ২৩০৭, ২৩০৮, ২৩০৯। ইরওয়া' ২৪১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৫৯৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮/৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٨/١٤. بَاب مَنْ سَرَقَ مِنْ الْحِرْزِ

১৪/২৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি সুরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে

٢٥٩٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ «فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ» .

১/২৫৯৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ মালিক বিন আনাস যুহরী আবদুল্লাহ বিন স্বফওয়ান তার পিতা (স্বাফওয়ান বিন আবূ উমায়্যাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নিজের চাদরকে বালিশবৎ বানিয়ে তা মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়েছিলেন। চোর তার মাথার নিচ থেকে তা চুরি করলো। তিনি তাকে গ্রেপ্তার করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে এলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন সাফওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো এটা চাইনি! আমার চাদর আমি তাকে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাহলে তাকে আমার কাছে আনার আগে কেন তা করলে না?[২৫৯৫]

٢٥٩٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الثِّمَارِ فَقَالَ «مَا أُخِذَ فِيْ أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنْ الْجِرِيْنِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيْسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» .

২/২৫৯৬। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ আল-ওয়ালীদ বিন কাস্সীর আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুযায়না গোত্রের এক লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ফল (চুরির অপরাধ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেনঃ

উক্ত হাদীসের রাবী সা'দ বিন সাঈদ আল-মাকবূরী সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি কাদারিয়্যা মতাবলম্বী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২২০৭, ১০/২৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-মাকবূরী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মাঝে মিথ্যবাদীতা রায়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। আমর ইবনুল ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৩০৫, ১৫/৩১ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু সা'দ বিন সাঈদ আল-মাকবূরী ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-মাকবূরী এর কারণে সানাদটি খুবই দুর্বল। হাদিসটির ১২৫টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি জাল, ৫১টি খুবই দুর্বল, ৫৭টি দুর্বল, ১০টি হাসান, ৪টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তিরমিযী ১৪৪৯, আবূ দাউদ ৪৩৮৮, দারিমী ২৩০৪, ২৩০৫, ২৩০৬, ২৩০৮, ২৩০৯, আহমাদ ১৫৩৭৭, ১৫৩৮৭, ১৬৮০৯, ১২৮৩০।

২৫৯৫. নাসায়ী ৪৮৭৮, ৪৮৭৯, ৪৮৮১, ৪৮৮৩, ৪৮৮৪, আহমাদ ১৪৮৭৯, ২৭০৯০, ২৭০৯৭, মুয়াত্তা মালিক ১৫৭৯, দারিমী ২২৯৯। ইরওয়া' ২৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(গাছের মাথার) গুচ্ছ থেকে নিলে তার মূল্য এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ দিতে হবে। আর খলিয়ান থেকে নিলে এবং তার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে। আর যদি শুধু খায়, নিয়ে না যায় তবে তার উপর কিছুই (জরিমানা) ধার্য হবে না। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চারণভূমি থেকে বকরী নিয়ে গেলে? তিনি বলেনঃ তার মূল্য ও সাথে তার সমপরিমাণ দিতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও হবে। আর বাথান থেকে চুরি করলে তার মূল্য যদি একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে হাত কাটা যাবে।[২৫৯৬]

١٤/٢٩. بَاب تَلْقِيْنِ السَّارِقِ

১৪/২৯. অধ্যায় : চোরকে তালকীন দেয়া

٢٥٩٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِيْ ذَرٍّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى ثُمَّ قَالَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ قَالَ اللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ».

১/২৫৯৭। হিশাম বিন আম্মার, সাঈদ বিন ইয়াহইয়া, হাম্মাদ বিন সালামাহ, ইসহাক বিন আবূ তালহাহ, আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাওলা আবুল মুনযির (মাকবূল), আবূ উমায়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক চোরকে উপস্থিত করা হলে সে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। তিনি আবার বললেনঃ মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। অতঃপর তিনি হুকুম দিলে তার হাত কেটে দেয়া হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (লোকটিকে) বললেনঃ তুমি বলো, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি। সে বললোঃ "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি"। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "হে আল্লাহ ! তুমি তার তওবা কবুল করো"। তিনি দু'বার এ কথা বলেন।[২৫৯৭]

١٤/٣٠. بَاب الْمُسْتَكْرَهِ

১৪/৩০. অধ্যায় : বল প্রয়োগে যাকে কিছু করতে বাধ্য করা হয়

٢٥٩٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ وَأَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ «اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِيْ أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا».

২৫৯৬. তিরমিযী ১২৮৯, নাসায়ী ৪৯৫৮, ৪৯৫৯, আবূ দাউদ ১৭১০, ৪৩৯০। ইরওয়া' ২৪১৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৫০৪-১৫০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৫৯৭. নাসায়ী ৪৮৭৭, আবূ দাউদ ৪৩৮০, আহমাদ ২২০২। ইরওয়া' ২৪২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবুল মুনযির সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৬৫০, ৩৪/৩২০ নং পৃষ্ঠা)

১/২৫৯৮। আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী, আয়্যূব বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়ায্যান ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ মুআম্মার বিন সুলায়মান হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আবদুল জাব্বার বিন ওয়ায়িল .... তার পিতা (ওয়ায়িল বিন হুজর) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি, তবে ধর্ষণকারীকে হদ্দের শাস্তি দেন। তিনি মহিলার জন্য মোহরের ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা তা রাবী উল্লেখ করেননি।[২৫৯৮]

٣١/١٤. بَاب النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ فِي الْمَسَاجِدِ

১৪/৩১. অধ্যায় : মসজিদে হদ্দ কার্যকর করা নিষেধ

٢٥٩٩/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ».

১/২৫৯৯ সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির ইসমাঈল বিন মুসলিম (হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল) আমর বিন দীনার তাঊস (বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাসান বিন আরাফাহ আবূ হাফস্ব আল-আব্বার ইসমাঈল বিন মুসলিম (হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল) আমর বিন দীনার তাঊস (বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মসজিদের মধ্যে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[২৫৯৯]

٢ - 2600/حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ». ﷺ

২/২৬০০। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) মুহাম্মাদ বিন আজলান আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদের মধ্যে হদ্দ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।[২৬০০]

২৫৯৮. তিরমিযী ১৪৫৩, ১৪৫৪। ইরওয়া' ৭/৩৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২৫৯৯. তিরমিযী ১৪০১, দারিমী ২৩৫৭। ইরওয়া' ৭/২৭১, ২৩২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, আমরা তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল পেশ করিনা। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৪৮৩, ৩/১৯৮ নং পৃষ্ঠা)

২৬০০. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৭/৩৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٣٢/١٤. بَاب التَّعْزِيْرِ

১৪/৩২. অধ্যায় : তা'যীর প্রসঙ্গ

٢٦٠١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ».

১/২৬০১। মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ লায়স্ বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব বুকায়র বিন আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ সুলায়মান বিন ইয়াসার আবদুর রহমান বিন জাবির বিন আবদুল্লাহ আবূ বুরদাহ বিন নিয়ার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন, আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধ ব্যতীত অপর কোন অপরাধে অপরাধীকে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না।[২৬০১]

٢٦٠٢/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُعَزِّرُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ».

২/২৬০২। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আব্বাদ বিন কাস্রীর (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা দশটি বেত্রাঘাতের অধিক তা'যীর (শাস্তি) নির্ধারণ করো না।[২৬০২]

٣٣/١٤. بَاب الْحَدُّ كَفَّارَةٌ

১৪/৩৩. অধ্যায় : হদ্দ (শাস্তি) হলো (গুনাহের) কাফফারা

٢٦٠٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوْبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَإِلَّا فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ».

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবুল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২৬০১. সহীহুল বুখারী ৬৮৪৮, ৬৮৫০, মুসলিম ১৭০৮, ১৪৬৩, আবূ দাউদ ৪৪৯১, আহমাদ ১৫৪০৫, ১৬০৫১, দারিমী ২৩১৪। ইরওয়া' ২০৩২, ২১৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬০২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. আব্বাদ বিন কাস্রীর সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করো না। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র লেখার যোগ্য নয়। আমর বিন খালিদ সম্পর্কে ওকী বিন জাররাহ বলেন, তার থেকে মিথ্যা বলা প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০৯০, ১৪/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

১/২৬০৩। ∞মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ∞আবদুল ওয়াহ্হাব ও ইবনু আবূ আদী ∞খালিদ আল-হায্যা' ∞আবূ কিলাবাহ ∞আবুল আশআস্ ∞উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, অতঃপর সে যত সত্বর শাস্তি ভোগ করে, সেটাই তার অপরাধের কাফফারা অন্যথায় তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ হয়।[২৬০৩]

٢٦٠٤/٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوْبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُوْدَ فِيْ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ».

২/২৬০৪। ∞হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল ∞হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ ∞য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন) ∞আবূ ইসহাক ∞আবূ জুহায়ফাহ ∞'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন পাপ কাজ করার পর সেজন্য সে শাস্তি ভোগ করলে আল্লাহ তা'আলা তার সেই বান্দাকে পুনর্বার (একই অপরাধের) শাস্তি দেয়ার বিষয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ। কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে পাপকাজ করার পর আল্লাহ তা গোপন করে রাখলেন। আল্লাহ যা উপেক্ষা করেছেন তার জন্য পুনরায় গ্রেফতার করার ব্যাপারে অধিক দয়াপরবশ।[২৬০৪]

٣٤/١٤. بَاب الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

১৪/৩৪. অধ্যায় : কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে বেগানা পুরুষ লোককে পেলে

٢٦٠٥/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اسْمَعُوْا مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ».

১/২৬০৫। ∞আহমাদ বিন আবদাহ ও মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আল-মাদীনী আবূ উবায়দ ∞আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ব্যতীত অন্যত্র থেকে

২৬০৩. সহীহুল বুখারী ১৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১, ৬৮৭৩, ৭২১৩, ৭৪৬৮, মুসলিম ১৭০৯, তিরমিযী ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৬১, ৪১৬২, ৪১৭৮, ৪২১০, ৫০০২, আহমাদ ২২১৬০, ২২১৭০, ২২২২৫, ২২২৪৮, দারিমী ২৪৫৩। সহীহাহ ২৩১৭, ২৯৯৯।

২৬০৪. তিরমিযী ২৬২৬। রাওদুন নাদীর ৭০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াতে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭০, ৩২/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা)

হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)⟩⟨সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল)⟩⟨তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান)⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ সা'দ বিন উবাদাহ আল-আনস্বারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি বেগানা পুরুষ লোককে তার স্ত্রীর সাথে (অবৈধ কাজে লিপ্ত) পেলে সে কি তাকে হত্যা করবে ? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ না। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হাঁ, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দান করে সম্মানিত করেছেন (সে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের নেতা যা বলেন তা শোনো।[২৬০৫]

٢٦٠٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُوْدِ وَكَانَ رَجُلًا غَيُوْرًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيْءَ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ أَوْ أَقُوْلُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُوْنِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوْا لِي شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيْ ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ هَذَا حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِيْ مِنْهُ.

২/২৬০৬। ⟨আলী বিন মুহাম্মাদ⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨আল-ফাদ্বল বিন দালহাম (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন, তার ব্যাপারে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)⟩⟨হাসান⟩⟨কাবীস্বাহ বিন হুরায়স্র⟩⟨সালামাহ ইবনুল মুহাব্বিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন, হাদ্দ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী আবূ স্বাবিত সাদ বিন উবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে বলা হলো, তোমার স্ত্রীর সাথে বেগানা কোন পুরুষ লোককে পেলে তুমি কী করবে ? তিনি বলেন, আমি তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে হত্যা করবো। আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না যে, আমি এই অপকর্মের চারজন সাক্ষী তালাশ করবো এবং সাক্ষী নিয়ে আসতে আসতে সে তার অপকর্ম শেষ করবে অথবা আমি তোমাদের সামনে এসে বলবো যে, আমি এরূপ এরূপ দেখেছি এবং তোমরা আমাকে যেনার অপবাদের শাস্তি দিবে এবং আর কখনো আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। রাবী বলেন, বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বলেনঃ তরবারিই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, অতঃপর তিনি বলেনঃ না (এ অনুমতি

২৬০৫. মুসলিম ১৪৯৮, আবূ দাউদ ৪৫৩২, ৪৫৩৩, আহমাদ ২৭২৫১, মুয়াত্তা মালিক ১৪৪৬, ১৪৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি যখন তার কিতাব থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তা সহীহ কিন্তু তিনি যখন মানুষের কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করতেন তখন তিনি সন্দেহ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৭০, ১৮/১৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্রিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

দেয়া যায় না)। আমি আশঙ্কা করছি যে, উন্মাদ ও আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তাই করে বসবে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইবনু মাজা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আবূ যুরআ (রাহিমাহুল্লাহ) কে বলতে শুনেছি যে, এটা হলো আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী বর্ণিত হাদীস্র, যার অংশবিশেষ আমার স্মরণ নাই।[২৬০৬]

١٤/٣٥. بَاب مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ

১৪/৩৫. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করলে

١/٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِيْ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيْعًا عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِيْ خَالِيْ سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِيْ حَدِيْثِهِ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِوَاءً فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيْدُ فَقَالَ «بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ».

১/২৬০৭। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) হুশায়ম আশআস্র বিন সাওওয়ার (দঈফ বা দুর্বল) আদী বিন স্রাবিত আল-বারা' বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বুরদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাহল বিন আবূ সাহল হাফস্র বিন গিয়াস্র আশআস্র বিন সাওওয়ার (দঈফ বা দুর্বল) আদী বিন স্রাবিত আল-বারা' বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বুরদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (বারা' বিন আযিব) বলেন, আমার মামা (আবূ বুরদাহ) আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। অধস্তন রাবী হুশাইম তার রিওয়ায়াতে তার জন্য একটি পতাকা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তাকে হত্যা করি।[২৬০৭]

২৬০৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪০৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-ফাদল বিন দালহাম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৩৩, ২৩/২২০ নং পৃষ্ঠা) ২. কাবীস্রাহ বিন হুরায়স্র সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি অজ্ঞ। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আহমাদ বিন স্রালিহ আল-জায়লী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদ। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৪১, ২৩/৪৭৫ নং পৃষ্ঠা)

২৬০৭. তিরমিযী ১৩৬২, নাসায়ী ৩৩৩১, ৩৩৩২, আবূ দাউদ ৪৪৫৭, ৪৪৫৬, আহমাদ ১৮১৩৪, ১৮১৪৬, দারিমী ২২৩৯। ইরওয়া' ২৩৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা) ২. আশআস্র বিন সাওওয়ার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্রিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, স্রালিহুল হাদীস্র। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২৪, ৩/২৬৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আশআস্র বিন সাওওয়ার এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদিসটির ১৪৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে,

٢٦٠٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِيْ كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ «بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ» .

২/২৬০৮। হুসায়ন আল-জু'ফী এর ভাতিজা মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ইউসুফ বিন মানাযিল আত-তায়মী আবদুল্লাহ বিন ইদরীস খালিদ বিন আবূ কারীমাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল ও ইরসাল করেন) মুআবিয়াহ বিন কুররাহ তার পিতা (কুররাহ বিন ইয়াস) (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হত্যা করার জন্য তার সমস্ত মালপত্র নিয়ে নেয়ার জন্য আমাকে পাঠান।[২৬০৮]

٣٦/١٤. بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ

১৪/৩৬. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দিলে এবং নিজের মনিব ব্যতীত অন্যকে মনিব বলে পরিচয় দিলে।

٢٦٠٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ» .

১/২৬০৯। আবূ বশির বাকর বিন খালাফ ইবনু আবুদ-দায়ফ (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন খুসায়ম সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে জন্মসূত্র স্থাপন করে অথবা নিজের মনিব ব্যতীত অন্যকে মনিব বানায়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিসম্পাত।[২৬০৯]

٢٦١٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِيْ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» .

তন্মধ্যে ১৮টি খুবই দুর্বল, ৩৯টি দুর্বল, ৪১টি হাসান, ৪৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৩৬২, আবূ দাউদ ৪৪৫৭, দারিমী ২২৩৯, আহমাদ ১৮০৮৫, ১৮১০৬, ১৮১০৭, ১৮১৪৬, দারাকুতনী ৩৪০৪, ৩৪০৫, ৩৪১৭, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১০৮০৪, মু'জামুল আওসাত ১১১৯, ৪৪৬২, ৬৬৫২, শারহুস সুন্নাহ ২৫৯২।

২৬০৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৮/২১-২২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী খালিদ বিন আবূ কারীমাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৬৪৭, ৮/১৫৬ নং পৃষ্ঠা)

২৬০৯. আহমাদ ২৮১২, ২৯০৭, ৩০২৯। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবুদ-দায়ফ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৩০৫, ২৫/৪০৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইবনু আবুদ-দায়ফ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির শতাধিক শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩৫০৮, ৪৩২৭, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩, ৬৫, ৬৬, ১৫০৯, আবূ দাউদ ৫১১৩, ৫১১৪, ৫১১৫, দারিমী ২৫২৯, ২৫৩০, ২৮৬০, ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৫৭, ১৫০০, ১৫০২, ১৫০৭, ১৫৫৬, ২৯১৭, ৩০২৯।

২/২৬১০। ৵[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[আবূ মু'আবিয়াহ]X[আসিম আল-আহওয়াল]X[আবূ উসমান আন-নাহ্দী]X[বলেন, আমি সাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৵ কে বলতে শুনেছি এবং তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমার উভয় কান শুনেছে এবং আমার অন্তর মুখস্থ রেখেছে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য লোককে বাপ বলে পরিচয় দেয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।[২৬১০]

٢٦١١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ».

৩/২৬১১। ৵[মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ]X[সুফইয়ান (বিন উয়ায়নাহ)]X[আবদুল কারীম (বিন মালিক)]X[মুজাহিদ]X['আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৵ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকে বাপ বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না। অথচ পাঁচ শত বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে।[২৬১১]

١٤/٣٧. بَاب مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيْلَتِهِ

১৪/৩৭. অধ্যায় : কেউ কাউকে নিজের গোত্র থেকে খারিজ করলে

٢٦١٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح و حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ حَيَّانَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْضَمٍ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ وَفْدِ كِنْدَةَ وَلَا يَرَوْنِيْ إِلَّا أَفْضَلَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَسْتُمْ مِنَّا فَقَالَ «نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لَا نَقْفُو أُمَّنَا وَلَا نَنْتَفِيْ مِنْ أَبِيْنَا» قَالَ فَكَانَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُوْلُ لَا أُوتِيْ بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.

১/২৬১২। ৵[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]X[ইয়াযীদ বিন হারূন]X[হাম্মাদ বিন সালামাহ]X[আকীল বিন তালহাহ আস-সুলামী]X[মুসলিম বিন হায়দম (মাকবূল)]X[আশআস বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৵ ৵[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া]X[সুলায়মান বিন হারব]X[হাম্মাদ বিন সালামাহ]X[আকীল বিন তালহাহ আস-সুলামী]X[মুসলিম বিন হায়দম (মাকবূল)]X[আশআস বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৵ ৵[হারূন বিন হায়্যান]X[আবদুল আযীয ইবনুল মুগীরাহ]X[হাম্মাদ বিন সালামাহ]X[আকীল বিন তালহাহ আস-সুলামী]X[মুসলিম বিন হায়দম (মাকবূল)]X[আশআস বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]৵ তিনি বলেন, আমি কিনদাহ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলাম। তারা (কিনদা গোত্র) আমাকে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে

২৬১০. সহীহুল বুখারী ৪৩২৭, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩, আবূ দাঊদ ১৪৫৭, ১৫০০, ১৫৫৬, ১৯৮৮৩, ১৯৯৫৩, দারিমী ২৫৩০, ২৮৬০। গায়াতুল মারাম ২৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬১১. আহমাদ ৬৫৫৫। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/৮৮, রাওদুন নাদীর ৫৮৭, সহীহাহ ২৩০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ তবে ৭০ বছরের হাদীসটি মাহফূয।

করতো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা কি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নন? তিনি বলেনঃ আমরা বানূ নাযর বিন কিনানার বংশধর। আমরা আমাদের মাতার প্রতি অপবাদ আরোপ করি না এবং আমাদের পিতৃপুরুষ থেকেও পৃথক হই না। রাবী বলেন, (এরপর থেকে) আশআছ বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলতেন, যে ব্যক্তি কুরায়শ গোত্রের কোন লোককে নাযর বিন কিনানা গোত্রভুক্ত নয় বলে দাবি করবে, আমি অবশ্যই তাকে কাযাফ-এর শাস্তি দিবো।[২৬১২]

٣٨/١٤. بَاب الْمُخَنَّثِيْنَ

১৪/৩৮. অধ্যায় : নপুংসকদের বিধান।

٢٦١٣/١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيْعِ الْجُرْجَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوْلًا يَقُوْلُ إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ الشِّقْوَةَ فَمَا أُرَانِيْ أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُفِّيْ بِكَفِّيْ فَأْذَنْ لِيْ فِي الْغِنَاءِ فِيْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا آذَنُ لَكَ وَلَا كَرَامَةَ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ كَذَبْتَ أَيْ عَدُوَّ اللهِ لَقَدْ رَزَقَكَ اللهُ طَيِّبًا حَلَالًا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ قُمْ عَنِّيْ وَتُبْ إِلَى اللهِ أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيْعًا وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَقَامَ عَمْرٌو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْيِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَؤُلَاءِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيَانًا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ».

১/২৬১৩। হাসান বিন আবুর রাবী' আল-জুরজানী আবদুর রায্যাক ইয়াহইয়া ইবনুল আলা' (তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে) বিশর বিন নুমায়র (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) মাকহূল ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ (مجهول الحال) সাফওয়ান বিন উমায়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত থাকতেই তাঁর নিকট আমর বিন মুররা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমার কপালে দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন। আমি আমার হাতের এই দফ (ঢোল) বাজানো ছাড়া আমার রিযিক প্রাপ্তির আর কোন পথ দেখি না। অতএব আপনি আমাকে নির্দোষ সঙ্গীতের অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি তোমাকে অনুমতিও দিবো না এবং তোমাকে সম্মানিত করে তোমার চোখও শীতল করবো না। হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র ও হালাল রিযিক দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে যে হালাল রিযিক দিয়েছেন তার পরিবর্তে আল্লাহ তোমার জন্য যে রিযিক হারাম করেছেন তুমি তাই গ্রহণ করেছো। আমি যদি তোমাকে ইতোপূর্বে নিষেধ করে থাকতাম তবে অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিতাম। আমার এখান

২৬১২. আহমাদ ২১৩৩৩, ২১৩৩৮। ইরওয়া' ২৩৬৮, সহীহাহ ২৩৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

থেকে উঠে যাও এবং আল্লাহর নিকট তওবা করো। সাবধান! তোমাকে নিষেধ করার পরও যদি তুমি এ কাজ করো তবে আমি অবশ্যই তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবো, তোমার মাথা মুণ্ডন করিয়ে বিকৃত করে দিবো, তোমার পরিবার থেকে তোমাকে নির্বাসিত করবো এবং তোমার সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা মদীনার যুবকদের জন্য হালাল করে দিবো। এ কথায় আমর উঠে দাঁড়ায় এবং সে নিজেকে এতোটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সে উঠে চলে গেলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এইসব লোক পাপাচারী। এদের কেউ তওবা না করে মারা গেলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে নপুংসক ও বিবস্ত্র অবস্থায় উত্থিত করবেন, যেরূপ সে দুনিয়াতে ছিল। সে একটুকরা কাপড় দিয়েও মানুষের সামনে নিজের লজ্জা নিবারণ করবে না এবং যখনই সে দাঁড়াবে সাথে সাথে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে।[২৬১৩]

٢٦١٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ يَفْتَحِ اللهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ».

২/২৬১৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', হিশাম বিন উরওয়াহ, তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র), যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ, উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি এক নপুংসককে আবদুল্লাহ বিন আবূ উমাইয়্যার প্রতি বলতে শুনলেন, আল্লাহ যদি আগামীতে তায়েফ বিজয় দান করেন তবে আমি তোমাকে এমন এক নারীকে দেখাবো, যে চার ভাঁজে সামনে আসে এবং আট ভাঁজে পিছনে যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।[২৬১৪]

২৬১৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।
উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া ইবনুল আলা' সম্পর্কে আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৮৯৫, ৩১/৪৮৪ নং পৃষ্ঠা) ২. বিশর বিন নুমায়র সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৭১০, ৪/১৫৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ সম্পর্ক ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০১৮, ৩২/১৮২ নং পৃষ্ঠা)

২৬১৪. সহীহুল বুখারী ৪৩২৪, ৫৮৮৭, মুসলিম ২১৮০, আবূ দাউদ ৪৯২৯, ২৫৯৫১, ২৬১৫৯, মুয়াত্তা মালিক ১৪৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(١٥) : كِتَاب الدِّيَاتِ

পর্ব (১৫) : রক্তপণ

بَاب التَّغْلِيْظِ فِيْ قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

১৫/১. অধ্যায় : অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি

٢٦١٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»

১/২৬১৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ওয়াকী' আল-আ'মাশ শাকীক আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের (অপরাধের) মধ্যে সর্বপ্রথম নরহত্যার (অপরাধের) বিচার করা হবে।[২৬১৫]

٢٦١٦/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» .

২/২৬১৬। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস আল-আ'মাশ আবদুল্লাহ বিন মুররাহ মাসরূক আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মানুষ অন্যায়ভাবে নিহত হলেই তার পাপের একটি অংশ আদম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর প্রথম সন্তানের (কাবীলের) আমলনামায় যোগ হয়। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম নরহত্যার প্রচলন করেছিল।[২৬১৬]

٢٦١٧/٣ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» .

৩/২৬১৭। সাঈদ বিন ইয়াহইয়া ইবনুল আযহার আল-ওয়াসিতী ইসহাক বিন য়ূসুফ আল-আযরাক শারীক আসিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ ওয়াইল আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম নরহত্যার (অপরাধের) বিচার করা হবে।[২৬১৭]

২৬১৫. মাজাহ ২৬১৭, সহীহুল বুখারী ৬৫৩৩, ৬৮৬৪, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী ১৩৯৬, ১৩৯৭, নাসায়ী ২৯৯১, ২৯৯২, ২৯৯৩, ২৯৯৪, ২৯৯৬, আহমাদ ৩৬৬৫, ৪২০১। সহীহাহ ১৭৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬১৬. সহীহুল বুখারী ৩৩৩৬, ৬৮৬৭, ৭৩২১, মুসলিম ১৬৭৭, তিরমিযী ২৬৭৩, নাসায়ী ৩৯৮৫, আহমাদ ৩৬২৩, ৪০৮১, ৪১১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬১৭. মাজাহ ২৬১৫, সহীহুল বুখারী ৬৫৩৩, ৬৮৬৪, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী ১৩৯৬, ১৩৯৭, নাসায়ী ২৯৯১, ২৯৯২, ২৯৯৩, ২৯৯৪, ২৯৯৬, আহমাদ ৩৬৬৫, ৪২০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٦١٨/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

৪/২৬১৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ওয়াকী', ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ, আবদুর রহমান বিন আয়িয, উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, সে আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করেনি এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৬১৮]

٢٦١٩/٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ الْجُوْزَجَانِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ».

৫/২৬১৯। হিশাম বিন আম্মার, আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম, মারওয়ান বিন জানাহ, আবুল জাহম আল-জাওযুজানী, আল-বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একজন ঈমানদার ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার চেয়ে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ ও সাধারণ ব্যাপার।[২৬১৯]

٢٦٢٠/٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ».

৬/২৬২০। আমর বিন রাফি', মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ, ইয়াযীদ বিন যিয়াদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), যুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি একজন মুমিনকে হত্যার ব্যাপারে সামান্য একটু কথার দ্বারাও সহায়তা করবে, সে মহান আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার দু' চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবেঃ "আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত"।[২৬২০]

٢/١٥. بَاب هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

১৫/২. অধ্যায় : ঈমানদার মুসলমানের হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে কি?

২৬১৮. আহমাদ ১৬৮৮৮, ১৬৯৩০। মুত্তাসিলুস্ সহীহাহ ২৯২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬১৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। গায়াতুল মারাম ৪৩৯, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২০২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬২০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৩৪৮৪। দঈফাহ ৫০৩, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ২০২। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**

উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন যিয়াদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তিনি মুনকার। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৯০, ৩২/১৩৪ নং পৃষ্ঠা)

٢٦٢١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى قَالَ وَيْحَهُ وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ «يَجِيْءُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلَنِيْ وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّكُمْ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَمَا أَنْزَلَهَا».

১/২৬২১। ❖[মুহাম্মাদ ইবনু সাব্বাহ][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][আম্মার আদ-দুহনী (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)][সালিম বিন আবুল জা'দ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]❖ (সালিম বিন আবুল জা'দ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে কোন ঈমানদার মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো, অতঃপর তওবা করলো, ঈমান আনলো (ইসলাম গ্রহণ করলো), সৎকাজ করলো, অতঃপর হেদায়াত মত চললো। তিনি বলেন, আফসোস তার জন্য! কোথায় তার জন্য হেদায়াত? আমি তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামাতের দিন হত্যাকারী তার মাথার সাথে নিহত ব্যক্তির মাথা লটকানো অবস্থায় উপস্থিত হবে। নিহত ব্যক্তি বলবে, হে প্রভু! তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কেন আমাকে হত্যা করেছে? আল্লাহর শপথ! অবশ্যি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর উপর এ কথা নাযিল করেছেন এবং অতঃপর এমন কিছু নাযিল করেননি যা উক্ত কথাকে রহিত করতে পারে।[২৬২১]

٢٦٢٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ «إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا قَالَ فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بِهِ الْمِائَةَ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ وَيْحَكَ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيْثَةِ الَّتِيْ أَنْتَ فِيْهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيْهَا فَخَرَجَ يُرِيْدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيْقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ قَالَ إِبْلِيْسُ أَنَا أَوْلَى بِهِ إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِيْ سَاعَةً قَطُّ قَالَ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا».

قَالَ هَمَّامٌ فَحَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ فَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا فَاخْتَصَمُوْا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا فَقَالَ انْظُرُوْا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ فَأَلْحِقُوْهُ بِأَهْلِهَا قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيْثَةَ فَأَلْحَقُوْهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ.

২৬২১. নাসায়ী ৩৯৯৯, আহমাদ ১৯৪২। মিশকাত ৩৪৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আম্মার আদ-দুহনী

২/২৬২২। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨ইয়াযীদ বিন হারূন⟩⟨হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨আবুস সিদ্দীক আন-নাজী⟩⟨আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨ইয়াযীদ বিন হারূন⟩⟨হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া⟩⟨হুমায়দ আত-তাবীল⟩⟨বাকর বিন আবদুল্লাহ⟩⟨আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ তিনি (আবূ সাঈদ খুদরী) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখে শুনেছি এবং যা আমার দু' কান শুনেছে এবং আমার অন্তর যা সংরক্ষণ করেছে তা কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না? এক বান্দা নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। এরপর তার তওবা করার খেয়াল হলে সে জানতে চাইলো যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তাকে একটি লোক সম্পর্কে অবহিত করা হলো। সে তার কাছে এসে বললো, আমি নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার কোন সুযোগ আছে ? লোকটি বললো, নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করার পর (এখন আবার তওবা)! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তখন সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে তাকে হত্যা করলো এবং তার দ্বারা এক শতজন পূর্ণ করলো। পুনরায় তার তওবার খেয়াল হলে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলো। তাকে এক লোক সম্পর্কে বলা হলে সে তার নিকট গিয়ে বললো, আমি একশত ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার কোন সুযোগ আছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সেই লোকটি বললো, তোমার জন্য আফসোস! তোমার এবং তওবার মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে? তুমি যে নিকৃষ্ট জনপদে আছো সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে উত্তম জনপদে, অমুক অমুক জনপদে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার রবের ইবাদত করো। অতঃপর সে সেই উত্তম জনপদের উদ্দেশে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো। তখন তার ব্যাপারে রহমাতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা বিবাদে লিপ্ত হলো। ইবলীস বললো, আমিই তার উপযুক্ত হকদার। সে মুহূর্তের জন্যও আমার অবাধ্য হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, রহমাতের ফেরেশতা বললেন, সে অনুতপ্ত হয়ে যাত্রা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তখন মহামহিম আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান। উভয় ফেরেশতা তার কাছে মামলা রুজু করলেন। মীমাংসাকারী ফেরেশতা বললেন, তোমরা দেখো, উভয় জনপদের যেটি তার নিকটবর্তী তাকে সেই জনপদের অন্তর্ভুক্ত করো। কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের নিকট একথাও বর্ণনা করেছেন যে, তার মৃত্যু এসে গেলে সে হামাগুড়ি দিয়ে উত্তম জনপদের নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং নিকৃষ্ট জনপদ থেকে দূরে সরে গেলো। তাই ফেরেশতাগণ তাকে উত্তম জনপদের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[২৬২২]

٣/٢٦٢٢ (١)- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৩/২৬২২(১)। ⟨আবুল আব্বাস বিন আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-বাগদাদী⟩⟨আফ্‌ফান⟩⟨হাম্মাম⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨আবুস সিদ্দীক আন-নাজী⟩⟨আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ ⟨আবুল আব্বাস বিন আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-বাগদাদী⟩⟨আফ্‌ফান⟩⟨হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া⟩⟨হুমায়দ আত-তাবীল⟩⟨বাকর বিন আবদুল্লাহ⟩⟨আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩

٣/١٥. بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

১৫/৩. অধ্যায় : নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে।

২৬২২. সহীহুল বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ২৭৬৬, আহমাদ ১০৭৭০, ১১২৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** "তার মৃত্যু এসে গেলে সে হামাগুড়ি দিয়ে উত্তম জনপদের নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং নিকৃষ্ট জনপদ থেকে দূরে সরে গেলো। তাই ফেরেশতাগণ তাকে উত্তম জনপদের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" এ বাক্য ব্যতীত সহীহ। কারণ, বাক্যটি হাসান।

١/٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ أَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

১/২৬২৩। উস্মান ও আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) হারিস্র বিন ফুদায়ল (সুফইয়ান) ইবনু আবুল আওজা' (দঈফ বা দুর্বল) আবূ শুরায়হ আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আবূ বাক্‌র ও উস্মান বিন আবূ শায়বাহ জারীর ও আবদুর রহীম বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন ইসহাক তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) হারিস্র বিন ফুদায়ল (সুফইয়ান) ইবনু আবুল আওজা' (দঈফ বা দুর্বল) আবূ শুরায়হ আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার কেউ নিহত হয় অথবা যাকে আহত করা হয় তার তিনটি বিকল্প বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার আছে। সে চতুর্থটি গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা তার উভয় হাত ধরে রাখো (তাকে বাধা দাও)। সে হত্যাকারীকে হয় হত্যা করবে অথবা ক্ষমা করবে অথবা দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এই (তিনটি বিকল্পের) কোন একটি গ্রহণ করার পর আরও কিছু (অতিরিক্ত) দাবি করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে স্থায়ী হবে।[২৬২৩]

٢/٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى».

২/২৬২৪। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী আল-ওয়ালীদ আল-আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

২৬২৩. আবূ দাউদ ৪৪৯৬, আহমাদ ১৫৯৪০, দারিমী ২৩৫১। ইরওয়া' ৭/২৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ৩. (সুফইয়ান) ইবনু আবুল আওজা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র প্রশিদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৪১২, ১১/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

বলেছেনঃ যার কেউ নিহত হয় তার দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার রয়েছে। (হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ) হত্যা করা হবে অথবা ফিদ্য়া (দিয়াত) আদায় করা হবে।[২৬২৪]

٤/١٥. بَاب مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوْا بِالدِّيَةِ

১৫/৪. অধ্যায় : যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার ওয়ারিস্রগণ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হলে

١/٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ وَكَانَ أَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ «تَقْبَلُوْنَ الدِّيَةَ فَأَبَوْا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ مَا شَبَّهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَغَنَمٍ رُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ خَمْسُوْنَ فِي سَفَرِنَا وَخَمْسُوْنَ إِذَا رَجَعْنَا فَقْبَلُوا الدِّيَةَ» .

১/২৬২৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার ব্যাপারে শীয়া ও কাদারিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) মুহাম্মাদ বিন জা'ফার যায়দ বিন দুমায়রাহ (মাকবূল) আমার পিতা (সা'দ বিন দুমায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আমার চাচা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) (যায়দ বিন দুমায়রাহ) বলেন, আমার পিতা ও আমার চাচা আমাকে হাদীস্র শুনিয়েছেন এবং তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায পড়ার পর একটি গাছের নিচে বসলেন। তখন আকরা' বিন হারিস্র তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন খিনদিফ গোত্রের নেতা। তিনি (নিহত) মুহাল্লিম বিন জাসসামার কিসাসের দাবি উত্থাপন করলেন। অপরদিকে উয়াইনা বিন হিসনও দাঁড়িয়ে আমের বিন আদবাত আল-আশজাঈর কিসাসের দাবি উত্থাপন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা দিয়াত গ্রহণ করো। তারা তা অস্বীকার করলো। তখন লাইছ গোত্রের মুকাইতিল নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ, ইসলামের বিজয় যুগে এ হত্যার দৃষ্টান্ত হলো সেই মেষ পালের মতো যা পানি পান করতে আসলে তার প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হলো এবং ভয়ে শেষের মেষটি পর্যন্ত পলায়ন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমাদের সফরে থাকা অবস্থায় (এখানে) তোমরা পঞ্চাশটি উট পাবে এবং (মদীনায়) প্রত্যাবর্তনের পর পঞ্চাশটি উট পাবে। অতএব তারা দিয়াত গ্রহণ করলো।[২৬২৫]

২৬২৪. সহীহুল বুখারী ১১২, ২৪৩৪, ৬৮৮০, মুসলিম ১৩৫৫, তিরমিযী ১৪০৫, নাসায়ী ৪৭৮৫, ৪৭৮৬, ৪৫০৫, আহমাদ ৭২০১। ইরওয়া' ৪/২৪৯, ৭/২৫৮, ২১৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬২৫. আবূ দাউদ ৪৫০৩, আহমাদ ২০৫৭, ২৩৩৬২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ, আত-তা'লীক আলা ইবনু মাজাহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (তাহযীবুল

٢٦٢٦/٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ».

২/২৬২৬। মাহমূদ বিন খালিদ আদ-দিমাশকী আমার পিতা (খালিদ আদ-দিমাশকী) (মাকবূল) মুহাম্মাদ বিন রাশিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার ব্যাপারে কাদারিয়াহ মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে) সুলায়মান বিন মূসা (মাকবূল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি (কাউকে) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। আর দিয়াত হলো তিরিশটি হিক্কা (চার বছরের উট), তিরিশটি জাযাআ (পাঁচ বছরের উট) এবং চল্লিশটি খালিফা (গর্ভধারী উষ্ট্রী)। এটাই হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার দিয়াত। উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা (সোলেহ)-ও হতে পারে। আর এটা হলো কঠোর দিয়াত।[২৬২৬]

١٥/٥. بَاب دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةً

১৫/৫. অধ্যায় : কতলে শিবহে আম্‌দ-এর ক্ষেত্রেও কঠোর দিয়াত প্রযোজ্য

٢٦٢٧/١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

٢٦٢٧/٢ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/২৬২৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুর রহমান বিন মাহদী ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আয়্যুব কাসিম বিন রাবীআহ আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ভুলবশত হত্যা (কাতলে খাতা) হলো শিবহে আম্‌দ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন চাবুক বা লাঠির আঘাতে মৃত্যু। এতে এক শত উট (দিয়াতস্বরূপ) দিতে হবে। তার মধ্যে চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী।

কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৬২৬. তিরমিযী ১৩৮৭। ইরওয়া' ২১৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন রাশিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার হাদীস্র হাসান। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২০৮, ২৫/১৮৬ নং পৃষ্ঠা)

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ৩টি সানাদের ২টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৬২৭ (১)। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া সুলায়মান বিন হারব হাম্মাদ বিন যায়দ খালিদ আল-হায্যা' কাসিম বিন রাবীআহ উকবাহ বিন আওস আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২৬২৭]

٢٦٢٨/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ سَمِعَهُ مِنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا».

৩/২৬২৮। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ইবনু জুদআন (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম বিন রাবীআহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি নিজ প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। জেনে রাখো, চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত হলে তা কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা) এর দিয়ত একশত উষ্ট্রী, যার চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী। জেনে রাখো, জাহিলী যুগের সকল রীতিনীতি এবং রক্তপাত (হত্যার প্রতিশোধ) আমার এই দু' পায়ের নিচে। তবে বায়তুল্লাহর সেবা এবং হাজীদের পানি পান করানোর যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা বহাল থাকবে। জেনে রাখো, এ দু'টি বিষয়কে আমি পূর্ববৎ তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বে বহাল রাখলাম।[২৬২৮]

٦/١٥. بَاب دِيَةِ الْخَطَإِ

১৫/৬. অধ্যায় : কতলে খাতার দিয়াত

٢٦٢٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا».

১/২৬২৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুআয বিন হানী মুহাম্মাদ বিন মুসলিম (তিনি সত্যবাদী তবে তার মুখস্থ হাদীস্র থেকে বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন দীনার ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "বারো হাজার দিরহাম" দিয়াত নির্ধারণ করেছেন।[২৬২৯]

২৬২৭. নাসায়ী ৪৭৯১, ৪৭৯৩, আবূ দাউদ ৪৫৪৭, দারিমী ২৩৮৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/৬৫। ইরওয়া' ২১৯৭। আত-তা'লীকু আলাত তানকীল ৪/৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬২৮. নাসায়ী ৪৭৯৯। ইরওয়া' ৭/২৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা)

২৬২৯. তিরমিযী ১৩৮৮, আবূ দাউদ ৪৫৪৬। ইরওয়া' ২২৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٢٦٣٠/٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِيْ لَبُوْنٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيْمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِيْنَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِيْنَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ».

২/২৬৩০। ইসহাক বিন মানসূর আল-মারওয়াযী ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন রাশিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ভুলবশত নিহত হলো তার দিয়াত ৩০টি বিনতু মাখায (এক বছরের উষ্ট্রী), ৩০টি বিনতু লাবূন (দু বছরের উষ্ট্রী), ৩০টি হিক্কা (চার বছরের উষ্ট্রী) এবং দশটি ইবনুলাবূন (দু বছরের উট)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রামবাসীদের বেলায় এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করেন চারশত দীনার অথবা তার সমতুল্য রৌপ্য মুদ্রা। তিনি দিয়াতের নগদ মূল্য নির্ধারণ করতেন উটের বাজার দর অনুসারে। উটের বাজার দর বৃদ্ধি পেলে দিয়াতের পরিমাণও বেড়ে যেতো এবং উটের বাজার দর হ্রাস পেলে দিয়াতের পরিমাণও হ্রাস পেতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এর মূল্য চারশত দীনার থেকে আটশত দীনার পর্যন্ত অথবা এর সমমূল্যের (রৌপ্য) মুদ্রায় আট হাজার দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সিদ্ধান্তও দিয়েছিলেন যে, গরুর মালিক গরুর দ্বারা তাদের দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দুইশত গরু এবং বকরীর মালিক বকরী দ্বারা দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দু' হাজার বকরী দিতে হবে।[২৬৩০]

٢٦٣١/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «فِيْ دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُوْرٌ».

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সলিহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যেক অবস্থায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে মুখাস্থ হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬০৪, ২৬/৪১২ নং পৃষ্ঠা)

২৬৩০. নাসায়ী ৪৮০১, আবূ দাউদ ৪৫৪১, আহমাদ ৬৯৯৪। আত-তা'লীক আলার রাওদাহ ২/৩০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন রাশিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার হাদীস্র হাসান। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২০৮, ২৫/১৮৬ নং পৃষ্ঠা) ২. সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৬৩১। আবদুস সালাম বিন আসিম (মাকবূল) সাব্বাহ বিন মুহারিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন) হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) যায়দ বিন জুবায়র খিশফ বিন মালিক আত-তায়ী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কতলে খাতার (ভুলবশত হত্যার) দিয়াত বিশটি হিক্কা, বিশটি জাযাআ, বিশটি বিনতু মাখায, বিশটি বিনতু লাবূন এবং বিশটি বিন মাখায।[২৬৩১]

٢٦٣٢/٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ { وَمَا نَقَمُوْا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ } قَالَ بِأَخْذِهِمْ الدِّيَةَ» .

৪/২৬৩২। আল-আব্বাস বিন জা'ফার মুহাম্মাদ বিন সিনান মুহাম্মাদ বিন মুসলিম (তিনি সত্যবাদী তবে মুখস্থ হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন দীনার ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) নবী (সাঃ) দিয়াত নির্ধারণ করেছেন বার হাজার (দিরহাম)। আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল" (সূরা তওবাঃ ৭৪), এ আয়াতের তাৎপর্য দিয়াত গ্রহণের দ্বারা (তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন)।[২৬৩২]

٧/١٥. بَاب الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

১৫/৭. অধ্যায় : দিয়াত আকিলার উপর ধার্য হবে। আকিলা না থাকলে তা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পরিশোধযোগ্য হবে

٢٦٣٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ» .

২৬৩১. তিরমিযী ১৩৮৬, নাসায়ী ৪৮০২, আবূ দাউদ ৪৫৪৫, আহমাদ ৪২৯১, দারিমী ২৩৬৭। দঈফাহ ৪০২০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী সাব্বাহ বিন মুহারিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি তার হাদীসের বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৮৪৭, ১৩/১০৮ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২৬৩২. তিরমিযী ১৩৮৮, আবূ দাউদ ৪৫৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আত-তায়িফী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সলিহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যেক অবস্থায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে মুখাস্থ হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৬০৪, ২৬/৪১২ নং পৃষ্ঠা)

১/২৬৩৩। ⬥[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][আমার পিতা (জাররাহ) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][মুনসূর][ইবরাহীম][উবায়দ বিন নাদলাহ][মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]⬥ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকিলার উপর দিয়াত ধার্য করেছেন।[২৬৩৩]

٢٦٣٤/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ».

২/২৬৩৪। ⬥[ইয়াহইয়া বিন দুরুসত][হাম্মাদ বিন যায়দ][বুদায়ল বিন মায়সারাহ][আলী বিন আবূ তালহাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][রাশিদ বিন সা'দ][আবূ আমির আল-হাওযানী][মিকদাম আশ-শামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]⬥ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার ওয়ারিস্র নেই আমি তার ওয়ারিস্র। আমি তার দিয়াতও পরিশোধ করবো এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস্রও হবো। যার কোন ওয়ারিস্র নেই (তার) মামা তার ওয়ারিস্র। সে তার পক্ষ থেকে দিয়াতও পরিশোধ করবে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস্রও হবে।[২৬৩৪]

٨/١٥. بَاب مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ

১৫/৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিহতের ওয়ারিস্রগণকে কিসাস অথবা দিয়াতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণে বাধা দেয়

٢٦٣٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ فِيْ عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

১/২৬৩৫। ⬥[মুহাম্মাদ বিন মা'মার বিন কাস্রীর][সুলায়মান বিন কাস্রীর][আমর বিন দীনার][তাউস][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]⬥ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি অন্ধ বিদ্বেষ অথবা গোত্রীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে পাথর, চাবুক অথবা লাঠির আঘাতে হত্যাকাণ্ড ঘটায় তার উপর কতলে খাতার দিয়াত ধার্য

২৬৩৩. মুসলিম ১৬৮২, তিরমিযী ১৪১১, নাসায়ী ৪৮২১, ৪৮২২, ৪৮২৩, ৪৮২৪, ৪৮২৫, ৪৮২৬, আবূ দাউদ ৪৫৬৮, ৪৫৭০, আহমাদ ১৭৬৭২, ১৭৬৮২, ১৭৭১২, দারিমী ২৩৮০। ইরওয়া' ৭/২৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী জাররাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন,তিনি সত্যবাদী। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা ছিলো। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯১০, ৪/৫১৭ নং পৃষ্ঠা)

২৬৩৪. আবূ দাউদ ২৮৯৯, ২৯০০, ২৯০১, আহমাদ ১৬৭২৩, ১৬৭৪৮। ইরওয়া' ৬/১৩৮, মিশকাত ৩০৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন আবূ তালহাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। দুহায়ম আদ দিমাশকী বলেন, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৯০, ২০/৪৯০ নং পৃষ্ঠা)

হবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার উপর কিসাস বাধ্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস্রগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের এবং মানবজাতির অভিসম্পাত। তার নফল অথবা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।[২৬৩৫]

٩/١٥. بَاب مَا لَا قَوَدَ فِيْهِ

১৫/৯. অধ্যায় : যে সব অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যকর হয় না।

٢٦٣٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ حَدَّثَنِيْ نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ الْقِصَاصَ قَالَ «خُذْ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ».

১/২৬৩৬। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ ও আম্মার বিন খালিদ আল-ওয়াসিতী আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ দাহস্রাম বিন কুররান (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) নিমরান বিন জারিয়াহ (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (জারিয়াহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাহুতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তা গ্রন্থির বাইরে থেকে কেটে ফেলে। আহত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট মামলা রুজু করলো। তিনি তাকে দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কিসাস দাবি করছি। তিনি বলেনঃ তুমি দিয়াত গ্রহণ করো, আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দান করুন। তিনি তার পক্ষে কিসাসের রায় দেননি।[২৬৩৬]

٢٦٣٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْنِ صُهْبَانَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُوْمَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ».

২/২৬৩৭। আবূ কুরায়ব রিশদীন বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) মুআবিয়াহ বিন সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুআয বিন মুহাম্মাদ আল-আনস্রারী (মাকবূল) ইবনু সুহবান .... আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মস্তিস্কের মূলে (আঘাত) না পৌঁছলে, পেটের অভ্যন্তরে (আঘাত) না পৌঁছলে এবং হাড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত না হলে তাতে কিসাস নেই।[২৬৩৭]

২৬৩৫. নাসায়ী ৪৭৮৯, ৪৭৯০,আবূ দাউদ ৪৫৩৯। সহীহ আল-জামি' আস-সগীর ৬৪৫০, ৬৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ লিগায়রিহী।

২৬৩৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২২৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী দাহস্রাম বিন কুররান সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৮০৪, ৮/৪৯৬ নং পৃষ্ঠা)

২৬৩৭. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২১৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

١٠/١٥. بَاب الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

১৫/১০. অধ্যায় : জখমকারী কিসাসের পরিবর্তে ফিদ্য়া দিলে

١/٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِيْ صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوَدَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّيْنَ أَتَوْنِيْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا أَرَضِيْتُمْ قَالُوْا لَا فَهَمَّ بِهِمْ الْمُهَاجِرُوْنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُفُّوْا فَكَفُّوْا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَرَضِيْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ» قَالَ ابْن مَاجَةَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُوْلُ تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.

১/২৬৩৮। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [আবদুর রায্যাক] [মা'মার] [যুহরী] [উরওয়াহ] [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ জাহম বিন হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করে পাঠান। এক ব্যক্তি তার যাকাতের ব্যাপারে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। আবূ জাহম (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তাকে আঘাত করলে তার মাথা ফেটে যায়। সেই গোত্রের লোকজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিসাস দাবি করছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা এতো এতো পরিমাণ মাল পাবে। কিন্তু তারা তাতে রাজী হলো না। তিনি বলেনঃ তোমরা এতো এতো পরিমাণ মাল পাবে। এবার তারা রাযী হয়ে গেলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি কি লোকেদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে তোমাদের রাযী হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবো? তারা বললো, হাঁ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দেন এবং বলেনঃ এই লাইস গোত্রের লোকজন আমার নিকট কিসাসের দাবি নিয়ে এসেছে। আমি তাদেরকে এতো এতো পরিমাণ মাল প্রদানের প্রস্তাব করে জিজ্ঞেস করলামঃ তোমরা কি সম্মত হলে? তারা বললো, না। এতে মুহাজিরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বিরত হতে নির্দেশ দিলে তারা বিরত হন। তিনি মালের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে তাদেরকে পুনরায় প্রস্তাব দিয়ে বলেনঃ তোমরা কি সম্মত হলে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেনঃ আমি কি লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তাদেরকে তোমাদের সম্মত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবো? তারা বললো, হাঁ। অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিলেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি সম্মত হয়েছো? তারা বললো, হাঁ। ইমাম ইবনু মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (র)-কে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মা'মার নিঃসঙ্গ। তিনি ছাড়া অপর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।[২৬৩৮]

উক্ত হাদীসের রাবী ১. রিশদীন বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার থেকে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। আমর ইবনুল ফাল্লাস ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী মুনকারুল হাদীস ও তার মাঝে অমনযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। (তাঃ ১৯১১, ৯/১৯১ নং পৃষ্ঠা) ২. মুআবিয়াহ বিন সালিহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীসের মাঝে আমি কোন সমস্যা দেখিনা। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৫৮, ২৮/১৮৬ নং পৃষ্ঠা)

২৬৩৮. নাসায়ী ৪৭৭৮, আবূ দাউদ ৪৫৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١١/١٥. بَاب دِيَةِ الْجَنِيْنِ

১৫/১১. অধ্যায় : গর্ভস্থ ভ্রুণের দিয়াত

١/٢٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ أَنَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هَذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ».

১/২৬৩৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গর্ভস্থ ভ্রুণের দিয়াত বাবত একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী নির্ধারণ করেন। তিনি যার উপর দিয়াত ধার্য করেন সে বললো, আমরা কি এমন মানুষের দিয়াত দিবো যে না পান করেছে, না চীৎকার করেছে আর না শব্দ করে কেঁদেছে? এর রক্ত (দিয়াত) তো বাতিল, অর্থহীন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ লোকটি তো কবিসুলভ কথা বলছে। ভ্রুণের জন্য একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে।[২৬৩৯]

٢/٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِيْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِيْ سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضَى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِيْ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ».

২/২৬৪০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মুগীরাহ বিন শু'বাহ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) (মিসওয়ার) বলেন, আঘাতের কারণে কোন নারীর গর্ভপাত হলে তার ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) লোকজনের পরামর্শ তলব করলেন। মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি এ ক্ষেত্রে একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী দিয়াতস্বরূপ ধার্য করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, তোমার কথার একজন সমর্থক উপস্থিত করো। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তার কথা সমর্থন করলেন।[২৬৪০]

২৬৩৯. সহীহুল বুখারী ৫৭৫৮, ৫৭৬০, ৬৭৪০, ৬৯০৪, ৬৯০৯, ৬৯১০, মুসলিম ১৬৮১, তিরমিযী ১৪১০, ২১১১, নাসায়ী ৪৮১৭, ৪৮১৮, ৪৮১৯, ৪৫৭৬, ৪৫৭৯, আহমাদ ১০০৮৯, ৭১৭৬, ১০৫৩৩, ১০৫৭০, মুয়াত্তা মালিক ১৬০৮, দারিমী ২৩৮২, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/১১৩, ১১৫, ইবনু হিব্বান ৬০২২, দারাকুতনী ৩/১১৫। ইরওয়া' ২২০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স্র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বরেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ রাবী** নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২৬৪০. সহীহুল বুখারী ৬৯০৭, ৬৯০৮, ৭৩১৭, মুসলিম ১৬৮২, তিরমিযী ১৪১১, নাসায়ী ৪৮২১, ৪৮২২, ৪৮২৩, ৪৮২৪, ৪৮২৫, ৪৮২৬, আবূ দাউদ ৪৫৬৮, ৪৫৭০, আহমাদ ১৭৬৮০, ১৭৬৭২, ১৭৬৮২, ১৭৭১২, ১৭৭৪৮, দারিমী ৬৪২, ২৩৮০, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/৯১, ১১৩, ১১৫, ইবনু হিব্বান ৬০২২, দারাকুতনী ৩/১১৫। ইরওয়া' ৭/২৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٦٤١/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ ذَلِكَ يَعْنِيْ فِي الْجَنِيْنِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِيْ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا» .

৩/২৬৪১। আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী আবূ আসিম ইবনু জুরায়জ আমর বিন দীনার তাউস ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হামল বিন মালিক বিন নাবিগাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) লোকজনের নিকট গর্ভস্থ ভ্রূণের (দিয়াতের) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফয়সালা জানতে চাইলেন। তখন হামল বিন মালিক বিন নাবিগা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আমার দু' স্ত্রীর মাঝখানে ছিলাম। তাদের একজন তাঁবুর কিলক দ্বারা অপরজনকে আঘাত করে তার গর্ভস্থ ভ্রূণসহ তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হত্যা করার এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের দিয়াতস্বরূপ একটি ক্রীতদাস প্রদানের নির্দেশ দেন।[২৬৪১]

١٢/١٥. بَاب الْمِيْرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

১৫/১২. অধ্যায় : দিয়াতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বর্তাবে

٢٦٤٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَا وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» .

১/২৬৪২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আদ-দাহ্হাক বিন সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব) বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, দিয়াত আকিলার প্রাপ্য এবং স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্বামীর দিয়াত থেকে কিছুই পাবে না। (তার এ রায়ের কথা জানতে পেরে) আদ-দাহ্হাক বিন সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে লিখে পাঠান যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্য়াম আদ-দিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত থেকে উত্তরাধিকার স্বত্ব দান করেছেন।[২৬৪২]

٢٦٤٣/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيْرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِيْ قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى» .

২/২৬৪৩। আবদুর রব্ব বিন খালিদ আন-নামায়রী (মাকবূল) ফুদায়ল বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) মূসা বিন উকবাহ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত)................উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হামল

২৬৪১. আবূ দাউদ ৪৫৭২, আহমাদ ১৬৬২৮৮, দারিমী ২৩৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদ সহীহ।

২৬৪২. তিরমিযী ১৪১৫, ২১১০, আবূ দাউদ ২৯২৭, আহমাদ ১৫৩১৮, ১৬১৯। ইরওয়া' ২৬৪৯, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৯৯, ২৬০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বিন মালিক আল হুযালী আল-লিহ্‌য়ানীকে তার স্ত্রীর দিয়াত থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব দান করেন, যাকে তার অপর স্ত্রী হত্যা করেছিল।[২৬৪৩]

١٥/١٣. بَاب دِيَةِ الْكَافِرِ

১৫/১৩. অধ্যায় : কাফের-এর দিয়াত

٢٦٤٤/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَضٰى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى».

১/২৬৪৪। হিশাম বিন আম্মার হাতিম বিন ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফয়সালা দেন যে, দু' আহলে কিতাব সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহূদী ও নাসারাদের দিয়াত হবে মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক।[২৬৪৪]

١٥/١٤. بَاب الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

১৫/১৪. অধ্যায় : হত্যাকারী ওয়ারিস্র হবে না

٢٦٤٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِيْ فَرْوَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ».

১/২৬৪৫। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী লায়স্র বিন সা'দ ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইবনু শিহাব হুমায়দ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হত্যাকারী (নিহতের) ওয়ারিস্র হবে না।[২৬৪৫]

২৬৪৩. আহমাদ ২২২৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ফুদায়ল বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৫৯, ২৩/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্র অরক্ষিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯১, ২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ফুদায়ল বিন সুলায়মান ও ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৪৫৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ৭১টি খুবই দুর্বল, ১৬৬টি দুর্বল, ৯৫টি হাসান, ১২০টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৭৫৮, ৫৭৬০, ৬৭৪০, ৬৯০৪, ৬৯০৮, ৬৯০৯, ৬৯১০, ৭৩১৭, মুসলিম ১৬৮২, ১৬৮৩, ১৬৮৪, তিরমিযী ১৪১০, ১৪১১, আবূ দাউদ ৪৫৬৮, ৪৫৭০, ৪৫৭২, ৪৫৭৫, ৪৫৭৬, ৪৫৭৯, দারিমী ২৩৮০, ২৩৮১, ২৩৮২, আহমাদ ৩৪২৯, ৬৯৮৭, ৭০৫১, ৭১৭৬।

২৬৪৪. তিরমিযী ১৪১৩, নাসায়ী ৪৮০৬, ৪৮০৭। ইরওয়া' ২২৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন।

২৬৪৫. তিরমিযী ২১০৯। ইরওয়া' ১৬৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٦٤٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُوْلِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ».

২/২৬৪৬। আবূ কুরায়ব ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-কিন্দী আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)...................... উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুদলিজ গোত্রীয় আবূ কাতাদা নামক এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে হত্যা করে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার থেকে একশত উট আদায় করেন, যার মধ্যে ছিল তিরিশটি হিক্কা, তিরিশটি জাযাআ এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। অতঃপর তিনি বললেন, নিহতের ভাই কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ হত্যাকারীর জন্য (নিহতের) উত্তরাধিকার স্বত্ব নাই।[২৬৪৬]

١٥/١٥. بَاب عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيْرَاثِهَا لِوَلَدِهَا

১৫/১৫. অধ্যায় : নারীর দিয়াত পরিশোধ করবে তার আসাবাগণ এবং তার মীরাস পাবে তার সন্তানগণ

٢٦٤٧/١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوْا وَلَا يَرِثُوْا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهَا».

১/২৬৪৭। ইসহাক বিন মানসূর ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন রাশিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সানাদ বা মাতান কোনটিরই কেউ অনুসরণ করেনি। আবূ বাকর আল-বুরকানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬৭, ২/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৮৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি জাল, ১২টি খুবই দুর্বল, ২০টি দুর্বল, ৩৪টি হাসান, ১৪টি স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ২১০৯, আহমাদ ৩৪৯, দারকুতনী ৪০৯৮-৪১০২, ৪৫২৬, ৪৫২৭, ৪৫২৮, মুস্বান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৭৭৮১, ১৭৭৮২, ১৭৭৮৩, ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৮, মু'জামুল আওসাত ৮৮৪, ৮৬৯০, শারহুস সুন্নাহ ২২৩৩।

২৬৪৬. আহমাদ ৩৪৯, মুয়াত্তা মালিক ১৬২০। ইরওয়া' ১৬৭০, ১৬৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কোন নারীর উপর দিয়াত বাধ্যকর হলে তার বিদ্যমান (বংশীয়) আত্মীয়গণ পরিশোধ করবে। কিন্তু তারা তার ওয়ারিস্র হবে না। তবে তার ওয়ারিস্রদের প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তারা পেতে পারে। কোন নারী নিহত হলে তার দিয়াত পাবে তার ওয়ারিস্রগণ। তারাই হত্যাকারীকে (কিসাসস্বরূপ) হত্যা করার অধিকারী।[২৬৪৭]

٢٦٤٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُوْلَةِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِيْرَاثُهَا لَنَا قَالَ «لَا مِيْرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا».

২/২৬৪৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আল-মুআল্লা বিন আসাদ, আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ, মুজালিদ (তিনি নির্ভরযোগ্য নন), আশ-শা'বী, জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হত্যাকারী নারীর উপর ধার্যকৃত দিয়াত প্রদানের দায় তার বংশীয় আত্মীয়গণের উপর আরোপ করেন। তখন নিহত নারীর বংশীয় আত্মীয়রা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার মীরাছ কি আমরা পাবো? তিনি বলেনঃ না, তার মীরাছ তার স্বামী ও সন্তানের প্রাপ্য।[২৬৪৮]

١٦/١٥. بَاب الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

১৫/১৬. অধ্যায় : দাঁতের কিসাস

٢٦٤٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوْسَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوْا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ

২৬৪৭. নাসায়ী ৪৮০১, আহমাদ ৭০৫২। ইরওয়া' ২৩০২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন রাশিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার হাদীস্র হাসান। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২০৮, ২৫/১৮৬ নং পৃষ্ঠা) ২. সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

২৬৪৮. আবূ দাউদ ৪৫৭৫। ইরওয়া' ২৬৪৯, আস্র-স্রহীহ ২৫৯৯, ২৬০০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৭৮০, ২৭/২১৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ কিন্তু মুজালিদ বিন সাঈদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৪৫৫টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ৭১টি খুবই দুর্বল, ১৬৬টি দুর্বল, ৯৫টি হাসান, ১২১টি স্রহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৫৭৫৮, ৫৭৬০, ৬৭৪০, ৬৯০৪, ৬৯০৬, ৬৯০৮, ৬৯০৯, ৬৯১০, ৭৩১৭, মুসলিম ১৬৮২, ১৬৮৩, ১৬৮৪, তিরমিযী ১৪১১, ২১১১, আবূ দাউদ ৪৫৬৮, ৪৫৭০, ৪৫৭২, ৪৫৭৫, ৪৫৭৬, ৪৫৭৯, দারিমী ২৩৮০, ২৩৮১, ২৩৮২, আহমাদ ৩৪২৯, ৬৯৮৭, ১৬২৮৮।

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَنَسُ «كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

১/২৬৪৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মাসান্না আবূ মূসা খালিদ ইবনুল হারিস ও ইবনু আবূ আদী হুমায়দ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, তার ফুফু রুবায়্যি একটি বালিকার সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। অপরাধীর গোত্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে আহতের গোত্র তা অস্বীকার করে। তারা দিয়াত প্রদানের প্রস্তাব দিলে তাও তারা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নিকট উপস্থিত হলে, তিনি কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আনাস বিন নাযর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রুবায়্যির সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হবে। সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের বিধান হলো কিসাস। রাবী বলেন, তখন আহত মেয়েটির গোত্র সম্মত হয়ে (কিসাস) ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন।[২৬৪৯]

١٥/١٧. بَاب دِيَةِ الْأَسْنَانِ

১৫/১৭. অধ্যায় : দাঁতের দিয়াত

٢٦٥٠/١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ».

১/২৬৫০। আল-আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস শু'বাহ কাতাদাহ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সব দাঁতের মূল্য ও মর্যাদা সমান। সামনের দাঁত ও মাড়ির দাঁত (দিয়াতের ক্ষেত্রে) এক সমান।[২৬৫০]

٢٦٥١/٢- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ».

২/২৬৫১। ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল-বালিসী আলী ইবনুল হাসান বিন শাকীক আবূ হামযাহ আল-মারওয়াযী ইয়াযীদ আন-নাহবী ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট নির্ধারণ করেছেন।[২৬৫১]

١٥/١٨. بَاب دِيَةِ الْأَصَابِعِ

১৫/১৮. অধ্যায় : আঙ্গুলসমূহের দিয়াত

২৬৪৯. সহীহুল বুখারী ২৭০৩, ২৮০৬, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৬৮৯৪, মুসলিম ১৬৭৫, নাসায়ী ৪৭৫৫, ৪৭৫৬, ৪৭৫৭, আবূ দাউদ ৪৫৯৫, আহমাদ ১২২৯৩, ১৩৬১৪। মুশকিলাতুল ফিকর ১২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৫০. আবূ দাউদ ৪৫৫৯। ইরওয়া' ২২৭৭, মিশকাত ৩৪৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৫১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২২৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٦٥٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ».

১/২৬৫২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ কাতাদাহ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও ইবনু আবূ আদী শু'বাহ কাতাদাহ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এটা এবং এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠা, ও বৃদ্ধাঙ্গুলির (দিয়াত) সমান।[২৬৫২]

٢٦٥٣/٢ - حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيْهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ».

২/২৬৫৩। জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আ'লা সাঈদ মাতার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেছেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সবগুলো আঙ্গুল (দিয়াত) সমান। প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।[২৬৫৩]

٢٦٥٤/٣ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ».

৩/২৬৫৪। রাজা' ইবনুল মুরাজ্জী আস-সামারকান্দী নাদর বিন শুমায়ল সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ গালিব আত-তাম্মার হুমায়দ বিন হিলাল মাসরূক বিন আওস (মাকবূল) আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, সব আঙ্গুল (দিয়াত) সমান।[২৬৫৪]

١٩/١٥. بَاب الْمُوْضِحَةِ

১৫/১৯. অধ্যায় : হাড় উন্মুক্তকারী যখম (মাওযিহা)

২৬৫২. সহীহুল বুখারী ৬৮৯৬, তিরমিযী ১৩৯২, নাসায়ী ৪৮৪৭, ৪৮৪৮, আবূ দাঊদ ৪৫৫৮, আহমাদ ২০০০, ৬১৪০, দারিমী ২৩৮০। ইরওয়া' ৭/৩১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৫৩. নাসায়ী ৪৮৫০, ৪৮৫১, আবূ দাঊদ ৪৫৬২, আহমাদ ৬৬৪৩, ৬৭৩৩। ইরওয়া' ৭/৩১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনু কাসিম বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৮, ৫/১২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. মাতার সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা)

২৬৫৪. নাসায়ী ৪৮৪৪, ৪৮৪৫, ৪৫৫৬, ১৯০৫৬, দারিমী ২৩৬৯। ইরওয়া' ৭/৩১৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١/٢٦٥٥ - حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ «خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ».

১/২৬৫৫। জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আ'লা সাঈদ মাতার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেছেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হাড় উন্মুক্তকারী প্রতিটি যখমের দিয়াত পাঁচটি করে উট।[২৬৫৫]

١٥/٢٠. بَاب مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

১৫/২০. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলে এবং সে তার হাত টান দেয়ার ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সামনের দাঁত পড়ে গেলে

١/٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيْقِ قَالَ فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِيْ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا قَالَ فَأَبْطَلَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ».

১/২৬৫৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) আতা' সুফওয়ান বিন আবদুল্লাহ উমায়্যার পুত্রদ্বয় ইয়ালা ও সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তারা উভয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা করলাম। আমাদের সাথে এক সাথীও ছিল। পথিমধ্যে সে এবং অপর এক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয়। রাবী বলেন, আমাদের লোকটি তার প্রতিপক্ষের হাত কামড়ে ধরলো। সে তার মুখ থেকে নিজের হাত মুক্ত করার জন্য সজোরে টান দিলো। এতে তার সামনের পাটির দাঁত উপড়ে পড়ে গেলো। সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার দাঁতের দিয়াত দাবি করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে ষাঁড়ের

২৬৫৫. তিরমিযী ১৩৯০, নাসায়ী ৪৮৫২, আবূ দাউদ ৪৫৬৬, আহমাদ ৬৬৪৩, ৬৭৩৩, ৬৮৯৪, ৬৯৭৩, ৬৯৯৪, দারিমী ২৩৭২। ইরওয়া' ২২৮৫-২২৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. জামীল ইবনুল হাসান আল-আতাকী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মাসলামাহ ইবনু কাসিম বলেন, তিনি স্রিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৬৮, ৫/১২৮ নং পৃষ্ঠা) ২. মাতার সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই সানাদে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবু হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৪, ২৮/৫১ নং পৃষ্ঠা)

মত কামড়ে ধরে, অতঃপর এসে দিয়াত দাবি করে। এর কোন দিয়াত নেই। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দাঁতের দিয়াতের দাবি নাকচ করে দিলেন।[২৬৫৬]

٢٦٥٧/٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ «يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ».

২/২৬৫৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ (মিহরান) কাতাদাহ যুরারাহ বিন আওফা ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতের বাহু কামড়ে ধরলে, লোকটি তার হাত টান দিলো। এতে তার সামনের পাটির দাঁত উপড়ে পড়ে গেলো। সে বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পেশ করলে তিনি তার দাবি নাকচ করে দেন এবং বলেনঃ তোমাদের একজন অপরজনকে ষাঁড়ের মত কামড়ায়![২৬৫৭]

٢١/١٥. بَاب لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

১৫/২১. অধ্যায় : কাফের ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না

٢٦٥٨/١ – حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ قَالَ لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ فِيْهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

১/২৬৫৮। আলকামাহ বিন আমর আদ-দারিমী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অপরিচিত) আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ মুতাররিফ আশ-শা'বী আবূ জুহায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললাম, আপনাদের নিকট এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা অন্যদের অজ্ঞাত? তিনি বলেন, না, আল্লাহর শপথ! লোকেদের নিকট যে জ্ঞান আছে তা ব্যতীত বিশেষ কোন জ্ঞান আমাদের নিকট নাই। তবে আল্লাহ যদি কাউকে কুরআন বুঝার জ্ঞান দান করেন এবং এই সহীফার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দিয়াত ইত্যাদি প্রসঙ্গে যা আছে (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। এই সহীফার মধ্যে আরো আছেঃ কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।[২৬৫৮]

২৬৫৬. সহীহুল বুখারী ২২৬৬, মুসলিম ১৬৮৪, নাসায়ী ৪৭৬৩, ৪৭৬৪, ৪৭৬৫, ৪৭৬৬, ৪৭৬৭, ৪৭৬৯, ৪৭৭১, ৪৭৭২, আবূ দাউদ ৪৫৮৪, আহমাদ ১৭৪৮৯, ১৭৫০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৬৫৭. সহীহুল বুখারী ৬৮৯২, মুসলিম ১৬৭৩, তিরমিযী ১৪১৬, নাসায়ী ৪৭৫৮, ৪৭৫৯, ৪৭৬০, ৪৭৬১,৪৭৬২, আহমাদ ১৯৩২৮, ১৯৩৪২, ১৯৩৯৯, দারিমী ২৩৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৫৮. সহীহুল বুখারী ১১১, ১৮৭০, ৩০৪৭, ৩০৩৪, ৩১৭২, ৩১৮০, ৬৭৫৫, ৬৯০৩, ৬৯১৫, ৭৩০০, মুসলিম ১৩৭০, তিরমিযী ১৪১২, ২১২৭, নাসায়ী ৪৭৩৪, ৪৭৩৫, ৪৭৪৪, ৪৭৪৫, ৪৭৪৬, ৪৫৩০, আহমাদ ৬০০, ৬১৬, ৪৮৪, ৯৬২, ৯৯৪, ১০৪০, দারিমী ২৩৫৬। ইরওয়া' ২২০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٦٥٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

২/২৬৫৯। হিশাম বিন আম্মার হাতিম বিন ইসমাঈল আবদুর রহমান বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।[২৬৫৯]

٢٦٦٠/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».

৩/২৬৬০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা আস-সনআনী মু'তামির বিন সুলায়মান তার পিতা (সুলায়মান) হানাশ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না এবং চুক্তিভুক্ত কোন যিম্মীকেও তার চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না।[২৬৬০]

١٥/٢٢. بَاب لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

১৫/২২. অধ্যায় : সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না

٢٦٦١/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ».

১/২৬৬১। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির ইসমাঈল বিন মুসলিম (হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আমর বিন দীনার তাঊস (বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।[২৬৬১]

উক্ত হাদীস্রের রাবী আলকামাহ বিন আমর আদ-দারিমী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০১৬, ২/৩৫১ নং পৃষ্ঠা)

২৬৫৯. তিরমিযী ১৪১৩। ইরওয়া' ২২০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

২৬৬০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৩৪৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী হানাশ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী তকে দুর্বল বলেছেন। (তাঃ ১৩৩০, ৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু হানাশ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৬২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২৬টি খুবই দুর্বল, ৬৭টি দুর্বল, ৬৭টি হাসান, ১০৩টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ১৮৭০, তিরমিযী ১৪১৩, আবূ দাউদ ২৭৫১, ৪৫৩০, আহমাদ ৯৯৪, ৯৯৬, ১৬৯৭, ৬৬২৪, ৬৬৫১, ৬৭৫৭, ৬৭৮৮, ৮৫৬২, ৮৯২২।

২৬৬১. তিরমিযী ১৪০১। ইরওয়া' ৭/২৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٦٦٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ».

২/২৬৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ সন্তান হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।[২৬৬২]

١٥/٢٣. بَاب هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

১৫/২৩. অধ্যায় : স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে কি?

٢٦٦٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ».

১/২৬৬৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো এবং কেউ তার দেহের কোন অঙ্গ কর্তন করলে আমরা তার দেহের অঙ্গ কর্তন করবো।[২৬৬৩]

উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, আমরা তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করিনা। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৮৩, ৩/১৯৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইসমাঈল বিন মুসলিম এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৬৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১৬টি খুবই দুর্বল, ২০টি দুর্বল, ২৪টি হাসান, ৪টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ তিরমিযী ১৪০০, আহমাদ ৯৯, ১৪৮, ১৪৯, ৩৪৮, দারাকুতনী ৩২৪৫, ৩২৪৬, ৩২৪৮, ৩২৪৯, ৩২৫২, ৩২৫৩, মু'জামুল আওসাত ৮৬৫৭, ৮৯০৬।

২৬৬২. তিরমিযী ১৪০০। ইরওয়া' ২২১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সালিহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২৬৬৩. তিরমিযী ১৪১৪, নাসায়ী ৪৭৩৬, ৪৭৩৭, ৪৭৩৮, আবূ দাউদ ৪৫১৫, আহমাদ ১৯৫৯৮, ১৯৬১৪, ১৭৭০৮, ১৯৬৮৫, ১৯৭০২, দারিমী ২৩৫৮, বায়হাকী ফিস সুনান ৭/৩৩৫, ৩৪৩, দারাকুতনী ৩/১২৫। মিশকাত ৩৪৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের সকল রাবী সিকাহ তবে একথা স্পষ্ট যে, হাসান সামূরাহ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। (আল-ইলাল ২/৫৮৮)

٢٦٦٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ و عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ».

২/২৬৬৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইবনুত তাব্বা' ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন................ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইবনুত তাব্বা' ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এবং 'আমর বিন শুআইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এক শত বেত্রাঘাত করেন, এক বছরের নির্বাসন দেন এবং মুসলমানদের (জায়গীর, ভাতা ইত্যাদি) প্রাপ্য অংশের মধ্য থেকে তার অংশ বিলোপ করেন।[২৬৬৪]

١٥/٢٤. بَابُ يُقْتَادُ مِنْ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

১৫/২৪. অধ্যায় : হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করবে, তাকেও সেভাবেই হত্যা করা হবে

٢٦٦٥/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا «فَرَضَخَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ».

১/২৬৬৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ইহূদী দু'টি পাথরের মাঝখানে এক মহিলার মাথা রেখে তা পিষ্ট করে তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টি পাথরের মাঝখানে অপরাধীর মাথা রেখে তা পিষ্ট করে তাকে হত্যা করান।[২৬৬৫]

২৬৬৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল**। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সানাদ বা মাতান কোনটিরই কেউ অনুসরণ করেনি। আবূ বাকর আল-বুরকানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৬৭, ২/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা)

২৬৬৫. সহীহুল বুখারী ২৪১৩, ২৭৪৬, ৬৮৭৬, ৬৮৭৭, ৬৮৭৯, ৬৮৮৪, ৬৮৮৫, মুসলিম ১৬৭২, তিরমিযী ১৩৯৪, নাসায়ী ৪০৪৪, ৪৭৪১, ৪৭৪২, আবূ দাউদ ৪৫২৭, ৪৫২৮, ৪৫২৯, ৪৫৩৫, ১২৩৩৭, ১২৫৯৪, ১২৬৯৪, দারিমী ২৩৫৫, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/৪২। ইরওয়া' ১২৫২, আল-তা'লীকু আলাত তানকীল ২/৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٦٦٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُوْدِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ».

২/২৬৬৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ হিশাম বিন যায়দ আনাস বিন মালিক (রাঃ) ইসহাক বিন মানসূর নাদর বিন শুমায়ল শু'বাহ হিশাম বিন যায়দ আনাস বিন মালিক (রাঃ) এক ইহূদী একটি বালিকাকে তার অলঙ্কারপত্রের লোভে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুমূর্ষু বালিকাকে (একজনের নামোল্লেখ করে) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাকে কি অমুকে আঘাত করেছে? সে তার মাথার ইশারায় বললো, না। তিনি আবার (অন্য একজনের নামোল্লেখ করে) তাকে জিজ্ঞেস করলে সে তার মাথার ইশারায় বললো, না। তিনি তাকে (ইহূদীর নামোল্লেখ করে)। আবার জিজ্ঞেস করলে সে মাথার ইশারায় বললো, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত ইহূদীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে পিষ্ট করে হত্যা করান।[২৬৬৬]

٢٥/١٥. بَاب لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

১৫/২৫. অধ্যায় : তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে

٢٦٦٧/١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِيْ عَازِبٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».

১/২৬৬৭। ইবরাহীম ইবনুল মুসতামির আল-উরূকী আবূ আসিম সুফইয়ান জাবির (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী) আবূ আযিব (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।[২৬৬৭]

٢٦٦٨/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».

২৬৬৬. মাজাহ ২৬৬৫, সহীহুল বুখারী ২৪১৩, ২৭৪৬, ৬৮৭৬, ৬৮৭৭, ৬৮৭৯, ৬৮৮৪, ৬৮৮৫, মুসলিম ১৬৭২, তিরমিযী ১৩৯৪, নাসায়ী ৪০৪৪, ৪৭৪১, ৪৭৪২, আবূ দাউদ ৪৫২৭, ৪৫২৮, ৪৫২৯, ৪৫৩৫, ১২৩৩৭, ১২৫৯৪, ১২৬৯৪, দারিমী ২৩৫৫। ইরওয়া' ৫/৯২-৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৬৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৭/২৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।** উক্ত হাদীসের রাবী জাবির সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৮৭৯, ৪/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ আযিব সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তার হাদীস উল্লেখ করে বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে উল্লেখ করে বলেন, তার অনুসরণ করা যাবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৪৫৯, ২/৫৮৪ নং পৃষ্ঠা)

২/২৬৬৮। ∞ ইবরাহীম ইবনুল মুসতামির ⟩⟨ আল-হুর্র বিন মালিক আল-আম্বারী ⟩⟨ মুবারাক বিন ফাদালাহ ((তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন)) ⟩⟨ আল-হাসান ⟩⟨ আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩∞ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।[২৬৬৮]

٢٦/١٥. بَاب لَا يَجْنِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

১৫/২৬. অধ্যায় : একজনের অপরাধে অপরজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না

٢٦٦٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجْنِيْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِهِ».

১/২৬৬৯। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⟩⟨ আবুল আহওয়াস্ ⟩⟨ শাবীব বিন গারকাদ ⟩⟨ সুলায়মান বিন আমর ইবুল আহওয়াস্ (মাকবূল) ⟩⟨ তার পিতা (আমর ইবনুল আহওয়াস্) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩∞ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিদায় হজ্জের দিন বলতে শুনেছিঃ সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের দ্বারা নিজেকেই দায়বদ্ধ করে। পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না।[২৬৬৯]

٢٦٧٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ يَقُوْلُ «أَلَا لَا تَجْنِيْ أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ أَلَا لَا تَجْنِيْ أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ».

২/২৬৭০। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⟩⟨ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ⟩⟨ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ ⟩⟨ জামি' বিন শাদ্দাদ ⟩⟨ তারিক আল-মুহারিবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩∞ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর হস্তদ্বয় এতো উপরে তুলে বলতে শুনেছি যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছেঃ সাবধান! সন্তানের অপরাধে মাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। সাবধান! সন্তানের অপরাধে মাকে অভিযুক্ত করা যাবে না।[২৬৭০]

২৬৬৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২২২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুবারাক বিন ফাদালাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তার হাদীস্রে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুর রহমান বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৭৬৬, ২৭/১৮০ নং পৃষ্ঠা)

২৬৬৯. তিরমিযী ২১৫৯, ৩০৮৭। ইরওয়া' ৭/৩৩৩-৩৩৪, সহীহাহ ১৯৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৭০. নাসায়ী ৪৮৩৯। ইরওয়া' ৭/৩৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে স্রিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৬৯৯১, ৩২/১৩৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল।

٢٦٧١/٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِي ابْنِي فَقَالَ «لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ».

৩/২৬৭১। আমর বিন রাফি' হুশায়ম ইউনুস হুসায়ন বিন আবুল হুর আল-খাশখাশ আল-আম্বারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এলাম। তিনি বলেনঃ তোমার অপরাধের প্রতিশোধ তার থেকে নেয়া যাবে না এবং তার অপরাধের প্রতিশোধ তোমার থেকে নেয়া যাবে না।[২৬৭১]

٢٦٧٢/٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى».

৪/২৬৭২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন আকীল আমর বিন আসিম আবুল আওওয়াম আল-কাত্তান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার খাওয়ারিজী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ যিয়াদ বিন ইলাকাহ উসামাহ বিন শরীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একজনের অপরাধের জন্য অপরজনকে দায়বদ্ধ করা যাবে না।[২৬৭২]

٢٧/١٥. بَاب الْجُبَارِ

১৫/২৭. অধ্যায় : যে সব অপরাধের প্রতিবিধান নেই

٢٦٧٣/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ».

১/২৬৭৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং কূপে পড়াতে দণ্ড নেই।[২৬৭৩]

হাদীস্রটির ১২৬টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ৫টি জাল, ২১টি খুবই দুর্বল, ৫৮টি দুর্বল, ১৬টি হাসান, ২৬টি স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৯৩৩, মুসলিম ৮৯৭, আহমাদ ৮৬১২, ১১৬০৮, ১২৪৯২, ১২৮৪৫, ১৩২৮৮, মু'জামুল আওসাত ৪১৯৪, শারহুস সুন্নাহ ১১৬৪, ১১৬৮।

২৬৭১. আহমাদ ২০২৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৬৭২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বহীহাহ ৯৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবুল আওওয়াম আল-কাত্তান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নাসয়সাবূরী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমান বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৪৮৯, ২২/৩২৮ নং পৃষ্ঠা)

২৬৭৩. স্বহীহুল বুখারী ১৪৯৯, ২৩৫৫, ৬৯১২, ৬৯১৩, মুসলিম ১৭১০, তিরমিযী ৬৪২, ১৩৭৭, নাসায়ী ২৪৯৫, ২৪৯৭, ২৪৯৮, আবূ দাউদ ৪৫৯৩, ৪৫৯৪, আহমাদ ৭৪০৭, ৭৬৪৭, ৭৭৬৯, ২৭৪৭২, ৮৭৭৯, ৯০১৩, ৯৫৭২, ২৭২৬৩, ১০০৪৪,

٢٦٧٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ».

২/২৬৭৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী) কাসীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) (মাকবূল) দাদা (আমর বিন আওফ) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই এবং খনিতে দণ্ড নেই।[২৬৭৪]

٢٦٧٥/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ».

৩/ ২৬৭৫। আবদু রাব্ব বিন খালিদ আন-নুমায়রী (মাকবূল) ফুদায়ল বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) মূসা বিন উকবাহ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ (المجهول الحال) .... উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফয়সালা করেছেন যে, খনিতে দণ্ড নেই, কূপে পতিত হওয়ায় দণ্ড নেই, পশুর আঘাতে দণ্ড নেই। পশু বলতে গৃহপালিত গবাদি পশু ইত্যাদি বুঝায়। 'দণ্ড নেই' অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না।[২৬৭৫]

১০১০৬, ১০১৩৭, ১০২০৯, মুয়াত্তা মালিক ১৬২২, দারিমী ১৬৬৮, ২৩৭৭, ২৩৭৮, ২৩৭৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২৯। রাওদুন নাদীর ১১০৬, ১১১৪, ইরওয়া' ৮১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৭৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ বিন মখলাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইনশাআল্লাহ আমার নিকট তার ব্যাপাওে কোন সমস্য নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৬৫২, ৮/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. কাসীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯৪৮, ২৪/১৩৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু কাসীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৩৪৩টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ৩৫টি খুবই দুর্বল, ৯০টি দুর্বল, ১০৫টি হাসান, ১১১টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ১৪৯৯, ২৩৫৫, ৬৯১২, ৬৯১৩, মুসলিম ১৭১১, ১৭১২, তিরমিযী ৬৪২, ১৩৭৭, আবূ দাউদ ৪৫৯২, ৪৫৯৩, ৪৫৯৪, দারিমী ২৩৭৭, ২৩৭৮, ২৩৭৯, আহমাদ ৭০৮০, ৭২১৩, ৭৪০৪, ৭৪০৭, দারাকুতনী ৩১৭১, ৩২৭৩, ৩২৭৪, ৩২৭৫, ৩২৭৬, ৩২৮০, ৩২৮২।

২৬৭৫. আহমাদ ২২২৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ফুদায়ল বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৫৯, ২৩/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-

٢٦٧٦/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «النَّارُ جُبَارٌ».

৪/২৬৭৬। আহমাদ ইবনুল আযহার আবদুর রায্যাক মা'মার হাম্মাম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আগুনে পতিত হওয়ায় দণ্ড নেই এবং কূপে পতিত হওয়ায়ও দণ্ড নেই।[২৬৭৬]

٢٨/١٥. بَاب الْقَسَامَةِ

১৫/২৮. অধ্যায় : কাসামা (গণ-শপথ)

٢٦٧٧/١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَنِيْ أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَأُلْقِيَ فِيْ فَقِيْرٍ أَوْ عَيْنٍ بِخَيْبَرَ فَأَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ «كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِيْ ذَلِكَ فَكَتَبُوْا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِيْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ».

১/২৬৭৭। ইয়াহইয়া বিন হাকীম বিশর বিন উমার মালিক বিন আনাস আবূ লায়লা বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন সাহল সাহল বিন আবূ হাস্‌মাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তাকে তার কওমের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক (ইসমু মুবহাব বা নাম অজ্ঞাত) জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ

আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস অরক্ষিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯১, ২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ফুদায়ল বিন সুলায়মান ও ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৪৩টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ৩৫টি খুবই দুর্বল, ৯০টি দুর্বল, ১০৫টি হাসান, ১১১টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ১৪৯৯, ২৩৫৫, ৬৯১২, ৬৯১৩, মুসলিম ১৭১১, ১৭১২, তিরমিযী ৬৪২, ১৩৭৭, আবূ দাউদ ৪৫৯২, ৪৫৯৩, ৪৫৯৪, দারিমী ১৬৬৮, ২৩৭৭, ২৩৭৮, ২৩৭৯, আহমাদ ৭০৮০, ৭২১৩, ৭৭৬৯, ২৭৪৭২।

২৬৭৬. মাজাহ ২৬৭৩, সহীহুল বুখারী ১৪৯৯, ২৩৫৫, ৬৯১২, ৬৯১৩, মুসলিম ১৭১০, তিরমিযী ৬৪২, ১৩৭৭, নাসায়ী ২৪৯৫, ২৪৯৭, ২৪৯৮, আবূ দাউদ ৪৫৯৩, ৪৫৯৪, আহমাদ ৭৪০৭, ৭৬৪৭, ৭৭৬৯, ২৭৪৭২, ৮৭৭৯, ৯০১৩, ৯৫৭২, ২৭২৬৩, ১০০৪৪, ১০১০৬, ১০১৩৭, ১০২০৯, মুয়াত্তা মালিক ১৬২২, দারিমী ১৬৬৮, ২৩৭৭, ২৩৭৮, ২৩৭৯। সহীহাহ ২৩৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ইবনুসাহল এবং মুহাইয়্যাসা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে খায়বার এলাকায় গেলেন। অতঃপর মুহাইয়্যাসার নিকট লোক মারফত খবর পৌঁছলো যে, আবদুল্লাহ ইবনুসাহলকে হত্যা করে তার লাশ খায়বারের একটি গর্তে অথবা একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মুহাইয়্যাসা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ইহূদীদের নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। অতঃপর তিনি তার গোত্রে ফিরে এসে তাদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি ও তার বড় ভাই হুয়াইয়্যাসা এবং আবদুর রহমান ইবনু সাহল (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলেন। খায়বারের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মুহাইয়্যাসা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কথা বলতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ জ্যেষ্ঠকে, জ্যেষ্ঠকে অগ্রাধিকার দাও। তিনি বয়সে বড় বুঝাতে চাচ্ছিলেন। হুওয়াইয়্যাসা কথা বললেন, তারপর মুহাইয়্যাসা কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইহূদীরা হয় তোমাদের সঙ্গীর দিয়াত প্রদান করবে অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি সম্পর্কে পত্র লিখলে ইহূদীরা প্রতি উত্তরে লিখে পাঠায়, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুওয়াইয়্যাসা, মুহাইয়্যাসা ও আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে বললেনঃ তোমরা কি শপথ করে তোমাদের সঙ্গীর খুনের বদলা দাবি করতে পারো? তারা বললো, (আমরা শপথ করবো) না। তিনি বলেনঃ তারা তো মুসলমান নয় (মিথ্যা শপথ করবে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের অর্থাৎ (রাষ্ট্রের) পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট একশত উষ্ট্রী পাঠান এবং সেগুলি তাদের বসতিতে পৌঁছে গেলো। সাহল (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, সেগুলির মধ্যকার একটি লাল উষ্ট্রী আমাকে লাথি মেরেছিল।[২৬৭৭]

٢٦٧٨/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَيْ سَهْلٍ خَرَجُوْا يَمْتَارُوْنَ بِخَيْبَرَ فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقُتِلَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «تُقْسِمُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذًا تَقْتُلَنَا قَالَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ».

২/২৬৭৮। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ → আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) → হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) → আমর বিন শুআয়ব → তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) → দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) → মাসউদের দু' পুত্র হুয়াইয়্যাসা ও মুহাইয়্যাসা এবং সাহলের দু' পুত্র আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান কাজের সন্ধানে খায়বারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ শত্রুতার শিকার হয়ে নিহত হলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানানো হলো। তিনি বলেনঃ তোমরা কি শপথ করে দিয়াতের অধিকারী হবে? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না, আমরা কিভাবে শপথ করবো? তিনি বলেনঃ তাহলে ইহূদীরা (শপথ করে) তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তারা তো আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করেন।[২৬৭৮]

২৬৭৭. সহীহুল বুখারী ২৭০২, ৩১৭৩, ৬১৪২, ৬৮৯৮, ৭১৯২, মুসলিম ১৬৬৯, তিরমিযী ১৪২২, নাসায়ী ৪৭১০, ৪৭১১, ৪৭১২, ৪৭১৩, ৪৭১৪, ৪৭১৫, ৪৭১৬, ৪৭১৭, ৪৭১৯, আবূ দাউদ ১৬৩৮, ৪৫২০, ৪৫২১, ৪৫২২, ৪৫২৩, আহমাদ ১৫৬৬৪, ১৬৬২৫, মুয়াত্তা মালিক ১৬৩০, ১৬৩১, দারিমী ২৩৫৩। ইরওয়া' ১৬৪৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৭৮. নাসায়ী ৪৭২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٩/١٥. بَاب مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ

১৫/২৯. অধ্যায় : মালিকের দ্বারা গোলামের অঙ্গহানি হলে সে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে

٢٦٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَخْصَى غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمُثْلَةِ».

১/২৬৭৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) আবদুস সালাম ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) সালামাহ বিন ফারওয়াহ্ বিন যিনবা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার দাদা (যিনবা' বিন রাওহ) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি তার এক গোলামকে নির্বীর্য করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এই অঙ্গহানির কারণে দাসত্বমুক্ত করে দিলেন।[২৬৭৯]

٢٦٨٠/٢ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَارِخًا «مَا لَكَ قَالَ سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ».

২/২৬৮০। রাজা' ইবনুল মুরাজ্জা আস-সামারকান্দী নাদর বিন শুবায়ল আবূ হামযাহ আস্-স্বয়রাফী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি চীৎকার করতে

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা) ২. হাজ্জাজ বিন আরতা' সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা

২৬৭৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসহাক বিন মানসূর সম্পর্কে আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৪, ১/১০৩ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সানাদ বা মাতান কোনটিরই কেউ অনুসরণ করেনি। আবূ বাকর আল-বুরকানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যনাযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৬৭, ২/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা)

করতে নবী (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার কী হয়েছেঃ সে বললো, আমার মনিব আমাকে তার এক দাসীকে চুমা দিতে দেখে আমার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলেছে। নবী (ﷺ) বলেনঃ লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে এসো। কিন্তু তাকে অনুসন্ধান করে পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ যাও, তুমি স্বাধীন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কে আমাকে সাহায্য করবে? রাবী বলেন, সে বলছিল, আপনি কী মনে করেন, আমার মনিব যদি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার গোলাম বানায়? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের কর্তব্য।[২৬৮০]

١٥/٣٠. بَاب أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ

১৫/৩০. অধ্যায় : হত্যা করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ঈমানদারগণই সর্বাধিক ক্ষমাশীল

٢٦٨١/١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الْإِيْمَانِ» .

১/২৬৮১। ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী ◄ হুশায়ম ◄ মুগীরাহ (বিন মিকসাম) ◄ শাব্বাক (আল-আ'মা) ◄ ইবরাহীম ◄ আলকামাহ ◄ আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ হত্যা করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ঈমানদারগণই সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল।[২৬৮১]

٢٦٨٢/٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ» .

২/২৬৮২। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ◄ গুনদার ◄ শু'বাহ ◄ মুগীরাহ ◄ শাব্বাক ◄ ইবরাহীম ◄ হুনায় বিন নুওয়ায়রাহ (মাকবূল) ◄ আলকামাহ ◄ আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমাশীল হত্যাকারী হলো ঈমানদারগণ।[২৬৮২]

١٥/٣١. بَاب الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

১৫/৩১. অধ্যায় : মুসলমানের জীবনের মূল্য এক সমান

٢٦٨٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ» .

২৬৮০. আবূ দাঊদ ৪৫১৯। ইরওয়া' ১৭৪৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ হামযাহ আস-সয়রাফী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬৩৬, ১২/২৩৬ নং পৃষ্ঠা)

২৬৮১. আবূ দাঊদ ২৬৬৬, আহমাদ ৩৭২০। দঈফাহ ১২৩২, দঈফ আল-জামি' ৯৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২৬৮২. আবূ দাঊদ ২৬৬৬, আহমাদ ৩৭২০। দঈফ আল-জামি' ৯৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১/২৬৮৩। ∝ মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা আস্‌-স্বনআনী ⨯ মু'তামির বিন সুলায়মান ⨯ তার পিতা (সুলায়মান) ⨯ হানাশ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ⨯ ইকরিমাহ ⨯ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ∝ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মুসলমানদের জীবনের মূল্য এক সমান। তারা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (একতাবদ্ধ)। তাদের একজন সাধারণ লোকও অপরকে তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে। তাদের দূরবর্তী ব্যক্তিও গনীমাতে শরীক হবে (সেনানায়ক যদি তাকে অন্যত্র কোন প্রয়োজনে পাঠিয়ে থাকে)।[২৬৮৩]

٢٦٨٤/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجَنُوْبِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمُسْلِمُوْنَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ».

২/২৬৮৪। ∝ ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী ⨯ আনাস বিন ইয়াদ আবূ দমরাহ ⨯ আবদুস সালাম বিন আবুল জানূব (দঈফ বা দুর্বল) ⨯ হাসান ⨯ মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ∝ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলমানগণ অন্যদের (বিজাতীয় শত্রুর) বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ। তাদের জীবনের মূল্য এক সমান।[২৬৮৪]

٢٦٨٥/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَدُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَيُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَقْصَاهُمْ».

৩/২৬৮৫। ∝ হিশাম বিন আম্মার ⨯ হাতিম বিন ইসমাঈল ⨯ আবদুর রহমান বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ⨯ আমর বিন শুআয়ব ⨯ তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) ⨯ দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্‌) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সকল

২৬৮৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৩৪৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হানাশ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী তকে দুর্বল বলেছেন। (তাঃ ১৩৩০, ৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু হানাশ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৬২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২৫টি খুবই দুর্বল, ৬৭টি দুর্বল, ৬৭টি হাসান, ১০৩টি স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ১৮৭০, তিরমিযী ১৪১৩, আবূ দাউদ ২৭৫১, ৪৫৩০, আহমাদ ৯৯৪, ৯৯৬, ১৬৯৭, ৬৬২৪, ৬৬৫১, ৬৭৫৭, ৬৭৫৮, ৬৭৮৮, ৮৫৬২, ৮৯২২, ১৭৩১১, ২১৬৫০।

২৬৮৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুস সালাম বিন আবুল জানূব সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন,তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪১৬, ১৮/৬৩ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্বহীহ কিন্তু আবদুস সালাম বিন আবুল জানূব এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৬২টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২৫টি খুবই দুর্বল, ৬৭টি দুর্বল, ৬৭টি হাসান, ১০৩টি স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ১৮৭০, তিরমিযী ১৪১৩, আবূ দাউদ ২৭৫১, ৪৫২৭, আহমাদ ৯৯৪, ৯৯৬, ১৬৯৭, ৬৬২৪, ৬৬৫১, ৬৭৫৭, ৬৭৫৮, ৬৭৮৮।

মুসলমান তাদের বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে এক হাতস্বরূপ ঐক্যবদ্ধ। তাদের সকলের জান ও মাল সমান মর্যাদাসম্পন্ন। মুসলিম সমাজের একজন সাধারণ লোকও (তাদের পক্ষ থেকে) অন্যকে আশ্রয় দিতে পারে। মুসলমানদের দূরবর্তী ব্যক্তিও তাদের গনীমাতে শরীক হবে।[২৬৮৫]

١٥/٣٢. بَاب مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا

১৫/৩২. অধ্যায় : কেউ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করলে

١/٢٦٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا».

১/২৬৮৬। [আবূ কুরায়ব][আবূ মু‘আবিয়াহ][হাসান বিন আমর][মুজাহিদ][আবদুল্লাহ বিন ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ অবশ্যই চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।[২৬৮৬]

٢/٢٦٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا».

২/২৬৮৭। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার][মা‘দী বিন সুলায়মান (দঈফ বা দুর্বল)][ইবনু আজলান][তার পিতা (আজলান)][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা লাভকারী কোন যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকেও অবশ্যই তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে।[২৬৮৭]

١٥/٣٣. بَاب مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

১৫/৩৩. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি কারো জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাকে হত্যা করলে

২৬৮৫. আবূ দাউদ ২৭৫১, আহমাদ ৬৭৫৮, ৬৯৩১, ৬৯৭৩। ইরওয়া’ ২২০৮, সহীহ আবূ দাঊদ ২৪৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন।

২৬৮৬. সহীহুল বুখারী ৩১৬৬, ৬৯১৪, নাসায়ী ৪৭৫০। গায়াতুল মারাম ৪৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৮৭. তিরমিযী ১৪০৩। গায়াতুল মারাম ৪৫০, আত-তা‘লীকুর রাগীব ৪/৪৫, সহীহাহ ২৩৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মা‘দী বিন সুলায়মান সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তিনি ইবনু আজলান থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি আবিদ তবে তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৮৩, ২৮/২৫৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মা‘দী বিন সুলায়মান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৮৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩১৬৬, ৬৯১৪, তিরমিযী ১৪০৩, আবূ দাঊদ ২৭৬০, আহমাদ ৬৭০৬, ১৬১৫৪, ১৯৮৬৩, ১৯৮৬৯, ১৯৮৮৩, ১৯৮৮৯, ২৭৫৩২, মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক ১৮৫২১,মু‘জামুল আওসাত ৪৩১, ৬৬৩, ২৯২৩, ৮০১১।

١/٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/২৬৮৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব, আবূ আওয়ানাহ, আবদুল মালিক বিন উমায়র, রিফাআহ বিন শাদ্দাদ আল-কিতবানী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), আমর ইবনুল হামিক আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) (রিফাআহ বিন শাদ্দাদ) বলেন, আমর ইবনুল হামিক আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-র নিকট আমি যে বাক্যটি শুনেছি তা না থাকলে আমি মুখতারের মাথা ও দেহের মাঝখান দিয়ে হাঁটাচলা করতাম (তাকে হত্যা করতাম)। আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের জানের নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করলো সে কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা বয়ে বেড়াবে।[২৬৮৮]

٢/٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ فَمَا مَنَعَنِيْ مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ « إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ» فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِيْ مِنْهُ.

২/২৬৮৯। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', আবূ লায়লা (দঈফ বা দুর্বল), আবূ উক্কাশাহ (মাজহুল বা অপরিচিত), রিফাআহ, সুলায়মান বিন সুরদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) (রিফাআহ) বলেন, আমি মুখতারের প্রাসাদে প্রবেশ করে তার নিকট উপস্থিত হলাম। সে বললো, এই মুহূর্তে জিবরাঈল (আ) আমার নিকট থেকে উঠে চলে গেলেন। তখন তার গর্দানে সজোরে আঘাত হানা থেকে একটি হাদীসই আমাকে বিরত রেখেছে। আমি সুলায়মান ইবনুসুরাদ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "তোমার থেকে কেউ তার জীবনের নিরাপত্তা লাভ করলে তুমি তাকে হত্যা করো না"। এ হাদীসই তাকে হত্যা করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছে।[২৬৮৯]

١٥/٣٤. بَاب الْعَفْوِ عَنْ الْقَاتِلِ

১৫/৩৪. অধ্যায় : হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

١/٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ

২৬৮৮. আহমাদ ২১৪৩৯, ২১৪৪। রাওদুন নাদীর ৭৫১, ৭৫২, সহীহাহ ৪৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৮৯. আহমাদ ২৬৬৬। দঈফাহ ২০০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ লায়লা সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৬০২, ১৬/১৯৬ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ উক্কাশাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৫২২, ৩৪/৯৯ নং পৃষ্ঠা)

فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ قَالَ فَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ» .

১/২৬৯০। ০[আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ][আবূ মুআবিয়াহ][আল-আ'মাশ][আবূ স্বালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক ব্যক্তি হত্যার অপরাধ করলো। বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তাকে (হন্তাকে) নিহতের অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করলেন। হত্যাকারী বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিহতের অভিভাবককে বললেনঃ সে সত্যবাদী হয়ে থাকলে এবং তারপরও তুমি তাকে হত্যা করলে তুমি জাহান্নামে যাবে। রাবী বলেন, তারা তাকে তার পথে ছেড়ে দিলো। সে একটি রশি দ্বারা পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা ছিল। সে তার রশি মাটির সাথে টানতে টানতে বেরিয়ে চলে গেলো। সেই থেকে তার নাম হলো 'রশিধারী'।[২৬৯০]

٢/٢٦٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اعْفُ فَأَبَى فَقَالَ خُذْ أَرْشَكَ فَأَبَى قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ فَلُحِقَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ قَالَ فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ» .

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ ابْن مَاجَةَ هَذَا حَدِيْثُ الرَّمْلِيِّيْنَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ.

২/২৬৯১। ০[আবূ উমায়র ঈসা বিন মুহাম্মাদ ইবনুন নাহ্হাস, ঈসা বিন য়ূনুস (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ও হুসায়ন বিন আবুস সারী আল-আসকালানী (দঈফ বা দুর্বল)][দমরাহ বিন রাবীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন)][ইবনু শাওযাব][স্নাবিত আল-বুনানী][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার অভিভাবকের হত্যাকারীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি ক্ষমা করে দাও। সে অস্বীকার করলো। তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি দিয়াত গ্রহণ করো। সে তাও অস্বীকার করলো। তিনি বলেনঃ তাহলে যাও, তাকে হত্যা করো। কেননা তুমি তার মতই হবে। রাবী বলেন, তার নিকট গিয়ে তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যি বলেছেনঃ তাকে হত্যা করো, তুমি তার মতই হবে। অতঃপর সে তাকে তার পথে ছেড়ে দিলো। রাবী বলেন, তাকে তার রশি টানতে টানতে তার পরিবারের দিকে চলে যেতে দেখা গেলো। সম্ভবত নিহতের দাবিদারগণ তাকে রশি দিয়ে বেঁধেছিল। রাবী আবূ উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার হাদীসে বলেন, ইবনু মাওযাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এর পর আর কারো পক্ষে এরূপ বলা জায়েয নয় যে, "তাকে হত্যা করো, তুমিও তার মতই হবে"। ইবনু মাজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এটা হলো রামলাবাসীদের বর্ণিত হাদীস্র, যা তাদের ছাড়া আর কারো কাছে নেই।[২৬৯১]

২৬৯০. তিরমিযী ১৪০৭, আবূ দাউদ ৪৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৯১. নাসায়ী ৪৭৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٣٥/١٥. بَاب الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ
১৫/৩৫. অধ্যায় : কিসাস ক্ষমা করা

٢٦٩٢/١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «مَا رُفِعَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ فِيْهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيْهِ بِالْعَفْوِ».

১/২৬৯২। ইসহাক বিন মানসূর হাব্বান বিন হিলাল আবদুল্লাহ বিন বাকর আল-মুযনী আতা' বিন আবূ মায়মূনাহ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কিসাস সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা উত্থাপিত হলেই তিনি তা ক্ষমা করে দেয়ার আহ্বান জানাতেন (বাদীর প্রতি)।[২৬৯২]

٢٦٩٣/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ قَالَ أَبُـو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِـهِ دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي».

২/২৬৯৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন) আবুস সাফার আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যার দেহের কোন স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হলো, অতঃপর সে তা সদাকা করে দিলো (অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলো) আল্লাহ এর বিনিময়ে তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করবেন। এ কথা আমার দু' কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা হেফাজত করেছে।[২৬৯৩]

উক্ত হাদীস্রের রাবী ঈসা বিন য়ূনুস সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৬৭২, ২৩/৬০ নং পৃষ্ঠা) ২. হুসায়ন বিন আবুস সারী আল-আসকালানী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও তিনি অপরিচিত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানি বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আরূবাহ আল-হাররানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবুস সারী আল-আসকালানী বলেন, তোমরা আমার ভাই এর নিকট থেকে কেউ হাদীস্র গ্রহণ করিও না, কারণ তিনি মিথ্যুক। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৩৩১, ৬/৪৬৮ নং পৃষ্ঠা) ৩.দমরাহ বিন রাবীআহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রালিহ। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিসরী বলেন, তিনি তাদের যুগে একজন ফাকীহ ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও আহমাদ বিন স্রালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৩৮, ১৩/৩১৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু হুসায়ন বিন আবুস সারী আল-আসকালানী এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ৬৯টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি খুবই দুর্বল, ৮টি দুর্বল, ২০টি হাসান, ৪০টি স্রহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মুসলিম ১৬৮১, তিরমিযী ১৪০৭, আবূ দাউদ ৪৪৯৮, ৪৪৯৯, দারিমী ২৩৫৯, শারহুস সুন্নাহ ২৫২৭।

২৬৯২. আবূ দাউদ ৪৪৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

২৬৯৩. তিরমিযী ১৩৯৩। দঈফাহ ৪৪৮২, দঈফ আল-জামি' ৫১৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٣٦/١٥. بَاب الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

১৫/৩৬. অধ্যায় : গর্ভবতী নারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে

٢٦٩٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ أَنْعُمَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا».

১/২৬৯৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ সালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইবনু আনউম (হাদীস্র সংরক্ষণে দুর্বল) উবাদাহ বিন নুসায় আবদুর রহমান বিন গানম মুআয বিন জাবাল, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাদা ইবনুস্র সামিত ও শাদ্দাদ বিন আওস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কোন নারী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধ করলে বা যেনা করলে এবং গর্ভবতী হয়ে থাকলে, সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং তার বাচ্চার লালন-পালন (দুধপানের মেয়াদ) শেষ না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা বা রজম করা যাবে না।[২৬৯৪]

উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াতে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭০, ৩২/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা)

২৬৯৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ২২২৫, দঈফ আল-জামি' ৫৯২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ সালিহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৩৩৬, ১৫/৯৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. (আবদুর রহমান বিন যিয়াদ) ইবনু আনউম আল-ইফরীকী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ বর্জনীয়। ইবনু মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা উচিত নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার থেকে হাদীস্র লিপিবদ্ধ করিনি। (তাঃ ৯৪৮, ৫/৭০ নং পৃষ্ঠা)

(١٦) : كِتَاب الْوَصَايَا

পর্ব (১৬) : ওসিয়াত

١/١٦. بَاب هَلْ أَوْصَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

১৬/১. অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি ওসিয়াত করেছিলেন?

١/٢٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ».

১/২৬৯৫। ⟨মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র⟩⟨আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)⟩⟨আল-আ'মাশ⟩⟨শাকীক⟩⟨মাসরূক⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ ⟨আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র⟩⟨আবূ মুআবিয়াহ⟩⟨আল-আ'মাশ⟩⟨শাকীক (বিন সালামাহ)⟩⟨মাসরূক⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দীনার-দিরহাম (নগদ অর্থ) বা উট-ছাগল কিছুই রেখে যাননি এবং তিনি কোন কিছুর ওসিয়াতও করেননি।[২৬৯৫]

٢/٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى أَوْصَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ «أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ» قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ.

২/২৬৯৬। ⟨আলী বিন মুহাম্মাদ⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨মালিক বিন মিগওয়াল⟩⟨তালহাহ বিন মুসাররিফ⟩ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি ওসিয়াত করেছিলেন ? তিনি বলেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি মুসলমানদের কিভাবে ওসিয়াতের নির্দেশ দিলেন ? তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ওসিয়াত করেছেন। হুযাইল বিন শরাহবীল বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওসিয়াতকৃত ব্যক্তির (ওসী) উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র

২৬৯৫. মুসলিম ১৬৩৫, নাসায়ী ৩৬২১, ৩৬২২, ৩৬২৩, আবূ দাউদ ২৮৬৩, আহমাদ ২৪৫৩, ২৪৯৯২, ২৫০১১। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৪৯, মুখতাসারুশ শামাইল ৩৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ছিলো না। আবূ বাক্‌র (রাঃ)-র অবস্থা এই ছিল যে,তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশ পেলে অনুগত উটের ন্যায় নিজের নাকে লাগাম পরিয়ে দিতেন।[২৬৯৬]

٢٦٩٧/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

৩/২৬৯৭। [আহমাদ ইবনুল মিকদাম] [আল-মু'তামির বিন সুলায়মান] [আমার পিতা (সুলায়মান)] [কাতাদাহ] [আনাস বিন মালিক (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অন্তিম মুহূর্তে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তার ওসিয়াত এই ছিল যে, "নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে"।[২৬৯৭]

٢٦٩٨/٤ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أُمِّ مُوْسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

৪/২৬৯৮। [সাহল বিন আবূ সাহল] [মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)] [মুগীরাহ] [উম্মু মূসা (মাকবূলাহ)] [আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)] তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শেষ কথা ছিলঃ "নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সদাচার করবে"।[২৬৯৮]

٢/١٦. بَاب الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

১৬/২. অধ্যায় : ওসিয়াত করতে উৎসাহিত করা

٢٦٩٩/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ».

১/২৬৯৯। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবদুল্লাহ বিন নুমায়র] [উবায়দুল্লাহ বিন উমার] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ কোন মুসলমানের নিকট ওসিয়াত করার মত

২৬৯৬. সহীহুল বুখারী ২৭৪০, ৪৪৬০, ৫০২২, মুসলিম ১৬৩৪, তিরমিযী ২১১৯, নাসায়ী ৩৬২০, আহমাদ ১৮৬৪৪, ১৮৬৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৯৭. আহমাদ ১১৭৫৯। ইরওয়া' ২১৭৮, ফিকহুস সায়রাহ ৫০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৬৯৮. আবূ দাউদ ৫১৫৬, আহমাদ ৫০৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

জিনিস থাকলে তার ওসিয়াতনামা তার নিকট লিপিবদ্ধ আকারে না রেখে দু'টি রাতও অতিবাহিত করা তার জন্য বৈধ নয়।[২৬৯৯]

٢٧٠٠/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ».

২/২৭০০। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী দুরুসত বিন যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াযীদ আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে ওসিয়াত করা থেকে বঞ্চিত থাকে।[২৭০০]

٢٧٠١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ».

৩/২৭০১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন) বাকীয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ ইয়াযীদ বিন আওফ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওসিয়াত করে মারা গেলো সে সঠিক পথে ও সুন্নাতের উপরই মারা গেলো, তাকওয়া ও শহীদী দরজা পেয়ে মারা গেলো এবং গুনাহ মাফ পেয়ে মারা গেলো।[২৭০১]

٢٧٠٢/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَوْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوْصِي بِهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ».

২৬৯৯. সহীহুল বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭, তিরমিযী ৯৭৪, ২১১৮, নাসায়ী ৩৬১৫, ৩৬১৬, ৩৬১৮, ৩৬১৯, আবূ দাউদ ২৮৬২, আহমাদ ৪৪৫৫, ৪৫৬৪, ৫০৯৭, ৪৮৮৪, ৫১৭৫, ৫৪৮৭, ৫৮৯৪, ৬০৬৫, মুয়াত্তা মালিক ১৪৯২, দারিমী ৩১৭৫। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৪৮, ইরওয়া' ১৬৫২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭০০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ৪/১৬৬, দঈফ আল-জামি' ৫৯১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী দুরুসত বিন যিয়াদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবুল হাসায়ন বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭৯৮, ৮/৪৮০ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ আর-রাকাশী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে অভিযুক্ত। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বরেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৫৮, ৩২/৬৪ নং পৃষ্ঠা)

২৭০১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৩০৭৬, দঈফ আল-জামি' ৫৮৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ ও তাদলীস করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৬১৩, ২৬/৪৬৫ নং পৃষ্ঠা) ২. ইয়াযীদ বিন আওফ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৩৪, ৩২/২২১ নং পৃষ্ঠা)

৪/২৭০২। মুহাম্মাদ বিন মা'মার রাওহ বিন আওফ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন মুসলমানের নিকট ওসিয়াতযোগ্য জিনিস থাকা সত্ত্বেও তার ওয়াসিয়াতনামা তার কাছে লিখিত আকারে না রেখে দু'টি রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নাই।[২৭০২]

٣/١٦. بَاب الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

১৬/৩. অধ্যায় : ওসিয়াতের মধ্যে জুলুম করা

٢٧٠٣/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/২৭০৩। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আবদুর রহীম বিন যায়দ আল-আম্মী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) তার পিতা (যায়দ আল-আম্মী) (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ওয়ারিসকে মীরাস দেয়া থেকে পশ্চাদপসরণ করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন।[২৭০৩]

٢٧٠٤/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { تِلْكَ حُدُودُ اللهِ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ مُهِينٌ }».

২/২৭০৪। আহমাদ ইবনুল আযহার আবদুর রায্যাক বিন হাম্মাম মা'মার আশআস বিন আবদুল্লাহ শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যক্তি একাধারে সত্তর বছর যাবত উত্তম কাজ করলো, অতঃপর ওসিয়াতের মাধ্যমে যুলুম করলো, ফলে খারাপ কাজের দ্বারা তার জীবনের সমাপ্তি হলো, সে জাহান্নামে যাবে। আবার কোন লোক একাধারে সত্তর বছর ধরে খারাপ কাজ

২৭০২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৮, ইবনু হিব্বান ৬০২৪, দারাকুতনী ৪/১৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭০৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২৬৪। মিশকাত ৩০৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহীম বিন যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস বর্জন করেছেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪০৬, ১৮/৩৪ নং পৃষ্ঠা) ২. যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তার মাওদুআত গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২১০২, ১০/৫৬ নং পৃষ্ঠা)

করলো, অতঃপর ওসিয়াতের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত কাজ করলো, ফলে ভালো কাজের দ্বারা তার জীবনের সমাপ্তি হলো, সে জান্নাতে যাবে।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে (কুরআনের এ আয়াত) পড়তে পারো (অনুবাদ): "এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটা এক মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি" (সূরা নিসাঃ ১৩-১৪)।[২৭০৪]

٢٧٠٥/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ».

৩/২৭০৫। ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী বাকিয়্যাহ আবূ হালবাস (মাজহুল বা অপরিচিত) খুলায়দ বিন আবূ খুলায়দ (দঈফ বা দুর্বল) মুআবিয়াহ বিন কুররাহ তার পিতা (কুররাহ বিন ইয়াস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ অন্তিমকালে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ওসিয়াত করলে, সে তার জীবনে যে যাকাত দেয়নি এটা তার কাফ্ফারাস্বরূপ।[২৭০৫]

٤/١٦. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৬/৪. অধ্যায় : জীবিতকালে কৃপণতা এবং মরণকালে অযাচিত অপব্যয় নিষিদ্ধ

٢٧٠٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَبِّئْنِي مَا حَقُّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ فَقَالَ «نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ قَالَ نَبِّئْنِي يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَاللهِ لَتُنَبَّأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ

২৭০৪. আবূ দাউদ ২৮৬৭। দঈফ আবূ দাউদ ৪৯৫, মিশকাত ৩০৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২৭০৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২১২। দঈফাহ ৪০৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ হালবাস সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৩২৬, ৩৩/২৫৮ নং পৃষ্ঠা) ২. খুলায়দ বিন আবূ খুলায়দ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীলহিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭১৬, ৮/৩০৭ নং পৃষ্ঠা)

شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَا هُنَا قُلْتَ مَالِيْ لِفُلَانٍ وَمَالِيْ لِفُلَانٍ وَهُوَ لَهُمْ وَإِنْ كَرِهْتَ».

১/২৭০৬। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮শারীক❯❮উমারাহ ইবনুল কা'কা' বিন শুবরুমাহ❯❮আবূ যুরআহ❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন যে, লোকের মধ্যে কে আমার উত্তম সাহচর্যের অধিক দাবিদার। তিনি বলেনঃ হাঁ, তোমার পিতার শপথ! তোমাকে অবশ্যই অবহিত করা হবে, তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে ? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার পিতা। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন যে, আমার মাল থেকে আমি কিভাবে দান-খয়রাত করবো? তিনি বলেনঃ হাঁ, আল্লাহর শপথ! তোমাকে অবশ্যই বলা হবে। তুমি সুস্থ অবস্থায়, সম্পদের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকতে, উত্তমরূপে জীবন যাপনের আশা রেখে এবং দারিদ্র্যের আশঙ্কা জাগ্রত রেখে দান-খয়রাত করো, কিন্তু বিলম্ব করো না। শেষে যখন তোমার জান এখানে (কণ্ঠনালীতে) এসে পৌঁছবে তখন তুমি বলবে আমার এই মাল অমুকের জন্য, আমার এই মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন তা তাদের (ওয়ারিসদের) জন্য হয়েই গেছে, যদিও তুমি তা অপছন্দ করো।[২৭০৬]

٢/٢٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَابَةَ وَقَالَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنّٰى تُعْجِزُنِيْ ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنّٰى أَوَانُ الصَّدَقَةِ.

২/২৭০৭। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮ইয়াযীদ বিন হারূন❯❮হারীয বিন উসমান❯❮আবদুর রহমান বিন মায়সারাহ (মাকবূল)❯❮জুবায়র বিন নুফায়র❯❮বুস্‌র বিন জাহ্‌হাশ আল-কুরাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলে তার উপর তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল রেখে বলেন, মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম-সন্তান আমাকে কিভাবে অক্ষম করবে, অথচ আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি এর অনুরূপ জিনিস থেকে। অতঃপর তোমার জান যখন এ পর্যন্ত পৌঁছবে, তিনি তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন, তখন তুমি বলবে, আমি দান করবো। অথচ তখন দান-খয়রাত করার সুযোগ কোথায়?[২৭০৭]

٥/١٦. بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

১৬/৫. অধ্যায় : এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা

١/٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتّٰى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ

২৭০৬. সহীহুল বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ২৫৪৮, আহমাদ ৮১৪৪, ৮৮৩৮, ৮৯৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭০৭. আহমাদ ১৭৩৮৭। সহীহাহ ১০৯৯, ১১৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

ﷺ فَقُلْتُ أَيْ رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ لِيْ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ «لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ».

১/২৭০৮। হিশাম বিন আম্মার, হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী ও সাহল সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী আমির বিন সাদ তার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, এমনকি আমি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দেখতে এলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রচুর মাল আছে। একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আমার আর কোন ওয়ারিস্র নেই। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান-খয়রাত করবো? তিনি বলেনঃ না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেনঃ না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেনঃ এক-তৃতীয়াংশ করতে পারো, তবে এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিস্রদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে, সেটা তাদেরকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোর মত নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অধিক উত্তম।[২৭০৮]

٢٧٠٩/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِيْ أَعْمَالِكُمْ».

২/২৭০৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' তালহাহ বিন আমর (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আতা' (বিন আবূ রাবাহ) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মৃত্যুর সময়ও তোমাদের মাল থেকে আল্লাহ তা'আলা এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করার অধিকার প্রদান করে তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরো বাড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।[২৭০৯]

٢٧١٠/٣ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيْبًا مِنْ مَالِكَ حِيْنَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ وَصَلَاةُ عِبَادِيْ عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ.

২৭০৮. সহীহুল বুখারী ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ৯৭৫, ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, ৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাঊদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৯১, ১৫০৪, ১৫২৭, ১৫৪৯, ১৫৭১, ১৬০২, ১৪৯৫, দারিমী ৩১৯৫, ৩১৯৬। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৫০, ইরওয়া' ৮৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭০৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৬৪১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী তালহাহ বিন আমর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও হাফিয নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৯৭৮, ১৩/৪২৭ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৭১০। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান (মাকবূল) উবায়দুল্লাহ বিন মূসা মুবারাক বিন হাসসান (তিনি হাদীস যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস বর্ণনা করেন) নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম-সন্তান! দু'টি জিনিস তোমার পাওনা ছিলো না। তার একটি এই যে, তোমার মৃত্যুর সময় তোমার মাল থেকে একটি অংশ (দান-খয়রাতের জন্য) নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যাতে তুমি (গুনাহ থেকে) পাকসাফ হতে পারো। আর অপরটি হলো, তোমার মৃত্যুর পর তোমার জন্য আমার বান্দাদের দোয়া।[২৭১০]

٢٧١١/٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «الثُّلُثُ كَبِيْرٌ أَوْ كَثِيْرٌ».

৪/২৭১১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আশা করি যে, লোকেরা (তাদের ওসিয়াতের পরিমাণ) এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশে কমিয়ে আনুক। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এক-তৃতীয়াংশও বেশি বা পর্যাপ্ত হয়ে যায়।[২৭১১]

٦/١٦. بَاب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

১৬/৬. অধ্যায় : ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না

٢٧١٢/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ قَالَ «إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ فَلَا يَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ أَوْ قَالَ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».

১/২৭১২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও ইরসাল করেন) আবদুর রহমান বিন গানম আমর বিন খারিজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। জন্তুটি তখন জাবর কাটছিল এবং এর মুখের লালা আমার উভয় কাঁধের মাঝখান দিয়ে পড়ছিল। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআলা (মৃতের) পরিত্যক্ত মালে প্রত্যেক ওয়ারিসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই কোন ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা জায়েয

২৭১০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২০৯, দারাকুতনী ৪/৬৭। দঈফাহ ৪০৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী মুবারাক বিন হাসসান সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৭৬২, ২৭/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

২৭১১. সহীহুল বুখারী ২৭৪৩, মুসলিম ১৬২৯, নাসায়ী ৩৬৩৪, আহমাদ ২০৩৫, ২০৭৭। ইরওয়া' ১৬৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

নয়। সন্তান যার অধীন সন্তানের মালিকানা তার, যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয় অথবা নিজের মনিবকে ত্যাগ ক'রে অপরকে মনিব বলে পরিচয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার নফল বা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।[২৭১২]

٢٧١٣/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

২/২৭১৩। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) শুরাহবীল বিন মুসলিম আল-খাওলানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছিঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব কোন ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।[২৭১৩]

٢٧١٤/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّيْ لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَسِيْلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

৩/২৭১৪। হিশাম বিন আম্মার মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব বিন শাবূর আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উষ্ট্রীর নিচে ছিলাম এবং এর মুখের লালা আমার গায়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সাবধান! ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।[২৭১৪]

২৭১২. তিরমিযী ২১২১, নাসায়ী ৩৬৪১, ৩৬৪২, ৩৬৪৩, আহমাদ ১৭২১০, ১৭৬১৫, ১৭৬২১, দারিমী ৩৫২৯, ৩২৬০। ইরওয়া' ৬/৮৮-৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২৭১৩. তিরমিযী ২১২০। ইরওয়া' ১৬৫৫, মিশকাত ৩০৭৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা) ২. শুরাহবীল বিন মুসলিম আল-খাওলানী সম্পর্কে আবূ মুহাম্মাদ আল-ফাতায়ানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭২১, ১২/৪৩০ নং পৃষ্ঠা)

২৭১৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৬/৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١٦/٧. بَاب الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

১৬/৭. অধ্যায় : ওসিয়াত করার আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে

٢٧١٥/١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُوْنَهَا { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ».

১/২৭১৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ ইসহাক আল-হারিস্র (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধের ফয়সালা দিয়েছেন। তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাকো (অনুবাদ)ঃ "যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর" (সূরা নিসাঃ ১২)। সহোদর ভাই ওয়ারিস্র হবে, বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ারিস্র হবে না।[২৭১৫]

٨/١٦. بَاب مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوْصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

১৬/৮. অধ্যায় : কেউ ওসিয়াত না করে মারা গেলে, তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা যাবে কি ?

٢٧١٦/١ – حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ».

১/২৭১৬। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আল-আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলো,, আমার পিতা ধন-সম্পদ রেখে মারা গেছেন কিন্তু ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে তা কি তার কাফ্ফারা হবে? তিনি বলেনঃ হাঁ।[২৭১৬]

২৭১৫. তিরমিযী ২০৯৪, ২০৯৫, আহমাদ ১২২৬, দারিমী ২৯৮৩। ইরওয়া' ১৬৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিস্রী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে স্রহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০২৪, ৫/২৩৯ নং পৃষ্ঠা)

২৭১৬. মুসলিম ১৬৩০। আল-আহকাম ১৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪৫৪, ২৬/৮১ নং পৃষ্ঠা) ২. আল-আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্র

٢٧١٧/٢ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِي أَجْرٌ قَالَ «نَعَمْ».

২/২৭১৭। ◆[ইসহাক বিন মানসূর][আবূ উসামাহ][হিশাম বিন উরওয়াহ][তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◆ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তিনি ওসিয়াত করে যেতে পারেননি। তার সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই দান-খয়রাত করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি, তবে তিনি ও আমি কি সওয়াবের অধিকারী হবো? তিনি বলেনঃ হাঁ।[২৭১৭]

٩/١٦. بَاب قَوْلِهِ { وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ }

১৬/৯. অধ্যায় : আল্লাহর বাণী : যে বিত্তহীন, সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করে

٢٧١٨/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيْمٌ لَهُ مَالٌ قَالَ «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقِيْ مَالَكَ بِمَالِهِ».

১/২৭১৮। ◆[আহমাদ ইবনুল আযহার][রাওহ বিন উবাদাহ][হুসায়ন আল-মুআল্লিম][আমর বিন শুআয়ব][তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)][দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]◆ বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারছি না এবং আমার ধন-সম্পদও নেই। তবে আমার অধীন এক সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। তিনি বলেনঃ তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে ভোগ করো অপচয় না করে এবং নিজের জন্য সঞ্চয় না করে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেনঃ তার মালকে তোমার মাল খরচ না করার উপায় বানিও না।[২৭১৮]

বিশারদদের নিকট তিনি সিক্বাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিক্বাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৫৭৭, ২২/৫২০ নং পৃষ্ঠা)

২৭১৭. সহীহুল বুখারী ১৩৮৮, ২৭৬০, মুসলিম ১০০৪, নাসায়ী ৩৬৪৯, আবূ দাঊদ ২৮৭১, আহমাদ ২৩৭৩০, মুয়াত্তা মালিক ১৪৯০, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২৫৫, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৩০৪। আল-আহকাম ১৭২, সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৬৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭১৮. আবূ দাঊদ ২৮৭২। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৫৬, ইরওয়া' ১৪৫৬। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

(١٧) : كِتَاب الْفَرَائِضِ

পর্ব (১৭) : ওয়ারিস্সী স্বত্ব বণ্টন

١/١٧. بَاب الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

১৭/১. অধ্যায় : ফারায়েয শিখতে উৎসাহিত করা

٢٧١٩/١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي».

২৭১৯। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী হাফস্ব বিন উমার বিন আবুল ইতাফ (দঈফ বা দুর্বল) আবূ যিনাদ আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে আবূ হুরায়রা! ফারায়েয শিক্ষা করো এবং (অন্যদের) তা শিক্ষা দাও। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধেক। আর এটা ভুলিয়ে দেয়া হবে এবং এটাই প্রথম জিনিস যা আমার উম্মাত থেকে (শেষ যুগে) ছিনিয়ে নেয়া হবে।[২৭১৯]

٢/١٧. بَاب فَرَائِضِ الصُّلْبِ

১৭/২. অধ্যায় : ওরসজাত সন্তানের ওয়ারিস্সী স্বত্ব

٢٧٢٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوْهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ».

১/২৭২০। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব গ্রহণে শিথিল) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সাদ বিন আর রাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রী সা'দের দু' কন্যাসহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা দু'জন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র কন্যা, যিনি আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এদের পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত মাল এদের চাচা দখল করে নিয়েছে। মেয়েদের সম্পদ না

২৭১৯. তিরমিযী ২০৯১। ইরওয়া' ১৬৬৪, ১৬৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী হাফস্ব বিন উমার বিন আবুল ইতাফ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৪০৩, ৭/৩৮ নং পৃষ্ঠা)

থাকলে তাদের বিবাহ দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ করে রইলেন। শেষে উত্তরাধিকার স্বত্ব সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ বিন আর রাবী'র ভাইকে ডেকে এনে বলেনঃ সা'দের কন্যাদ্বয়কে তার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তার স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দাও, অবশিষ্ট যা থাকে তা তুমি নাও।[২৭২০]

٢٧٢١/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنَا فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ».

২/২৭২১। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [আবূ কায়স আল-আওদী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন)] [আল-হুযায়ল বিন শুরাহবীল] [আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] (হুযায়ল বিন শুরাহবীল) বলেন, এক ব্যক্তি আবূ মূসা আশআরী ও সালমান বিন রাবীআ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে এসে এক কন্যা, এক পৌত্রী ও এক সহোদর বোনের ওয়ারিস্রী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তারা বলেন, কন্যা পাবে অর্ধেক এবং যা অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে বোন। তুমি বিন মাসউদের নিকট যাও। তিনিও হয়তো আমাদের সাথে একমত হবেন। অতঃপর লোকটি বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো এবং তারা যা বলেছিলেন তাও তাকে অবহিত করলো। আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুরূপ ফায়সালাই দিবো। কন্যা পাবে অর্ধাংশ এবং পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এভাবে উভয়ের অংশ মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে বোন।[২৭২১]

٣/١٧. بَاب فَرَائِضِ الْجَدِّ

১৭/৩. অধ্যায় : দাদার ওয়ারিস্রী স্বত্ব

২৭২০. তিরমিযী ২০৯২, আবূ দাঊদ ২৮৯১। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৭৩-২৫৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই চাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় শিথিল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫৪৩, ১৬/৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২৭২১. সহীহুল বুখারী ৬৭৩৬, তিরমিযী ২০৯৩, আবূ দাঊদ ২৮৯০, আহমাদ ৩৬৮৩, ৪১৮৪, দারিমী ২৮৮৯। ইরওয়া' ১৬৮৩, রাওদুন নাদীর ৬৩৪, সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ কায়স আল-আওদী সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় স্রিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনা কখনো কখনো স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৭৮, ১৭/২০ নং পৃষ্ঠা)

٢٧٢٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ «أُتِيَ بِفَرِيْضَةٍ فِيْهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا» .

১/২৭২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছুটা সন্দেহ করেন) আবূ ইসহাক আমর বিন মায়মূন মা'কিল বিন ইয়াসার আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শুনেছি যে, একটি ফারায়েযের বিষয় উত্থাপিত হলো, যাতে দাদাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি দাদাকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন।[২৭২২]

٢٧٢٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ جَدٍّ كَانَ فِيْنَا بِالسُّدُسِ.

২/২৭২৩। আবূ হাতিম ইবনুত তাব্বা' হুশায়ম য়ূনুস হাসান মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্যেকার দাদাকে এক-ষষ্ঠাংশ ওয়ারিস্রী স্বত্ব প্রদানের নির্দেশ দিলেন।[২৭২৩]

٤/١٧. بَاب مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

১৭/৪. অধ্যায় : দাদী-নানীর ওয়ারিস্রী স্বত্ব

٢٧٢٤/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ح و حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِيْ حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِيْ قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا» .

২৭২২. আবূ দাঊদ ২৮৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াতে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭০, ৩২/৪৮৮ নং পৃষ্ঠা)

২৭২৩. আবূ দাঊদ ২৮৯৭। সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৭২৪। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব কাবীসার বিন যুওয়ায়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুগীরাহ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মালিক বিন আনাস ইবুন শিহাব উসমান বিন ইসহাক বিন খারশাহ কাবীসাহ বিন যুআয়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুগীরাহ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (কাবীসাহ) বলেন, এক দাদী বা নানী আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এসে তার ওয়ারিস্রী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বলেন, তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কিছু নির্ধারিত নেই। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসেও তোমার জন্য কিছু নির্ধারিত আছে বলে আমি জানি না। তুমি ফিরে যাও, আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। অতঃপর তিনি লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করলে মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করেন, তুমি ছাড়া তোমার সাথে আরো কেউ উপস্থিত ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়ালেন এবং মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র অনুরূপ একই কথা বললেন। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার জন্য এ হুকুম জারী করে দিলেন। এরপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এক দাদী বা নানী এসে তার ওয়ারিস্রী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, তোমার জন্য আল্লাহর কিতাবে কোন স্বত্ব নির্ধারিত নেই এবং ইতোপূর্বেকার যে ফয়সালা, তা ছিল তুমি ছাড়া ভিন্নজনের ব্যাপারে। আমি ফারায়েযে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে প্রস্তুত নই, বরং সেই এক-ষষ্ঠাংশই নির্ধারিত থাকবে। যদি দাদী-নানী দু'জনই একত্র হয় তবে ঐ এক-ষষ্ঠাংশ স্বত্ব তোমাদের দু'জনের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যদি একজন জীবিত থাকে তবে সে একাই এই স্বত্ব পাবে।[২৭২৪]

٢٧٢٥/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا».

২/২৭২৫। আবদুর রহমান বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব সালম বিন কুতায়বাহ শারীক লায়স (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) তাউস (বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ ওয়ারিস্রী স্বত্ব দিয়েছেন।[২৭২৫]

٥/١٧. بَاب الْكَلَالَةِ

১৭/৫. অধ্যায় : কালালা (পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)

২৭২৪. তিরমিযী ২১০০, ২১০১, আবূ দাউদ ২৮৯৪, মুয়াত্তা মালিক ১০৯৮, দারিমী ২৯৩৮। ইরওয়া' ১৬৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আবুল হাসান বিন সুফইয়ান আল-কূফী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হুফফাযদের একজন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। আহমাদ বিন শুআয়ভ আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬৪৩, ১২/২৪৭ নং পৃষ্ঠা)
উক্ত হাদীস্রের সকল রাবীই স্রিকাহ তবে কাবীসাহ বিন যুআয়ব ঐ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না কারণ তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে একজন ছোট বালক ছিলেন, তিনি প্রথম যুগের তাবিঈ। সুতরাং মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বা মুগিরাহ বিন শু'বাহ অথবা অন্যান্য সাহাবী থেকে তার হাদীস বর্ণনার সম্ভবনা রয়েছে কিন্তু আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নয়। (আত-তাখলীস্র ৩/৮২)
২৭২৫. দারিমী ২৯৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদ দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

١/٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي وَاللهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَا أَغْلَظَ لِيْ فِيْ شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِيْ فِيْهَا حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِيْ جَنْبِيْ أَوْ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ «تَكْفِيْكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِيْ نَزَلَتْ فِيْ آخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ».

১/২৭২৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ্ সা'দ কাতাদাহ্ সালিম বিন আবুল জা'দ মা'দান বিন আবূ তালহা আল-ইয়া'মুরী উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) জুমুআর দিন তাদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরে কালালার চেয়ে গুরুতর কোন বিষয় রেখে যাচ্ছি না। বিষয়টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এতো কঠোর জবাব দেন যে, অন্য কোন বিষয়ে ততো কঠোর জবাব আমাকে দেননি। এমনকি তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে আমার উভয় পার্শ্বদেশে অথবা আমার বুকে খোঁচা মারেন, অতঃপর বললেনঃ হে উমার! তোমার জন্য গ্রীষ্মকালে নাযিলকৃত সূরা নিসার শেষ ভাগের আয়াতটিই (৪ঃ ১৭৬) যথেষ্ট।[২৭২৬]

٢/٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الْكَلَالَةُ وَالرِّبَا وَالْخِلَافَةُ.

২/২৭২৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ ওয়াকী' সুফইয়ান আমর বিন মুররাহ্ মুররাহ বিন শুরাহবীল .... উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বললেন, তিনটি বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলে তা আমার জন্য দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সব কিছুর চেয়ে প্রিয়তর হতো। তা হলোঃ কালালা, সূদ এবং খিলাফত।[২৭২৭]

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ فِيْ آخِرِ النِّسَاءِ { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً } وَ { يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } الْآيَةَ.

৩/২৭২৮। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-কে সাথে নিয়ে পদব্রজে

২৭২৬. মুসলিম ৫৬৭, ১৬১৭, আহমাদ ৯০, ১৮০, ১৮৭, ২৬৪, ৩৪৩, ৩৬৪, মুয়াত্তা মালিক ১১০১। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭২৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৭/১২। তাখরীজুল মুখতার ২৬৩-২৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

আমাকে দেখতে এলেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উযু করলেন, অতঃপর তাঁর উযুর পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। (হুঁশ ফিরে এলে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদের ব্যাপারে কী করবো, আমি এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিবো? শেষভাগে মীরাছের আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ)ঃ "লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এবং তার এক বোন থাকলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে (বোন) নিঃসন্তান হলে তার ভাই তার ওয়ারিস্র হবে। আর দু' বোন থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তাদের প্রাপ্য। আর ভাই-বোন থাকলে এক পুরুষের অংশ দু' নারীর অংশের সমান। তোমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হও সেজন্য আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত" (সূরা নিসাঃ ১৭৬)।[২৭২৮]

٦/١٧. بَاب مِيْرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

১৭/৬. অধ্যায় : মুসলমান ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তির ওয়ারিস্র হলে

١/٢٧٢٩ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

১/২৭২৯। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী আলী ইবনুল হুসায়ন আমর বিন উস্‌মান উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মুসলমান ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস্র হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস্র হবে না।[২৭২৯]

٢/٢٧٣٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُوْلُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

২/২৭৩০। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ্ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব যূনুস ইবনু শিহাব আলী ইবনুল হুসায়ন আমর বিন উস্‌মান উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়িতে অবস্থান করবেন? তিনি বলেনঃ আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর-বাড়ি বা ঠিকানা অবশিষ্ট রেখেছে? (রাবী বলেন,) আকীল ও তালিবই আবূ তালিবের ওয়ারিস্র হয়েছিল এবং জাফর ও আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার ওয়ারিস্র হননি। কেননা তারা দু'জন তখন (আবূ

২৭২৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭২৯. মাজাহ ২৭৩০, সহীহুল বুখারী ১৫৮৮, ৩০৮৯, ৪২৮৩, ৬৭৬৪, মুসলিম ১৩৫১, ১৬১৪, তিরমিযী ২১০৭, আবূ দাউদ ২০১০, ২৯০৯, ২৯১০, আহমাদ ২১২৪০, ২১২৪৫, ২১২৫৯, ২১৩০১, ২১৩১৩, মুয়াত্তা মালিক ১১০৪, দারিমী ২৯৯৭, ২৯৯৯, ৩০০০। ইরওয়া' ১৬৭৫, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৮৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

Contents

তালিবের মৃত্যুর সময়) মুসলমান ছিলো। আর আকীল ও তালিব ছিল কাফের (আকীল পরে মুসলমান হন)। এ কারণেই উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলতেন, কোন মুমিন কোন কাফেরের ওয়ারিস্র হবে না। উসামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস্র হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস্র হবে না।[২৭৩০]

٢٧٣١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ».

৩/২৭৩১। ❖ মুহাম্মাদ বিন রুমহ ⤫ ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ⤫ খালিদ বিন ইয়াযীদ ⤫ মুস্রান্না ইবনুস্র স্রাব্বাহ (দঈফ বা দুর্বল, শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ⤫ আমর বিন শুআয়ব ⤫ তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) ⤫ দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ দু' ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস্র হবে না।[২৭৩১]

٧/١٧. بَاب مِيْرَاثِ الْوَلَاءِ

১৭/৭. অধ্যায় : ওয়ালাআর উত্তরাধিকার স্বত্ব

٢٧٣٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ تَزَوَّجَ رِبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثَهَا بَنُوْهَا رِبَاعًا وَوَلَاءَ مَوَالِيْهَا فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوْا فِيْ طَاعُوْنِ عَمْوَاسٍ فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُوْنَهُ فِيْ وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ

২৭৩০. মাজাহ ২৭২৯, স্রহীহুল বুখারী ১৫৮৮, ৩০৮৯, ৪২৮৩, ৬৭৬৪, মুসলিম ১৩৫১, ১৬১৪, তিরমিযী ২১০৭, আবূ দাউদ ২০১০, ২৯০৯, ২৯১০, আহমাদ ২১২৪০, ২১২৪৫, ২১২৫৯, ২১৩০১, ২১৩১৩, মুয়াত্তা মালিক ১১০৪, দারিমী ২৯৯৭, ২৯৯৯, ৩০০০, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২১৮, ২৫৮, ইবনু হিব্বান ৬০৩৩, দারাকুতনী ৪/৬৯, ৭১, ইবনুল জারূদ ৯৫৪, সাঈদ বিন মানসূর ১৩৫। আস্র-স্রহীহ ১৭৫৪, ২৫৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্রহীহ।

২৭৩১. আবূ দাউদ ২৯১১, আহমাদ ৬৬২৬, ৬৮০৫। ইরওয়া' ৬/১২০-১২১, আস্র-স্রহীহ ২৫৮৬, মিশকাত ৩০৪৬-৩০৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্রহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. মুস্রান্না ইবনুস্র স্রাব্বাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, পূর্ব ইমামগণ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাঃ ৫৭৭৩, ২৭/২০৩ নং পৃষ্ঠা)

«مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَقَضَى لَنَا بِهِ وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَعِيلَ فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ».

১/২৭৩২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ হুসায়ন আল-মুআল্লিম আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আবদুল্লাহ) বলেন, রাবাব বিন হুযায়ফাহ বিন সাঈদ বিন সাহম (র) উম্মু ওয়াইল বিনতু মা'মার আল-জুমাহিয়্যাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে তার তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের মা মারা গেলে তারা ওয়ারিস্রী সূত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও তার মুক্ত দাসদের ওয়ালাআর মালিক হয়। অতঃপর 'আমর ইবনুল আ'স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদেরকে সিরিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে তারা আমওয়াস নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অতঃপর 'আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের ওয়ারিস্র হন। তিনি ছিলেন তাদের আসাবা। 'আমর ইবনুল আ'স (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ফিরে এলে মা'মারের পুত্ররা এসে তাদের বোনের ওয়ালাআর দাবিদার হয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট মামলা দায়ের করে। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যা শুনেছি তদনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবো। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ পুত্র ও পিতা (ওয়ালাআ সূত্রে) যা পেয়েছে তা তার আসাবাগণের প্রাপ্য। রাবী বলেন, অতএব তিনি এ সম্পর্কে আমাদের অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং আমাদেরকে একখানা পত্র লিখে দিলেন যাতে আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যায়দ বিন স্নাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আরো একজন সাক্ষী হয়েছিলেন। এরপর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফতকালে উম্মু ওয়াইলের এক মুক্ত দাস দু' হাজার দীনার রেখে মারা গেলো। আমি অবহিত হলাম যে, পূর্বের সেই ফয়সালা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতএব তারা হিশাম বিন ইসমাঈলের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে তিনি আমাদেরকে আবদুল মালেকের নিকট পাঠান। আমরা তার কাছে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর পত্রসহ উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, আমি জানতাম না যে, এই সুস্পষ্ট ফয়সালা নিয়েও লোকজন বিবাদ করবে। আমার ধারণা ছিলো না যে, মদীনাবাসীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, তারা এই ফয়সালা নিয়ে সন্দেহ করবে। অতএব তিনি এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে রায় দিলেন এবং এরপর থেকে আমরা এ সম্পত্তি ওয়ারিস্রী সূত্রে ভোগদখল করে আসছি।[২৭৩২]

٢٧٣٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ».

২/২৭৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবদুর রহমান ইবনুল আস্‌বাহানী মুজাহিদ বিন ওয়ারদান উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী

২৭৩২. আবূ দাউদ ২৯১৭। সহীহাহ ২২১৩, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

(ﷺ) এর একটি মুক্ত দাস খেজুর গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। তার কিছু সম্পদও ছিল, কিন্তু কোন সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন ছিলো না। নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার গ্রামের কোন লোককে দান করো।[২৭৩৩]

٢٧٣٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ قَالَتْ «مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ».

৩/২৭৩৪। ⟨আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨হুসায়ন বিন আলী⟩⟨যায়িদাহ⟩⟨মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল)⟩⟨হাকাম⟩⟨আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ⟩⟨হামযাহ (রাঃ)-র কন্যা উমামাহ (রাঃ)⟩ তিনি বলেন, আমার এক মুক্ত দাস একটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার ও তার সেই কন্যার মধ্যে বণ্টন করেন। তিনি আমাকে দিলেন অর্ধেক এবং তাকে দিলেন অর্ধেক।[২৭৩৪]

٨/١٧. بَاب مِيْرَاثِ الْقَاتِلِ

১৭/৮. অধ্যায় : হত্যাকারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব

٢٧٣٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ».

১/২৭৩৫। ⟨মুহাম্মাদ বিন রুমহ⟩⟨লায়স বিন সা'দ⟩⟨ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)⟩⟨ইবনু শিহাব⟩⟨হুমায়দ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না (উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না)।[২৭৩৫]

২৭৩৩. তিরমিযী ২১০৫, আবূ দাউদ ২৯০২, আহমাদ ২৪৫৩৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২৪২, ১০/১৮৮। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৩৪. দারিমী ৩০১২। ইরওয়া' ১৬৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

২৭৩৫. তিরমিযী ৩১০৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২২০, দারাকুতনী ৫/৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সানাদ বা মাতান কোনটিরই কেউ অনুসরণ করেনি। আবূ বাকর আল-বুরকানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৬৭, ২/৪৪৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৬৭টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: তিরমিযী ২১০৯, আহমাদ ৩৪৯, দারাকুতনী ৪০৯৮, ৪০৯৯, ৪১০০, ৪১০১, ৪১০২, ৪৫২৬, ৪৫২৭, ৪৫২৮, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৭৭৮১, ১৭৭৮২, ১৭৭৮৩, ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৮, মু'জামুল আওসাত ৮৮৪, ৮৬৯০, শারহুস সুন্নাহ ২২৩৩।

٢/٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ».

২/২৭৩৬। ∝ আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ⌘ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ⌘ হাসান বিন স্বালিহ ⌘ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ (উমার বিন সাঈদ) (মাজহুল বা অপরিচিত) ⌘ আমর বিন শুআয়ব ⌘ আমার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) ⌘ দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⌘ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলেনঃ স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস্ব হবে এবং স্বামী স্ত্রীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস্ব হবে, যদি না একজন অপরজনকে হত্যা করে। তাদের একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সে তার দিয়াত ও সম্পদ কিছুরই ওয়ারিস্ব হবে না। অবশ্য একজন অপরজনকে ভুলবশত হত্যা করলে তার সম্পদের ওয়ারিস্ব হবে কিন্তু দিয়াতের ওয়ারিস্ব হবে না।[২৭৩৬]

٩/١٧. بَاب ذَوِي الْأَرْحَامِ

১৭/৯. অধ্যায় : যাবিল আরহাম

١/٢٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

১/২৭৩৭। ∝ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ⌘ ওয়াকী' ⌘ সুফইয়ান ⌘ আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্ব বিন আয়্যাশ বিন আবূ রাবীআহ আয-যুরাকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ⌘ হাকীম বিন হাকীম বিন আব্বাদ বিন হুনায়ফ আল-আনসারী ⌘ আবূ উমামাহ বিন সাহ্‌ল বিন হুনায়ফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⌘ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো। নিহতের এক মামা ছাড়া আর কোন ওয়ারিস্ব ছিলো না। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বিষয়টি নিয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে

২৭৩৬. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৬৭৪, দঈফ আল-জামি' ৫৯২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।
উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ (উমার বিন সাঈদ) সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২৪৪, ২১/৩৬৭ নং পৃষ্ঠা)

পত্র লিখেন। উমার তাকে লিখে জানান যে, নবী বলেছেনঃ যার কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তার অভিভাবক এবং যার কোন ওয়ারিস্র নেই মামাই তার ওয়ারিস্র।[২৭৩৭]

٢٧٣٨/٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِيْ كَرِيْمَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ».

২/২৭৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ শু'বাহ বুদায়ল বিন মায়সারাহ আল-উকায়লী আলী বিন আবূ তালহাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) রাশিদ বিন সা'দ আবূ আমির আল-হাওয়ানী মিকদাম আবূ কারীমাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ বুদায়ল বিন মায়সারাহ আল-উকায়লী আলী বিন আবূ তালহাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) রাশিদ বিন সা'দ আবূ আমির আল-হাওয়ানী মিকদাম আবূ কারীমাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার ওয়ারিস্রদের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি ঋণের বোঝা বা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমাদের উপর। তিনি কখনো বলতেনঃ তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। যার কোন ওয়ারিস্র নাই আমিই তার ওয়ারিস্র। আমিই তার পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করবো এবং আমি তার পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ করবো। আর যার অন্য কোন ওয়ারিস্র নাই মামাই তার ওয়ারিস্র । সে তার পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করবে এবং তার পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ করবে।[২৭৩৮]

١٠/١٧. بَاب مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

১৭/১০. অধ্যায় : আসাবার মীরাস

২৭৩৭. তিরমিযী ২১০৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২১৪, ২১৫, ইবনু হিব্বান ৬০৩৭, আত-তহাবী ৪/৩৯৭, ইবনুল জারূদ ৯৬৪। ইরওয়া' ১৭০০, তাখরীজুল মুখতার ৬৮-৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন আয়্যাশ বিন আবূ রাবীআহ আয-যুরাকী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন, অন্যত্র বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৮৭, ১৭/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

২৭৩৮. আবূ দাউদ ২৮৯৯, ২৯০০, ২৯০১, আহমাদ ১৬৭২৩, ১৬৭৪৮। ইরওয়া' ৬/১৩৮-১৩৯, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৭৮-২৫৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আলী বিন আবূ তালহাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন, অন্যত্র বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৮৭, ১৭/৩৭ নং পৃষ্ঠা)

٢٧٣٩/١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ «أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيْهِ».

১/২৭৩৯। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবূ বাহর আল-বাকরাবী (দঈফ বা দুর্বল) ইসরায়ীল আবূ ইসহাক হারিস (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন) 'আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফয়সালা দিয়েছেনঃ একই মায়ের সন্তানরা পরস্পরের ওয়ারিস্র হবে, বৈমাত্রেয় ভাইগণ নয়। মানুষ তার সহোদর ভাই-বোনের ওয়ারিস্র হবে, বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের নয়।[২৭৩৯]

٢٧٤٠/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

২/২৭৪০। আল-আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী আবদুর রায্যাক মা'মার (আবদুল্লাহ) ইবনু তাঊস তার পিতা (তাঊস বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা যাবিল ফরূদের মধ্যে মৃতের সম্পদ বণ্টন করো আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ তাদেরকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা (মৃতের) সবচেয়ে নিকটতম পুরুষ আত্মীয় পাবে।[২৭৪০]

١١/١٧. بَاب مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

১৭/১১. অধ্যায় : যার কোন ওয়ারিস্র নাই

٢٧٤١/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيْرَاثَهُ إِلَيْهِ».

২৭৩৯. তিরমিযী ২০৯৪, ২০৯৫, আহমাদ ১২২৬, দারিমী ২৯৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ বাহর আল-বাকরাবী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, আমার দৃষ্টিতে তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৯৭, ১৭/২৭১ নং পৃষ্ঠা) ২. হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিস্রী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১০২৪, ৫/২৩৯ নং পৃষ্ঠা)

২৭৪০. সহীহুল বুখারী ৬৭৩২, ৬৭৩৫, ৬৭৩৭, ৬৭৪৬, মুসলিম ১৬১৫, তিরমিযী ২০৯৮, আবূ দাঊদ ২৮৯৮, আহমাদ ২৬৫২, ২৮৫৭, ২৯৮৬, দারিমী ২৯৮৬। ইরওয়া' ১৬৯০, সহীহ আবূ দাঊদ ২৫৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৭৪১। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আমর বিন দীনার আওসাজাহ (তিনি হাদীস্র বর্ণনায় প্রসিদ্ধ নন) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এক ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার একটি মুক্ত দাস ছাড়া আর কোন ওয়ারিস্র রেখে যায়নি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেই মুক্ত দাসকে দেন।[২৭৪১]

١٢/١٧. بَاب تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

১৭/১২. অধ্যায় : নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস্র হতে পারে

١/٢٧٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ.

১/২৭৪২। হিশাম বিন আম্মার মুহাম্মাদ বিন হারব আমর বিন রু'বাহ আত-তাগলিবী আবদুল ওয়াহিদ বিন আবদুল্লাহ আন-নাস্রী ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস্র হতে পারে। (১) তার আযাদকৃত দাস-দাসীর, (২) পরিত্যক্ত শিশুর যাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে এবং (৩) সেই সন্তানের যার সম্পর্কে সে স্বামীর সাথে লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ) করেছে। মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ (র) বলেন, এ হাদীস্র হিশাম ছাড়া অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেননি।[২৭৪২]

١٣/١٧. بَاب مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ

১৭/১৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করেছে

١/٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

২৭৪১. তিরমিযী ২০০৬, আবূ দাঊদ ২৯০৫, আহমাদ ৩৩৫৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২৪২, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩৪৬। ইরওয়া' ১৬৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও তার রাফিদী মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৯১, ৩/২১০ নং পৃষ্ঠা) ২. আওসাজাহ সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী, আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র সহীহ নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৫৪৪, ২২/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা)

২৭৪২. তিরমিযী ২১১৫, আবূ দাঊদ ২৯০৬, আহমাদ ১৫৫৭৪, ১৬৫৩৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/২৪০, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩৪০। ইরওয়া' ১৫৭৬, দঈফ আবূ দাঊদ ৫০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন রু'বাহ আত তাগলীবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি সালিহ কিন্তু তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ».

১/২৭৪৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন হারব (মাজহুল বা অপরিচিত) সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, লিআন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে নারী কোন সম্প্রদায়ের সাথে এমন বাচ্চাকে শামিল করে যে তাদের নয়, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই এবং তিনি কখনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে আড়ালে থাকবেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে অপমান করবেন।[২৭৪৩]

٢٧٤٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ».

২/২৭৪৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ সুলায়মান বিন বিলাল ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এমন লোককে নিজ বংশীয় দাবি করা কুফরী যাকে লোকে চিনে না, অথবা সামান্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নিজের বংশের লোককে অস্বীকার করাও কুফরী।[২৭৪৪]

١٤/١٧. بَابٌ فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

১৭/১৪. অধ্যায় : সন্তানের দাবিদার হওয়া সম্পর্কে

٢٧٤٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ».

২৭৪৩. নাসায়ী ৩৪৮১, আবূ দাউদ ২২৬৩, দারিমী ২২৬৮। ইরওয়া' ২৩৬৭, দঈফ আবূ দাউদ ৩৮৯, দঈফাহ ১৪২৭, আর-রাদ্দু আলাল বালীক ১১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৬২৮০, ২৯/১০৪ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইয়াহইয়া বিন হারব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামলঃ রাবী নং ৬৮০৮, ৩১/২৬৫ নং পৃষ্ঠা)

২৭৪৪. আহমাদ ৬৯৮০। রাওদুন নাদীর ৫৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১/২৭৪৫। আবূ কুরায়ব ইয়াহইয়া ইবনুল ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) মুস্রান্না ইবনুস্র স্রাব্বাহ (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি বাঁদী বা স্বাধীন নারীর সাথে যেনা করলে তার পরিণতিতে যে সন্তান হবে তা জারজ সন্তান। পুরুষ লোকটিও ঐ সন্তানের ওয়ারিস্র হবে না এবং ঐ সন্তানও পুরুষ লোকটির ওয়ারিস্র হবে না।[২৭৪৫]

٢٧٤٦/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوْهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُوْرَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوْا حُرَّةً أَوْ أَمَةً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِيْ بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ».

২/২৭৪৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন বাক্কার বিন বিলাল আদ-দিমাশকী মুহাম্মাদ বিন রাশিদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার ব্যাপারে কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে)) সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুলাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) রাসূলুল্লাহ বলেনঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোন শিশুকে তার সন্তানরূপে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হলো এবং মৃতের ওয়ারিস্রগণ তার সম্পর্কে এই দাবি করলো, "সে আমাদের বংশীয়", তার ক্ষেত্রে ফয়সালা এই যে, সে যে দাসীর গর্ভজাত, মালিকের মালিকানায় থাকা অবস্থায় যদি তার সাথে তার সঙ্গম হয়ে থাকে তবে সেই সন্তান যার বলে দাবি করা হচ্ছে তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে ইতোপূর্বে (জাহিলী যুগে) যে ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টিত হয়েছে সে তার কিছুই পাবে না। আর যে ওয়ারিস্রী স্বত্ব এখনও বন্টিত হয়নি তা থেকে সে তার অংশ পাবে। পক্ষান্তরে তাকে যে পিতার সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, সেই পিতা তাকে অস্বীকার করলে ওয়ারিস্রগণের দাবির কোন কার্যকারিতা নেই। আর সেই সন্তান যদি তার মালিকানাধীন কোন দাসীর গর্ভজাত হয়ে থাকে অথবা কোন স্বাধীন নারীর সাথে তার যেনার পরিণতিতে

২৭৪৫. তিরমিযী ২১১৩। মিশকাত ৩০৫৪, সহীহ আবূ দাউদ ১৯৫৯, ১৯৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া ইবনুল ইয়ামান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তিনি হুজ্জাহ ছিলেন না, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৫৩, ৩২৫৫ নং পৃষ্ঠা) ২. মুস্রান্না ইবনুস্র স্রাব্বাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিন আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি পূর্ব ইমামদের নিকট দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৭৭৩, ২৭/২০৩ নং পৃষ্ঠা)

হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত সন্তান তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও পাবে না, যদিও সে তাকে তার সন্তান বলে দাবি করে। সে হবে জারজ সন্তান। সে তার মায়ের বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে, সে স্বাধীন নারী হোক বা ক্রীতদাসী। রাবী মুহাম্মাদ বিন রাশেদ বলেন, এখানে বণ্টনের অর্থ হলোঃ যে ওয়ারিস্রী স্বত্ব ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগে বণ্টিত হয়েছে।[২৭৪৬]

١٥/١٧. بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

১৭/১৫. অধ্যায় : ওয়ালাআস্বত্ব বিক্রয়ও করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না

٢٧٤٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ».

১/২৭৪৭। ∝ আলী বিন মুহাম্মাদ ⟩⟨ ওয়াকী' ⟩⟨ শু'বাহ ও সুফইয়ান ⟩⟨ আবদুল্লাহ বিন দীনার ⟩⟨ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়ালাআ স্বত্ব বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।[২৭৪৭]

٢٧٤٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ».

২/২৭৪৮। ∝ মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব ⟩⟨ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল) ⟩⟨ উবায়দুল্লাহ বিন উমার ⟩⟨ নাফি' ⟩⟨ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়ালাআ স্বত্ব বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।[২৭৪৮]

١٦/١٧. بَاب قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ

১৭/১৬. অধ্যায় : ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন

২৭৪৬. আবূ দাঊদ ২২৬৫, আহমাদ ৬৬৬০, ৭০০৬, দারিমী ৩১১১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন রাশিদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার হাদীস্র হাসান। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২০৮, ২৫/১৮৬ নং পৃষ্ঠা) ২. সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

২৭৪৭. ২৭৪৮, স্বহীহুল বুখারী ২৫৩৫, ৬৭৫৬, মুসলিম ১৫০৬, তিরমিযী ১২৩৬, ২১২৬, নাসায়ী ৪৬৫৭, ৪৬৫৮, ৪৬৫৯, আবূ দাঊদ ২৯১৯, আহমাদ ৪৫৪৬, ৫৪৭২, ৫৮১৬, মুয়াত্তা মালিক ১৫২২, দারিমী ২৫৭২, ৩১৫৫,৩১৫৬, ইবনু হিব্বান ৪৯৪৮, ৪৯৪৯। স্বহীহ আবূ দাঊদ ২৫৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৭৪৮. ২৭৪৭, স্বহীহুল বুখারী ২৫৩৫, ৬৭৫৬, মুসলিম ১৫০৬, তিরমিযী ১২৩৬, ২১২৬, নাসায়ী ৪৬৫৭, ৪৬৫৮, ৪৬৫৯, আবূ দাঊদ ২৯১৯, আহমাদ ৪৫৪৬, ৫৪৭২, ৫৮১৬, মুয়াত্তা মালিক ১৫২২, দারিমী ২৫৭২, ৩১৫৫,৩১৫৬। তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম আত-তায়িফী সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বিশর আদ দাওলানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৮৪১, ৩১/৩৬৫ নং পৃষ্ঠা)

٢٧٤٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ».

১/২৭৪৯। মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) উকায়ল নাফি' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যেসব ওয়ারিস্রী স্বত্ব জাহিলী যুগে বণ্টিত হয়েছে তা সেই জাহিলী যুগের বণ্টন নীতি অনুযায়ী বহাল থাকবে। আর যেসব ওয়ারিস্রী স্বত্ব ইসলামী যুগে উদ্ভূত হয়েছে তা ইসলামের বণ্টন নীতি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।[২৭৪৯]

١٧/١٧. بَاب إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ

১৭/১৭. অধ্যায় : সদ্যজাত শিশু চীৎকার দিলে সে ওয়ারস হবে

٢٧٥٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ».

১/২৭৫০। হিশাম বিন আম্মার রাবী' বিন বাদর (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবুয যুবায়র জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সদ্যজাত শিশু চীৎকার দিলে তার (জানাযার) নামায পড়তে হবে এবং সে ওয়ারিস্র হবে।[২৭৫০]

٢٧٥١/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا قَالَ وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيْحَ أَوْ يَعْطِسَ».

২/২৭৫১। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ সুলায়মান বিন বিলাল ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব জাবির বিন আবদুল্লাহ ও মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সদ্যজাত শিশু সশব্দে চীৎকার না দেয়া

২৭৪৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১৭১৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

২৭৫০. তিরমিযী ১০৩২, দারিমী ৩১২৫। আল-আহকাম ৮১, ইরওয়া' ৬/১৪৮, ১৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী রাবী' বিন বাদর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (**তাহযীবুল কামাল:** রাবী নং ১৮৫৪, ৯/৬৩ নং পৃষ্ঠা)

পর্যন্ত ওয়ারিস হবে না। রাবী বলেন, তার সশব্দে চীৎকারের অর্থ হলোঃ ক্রন্দন করা, চিল্লানো বা হাঁচি দেয়া।[২৭৫১]

١٨/١٧. بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ

১৭/১৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট ইসলাম গ্রহণ করে

٢٧٥٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ قَالَ «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ».

১/২৭৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', আবদুল আযীয বিন উমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন), আবদুল্লাহ বিন মাওহাব, ... তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আহলে কিতাবের কেউ কারো কাছে ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিধান কী? তিনি বলেনঃ সে (মুসলমান ব্যক্তি) তার (নও মুসলমানের) জীবনে ও মরণে অন্য সব লোকের চেয়ে অগ্রগণ্য।[২৭৫২]

২৭৫১. তিরমিযী ১০৩২, দারিমী ৩১২৫। ইরওয়া' ১৭০৭, সহীহাহ ১৫৩, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৫২. তিরমিযী ২১১২, আবূ দাউদ ২৯১৮, আহমাদ ১৬৪৯৭, ১৬৫০০, দারিমী ৩০৩২, ৩০৩৩, মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক ১৬২৭১, দারাকুতনী ৪/১৮১, ১৮২, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/২৯৭। সহীহাহ ২৩১৬, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল আযীয বিন উমার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাফস উমার বিন শাহীন ও আবূ দাউদ আস সাজসিতানী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহবী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবদুল আ'লা বিন মুসহির বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৪৬৪, ১৮/১৭৩ নং পৃষ্ঠা)

Contents

(١٨) : كِتَاب الْجِهَادِ

পর্ব (১৮) : জিহাদ

١/١٨. بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১৮/১. অধ্যায় : আল্লাহর পথে জিহাদ করার ফযীলাত

٢٧٥٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَعَدَّ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِيْ وَإِيْمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِيْ فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُوْنَ سَعَةً فَيَتَّبِعُوْنِيْ وَلَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُوْنَ بَعْدِيْ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ» .

১/২৭৫৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী ও আরিফ তবে শীয়া মতাবলম্বী) উমারাহ ইবনুল কা'কা' আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলগণকে সত্যবাদী বলে মেনে নেয়াই তাকে এ পথে বের করে, তার জন্য আমার যিম্মাদারি এই যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো অথবা তাকে তার বের হওয়ার স্থান অর্থাৎ তার আবাসে তাকে সওয়াব ও গনীমাতসহ ফিরিয়ে আনবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি মুসলমানদের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করলে তারা আল্লাহর রাস্তায় যে যুদ্ধেই যায় আমি পিছনে থেকে যেতাম না। কিন্তু আমার এতোটুকু সঙ্গতি নাই যে, আমি তাদের প্রত্যেকের সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিবো এবং তাদেরও সঙ্গতি নাই যে, প্রতিটি যুদ্ধে তারা আমার সাথে যাবে। আমি তাদেরকে আমার সাথে না নিয়ে গেলে তাদেরও দুশ্চিন্তা হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করে শহীদ হই।[২৭৫৩]

২৭৫৩. সহীহুল বুখারী ৩৬, ২৭৯৭, ২৯৭২, ৩১২৩, ৭২২৬, ৭২৬৭, ৭২২৭, মুসলিম ১৮৭৬, নাসায়ী ৩০৯৮, ৩১২২, ৩১২৩, ৩১২৪, ৩১৫১, ৩১৫২, ৫০২৯, ৫০৩০, আহমাদ ৭১১৭, ৭২৯৮, ২৭৩৪৭, ৮৭৫৭, ২৭৫০৯, ৯১৯২, ৯৭৭৬, ১০০৩৫, ১০১৪৫, মুয়াত্তা মালিক ৯৭৪, ৯৯৯, ১০১২, দারিমী ২৬৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৫৫৪৮, ২৬/২৯৩ নং পৃষ্ঠা)

٢٧٥٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ».

২/২৭৫৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব উবায়দুল্লাহ বিন মূসা শায়বাহন ফিরাস (বিন ইয়াহইয়া) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীর যিম্মাদার। হয় তিনি তাকে তার ক্ষমা ও রহমাতে ধন্য করে উঠিয়ে নিবেন অথবা তাকে সওয়াব ও গনীমাতসহ ফিরিয়ে আনবেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যে অক্লান্তভাবে (দিনভর) সিয়াম রাখে এবং (রাতভর) নামায পড়ে জিহাদ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত।[২৭৫৪]

٢/١٨. بَاب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৮/২. অধ্যায় : মহান আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করার ফযীলত

٢٧٥٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

১/২৭৫৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবনু আজলান আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।[২৭৫৫]

২৭৫৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৯/৪২। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ফিরাস (বিন ইয়াহইয়া) সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭১২, ২৩/১৫২ নং পৃষ্ঠা) ২. আতিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৫৬, ২০/১৪৫ নং পৃষ্ঠা)

২৭৫৫. সহীহুল বুখারী ২৭৯৩, আহমাদ ১০৫০২, ১০৫১৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৭/৩০৯। ইরওয়া' ৫/৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٧٥٦/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

২/২৭৫৬। হিশাম বিন আম্মার যাকারিয়্যা বিন মানযূর (দঈফ বা দুর্বল) আবূ হাযিম সাহ্‌ল বিন সাদ আস-সাইদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে কল্যাণকর।[২৭৫৬]

٢٧٥٧/٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا».

৩/২৭৫৭। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবদুল ওয়াহ্‌হাব আস্‌-স্রাকাফী হুমায়দ আনাস বিন মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে কল্যাণকর।[২৭৫৭]

١٨/٣. بَاب مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

১৮/৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয়

٢٧٥٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ».

উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫০৪, ১১/৩৯৪ নং পৃষ্ঠা)

২৭৫৬. সহীহুল বুখারী ২৭৯৪, ২৮৯২, ৬৪১৫, মুসলিম ১৮৮১, ১৮৮২, তিরমিযী ১৬৪৮, নাসায়ী ৩১১৮, আহমাদ ১৫৫৩২, ২২৩৩৭, দারিমী ২৩৯৮। ইরওয়া' ৫/৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী যাকারিয়্যা বিন মানযূর সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন,তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাঃ ১৯৯৬, ৯/৩৬৯ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু যাকারিয়্যা বিন মানযূর এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ২৩৫টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ২৯টি খুবই দুর্বল, ৬৫টি দুর্বল, ৬৪টি হাসান, ৭৭টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৭৯২, ২৭৯৪, ২৭৯৬, ২৮৯২, ৬৫৬৮, মুসলিম ১৮৮৩-১৮৮৬, তিরমিযী ১৬৪৮, ১৬৪৯, ১৬৫১, দারিমী ২৩৯৮, আহমাদ ২৭৭৭৬, ১০৫০২, ১০৫১৯, ১২০২৮, ১২১৪৬, ১২৭৪৯, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯৫৪৩, ৯৫৪৯।

২৭৫৭. সহীহুল বুখারী ২৭৯২, মুসলিম ১৮১০, তিরমিযী ১৬৫১, আহমাদ ১১৯৪১, ১২০২৮, ১২১৪৬, ১২১৯১, ১২৭৪৯, ১৩৩৬৮, বায়হাকী ফিশ শুআব ৪২৫৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৩/১৮৭, ইবনু হিব্বান ৪৬০২, ৭৩৯৮। ইরওয়া' ১১৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৭৫৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যূনুস বিন মুহাম্মাদ লায়স্ব বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি আল-ওয়ালীদ বিন আবুল ওয়ালীদ (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) উস্বমান বিন আবদুল্লাহ বিন সুরাকাহ উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন গাযীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয় যাতে সে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, এতে তার সেই যোদ্ধার অনুরূপ সওয়াব হতে থাকে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে (বা নিহত হয়) অথবা ফিরে আসে।[২৭৫৮]

٢٧٥٩/٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِيْ شَيْئًا».

২/২৭৫৯। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবদাহ বিন সুলায়মান আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান আতা' যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন গাযীকে (যুদ্ধের) সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়, তার সেই গাযীর সমপরিমাণ সওয়াব হয় এবং এতে গাযীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হয় না।[২৭৫৯]

٤/١٨. بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى

১৮/৪. অধ্যায় : মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার ফযীলাত

٢٧٦٠/١ – حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ».

১/২৭৬০। ইমরান বিন মূসা আল-লায়স্বী হাম্মাদ বিন যায়দ আয়্যূব আবূ কিলাবাহ আবূ আসমা' স্বাওবান বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ লোকে যে দীনারগুলো (অর্থ-সম্পদ) খরচ করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দীনার হলো- যা সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, যা সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ঘোড়া প্রতিপালনে ব্যয় করে এবং যা সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী তার সহ-যোদ্ধাদের জন্য খরচ করে।[২৭৬০]

২৭৫৮. আহমাদ ২৭৮। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৫৭, তাখরীজুল মুখতার ২৩৪-২৩৭, দঈফ আল-জামি' ৫৫৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী আল-ওয়ালীদ বিন আবুল ওয়ালীদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কিছু হাদীস্বের ব্যাপারে স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার মাঝে ভালোগুণ রয়েছে। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৪৫, ৩১/১০৭ নং পৃষ্ঠা)

২৭৫৯. সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫, তিরমিযী ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, নাসায়ী ৩১৮০, ৩১৮১, আবূ দাউদ ২৫০৯, আহমাদ ১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৬০৮, ২১১৬৮, ২১১৭৩, দারিমী ২৪১৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৪৯, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৮৬। রাওদুন নাদীর ৩২২, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/৯৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৬০. মুসলিম ৯৯৪, ১৯৬৬, আহমাদ ২১৮৭৫, ২১৯০০, ২১৯৪৭, ইবনু হিব্বান ৪২৪২, ৪৬৪৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৪/১৭৮, বায়হাকী ফিশ শুআব ৩৪২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٧٦١/٢ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ الْخَلِيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَأَبِيْ الدَّرْدَاءِ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَقَامَ فِيْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَنْفَقَ فِيْ وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ }».

২/২৭৬১। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল ইবনু আবূ ফুদায়ক আল-খালীল বিন আবদুল্লাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) হাসান ...., আলী বিন আবূ তালিব, জাবির বিন আবদুল্লাহ ও ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল ইবনু আবূ ফুদায়ক আল-খালীল বিন আবদুল্লাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) হাসান আবূ দারদা', আবদুল্লাহ বিন উমার, আবূ হুরায়রা, আবূ উমামা আল-বাহিলী, আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তারা সকলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের খরচ বহন করে এবং সে নিজ আবাসে থেকে যায়, সে তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাত শত দিরহামের সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি সশরীরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং এর খরচ বহন করে, তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সে সাত লাখ দিরহামের সওয়াব পায়। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন " (সূরা বাকারাঃ ২৬১)।[২৭৬১]

١٨/٥. بَاب التَّغْلِيْظِ فِيْ تَرْكِ الْجِهَادِ

১৮/৫. অধ্যায় : জিহাদ ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী

٢٧٦٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

১/২৭৬২। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস আয-যিমারী কাসিম (বিন আবদুর রহমান) (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অপরিচিত) আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করে না বা জিহাদকারীর সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয় না অথবা জিহাদকারী (যুদ্ধে) যাওয়ার পর তার পরিবার-পরিজনের উত্তমরূপে খোঁজ-খবর নেয় না, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বে ভীষণ বিপদে নিক্ষেপ করবেন।[২৭৬২]

২৭৬১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৩৮৫৭, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আল-খালীল বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আবদুল হাদী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭২৯, ৮/৩৩৮ নং পৃষ্ঠা)

২৭৬২. আবূ দাউদ ২৫০৩, দারিমী ২৪১৮। সহীহাহ ২৫৬১, সহীহ আবূ দাউদ ২২৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٢٧٦٣/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ هُوَ إِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ لَقِيَ اللهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ».

২/২৭৬৩। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ আবূ রাফি' (ইসমাঈল বিন রাফি') (তিনি হাদীস্র সংরক্ষণে দুর্বল) আবূ বাক্র এর 'মাওলা' সুমায়্যা আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) কোন চিহ্ন নাই সে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।[২৭৬৩]

٦/١٨. بَاب مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ

১৮/৬. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ওজরবশত জিহাদ থেকে বিরত থাকে

٢٧٦٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

১/২৭৬৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না ইবনু আবূ আদী হুমায়দ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেনঃ মদীনায় এমন কতক লোক আছে যে, তোমরা যেখানেই গিয়েছো এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছো, তারা তোমাদের সাথেই ছিল। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা মদীনায় থেকেও (আমাদের সাথে ছিলেন)! তিনি বলেনঃ তারা মদীনায় থেকেও, তাদের অক্ষমতা তাদের প্রতিরোধ করে রেখেছে।[২৭৬৪]

٢٧٦٥/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ» قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ أَوْ كَمَا قَالَ كَتَبْتُهُ لَفْظًا.

উক্ত হাদীস্রের রাবী কাসিম (বিন আবদুর রহমান) সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম তিরমিযী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিচিত। মুফাদদাল বিন গাসসান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৪৮০০, ২৩/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

২৭৬৩. তিরমিযী ১৬৬৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৪/৮, বায়হাকী ফিস সুনান ৪৯২৮, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৩৪৮। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/২০০, মিশকাত ৩৮৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ রাফি' (ইসমাঈল বিন রাফি') সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাতে জড়িত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হিফয শক্তি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৪২, ৩/৮৫ নং পৃষ্ঠা)

২৭৬৪. সহীহুল বুখারী ২৮৩৯, ৪৪২৩। সহীহ আবূ দাউদ ২২৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৭৬৫। ∝[আহমাদ বিন সিনান]X[আবূ মুআবিয়াহ]X[আল-আ'মাশ]X[আবূ সুফইয়ান (তালহাহ বিন নাফি')]X[জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মদীনায় এমন কতক লোক আছে যে, তোমরা যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছো এবং যে পথই চলেছো তারা সওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক আছে, প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে আটকে রেখেছে। আবূ আবদুল্লাহ ইবনু মাজা (র) বলেন, আহমাদ বিন সিনান অনুরূপ কিছু বলেছেন। আমি তার মূল পাঠ লিখে নিয়েছি।[২৭৬৫]

٧/١٨. بَاب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১৮/৭. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফযীলাত

٢٧٦٦/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيْثًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلَّا الضِّنُّ بِكُمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْتَرْ مُخْتَارٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

১/২৭৬৬। ∝[হিশাম বিন আম্মার]X[আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল)]X[তার পিতা (যায়দ বিন আসলাম)]X[মুসআব বিন সাবিত (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)]X[.................]X[আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]X[বলেন, উসমান বিন আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]∝ লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, হে জনগণ! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একটি হাদীস শুনেছি। সেটি তোমাদের নিকট বর্ণনা করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছে তোমাদের সাহচর্যের প্রতি আমার কৃপণতা। অতএব কেউ চাইলে তা নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারে অথবা পরিহারও করতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় এক রাত সীমান্ত অঞ্চলে পাহারা দেয়, তা এক হাজার দিন স্বিয়াম রাখা এবং এক হাজার রাত জেগে নামায পড়ার সমতুল্য।[২৭৬৬]

٢٧٦٧/٢ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ».

২৭৬৫. মুসলিম ১৯১১, আহমাদ ১৪২৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৬৬. তিরমিযী ১৬৬৭, নাসায়ী ৩১৬৯, ৩১৬০, আহমাদ ৪৪৪, ৪৬৫, ৪৭২, ৪৭৯, দারিমী ২৪২৪, বায়হাকী ফিস সুনান ৩/৫, ৯/৩৯, বায়হাকী ফিশ শুআব ৬২৮৪। সহীহাহ ২৯২১, সহীহ আল-জামি' আস-সগীর ৫২৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার ভাই তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮২০, ১৭/১১৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু এর আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ১৭২টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১১টি জাল, ৪৭টি খুবই দুর্বল, ৫৭টি দুর্বল, ২২টি হাসান, ৩৫টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মুসলিম ১৯১৬, তিরমিযী ১৬৬৫, ১৬৬৭, দারিমী ২৪২৪, আহমাদ ৪৪৪, ৪৭২, ৪৭৯, ৫৫৯, ৬৬১৫, ৮৯৯১, ২৩২১৪, ২৩২১৫, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯৬১৭, ৯৬১৮, ৯৬১৯, মু'জামুল আওসাত ৩১২৩, ৪০৪৯, ৪৮২১, ৪৮২৫, ৫৬৭২, ৮০৫৯।

২/২৭৬৭। ইউনুস বিন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব লায়স যুহরাহ বিন মা'বাদ তার পিতা (মা'বাদ বিন আবদুল্লাহ) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত অঞ্চল পাহারাদানরত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য সেইসব নেক আমলের সওয়াব প্রদান অব্যাহত রাখবেন যা সে করতো, জান্নাতে তাকে রিযিক দান করবেন, কবরের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং কিয়ামতের ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উঠাবেন।[২৭৬৭]

٢٧٦٨/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا أُرَاهُ قَالَ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا فَإِنْ رَدَّهُ اللهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

৩/২৭৬৮। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়া'লা আস-সুলামী (দঈফ বা দুর্বল) উমার বিন সুবহ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবদুর রহমান বিন আমর মাকহূল উবায় বিন কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ রমাদান মাস ব্যতীত অন্য মাসে সওয়াবের আশায় মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত চৌকিতে এক দিন পাহারা দেয়া একশত বছরের ইবাদত, সিয়াম ও (নফল) নামায অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ। আর রমাদান মাসে সওয়াবের আশায় আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য এক দিন পাহারা দেয়া আল্লাহর নিকট এক হাজার বছরের ইবাদত, সিয়াম ও নামায অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ। আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে আনেন তবে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লেখা হবে না, তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সীমান্ত চৌকিতে পাহারাদানের সওয়াব অব্যাহতভাবে লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।[২৭৬৮]

٨/١٨. بَاب فَضْلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৮/৮. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদান ও তাকবীর ধ্বনির ফযীলাত

২৭৬৭. আহমাদ ৮৯৯১। রাওদুন নাদীর ১০১৩. আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৬৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৪/২৫০। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৫১, দঈফ আল-জামি' ৩০৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।

উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইয়া'লা আস-সুলামী সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৭১৩, ২৭/৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. উমার বিন সুবহ সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইসহাক বিন রাহওয়ায় তাকে মিথ্যুক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪২৫৯, ২১/৩৯৬ নং পৃষ্ঠা)

٢٧٦٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «رَحِمَ اللهُ حَارِسَ الْحَرَسِ».

১/২৭৬৯। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সালিহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন যায়িদাহ (দঈফ বা দুর্বল) উমার বিন আবদুল আযীয .... উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তামূলক পাহারাদানকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।[২৭৬৯]

٢٧٧٠/٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي الطَّوِيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِيْ أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ السَّنَةُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ».

২/২৭৭০। ঈসা বিন য়ূনুস আর-রামলী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব বিন শাবূর সাঈদ বিন খালিদ বিন আবুত-তাবীল (منكر الحديث) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহর রাস্তায় একরাত পাহারা দেয়া কোন লোকের নিজ পরিবারে অবস্থানরত থেকে এক হাজার বছর সিয়াম রাখা ও নামায পড়ার চেয়ে অধিক উত্তম। এক বছর হলো তিন শত ষাট দিনে, যার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।[২৭৭০]

٢٧٧١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «أُوْصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ».

৩/২৭৭১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বলেনঃ আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং প্রতিটি উচুঁ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর ধ্বনি করার জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।[২৭৭১]

২৭৬৯. দারিমী ২৪০৯। দঈফাহ ৩৬৪১, দঈফ আল-জামি' ৩১০৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী সালিহ্ বিন মুহাম্মাদ বিন যায়িদাহ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৮৩৫, ১৩/৮৪ নং পৃষ্ঠা)

২৭৭০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১২৩৪, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৫৪, দঈফ আল-জামি' আস-সগীর ২৭০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ঈসা বিন য়ূনুস আর-রামলী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি স্যবাদী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৬৭২, ২৩/৬০ নং পৃষ্ঠা) ২. সাঈদ বিন খালিদ বিন আবুত-তাবীল সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২২৫৭, ১০/৪০২ নং পৃষ্ঠা)

২৭৭১. তিরমিযী ৩৪৪৫। আত-তা'লীকু আলা ইবনু খুযায়মাহ ২৫৬১, সহীহাহ ১৭৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٩/١٨. بَابُ الْخُرُوْجِ فِي النَّفِيْرِ

১৮/৯. অধ্যায় : সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হওয়া

٢٧٧٢/١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُوْا قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاس «لَنْ تُرَاعُوْا يَرُدُّهُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ كَانَ فَرَسًا لِأَبِيْ طَلْحَةَ يُبَطَّأُ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ» .

১/২৭৭২। [আহমাদ বিন আবদাহ] [হাম্মাদ বিন যায়দ] [সাবিত] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী বীর পুরুষ। এক রাতে মদীনাবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা একটি বিকট শব্দ শুনে সেদিকে ছুটলো। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে মিলিত হলেন। অবশ্য তিনি তাদের আগেই সেই বিকট শব্দের কারণ অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। তিনি আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র ঘোড়ার গদিহীন খালি পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তরবারি ঝুলানো ছিল। তিনি বলছিলেনঃ হে জনগণ! তোমরা সন্ত্রস্ত হয়ো না। এই বলে তিনি তাদের ফিরিয়ে আনছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়া সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ আমি এটিকে সমুদ্রের ন্যায় পেয়েছি অথবা এটি যেন একটি সমুদ্র। রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, সাবিত (র) বা অপর কেউ আমাকে বলেছেন যে, আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র ঘোড়াটি ছিল মন্থর গতিসম্পন্ন। কিন্তু এ দিনের পর থেকে কোন ঘোড়াই দৌড় প্রতিযোগিতায় একে অতিক্রম করতে পারেনি।[২৭৭২]

٢٧٧٣/٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ بُسْرِ بْنِ أَبِيْ أَرْطَاةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِيْ شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا» .

২/২৭৭৩। [আহমাদ বিন আবদুর রহমান বিন বাক্কার বিন আবদুল মালিক ইবনুল ওয়ালীদ বিন বুসর বিন আবূ আরতাহ] [আল-ওয়ালীদ] [শায়বান] [আল-আ'মাশ] [আবূ সালিহ] [ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদেরকে জিহাদে যোগদানের আহবান জানানো হলে তোমরা বেরিয়ে পড়বে।[২৭৭৩]

উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৭, ২/৩৪৭ নং পৃষ্ঠা)

২৭৭২. সহীহুল বুখারী ২৬৬৭, ২৮৬০, ২৮৫৭, ২৮৬২, ২৮৬৬, ২৮৬৭, ২৯০৮, ২৯৬৮, ৩০৪০, ৬০৩৩, ৬২১২, মুসলিম ২৩০৭, তিরমিযী ১৬৮৫, ১৬৮৬, ১৬৮৭, আবূ দাউদ ৪৯৮৮, আহমাদ ১২৬৬৬, ১২৪৪০, ১২৫১১, ১৩৪৯৩, ইবনু হিব্বান ৫৭৯৮, ৬৩৬৯, ৫৬২৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৮৮, ১০/২৫। ইরওয়া' ২৪৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৭৩. সহীহুল বুখারী ২৭৮৩, ২৮২৫, ৩০৭৭, ৩১৮৯, মুসলিম ১৩৫৩, তিরমিযী ১৫৯০, নাসায়ী ৪১৭০, আবূ দাউদ ২৪৮০, আহমাদ ১৯৯২, ২৩৯২, ২৮৯১, ৩৩২৫, দারিমী ২৫১২, ইবনু হিব্বান ৪৫৯০, ৪৫৯২, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/১৯৫, ৯/১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٧٧٤/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ».

৩/২৭৭৪। ◊[ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান][ঈসা বিন তালহাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর পথে ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো মুসলমান বান্দার পেটে একত্র হতে পারবে না।[২৭৭৪]

٢٧٧٥/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৪/২৭৭৫। ◊[মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম আত-তুসতারী (মাকবূল)][আবূ আসিম][শাবীব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি বিকাল চললো, তাতে সে যতোটা ধুলিমলিন হলো, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য এর সমপরিমাণ কস্তরীতে পরিণত হবে।[২৭৭৫]

١٠/١٨. بَاب فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

১৮/১০. অধ্যায় : নৌযুদ্ধের ফযীলাত

٢٧٧٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَبْتَسِمُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ يَرْكَبُوْنَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قَالَتْ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا ثُمَّ

২৭৭৪. তিরমিযী ১২৩৩, নাসায়ী ৩১০৭, ৩১০৮, ৩১০৯, ৩১১০, ৩১১১, ৩১১২, ৩১১৩, ৩১১৪, ৩১১৫, ইবনু হিব্বান ৩২৫১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/২৭ বায়হাকী ফিশ শুআব ৭৯৮, ৮০০। রাওদুন নাদীর ১১৮০, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৬৬, মিশকাত ৩৮২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পার্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০৮৬, ৩২/৩১৮ নং পৃষ্ঠা)

২৭৭৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ একককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ২৩৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী শাবীব সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬৮৯, ১২/৩৫৯ নং পৃষ্ঠা)

قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَأَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهِ الْأَوَّلِ قَالَتْ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ» قَالَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيَةً أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا مِنْ غَزَاتِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ.

১/২৭৭৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ইবনু হিব্বান (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান) আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার খালা উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক দিন আমার ঘরে ঘুমালেন। তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কে হাসালো? তিনি বলেনঃ আমার উম্মাতের কতক লোককে সমুদ্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যেভাবে বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকে। উম্মু হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি তার জন্য দোয়া করলেন। তিনি পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন, অতঃপর পূর্বের ন্যায় জাগ্রত হলেন। উম্মু হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বানুরূপ জবাব দেন। উম্মু হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মুসলমানগণ মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র নেতৃত্বে সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধে রওয়ানা হলে উম্মু হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ও তার স্বামী উবাদা ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে জিহাদে রওয়ানা হলেন। তারা জিহাদ থেকে ফিরে এসে সিরিয়ায় অবতরণ করেন। আরোহণের জন্য তার নিকট একটি জন্তুযান আনা হলো। জন্তুটি তাকে ছুড়ে ফেলে দিলে তিনি তাতে নিহত হন।[২৭৭৬]

٢٧٧٧/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ وَالَّذِيْ يَسْدَرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِيْ دَمِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ».

২/২৭৭৭। হিশাম বিন আম্মার বাকীয়্যাহ মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) লায়স বিন আবূ সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ উম্মু দারদা' আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একটি নৌযুদ্ধ দশটি স্থলযুদ্ধের সমতুল্য। আর সমুদ্রে যার মাথাঘুরানি হবে সে মহান আল্লাহর রাস্তায় রক্তে রঞ্জিত (নিহত) ব্যক্তির সমতুল্য।[২৭৭৭]

২৭৭৬. সহীহুল বুখারী ২৮০০, ২৮৯৫, ২৯৬৪, মুসলিম ১৯১২, নাসায়ী ৩১৭২, আবূ দাউদ ২৪৯০, দারিমী ২৪২১। সহীহ আবূ দাউদ ২২৪৯-২২৫০, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/১২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৭৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ১২৩০। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬০৬৯, ২৮/২২৪ নং পৃষ্ঠা) ২. লায়স বিন আবূ সুলায়ম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস

٢٧٧٨/٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «شَهِيْدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيْدَيْ الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِيْ دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِيْ طَاعَةِ اللهِ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيْدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيْدِ الْبَرِّ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ وَلِشَهِيْدِ الْبَحْرِ الذُّنُوْبَ وَالدَّيْنَ».

৩/২৭৭৮। ∻[উবায়দুল্লাহ বিন য়ূসুফ আল-জুবায়রী][কায়স বিন মুহাম্মাদ আল-কিন্দী (মাকবূল)][উফায়র বিন মা'দান আশ-শামী (দঈফ বা দুর্বল)][সুলায়ম বিন আমির][আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ∻ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি; একজন শহীদ নৌযোদ্ধার মর্যাদা দু'জন শহীদ স্থলযোদ্ধার সমান। আর নৌ-পথে যার মাথাঘুরানি হয়, তার মর্যাদা স্থলযুদ্ধে শহীদের মর্যাদার সমান। আর দু'টি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রমকারীর মর্যাদা আল্লাহর আনুগত্যে সারা দুনিয়া সফরকারীর সমান। আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুদূতকে নৌযোদ্ধা ব্যতীত সকলের রূহ হরণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ নৌযোদ্ধার রূহ নিয়ে নেন। তিনি যুদ্ধে শহীদের সকল গুনাহ মাফ করেন তার ঋণ ব্যতীত, কিন্তু নৌ-যুদ্ধে শহীদের সকল গুনাহ এবং ঋণও মাফ করেন।[২৭৭৮]

١١/١٨. بَاب ذِكْرِ الدَّيْلَمِ وَفَضْلِ قَزْوِيْنَ

১৮/১১. অধ্যায় : দায়লামের বিবরণ এবং কাযবীনের ফযীলাত

٢٧٧٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِيْنِيَّةَ».

১/২৭৭৯। ∻[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবূ দাঊদ][কায়স][আবূ হুসায়ন][আবূ সালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ∻ ∻[মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক আল-ওয়াসিতী][ইয়াযীদ বিন হারূন][কায়স][আবূ হুসায়ন][আবূ সালিহ][আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ∻ ∻[আলী ইবনুল মুনযির (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী)][ইসহাক বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী তবে তার কথাবার্তা শীয়া আকীদানুযায়ী)][কায়স][আবূ হুসায়ন][আবূ সালিহ][আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] ∻ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দুনিয়ার একটি

বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫০১৭, ২৪/২৭৯ নং পৃষ্ঠা)

২৭৭৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ১১৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**
উক্ত হাদীসের রাবী উফায়র বিন মা'দান আশ-শামী সম্পর্কে আবূ জা'ফার আল-উকায়ী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৬৫, ২০/১৭৬ নং পৃষ্ঠা)

মাত্র দিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তবে মহামহিম আল্লাহ সেই দিনটিকে দীর্ঘায়িত করবেন, যে পর্যন্ত না আমার আহলে বাইত-এর এক ব্যক্তি দায়লামের পাহাড় এবং কুসতুনতুনিয়ার কনস্টান্টিনোপলের অধিপতি হবে।[২৭৭৯]

٢٧٨٠/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِيْنُ مَنْ رَابَطَ فِيْهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُوْدٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ».

২/২৭৮০। ইসমাঈল বিন আসাদ, দাঊদ ইবনুল মুহাব্বার (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য), রাবী' বিন সুবায়হ, ইয়াযীদ বিন আবান, আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ অচিরেই তোমরা বেশ কয়েকটি দেশ এবং কাযবীন নামক শহর জয় করবে। যে ব্যক্তি তথায় চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত প্রতিরক্ষামূলক পাহারা দিবে, জান্নাতে তার জন্য স্বর্ণের গম্বুজবিশিষ্ট পীত বর্ণের মণি-মুক্তার স্তম্ভসমূহের বালাখানা থাকবে। এতে সোনার তৈরী সত্তর হাজার দরজা থাকবে এবং প্রতিটি দরজায় থাকবে একজন করে আয়তলোচনা হূর।[২৭৮০]

١٨/١٢. بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ

১৮/১২. অধ্যায় : পিতা-মাতা জীবিত থাকতে কারো জিহাদে গমন

٢٧٨١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ «وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ارْجِعْ فَبَرَّهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ».

২৭৭৯. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৪৩৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী আলী ইবনুল মুনযির সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী ও সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৪১৪০, ২১/১৪৫ নং পৃষ্ঠা) ২. ইসহাক বিন মানসূর সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ তবে তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৪, ১/১০৩ নং পৃষ্ঠা)

২৭৮০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফাহ ৩৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** বানায়োট।
উক্ত হাদীসের রাবী দাঊদ ইবনুল মুহাব্বার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৭৮৪, ৮/৪৪৩ নং পৃষ্ঠা)

٢٧٨١/٢ (١)- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيْهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بْن مَاجَةَ هَذَا جَاهِمَةُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ الَّذِيْ عَاتَبَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

১/২৭৮১। আবূ য়ূসুফ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর-রাক্কী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আল-হাররানী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মুহাম্মাদ বিন তালহাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্‌র আস্‌-সিদ্দীক মুআবিয়াহ বিন জাহিমাহ আস-সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর সন্তোষ লাভের এবং আখেরাতে জান্নাত প্রাপ্তির আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ ফিরে গিয়ে তার সেবাযত্ন করো। এরপর আমি অপর পাশ থেকে তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাঁ। তিনি বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তার সেবাযত্ন করো। এরপর আমি তাঁর সম্মুখভাগে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে ? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ তোমার জন্য আফসোস! তার পায়ের কাছে পড়ে থাকো, সেখানেই জান্নাত।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

২/২৭৮১(১)। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ ইবনু জুরায়জ মুহাম্মাদ বিন তালহাহ তার পিতা তালহাহ (মাকবূল) মুআবিয়া বিন জাহিমাহ আস-সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জাহিমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এলেন .... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবূ আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (রহঃ) বলেন, ইনি হলেন জাহিমাহ বিন আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী যিনি হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভর্ৎসনা করেছিলেন (পরে ইসলাম গ্রহণ করেন)।[২৭৮১]

٢٧٨٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ أُرِيْدُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِيْ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ قَالَ «فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

৩/২৭৮২। আবূ কুরাব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আল-মুহারিবী আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) তার পিতা (সায়িব বিন মালিক) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে

২৭৮১. নাসায়ী ৩১০৪। ইরওয়া' ৫/২০-২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

এসেছি। আমি আমার পিতা-মাতাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তিনি বলেনঃ তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মুখে হাসি ফুটাও, যেভাবে তুমি তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছো।[২৭৮২]

١٣/١٨. بَاب النِّيَّةِ فِي الْقِتَالِ

১৮/১৩. অধ্যায় : জিহাদের সংকল্প

٢٧٨٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ».

১/২৭৮৩। ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র❯❮আবূ মুআবিয়াহ❯❮আ'মাশ❯❮শাকীক❯❮আবূ মুসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে জিহাদ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, সে জিহাদ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং সে জিহাদ করে প্রদর্শনীর জন্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে আল্লাহর কলেমা (দীন) সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করে সে-ই হলো আল্লাহর পথে (জিহাদরত)।[২৭৮৩]

٢٧٨٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيْ عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَبَلَغَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «أَلَا قُلْتَ خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ».

২/২৭৮৪। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮হুসায়ন বিন মুহাম্মাদ❯❮জারীর বিন হাযিম বিন ইসহাক❯❮মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে)❯❮দাঊদ ইবনুল হুসায়ন❯❮আবদুর রহমান বিন আবূ উকবাহ (মাকবূল)❯❮আবূ উকবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ তিনি ছিলেন পারস্যবাসীর মুক্ত দাস। তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে উহুদ যুদ্ধের দিন হাজির ছিলাম। আমি এক মুশরিককে তরবারির আঘাত হেনে বললাম, নে এটা আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হলাম পারস্য যুবক। ঘটনাটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে পেরে বলেনঃ তুমি কেন বললে না, নে এটা আমার পক্ষ থেকে, আমি হলাম আনসারী যুবক।[২৭৮৪]

২৭৮২. সহীহুল বুখারী ৩০০৪, মুসলিম ২৫৪৯, তিরমিযী ১৬৭১, নাসায়ী ৩১০৩, আবূ দাঊদ ২৫২৮, ২৫২৯, আহমাদ ৬৫০৮, ৬৭২৬, ৬৭৭২, ৬৮১৯, ৭০২২। আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২১৩, সহীহ আবূ দাঊদ ২২৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আত্বা' ইবনুস সাইব সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাবীদ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৯৩৪, ২০/৮৬ নং পৃষ্ঠা)

২৭৮৩. সহীহুল বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ১৯০৪, তিরমিযী ১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবূ দাঊদ ২৫১৭, আহমাদ ১৮৯৯৯, ১৯০৪৯, ১৯০৯৯, ১৯১৩৪, ১৯২০০, ইবনু হিব্বান ৪৬৩৬, বায়হাকী ফিশ শুআব ৪২৬৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৬৮, ১০/৩০, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১৯২। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৮০, সহীহ আবূ দাঊদ ২২৭৩-২২৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৮৪. আবূ দাঊদ ৫১২৩, আহমাদ ২২০০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

٢٧٨٥/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِيْ أَبُو هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ».

৩/২৭৮৫। [আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম] [আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ] [হায়ওয়াহ] [আবূ হানী] [আবূ আবদুর রহমান আল-জুবুলী] [আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যে সেনাদল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে গনীমাতের মাল লাভ করলো, তারা তাদের দু' তৃতীয়াংশ সওয়াব সাথে সাথে পেয়ে গেলো। আর গনীমাতের মাল না পেলে তারা (আখেরাতে) পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে।[২৭৮৫]

١٤/١٨. بَاب ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১৮/১৪. অধ্যায় : আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশে) ঘোড়া প্রতিপালন

٢٧٨٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

১/২৭৮৬। [আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ] [আবুল আহওয়াস] [শাবীব বিন গারকাদাহ] [উরওয়াহ আল-বারিকী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও প্রাচুর্য বাঁধা থাকবে।[২৭৮৬]

٢٧٨٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

২/২৭৮৭। [মুহাম্মাদ বিন রুমহ] [লায়স্র বিন সা'দ] [নাফি'] [আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও প্রাচুর্য যুক্ত থাকবে।[২৭৮৭]

٢٧٨٨/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ أَوْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشُكُّ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্রালিহ। সুলায়মান বিন তারখান ও সুলায়মান বিন মিহরান বলেন, তিনি মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামাল**: রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৭৮৫. মুসলিম ১৯০৬, নাসায়ী ৩১২৫, আবূ দাউদ ২৬৯৭, আহমাদ ৬৫৪১। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৮৩, সহীহ আবূ দাউদ ২২৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৮৬. সহীহুল বুখারী ২৮৫০, ২৮৫২, ৩১১৯, মুসলিম ১৮৭৩, তিরমিযী ১৬৯৪, নাসায়ী ৩৫৭৪, ৩৫৭৫, ৩৫৭৬, ৩৫৭৭, আহমাদ ১৮৮৬৫, ১৮৮৬৯, দারিমী ২৪২৬, ইবনু হিব্বান ৪১৪০, ৪১৪৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৩২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৮৭. সহীহুল বুখারী ২৮৪৯, ৩৬৪৪, মুসলিম ১৮৬১, নাসায়ী ৩৫৭৩, আহমাদ ৪৬০২, ৪৮০১, ৫০৮৩, ৫১৭৮, ৫৭৩৪, ৫৭৪৯, ৫৮৮২, মুয়াত্তা মালিক ১০১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِيْ بُطُوْنِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ وَلَوْ رَعَاهَا فِيْ مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِيْ بُطُوْنِهَا أَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِيْ أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوْهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا فِيْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءً لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ».

৩/২৭৮৮। ◇ মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব ◇ আবদুল আযীয ইবুনল মুখতার ◇ সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) ◇ তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) ◇ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ◇ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঘোড়ার কপালে বাঁধা রয়েছে কল্যাণ ও বরকত অথবা তিনি বলেছেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত বাঁধা থাকবে। ঘোড়া তিন ধরনেরঃ একজনের জন্য তা সওয়াব বয়ে আনে, একজনের জন্য তা পর্দাস্বরূপ; আরেক জনের জন্য তা পাপের কারণ হয়। ঘোড়া তার জন্য সওয়াব বয়ে আনেঃ যে লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তা পোষে এবং একে সেজন্য প্রস্তুত করে রাখে। সেই ঘোড়ার পেটে যা কিছু যায় তার জন্যও তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। যদি তার ঘোড়া চারণভূমিতে চরায় তবে ঘোড়া যা কিছুই খায় তার বিনিময়ে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। সে যদি ঘোড়াকে বহমান নদীর পানি পান করায় তবে তার পেটে যাওয়া প্রতিটি ফোঁটা পানির বিনিময়েও তার আমলনামায় একটি করে সওয়াব লেখা হয়। এমনকি তিনি ঘোড়ার পেশাব ও গোবরের বিনিময়েও সওয়াব হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। আর তা যদি একটি বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। আর যে লোক ঘোড়া পোষে সম্মান ও সৌন্দর্যের উপকরণস্বরূপ তা তার জন্য আবরণ। অবশ্য সে তার ঘোড়ার সহজ বা কঠিন কর্তব্য বিস্মৃত হয় না। আর ঘোড়া যার জন্য পাপের কারণঃ যে লোক ঘোড়া পোষে অহংকারবশে ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে, তা তার জন্য পাপের কারণ হয়। তার জন্য ঘোড়া শাস্তিস্বরূপ।[২৭৮৮]

٢٧٨٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ الْأَرْثَمُ طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ».

২৭৮৮. সহীহুল বুখারী ২৩৭১, ২৮৫৩, মুসলিম ৯৭৯৮৭, তিরমিযী ১৬৩৬, নাসায়ী ৩৫৬২, ৩৫৬৩, ৩৫৮২, আহমাদ ৭৫০৯, ৮৭৫৪, মুয়াত্তা মালিক ৯৭৫, ইবনু হিব্বান ৪৬৭১, ৪৬৭২, বায়হাকী ফিশ শুআব ৪৩৫০, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৫৬, ১০/১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি সিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

৪/২৭৮৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ওয়াহব বিন জারীর আমার পিতা (জারীর বিন হাযিম) ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আলী বিন রাবাহ আবূ কাতাদা আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কালো রং-এর ঘোড়া সর্বোত্তম যার কপাল ও উপরের ওষ্ঠ সাদা। অতঃপর যে ঘোড়ার ডান পা ও কপাল ব্যতীত অবশিষ্ট পাগুলো সাদা। যদি কালো ঘোড়া না পাওয়া যায় তবে লাল-কালো মিশ্রিত বর্ণের ঘোড়া উত্তম।[২৭৮৯]

٢٧٩٠/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ».

৫/২৭৯০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান সালিম বিন আবদুর রহমান আন-নাখঈ আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিকাল ঘোড়া (অর্থাৎ তিন পা সাদা এবং এক পা শরীরের রং-বিশিষ্ট) অপছন্দ করেছেন।[২৭৯০]

٢٧٩١/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَوْحٍ الدَّارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَاضِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ».

৬/২৭৯১। আবূ উমায়র ঈসা বিন মুহাম্মাদ আর-রামলী আহমাদ বিন ইয়াযীদ বিন রাওহ আদ-দারী (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত) মুহাম্মাদ বিন উকবাহ আল-কাদী (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (উকবাহ) (মাজহুল বা অপরিচিত) দাদা (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত) তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশে) একটি ঘোড়া পোষে, অতঃপর স্বহস্তে একে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ায়, তার আমলনামায় প্রতিটি দানার বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লেখা হয়।[২৭৯১]

২৭৮৯. তিরমিযী ১৬৯৭, আহমাদ ২২০৫৫, দারিমী ২৪২৮, ইবনু হিব্বান ৪৬৮৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৩৩০। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৬২, মিশকাত ৩৮৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার মুখস্থ হাদীস্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৯২, ৩১/২৩৩ নং পৃষ্ঠা)

২৭৯০. মুসলিম ১৮৭৫, তিরমিযী ১৬৯৮, নাসায়ী ৩৫৬৬, ৩৫৬৭, আবূ দাউদ ২৫৪৭, আহমাদ ৭৩৬০, ৯৩৪৩, ২৭৬০৩, ২৭৭৯৫, ৯৮০৪। সহীহ আবূ দাউদ ২২৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৯১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২১২। রাওদুনা নাদীর ১৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আহমাদ বিন ইয়াযীদ বিন রাওহ আদ-দারী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তাকে কেউ তাওস্রীক করেনি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১২৮, ১/৫২১ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন উকবাহ আল-কাদী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪৭১, ২৬/১২৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. উকবাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাকরীবুত তাহযীবঃ রাবী নং ৪৬৫৭, ২/৩৯৬ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু আহমাদ বিন ইয়াযীদ বিন রাওহ আদ-দারী ও মুহাম্মাদ বিন উকবাহ আল-কাদী এবং

١٥/١٨. بَاب الْقِتَالِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

১৮/১৫. অধ্যায় : মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা

٢٧٩٢/١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» .

১/২৭৯২। ◊(বিশর বিন আদাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল))(দহ্হাক বিন মাখলাদ)(ইবনু জুরায়জ)(সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল))(মালিক বিন য়ুখামির)(মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, কোন মুসলমান ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর পথে একটি উষ্ট্রী দোহনের সময় পরিমাণ যুদ্ধ করলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।[২৭৯২]

٢٧٩٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ حَرْبًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا نَفْسِ أَلَا أَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةَ أَحْلِفُ بِاللهِ لَتَنْزِلِنَّهْ طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ.

২/২৭৯৩। ◊(আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ)(আফ্ফান)(দায়লাম বিন গাযওয়ান)(সাবিত)(আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন, আমি এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হে আত্মা! আমি কি দেখছি না যে, তুমি জান্নাতকে অপছন্দ করছো! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাকে অবশ্যই জান্নাতে যেতে হবে আনন্দে হোক বা নিরানন্দে"।[২৭৯৩]

٢٧٩٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ «مَنْ أُهَرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ» .

উকবাহ এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৫৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ১১টি খুবই দুর্বল, ৪২টি দুর্বল, ২টি হাসান, ২টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ২৮৫৩, আহমাদ ৮৬৪৯, ১৬৫০৭, ২৬৯৩৪, মু'জামুল আওসাত ১১৩৩, ১১৭২, শারহুস সুন্নাহ ২৬৪৮।

২৭৯২. তিরমিযী ১৬৫৭, ইবনু হিব্বান ৪৬১৮, ৩১৮৫, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৭৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৭০, বায়হাকী ফিশ শুআব ৪২৪৯, ৪২৫০। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৭৯, সহীহ আবূ দাউদ ২২৯১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী ১. বিশর বিন আদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৭, ৪/৯০ নং পৃষ্ঠা) ২. সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

২৭৯৩. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৩/২৭৯৪। ⇐আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⇐ইয়া'লা বিন উবায়দ⇐হাজ্জাজ বিন দীনার⇐মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান (দঈফ বা দুর্বল)⇐শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন)⇐আমর বিন আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বলেনঃ যে যুদ্ধে মুজাহিদের রক্ত প্রবাহিত হয় এবং তার ঘোড়াও আহত হয়।[২৭৯৪]

٢٧٩٥/٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ».

৪/২৭৯৫। ⇐বিশর বিন আদাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) ও আহমাদ বিন স্রাবিত আল-জাহ্‌দারী⇐সফওয়ান বিন ঈসা⇐মুহাম্মাদ বিন আজলান⇐কা'কা' বিন হাকীম⇐আবূ স্রালিহ⇐আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তি, আল্লাহই ভালো জানেন কে তাঁর পথে আহত হয়, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার ক্ষতস্থান আহত হওয়ার দিনের মত দগদগে তাজা থাকবে, তার রং হবে রক্তিম বর্ণ এবং তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধে ভরপুর।[২৭৯৫]

٢٧٩٦/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ».

২৭৯৪. আহমাদ ১৬৫৭৯, ১৮৯৪০। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৭৮, ১৯১, ১৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন, আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না, তিনি সিকহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২০৫, ২৫/১৮০ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি স্রহীহ কিন্তু মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। তাছাড়া শাহর বিন হাওশাব আমর বিন আবাসাহ থেকে হাদীস্রটি শ্রবণ করেননি। হাদীস্রটির ৩৪টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ৮টি খুবই দুর্বল, ১৪টি দুর্বল, ১টি হাসান, ৯টি স্রহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ দারিমী ২৩৯২, আহমাদ ১৩৭৯৮, ১৩৮২১, ১৪৩১৭, মুস্রান্নাফ আবদুর রাযযাক ৪৮৪৪, মু'জামুল আওসাত ১২২৫, ২১০৬, ৪৪৪৭।

২৭৯৫. স্রহীহুল বুখারী ২৩৭, ২৮০৩, ৫৫৩৩, মুসলিম ১৮৭৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৬৪। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্রহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. বিশর বিন আদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৭, ৪/৯০ নং পৃষ্ঠা)

৫/২৭৯৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইয়া'লা বিন উবায়দ ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফের বাহিনীসমুহকে বদদোয়া করে বলেনঃ "হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! আপনি বাহিনীসমূহকে পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরাস্ত করুন এবং তাদের ভীত-কম্পিত করুন"।[২৭৯৬]

٢٧٩٧/٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».

৬/২৭৯৭। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া ও আহমাদ বিন ঈসা আল-মিসরী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবূ শুরায়হ আবদুর রহমান বিন শুরায়হ সাহল বিন আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ তার পিতা (আবূ উমামাহ) দাদা সাহ্ল বিন হুনায়ফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন, যদিও সে তার বিছানায় মারা যায়।[২৭৯৭]

١٦/١٨. بَاب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

১৮/১৬. অধ্যায় : আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার ফযীলাত

٢٧٩٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنْ الْأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

১/২৭৯৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইবনু আবূ আদী ইবনু আওন হিলাল বিন আবূ যায়নাব (মাজহুল বা অপরিচিত) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শহীদদের বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেনঃ শহীদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে যাবার আগেই তার দু'জন স্ত্রী (জান্নাতের হূর) এসে তাকে এমনভাবে তুলে নেয়, যেন তারা স্তন্যদানকারিণী, যারা তাদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে জঙ্গলে হারিয়ে ফেলেছে। তাদের দু'জনের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি করে চাদর যা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।[২৭৯৮]

২৭৯৬. সহীহুল বুখারী ২৯৩৩, ২৯৬৬, ৩০২৪, ৪১১৫, ৪৩৯২, ৭৮৯, মুসলিম ১৭৪২, তিরমিযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০। সহীহ আবূ দাউদ ২৩৬৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৯৭. মুসলিম ১৯০৯, তিরমিযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, দারিমী ২৪০৭, ইবনু হিব্বান ৩১৯২, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/৭৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৭০। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৬৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৭৯৮. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৯৬, দঈফ আল-জামি' ৬১৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।**

٢٧٩٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي بَحِيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يَغْفِرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيْمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنْ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ».

২/২৭৯৯। হিশাম বিন আম্মার, ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), বাহীর বিন সা'দ, খালিদ বিন মা'দান, মিকদাম বিন মা'দীকারিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।ঃ (১) তার দেহের রক্তের প্রথম ফোঁটাটি বের হতেই তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়, (২) কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হয়, (৩) (কিয়ামতের) ভয়ংকর ত্রাস থেকে সে নিরাপদ থাকবে; (৪) তাকে ঈমানের চাদর পরানো হবে; (৫) আয়তলোচনা হুরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে এবং (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তরজনের পক্ষে তাকে শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হবে।[২৭৯৯]

٢٨٠٠/٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرَامِيُّ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا جَابِرُ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبِيْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِيْ تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُوْنَ قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا } الْآيَةَ كُلَّهَا.

৩/২৮০০। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী, মূসা বিন ইবরাহীম আল-হারামী আল-আনসারী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), তালহাহ বিন খিরাশ, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন হারাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শহীদ হলে

উক্ত হাদীস্রের রাবী হিলাল বিন আবূ যায়নাব সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বললেও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার হাদীস্র সহীহ নয়, আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৬২০, ৩০/৩৩৬ নং পৃষ্ঠা) ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৮১, ১২/৫৭৮ নং পৃষ্ঠা)

২৭৯৯. তিরমিযী ১৬৬৩, আহমাদ ১৬৭৩০, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৬৪, বায়হাকী ফিশ শুআব ১০৮২৩, ১০৮২৪। আল-আহকাম ৩৬ নং পৃষ্ঠা, মিশকাত ৩৮৩৪, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে জাবির ! মহামহিম আল্লাহ তোমার পিতাকে যা বলেছেন তা কি আমি তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা যার সাথেই কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতার সাথে সামনা সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আকাঙ্ক্ষা করো, আমি তোমাকে দিবো। সে বললো, হে প্রভু! আমাকে জীবিত করুন আমি পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হবো। তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এখানে আসার পর তারা আর প্রত্যাবর্তন করবে না। সে বললো, প্রভু! আমার পক্ষ থেকে আমার পশ্চাতের (পৃথিবীর) লোকেদের সুসংবাদ পৌঁছে দিন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনও মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত ...." (সূরা আল ইমরানঃ ১৬৯-১৭১)।[২৮০০]

٢٨٠١/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيْ قَوْلِهِ { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ } قَالَ أَمَا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ أَيِّهَا شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً فَيَقُوْلُ سَلُوْنِيْ مَا شِئْتُمْ قَالُوْا رَبَّنَا مَاذَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ أَيِّهَا شِئْنَا فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُوْنَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوْا قَالُوْا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِيْ أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُوْنَ إِلَّا ذَلِكَ تُرِكُوْا.

৪/২৮০১। আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ, আল-আ'মাশ, আবদুল্লাহ বিন মুররাহ, মাসরূক, আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিতঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত" (সূরা আল ইমরানঃ ১৬৯)। তিনি বলেন, আমরা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ শহীদগণের রূহ সবুজ পাখির ন্যায় স্বাধীনভাবে জান্নাতে যত্রতত্র উড়ে বেড়ায় এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত ফানুসের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে। একদা তাদের রূহসমূহ ঐ অবস্থায় থাকাকালে তোমার প্রতিপালক তাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমার নিকট চাও। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট আর কি চাবো! আমরা তো স্বাধীনভাবে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই। তারা যখন দেখলো যে, কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়া হচ্ছে না, তখন তারা বললো, আমরা আপনার নিকট চাই যে, আপনি আমাদের দেহে আমাদের রূহ ফেরত দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাবেন, যাতে আমরা আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে পারি। আল্লাহ যখন দেখলেন যে, তারা কেবল এটাই চাচ্ছে, তখন তাদেরকে (স্ব স্ব অবস্থায়) ত্যাগ করা হলো।[২৮০১]

২৮০০. সহীহুল বুখারী ৭৪৪০, তিরমিযী ২৩১০, দারিমী ২৮২২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন ইবরাহীম আল-হারামী আল-আনসারী সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের একজন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬২৩৪, ২৯/২০ নং পৃষ্ঠা)

২৮০১. মুসলিম ১৮৮৭, তিরমিযী ৩০১১, দারিমী ২৮২২। সহীহাহ ২৬৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٨٠٢/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالُوْا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ الْقَرْصَةِ».

৫/২৮০২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, আহমাদ বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী ও বিশর বিন আদাম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র গ্রহণে শিথিল) সফওয়ান বিন ঈসা মুহাম্মাদ বিন আজলান কা'কা' বিন হাকীম আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় কোন কষ্টই অনুভব করে না, শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কাউকে পিঁপড়ায় দংশন করলে সে যতটকু ব্যথা অনুভব করে।[২৮০২]

١٧/١٨. بَاب مَا يُرْجَى فِيْهِ الشَّهَادَةُ

১৮/১৭. অধ্যায় : যার জন্য শহীদের মর্যাদা আশা করা যায় (শহীদের শ্রেণীবিভাগ)

٢٨٠٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُوْنَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيْلٌ الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ شَهَادَةٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ يَعْنِي الْحَامِلَ وَالْغَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنُوْبُ يَعْنِيْ ذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ».

১/২৮০৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আবুল উমায়স আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন জাবর বিন আতীক তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন জাবর বিন আতীক) দাদা (জাবর বিন আতীক) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখতে আসেন। জাবর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিবারের কেউ বললো, আমরা আশা করতাম যে, সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তাহলে আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা তো খুব কম হয়ে যাবে। আল্লাহর পথে নিহত হলে শহীদ, মহামারীতে নিহত হলে শহীদ, যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যায় সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।[২৮০৩]

٢٨٠٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الشَّهِيْدِ فِيْكُمْ قَالُوا الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ

২৮০২. তিরমিযী ১৬৬৮, নাসায়ী ৩১৬১, আহমাদ ৭৮৯৩, দারিমী ২৪০৮, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/১৫২। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৯২, সহীহাহ ৯৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. বিশর বিন আদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৭৭, ৪/৯০ নং পৃষ্ঠা)

২৮০৩. নাসায়ী ১৮৪৬, ৩১৯৪, আবূ দাঊদ ৩১১১, আহমাদ ২৩২৪১, মুয়াত্তা মালিক ৫৫২। আল-আহকাম ৩৯-৪০ নং পৃষ্ঠা, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/২০২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ قَالَ سُهَيْلٌ وَأَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ» .

২/২৮০৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কাদের তোমরা শহীদ মনে করো? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়। তিনি বলেনঃ তাহলে তো আমার উম্মাতের শহীদদের সংখ্যা কম হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায় সেও শহীদ। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবুশ শাওয়ারিব আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়) উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (সুহায়ল) বলেন, এ সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি তার রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করেছেনঃ পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তিও শহীদ।[২৮০৪]

١٨/١٨. بَاب السِّلَاحِ

১৮/১৮. অধ্যায় : সমরাস্ত্র

٢٨٠٥/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ» .

১/২৮০৫। হিশাম বিন আম্মার ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ মালিক বিন আনাস যুহরী আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।[২৮০৫]

٢٨٠٦/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ «أَخَذَ دِرْعَيْنِ كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا» .

২/২৮০৬। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইয়াযীদ বিন খুসায়ফাহ সাইব বিন ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের যুদ্ধের দিন দু'টি লৌহবর্ম একটির উপর অপরটি পরিধান করেন।[২৮০৬]

২৮০৪. সহীহুল বুখারী ৬৫৪, মুসলিম ১৯১৪, তিরমিযী ১০৬৩, ১৯৫৮, আ৫২৪৫, আহমাদ ১০৩৮৩, ২৭৩২৯, মুয়াত্তা মালিক ২৯৫, ইবনু হিব্বান ৩১৭৭, ২/৩২৪, ৩২৫, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৬৪। আল-আহকাম ৩৬, ৩৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ২৬২৯, ১২/২২৩ নং পৃষ্ঠা)

২৮০৫. সহীহুল বুখারী ১৮৪৬, ৩০৪৪, ৪২৮৬, ৫৮০৮, ৭৩৪৫, মুসলিম ১৩৫৭, তিরমিযী ১৬৯৩, নাসায়ী ২৮৬৭, আবূ দাউদ ২৬৮৫, আহমাদ ১১৬৫৭, ১২২৭০, ১২৪৪১, ১২৫২১, ১২৯৩২, ১৩০৪০, ১৩০২৪, ১৩১০৬, মুয়াত্তা মালিক ৯৬৪, দারিমী ১৯৬৮, ২৪৫৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/২৭২। মুখতাসারুশ শামাইল ৯১, সহীহ আবূ দাউদ ২৪০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٨٠٧/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِيْ أُمَامَةَ فَرَأَى فِيْ سُيُوْفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ فَغَضِبَ وَقَالَ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَكِنْ الْآنُكُ وَالْحَدِيْدُ وَالْعَلَابِيُّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ الْعَلَابِيُّ الْعَصَبُ.

৩/২৮০৭। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম আল-আওযাঈ সুলায়মান বিন হাবীব বলেন, আমরা আবূ উমামাহ এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের তরবারিতে রূপার অলঙ্করণ দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, (আগেকার) লোকেরা বহু বিজয় অর্জন করেছিলো। কিন্তু তাদের তরবারি সোনা বা রূপা দ্বারা অলংকৃত ছিলো না, বরং শিশা, লোহা বা উটের রগ দ্বারা অলংকৃত ছিল। আবুল হাসান আল-কাত্তান (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত শব্দ "আলাবী"-এর অর্থ 'রগ'।[২৮০৭]

٢٨٠٨/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ».

৪/২৮০৮। আবূ কুরায়ব ইবনুস সালত ইবনু আবুয যিনাদ (বাগদাদ আসার পর তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়) তার পিতা (আবূ যিনাদ) উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাসূলুল্লাহ তাঁর 'যুল-ফাকার' নামক তরবারি বদরের যুদ্ধের দিন গনীমতস্বরূপ গ্রহণ করেন।[২৮০৮]

٢٨٠٩/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةٌ».

৫/২৮০৯। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ ইসহাক আবুল খালীল (মাকবূল) আলী বিন আবূ তালিব বলেন, মুগীরাহ বিন শু'বাহ নবী এর সাথে জিহাদ করতে গেলে সাথে একটি বর্শা নিতেন। ফিরে এসে তিনি বর্শাটি ফেলে দিতেন। শেষে কেউ তা তুলে এনে তাকে দিতো। 'আলী তাকে বলেন, আমি অবশ্যই এটা রাসূলুল্লাহ কে বলবো। রাসূলুল্লাহ বলেনঃ এটা করো না। কেননা তুমি যদি এরূপ করো তবে কেউ আর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে ফেরত দিবে না।[২৮০৯]

২৮০৬. আবূ দাঊদ ২৫৯০, আহমাদ ১৫২৯৫। সহীহ আবূ দাঊদ ২৩৩২, মুখতাসারুশ শামাইল ৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮০৭. সহীহুল বুখারী ২৯০৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি সহীহ।

২৮০৮. তিরমিযী ১৫৬১, আহমাদ ২৪৪১, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবুয যিনাদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাফিয নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮১৬, ১৭/৯৫ নং পৃষ্ঠা)

২৮০৯. আহমাদ ১২৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দঈফ।

٢٨١٠/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أَبِيْ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ فَقَالَ «مَا هَذِهِ أَلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهُمَا يَزِيْدُ اللهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ» .

৬/২৮১০। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা আশআস বিন সাঈদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আবদুল্লাহ বিন বুসর (দঈফ বা দুর্বল) আবূ রাশিদ আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে একটি আরবীয় ধনুক ছিলো। তিনি এক ব্যক্তির হাতে একটি পারসিক ধনুক দেখে বলেনঃ এটা কী? এটা ফেলে দাও। তোমরা এটার অনুরূপ ধনুক রাখো এবং বর্শাও রাখো। কেননা আল্লাহ তাআলা এই ধনুক ও বর্শা দ্বারা তোমাদের দীনের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দ্বারা বিভিন্ন দেশ জয় করাবেন।[২৮১০]

١٩/١٨. بَاب الرَّمْيِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

১৮/১৯. অধ্যায় : আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাজী

٢٨١١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ» .

১/২৮১১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনুল আযরাক (মাকবূল) উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ একটি তীরের উপলক্ষে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেনঃ (১) তীর নির্মাতা যে তা নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করে, (২) (জিহাদে) এই তীর নিক্ষেপকারী এবং (৩) যে তা নিক্ষেপে সাহায্য করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমরা তীরন্দাজী

উক্ত হাদীসের রাবী আবুল খালীল সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম বুখারী যায়দ বিন আরকাম থেকে বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩২৪৭, ১৪/৪৫৭ নং পৃষ্ঠা)

২৮১০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আল-জামি' ৫২৩১, দঈফাহ ৪৪৯৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদ দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আশআস বিন সাঈদ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫২৩, ৩/২৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. আবদুল্লাহ বিন বুসর সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩১৮১, ১৪/৩৩৫ নং পৃষ্ঠা)

করো এবং ঘোড়দৌড় শিক্ষা করো। তবে তোমার ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাজী শিক্ষা করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তার ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান এবং তার স্ত্রীর সাথে তার ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। কারণ এগুলো উপকারী ও বিধিসম্মত।[২৮১১]

٢٨١٢/٢ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ فَعَدْلُ رَقَبَةٍ» .

২/২৮১২। যূনুস বিন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আল-কুরাশী কাসিম বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত) আমর বিন আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি শত্রুবাহিনীর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলো, অতঃপর তা শত্রুবাহিনী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে লক্ষ্যে আঘাত হানুক বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হোক, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান।[২৮১২]

٢٨١٣/٣ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ «{ وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } أَلَا وَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» .

৩/২৮১৩। যূনুস বিন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনুল হারিস আবূ আলী আল-হামদানী উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে শুনেছি (অনুবাদ)ঃ "তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো" (সূরা আনফালঃ ৬০)। জেনে রেখো! এই শক্তি হলো তীরন্দাজী। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[২৮১৩]

٢٨١٤/٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ نَهِيْكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي» .

২৮১১. তিরমিযী ১৬৩৮, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/১৪। তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ২২৫, দঈফ আবূ দাউদ ২৩২, সহীহাহ ৩১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** "মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তার ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান এবং তার স্ত্রীর সাথে তার ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়।" এ কথা ব্যতীত হাদীস্রটি দঈফ। "কারণ এগুলো উপকারী ও বিধিসম্মত।" এই বাক্যটি দুর্বল।

২৮১২. তিরমিযী ১৬৩৮, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/২৭২, বায়হাকী ফিশ শুআব ৪৩৪১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ২/১২১। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৭১, তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ২২৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী কাসিম বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম তিরমিযী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিচিত। মুফাদদাল বিন গাসসান বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৪৮০০, ২৩/৩৮৩ নং পৃষ্ঠা)

২৮১৩. মুসলিম ১৯১৭, তিরমিযী ৩০৮৩, আবূ দাউদ ২৫১৪, আহমাদ ১৬৯৭৯, দারিমী ২৪০৪। ইরওয়া' ১৫০০, গায়াতুল মারাম ৩৮০, তাখরীজু ফিকহুস সায়রাহ ২২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৪/২৮১৪। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) উস্‌মান বিন নুআয়ম আর-রুআয়নী (মাজহুল বা অপরিচিত) মুগীরাহ বিন নাহীক (মাজহুল বা অপরিচিত) উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করার পর তা ত্যাগ করলো সে আমার নাফরমানী করলো।[২৮১৪]

٢٨١٥/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِنَفَرٍ يَرْمُوْنَ فَقَالَ «رَمْيًا بَنِيْ إِسْمَعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا».

৫/২৮১৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্‌যাক সুফইয়ান আল-আ'মাশ যিয়াদ ইবনুল হুসায়ন আবুল আলিয়াহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা তীরন্দাজী করছিল। তিনি বলেন, হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীরন্দাজী করো। কেননা তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ।[২৮১৫]

٢٠/١٨. بَاب الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ

১৮/২০. অধ্যায় : বড় পতাকা ও ক্ষুদ্র পতাকা

٢٨١٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ «فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوْا هَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ».

১/২৮১৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আসিম (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন)............আল-হারিস্র বিন হাস্‌সান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার গলায় তরবারি

২৮১৪. মুসলিম ১৯১৯, নাসায়ী ৩৫৭৮, আবূ দাউদ ২৫১৩, আহমাদ ১৬৮৪৯, ১৬৮৭০, ১৬৮৮৪, দারিমী ২৪০৫। আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৭২, রাওদুন নাদীর ১১৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** فليس منا শব্দে সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ২. উস্‌মান বিন নুআয়ম আর-রুআয়নী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে স্বালিহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৮৬৭, ১৯/৫০০ নং পৃষ্ঠা) ৩. মুগীরাহ বিন নাহীক সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে উস্‌মান ছাড়া অন্য কাওকে হাদীস্র বর্ণনা করতে দেখিনি। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৪৫, ২৮/৪০৭ নং পৃষ্ঠা)

২৮১৫. আহমাদ ৩৪৩৪। গায়াতুল মারাম ৩৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

ঝুলিয়ে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। আরও ছিল একটি কালো পতাকা। আমি বললাম, এই লোক কে? লোকেরা বললো, আমর ইবনুল আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন।[২৮১৬]

٢٨١٧/٢ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ».

২/২৮১৭। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল ও আবদাহ বিন আবদুল্লাহ, ইয়াহইয়া বিন আদাম, শারীক, আম্মার আদ-দুহনী (তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী), আবুয যুবায়র, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর পতাকাটি ছিল সাদা রং-এর।[২৮১৭]

٢٨١٨/٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ «رَايَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ».

৩/২৮১৮। আবদুল্লাহ বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আন-নাকিদ, ইয়াহইয়া বিন ইসহাক, ইয়াযীদ বিন হায়্যান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন), আবূ মিজলায, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বড় পতাকাটি ছিল কালো রং-এর এবং ক্ষুদ্র পতাকাটি ছিল সাদা রং-এর।[২৮১৮]

٢١/١٨. بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ

১৮/২১. অধ্যায় : যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী বস্ত্র পরিধান

٢٨١٩/١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ «جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ».

২৮১৬. তিরমিযী ৩২৭৩। সহীহাহ ২১০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আসিম বিন আবদুল আযীয বিন আসিম সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর রাযী, ইমাম দারাকুতনী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী তারা সকলে বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচরা রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না তাকে স্রিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩০১৩, ১৩/৪৯৯ নং পৃষ্ঠা)

২৮১৭. তিরমিযী ১৬৭৯, নাসায়ী ২৮৬৬, আবূ দাউদ ২৫৯২, বায়হাকী ফিস সুনান ৩/১০৪, ৯/৬৯, ইবনু হিব্বান ৪৭৪৩, । সহীহ আবূ দাউদ ২৩৩৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী আম্মার আদ-দুহনী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪১৭১, ২১/২০৮ নং পৃষ্ঠা)

২৮১৮. তিরমিযী ১৬৮১। আস-সহীহ ২৩৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন হায়্যান সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬৯৮১, ৩২/১১৩ নং পৃষ্ঠা)

১/২৮১৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আসমা' এর 'মাওলা' আবূ উমার আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি একটি সোনার বোতামযুক্ত জামা বের করে বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শত্রুবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার সময় এটি পরিধান করতেন।[২৮১৯]

٢٨٢٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ».

২/২৮২০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস্ব বিন গিয়াস্ব আসিম আল-আহওয়াল আবূ উস্‌মান উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করতেন, কিন্তু এতটুকু পরিমাণ হলে (দোষ নেই)। অতঃপর তার আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন, তারপর দ্বিতীয় আংগুল দিয়ে, তারপর তৃতীয় আংগুল দিয়ে, তারপর চতুর্থ আংগুল দিয়ে, অতঃপর বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের তা পরিধান করতে নিষেধ করতেন।[২৮২০]

١٨/٢٢. بَاب لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ

১৮/২২. অধ্যায় : যুদ্ধের ময়দানে পাগড়ি পরিধান

٢٨٢١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ».

১/২৮২১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ মুসাবির জা'ফার বিন আমর বিন হুরায়স্র (মাকবূল) তার পিতা (আমর বিন হুরায়স্র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি তাঁর পাগড়ির উভয় প্রান্ত তাঁর দু' কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।[২৮২১]

٢٨٢٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ».

২৮১৯. আহমাদ ২৬৪০৪, ২৬৪৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১১১২, ৫/৪২০ নং পৃষ্ঠা)

২৮২০. সহীহুল বুখারী ৫৮২৮, মুসলিম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আহমাদ ৯৩, ৩০৩, ৩২৩, ৩৫৮, ৩৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮২১. মুসলিম ১৩৫৯, ৫৩৪৩, ৫৩৪৬, আবূ দাউদ ৪০৭৭, আহমাদ ১৮২৫৯। মুখতাসারুশ শামাইল ৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৮২২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ আবুয যুবায়র জাবির নবী তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।[২৮২২]

١٨/٢٣. بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ

১৮/২৩. অধ্যায় : যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করা

٢٨٢٣/١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيِّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبِي عَنْ الرَّجُلِ يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوَتِهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ وَهُوَ يَرَانَا وَلَا يَنْهَانَا».

১/২৮২৩। উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল কারীম সুনায়দ বিন দাউদ (দঈফ বা দুর্বল) খালিদ বিন হায়্যান আর-রাক্কী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আলী বিন উরওয়াহ আল-বারিকী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) য়ূনুস বিন ইয়াযীদ আবুয যিনাদ খারিজাহ বিন যায়দ তার পিতা (যায়দ বিন স্রাবিত) (খারিজাহ) বলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন, যে যুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করছে। আমার পিতা তাকে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ এর সাথে তাবুকে অবস্থানকালে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তিনি আমাদের দেখতেন কিন্তু নিষেধ করতেন না।[২৮২৩]

١٨/٢٤. بَاب تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

১৮/২৪. অধ্যায় : মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়া এবং তাদের বিদায় জানানো

٢٨٢٤/١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

২৮২২. মুসলিম ১৩৫৮, তিরমিযী ১৬৭৯, ১৭৩৫, নাসায়ী ২৮৭৯, ৫৩৪৪, ৫৩৪৫, আবূ দাউদ ৪০৬৭, আহমাদ ১৪৪৭৭, ১৪৭৩৭, দারিমী ১৯৩৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৩/১০৪। মুখতাসারুশ শামাইল ৯২, রাওদুন নাদীর ২০৯। **তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।**

২৮২৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ফিস সুনান ৭/৪০। **তাহকীক আলবানীঃ খুবই দুর্বল।** উক্ত হাদীস্রের রাবী সুনায়দ বিন দাউদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৬০০, ১২/১৬১ নং পৃষ্ঠা) ২. খালিদ বিন হায়্যান আর-রাক্কী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৬০১, ৮/৪২ নং পৃষ্ঠা) ৩. আলী বিন উরওয়াহ আল-বারিকী সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু আসিম বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪১০৮, ২১/৬৯ নং পৃষ্ঠা)

১/২৮২৪। জা'ফার বিন মুসাফির (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আবুল আসওয়াদ ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) যাব্বান বিন ফাইদ (দঈফ বা দুর্বল) সাহল বিন মুআয বিন আনাস তার পিতা (মুআয বিন আনাস) রাসূলুল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর পথের মুজাহিদকে বিদায় জানানো, অতঃপর তাকে সকালে বা সন্ধ্যায় তার সওয়ারীতে তুলে দেয়া আমার নিকট দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে অধিক পছন্দনীয়।[২৮২৪]

٢٨٢٥/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَدَّعَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ».

২/২৮২৫। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) হাসান বিন স্রাওবান মূসা বিন ওয়ারদান (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখানো ভুল করেন) আবূ হুরায়রাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে বিদায় দিয়ে বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর আমানতে সোপর্দ করলাম, যাঁর নিকট সোপর্দকৃত জিনিস ধ্বংস হয় না।[২৮২৫]

٢٨٢٦/٣ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَشْخَصَ السَّرَايَا يَقُوْلُ لِلشَّاخِصِ «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ».

২৮২৪. আহমাদ ১৫২১৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/১৫০। ইরওয়া' ১১৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী জা'ফার বিন মুসাফির সম্পর্কে আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বালিহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৯৫৫, ৫/১০৮ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. যাব্বান বিন ফাইদ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১৯৫৩, ৯/২৮১ নং পৃষ্ঠা)

২৮২৫. আহমাদ ৮৯৭৭। সহীহাহ ১৬, ২৫৪৭, তাখরীজুল কালিমুত তায়্যিব ১৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামাল: রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

৩/২৮২৬। [আব্বাদ ইবনুল ওয়ালীদ] [হাব্বান বিন হিলাল] [আবূ মিহসান] [ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল)] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সামরিক বাহিনীকে বিদায় দিয়ে বলতেনঃ আমি তোমার দীন, তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার সর্বশেষ আমল আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম।[২৮২৬]

٢٥/١٨. بَاب السَّرَايَا

১৮/২৫. অধ্যায় : সারিয়্যা (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান)

٢٨٢٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ مُحَمَّدٌ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ يَا أَكْثَمُ «اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ يَا أَكْثَمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ».

১/২৮২৭। [হিশাম বিন আম্মার] [আবদুল মালিক মুহাম্মাদ আস্-সনআনী (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন)] [আবূ উসামাহ আল-আমিলী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)] [ইবনু শিহাব] [আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকসাম বিন জাওন আল-খুযাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেনঃ হে আকসাম! তুমি তোমার সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে জিহাদ করো, তাহলে তোমার চরিত্র সুন্দর হবে। তোমার সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো (বা সঙ্গীদের সম্মান করো)। উত্তম সঙ্গী চারজন এবং উত্তম সারিয়্যা (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান) হলো চারটি, যার সৈন্যসংখ্যা চারশত। চার হাজার সৈন্য সম্বলিত সেনাদল হলো উত্তম। আর ১২ হাজার সদস্যবিশিষ্ট সেনাদল সংখ্যা স্বল্পতার দরুন কখনো পরাজিত হবে না।[২৮২৭]

٢٨٢٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانُوْا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

২৮২৬. তিরমিযী ৩৪৪২, আবূ দাউদ ২৬০০, আহমাদ ৪৫১০, ৪৭৫৬, ৪৯৩৭, ৬১৬৪। সহীহাহ ১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৪০৬, ২৫/৬২২ নং পৃষ্ঠা)

২৮২৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহাহ ৯৮৬, দঈফ আল-জামি' আস-সগীর ৬৩৭৯, সহীহ আল-জামি' ৭৮৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাদীসের ২য় অংশ ব্যতীত খুবই দুর্বল। কারণ .... **خَيْرُ الرُّفَقَاءِ** অংশটি সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল মালিক মুহাম্মাদ আস্-সনআনী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। সুলায়মান বিন আবদুর রহমান বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫৫৭, ১৮/৪০৫ নং পৃষ্ঠা) ২. আবূ উসামাহ আল-আমিলী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সথে অভিযুক্ত। ইমাম যহাবী তাকে বর্জন করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৪১২, ৩৩/৩৭৯ নং পৃষ্ঠা)

২/২৮২৮। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [আবূ আমির] [সুফইয়ান] [আবূ ইসহাক] [বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিন শত দশের কিছু বেশী। এই সংখ্যা ছিল তালূতের সাথে নদী অতিক্রমকারী সেনাদলের সমান। তালূতের সাথে মুমিন ব্যক্তিগণই নদী পার হয়েছিলেন।[২৮২৮]

٢٨٢٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ.

৩/২৮২৯। [আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ] [যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেছেন)] [ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)] [ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব] [লাহীআহ বিন উকবাহ (তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত)] [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী আবুল ওয়ারদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, তোমরা সেই সেনাদল পরিহার করো যারা শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে পলায়ন করে এবং গনীমাত পেলে তাতে প্রতারণা করে।[২৮২৯]

٢٦/١٨. بَاب الْأَكْلِ فِيْ قُدُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ

১৮/২৬. অধ্যায় : মুশরিকদের পাত্রে আহার করা

٢٨٣٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ «لَا يَخْتَلِجَنَّ فِيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ نَصْرَانِيَّةً».

১/২৮৩০। [আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [সুফইয়ান] [সিমাক বিন হারব (তিনি সত্যবাদী তবে ইকরিমাহ থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন)] [কাবীসাহ বিন হুলব (মাকবূল)] [তার পিতা (হুলব) (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নাসারাদের

২৮২৮. সহীহুল বুখারী ৩৯৫৬, তিরমিযী ১৬৯৮, আহমাদ ১৮০৮৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৪/১৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮২৯. হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি দুর্বল।

উক্ত হাদীস্বের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্বমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা) ২. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্বের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। আবূল কাসিম বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্ব দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। বিশর ইবনুস সারী বলেন, যদি তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস্ব গ্রহণ করতাম না। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৫১৩, ১৫/৪৮৭ নং পৃষ্ঠা) ৩. লাহীআহ বিন উকবাহ সম্পর্কে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫০১৪, ২৪/২৫২ নং পৃষ্ঠা)

(খৃস্টানদের) খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ তোমার অন্তরে যেন কোন খাদ্য সন্দেহ সৃষ্টি না করে, তাহলে তুমিও এ ক্ষেত্রে নাসারাদের অনুরূপ হয়ে যাবে।[২৮৩০]

٢٨٣١/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُدُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ نَطْبُخُ فِيْهَا قَالَ «لَا تَطْبُخُوْا فِيْهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا قَالَ فَارْحَضُوْهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوْا وَكُلُوْا» .

২/২৮৩১। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [আবূ উসামাহ] [আবূ ফারওয়াহ ইয়াযীদ বিন সিনান (দঈফ বা দুর্বল)] [উরওয়াহ বিন রুওয়াম আল-লাখমী] [আবূ সা'লাবাহ আল-খুশানী (রাঃ)] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের হাঁড়ি-পাতিলে কি আমরা রান্না করবো? তিনি বলেনঃ তোমরা তাতে রান্না করো না। আমি বললাম, আমরা যদি এর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি এবং সেগুলো ছাড়া যদি আমরা পাত্র না পাই? তিনি বলেনঃ তাহলে তোমরা তা উত্তমরূপে ধুয়ে নাও, অতঃপর তাতে রান্না করো এবং আহার করো।[২৮৩১]

٢٧/١٨. بَاب الْاِسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ

১৮/২৭. অধ্যায় : মুশরিকদের সাহায্য চাওয়া

٢٨٣٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ نِيَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّا لَا نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ قَالَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ أَوْ زَيْدٍ» .

১/২৮৩২। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [মালিক বিন আনাস] [আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ] [নিয়ার] [উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র] [আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় আমরা কোন মুশরিকের সাহায্য চাই না। 'আলী (রাঃ) তার রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন যে, রাবীর নাম 'আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ অথবা যায়েদ।[২৮৩২]

২৮৩০. তিরমিযী ১৫৬৫, আবূ দাউদ ৩৭৮৪, আহমাদ ২১৪৫৮। হিজাবুল মারআহ ৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী সিমাক বিন হারব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীস যারা শ্রবণ করেছেন তা সহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭৯, ১২/১১৫ নং পৃষ্ঠা)

২৮৩১. আবূ দাউদ ৩৮৩৯। আল-ইরওয়া' ৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ফারওয়াহ ইয়াযীদ বিন সিনান সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণে শিথিল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭০০১, ৩২/১৫৫ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আবূ ফারওয়াহ ইয়াযীদ বিন সিনান এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৭৯টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বুখারী ৫৪৭৮, ৫৪৮৮, ৫৪৯৫, মুসলিম ১৯৩২, তিরমিযী ১৫৬০, ১৭৯৬, আবূ দাউদ ৩৮৩৯, দারিমী ২৪৯৯, আহমাদ ১৭২৭৭, ১৭২৯৮, দারাকুতনী ৪৭৫৬, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৮৫০৩, ১০১৫১, শারহুস সুন্নাহ ২৭৭১।

২৮৩২. মুসলিম ১৮১৭, তিরমিযী ১৫৫৮, আবূ দাউদ ২৭৩২, আহমাদ ২৩৮৬৫, ২৪৬৩২, দারিমী ২৪৯৬। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৪২, সহীহাহ ১১০১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٨/١٨. بَاب الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

১৮/২৮. অধ্যায় : যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন

٢٨٣٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ».

১/২৮৩৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র যূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে) ইয়াযীদ বিন রূমান উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যুদ্ধ হলো কৌশল।[২৮৩৩]

٢٨٣٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ».

২/২৮৩৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র যূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মাতার বিন মায়মূন (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যুদ্ধ হলো কৌশল।[২৮৩৪]

٢٩/١٨. بَاب الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

১৮/২৯. অধ্যায় : মল্লযুদ্ধ ও নিহত শত্রুর মাল

২৮৩৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাওদুন নাদীর ৩৭০, সহীহ আবূ দাঊদ ২৩৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ্ মুতাওয়াতির।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। (**তাহযীবুল কামালঃ** রাবী নং ৫০৫৭, ২৪/৪০৫ নং পৃষ্ঠা)

২৮৩৪. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীস্রের রাবী যূনুস বিন বুকায়র সম্পর্কে আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭১৭১, ৩২/৪৯৩ নং পৃষ্ঠা) ২. মাতার বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৯৯৮, ২৮/৫৮ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস্রটি সহীহ কিন্তু মাতার বিন মায়মূন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটির ২৭০টি শাওয়াহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে ২টি জাল, ৩৬টি খুবই দুর্বল, ৯৩টি দুর্বল, ৬৮টি হাসান, ৭১টি সহীহ হাদীস্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩০২৯, ৩০৩০, মুসলিম ১৭৪২, তিরমিযী ১৬৭৫, আবূ দাঊদ ২৬৩৬, ২৬৩৭, আহমাদ ৬৯৮, ৬৯৯, ১০৩৭, ১০৯২, ১২৯২৯, ১৩৮৬৯।

١/٢٨٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هُوَ يَحْيَى بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ } إِلَى قَوْلِهِ { الْحَرِيْقِ } . فِيْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ اخْتَصَمُوْا فِي الْحُجَجِ يَوْمَ بَدْرٍ.

১/২৮৩৫। ইয়াহইয়া বিন হাকীম ও হাফস বিন আমর আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান আবূ হাশিম আর-রুম্মানী আবূ আবদুল্লাহ (ইয়াহইয়া ইবনুল আস্ওয়াদ) আবূ মিজলায কায়স বিন উব্বাদ আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' সুফইয়ান (বিন সাঈদ) আবূ হাশিম আর-রুম্মানী আবূ আবদুল্লাহ (ইয়াহইয়া ইবনুল আস্ওয়াদ) আবূ মিজলায কায়স বিন উব্বাদ বলেন, আমি আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে শপথ করে বলতে শুনেছিঃ "এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত...." (সূরা হজ্জঃ ১৯) শীর্ষক আয়াত নাযিল হয় বদর যুদ্ধের দিন ছয় ব্যক্তি সম্পর্কেঃ (মুসলমানদের) হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও উবায়দা ইবনুল হারিছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং (কাফেরদের) উতবা বিন রবীআ, শায়বা বিন রবীআ ও ওয়ালীদ বিন উতবা সম্পর্কে। বদরের দিন তারা পরস্পর মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।[২৮৩৫]

٢/٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ «بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَلَبَهُ».

২/২৮৩৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবুল উমায়স ও ইকরিমাহ বিন আম্মার ইয়াস বিন সালামাহ ইবনুল আকওয়া' তার পিতা (সালামাহ ইবনুল আকওয়া') (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মালপত্র আমাকে দিলেন।[২৮৩৬]

٣/٢٨٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «نَفَّلَهُ سَلَبَ قَتِيْلٍ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ».

৩/২৮৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উমার বিন কাস্রীর বিন আফলাহ আবূ কাতাদাহ এর 'মাওলা' আবূ মুহাম্মাদ আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হুনায়নের যুদ্ধের দিন তিনি যাকে হত্যা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মালপত্র তাকে দিলেন।[২৮৩৭]

২৮৩৫. সহীহুল বুখারী ৩৯৬৬, ৩৯৬৮, ৩৯৬৯, ৪৭৪৩, মুসলিম ৩০৩৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৩৬. সহীহুল বুখারী ৩০৫১, মুসলিম ১৭৫৪, দারিমী ২৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি সহীহ।

২৮৩৭. সহীহুল বুখারী ৩১৪২, ৪৩২২, ৭১৭০মুসলিম ১৭৫১, তিরমিযী ১৫৬২, আবূ দাঊদ ২৭১৭, আহমাদ ২২০১২, ২২০২১, ২২১০১, ২২১০৮, মুয়াত্তা মালিক ৯৯০, দারিমী ২৪৮৫। সহীহ আবূ দাঊদ ২৪৩০, ইরওয়া' ১২২১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٨٣٨/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ».

৪/২৮৩৮। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আবূ মালিক আল-আশজাঈ নুআয়ম বিন আবূ হিন্দ ইবনু সামুরাহ বিন জুনদুব (মাকবূল) তার পিতা (সামুরাহ বিন জুনদুব) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (যুদ্ধের ময়দানে) যে যাকে হত্যা করে তার মালপত্র হত্যাকারীর প্রাপ্য।[২৮৩৮]

٣٠/١٨. بَاب الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

১৮/৩০. অধ্যায় : রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ এবং নারী ও শিশুদের নিধন প্রসঙ্গ

٢٨٣٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ «هُمْ مِنْهُمْ».

১/২৮৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস সা'ব বিন জাসসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাতের বেলা মুশরিকদের মহল্লায় অতর্কিত আক্রমণ প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হলো যাতে নারী ও শিশু নিহত হয়। তিনি বলেনঃ তারাও (নারী ও শিশু) তাদের অন্তর্ভুক্ত।[২৮৩৯]

٢٨٤٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ «غَزَوْنَا مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِيْ فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ».

২/২৮৪০। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইয়াস বিন সালামাহ ইবনুল আকওয়া' তার পিতা (সালামা ইবনুল আকওয়া') (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা ফাযারা গোত্রের পানির উৎসে পৌঁছে সেখানে রাত কাটাই। ভোর হলে আমরা তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করলাম। অতঃপর আমরা পানির মালিকদের নিকট এসে তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের নয় অথবা সাত ঘর লোককে হত্যা করি।[২৮৪০]

২৮৩৮. আহমাদ ১৯৬৩১, বায়হাকী ফিস সুনান ৬/৩০৬, ৩২৪, ৯/১১০, ইবনু হিব্বান ৪৭০৫, ৪৮৩৭। আস-সহীহ ২৪৩১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৩৯. সহীহুল বুখারী ৩০১৩, মুসলিম ১৭৪৫, তিরমিযী ১৫৭০, আবূ দাউদ ২৬৭২, ৩০৮৩, ৩০৮৪, আহমাদ ২৭৯০২। সহীহ আবূ দাউদ ২৩৯৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৪০. মুসলিম ১৭৫৫, আবূ দাউদ ২৬৯৭, আহমাদ ১৬০৬৭, ১৬০৭০, ১৬১০২। সহীহ আবূ দাউদ ২৩৭১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কোন স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র গ্রহণযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায়

٢٨٤١/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُوْلَةً فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ «فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ».

৩/২৮৪১। ইয়াহইয়া বিন হাকীম উসমান বিন উমার মালিক বিন আনাস নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) নবী (সাঃ) এক নারীকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। অতঃপর তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।[২৮৪১]

٢٨٤٢/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُوْلَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوْا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيْمَنْ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ يَقُوْلُ «لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيْفًا».

٢٨٤٢/٥ (١)- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُرَقَّعِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيْهِ.

৪/২৮৪২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান আবুয যিনাদ আল-মুরাক্কা' বিন আবদুল্লাহ বিন সায়ফী হানযালাহ আল-কাতিব (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধ করলাম। আমরা এক নিহত নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার নিকট লোকজন ভীড় জমিয়েছিল। লোকেরা তাঁর জন্য পথ করে দিলো। তিনি বলেনঃ যারা যুদ্ধ করে, সে তো তাদের সাথে যুদ্ধ করতো না! অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বলেনঃ তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে গিয়ে বলো, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেনঃ তোমরা কখনো শিশু ও শ্রমিককে হত্যা করো না।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

৫/২৮৪২ (১)। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান আবুয যিনাদ আল-মুরাক্কা' বিন আবদুল্লাহ বিন সায়ফী রাবাহ ইবনুর রাবী' (রাঃ) -নবী (সাঃ) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, সাওরী তার এই রিয়ায়াতে ভুল করেছেন।[২৮৪২]

٣١/١٨. بَاب التَّحْرِيْقِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

১৮/৩১. অধ্যায় : শত্রুর জনপদ ভস্মীভূত করা

٢٨٤٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ «ائْتِ أُبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ».

কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০০৮, ২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

২৮৪১. সহীহুল বুখারী ৩০১৫, ৩০১৪, মুসলিম ১৭৪৪, তিরমিযী ১৫৬৯, আর২৬৬৮, আহমাদ ৪৭২৫, ৪৭৩২, ৫৪৩৫, ৫৬২৬, ৫৭১৯, ৫৯২৩, ৬০০১, ৬০১৯, মুয়াত্তা মালিক ৯৮১, দারিমী ২৪৬২, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/৭৭, ইবনু হিব্বান ১৩৫। ইরওয়া' ১২১০, সহীহ আবূ দাউদ ২৩৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৪২. আবূ দাউদ ২৬৬৯, আহমাদ ১৭১৮৫। সহীহাহ ৭০১, সহীহ আবূ দাউদ ২৩৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

১/২৮৪৩। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ ওয়াকী' স্বালিহ বিন আবুল আখদার (দঈফ বা দুর্বল) যুহরী উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র উসামাহ বিন যায়দ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে উবনা' নামে কথিত একটি জনপদে পাঠালেন এবং বললেনঃ তুমি ভোরবেলা উবনা পৌঁছে তাকে ভস্মীভূত করো।[২৮৪৩]

٢٨٤٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً } الْآيَةَ الْآيَةَ».

২/২৮৪৪। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ নাফি' ইবনু উমার রাসূলুল্লাহ ইয়াহূদী নাদীর গোত্রের বুওয়ায়রা নামক খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেন এবং কেটে ফেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছো এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখেছো...." (সূরা হাশরঃ ৫)।[২৮৪৪]

٢٨٤٥/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَفِيْهِ يَقُوْلُ شَاعِرُهُمْ فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِيْ لُؤَيٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ».

৩/২৮৪৫। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ উকবাহ বিন খালিদ উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার নবী বনূ নাযীরের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেন এবং কেটে ফেলেন। এ বিষয়ে তাদের (মুসলিমদের) কবি (হাসসান বিন স্বাবিত রা) বলেনঃ "লুআয়্যি (কুরায়শ) গোত্রের নেতৃবৃন্দের পক্ষে বুওয়ায়রা নামক বাগানটি ব্যাপকভাবে জ্বালিয়ে দেয়া সহজ"।[২৮৪৫]

٣٢/١٨. بَاب فِدَاءِ الْأُسَارَى

১৮/৩২. অধ্যায় : বন্দীদের মুক্তিপণস্বরূপ দেয়া

٢٨٤٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَفَّلَنِيْ جَارِيَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ عَلَيْهَا قَشْعٌ لَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ

২৮৪৩. আবূ দাঊদ ২৬১৬। দঈফ আবূ দাঊদ ৪৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
উক্ত হাদীসের রাবী স্বালিহ বিন আবুল আখদার সম্পর্কে আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৭৯৫, ১৩/৮ নং পৃষ্ঠা)

২৮৪৪. স্বহীহুল বুখারী ২৩২৬, ৩০২১, ৪০৩১, ৪০৩২, ৪৮৮৪, মুসলিম ১৭৪৬, তিরমিযী ১৫৫২, ৩৩০২, আবূ দাঊদ ২৬১৫, আহমাদ ৪৫১৮, ৫১১৫, ৫৪৯৫, ৬০১৮, ৬২১৫, দারিমী ২৪৬০। স্বহীহ আবূ দাঊদ ২৩৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৮৪৫. স্বহীহুল বুখারী ২৩২৬, ৩০২১, ৪০৩১, ৪০৩২, ৪৮৮৪, মুসলিম ১৭৪৬, তিরমিযী ১৫৫২, ৩৩০২, আবূ দাঊদ ২৬১৫, আহমাদ ৪৫১৮, ৫১১৫, ৫৪৯৫, ৬০১৮, ৬২১৫, দারিমী ২৪৬০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ﷺ فِي السُّوْقِ فَقَالَ «لِلّٰهِ أَبُوْكَ هَبْهَا لِيْ فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَبَعَثَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا بِمَكَّةَ».

১/২৮৪৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' ইকরিমাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইয়াস বিন সালামাহ ইবনুল আকওয়া' তার পিতা (সালামাহ ইবনুল আকওয়া') (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-র সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করি। তিনি ফাযারা গোত্রের একটি কন্যা গনীমতের অতিরিক্ত আমাকে দেন। সে ছিল আরবের সেরা সুন্দরী। তার পরনে ছিল চামড়ার পোশাক। আমি তার কাপড় উন্মোচন করিনি। এমতাবস্থায় আমি মদীনায় পৌঁছি। বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষাত হলে তিনি বলেনঃ তোমার পিতা ছিল উত্তম লোক (তোমার পিতা, আল্লাহর শপথ!), ঐ মেয়েটি আমাকে দান করো। আমি মেয়েটি তাঁকে দান করলাম। অতঃপর তিনি সেই মেয়েটিকে মক্কায় বন্দী মুসলমানদের মুক্তিপণস্বরূপ তথায় পাঠিয়ে দেন।[২৮৪৬]

١٨/٣٣. بَاب مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ

১৮/৩৩. অধ্যায় : শত্রুপক্ষ কোন জিনিস দখলে নিয়ে যাবার পর পুনরায় তা মুসলমানদের দখলে আসলে

٢٨٤٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

১/২৮৪৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, তার একটি ঘোড়া ছুটে চলে গেলে শত্রুপক্ষ তা ধরে নিয়ে যায়। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে তার ঘোড়া তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়কার। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তার একটি গোলাম পলায়ন করে রূম এলাকায় চলে যায়। অতঃপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে (এবং গোলামটিকে গ্রেপ্তার করে আনা হলে) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তা তাকে ফেরত দেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইনতিকালের পরের ঘটনা।[২৮৪৭]

١٨/٣٤. بَاب الْغُلُوْلِ

১৮/৩৪. অধ্যায় : গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা

২৮৪৬. মুসলিম ১৭৫৫, আবূ দাউদ ২৬৯৭, আহমাদ ১৬০৬২, ১৬০৭০, ১৬১০২। সহীহ আবূ দাউদ ২৪১৬, **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

উক্ত হাদীস্রের রাবী ইকরিমাহ বিন আম্মার সম্পর্কে আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কোন স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র গ্রহণযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০০৮, ২০/২৫৬ নং পৃষ্ঠা)

২৮৪৭. সহীহুল বুখারী ৩০৬৮, ৩০৬৯, আবূ দাউদ ২৬৯৮, ৩৬৯৯। সহীহ আবূ দাউদ ২৪১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

٢٨٤٨/١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوْهُهُمْ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ زَيْدٌ فَالْتَمَسُوْا فِيْ مَتَاعِهِ فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ مَا تُسَاوِيْ دِرْهَمَيْنِ» .

১/২৮৪৮। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান আবূ আমরাহ (মাকবূল) যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আশজাআ গোত্রের এক ব্যক্তি খায়বারে যুদ্ধের দিন মারা গেল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা তোমাদের সাথীর নামায পড়ো। লোকেদের নিকট বিষয়টি খুব খারাপ লাগলো এবং এর কারণে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তা দেখে বলেনঃ তোমাদের সাথী আল্লাহর রাস্তায় আত্মসাৎ করেছে। যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তারা তার মালপত্র তালাশ করলে তার মধ্যে ইহূদীদের দু' দিরহাম মূল্যের আংটির পাথর বা মণি পাওয়া গেল।[২৮৪৮]

٢٨٤٩/٢ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا» .

২/২৮৪৯। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আমর বিন দীনার সালিম বিন আবুল জা'দ আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মালপত্র পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সে জাহান্নামী। সাহাবীগণ অনুসন্ধান করে তার সঙ্গে একটি কম্বল অথবা একটি আবা পেলো যা সে আত্মসাৎ করেছিল।[২৮৪৯]

٢٨٥٠/٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ عِيْسَى بْنِ سِنَانٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيْرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيْرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً يَعْنِيْ وَبَرَةً فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُوْنَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغُلُوْلَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَنَارٌ» .

৩/২৮৫০। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ আবূ সিনান ঈসা বিন সিনান (তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন) ইয়া'লা বিন শাদ্দাদ উবাদাহ ইবনুস্ব স্বামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিয়ে গনীমতের উটের পাশে

২৮৪৮. নাসায়ী ১৯৫৯, আবূ দাউদ ২৭১০, আহমাদ ২১১৬৭, মুয়াত্তা মালিক ৯৯৫। আল-আহকাম ৭৯, ইরওয়া' ৭২৬, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/১৮৬। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ আমরাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭৫৪৩, ৩৪/১৪০ নং পৃষ্ঠা)

২৮৪৯. স্বহীহুল বুখারী ৩০৭৪, আহমাদ ৬৪৫৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৩/৩৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

নামায পড়লেন। তারপর তিনি উটের দেহ থেকে একটি পশম নিয়ে তা তাঁর দু' আঙ্গুলের মাঝে রেখে বলেনঃ হে লোকসকল ! অবশ্য এটা তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা এবং সুঁই, আর যা পরিমাণে তার চেয়ে বেশী এবং যা তার চেয়ে কম, সবই তোমরা গনীমতের মালের মধ্যে জমা দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন তা চোরের জন্য অপমান ও গ্লানি এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হবে।[২৮৫০]

٣٥/١٨. بَاب النَّفْلِ

১৮/৩৫. অধ্যায় : গনীমতের মাল থেকে পুরস্কারস্বরূপ কিছু দান করা

٢٨٥١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ».

১/২৮৫১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', সুফইয়ান, ইয়াযীদ বিন ইয়াযীদ বিন জাবির, মাকহূল, যিয়াদ বিন জারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হাবীব বিন মাসলামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক-পঞ্চমাংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে নফল (পুরস্কার) দিয়েছেন।[২৮৫১]

٢٨٥٢/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ».

২/২৮৫২। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', সুফইয়ান, আবদুর রহমান ইবনুল হারিস আয যুরাকী (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন), সুলায়মান বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস গ্রহণে শিথিল), মাকহূল, আবূ সাল্লাম, আল-আ'রাজ, আবূ উমামাহ, উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের প্রথমভাগে গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি যুদ্ধে এক-তৃতীয়াংশ থেকে (পুরস্কারস্বরূপ) অতিরিক্ত দেন।[২৮৫২]

২৮৫০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৫/৭৪-৭৫, সহীহাহ ৯৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী আবূ সিনান ঈসা বিন সিনান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাযিম আল-ফাররা' বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৬২৬, ২২/৬০৬ নং পৃষ্ঠা)

২৮৫১. আবূ দাউদ ২৭৪৮, ২৭৪৯, ২৭৫০, আহমাদ ১৭০০৮, ১৭০১১, দারিমী ২৪৮৩, মাজাহ ২৮৫৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৮/১৫৫। রাওদুন নাদীর ২৮০। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৫২. তিরমিযী ১৫৬১, আহমাদ ২২২৫৬, দারিমী ২৪৮২, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সানদটি দুর্বল।
উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান ইবনুল হারিস আয যুরাকী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন, অন্যত্র বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৩৭৮৭, ১৭/৩৭ নং পৃষ্ঠা) ২. সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ

٢٨٥٣/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنْبَأَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَرُدُّ الْمُسْلِمُوْنَ قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيْفِهِمْ قَالَ رَجَاءٌ فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى يَقُوْلُ لَهُ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَحِيْنَ قَفَلَ الثُّلُثَ» فَقَالَ عَمْرٌو أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ مَكْحُوْلٍ.

৩/২৮৫৩। আলী বিন মুহাম্মাদ আবুল হুসায়ন (তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন) রাজা' বিন আবূ সালামাহ 'আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এর পর আর কোন নফল (অতিরিক্ত) দেয়া যাবে না। শক্তিশালী মুসলমানগণ দুর্বল মুসলমানকে গনীমতের মাল ফেরত দিবে। রাবী রাজা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি সুলায়মান বিন মূসাকে বলতে শুনেছি, মাকহূল আমাকে হাবীব বিন মাসলামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের প্রথমভাগে অর্জিত গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ এবং শেষভাগে অর্জিত গনীমতের এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কারস্বরূপ দিতেন। 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি যেখানে তোমাকে আমার পিতা ও দাদার সূত্রে হাদীস্র শুনাচ্ছি, সেখানে তুমি আমাকে মাকহূলের সূত্রে হাদীস্র শুনাচ্ছো![২৮৫৩]

١٨/٣٦. بَاب قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

১৮/৩৬. অধ্যায় : গনীমতের মাল বন্টন

٢٨٥٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ».

১/২৮৫৪। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারের যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল বণ্টন করেন অশ্বারোহীর জন্য তিন ভাগঃ ঘোড়ার জন্য দু' ভাগ এবং পদাতিকের জন্য এক ভাগ।[২৮৫৪]

١٨/٣٧. بَاب الْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ

১৮/৩৭. অধ্যায় : গোলাম ও মহিলারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে

হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফাকীহ ছিলেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, তিনি শামের যুবকদের নেতা ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২৫৭১, ১২/৯২ নং পৃষ্ঠা)

২৮৫৩. আবূ দাউদ ২৭৪৮, ২৭৪৯, ২৭৫০, আহমাদ ১৭০০৮, ১৭০১১, দারিমী ২৪৮৩, মাজাহ ২৮৫১। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৫৫, ২৪৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** আমর থেকে মাওকূফ ব্যতীত সহীহ।

উক্ত কহাদীস্রের রাবী আবুল হুসায়ন সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ২০৯৫, ১০/৪০ নং পৃষ্ঠা)

২৮৫৪. সহীহুল বুখারী ২৮২৩, ২৪২৮, ১৬৩২, তিরমিযী ১৫৫৪, আবূ দাউদ ২৭৩৩, আহমাদ ৫৩৮৯, ৫৪৯৪, দারিমী ২৪৭২, বায়হাকী ফিস সুনান ২/৩২৪, ৩২৫, ৯/৩৩১, ইবনু হিব্বান ৪৮১০। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

١/٢٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ وَكِيعٌ كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ قَالَ «غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأُعْطِيتُ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ».

১/২৮৫৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে) মুহাম্মাদ বিন যায়দ বিন মুহাজির বিন কুনফুয আবুল লাহম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মুক্ত দাস উমায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ওয়াকী' (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আবুল লাহ্‌ম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গোশত খেতেন না। উমাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি গোলাম অবস্থায় আমার মনিবের সাথে খায়বারের দিন যুদ্ধ করেছিলাম। গনীমতের মালে আমাকে ভাগ দেয়া হয়নি। আমাকে ঘরের আসবাবপত্র থেকে একখানি তরবারি দেয়া হয়। আমি তা কোমরে বেঁধে মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতাম।[২৮৫৫]

٢/٢٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى».

২/২৮৫৬। আবূ বাকার বিন আবূ শায়বাহ আবদুর রহীম বিন সুলায়মান হিশাম হাফসাহ বিনতু সীরীন উম্মু আতিয়্যাহ আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের সওয়ারী ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পশ্চাতে থাকতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশুনা করতাম।[২৮৫৬]

٣٨/١٨. بَاب وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

১৮/৩৮. অধ্যায় : ইমামের উপদেশ

١/٢٨٥٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رَوْقٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ «سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا».

১/২৮৫৭। হাসান বিন আলী-আল-খাল্লাল আবূ উসামাহ আতিয়্যাহ ইবনুল হারিস আবূ রূক আল-হামদানী আবূ গারীফ উবায়দুল্লাহ বিন খালীফাহ সফওয়ান বিন আস্‌সাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন,

---

২৮৫৫. তিরমিযী ১৫৫৭, আবূ দাঊদ ২৭৩০, আহমাদ ২৭৯১৪, দারিমী ২৪৭৫, ইবনু হিব্বান ৪৮৩১, দারাকুতনী ৪/১৪৭, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/৩১, ৫৩, ৮/১৪৭। ইরওয়া' ১২৩৪, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
উক্ত হাদীসের রাবী হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তার শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। (তাহযীবুল কামাল রাবী নং ৬৫৭৭, ৩০/২০৪ নং পৃষ্ঠা)

২৮৫৬. সহীহুল বুখারী ৩২৪, ৯৮০, ১৬৫২, মুসলিম ১৮১২, আহমাদ ২০২৬৫, ২৬৭৫৫, দারিমী ২৪২২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান, তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় রওয়ানা হয়ে যাও, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, লাশ (নাক-কান কেটে) বিকৃত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না।[২৮৫৭]

٢٨٥٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا فَقَالَ «اغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تَغُلُّوْا وَلَا تَمْثُلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَإِذَا أَنْتَ لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوْكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوْا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيْكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوْكَ أَنْ يَنْزِلُوْا عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ أَتُصِيْبُ فِيْهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ».

২/২৮৫৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন য়ূসুফ আল-ফিরয়াবী সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারসাদ ইবনু বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র সেনা-অভিযানে অধিনায়ক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বিশেষভাবে তার জন্য আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং তার সহ-যোদ্ধাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেনঃ তোমরা আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তোমরা জিহাদ করো, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, চুরি করো না, কারো অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিকৃত করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না। যখন তুমি শত্রুপক্ষের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহবান জানাবে। তারা সেগুলোর যে কোন

২৮৫৭. আহমাদ ১৭৬২৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

একটির প্রতি সাড়া দিলে তুমি তাদের থেকে তা কবুল করো এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।

(১) তুমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। তারা যদি তা কবুল করে তবে তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নাও এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো, অতঃপর তাদেরকে স্বদেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে চলে আসার আহবান জানাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা যদি এ কাজ করে তবে যেসব সুযোগ-সুবিধা মুহাজিরগণ পাবে তারাও তা পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যেসব দায়দায়িত্ব বর্তাবে তা তাদের উপরও বর্তাবে। তারা যদি (স্বদেশ ত্যাগ করতে) অসম্মত হয় তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা বেদুইন মুসলমানদের সমান মর্যাদা পাবে, তাদের উপর আল্লাহর সেই সব হুকুম জারি হবে যা মুমিন মুসলমানদের উপর জারী হয় এবং তারা গনীমত ও ফাই-এর কিছুই পাবে না, তবে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে জিহাদ করতে পারবে।

(২) তারা যদি ইসলামে দাখিল হতে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিয্য়া দিতে বলো। তারা যদি তা দেয় তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করো এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।

(৩) তারা যদি জিয্য়া দিতেও অস্বীকার করে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

আর তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করলে পর তারা তোমার নিকট আল্লাহর যিম্মাদারি এবং তোমার নবীর যিম্মাদারি লাভের আশা করলে তুমি তাদের জন্য আল্লাহর যিম্মাদারি এবং তোমার নবীর যিম্মাদারি দান করো। কারণ তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যিম্মাদারি ভঙ্গ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারি ভঙ্গ করার চেয়ে তোমাদের জন্য অধিকতর সহজ। আর তুমি কোন দূর্গ অবরোধ করলে পর তারা তোমার নিকট আল্লাহর হুকুমে দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করলে তুমি তাদেরকে আল্লাহর হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দিও না, বরং তাদেরকে তোমার নিজের হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দাও। কারণ তোমার জানা নেই যে, তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহর হুকুম কার্যকর করতে পারবে কি না।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন যূসুফ আল-ফিরয়াবী সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারসাদ মুকাতিল বিন হায়্যান মুসলিম বিন হায়সাম নু'মান বিন মুকাররিন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২৮৫৮]

٣٩/١٨. بَاب طَاعَةِ الْإِمَامِ

১৮/৩৯. অধ্যায় : ইমামের আনুগত্য করা

٢٨٥٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي».

১/২৮৫৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আল-আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য

২৮৫৮. মুসলিম ১৭৩১, তিরমিযী ১৩০৮, ১৬১৭, আবূ দাউদ ২৬১২, ২৬১৩, আহমাদ ২২৪৬৯, ২২৫২১, দারিমী ২৪৩৯, ২৪৪২। ইরওয়া' ১২৪৭, ৭/২৯২, রাওদুন নাদীর ১৬৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহরই অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি ইমামের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।[২৮৫৯]

٢٨٦٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ».

২/২৮৬০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ শু'বাহ আবুত তায়্যাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করো এবং আনুগত্য করো, এমনকি আংগুর ফল সদৃশ (ক্ষুদ্র) মস্তিস্কবিশিষ্ট কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয়।[২৮৬০]

٢٨٦١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ».

৩/২৮৬১। আবূ বাকার বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ শু'বাহ ইয়াহইয়া ইবনুল হুসায়ন তার দাদী উম্মুল হুসায়ন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি; নাক-কান কর্তিত কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয় তবুও তোমরা তার নির্দেশ শোনো ও আনুগত্য করো, যতক্ষণ সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী পরিচালনা করে।[২৮৬১]

٢٨٦٢/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ وَقَدْ أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ فَقِيْلَ هَذَا أَبُو ذَرٍّ فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ «أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيْعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»

৪/২৮৬২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আবূ ইমরান আল-জাওনী আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত আবূ যার্র (রাঃ) তিনি যখন (নির্বাসনে) রাবাযা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন নামাযের একামত হচ্ছিল। এক ক্রীতদাস লোকেদের নামাযে ইমামতি করছিল। (তাকে) বলা হলো, ইনি আবূ যার (রাঃ)। (এ কথায়) ক্রীতদাস পেছনে সরে আসতে উদ্যত হলে আবূ যার (রাঃ)

২৮৫৯. সহীহুল বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৩৫, নাসায়ী ৫৫১০, ৪১৯৩, আহমাদ ৭৩৮৬, ৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৭৩৯, ১০২৫৯। আয-যিলাল ১০৬৫, ১০৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৬০. সহীহুল বুখারী ৬৩৯, আহমাদ ১১৭১৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৮৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৬১. মুসলিম ১২৯৮, ১৮৩৮, তিরমিযী ১৭০৬, নাসায়ী ৪১৯২, আহমাদ ১৬২১০, ২৬৭১৫, ২৬৭২৩, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/৩৩০। আয-যিলাল ১০৬২, ১০৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু মহানবী (ﷺ) আমাকে ওসিয়াত করেছেনঃ আমি যেন (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করি ও আনুগত্য করি, যদিও সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত কাফ্রী ক্রীতদাস হয়।[২৮৬২]

١٨/٤٠. بَاب لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ

১৮/৪০. অধ্যায় : আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে আনুগত্য নেই

٢٨٦٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزٍ عَلَى بَعْثٍ وَأَنَا فِيْهِمْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اسْتَأْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ فَكُنْتُ فِيْمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوْا أَوْ لِيَصْنَعُوْا عَلَيْهَا صَنِيْعًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَكَانَتْ فِيْهِ دُعَابَةٌ أَلَيْسَ لِيْ عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوْا بَلَى قَالَ فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِيْ هَذِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوْا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُوْنَ قَالَ أَمْسِكُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَلَا تُطِيْعُوْهُ» .

১/২৮৬৩। ⁂আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⁂ইয়াযীদ বিন হারূন⁂মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⁂উমার ইবনুল হাকাম বিন স্রাওবান⁂আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)⁂ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলকামা বিন মুজাযযিয (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে একটি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। আমিও তাতে শরীক ছিলাম। তিনি যখন গন্তব্যে পৌঁছেন অথবা পথিমধ্যে ছিলেন, তখন একদল সৈন্য তার নিকট (কোন বিষয়ে) অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন হুযাফা বিন কায়স আস-সাহমী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। যেসব লোক আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-র সঙ্গী হয়ে জিহাদ করেছে, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। লোকেরা পথিমধ্যে ছিল। এ অবস্থায় একদল লোক উত্তাপ গ্রহণের জন্য অথবা অন্য কোন কাজে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তাদের বলেন (তিনি কিছুটা রসিক প্রকৃতির ছিলেন), আমার নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা কি তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে যা করার নির্দেশই দিবো তোমরা কি তাই করবে? তারা বললো হাঁ। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা এই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কতক লোক (আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য) দাঁড়িয়ে গেলো এবং কোমর বাঁধলো। তিনি যখন দেখলেন, লোকেরা সত্যিই আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন বললেন, থামো। আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করেছি। (রাবী বলেন) আমরা ফিরে এলে লোকেরা মহানবী (ﷺ) এর নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ কেউ তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানি করার নির্দেশ দিলে তোমরা তার আনুগত্য করবে না।[২৮৬৩]

২৮৬২. আহমাদ ২০৯১৮, ২০৯৯০, মুসলিম ১৮৬৭। আয-যিলাল ১০৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৬৩. আহমাদ ১১২৪৫। সহীহাহ ২৩২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

٢٨٦٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».

২/২৮৬৪। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ ইবনুস্র স্বাব্বাহ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, পাপকাজ ব্যতীত যে কোন কাজে মুসলিম ব্যক্তির উপর (নেতৃবৃন্দের) আনুগত্য করা অপরিহার্য, তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। অতএব পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।[২৮৬৪]

٢٨٦٥/٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَيَلِيْ أُمُوْرَكُمْ بَعْدِيْ رِجَالٌ يُطْفِئُوْنَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُوْنَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ تَسْأَلُنِيْ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ «لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ».

৩/২৮৬৫। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন খুসায়ম কাসিম বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন খুসায়ম কাসিম বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অপরিচিত) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের নেতা হবে, যারা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদআতের অনুসরণ করবে এবং নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাদের (যুগ) পাই, তবে কী করবো? তিনি বলেনঃ হে উম্মু আবদ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কী করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে, তার আনুগত্য করা যাবে না।[২৮৬৫]

উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি স্বালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

২৮৬৪. স্বহীহুল বুখারী ২৯৫৫, মুসলিম ১৮৩৯, তিরমিযী ১৭০৭, আবূ দাউদ ২৬২৬, আহমাদ ৪৬৪৫, ৬২৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সানাদটি স্বহীহ।

২৮৬৫. আহমাদ ৩৭৮০। স্বহীহাহ ২/১৩৯, স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

٤١/١٨. بَاب الْبَيْعَةِ

১৮/৪১. অধ্যায় : বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ

٢٨٦٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ «بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْأَثَرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُوْلَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ».

১/২৮৬৬। ◇[আলী বিন মুহাম্মাদ][আবদুল্লাহ বিন ইদরীস][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, উবায়দুল্লাহ বিন উমার ও ইবনু আজলান][উবাদাহ ইবনুল ওয়ালিদ বিন উবাদাহ ইবনুস্ সামিত][তার পিতা (ওয়ালিদ বিন উবাদাহ)][উবাদাহ ইব্‌নুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]◇ তিনি বলেন, দুঃসময় ও সুসময়, আনন্দ ও বিষাদে এবং নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদানে (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট থেকে বায়আত (শপথ) গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের নিকট থেকে এ বিষয়ে বায়আত নেন যে, (রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে) আমরা যেন যোগ্য ব্যক্তির সাথে (গদি নিয়ে) বিবাদে লিপ্ত না হই। আর যেখানেই থাকি আমরা যেন সত্য কথা বলি এবং আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার যেন পরোয়া না করি।[২৮৬৬]

٢٨٦٧/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوْخِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيْبُ الْأَمِيْنُ أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَحَبِيْبٌ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِيْ فَأَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً فَقَالَ أَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ «فَقَالَ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوْا وَتُطِيْعُوْا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُوْلَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ».

উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৭২৬৯, ৩৩/১৬২ নং পৃষ্ঠা) ২. কাসিম বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ সম্পর্কে আবদুর রহমান বিন য়ূসুফ বিন খিরাস বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সালিহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭৯৯, ২৩/৩৭৯ নং পৃষ্ঠা) ৩. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪৭২, ৩/১৬৩ নং পৃষ্ঠা)

২৮৬৬. সহীহুল বুখারী ৭০৫৬, ৭১৯৯, নাসায়ী ৪১৪৯, ৪১৫১, ৪১৫২, ৪১৫৩, ৪১৫৪, ৪১৫৫, আহমাদ ২২১৭০, ২২১৯২, ২২২৯, ২২২১৮, ২২২২৯, ২২২৬৩, মুয়াত্তা মালিক ৯৭৭। আয-যিলাল ১০২৯, ১০৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২/২৮৬৭। [হিশাম বিন আম্মার] [আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম] [সাঈদ বিন আবদুল আযীয আত-তানূখী] [রাবীআহ বিন ইয়াযীদ] [আবূ ইদরীস আল-খাওলানী] [আবূ মুসলিম] [হাবীব আল-আমীন] [আওফ বিন মালিক আল-আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বলেন, আমরা সাত, আট অথবা নয় ব্যক্তি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেনঃ তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নিকট বায়আত হবে না? তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে দিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার নিকট (ইতোপূর্বে) বায়আত হয়েছি, এখন (আবার) কিসের জন্য আপনার নিকট বায়আত হবো? তিনি বলেনঃ (তোমরা এ বিষয়ে বায়আত হবে যে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের নামায কায়েম করবে, (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করবে। (একটি কথা তিনি গোপনে বললেন)ঃ মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা করবে না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাদের যে কোন ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তার চাবুক নিচে পড়ে গেলেও তিনি কাউকে তা তুলে দিতে বলতেন না।[২৮৬৭]

٢٨٦٨/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ «فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ».

৩/২৮৬৮। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী'] [শু'বাহ] [হুরমুযের মুক্ত দাস আত্তাব] বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য বায়আত হলাম। তিনি বলেনঃ "যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলায়"।[২৮৬৮]

٢٨٦٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ».

৪/২৮৬৯। [মুহাম্মাদ বিন রুমহ] [লায়স বিন সা'দ] [আবুয যুবায়র] [জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] তিনি বলেন, একটি ক্রীতদাস এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হিজরত করার শপথ নেয়। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতেন না যে, সে ক্রীতদাস। তার মনিব তাকে ফেরত নিতে এলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তাকে আমার নিকট বিক্রয় করো। তিনি দু'টি কৃষ্ণকায় গোলামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন। এরপর থেকে তিনি কাউকে বায়আত করার পূর্বেই জিজ্ঞেস করে নিতেন, সে ক্রীতদাস কি না?[২৮৬৯]

٤٢/١٨. بَاب الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

১৮/৪২. অধ্যায় : বায়আত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে

٢٨٧٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

২৮৬৭. মুসলিম ১০৪৩, নাসায়ী ৪৬০, আবূ দাঊদ ১৬৪২, আহমাদ ২৩৪৭৩। সহীহ আবূ দাঊদ ১৪৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৬৮. আহমাদ ১১৭৯৩, ১২৩৫২, ১২৫১০, ১২৭০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৬৯. মুসলিম ১৬০২, তিরমিযী ১২৩৯, ১৫৯৬, নাসায়ী ৪১৮৪, ৪৬২১, আবূ দাঊদ ৩৩৫৮, আহমাদ ১৪৩৫৮, ইবনু হিব্বান ৪৫৫০, ৫০২৭, ৬৫১৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৮৬, ৩৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ».

১/২৮৭০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ও আহমাদ বিন সিনান আবূ মুআবিয়াহ আল-আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তি মাঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে কিন্তু তা পথিকদের ব্যবহার করতে দেয় না; (২) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর অপর কোন ব্যক্তির নিকট পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, সে তা এত এত মূল্যে খরিদ করেছে এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করে, অথচ তার কথা সত্য নয় এবং (৩) যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নেতার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়, নেতা তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ দিলে সে তার শপথ পূর্ণ করে এবং না দিলে শপথ পূর্ণ করে না।[২৮৭০]

٢٨٧١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ تَسُوْسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِيْ نَبِيٌّ فِيْكُمْ قَالُوْا فَمَا يَكُوْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْا قَالُوْا فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَدُّوا الَّذِيْ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ».

২/২৮৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস হাসান বিন ফুরাত (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) তার পিতা (ফুরাত বিন আবূ আবদুর রহমান) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের রাজনীতি পরিচালনা করতেন তাদের নবীগণ। যখনই একজন নবী চলে যেতেন (ইনতিকাল করতেন) তখনই আরেকজন নবী নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন। কিন্তু আমার পরে তোমাদের মধ্যে আর কেউ নবী হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কী অবস্থা হবে? তিনি বলেনঃ খলীফা হবে এবং তাদের সংখ্যা অনেক হবে। সাহাবীগণ বলেন, আমরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রথমে খলীফা হবে তোমরা তার আনুগত্যের শপথ করো, অতঃপর তার পরবর্তী খলীফার। তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তোমরা তা আদায় করো। আর তাদের উপর (তোমাদের) যে অধিকার প্রাপ্য আছে (তা আদায় না করলে), মহান আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তার হিসাব নিবেন।[২৮৭১]

২৮৭০. সহীহুল বুখারী ২৩৫৮, ২৩৬৯, ২৬৭২, ৭২১২, ৭৪৪৬, মুসলিম ১০৮, তিরমিযী ১৫৯৫, নাসায়ী ৪৪৬২, দারিমী ৩৪৭৪, আহমাদ ৭৪৯৩, ৯৮৬৬, বায়হাকী ফিস সুনান ১০/১৭৭, বায়হাকী ফিশ শুআব ৪৮৫০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৭১. সহীহুল বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ১৮৪২, আহমাদ ৭৯০০। ইরওয়া' ৮/১২৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী হাসান বিন ফুরাত সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ১২৬৫, ৬/৩০১ নং পৃষ্ঠা)

٢٨٧٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ».

৩/২৮৭২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবুল ওয়ালীদ শু'বাহ আল-আ'মাশ আবূ ওয়ায়িল আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইবনু আবূ আদী শু'বাহ আল-আ'মাশ আবূ ওয়ায়িল আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে, এটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা।[২৮৭২]

٢٨٧٣/٤ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ».

৪/২৮৭৩। ইমরান বিন মূসা আল-লায়সী হাম্মাদ বিন যায়দ আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল) আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সাবধান! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার প্রতারণার মাত্রা অনুযায়ী একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে।[২৮৭৩]

١٨/٤٣. بَاب بَيْعَةِ النِّسَاءِ

১৮/৪৩. অধ্যায় : মহিলাদের বায়আত গ্রহণ

٢٨٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُوْلُ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا «فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ إِنِّيْ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

২৮৭২. সহীহুল বুখারী ৩১৮৭, মুসলিম ১৭৩৬, আহমাদ ৩৮৯০, ৬৯৪৯, দারিমী ২৫৪২। রাওদুন নাদীর ৫৫২, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ মুতাওয়াতির।

২৮৭৩. মুসলিম ১৭৩৮, তিরমিযী ২১৯১, আহমাদ ১০৬৫১, ১০৭৫৯, ১০৯১০, ১০৯৫৮, ১১০৩৫, ১১১৯৩, ১১২২২, ১১২৬৯, ১১৩৮৪, বায়হাকী ফিস সুনান ৩/৩৬৯, ৫/২৫৯, ইবনু হিব্বান ৫৫৯১। রাওদুন নাদীর ৫৫২, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৬১। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৪০৭০, ২০/৪৩৪ নং পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীসটি সহীহ কিন্তু আলী বিন যায়দ বিন জুদআন এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীসটির ৩৭১টি শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ১০টি খুবই দুর্বল, ৪৮টি দুর্বল, ৯৩টি হাসান, ২২০টি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বুখারী ৩১৮৭, ৩১৮৮, ৬১৭৭, ৬১৭৮, ৬৯৬৬, ৭১১১, মুসলিম ১৭৩৬-১৭৪১, তিরমিযী ১৫৮১, ২১৯১, আবূ দাউদ ২৭৫৬, দারিমী ২৫৪২, আহমাদ ৩৮৯০, ৩৯৪৯, ৪১৮৯, ৪৬৩৪, ৪৮২৪, ৫০৬৯, ৫১৭০, ৫৩৫৫, ৫৭৭০, ৫৮৭৯।

১/২৮৭৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির উমায়মাহ বিনতু রুকায়কাহ বলেন, বায়আত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি কতক মহিলা সমভিব্যাহারে মহানবী এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের বলেন, যতদূর তোমাদের সামর্থ্যে ও শক্তিতে কুলায়। আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহাহ (করমর্দন) করি না।[২৮৭৪]

٢٨٧٥/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَا مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ وَلَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُوْلُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا» .

২/২৮৭৫। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র মহানবী এর স্ত্রী আয়িশাহ বলেন, ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে রাসূলুল্লাহ এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পরীক্ষা করতেনঃ "হে নবী! ঈমানদার মহিলাগণ যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে..." (সুরা মুমতাহিনাহঃ ১২)। আয়িশাহ বলেন, যে কোন ঈমানদার মহিলা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী স্বীকার করতো সে যেন কঠিন পরীক্ষাকে স্বীকার করে নিতো। মহিলাগণ বাচনিক এসব কথা স্বীকার করে নিলে রাসূলুল্লাহ তাদের বলতেনঃ তোমরা চলে চাও, আমি তোমাদের বায়আত গ্রহণ করেছি। (রাবী বলেন,) না, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ এর হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতো না, তিনি শুধু কথার মাধ্যমে তাদের বায়আত করতেন। আয়িশাহ বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ মহিলাদের নিকট থেকে কেবলমাত্র সেইসব কথার স্বীকারোক্তি করাতেন যার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ এর হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতো না। তিনি তাদের শপথবাক্য পাঠ করানোর পর বলতেনঃ আমি বাচনিক তোমাদের বায়আত করলাম।[২৮৭৫]

١٨/٤٤. بَاب السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

১৮/৪৪. অধ্যায় : ঘোড় দৌড়ের বর্ণনা

٢٨٧٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ» .

২৮৭৪. তিরমিযী ১৫৯৭, নাসায়ী ৪১৮১, আহমাদ ২৬৪৬৬, মুয়াত্তা মালিক ১৮৪২, ইবনু হিব্বান ৫৬৫৩, আল-হুমায়দী ৩৪১, আল-হাকিম ফিল মুসতাদরাক ৪/৭১। সহীহাহ ৫২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৭৫. সহীহুল বুখারী ৪৮৫১, ৭২১৪, মুসলিম ১৮৬৬, তিরমিযী ৩৩০৬, আবূ দাউদ ২৪৩০৮, ২৪৬৪৯, ২৪৬৭২, ২৪৭৭২, ২৫৭৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১/২৮৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াযীদ বিন হারূন সুফইয়ান বিন হুসায়ন যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দু'টি ঘোড়ার সাথে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করলো, কিন্তু তার ঘোড়া জিতবে কিনা এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত না হলে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দু'টি ঘোড়ার সাথে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করলো এবং তার ঘোড়া জিতবে বলে সে নিশ্চিত হলে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত।[২৮৭৬]

٢٨٧٧/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «ضَمَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَيْلَ فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِيْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِيْ لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ».

২/২৮৭৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোড়াকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিলেন। বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব ঘোড়ার দ্বারা তিনি আল-হাফ্‌য়া' নামক স্থান থেকে স্নানিয়্যাতুল বিদা' পর্যন্ত ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করলেন। আর যেসব ঘোড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না সেগুলো দ্বারা স্নানিয়্যাতুল বিদা' থেকে যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত (ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করেন)।[২৮৭৭]

٢٨٧٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِيْ لَيْثٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «لَا سَبْقَ إِلَّا فِيْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ».

৩/২৮৭৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বানী লায়স্র এর মাওলা আবুল হাকাম (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে (মাল অথবা অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়), উট ও ঘোড়া ব্যতীত।[২৮৭৮]

١٨/٤٥. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

১৮/৪৫. অধ্যায় : শত্রুরাষ্ট্রে কুরআন নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ

٢٨٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

২৮৭৬. আবূ দাউদ ২৫৭৯, আহমাদ ১০১৭৯। ইরওয়া' ১৫০৯, আর-রাওদ ১১৩৯।

২৮৭৭. সহীহুল বুখারী ৪২১, ২৮৬৮, ২৮৬৯, ২৮৭০, ৭৩৩৬, মুসলিম ১৮৭০, তিরমিযী ১৬৯৯, নাসায়ী ৩৫৮৩, ৩৫৮৪, আবূ দাউদ ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৭৭, আহমাদ ৪৪৭৩, ৪৫৮০, মুয়াত্তা মালিক ১০১৭, দারিমী ২৪২৯। ইরওয়া' ১৫০১, সহীহাহ ২১৩৩, সহীহ আবূ দাউদ ২৩২০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৭৮. তিরমিযী ১৭০০, আবূ দাউদ ৫৭৪, আহমাদ ৭৪৩৩, ৮৪৭৮, ৯৭৮৮। রাওদুন নাদীর ১১৭৭, সহীহ আবূ দাউদ ২৩১৯, ইরওয়া' ১৫০৬, মিশকাত ৩৮০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি সালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্নিকাহ বলেছেন। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৫৫১৩, ২৬/২১২ নং পৃষ্ঠা)

১/২৮৭৯। ∝[আহমাদ বিন সিনান ও আবূ উমার][আবদুর রহমান বিন মাহদী][মালিক বিন আনাস][নাফি‘][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন মাজীদ সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন, এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।[২৮৭৯]

٢٨٨٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ «يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

২/২৮৮০। ∝[মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স বিন সা‘দ][নাফি‘][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন মাজীদ সাথে নিয়ে শত্রুর এলাকায় সফরে যেতে নিষেধ করতেন এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।[২৮৮০]

١٨/٤٦. بَاب قِسْمَةِ الْخُمُسِ

১৮/৪৬. অধ্যায় : যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বণ্টন

٢٨٨١/١ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُكَلِّمَانِهِ فِيْمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقَالَا قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا أَرَى بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْئًا وَاحِدًا».

১/২৮৮১। ∝[য়ূনুস বিন আবদুল আ‘লা][আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন)][য়ূনুস বিন ইয়াযীদ][ইবনু শিহাব][সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব][জুবায়র বিন মুতঈম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] অবহিত করেন যে, তিনি ও উসমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলেন খায়বারে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ করার জন্য। তারা বললেন, আপনি আমাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছেন, অথচ আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক তো একই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে একই মনে করি।[২৮৮১]

২৮৭৯. সহীহুল বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ১৮৬৯, আবূ দাঊদ ২৬১০, আহমাদ ৪৪৯৩, ৪৫১১, ৪৫৬২, ৫১৪৮, ৫২৭১, ৫৪৪২, ৬০৮৯, মুয়াত্তা' মালিক ৯৭৯, বায়হাকী ফিস সুনান ৫/২৬১। ইরওয়া' ৫/১৩৮, ১৩৯, ২৫৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৮০. সহীহুল বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ১৮৬৯, আবূ দাঊদ ২৬১০, আহমাদ ৪৪৯৩, ৪৫১১, ৪৫৬২, ৫১৪৮, ৫২৭১, ৫৪৪২, ৬০৮৯, মুয়াত্তা মালিক ৯৭৯। ইরওয়া' ১৩০০, ৮/১৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২৮৮১. সহীহুল বুখারী ৩১৪০, ৩৫০৩, ৪২২৯, নাসায়ী ৪১৩৬, ৪১৩৭, আবূ দাঊদ ২৯৭৮, ২৯৭৯, ২৯৮০, আহমাদ ১৬২৯৯, ১৬৩২৭, ১৬৩৪১। ইরওয়া' ১২৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
উক্ত হাদীসের রাবী ১. আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ সম্পর্কে আবূ বাকর আল-ইসমাঈলী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ রাবী নং ৬১৬, ৩/৪৭৪ নং পৃষ্ঠা)

হাদীস্র ও ইলমে হাদীস্র সম্পর্কিত কিছু কথা

হাদীস্রের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ

হাদীস্র আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'নতুন', 'কথা' ও 'খবর'। এটি 'কাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।[১] আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে কুরআনকে 'হাদীস্র' বলেছেন।[২] রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর কিতাবই হ'ল, উত্তম হাদীস্র।[৩]

মুহাদ্দিস্রগণের পরিভাষায় 'হাদীস্র' বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্রমানী (রহঃ) বলেনঃ 'যা কিছু রাসূল (ﷺ)-এর নামে বর্ণিত আছে, তার সমুদয়কে হাদীস্র বলা হয়'।[৪]

ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান বলেনঃ 'রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ অনুমোদন ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে হাদীস্র বলা হয়'।[৫]

আল্লামা তীবি, হাফেজ ইবনু হাজার আসকা'লানী, নবাব সিদ্দীক হাসান খান ও ইমাম সাখাবী প্রমুখ বলেনঃ 'হাদীস্রের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে যেমন হাদীস্র বলা হয়, তেমনি সাহাবী, তাবেঈ ও তবে তাবে' তাবেঈদের কথা কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস্র বলা হয়'।[৬]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণে নবী কারীম (ﷺ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থন যদিও মোটামুটিভাবে হাদীস্র নামে অভিহিত, তথাপি শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই হাদীস্র শাস্ত্রে প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস্র'। সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আস্রার' এবং তাবেঈ ও তবে তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'ফাতাওয়া'।

এছাড়া তিন প্রকারের হাদীস্রের আরো তিনটি পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও সমর্থন সংক্রান্ত বিবরণকে বলা হয় 'মারফূ''। সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাওকূফ' এবং তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাকতু''।[৭]

হাদীস্রের অপর নাম 'সুন্নাহ'। 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ, চলার পথ, পদ্ধতি ও কর্মনীতি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেনঃ 'সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা নবী কারীম (ﷺ) বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন'।[৮] মুহাদ্দিস্রগণ 'হাদীস্র' ও 'সূন্নাহ' কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৯]

শায়খ ডক্টর মোস্তফা সাবায়ী বলেনঃ 'আরবী অভিধানে 'সুন্নাহ' অর্থ কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি-তা ভাল বা মন্দ যা হোক। মুসলিম শরীফের হাদীস্র দ্বারাও তা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ

(১) হাদীস্র শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা, কর্ম ও সম্মতি এবং তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাল চরিত্রকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। তা নুবুওয়াত লাভের আগের হোক বা পরের।

---

১. তাজুল আরোস।
২. সুরা যুমার ঃ ২৩, সূরা তুর ঃ ৩৫, আন নাজমঃ ৫৯।
৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদব।
৪. আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্রমানী কাওয়ায়িদ ফী উলুমিল হাদীস্রঃ পৃঃ ১৯।
৫. ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান -তায়সীরুল মুস্তালাহ।
৬. তাওজীহুন্নজরঃ পৃঃ ৯৩, আল-হিত্তাহঃ পৃঃ ২৪, ফাতহুল মুগীস্রঃ পৃঃ ১২।
৭. ইবনু হাজার আসকা'লানী, হাদয়ুস সারী, লেখক- হাদীস্রের হিফাজত ও সংকলনঃ পৃঃ ২৮।
৮. ইমাম রাগিব, মুফরাদাতঃ ২৪৫।
৯. কাশফুল আসরারঃ ২/২, তাওজীহুন্নজর, পৃঃ ৩।

(২) উসূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়, প্রত্যেক কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরীয়তের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়।

(৩) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' হল, ফরদ-ওয়াজিব ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকাম।

(৪) মুহাদ্দিস্রগণের মতে এবং অনেক সময় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতেও 'সুন্নাহ বলা হয়, সেই সব কর্মকে যা শরীয়তের কোন দলীল কিংবা উসূলে শরীয়তের কোন আসল তথা মৌল নীতি দ্বারা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত।'[১০]

এছাড়া আরো দু'টি শব্দ কখনো হাদীস্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'ল 'খবর' ও 'আস্রার'। কিন্তু বেশী প্রসিদ্ধ শব্দ হ'ল 'হাদীস্র' ও 'সুন্নাহ'।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস্র আল্লামা আবুল হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'জানা আবশ্যক যে, রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্ম মোটামুটি দু'প্রকার। প্রথম, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয। দ্বিতীয়, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয নয়। অনুসরণীয় কাজগুলি হ'ল, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরদ। অনুসরণ জায়িয নয়- এমন কাজ হর, যথাঃ এক সাথে নয় বিবি রাখা, দিন রাত লাগাতার স্বিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মোট কথা, অনুসরণীয় এবং অনুসরণীয় নয়, এ উভয় প্রকারের কর্মকাণ্ডের উপর হাদীস্র শব্দটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সুন্নাত শব্দটি তেমন নয়। বরং সুন্নাত বলা হয়, তাঁর কেবল অনুসরণীয় কর্মকাণ্ডকে। এ কারণে বলা যায় প্রত্যেক সুন্নাত তো হাদীস্র, কিন্তু প্রত্যেক হাদীস্র সুন্নাত নয়। যেমন লজিকের ভাষায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ তো প্রাণী, কিন্তু প্রত্যেক প্রাণী মানুষ নয়।'[১১]

হাদীস্রের প্রকারভেদ ঃ

হাদীস্র প্রথমতঃ তিন প্রকার। কাওলী, ফে'লী ও তাকরীরি। রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা জাতিয় হাদীস্রগুলিকে কাওলী বলে। তাঁর কাজ সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলিকে ফে'লী বলে। আর তাঁর সমর্থন ও অনুমোদন সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলোকে তাকরীরি বলে। এছাড়া হাদীস্র বর্ণনাকারীদের নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হাদীস্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ স্বহীহ, হাসান, স্বহীহ লিযাতিহী, স্বহীহ লিগাইরিহী, হাসান লিযাতিহী, হাসান লিগাইরিহী, দঈফ, মুনকার, মাওযু ইত্যাদি। আবার হাদীস্র বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসাবে হাদীস্রের কয়েকটি শ্রেণী হয়। যথাঃ মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযীয ও গরীব ইত্যাদি। অনুরূপ হাদীস্রের সনদ পরম্পরা হিসাবে হাদীস্র কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মারফূ', মাওকূফ ও মাকতূ ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস্রের আর একটি প্রকার আছে তাকে বলা হয় হাদীস্রে কুদসী। ইমাম শাফিয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'উলামাদের সর্ব সম্মতিক্রমে 'সূন্নাহ' তিন প্রকারঃ ১-যাতে, কুরআন যা বলেছে হুবহু তাই বর্ণিত হয়েছে। ২-যাতে, কুরআনে যা আছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ৩-যাতে, কুরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'সূন্নাহ' যে প্রকারেরই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাতে আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। সূন্নাহ জানার পর তার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন নি'।[১২]

হাদীস্রের কতিপয় পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মারফূ'ঃ নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস্রে 'মারফূ'' বলে।

মাওকূফঃ স্রাহাবীদের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ তথা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত কে হাদীস্রে 'মাওকূফ' বলে।

মাকতূ'ঃ তাবেঈগণের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে হাদীস্রে 'মাকতূ'' বলে।

আহাদঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীস্রের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'ওয়াহিদ' বলে। ওয়াহিদ এর বহুবচন হ'ল, 'আহাদ'। আহাদ তিন প্রকার। যথা- মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী স্রাহাবীদের স্তর ব্যতীত সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়, তাকে মাশহুর বলে।

---

১০. মোস্তফা সাবায়ী, আস্সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহাঃ ১/৪৭, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস্রঃ ১/৩৭, ৪০।

১১. আবুল হাসান বাবুনগরী- তানযীমুল আশ্তাত শরহে মিশকাত, ভূমিকা। লেখক- হাদীস্রের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ২৯।

১২. ইমাম শাফেয়ী, আররিসালাঃ ১৬।

আযীযঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কোন স্তরে দু'য়ের কম হয়না, তাকে আযীয বলে।

গরীবঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়, তাকে গরীব বলে।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী হয় যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস্র রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীস্রকে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুলঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাকবূল' বলে। হাদীস্রে মাকবূল দুই প্রকার। যথা– সহীহ, হাসান।

মাতরূকুল হাদীস্রঃ যে হাদীস্রের রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে তার হাদীস্রকে মাতরুকুল হাদীস্র বলে।

মাজহূলুল হাল/মাসতূর : যে রাবী থেকে দুই বা ততোধিব রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন মুহাদ্দিস্র (স্রিকাহ) শক্তিশালী বলেননি। কারণ তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত।

সহীহঃ যে হাদীস্রের সনদ (বর্ণনা সূত্র) মুত্তাসিল[১৩] এবং সকল রাবী (বর্ণনাকারী) আদালত[১৪] এবং দাব্ত[১৫] গুণসম্পন্ন আর যা শুযূয[১৬] ও ইল্লাত[১৭] থেকে মুক্ত হয়, তাকে 'সহীহ' বলা হয়।

হাসানঃ হাদীস্রে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাকে হাদীস্রকে 'হাসান' বলে।

সহীহ হাদীস্রের স্তরসমূহঃ

সহীহ হাদীস্রের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীস্রকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস্রকে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস্রকে শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস্রকে বুখারী, মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস্রকে শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস্রকে শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীস্রকে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস্র সহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবূল তথা দঈফঃ যে হাদীস্রে সহীহ ও হাসান হাদীস্রের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীস্রে 'দঈফ' বলে।

সনদঃ হাদীস্রের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারীর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলে।

মতনঃ হাদীস্রের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

তা'দীলঃ হাদীস্র বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে ভাল গুণাগুণ বর্ণনাকে তা'দীল বলে।

জারহঃ হাদীস্র বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে খারাব গুণাগুণ বর্ণনাকে জারহ বলে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীস্রের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনকাতি'ঃ যে হাদীস্রের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি'' বলে।

---

১৩. মুত্তাসিল অর্থ যে সনদের রাবীগণের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং কোন স্তর থেকে কোন রাবী বাদ পড়েনি।

১৪. আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা অর্থ, তাকওয়া ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হওয়া।

১৫. যাবত অর্থ স্মরণশক্তি, তা শ্রুত হোক কিংবা লিখিত।

১৬. শুযূয অর্থ শক্তিশালী রাবীর বিরোধীতা পাওয়া যাওয়া।

১৭. ইল্লাত অর্থ গুপ্ত দুর্বলতার কোন কারণ। উল্লেখ্য যে, উক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে, হাদীস্রটি সহীহ বলে গণ্য হয়না।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেঈর পরে সাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মু'দাল' বলে।

মাওদূঃ যে হাদীসের কোন রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে মিথ্যা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওদূ' বলে।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসিক, বেদআতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

ইদতিরাবঃ রাবী কর্তৃক হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে এলোমেলোভাবে বর্ণনাকে ইদতিরাব বলা হয়। কোনোরূপ সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত এ প্রকারের হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হয়।

তাদলীসঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করে যে যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরের শায়খের নিকট তা শুনেছেন। অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি- এমন হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়।

ওয়াহিন, লীন, মাকালঃ ওয়াহিন অর্থ মারাত্মক দুর্বল ও লীন অর্থ দুর্বল। আর মাকাল অর্থ সমালোচনা অর্থাৎ যে রাবীর বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

হুজ্জাহঃ হুজ্জাহ হচ্ছে দলীল গ্রহণ করা যায় এমন গুণসম্পন্ন রাবী যে সিকাহ রাবীর পরেই যার স্থান। সিকাহ ও হুজ্জাহ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য রাবীর চতুর্থ স্তর।

আসারঃ আসার-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্ট থাকা। এর দু'টি পরিভাষা রয়েছে। (ক) এটা হাদীসের মুরাদিফ অর্থাৎ- হাদীস ও আসারের পরিভাষা একই। (খ) সাহাবা ও তাবেঈনদের কথা এবং কার্যাবলীকে আসার বলা হয়।

ইনকিতাঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি' হাদীস আর এ বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলা হয়।

মুআল্লালঃ যে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এ প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লাত' বলে।

হাদীসে কুদসীঃ হাদীসে কুদসী বলতে বুঝায় সেই হাদীসকে যা রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, অথচ তা কুরআনের আয়াত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে যা জানিয়ে দিতেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[১৮]

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। কখনো জিবরাঈলের মাধ্যমে আবার কখনো সরাসরি অহি, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে। আর যে কোন ভাষায় তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের প্রতি অর্পিত হয়'।[১৯]

---

১৮. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৩।

১৯. আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৪।

সুনান ইবনু মাজাহ'র দুর্বল রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. (রাবী নং ৪৮৩৩ তাহযীবুল কামাল ৩৩০৫) নামঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ। উপনামঃ আবূ আব্বাদ, উপাধিঃ ইবনু আবূ সাঈদ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরে রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৪৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা হাদীস বর্ণনায় পরিবর্তন ঘটাই তিনি তাদের একজন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম বুখারী তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি অবগত আছি যে, তার মাঝে মিথ্যা রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৩১) (হাদীস নং ১৬৪৬, ২৪৪৮, ২৫৯৪)

২. (রাবী নং ৭২০১ তা ৫৪৯৮) নামঃ মুহাম্মাদ বিন উমার বিন আবূ উমার আল-মুকরী। উপাধিঃ ইবনু আবূ উমার। স্তরঃ তিনি দ্বাদশ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায় তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/১৭৬) (হাদীস নং ১৬৬০)

৩. (রাবী নং ১৪০১, তা ১৮৫৪) নামঃ রাবী' বিন বাদর বিন উমার বিন জাররাদ আত তায়মী আস সা'দী। উপনামঃ আবুল আলা', উপাধিঃ উলায়্যাহ। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৬ জন শিক্ষক ও ৬৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ৪৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী, উসমান বিন আবূ শায়বাহ, কুতায়বাহ বিন সাঈদ ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৬৩) (হাদীস নং ১৬৬৮, ২৭৫০)

৪. (রাবী নং ৫৪৫১, তা ৩৭৬০) নামঃ উবায়দাহ বিন মুআত্তাব আয যুবাঈ। উপনামঃ আবূ আবদুল কারীম, আবূ আবদুর রহমান। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষ তার হাদীস বর্জন করেছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/২৭৩) (হাদীস নং ১৬৭০)

৫. (রাবী নং ৪২১৭, তা ৩৬৯৫) নামঃ আবদুল জাব্বার বিন উমার আল-আয়লী। উপনামঃ আবূ সাব্বাহ, আবূ উমার, তিনি আফরীকাহ ও আয়লাহ শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৬/৩৮৮) (হাদীস্র নং ১৬৭১)

৬. (রাবী নং ৮৩৯৬, তা ৭৬৩৪) নাম: ইয়াযীদ ইবনুল মুতাব্বিস। উপনাম: আবুল মুতাব্বিস, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তাকে আমি চিনিনা। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আল-মিয্যী বলেন, আবুল মুতাব্বিস এর নাম ইয়াযীদ, কেউ বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুতাব্বিস। ইমামা বুখারী বলেন, স্রিয়াম এর হাদীস্র ব্যতীত আমি তাকে চিনি না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি কূফায় স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৪/২৯৯) (হাদীস্র নং ১৬৭২)

৭. (রাবী নং ১৬৪৫, তা ৬০১০) নাম: আল-মুতাব্বিস। উপনাম: আবুল মুতাব্বিস। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ও তার থেকে তার ছেলে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৮/৮৯) (হাদীস্র নং ১৬৭২)

৮. (রাবী নং ৬৭১২, তা ৫৭৮০) নাম: মুজালিদ বিন সাঈদ বিন উমায়র বিন বিসতাম। উপনাম: আবূ সাঈদ, আবূ উমায়র, আবূ আমর। জন্ম: তিনি ৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ৯৬ বছর বয়সে ১৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২২ জন শিক্ষক ও ১০৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তার ব্যাপারে কিছু আহলে ইলমগণ সমালোচনা করেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই, তিনি কূফায় দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি কূফায় স্রিকাহ নই। ইমাম বুখারী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করিনি। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নই। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৭/২১৯) (হাদীস্র নং ১৬৭৭, ১৯৩৫, ২৩১১, ২৩২৮, ২৩৭৪, ২৬৪৮)

৯. (রাবী নং ৮৩৬৮, তা ৬৯৯১) নাম: ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ আল-কারশী আল-হাশিমী। উপনাম: আবূ আবদুল্লাহ। উপাধি: ইবনু আবূ যিয়াদ। জন্ম: তিনি ৪৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ৮৮ বছর বয়সে ১৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৭৩ জন শিক্ষক ও ১১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের একজন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র কেউ বর্জন করেছেন এমর্মে আমার জানা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী

বলেন, আমি আহলে ইলমদের বলতে শুনেছি, তারা তাকে দুর্বল বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবদুল বাকী ইবনুল কানি' বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩২/১৩৫) (হাদীস্র নং ১৬৮২, ২১১৬, ২৬৭০)

১০. (রাবী নং ৩৮৩, তা ৭৭০৫) নাম: আবূ ইয়াযীদ আয যন্নী। উপনাম: আবূ ইয়াযীদ। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ নাস্র বিন মাকূলা বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি পরিচিত নই। ইমাম বুখরী বলেন, তিনি পররিচিত ব্যক্তি নই। মান: মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৪/৪০৮) (হাদীস্র নং ১৬৮৬, ২৫৩১)

১১. (রাবী নং ৬৯৪৫, তা: ৫১৭৮) নাম: মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী। উপনাম: আবূ জা'ফার। জন্ম: তিনি ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াসিত নামক শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ৯০ বছর বয়সে ২৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৩৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট আদাল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি আনাস বিন মালিক থেকে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না, তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি একজন জঘন্য মিথ্যুক। **মান:** متروك الحديث । (**তাহযীবুল কামাল:** ২৫/১৩৯) (হাদীস্র নং ১৬৮৮)

১২. (রাবী নং ৩০২৮, তা: ২০০৩) নাম: যামআহ বিন স্নালিহ আল-জুনদী আল-ইয়ামানী। উপনাম: আবূ ওয়াহব, তিনি ইয়ামান, জুনদ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৭ জন শিক্ষক ও ৪২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করতেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি এমন প্রত্যাখ্যানযোগ্য যে, তার কোন হাদীস্র দলীলযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, হুকুম-আহকাম এর ব্যাপারে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৯/৩৮৬)। (হাদীস্র নং ৩২৬, ৪০১, ১০৩০, ১৬৯৩, ১৯৩৪)

১৩. (রাবী নং ৪৯১০, তা: ৩৩৯৫) নাম: আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আমির বিন উসায়দ বিন হারায আল-লায়সী। উপনাম: আবূ আবদুর রহমান, আবূ আবদুল আযীয। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৪জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-

উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্বিকাহ নই। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আনাস বিন ইয়ায বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/২৩৮) (হাদীস্ব নং ১৭১৮)

১৪. (রাবী নং ৭৪৪৪, তাঃ ৫৯১৪) নামঃ মাসঊদ বিন ওয়াস্বিল আল আকদী আল বাস্বারী। উপনামঃ আবূ মুসলিম। উপাধিঃ আল-আম্বরাক। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো অভিনব কিছু কথা বলতেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি তেমনটি ছিলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী, সুলায়মান বিন দাঊদ আত তায়ালাসী ও তাহীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৪৮১) (হাদীস্ব নং ১৭২৮)

১৫. (রাবী নং ১৭৪৩, তাঃ ৬৪৮২) নামঃ নাহ্হাস বিন কাহম আল-কায়সী। উপনামঃ আবুল খাত্তাব। তিনি বাস্বরাহ ও কায়স নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্ব গ্রহণে শিথিল। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনুল কায়্যিম বলেন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন কায়স বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/২৮) (হাদীস্ব নং ১৭২৮)

১৬. (রাবী নং ২৭৯৩ তাঃ ১৭৭৫) নামঃ দাঊদ বিন আতা' আল-মাদীনী। উপনামঃ আবূ সুলায়মান, বংশঃ আল-মাদীনী, আল-মুযনী, আয-যুবায়রী। তিনি মদীনাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** মুনকার। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৪১৯)। (হাদীস্ব নং ১০৪, ১৭৪৩)

১৭. (রাবী নং ৭৭৫৫ তাহযীবুত তাহযীব : ৬৩৬) নামঃ মূসা বিন উবায়দাহ বিন নাশীত বিন আমর ইবনুল হারিস্ব। উপনামঃ আবূ আবদুল আযীয, তিনি মদীনাহ ও যুবায়দাহ নামক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২৮ জন শিক্ষক ও ১১১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي

ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। মানঃ মুনকার। (তাহযীবুল কামালঃ ২৯/১০৪)। (হাদীস্র নং ২৫১, ১২৮৩, ১৩৮৬, ১৫৫৯, ১৫৯৯, ১৭৪৫, ২৭৪৩)

১৮. (রাবী নং ৭৫১৩, তাঃ ৫৯৮০) নামঃ মুসআব বিন স্বাবিত বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওওয়াম আল-কারশী আল-হাকিমী আল-আসদী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী আল-আসদী। জন্মঃ ৮৪ হিজরী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি মাদীনায় ১৫৭হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি দেখেছি তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল মানুষেরা তার হাদীস্রের ব্যাপারে কখনো প্রশংসা করেনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি আবিদ তবে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/১৮) (হাদীস্র নং ৯১৫, ১৭৪৭, ২৭৬৬)

১৯. (রাবী নং ৭০৫১, তাঃ ৫৪১৬) নামঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-কুশায়রী। তিনি শাম, কাদাস ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিয্যী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্যদের একজন দুর্বল রাবী। **মানঃ** মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৬৫৭) (হাদীস্র নং ১৭৪৯)

২০. (রাবী নং ২০৮৩, তাঃ ৮৯১) নামঃ জুবারাহ ইবনুল মাগাল্লিস আল-হিম্মানী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৭১ জন শিক্ষক ও ৫৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩০ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি আমার নিকট কাসিম বিন শায়বাহ এর ন্যায় আদাল, তিনি অন্যত্র তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি, তবে হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার, আমি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রে ইযতিরাব রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** জাল হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ ৪/৪৮৯) (হাদীস্র নং ৬৯৬, ৭৪০, ৭৪১, ৮১৩, ৯০৮, ১০৬৮, ১৩১২, ১৩১৫, ১৭৫৪, ১৭৫৫, ১৯৩১, ২৫৯০)

২১. (রাবী নং ৭৬৬৭, তাঃ ৬১৭৬) নামঃ আমর বিন আলী আল-আনাযী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ মিনদাল; বংশঃ আল-আনাযী। জন্মঃ ১০৩ হিজরী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৬৪ বছর বয়সে কূফায় ১৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯৫ জন শিক্ষক ও ৭৫ জন ছাত্রের নাম জানা

যায়। তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও আবদুল বাকী' বিন কানি' আল-বাগদাদী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী তার ব্যাপারে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল হওয়ার কথা বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মান:** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল:** ২৮/৪৯৩) (হাদীস্র নং ১২৪৭, ১৩০০, ১৩১২, ১৫৫১, ১৭৫৫, ১৯৬০)

২২. (রাবী নং ৫৯৬৭, তা: ৪২৬০) নাম: উমার বিন সাহবান। কেউ বলেন, তিনি উমার বিন মুহাম্মাদ বিন সাহবান আল-আসলামী। উপনাম: আবূ জা'ফার। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৫৭ হিজরীতে ইন্তে কাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২১ জন শিক্ষক ও ২২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মান:** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল:** ২১/৩৯৮) (হাদীস্র নং ১৭৫৫)

২৩. (রাবী নং ৫৭৬ তা: ৫২৪) নাম: আশআস্র বিন সাওওয়ার আল-কিন্দী। উপাধি: সাহিবুত তাওয়াবীত (সিন্দুক ওয়ালা)। বংশ: আল-কিন্দী, আন-নাখঈ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫৭ জন শিক্ষক ও ৭০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ৪৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তার হাদীস্রের মাতানে কোন সমস্যা পায়নি তবে তিনি সানাদে সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তাকে কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই তবে কিছু সংখক লোক তাকে বর্জন করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি পাপাচারী ব্যক্তি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল: ৩/২৬৪)। (হাদীস্র নং ২৫৯, ১৭৫৭, ২৬০৭)

২৪. (রাবী নং ১০৭) নাম: আবূ বাকর আল-মাদীনী। উপনাম: আবূ বাকর। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্ত র: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বিশারদদের নিকট দুর্বল। ইবনু হাজার আল আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (হাদীস্র নং ১৭৬৩)

২৫. (রাবী নং ৪৯১৩, তা: ৩৩৬৮) নাম: আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল-উমাবী। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি তার হাদীস্রের বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তাহযীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আমি তাকে চিনি না। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৫/১৮৫) (হাদীস্র নং ১৭৬৪)

২৬. (রাবী নং ৮১০৯, তা: ৬৬৩৭) নাম: হায়্যাজ বিন বিসতাম আত তামীমী। উপনাম: আবূ খালিদ, আবূ বিসতাম। তিনি হিররাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩০ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৬ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে তার ছেলে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেণ, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সালিহ বিন মুহাম্মাদ তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমি আমার সাথিদের বলতে শুনেছি যে, তারা তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করতেন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল: ৩০/৩৫৭) (হাদীস্র নং ১৭৭৭)

২৭. (রাবী নং ৬২৫১, তা: ৪৫৩৬) নাম: আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান বিন আম্বাসাহ বিন সাঈদ ইবনুল আস বিন উমায়্যাহ আল-উমাবী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৫ জন শিক্ষক ও ৩৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তাকে চিনি না। আবুল ফাতহ আল-আয্দী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করতেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। **মান:** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামাল:** ২২/৪১৬) (হাদীস্র নং ১২৪২, ১৭৭৭)

২৮. (রাবী নং ৪২৫১, তা: ৩৭৩২) নাম: আবদুল খালিক। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালনী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৬/৪৬৬) (হাদীস্র নং ১৭৭৭)

২৯. (রাবী নং ৫৪৪৪, তা: ৩৭৫১) নাম: উবায়দাহ বিন বিলাল আত তামীমী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৬০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র

বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ**) (হাদীস নং ১৯/২৫৬)

৩০. (রাবী নং ৭৮০৬, তা: ৬৩৪৬) নামঃ মায়মূন আবূ হামযাহ আল-আ'ওয়ার। উপনামঃ আবূ হামযাহ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নই। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্থিকাহ নই। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-খাতীবুল বাগদাদী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নই। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/২৩৭) (হাদীস্র নং ১৭৮৯)

৩১. (রাবী নং ১২০০ তা: ১০২৪) নামঃ হারিস্র বিন আবদুল্লাহ আল-আ'ওয়ার আল-হামদানী। উপনামঃ আবূ যুহায়র, বংশঃ আল-কূফী, আল-হামদানী, আল-খারিফী। তিনি কূফা শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ ইসহাক আস-সুবায়ঈ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যুহায়র বিন হারব আন-নাসায়ী, আলী ইবনুল মাদীনী ও যুহায়র বিন মুআবিয়াহ আল-জু'ফী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আমির বিন শুরাহবীল আশ-শা'বী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি একজন বড় মিথ্যুক ছিলেন, আল্লাহর শপথ তিনি একজন মিথ্যুক। **মানঃ** তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/২৩৯)। (হাদীস্র নং ৯৫, ১৩৭, ৩৭৫, ৩৯৬, ৮৯৪, ৮৯৫, ৯৬৫, ১১৪৭, ১২৯৬, ১৪৩৩, ১৭৯০, ১৯৩৫, ২৭১৫, ২৭৩৯)

৩২. (রাবী নং ৭৯৬, তা: ১৪৮) নামঃ ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি' বিন ইয়াযীদ বিন জারিয়াহ। উপনামঃ আবূ ইসহাক। তিনি মক্কা ও মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩৬ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইরসাল করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল ও متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নূরুদ্দীন আল-হায়স্রামী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৪৫) (হাদীস্র নং ১০৬৯, ১৩৩৯, ১৭৯১, ২২৫০, ২৩৮৭)

৩৩. (রাবী নং ২২১৯, তা: ১০৫৭) নামঃ হারিস্রাহ বিন আবূ রিজাল মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন হারিস্রাহ বিন নু'মান। উপাধিঃ ইবনু আবূ রিজাল। বংশঃ নাজ্জার। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র

দলীলযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৫/৩১৩) (হাদীস্র নং ৩৬৮, ৮০৬, ৮৭৪, ১০৬২, ১৭৯২, ২০৬০, ২১১০, ২৪৭৯)

৩৪. (রাবী নং ১১৫৪, তা: ৬৪৪) নামঃ বাখতারী বিন উবায়দ বিন সালমান। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন আমর, আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী ও আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে একটি জাল হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (তাহযীবুল কামাল: ৪/২৪) (হাদীস্র নং ১৫০৯, ১৭৯৭)

৩৫. (রাবী নং ৫৩৩২, তা: ৩৭১৯) নামঃ উবায়দ বিন সুলায়মান আল-কিলাবী। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ আস-সাদূসী বলেন, তিনি পরিচিত। **মানঃ** مجهول الحال **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/২১১) (হাদীস্র নং ১৫০৯, ১৭৯৭)

৩৬. (রাবী নং ২০৭৫ তা: ৮৭৯) নামঃ জাবির বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস্র বিন আবদু ইয়াগুস বিন কা'ব ইবনুল হারিস্র বিন মুআবিয়াহ বিন ওয়ায়িল বিন মুরায়ী বিন জু'ফী আল-জু'ফী। উপনামঃ আবূ ইয়াযীদ, আবূ মুহাম্মাদ, আবূ আবদুল্লাহ, বংশঃ আল-জু'ফী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১২৮ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১২০ জন শিক্ষক ও ৯০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২১ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহামদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও রাফিযী মতাবলম্বী। সাঈদ বিন জুবায়র আল-আসদী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। লায়স্র বিন আবূ সুলায়ম বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম মুসলিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৪৬৫)। (হাদীস্র নং ৩৫৬, ৭২৭, ৮৫০, ১১৯৩, ১১৯৪, ১২০৮, ১২২৪, ১৮০২, ১৯১১, ২২৪৩, ২০৪৮, ২৩৪১, ২৬৬৭)

৩৭. (রাবী নং ৩৪৪৬, তা: ২৪১৮) নাম: সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৮০ জন শিক্ষক ও ৮১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র বর্জন করা হয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১১/২০০)। (হাদীস্র নং ২৮৮, ৪০১, ৪১৬, ৪৮২, ১২১৬, ১২১৭, ১৩২১, ১৩৯৮, ১৪৪০, ১৮০৪, ২১১৪, ২২৬২, ২৫৭৪)

৩৮. (রাবী নং ৫৩১, তা: ৩১৫) নাম: উসামাহ বিন যায়দ বিন আসলাম আল-কারশী আল-হাশিমী। উপনাম: আবূ যায়দ, উপাধি: আস্র সুফায়র। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪৫ জন শিক্ষক ও ৩৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নই। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কিছু হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র মুখস্থ করা পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর গ্রন্থে বলেছেন, কোন সমস্য নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২/৩৩৪) (হাদীস্র নং ১৮০৬)

৩৯. (রাবী নং তা: ৬২৪৬) নাম: মূসা বিন জুবায়র। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: স্রাহাবীদের সাক্ষাৎ পাননি। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও তিনি অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৩/৪২) (হাদীস্র নং ১৮১০)

৪০. (রাবী নং ১২০০ তা: ১০২৪) নাম: হারিস্র বিন আবদুল্লাহ আল-আ'ওয়ার আল-হামদানী। উপনাম: আবূ যুহায়র, বংশ: আল-কূফী, আল-হামদানী, আল-খারিফী। তিনি কূফা শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ ইসহাক আস-সুবায়ঈ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যুহায়র বিন হারব আন-নাসায়ী, আলী ইবনুল মাদীনী ও যুহায়র বিন মুআবিয়াহ আল-জু'ফী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আমির বিন শুরাহবীল আশ-শা'বী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি একজন বড় মিথ্যুক ছিলেন, আল্লাহর শপথ তিনি একজন মিথ্যুক। **মান:** তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল:** ৫/২৩৯)। (হাদীস্র নং ৯৫, ১৩৭, ৩৭৫, ৩৯৬, ৮৯৪, ৮৯৫, ৯৬৫, ১১৪৭, ১২৯৬, ১৪৩৩, ১৭৯০, ১৮১৩)

৪১. (রাবী নং ৭১৫৮, তা: ৫৪৩৪) নাম: মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ সুলায়মান আল-আরযামী আল-ফাযারী। উপনাম: আবূ আবদুর রহমান, উপাধি: ইবনু আবূ সুলায়মান। বংশ: আল-আরযামী আল-ফাযারী। জন্ম: তিনি ৭৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফা ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ৭৮ বছর বয়সে ১৫৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫২ জন শিক্ষক ও ৭৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল

ফাতহ্ আল-আয্দী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষেরা তার হাদীস পরিত্যাগ করেছে। আহমাদ বিন সালিহ্ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত ও খুবই দুর্বল। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার হাদীস বর্জন করেছেন। উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী বিন জুনায়দ, আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস ও ইমাম মুসলিম তারা সকলে বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানঃ متروك الحديث (তাহযীবুল কামালঃ ২৬/৪১) (হাদীস নং ১৮১৫, ১৮৩৩)

৪২. (রাবী নং ৪৩৭৭ তাঃ ৩৮২৮) নামঃ আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ বিন আয়িয। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, উপাধিঃ আল-কারয। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নন। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার ও তার পিতার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল** ১৭/১৩২) (হাদীস নং ৭১০, ৭৩১, ১১০১, ১১০৭, ১২৭৭, ১২৮৭, ১২৯৪, ১২৯৮, ১৮৩০)

৪৩. (রাবী নং ৩২৫৮, তাঃ ২২২২) নামঃ সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ বিন আয়িয। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীসের ইমাম তাওসীক করেননি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি পরিচিত নন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীসের ইমাম তাওসীক করেননি। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল** ১০/২৯২) (হাদীস নং ৭১০, ৭৩১, ১১০১, ১১০৭, ১২৭৭, ১২৮৭, ১২৯৪, ১২৯৮, ১৮৩০)

৪৪. (রাবী নং ২৪৬৭, তাঃ ১৪৫২) নামঃ হাকীম বিন জুবায়র আল-আসদী। বংশঃ আল-আসদী আস্ সাকাফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নই। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও ইযতিরাব করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল (তাহযীবুল কামালঃ ৭/১৬৫) (হাদীস নং ১৮৪০)

৪৫. (রাবী নং ৬৩৩৭, তাঃ ৪৬৬৭) নামঃ ঈসা বিন মায়মূন। উপাধিঃ ইবনু তালিদান, তিনি ওয়াসিত ও মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি তিনি সিকাহ নয়, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল

ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি মুনকার। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মানঃ متروك الحديث (তাহযীবুল কামালঃ ২৩/৪৮) (হাদীস্র নং ১৮৪৬)

৪৬. (রাবী নং ৫৭৭০ তাঃ ৪০৭০) নামঃ আলী বিন যায়দ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ যুহায়র বিন আবদুল্লাহ বিন জুদআন বিন উমার বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তামীম বিন মুররাহ আল-কারশী আত-তামীমী। উপনামঃ আবুল হাসান, উপাধিঃ ইবনু আবূ মুলায়কাহ, বংশঃ আত-তামীমী, আল-কারশী। তিনি বাসরাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৩১ হিজরীতে তিনি বাসরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১১২ জন শিক্ষক ও ১৫১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা হলেও তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট দুর্বল। ইমাদুদ্দীন বিন কাস্রীর আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি আমাদের নিকট মুনকার। ওয়াহব বিন খালিদ বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২০/৪৩৪)। (হাদীস্র নং ১১৬, ২১৯, ২৯৪, ৬০২, ১১৬৩, ১৪২৫, ১৮৫২, ১৯১০, ১৯৮০, ২১৫৩, ২২৭৩, ২৪৭৪, ২৬২৮, ২৮৭৩)

৪৭. (রাবী নং ৭৪১৯, তাঃ ৫৮৮৮) নামঃ মুসাবির আল-হিমইয়ারী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার জন ২ শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামালঃ ২৭/৪২৫) (হাদীস্র নং ১৮৫৪)

৪৮. (রাবী নং ৪৩৬৪) নামঃ ইবনু আনউম আল-ইফরীকী। পূর্ণ নামঃ আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম বিন মুনাব্বিহ ইবনুন নামাদাহ বিন হুওয়াল বিন আমর বিন আওসাত বিন সা'দ বিন যী শা'বায়ন বিন ইয়া'ফুর বিন যব' বিন শা'বান বিন আমর বিন মুআবিয়াহ বিন কায়স আশ-শায়বানী। উপনামঃ আবূ খালিদ, আবূ আয়্যূব। বংশঃ আশ-শা'বানী, আল-ইফরীকী। জন্ম ৭৫ হিজরী, তিনি আফরীকাহ, মিস্র, কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৮১ বছর বয়সে ১৫৬ হিজরীতে আফরীকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রথম যুগের তাবিঈ (৭ম স্তরের রাবী)। তার ৬৮ জন শিক্ষক ও ৭৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল হাসান আল-কাত্তান বলেন, তার অধিক মুনকার করার কারণে দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, আহলে ইলমগণ তাকে হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-মারওয়াযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর বিন আবূ দাউদ বলেন, তিনি সৎ ব্যক্তি। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে তবে দলীলযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ রাবী থেকে মাওযুভ'াবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি ইবনু লাহীআহ থেকেও খুবই দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**ঃ ১৭/১০২)। (হাদীস্র নং ৫৪, ২২৯, ৫১২, ৭১৭, ৯৭০, ১৮৫৫, ১৮৫৯, ২৪৩৫, ২৬৯৪)

৪৯. (রাবী নং ৫৮২৮ তাঃ ৪১৫৪) নামঃ আলী বিন ইয়াযীদ বিন আবূ হিলাল আল-হানী। উপনামঃ আবুল হাসান, আবূ আবদুল মালিক, উপাধিঃ ইবনু আবূ হিলাল, ইবনু আবূ যিয়াদ, বংশঃ আল-হানী, আশ-শামী আদ-দিমাশকী। তিনি শাম ও দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১১৩ হিজরী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিস্রী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমীযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বালকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে একমত যে, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী ও ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** منكر الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/১৭৮)। (হাদীস্র নং ২২৮, ২৪৫, ২৮৯, ২৯৯, ১৮৫৭)

৫০. (রাবী নং ৪৩৭১, তাঃ ৩৮২৩) নামঃ আবদুল রহমান বিন সালিম বিন উতবাহ বিন উওয়ায়ম বিন সাঈদাহ আল-আনস্রারী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** হাদীস্র দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/১২৭) (হাদীস্র নং ১৮৬১)

৫১. (রাবী নং ৩৪৫৯ তাঃ ২৬৫৬) নামঃ সাল্লাম বিন সাওওয়ার আস্র স্রাকাফী। উপনামঃ আবুল আব্বাস, বংশঃ আস্র স্রাকাফী। তিনি দিমাশক, শাম, খুরাসান ও মাদাইন শহরে বসবাস করতেন এবং তিনি দিমাশক শহরে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৩৪ জন শিক্ষক ও ২৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৭ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমার নিকট তিনি মুনকার অর্থাৎ কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী তাকে স্রিকাহ বললেও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/২৮৬) (হাদীস্র নং ১৮৬২)

৫২. (রাবী নং ৬৫৬৩, তাঃ ৪৯৪৪) নামঃ কাস্রীর বিন সুলায়ম (কাসীর বিন আবদুল্লাহ আস সামী আন নাজী আবূ হাশিম আল-উবালী আল-বাস্রারী)। উপনামঃ আবূ হিশাম, আবূ সালামাহ। তিনি ওয়াসিত আয়লা ও বাস্ররায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৩১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি

দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল-মিয্যী, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ منكر الحديث (তাহযীবুল কামালঃ ২৪/১২১) (হাদীস্র নং ১৮৬২)

৫৩. (রাবী নং ৪০২১, তাঃ ২৯৭৮) নামঃ তালহাহ বিন আমর বিন উস্মান আল-হাযরামী। তিনি হাযরামাওত ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ৬৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ৪৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বিশারদের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী ও যহ্হাক বিন মাখলাদ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ১৩/৪২৭) (হাদীস্র নং ৮৫৭, ১৮৬৩, ২৭০৯)

৫৪. (রাবী নং ৪০৬৯, তাঃ ৩০১৪) নামঃ আসিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আসিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৩২ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৩১ জন শিক্ষক ও ৪৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করাও যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বলতার দিক থেকে প্রসিদ্ধ। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবূ আসিম তাকে স্থিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ১৩/৫০০) (হাদীস্র নং ৯০৭, ১০২০, ১৪৫৬, ১৫৪৬, ১৮৮৮)

৫৫. (রাবী নং ৭৩৩৬, তাঃ ৫৭০৩) নামঃ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ বিন কাস্রীর বিন রিফাআহ বিন সিমাআহ আল-আজালী আর-রিফাঈ। উপনামঃ আবূ হিশাম, তিনি কূফা ও মাদায়িন শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি বাগদাদে ২৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৬০ জন শিক্ষক ও ৯১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি স্থিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্থিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২৭/২৪) (হাদীস্র নং ১৪২০, ১৫০৪, ১৮৯০)

৫৬. (রাবী নং ২৬৩১, তাঃ ১৫৯৬) নামঃ খালিদ বিন ইয়াস বিন স্বাখর বিন উবায়দ বিন হুযায়ফাহ বিন গানিম বিন আমির বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন উওয়ায়জ। উপনামঃ আবুল হায়স্রাম। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন।

স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৬ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৪ জন থেকে ও তার থেকে ৪৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।. তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমীযী বলেন, হাদীস্র বিশারদের নিকট তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তিনি সকলের নিকট দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা হুকুম-আহকামের জন্য দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ ইবনু মুস্রান্না বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আম্মার তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/২৯) (হাদীস্র নং ৭৬০, ১৫০২, ১৮৯৫)

৫৭. (রাবী নং ১৬৭৯, তাঃ ৬১৪৮) নামঃ মুফাযযাল বিন আবদুল্লাহ আল-কূফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২৮/৪১০) (হাদীস্র নং ১৯১১)

৫৮. (রাবী নং ৫২০১, তাঃ ৭৫৯৯) নামঃ আবদুল মালিক বিন হুসায়ন বিন মালিক আন-নাখঈ। উপনামঃ আবূ মালিক, উপাধিঃ ইবনু আবুল হুসায়ন, বংশঃ আন-নাখঈ। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩৩ জন শিক্ষক ও ২৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ৩৪/২৪৭) (হাদীস্র নং ৮৯৫, ১৯১৫, ২৪৯১)

৫৯. (রাবী নং ৫০৫, তাঃ ২৮৭) নামঃ আহওয়াস্র বিন হাকীম বিন উমায়র ইবনুল আসওয়াদ। তিনি দিমাশক, হিমস্র ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৪০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হিফযে দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আওফ আল-হিমসী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২/২৮৯) (হাদীস্র নং ১৯২১)

৬০. (রাবী নং ১২১৭, তা: ১০৪২) নাম: হারিস্র বিন মুখাল্লিদ আয যুরাকী আল-আনসারী। তিনি মাদীনাহ ও যুরাক নামক শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাকবূল। মান: (তাহযীবুল কামাল: ৫/২৭৮) (হাদীস্র নং ১৯২৩)

৬১. (রাবী নং ৩১৮৭, তা: ২১৪৫) নাম: সালিম বিন রাযীন আল-আহমারী। উপনাম: আবূ আবদুল্লাহ। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** مجهول الحال **(তাহযীবুল কামাল:** ১০/১৪০) (হাদীস্র নং ১৯৩৩)

৬২. (রাবী নং ৯৫৩, তা: ৩৬৭) নাম: ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন সাওয়দাহ। উপনাম: আবূ সুলায়মান, উপাধি: ইবনু আবূ ফারওয়াহ, বংশ: আল-উমাবী আল-কারশী, তিনি মাদীনা ও শাম শহরে বসবাস করতেন। তিনি মুআবিয়াহ বিন সুফইয়ান এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৮২ জন শিক্ষক ও ৫৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মালিক বিন আনাস তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন ও তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, মাদীনী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মান:** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামাল:** ২৮/৪৪৬)। (হাদীস্র নং ৩৪৫, ৪৮২, ৭৩৪, ১৯৫০, ২০২৪, ২৬৪৫, ২৬৬৪, ২৬৭৯, ২৭৩৫)

৬৩. (রাবী নং ১৬৯, তা: ৭৩৪০) নাম: আবূ খিরাশ আর-রুআয়নী। উপনাম: আবূ খিরাশ। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল:** ৩৩/২৭৮) (হাদীস্র নং ১৯৫০)

৬৪. (রাবী নং ৪২৩৮, তা: ৩৭১৭) নাম: আবদুল হামীদ বিন সুলায়মান আল-খুযাঈ। উপনাম: আবূ উমার। বংশ: আল-খুযাঈ। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল ছাড়া কিছুই না।

আবূ আহমাদ বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও সানাদে পরিবর্তন করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। আবূ যুর'আহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শু'আয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্বিকাহ নন। ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ আল-হারুবী বলেন, তিনি মুখান্নাস বা হিজড়া। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ জাযারাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ১৬/৪৩৪) (হাদীস্র নং ৯৮১, ১৯৬৭)

৬৫. (রাবী নং ১২০৮, তাঃ ১০৩৫) নামঃ হারিস্র বিন ইমরান আল-জা'ফারী। উপনামঃ আবূ সাহল। তিনি মাদীনা ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি তার রেওয়ায়াত বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি স্বিকাহ নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ যুর'আহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/২৬৭) (হাদীস্র নং ১৯৬৮)

৬৬. (রাবী নং ৫৮৬৯, তাঃ ৪১৭৭) নামঃ উমারাহ বিন স্বাওবান আল-হিজাযী। তিনি হিজাযী শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবদুল হাক বিন আবদুর রহমান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/২৩১) (হাদীস্র নং ১৯৭৭, ২০৫৪)

৬৭. (রাবী নং ৭১৩) নামঃ উম্মু মাহাম্মাদ, মূল নামঃ উমায়্যাহ বিনতু আবদুল্লাহ। উপনামঃ উম্মু মাহাম্মাদ। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম তিরমিযী বলেন, তার হাদীস্র হাসান। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুলাহ বা অপরিচিত। **মানঃ** مجهول الحال (হাদীস্র নং ১৯৮০)

৬৮. (রাবী নং ৫৯২৯ তাঃ ৪২১১) নামঃ উমার বিন হাবীব বিন মুহাম্মাদ বিন মুজাহিদ বিন সুবায়' ইবনুল হারিস্র বিন আবদুল হারিস্র বিন আসাদ বিন কা'ব বিন জান্দাল আল-আদাবী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি বাস্রায় ২০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুর'আহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা তার থেকে একটি হরফও লিখিনি। আহমাদ বিন শু'আয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/২৯০) (হাদীস্র নং ১১২১, ১৯৮২)

৬৯. (রাবী নং ২৪২২, তাঃ ১৩৮৬) নামঃ হাফস্র বিন জুমায়' আল-আজালী আল-কূফী। তিনি বাস্রাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়।

তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি যখন এককভাবে কোন হাদীস্র বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৬) (হাদীস্র নং ২০০৮)

৭০. (রাবী নং ৫২৭৪ তাঃ ৩৬০১) নামঃআবদুল ওয়াহ্হাব বিন যাহ্হাক বিন আবান আস-সুলামী। উপনামঃ আবুল হারিস্র, বংশঃ আস-সুলামী। তিনি আরয শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ২৪৫ হিজরী। তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার দ্বারা দলীল প্রদান করা ঠিক নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী ও আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আবূ হাতিম তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু ইরাক বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত, তিনি মিথ্যুক। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মানঃ জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (তাহযীবুল কামালঃ ১৮/৪৯৪)। (হাদীস্র নং ১৪১, ৭৭২, ১১৬৫, ১৩১৭, ২০১৪, ২২৪৭)

৭১. (রাবী নং ৪৯৬৮ তাঃ ৩৪৪০) নামঃ আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস্ বিন আস্রিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব আল-কারশী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, আবুল কাসিম। উপাধিঃ আস-সুগায়র, বংশঃ আল-কারশী। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি মাদীনায় ১৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬৮ জন শিক্ষক ও ১৭৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ৪২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস বলেন, তিনি স্রিকাহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ১৫/৩২৭) (হাদীস্র নং ৬১২, ১১২৪, ১২৯৫, ১২৯৯, ১৫৯০, ২০১৫, ২১৩৬, ২৩৮৬, ২৩৯৭)

৭২. (রাবী নং ৫৩৭৮, তাঃ ৩৬৯৪) নামঃ উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-ওয়াস্‌স্বাফী। উপনামঃ আবূ ইসমাঈল। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/১৭৩) (হাদীস্র নং ২০১৪)

৭৩. (রাবী নং ৫৩২১, তাঃ ৩৭৩৩) নামঃ উবায়দ ইবনুল কাসিম আল-আসদী আত তায়মী। বংশঃ আল-আসদী আত তায়মী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র

বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব জালকারী। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৯/২২৯) (হাদীস্ব নং ২০৩৭)

৭৪. (রাবী নং ৪৩৩৯, তা: ৩৭৯২) নাম: আবদুর রহমান বিন হাবীব বিন আরদাক। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মুনকার অর্থাৎ কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৭/৫২) (হাদীস্ব নং ২০৩৯)

৭৫. (রাবী নং ১৬০৮, তা: ৪৮৩৬) নাম: কাসিম বিন ইয়াযীদ। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৩/৪৬৫) (হাদীস্ব নং ২০৪২)

৭৬. (রাবী নং ৩৫২৮ তা: ৭২৬৮) নাম: সুলামী বিন আবদুল্লাহ বিন সুলামী আল-হুযালী। উপনাম: আবূ বাকর, বংশ: আল-হুযালী। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৬৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করলেও তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তার থেকে কোন হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বলেন, তিনি মিথ্যা বলতেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৩/১৫৯) (হাদীস্ব নং ৯২১, ২০৪৩)

৭৭. (রাবী নং ৭১৪৯, তা: ৫৪৪২) নাম: উবায়দ বিন আবূ স্বালিহ। তিনি কাদস ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৬/৬২) (হাদীস্ব নং ২০৪৬)

৭৮. (রাবী নং ২২০০, তা: ৯৮৫) নাম: জাবির বিন সাঈদ। উপনাম: আবুল কাসিম। উপাধি: জুওয়ায়বির। বংশ: আল-আযদী। তিনি বালখ, বাগদাদ, বাস্বরাহ ও খুরাসানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার

৯ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা যাবে না। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না তবে তার থেকে তাফসীর গ্রহণ করা যায়। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/১৬৭) (হাদীস্র নং ২০৪৯)

৭৯. (রাবী নং ১৪৩৪, তাঃ ১৯৬৩) নামঃ যুবায়র বিন সাঈদ বিন সুলায়মান বিন সাঈদ বিন নাওফাল ইবনুল হারিস্র বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম আল-কারশী। উপনামঃ আবূ হাশিম, আবুল কাসিম। বংশঃ আন নাওফালী আল-কারশী আল-হাশিমী। তিনি মাদীনাহ ও মাদাইন শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইয়াহইয়া বিন মাঈনও তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৩০৪) (হাদীস্র নং ২০৫১)

৮০. (রাবী নং ৪৯৬৪, তাঃ ৩৪৩৬) নামঃ আবদুল্লাহ বিন আলী বিন ইয়াযীদ বিন রুকানাহ। বংশঃ আল-কারশী আল-মুত্তালিবী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৩২৩) (হাদীস্র নং ২০৫১)

৮১. (রাবী নং ৫৮২৯, তাঃ ৪১৫২) নামঃ আলী বিন ইয়াযীদ বিন রুকানাহ। বংশঃ আল-কারশী আল-মুত্তালিবী। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/১৭৪) (হাদীস্র নং ২০৫১)

৮২. (রাবী নং ৫৫৪২ তাঃ ৩৮৪৬) নামঃ উস্রমান বিন আতা' বিন আবূ মুসলিম আল-খুরাসানী। উপনামঃ আবূ মাসঊদ, উপাধিঃ ইবনু আবূ মুসলিম, বংশঃ আল-খুরাসানী আল-মাকদাসী। তিনি খুরাসান ও মাকদাসে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৫৫ হিজরী ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৫৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি

নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে হাদীস্র বানিয়ে বর্ণার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে মুনকাররূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম মুসলিম ও ইবনু মাঈন বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৯/৪৪১)। (হাদীস্র নং ২৩৯, ১৪২৮, ২০৭১)

৮৩. (রাবী নং ৫৯৬৫, তা: ৪২৫৬) নাম: আমর বিন শুআয়ব আল-মুসলী। উপনাম: আবূ হাফস্র। বংশ: আল-মাযহাজী। তিনি মুসলিয়াহ ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ২০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২১/৩৯০) (হাদীস্র নং ২০৭৯)

৮৪. (রাবী নং ৭৫৪১, তা: ৬০১৬) নাম: মুযাহির বিন আসলাম। তিনি মক্কা ও মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তার সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈণ বলেন, তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৮/৯৬) (হাদীস্র নং ২০৮০)

৮৫. (রাবী নং ৬০০৯, তা: ৪৩০৯) নাম: উমার বিন মুআত্তিব। উপাধি: ইবনু আবী মুআত্তাব। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কিছু হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যা আমার নিকট পৌঁছেনি। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আমরা তাকে চিনি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তাকে আমি চিনিনা, তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো তিনি কি স্রিকাহ? তিনি বলেন, আমি জানি না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী তার আয যুআফা' গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি নর্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি তার 'যুআফা'' গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২১/৫০৮) (হাদীস্র নং ২০৮২)

৮৬. (রাবী নং ৫২৩৮ তা: ৩৫৫৭) নাম: আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আল-হিময়ারী। উপনাম: আবুয যুরাকা' তিনি সনআ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৩ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস্র গ্রহণ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান

বলেন, তিনি এককভাবে জাল হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। মানঃ মাকবূল। (তাহযীবুল কামালঃ ১৮/৪০৫) (হাদীস্ব নং ৯১৯, ২০৯১, ২১২৮, ২৮২৭)

৮৭. (রাবী নং ৫০৪১, তাঃ ৩৫২৩) নামঃ আবদুল্লাহ বিন মুহাররার। তিনি হাররান, জাযীরাহ ও আর রিক্কাহ নামক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষ তার হাদীস্ব বর্জন করেছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, আলী ইবনুল জুনায়দ আর রাযী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তারা সকলে বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ متروك الحديث (তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/২৯) (হাদীস্ব নং ২০৯৯)

৮৮. (রাবী নং ১৩৫, তাঃ ৭২৬২) নামঃ আবূ বাকর বিন ইয়াহইয়া ইবনুন নাযর। উপনামঃ আবূ বাকর, তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল কিংবা স্বিকাহ নন, তিনি নির্ভরযোগ্য। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্বের ইমাম তাওস্বীক করেননি। মানঃ মাকবূল। (তাহযীবুল কামালঃ ৩৩/৫২) (হাদীস্ব নং ১৩৭২, ২১০২)

৮৯. (রাবী নং ১৮৫৮, তাঃ ৬৭৫) নামঃ বাশ্শার বিন কিদাম। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৮২) (হাদীস্ব নং ২১০৩)

৯০. (রাবী নং ৬২৬৭, তাঃ ৪৫৫৪) নামঃ আওন বিন উমারাহ আল-আবদী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ। তিনি বাসরাহ ও কায়স নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ২১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই হাদীস্ব ব্যতীত অন্য কোথাও তার সম্পর্কে জানা যায় না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় অমনোযোগী ও সন্দেহ করেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৪৬১) (হাদীস্ব নং ২১১১)

৯১. (রাবী নং ৫৯৮২, তাঃ ৪২৭০) নামঃ উমার বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়া'লা আস্ব-স্বাকাফী। বংশঃ আস্ব-স্বাকাফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্ব

বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি তার পিতা থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। জারীর বিন আবদুল হামীদ বলেন, তিনি মদ পান করতেন। যাইদাহ বিন কুদামাহ আস্র স্রাকাফী বলেন, আমি তাকে মদ পান করতে দেখেছি। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল:** ২১/৪১৭) (হাদীস্র নং ২১১২)

৯২. (রাবী নং ৪৬৪৪, তাঃ ৩৩৩৮) নামঃ আব্বাদ বিন আবূ স্বালিহ। উপাধিঃ ইবনু আবূ স্বালিহ, আব্বাদ রাকাবাহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি তার পিতা থেকে এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে তার পিতা থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার তথা কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৫/১১৬) (হাদীস্র নং ২১২০, ২১২১)

৯৩. (রাবী নং ১০১৮, তাঃ ৪৪২) নামঃ ইসমাঈল বিন রাফি' বিন উইয়ায়মির। উপনামঃ আবূ রাফি', উপাধিঃ ইবনু আবূ উইয়ায়মির। বংশঃ আল-মুযনী। তিনি মাদীনাহ ও বাস্ররায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪৯ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সকল হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী, ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম আয-যহারী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল জারূদ, আল-খাতীবুল বাগদাদী, সুলায়মান বিন বিনতু শুরাহবীল, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মুকাদ্দাসী, মুহাম্মাদ বিন আম্মার ও ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩/৮৫) (হাদীস্র নং ১৩৩৭, ২১২৭, ২৭৬৩)

৯৪. (রাবী নং ২৬০৯, তাঃ ১৫৯২) নামঃ খারিজাহ বিন মুস্রআব বিন খারিজাহ আয-যুবাঈ। উপনামঃ আবুল হাজ্জাজ, বংশঃ আয-যুবাঈ, তিনি খুরাসানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬৬ জন শিক্ষক ও ৫৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৪২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন,

متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাফিয নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি গিয়াস্র বিন ইবরাহীম ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট দুর্বল। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি আমাদের সকল সাথীদের নিকট দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/১৬) (হাদীস্র নং ৪২১, ২১২৮)

৯৫. (রাবী নং ৬৬০৯, তাঃ ৪৯৮৬) নামঃ কুলস্রূম বিন জাওশান আল-কুশায়রী। তিনি রিক্কাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/২০১) (হাদীস্র নং ২১৩৯)

৯৬. (রাবী নং ৮৩৬৪ তাঃ ৬৯৫৮) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবান আর-রাকাশী। উপনামঃ আবূ আমর, বংশঃ আর-রাকাশী, আল-বাসরী। তিনি কাদারিয়াহ মতাবলম্বী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। তিনি ৫ম স্তরের রাবী মৃত্যুঃ ১১৯ হিজরী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১২৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৪৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার বাসরাহ, কূফা ও অন্যান্য স্থনের স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না, আসমাউস স্রিফাত গ্রন্থে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বালিহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, ও স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। মানঃ দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ৩২/৬৪)। (হাদীস্র নং ৮৮, ৪৩১, ১০৯১, ১৪৪০, ২১৪৩, ২৭০০)

৯৭. (রাবী নং ৮০৭৪, তাঃ ৬৬১২) নামঃ হিলাল বিন জুবায়র আল-বাস্রারী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি আনাস বিন মালিক থেকে ও তার থেকে ফারওয়াহ বিন যূনুস হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/৩২৭) (হাদীস্র নং ২১৪৭)

৯৮. (রাবী নং ১৪৩৮, তাঃ ১৯৬৭) নামঃ যুবায়র বিন উবায়দ। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে

২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৯/৩১২) (হাদীস্র নং ২১৪৮)

৯৯. (রাবী নং ৬০১৮, তা: ৪৩১৭) **নাম:** আমর বিন হারূন বিন ইয়াযীদ বিন জাবির বিন সালামাহ আস্র স্রাকাফী। উপনাম: আবূ **হাফস্র। বংশ: আস্র স্রাকাফী।** জন্ম: তিনি ১১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বালখ, বাস্ররাহ, **নাহরাওয়ান, কূফা ও মক্কায়** বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ৮০ বছর বয়সে ১৯৪ হিজরীতে বালখ নামক **স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি** ৯ম স্তরের রাবী। তার ৩০ জন শিক্ষক ও ৪৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি **৩৪ জন থেকে ও তার থেকে** ৪৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য **পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য** হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি ইবনু জুরায়জ থেকে **এককভাবে হাদীস্র** বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, **তিনি হাদীস্র** বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, মানুষ তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি ইবনু জুরায়জ থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করিনি। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। **ইবরাহীম বিন মূসা বলেন, মানুষ তার হাদীস্র বর্জন** করেছে, আমি তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করেছি কিন্তু তা বর্ণনা **করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,** তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, **তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ** বলেন, তিনি মিথ্যুক। **মান:** প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামাল:** **২১/৫২০) (হাদীস্র নং ২১৫২)**

১০০. (রাবী নং ৫৭৭১, তা: ৪০৭২) নাম: আলী বিন সালিম বিন স্রাওবান। তিনি বাস্ররায় বসবাস করতেন। **স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন** ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ **জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র** বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ **বিন আদী আল-জুরজানী** বলেন, এই হাদীস্র ব্যাতীত তার সম্পর্কে আর কোথায় জানা যায় না। আবূ জা'ফার আল-**উকায়লী এই হাদীস্রটিকে** ইশারা করে বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী **বলেন,** তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২০/৪৪৬) (হাদীস্র নং ২১৫৩)

১০১. (রাবী নং ১১৩৬, তা: ৪৯৯) নাম: আসওয়াদ বিন স্রা'লাবাহ আল-কিন্দী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি শাম শহরে পরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩/২২০) (হাদীস্র নং ১২৫৭)

১০২. (রাবী নং ৭৫২৯, তা: ৫৯৯৯) নাম: মুতাররিহ বিন ইয়াযীদ আল-আসদী আল-কিনানী। উপনাম: আবুল মুহাল্লাব। তিনি শাম ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৮/৬০) (হাদীস্র নং ২১৬৮)

১০৩. (রাবী নং ৪১৩, তা: ১০) নাম: আহমাদ বিন ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন নুবায়হ আল-কারশী। উপনাম: আবূ হুযাফাহ। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে

১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনীবলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ফাযল বিন সাহল বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবদুল বাকী বিন কানি' আল-বাগদাদী ও ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১/২৬৬) (হাদীস্র নং ২১৭৩)

১০৪. (রাবী নং ১৩২১ তাঃ ১৩৩১) নামঃ হুসায়ন ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বিন আবদুর রহমান বিন হাস্সান আল-হাকিমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ ইবনু আবূ সারিয়্যি, বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি আসকালান ও মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী ও আবূ আরূবাহ আল-হাররানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবূ সিররী আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র কেউ গ্রহণ করে না, করণ, তিনি মিথ্যুক। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ৬/৪৬৮)। (হাদীস্র নং ২৬৩, ৩৫৩, ২১৯১, ২৬৯১)

১০৫. (রাবী নং ৩৩০৬, তাঃ ২২৪৩) নামঃ সাঈদ বিন বাশীর আল-আযদী। উপনামঃ আবূ হিশাম, আবূ সালামাহ, আবূ আবদুর রহমান। তিনি দিমাশক, বাস্রাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩১ জন শিক্ষক ও ৫৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি আমাদের নিকট স্বালিহ। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্রের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন পরে তা বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছিলেন পরে তা ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ১০/৩৪৮) (হাদীস্র নং ১০৯৩, ২১৯১)

১০৬. (রাবী নং ২২৪৭, তাঃ ১০৮২) নামঃ হাবীব বিন আবূ হাবীব ইবরাহীম আল-হানাফী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ। উপাধিঃ ইবনু আবূ মুহাম্মাদ। তিনি মাদীনাহ ও মিসরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ২১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য । আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মানুষের মাঝে বড় মিথ্যুক, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করতেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মিথ্যা কথা বলতেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** মিথ্যুক ও জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৩৩৬) (হাদীস্র নং ২১৯৩)

১০৭. (রাবী নং ৪৮৭৬, তাঃ ৩৩৫৫) নামঃ আবদুল্লাহ বিন আমির আল-আসলামী। উপনামঃ আবূ আমির। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৫০ হিজরীতে মাদীনায় ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩৮ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা

করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস সাজীসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের বিষয় নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী আল-আওযাঈ ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুর রাহমান ও ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/১৫০) (হাদীস্র নং ২১৯৩)

১০৮. (রাবী নং ৭৬৮, তাঃ ৬২০) **নামঃ** আয়্যূব বিন উতবাহ আল-ইয়ামামী। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া। তিনি ইয়ামামাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ৪৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, তিনি বাগদাদ আসার পর তার নিকট কোন কিতাব নাথাকায় তার মুখস্থ হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সন্দেহ করতেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করতেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুবল। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৪৮৪) (হাদীস্র নং ২১৯৫)

১০৯. (রাবী নং ৬৭৯৪, তাঃ ৫০৩৫) নামঃ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-বাহিলী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/৩৩৫) (হাদীস্র নং ২১৯৬)

১১০. (রাবী নং ৪৬১৮, তাঃ ৩৬৭৫) নামঃ আবদুল্লাহ আল-হানাফী। উপনামঃ আবূ বাকর। উপাধিঃ আনাস বিন মালিক এর সাথী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার আদালাত সম্পর্কে জানা যায় না, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইমাম তিরমিযী তাকে হাসান বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু আবদুল বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত ও তার সংবাদ মুনকার। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম তিরমিযী তাকে হাসান বলেছেন। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৩৩৮) (হাদীস্র নং ২১৯৮)

১১১. (রাবী নং ৮৫৪৭, তাঃ) নামঃ ইয়া'লা বিন শাবীব। তিনি যুবায়রিয়াহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলন, তিনি সত্যবাদী ও হাদীস্র বর্ণনায় হাসান। **মানঃ** সত্যবাদী ও হাদীস্র বর্ণনায় হাসান। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৩৮৫) (হাদীস্র নং ২২০৪)

১১২. (রাবী নং ৭৯৬০, তা: ৬৫০০) নাম: নাওফাল বিন আবদুল মালিক ইবনুল মুগীরাহ বিন নাওফাল ইবনুল হারিস্র বিন আবদুল মুত্তালিব আল-কারশী আল-হাশিমী। বংশ: আল-কারশী আল-হাশিমী। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩০/৬৭) (হাদীস্র নং ২২০৬)

১১৩. (রাবী নং ৯৭৪, তা: ৩৯১) নাম: ইসহাক বিন ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ বিন উবাদাহ ইবনুস্র সামিত। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্র অরক্ষিত। **মান:** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামাল:** ২/৪৯৩) (হাদীস্র নং ২২১৩, ২৩৪০, ২৪৮৩, ২৪৮৮, ২৬৪৩, ২৬৭৫)

১১৪. (রাবী নং ৭৯২৮, তা: ৬৪৬৬) নাম: নুফায়' ইবনুল হারিস্র আদ-দারিমী। উপনাম: আবূ দাউদ, বংশ: আদ-দারিমী আল-হামদানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, সকলে তার দুর্বলতা ও মিথ্যার ব্যাপারে একমত। **মান:** জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩০/১০) (হাদীস্র নং ১৪৮৫, ২২২৫, ২৪১৮)

১১৫. (রাবী নং ৬৮২৯, তা: ৫১৪৭) নাম: মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন আবুল হাসান আল-বাররাদ। উপাধি: ইবনু আবুল হাসান। তিনি মাদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৫/৬০) (হাদীস্র নং ২২৩৩)

১১৬. (রাবী নং ১৪২৮, তা: ১৯৭২) নাম: যুবায়র ইবনুল মুনযির বিন আবূ উসায়দ আস-সাঈদী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জান সম্ভব হয়নি। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ থাকায় মাকবূল। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৯/৩২৯) (হাদীস্র নং ২২৩৩)

১১৭. (রাবী নং ৬৩৩৭, তা: ৩৭৬১) নাম: উবায়স বিন মায়মূন। তিনি ওয়াসিত ও মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি তার দা'ওয়াতুল কাবীর এর মাঝে বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস্র। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বলা ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মান:** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল:** ১৯/২৭৬) (হাদীস্র নং ২২৩৪)

১১৮. (রাবী নং ৬১২২, তা: ৪৩৬১) নাম: আমর বিন দীনার। উপনাম: আবূ ইয়াহইয়া। তিনি মাদীনাহ ও বাসরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩৭ জন শিক্ষক ও ৩৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২২/১৩) (হাদীস্র নং ২২৩৫)

১১৯. (রাবী নং ৫৮৭২, তা: ৪১৭৯) নাম: উমারাহ বিন হাদীদ আল-বাজালী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ আলী ইবনুস সাকান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে? তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়া'লা বিন আতা' ব্যতীত তার থেকে কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২১/২৩৬) (হাদীস্র নং ২২৩৬)

১২০. (রাবী নং ৪২৬৯, তা: ৩৭৬৮) নাম: আবদুর রহমান বিন আবূ মুলায়কাহ আল-কুরাশী। উপাধি: ইবনু আবূ মুলায়কাহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৮ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত-তাকরীবু ওয়াল মাতালিবুল আলিয়াহ গ্রন্থে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৬/৫৫৩) (হাদীস্র নং ১৫৫৮, ১৬২৭, ২২৩৮)

১২১. (রাবী নং ২১৭২, তাঃ ৯৬৬) নামঃ জুমায়' বিন উমায়র বিন আফাক আত-তায়মী। উপনামঃ আবুল আস্‌ওয়াদ, বংশঃ আত-তায়মী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি রাফিযী মতাবলম্বী ও হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি মানুষের মাঝে মিথ্যুকদের অন্যতম। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/১২৪) (হাদীস্ব নং ৫৭৪, ২২৪০)

১২২. (রাবী নং ৭৫৯৫, তাঃ ৬০৬৮) নামঃ মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া আস্‌-স্বাদাফী। উপনামঃ আবূ রাওহ, তিনি দিমাশক, শাম, স্বাদাফ, রায় ও মিস্‌রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আবূ বাকর আল-বায্‌যার বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। মূসা বিন সালামাহ তাকে বর্জন করেছেন ও তার থেকে কোন হাদীস্ব গ্রহণ করেননি। মানঃ হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২৮/২২১) (হাদীস্ব নং ৮৪২, ২২৪৭)

১২৩. (রাবী নং ৪১৮২, তাঃ ৩১৩১) নামঃ আব্বাস বিন উস্‌মান বিন শাফি' আল-কুরাশী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা বা পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিয্‌যী তার হাদীস্বের ক্ষেত্রে আস্বীস্ব বলেছেন। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/২৩২) (হাদীস্ব নং ২২৬১)

১২৪. (রাবী নং ৬০০৬ তাঃ ৪৩০৫) নামঃ উমার বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আবূ তালিব। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৫০৪) (হাদীস্ব নং ২২৬১)

১২৫. (রাবী নং ৭২৩৬, তাঃ ৫৫৪৪) নামঃ মুহাম্মাদ বিন ফাযা' বিন খালিদ আল-আয্‌দী। উপনামঃ আবূ বাহ্‌র। তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী

বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/২৭৭) (হাদীস্র নং ২২৬৩)

১২৬. (রাবী নং ৬৪১৪, তাঃ ৪৭২৪) নামঃ ফাযা' বিন খালিদ আল-জুমাহী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ ২৩/১৮৪**) (হাদীস্র নং ২২৬৩)

১২৭. (রাবী নং ৬৭, তাঃ ৭৪৪৩) নামঃ আবুস্র স্বালত আস্র স্বাকাফী। উপনামঃ আবুস্র স্বালত, বংশঃ আস্র স্বাকাফী। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল মুহাসিন, আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৪২৮) (হাদীস্র নং ২২৭৩)

১২৮. (রাবী নং ৭৮৭৭, তাঃ ৬৩৮৬) নামঃ নাজীহ বিন আবদুর রহমান আস সানাদী। উপনামঃ আবূ মা'শার। তিনি সানাদ ও মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৭০ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৮৫ জন শিক্ষক ও ১১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৪০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্রিকাহ নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তার মুখস্থ করার আগে হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে কিছু আহলে ইলম সমালোচনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি সকলে তাকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৩২২) (হাদীস্র নং ২২৭৪, ২৫৭৫)

১২৯. (রাবী নং ১৭০৯, তাঃ ৭৭৭২) নামঃ আন নাজরানী। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী, উস্রমান বিন সা'দ ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/২৫) (হাদীস্র নং ২২৮৪)

১৩০. (রাবী নং ৭৮৮৬, তাঃ ৬৪০৯) নামঃ নাস্র ইবনুল কাসিম। উপনামঃ আবূ জাযা' স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র বানোয়াট। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৩৬৫) (হাদীস্র নং ২২৮৯)

১৩১. (রাবী নং ৪৫২৪, তা: ৩৪০৫) নাম: আবদুর রহমান বিন দাউদ। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি অপরিচিত ও তার হাদীস্র অরক্ষিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল:** ১৮/৩৩) (হাদীস্র নং ২২৮৯)

১৩২. (রাবী নং ৩৮৮১, তা: ২৮২০) নাম: স্বালিহ্ বিন স্বুহায়ব বিন সিনান আর রূমী। তিনি রূম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি অপরিচিত। **মান:** مجهول الحال **(তাহযীবুল কামাল:** ১৩/৬০) (হাদীস্র নং ২২৮৯)

১৩৩. (রাবী নং ৭৪৮১, তা: ৫৯৩৯) নাম: মুসলিম বিন কায়সান আল-মুলায়ী। উপনাম: আবূ আবদুল্লাহ, আবূ হামযাহ। তিনি মক্কা ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ৫১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন, তার হাদীস্র তিনি বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন তিনি স্বিকাহ নয়, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন স্বালিহ্ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ আর রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সামালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল:** ২৭/৫৩০) (হাদীস্র নং ২২৯৬)

১৩৪. (রাবী নং ১২৪০) নাম: হাসান ইবনু আবূল হাকাম আল-গিফারী। উপাধি: ইবনু আবূল হাকাম, বংশ: আল-গিফারী। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মান:** মাকবূল। (হাদীস্র নং ২২৯৯)

১৩৫. (রাবী নং ৩৫৩৫, তা: ২৪৮১) নাম: সালীত বিন আবদুল্লাহ আত-তুহাবী। বংশ: আত তামীমী। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী বলেন, সানাদটি অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল:** ১১/৩৩৭) (হাদীস্র নং ২৩০৩)

১৩৬. (রাবী নং ২৮৪২) নাম: যুহায়ল বিন আওফ বিন শাম্মাখ আত-তুহাবী। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** (হাদীস্র নং ২৩০৩)

১৩৭. (রাবী নং ৩০০১, তা: ১৯৮৩) নাম: যারবী বিন আবদুল্লাহ আল-আযদী। উপনাম: আবূ ইয়াহইয়া। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তবে তার কিছু হাদীস্র মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি মুনকার। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বর্ণনা

করেছেন, তিনি আনাস বিন মালিক ও অন্যান্যদের থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ منكر الحديث (তাহযীবুল কামালঃ ৯/৩৪৬)** (হাদীস্র নং ২৩০৬)

১৩৮. (রাবী নং ৫৭৯৮, তাঃ ৪১০৮) নামঃ আলী বিন উরওয়াহ আদ দিমাশকী আল-কুরাশী। তিনি দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবুল ফাতহ আল-আম্বদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু আসিম বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার সকল হাদীস্র মিথ্যা, তিনি বানায়োট হাদীস্র বর্ণনা করেন। **মানঃ متروك الحديث (তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৬৯) (হাদীস্র নং ২৩০৭, ২৮২৩)

১৩৯. (রাবী নং ৮০৫৯, তাঃ ৬৫৯১) নামঃ হিশাম বিন ইয়াহইয়া ইবনুল আস বিন হিশাম ইবনুল মুগীরাহ বিন **আবদুল্লাহ বিন উমার বিন মাখযূম আল-কুরাশী** আল-মাখযূমী। বংশঃ আল-কুরাশী আল-মাখযূমী। তিনি মাদীনাহ ও **হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের** রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ **জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা** করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/২৬৪) (হাদীস্র নং ২৩৩৬)

১৪০. (রাবী নং ৫৭০০, তাঃ ৪০০৬) নামঃ ইকরিমাহ বিন সালামাহ বিন রাবীআহ। উপাধিঃ ইবনু আবূ রাবীআহ। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপারিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপারিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২০/২৫২) (হাদীস্র নং ২৩৩৬)

১৪১. (রাবী নং ২৮২২, তাঃ ১৮০৪) নামঃ দাহশাম বিন কুররান আল-উকালী। বংশঃ আল-উকালী। তিনি ইয়ামামাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ আর রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না, তিনি দুর্বল। **মানঃ متروك الحديث (তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৪৯৬) (হাদীস্র নং ২৩৪৩, ২৬৩৬)

১৪২. (রাবী নং ৭৯৩৪, তাঃ ৬৪৭২) নামঃ নিমরান বিন জারিয়াহ বিন যুফর আল-হানাফী। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১৯) (হাদীস্র নং ২৩৪৩, ২৬৩৬)

১৪৩. (রাবী নং ৪২৩৭, তা: ৩৭১৬) নাম: আবদুল হামীদ বিন সালামাহ আল-আনসারী। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৬/৪৩২) (হাদীস্র নং ২৩৫২)

১৪৪. (রাবী নং ৬৫৬৫ তা: ৪৯৪৮) নাম: কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ বিন যায়দ বিন মিলহাহ আল-মুযনী আল-মাদীনী। বংশ: আল-মুযনী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৪৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-বুরাকী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। মান: متروك الحديث। (তাহযীবুল কামাল: ২৪/১৩৬)। (হাদীস্র নং ১৬৫, ২০৯, ২১০, ৩৩৬, ১১৩৮, ১২৭৯, ১৫০৬, ২৩৫৩, ২৪৮৪, ২৬৭৪)

১৪৫. (রাবী নং ৫০৮৪) নাম: আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন হুরমুয। উপনাম: আবুল আজফা' আবূ ইয়া'লা। তিনি ফিদাক ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৬/১৩০) (হাদীস্র নং ২৩৫৭)

১৪৬. (রাবী নং ৮৮, তা: ৭৬৩৮) নাম: আবুল মু'তামির বিন রাফি' আল-মাদীনী। উপনাম: আবুল মু'তামির, বংশ: তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইবনু আবদুর বার্র আল-আন্দালাসী বলেন, তিনি ইলম বহনে পরিচিত নয়। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৪/৩০৫) (হাদীস্র নং ২৩৬০)

১৪৭. (রাবী নং ৩৯৪, তা: ২৭৭) নাম: উবাই বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ বিশর আদ দাওলাবী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম

বুখারী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/২৬৯) (হাদীস্র নং ২৩৬৪)

১৪৮. (রাবী নং ৬৮৫৩, তাঃ ৫৫৪০) নামঃ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত আত তামীমী। উপনামঃ আবূ আলী। বংশঃ আত তামীমী। তিনি বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়েছিলেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আয্দী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি মুহারিব বিন দিস্রার থেকে জাল হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল তার মিথ্যা কথা বলার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। **মানঃ** মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৬/২৬৯) (হাদীস্র নং ২৩৭৩)

১৪৯. (রাবী নং ৪৬৪, তাঃ ৬৩) নামঃ আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন যূসুফ আল-আরআরী। উপনামঃ আবুল আব্বাস। তিনি বাস্ররায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি একাদশ স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি পরিচিত নয়। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১/৩৭৫) (হাদীস্র নং ২৩৮৬)

১৫০. (রাবী নং ১৬১৯, তাঃ ৫৭৭৩) নামঃ মুস্রান্না ইবনুস সাব্বাহ আল-ইয়ামানী। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া, আবূ আবদুল্লাহ। তিনি ইমান ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২০ জন শিক্ষক ও ৬৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, পূর্ব ইমামগণ তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন সাহনূন, মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও মুহাম্মাদ বিন আম্মার তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/২০৩) (হাদীস্র নং ২৩৮৮, ২৪০১, ২৭৩১, ২৭৪৫)

১৫১. (রাবী নং ৫১৪৯, তাঃ ৩৬৫৩) নামঃ আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া আল-আনসারী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, ইনশাআল্লাহ তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। **মানঃ مجهول الحال** (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/২৯৬) (হাদীস্র নং ২৩৮৯)

১৫২. (রাবী নং ৮১৯ তাঃ ৬৯৫৫) নামঃ ইয়াহইয়া আল-আনসারী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ

হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসাকলানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৬২) (হাদীস নং ২৩৮৯)

১৫৩. (রাবী নং ৪২৩৫, তা: ৩৭১৩) নাম: আবদুল হামীদ বিন যিয়াদ বিন সায়ফী বিন সুহায়ব। তিনি মাদীনাহ ও রূম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, এই হাদীস ব্যতীত তার সম্পর্কে কোথাও জানা যায় না, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৪২৯) (হাদীস নং ২৪১০)

১৫৪. (রাবী নং ১৩৪৫, তা: ১৩৩০) নাম: হুসায়ন বিন কায়স আর-রাহাবী, উপনাম: আবূ আলী। উপাধি: হানাশ, তিনি ওয়াসিত ও রাহবাহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৬/৪৬৫) (হাদীস নং ৬৬৩, ২৪২৫, ২৪৪৬, ২৬৬০, ২৬৮৩)

১৫৫. (রাবী নং ১৭৪৬, তা: ৬৫৫৮) নাম: হিরমাস বিন হাবীব আত তামীমী। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি একজন গ্রাম্যলোক. তার থেকে নাযর ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তাকে চিনিনা। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১৬২) (হাদীস নং ২৪২৮)

১৫৬. (রাবী নং ২২৭৫, তা: ১১০৬) নাম: হাবীব আত তামীমী। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৪১০) (হাদীস নং ২৪২৮)

১৫৭. (রাবী নং ৩৬৩৫, তা: ২৫৭৫) নাম: সুলায়মান বিন ইয়াসার আন নাখঈ। উপনাম: আবুস সাব্বাহ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয় তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী তার "যুআফা' ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য । আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জাড়িত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য

নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/১০৬) (হাদীস্র নং ২৪৩০)

১৫৮. (রাবী নং ৬৫২১, তাঃ ৪৯০৪) নামঃ কায়স বিন রূমী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এই হাদীস্র ছাড়া তার সম্পর্কে কোথাও কিছু জানা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, সুলায়মান বিন ইয়াসীর ব্যতীত তার থেকে কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/৩৮) (হাদীস্র নং ২৪৩০)

১৫৯. (রাবী নং ২৬৯৩, তাঃ ১৬৬৩) **নামঃ** খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ মালিক হানী আল-হামদানী। উপনামঃ আবূ হাকিম, উপাধিঃ **ইবনু আবূ মালিক**, বংশঃ আল-হামদানী, তিনি দিমাশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের **রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক** ও ৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে **১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন** হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। **তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,** তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকারভাবে বর্ণনা করেছেন। **আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায়** সত্যবাদী তবে অধিক ভুল করেন। আবূ যুরআহ আদ-দিমাশকী **বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব** আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, **ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী** ও আলী ইবনুল মাদীনী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানঃ তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তাহযীবুল কামাল ৮/১৯৬) (হাদীস্র নং ৪৮৭, ২৪৩১)

১৬০. (রাবী নং ২৯৩২) নামঃ রিশদীন বিন সা'দ বিন মুফলিহ বিন হিলাল আল-মাহরী। উপনামঃ আবুল হাজ্জাজ, বংশঃ আল-মাহরী, আল-মিস্রী। তিনি মারওয়া ও মিস্রে বসবাস করতেন। তিনি প্রথম যুগের তাবিঈ (৭ম স্তরের রাবী)। তার ৬৩ জন শিক্ষক ও ৬৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৪ জন থেকে ও তার থেকে ৩৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন মুহাক্কিক এর মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নন, অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তাছাড়া তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অমনোযোগী। আবূ হাফস্র উমার বিন শাহীন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ সাঈদ আল-মিস্রী বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে তিনি একজন ভালো মানুষ তবে আমি তার মাঝে হাদীস্র বর্ণনায় গাফলাতির কারণে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করতে দেখেছি। ইমাম তিরমিযী বলেন, কিছু আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি হাদীস্র হিফয করার আগে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুল বাকী বিন কানি' আল-বাগদাদী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে ব্যস্ত হওয়া কোন আহলে ইলমগণের উচিৎ হবে না, তিনি দুর্বল। **মানঃ** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/১৯১)। (হাদীস্র নং ৫৪, ৫২১, ৮০২, ১১১৬, ২৪৩৫, ২৬৩৭)

১৬১. (রাবী নং ৬০৪৪, তাঃ ৪৪৯৫) নামঃ ইমরান বিন আবদ আল-মুআফারী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, তিনি মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম

যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্রিকাহ। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৩৩৭) (হাদীস্র নং ৯৭০, ২৪৩৫)

১৬২. (রাবী নং ৬৯৩০ তাঃ ৫১৬৭) নামঃ মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ বিন হায়্যান আত-তামীমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ আল-হাফিয, বংশঃ আত-তামীমী আর-রাযী, তিনি বাগদাদ ও রায় নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৭৪ জন শিক্ষক ও ১৬১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল, তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে বর্জন করেছেন, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, তিনি মিথ্যুক। ইসহাক বিন মানসূর বলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ ও উবায়দ বিন ইসহাক আল-আত্তার তারা দুজন মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাফিয তবে দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। জা'ফার বিন মুহাম্মাদ আত-তয়ালাসী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, আল্লাহর শপথ তিনি একজন মিথ্যুক ছিলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ফাযালাক আর-রাযী বলেন, ইবনু হুমায়দ থেকে আমার নিকট ১০০০ হাদীস্র রয়েছে, কিন্তু তা থেকে আমি একটি হরফও বর্ণনা করিনি। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বলেন, তিনি মিথ্যুক, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। **মানঃ متروك الحديث**। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৯৭)। (হাদীস্র নং ২৯৭, ৬৬৬, ১৩০১, ১৫৩২, ২৪৪১)

১৬৩. (রাবী নং ৪৩৬৬ তাঃ ৩৮২০) নামঃ আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম আল-কারশী আল-আদাবী আল-মাদীনী। বংশঃ আল-কারশী আল-আদাবী। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৮২ হিজরী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ৮৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৫৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইবনুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার উপর সকলে একমত। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, ইমাম তিরমীযী, আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী, আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/১১৪)। (হাদীস্র নং ২৩৮, ৫১৯, ১১৮৮, ২৪৪৩, ২৭৬৬)

১৬৪. (রাবী নং ৭৪৯৭, তাঃ ৫৯৫৮) নামঃ মাসলামাহ বিন আলী বিন খালফ। উপনামঃ আবূ সাঈদ, তিনি দিমাশক, শাম, খুশায়ন ও বায়তুল বালাত নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৮৯ হিজরী মারওয়াহ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি মধ্য যুগের ও ৮ম স্তরের রাবী। তার ৫২ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩৫ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার ব্যাপারে হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আর-বুরকানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ متروك الحديث। (তাহযীবুল কামালঃ ২/৫৬৭)। (হাদীস্র নং ৩৫১, ১৪৩৭, ২৪৪৪)

১৬৫. (রাবী নং ১৭৬৪, তা: ৬৭৪৫) নাম: ওয়ালীদ বিন আবুল ওয়ালীদ উস্মান আল-কারশী। উপনাম: আবূ উস্মান। উপাধি: ইবনু আবুল ওয়ালীদ। বংশ: আল-উমাবী আল-কারশী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২৬জন শিক্ষক ও ১৭জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯জন থেকে ও তার থেকে ১০জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো কিছু রেওয়ায়াতে স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনায় করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন সালিহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। **মান: স্রিকাহ। (তাহযীবুল কামাল:** ৩১/১০৭) (হাদীস্র নং ৭৩৫, ২৪৬১)

১৬৬. (রাবী নং ৪৭৯২ তা: ৩২৪৪) **নাম: আবদুল্লাহ** বিন খিরাশ বিন হাওশাব আশ-শায়বানী আল-হাওশাবী। **উপনাম:** আবূ জা'ফার, বংশ: আল-হাওশাবী, আশ-শায়বানী, আল-কূফী। তিনি কূফা শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৬১ হিজরী। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। **তার ৫ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়।** তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে **২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১** জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে **উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী** বলেন, তার হাদীস্র সংরক্ষিত নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, **তিনি কখনো কখনো হাদীস্র বর্ণনায়** ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে **কুফরি নয় এমন কোন** قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, **ইবনু আম্মার** তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি মিথ্যুক। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল: ১৪/৪৫৩)। (হাদীস্র নং ১০৩, ২৪৭২)

১৬৭. (রাবী নং ৩০৪৩, তা: ২০১৮) নাম: যুহায়র বিন মারযূক। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একটিই হাদীস্র, যা মু'যাল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আমি তাকে চিনি না। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল:** ৯/৪১৯) (হাদীস্র নং ২৪৭৪)

১৬৮. (রাবী নং ৩০১৮, তা: ১৯৯৬) নাম: যাকারিয়্যা বিন মানযূর বিন স্রা'লাবাহ বিন আবূ মালিক। উপনাম: আবূ ইয়াহইয়া, উপাধি: ইবনু আবূ মালিক। তিনি মাদীনাহ, হুলব ও রিক্কায় বসবাস করতেন। তিনি পেশায় একজন বিচারক/বিচারপতী ছিলেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ২২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন,তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ আহমাদ আল-আসকারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমার সাথীদেরকে বলতে শুনেছি তারা তাকে দুবল হিসেবে উল্লেখ করতেন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল:** ৯/৩৬৯) (হাদীস্র নং ২৪৮১, ২৭৫৬)

১৬৯. (রাবী নং ৭১৭৮, তা: ৫৪৬৮) নাম: মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিন আবূ মালিক আল-কুরাযী। উপাধি: ইবনু আবূ মালিক। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম

জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ দিকে ইশারা করেছেন যে, তিনি তার চাচা সা'লাবাহ বিন আবূ মালিক ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে যাকারিয়্যা বিন মানযূর ও মুহাম্মাদ বিন রিফাআহ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। মান: মাকবূল। (তাহযীবুল কামাল: ২৬/১২১) (হাদীস্র নং ২৪৮১)

১৭০. (রাবী নং ১০৫৯ তা: ৪৮৩) নাম: ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কী উপনাম: আবূ ইসহাক, উপাধি: মাক্কী। তিনি মক্কা ও বাসরায় বসবাস করতেন। তিনি রায় নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩৮ জন শিক্ষক ও ১০৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩০ জন থেকে ও তার থেকে ৪৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন আমরা তার দ্বারা দলীল পেশ করি না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন-নায়সাবূরী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা যাবে না। ইমাম বুখারী বলেন, ইবনুল মুবারাক ও ইয়াহইয়া বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি সর্বদা হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। **মান:** منكر الحديث। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩/১৯৮) (হাদীস্র নং ২৪৮, ৩০১, ১০৯১, ১১১৫, ১২৮৯, ২৪৮৬, ২৫৯৯, ২৬৬১)

১৭১. (রাবী নং ৭৬৮০, তা: ৬১৯৬) নাম: মানসূর বিন সুকায়র বিন সুমায়্যা আল-বাগদাদী। উপনাম: আবূ নাযর, তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার ঐ হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল তবে তার মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রয়েছে। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৮/৫৩৩) (হাদীস্র নং ২৪৮৭, ২৪৮৯)

১৭২. (রাবী নং ১০০৪, তা: ৪১৮) নাম: ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুহাজির আল-বাজালী আল-কূফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, আমি তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করিনি। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী, ইবনুল জারূদ, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তার মাঝে দুবলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে সামালোচনা রয়েছে, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩/৩৩) (হাদীস্র নং ২৪৯০)

১৭৩. (রাবী নং ৮৫৯৩, তাঃ ৭১৬১) নামঃ য়ূসুফ বিন মায়মূন আল-কুরাশী আল-মাখযূমী। উপনামঃ আবূ খুরায়ম, আবূ খুযায়মাহ। তিনি বাস্রাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তার হাদীস্রের মাঝে কোন সমস্যা দেখি না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ৩২/৪৬৮) (হাদীস্র নং ২৪৯১)**

১৭৪. (রাবী নং ৬৮২৮, তাঃ ৫১৩০) **নামঃ** মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস্র বিন যিয়াদ বিন রাবী' আল-হারিস্রী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর রাযী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি মুনকার। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি ইবনুল বায়লামানী থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াকূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ২৫/৩০)** (হাদীস্র নং ২৫০০, ২৫০১)

১৭৫. (রাবী নং ৭০৫৯, তাঃ ৫৩৯২) নামঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-বায়লামানী। উপাধিঃ ইবনুল বায়লামানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনা দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইযতিরাব করেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মুনকার। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাচববী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র আল-হুমায়দী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। **মানঃ** منكر الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৫৯৪) (হাদীস্র নং ২৫০০, ২৫০১)

১৭৬. (রাবী নং ৪২৭৩, তাঃ ৩৭৭৪) নামঃ আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী। উপাধিঃ ইবনু আবূ যায়দ, তিনি মাদীনা, হাররান ও বায়লামান শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ৮৫ হিজরী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার হাদীস্র মুনকার। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ১৭/৮)। (হাদীস্র নং ২৮৩, ১২৫১, ১৩৬৪, ২৫০০, ২৫০১)

১৭৭. (রাবী নং ৫৭৮৪, তাঃ ৪০৯২) নামঃ আলী বিন যবইয়ান বিন হিলাল বিন কাতাদাহ বিন হারব আল-আবাসী। উপনামঃ আবুল হাসান। তিনি হালব, বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। তিনি বাগদাদের বিচারপতি

ছিলেন। মৃত্যু: তিনি ১৯২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আয্দী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী এই হাদীস্রটি উল্লেখ করে বলেন, এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে কোথাও কিছু জানা যায় না। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবুদল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মান:** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল:** ২০/৪৯৬) (হাদীস্র নং ২৫১৪)

১৭৮. (রাবী নং ১৩৩৪, তা: ১৩১৫) নাম: হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব আল-কারশী আল-হাকিমী। উপনাম: আবূ আবদুল্লাহ। বংশ: আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করলেও তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সানাদে পরিবর্তন করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন,তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৬/৩৮৩) (হাদীস্র নং ১৬২৮, ২৫১৫, ২৫১৬)

১৭৯. (রাবী নং ৯২৫, তা: ৩২৬) নাম: ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন উমায়র। বংশ: আল-মাসউদী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র সহীহ নয়, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল: ২/৩৬৮)। (হাদীস্র নং ২৫৩০)

১৮০. (রাবী নং ৬২২৫, তা: ৪৫২৪) নাম: উমায়র। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ। **মান:** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামাল:** ২২/৩৯৪) (হাদীস্র নং ২৫৩০)

১৮১. (রাবী নং ৫৪০০, তা: ৩৬৫৮) নাম: উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনু মাওহিব আল-কারশী আত-তায়মী। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, বংশ: আল-কারশী আত-তায়মী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওষী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি স্বালিহ। আবূ ষুরআহ আর-রাষী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, অন্যত্র বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৮৪) (হাদীস্র নং ৯৪৬, ২৫৩২)

১৮২. (রাবী নং ৩৩৪৪, তাঃ ২২৯৫) নামঃ সাঈদ বিন সিনান আশ-শামী। উপনামঃ আবূ মাহদী। তিনি হিমস্র, ফিলিস্তিন ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বাষ্ষার বলেন, তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণণায় মুনকার ও দুর্বল। আবূ নাস্র বিন মাকূলা বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/৪৯৫) (হাদীস্র নং ১১২০, ২৫৩৭)

১৮৩. (রাবী নং ২১২৪, তাঃ ৯১৯) নামঃ জারীর বিন ইয়াষীদ বিন জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী। বংশঃ আল-বাজালী। তিনি শাম ও কূফা শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ ষুরআহ আর-রাষী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ৪/৫৫১) (হাদীস্র নং ৫৫১, ২৫৩৮)

১৮৪. (রাবী নং ২৪৪৫, তাঃ ১৪০৫) নামঃ হাফস্র বিন উমার বিন মায়মূন আল-আদানী। উপনামঃ আবূ ইসমাঈলম, উপাধিঃ আল-ফাররুখ। তিনি আয়লাহ, ইয়ামান ও স্বনআহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৩০ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণায় দুর্বল। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী ও আবুল ফারাজ ইবনুল জাওষী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কোন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ ষুরআহ আর রাষী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ষাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তিনি একজন খারাপ চরিত্রের মানুষ। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৪২) (হাদীস্র নং ২৫৩৯)

১৮৫. (রাবী নং ৮০৫, তা: ২২৪) নাম: ইবরাহীম ইবনুল ফাযল আল-মাখযূমী। উপনাম: আবূ ইসহাক। বংশ: আল-মাখযূমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুবল ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয় তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। **মান:** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামাল:** ২/১৬৫) (হাদীস্র নং ২৫৪৫)

১৮৬. (রাবী নং ৭১৬৮, তা: ৫৪৫৬) নাম: মুহাম্মাদ বিন উস্রমান বিন স্রাফওয়ান বিন স্রাফওয়ান বিন উমায়্যাহ বিন খালাফ আল-কুরাশী আল-জুমাহী। বংশ: আল-কুরাশী আল-জুমাহী। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৬/৮৪) (হাদীস্র নং ২৫৪৬)

১৮৭. (রাবী নং ৪০৭৩, তা: ৩০১৭) নাম: আস্রিম বিন উমার বিন হাফস বিন আসিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব। উপনাম: আবূ বাকর, আবূ উমার। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ২৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল জারূদ বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। হারূন বিন মূসা বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৩/৫১৭) (হাদীস্র নং ২৫৬২)

১৮৮. (রাবী নং ৭৯৪, তা: ১৪৬) নাম: ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন আবূ হাবীবাহ আল-আনস্রারী। উপনাম: আবূ ইসমাঈল। উপাধি: ইবনু আবূ হাবীবাহ। বংশ: আশহালী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার মাঝে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث

তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল ২/৪২) (হাদীস্র নং ৫৩২, ১০৩২, ২৫৬৪, ২৫৬৮)

১৮৯. (রাবী নং ৮৪২৮, তাঃ ৭০০১) নামঃ ইয়াষীদ বিন সিনান বিন ইয়াষীদ আত তামীমী আল-জাষারী। উপনামঃ আবূ ফারওয়াহ। উপাধিঃ বংশঃ আত তামীমী। জন্মঃ তিনি ৮১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাষীরাহ ও রাহা নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৭৪ বছর বয়সে ১৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫২ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাষী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/১৫৫) (হাদীস্র নং ২৫৮১, ২৮৩১)

১৯০. (রাবী নং ৩৮৯২, তাঃ ২৮৩৫) নামঃ স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন ষাইদাহ আল-লায়স্রী। উপনামঃ আবূ ওয়াকিদ উপাধিঃ আস্র স্বগীর। বংশঃ লায়সী। তিনি মদিনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাষী ও আবূ যুরআহ আর রাষী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুলায়মান বিন হারব আল-আষদী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও মুহাম্মাদ বিন উমার আল-ওয়াকিদী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৮৪) (হাদীস্র নং ২৫৮৬, ২৭৬৯)

১৯১. (রাবী নং ৪৩৩০, তাঃ ৩৭৭৯) নামঃ আবদুর রহমান বিন স্রা'লাবাহ আমর বিন উবায়দ বিন মিহস্রান আল-আনস্রারী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/২২) (হাদীস্র নং ২৫৮৮)

১৯২. (রাবী নং ২২৯২, তাঃ ১১১৩) নামঃ হাজ্জাজ বিন তামীম আল-জাষারী। তিনি ওয়াসিত ও জাষীরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার বর্ণনা নিরাপদ নয়। আবুল ফাতহ আল-আষদী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি মায়মূন বিন মিহরান থেকে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যার অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, আল-আষদী তাকে এককভাবে দুর্বল বলেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ৫/৪২৮) (হাদীস্র নং ১৩১৫, ২৫৯০)

১৯৩. (রাবী নং ৩২৪৪, তাঃ ২২০৭) নামঃ সা'দ বিন সাঈদ আল-মাকবূরী। উপনামঃ আবূ সাহল, উপাধিঃ ইবনু আবূ সাঈদ, আল-মাকবূরী। তিনি মাদীনাহ ও হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন

শিক্ষক ও ২১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি কাদারিয়্যা মতাবলম্বী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১০/২৬১) (হাদীস্ব নং ২৫৯৪)

১৯৪. (রাবী নং ৪১৪৪, তা: ৩০৯০) নাম: আব্বাদ বিন কাস্রীর আস্র-স্রাকাফী। বংশ: আস্র-স্রাকাফী। তিনি বাসরাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৬৭ জন শিক্ষক ও ৭৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্ব মিথ্যার সাথে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-বুরাকী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। **মান:** জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনাকারী। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৪/১৪৫) (হাদীস্ব নং ১৪৬২, ২৬০২)

১৯৫. (রাবী নং ১৫৪৯, তা: ৪৭৩৩) নাম: আল-ফাযল বিন দালহাম আল-ওয়াসিতী। তিনি ওয়াসিত ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাফিয ছিলেন না। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন,তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলন, তিনি দুর্বল। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৩/২২০) (হাদীস্ব নং ২৬০৬)

১৯৬. (রাবী নং ৬৭৫৪, তা: ৫৩০৫) নাম: মুহাম্মাদ বিন আবুয যয়ফ। উপাধি: ইবনু আবুয-যায়ফ। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৫/৪০৪) (হাদীস্ব নং ২৬০৯)

১৯৭. (রাবী নং ৮২২৭, তা: ৬৮৯৫) নাম: ইয়াহইয়া ইবনুল আলা' আল-বাজালী। উপনাম: আবূ সালামাহ, আবূ আমর। তিনি মাদীনাহ ও রায় নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ১৬০ হিজরীতে ফাওরযাদ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬৭ জন শিক্ষক ও ৪৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪২ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বিশর আদ দাওলাবী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল, তিনি তার জাল হাদীস্ব বর্ণনার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। মূসা বিন ইসমাঈল তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ

করেছেন। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ বলেন, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও জাল হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৪৮৪) (হাদীস্ব নং ২৬১৩)

১৯৮. (রাবী নং ১৮৯২, তাঃ ৭১০) নামঃ বিশর বিন নুমায়র আল-কুশায়রী। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়, তিনি মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল জুনায়দ আর রাযী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইযতিরাব করেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস্ব স্বাইগ বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন, তিনি মিথ্যুকদের অন্যতম। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/১৫৫) (হাদীস্ব নং ২৬১৩)

১৯৯. (রাবী নং ৮৪৪৯, তাঃ ৭০১৮) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/১৮২) (হাদীস্ব নং ২৬১৩)

২০০. (রাবী নং ৮৪১৯, তাঃ ৬৯৯০) নামঃ ইয়াযীদ বিন যিয়াদ। উপাধিঃ ইবনু আবূ যিয়াদ। তিনি দিমাশক ও শামে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল, তিনি মুনকার। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল–আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সাথে জড়িত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী ফিসক এর সাথে জড়িত। মুহাম্মাদ বিন আবুদল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/১৩৪) (হাদীস্ব নং ২৬২০)

২০১. (রাবী নং ৩৪২৫, তাঃ ২৪১২) নামঃ সুফইয়ান ইবনু আবুল আওজা'। উপনামঃ আবূ লায়লা, উপাধিঃ ইবনু আবুল আওজা'। তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্ব নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্ব প্রশিদ্ধ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল ও তার হাদীস্ব মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্বের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/১৭৬) (হাদীস্ব নং ২৬২৩)

২০২. (রাবী নং ৭৪৭৭, তাঃ ৭৪৫৯) নামঃ মুসলিম বিন উমার আল-কূফী। উপনামঃ আবূ আস্বিব। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তার হাদীস্ব উল্লেখ করে বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে উল্লেখ করে বলেন, তার অনুসরণ করা যাবে না। তাহরীরু

তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৫৮৪) (হাদীস নং ২৬৬৭)

২০৩. (রাবী নং ৪৫৩৪ তা: ৩৪১৬) নামঃ আবদুস সালাম বিন আবুল জুনূব আল-মাদীনী। উপাধিঃ ইবনু আবুল জুনূব। তিনি মদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তার রিওয়ায়ত থেকে কিছু বর্ণনা আছে যার অনুসরণ করা যাবে না তিনি মুনকার করেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৬৩)। (হাদীস নং ২৩১, ২৬৮৪)

২০৪. (রাবী নং ৭৬০৯, তা: ৬০৮৩) নামঃ মা'দী বিন সুলায়মান আল-বাসারী। উপনামঃ আবূ সুলায়মান, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি যখন এককভাবে বর্ণনা করবেন তখন তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলে, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২৮/২৫৮) (হাদীস নং ১১২৭, ২৬৮৭)

২০৫. (রাবী নং ৫১১৪, তা: ৩৬০২) নামঃ আবদুল্লাহ বিন মায়সারাহ আল-হারিসী। উপনামঃ আবূ ইসহাক, আবুল খালীল, আবূ আবদুল জালীল, আবুল ওয়ালীদ, আবূ লায়লা, আবূ জারীর। তিনি ওয়াসিত ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/১৯৬) (হাদীস নং ২৬৮৯)

২০৬. (রাবী নং ২৭৯, তা: ৭৫২২) নামঃ আবূ উক্কাশাহ আল-হামদানী। উপনামঃ আবূ উক্কাশাহ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৯৯) (হাদীস নং ২৬৮৯)

২০৭. (রাবী নং ২৮১৫, তা: ১৭৯৮) নামঃ দুরুসত বিন যিয়াদ। উপনামঃ আবুল হাসান, আবূ ইয়াহইয়া। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা

নেই। আবুল হাসায়ন বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুল ওয়াহহাব বিন গাসসান বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৮/৪৮০) (হাদীস্ব নং ২৭০০)

২০৮. (রাবী নং ৮৪৬৮, তা: ৭০৩৪) নাম: ইয়াযীদ বিন আওফ আশ শামী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৩/২২১) (হাদীস্ব নং ২৭০১)

২০৯. (রাবী নং ৪৫২৫, তা: ৩৪০৬) নামঃ আবদুর রহীম বিন যায়দ ইবনুল হাওয়ারী আল-আম্মী, উপনামঃ আবূ যায়দ, তিনি বাসরাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৮৪ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার অনেক হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন, তিনি তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে নিরবতা পালন করেছেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম বুখারী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামাল** ১৮/৩৪) (হাদীস্ব নং ৪১৯, ২৭০৩)

২১০. (রাবী নং ৩১২৭, তা: ২১০২) নামঃ যায়দ আল-হাওয়ারী আল-আম্মী। উপনামঃ আবুল হাওয়ারী, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩৪ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফারাজ আল-জাওযী তার মাওযুআত গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার তাকে স্বালিহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। হাসান বিন সুফইয়ান আন-নাসবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমাদের নিকট তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১০/৫৬)। (হাদীস্ব নং ৩৫৬, ৪১৯, ৪৬৯, ৮২৮, ২৭০৩)

২১১. (রাবী নং ১৫৯, তা: ৭৩২৬) নামঃ আবূ হালবাস। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-মিযযী বলেন, তিনি জাহিলদের একজন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৩/২৫৮) (হাদীস্ব নং ২৭০৫)

২১২. (রাবী নং ২৭৪০, তা: ১৭১৬) নামঃ খুলায়দ বিন দা'লাজ আবূ খুলায়দ। উপনামঃ আবূ উবায়স, আবূ হালবাস, আবূ আমর, আবূ উমার। উপাধিঃ ইবনু আবূ খুলায়দ। তিনি মাওস্বিল, হাররান, জাযীরাহ, বাস্‌রাহ, শাম ও কাদাস নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্ব দলীলহিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাউদ

আস সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৩০৭) (হাদীস্র নং ২৭০৫)

২১৩. (রাবী নং ৬৭০২, তাঃ ৫৭৬২) নামঃ মুবারাক বিন হাস্সান। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ য়ূনুস। তিনি বাস্রহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আয্দী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী ও আহমাদ বিন আবূ খায়সামাহ বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর এর মাঝে তার নাম উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/১৭৩) (হাদীস্র নং ২৭১০)

২১৪. (রাবী নং ২৪৩৭, তাঃ ১৪০৩) নামঃ হাফস্র বিন উমার বিন আবুল ইতাফ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আল-লায়স্রী তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। **মানঃ** منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৩৮) (হাদীস্র নং ২৭১৯)

২১৫. (রাবী নং ৫৯৫৪, তাঃ ৪২৪৪) নামঃ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ/উমার বিন সাঈদ। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৩৬৭) (হাদীস্র নং ২৭৩৬)

২১৬. (রাবী নং ৪৪৩৮, তাঃ ৩৮৯৭) নামঃ আবদুর রহমান বিন উস্রমান বিন উমায়্যাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ আস্র-স্রাকাফী। উপনামঃ আবূ বাহর, উপাধিঃ ইবনু আবূ বাকরাহ, বংশঃ আস্র-স্রাকাফী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৯৫ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৪ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, সকলে তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করিনি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ১৭/২৭১) (হাদীস্র নং ১২৮৯, ২৭৩৯)

২১৭. (রাবী নং ৬২৫৪, তাঃ ৪৫৪৪) নামঃ আওসাজাহ আল-হাশিমী। বংশঃ আল-হাশিমী। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ

আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী, আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র স্বহীহ নয়। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন কুতায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে তাহরীফ ও তা'বীল করতেন অর্থাৎ কম-বেশি করে বর্ণনা করতেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৪৩৪) (হাদীস্র নং ২৭৪১)

২১৮. (রাবী নং ৮২৪৮, তাঃ ৬৮০৮) নামঃ ইয়াহইয়া বিন হারব আল-মাদীনী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/২৬৫) (হাদীস্র নং ২৭৪৩)

২১৯. (রাবী নং ১৩৯১, তাঃ ১৭২৯) নামঃ আল-খালীল বিন আবদুল্লাহ। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আবদুল হাদী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৩৩৮) (হাদীস্র নং ২৭৬১)

২২০. (রাবী নং ৭৩৪০, তাঃ ৫৭১৩) নামঃ মুহাম্মাদ বিন ইয়া'লা আস-সুলামী। উপনামঃ আবূ আলী, আবূ লায়লা। উপাধিঃ যুনবূর। বংশঃ আস-সুলামী। তিনি বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ২০১ হিজরী। তিনি জহমিয়াহ মতাবলম্বী ছিলেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি জাহমিয়াহ মতাবলম্বী ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, আমি তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করেছি, মানুষেরা তার হাদীস্র বর্জন করেছে, তিনি জাহমিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-খাতীবুল বাগদাদী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আল-হামদানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ২৭/৪৫) (হাদীস্র নং ১২৪২, ২৭৬৮)

২২১. (রাবী নং ৫৯১৬, তাঃ ৪২৫৯) নামঃ উমার বিন সুবহ বিন ইমরান। উপনামঃ আবূ নুআয়ম। তিনি সামারকান্দ ও খুরাসানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ২২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কুফরী নয়ং এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা স্বিকাহ রাবীর বিপরীতে জাল হাদীস্র বর্ণনা করতো তিনি তাদের একজন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইসহাক বিন রাহওয়ায় তাকে মিথ্যুক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাবত ইবনুল

আজামী বলেন, তিনি স্বিকাহও নয় আবার নির্ভরযোগ্যও নয়, তিনি জাহিলদের একজন। **মানঃ** متروك الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৩৯৬) (হাদীস্র নং ২৭৬৮)

২২২. (রাবী নং ৩৩১৬, তা: ২২৫৭) নামঃ সাঈদ বিন খালিদ বিন আবুত-তাবীল। উপাধিঃ ইবনু আবুত তাবীল। তিনি শামে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মুনকার সূত্রে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না ও দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাত দিয়ে একাধিক জাল হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালীগত ফিসক এর সাথে জড়িত। **মানঃ** متروك الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ১০/৪০২) (হাদীস্র নং ২৭৭০)

২২৩. (রাবী নং ৫৬৫৪, তা: ৩৯৬৫) নামঃ উফায়র বিন মা'দান আশ-শামী। উপনামঃ আবূ মা'দান, আবূ আইয। তিনি হিমস্র ও হাযরামাওতে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১৬৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়ী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দুহায়ম আদ দিমাশকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব বিন শাবূর বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। **মানঃ** منكر الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ২০/১৭৬) (হাদীস্র নং ২৭৭৮)

২২৪. (রাবী নং ২৭৭৭, তা: ১৭৮৪) নামঃ দাউদ ইবনুল মুহাব্বার বিন কাহযাম বিন সুলায়মান বিন যাকওয়ান। উপনামঃ আবূ সুলায়মান। তিনি বাস্‌রাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন এবং বাগদাদেই ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৭১ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করতেন। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নাস্র বিন মাকূলা তার হাদীস্রকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত ও জাল হাদীস্র বর্ণনার দিকে থেকে সবার নিকট পরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনাকারী। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৪৪৩) (হাদীস্র নং ২৭৮০)

২২৫. (রাবী নং ৫০০, তা: ১২৮) নামঃ আহমাদ বিন ইয়াযীদ বিন রাওহ আদ-দারী। তিনি ফিলিস্তিন ও কাদাস নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি দ্বাদশ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য

পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, তাকে কেউ তাওস্বীক করেনি। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১/৫২১) (হাদীস্র নং ২৭৯১)

২২৬. (রাবী নং ৭১৭৬, তা: ৫৪৭১) নাম: মুহাম্মাদ বিন উকবাহ আল-কাযী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৬/১২৭) (হাদীস্র নং ২৭৯১)

২২৭. (রাবী নং ৫৬৫৮, তাকরীবুত তাহযীব: ৪৬৫৭) নাম: উকবাহ আশ শামী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাকরীবুত তাহযীব:** ২/৩৯৬) (হাদীস্র নং ২৭৯১)

২২৮. (রাবী নং ৬৯৫৯, তা: ৫২০৫) নাম: মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান আল-আয্দী। তিনি তাহিয়াহ ও বাস্রায় বসবাস করতেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৫ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ রাবী থেকে মুনকার করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (তাহযীবুল কামাল: ২৫/১৮০)। (হাদীস্র নং ৩৪১, ২৭৯৪)

২২৯. (রাবী নং ৮০৬৭, তা: ৬৬২০) নাম: হিলাল বিন আবূ যায়নাব। উপাধি: ইবনু আবূ যায়নাব। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বললেও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার হাদীস্র সহীহ নয়, আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ দাউদ আস সাজিসতানী বলেন, তার থেকে ইবনু আওন ছাড়া অন্য কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেছে এ মর্মে আমার জানা নেই। **মান:** স্রিকাহ। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩০/৩৩৬) (হাদীস্র নং ২৭৯৮)

২৩০. (রাবী নং ৫৭৫, তা: ৫২৩) নাম: আশআস্র বিন সাঈদ আল-বাস্রারী আস-সাম্মান। উপনাম: আবূ রাবী', তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকহ নয়, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-

ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। হুশায়ম বিন বুশায়র আল-ওয়াসিতী বলেন, তিনি মিথ্যুক ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তিনি দুর্বল। মানঃ متروك الحديث। (তাহযীবুল কামালঃ ৩/২৬১) (হাদীস্র নং ১০২০, ২৮১০)

২৩১. (রাবী নং ৪৭৪১, তাঃ ৩১৮১) নামঃ আবদুল্লাহ বিন বুসর। উপনামঃ আবূ সাঈদ, আবূ সা'দ, উপাধিঃ ইবনু আবূ ইয়াস। তিনি হিমস্র, বাস্রাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাঊদ আস সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন ইয়াহইয়া আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৩৩৫) (হাদীস্র নং ২৮১০)

২৩২. (রাবী নং ৫৫৬১, তাঃ ৩৮৬৭) নামঃ উস্রমান বিন নুআয়ম আর-রুআয়নী। তিনি মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে স্বালিহ বলেছেন। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৫০০) (হাদীস্র নং ২৮১৪)

২৩৩. (রাবী নং ১৬৭৬, তাঃ ৬১৪৫) নামঃ মুগীরাহ বিন নাহীক। তিনি মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে উস্রমান ছাড়া অন্য কাওকে হাদীস্র বর্ণনা করতে দেখিনি। **মানঃ (তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৪০৭) (হাদীস্র নং ২৮১৪)

২৩৪. (রাবী নং ৩৬৬০, তাঃ ২৬০০) নামঃ হুসায়ন বিন দাঊদ আল-মুস্রায়স্রী। উপনামঃ আবূ আলী, উপাধিঃ সুনায়দ, তিনি বাগদাদ ও মুস্রায়স্রাহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৩৩ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২১ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, অন্যত্র বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো স্বিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। মানঃ মাকবূল। (তাহযীবুল কামালঃ ১২/১৬১) (হাদীস্র নং ১৩৩২, ২৮২৩)

২৩৫. (রাবী নং ২৯৯১, তাঃ ১৯৫৩) নামঃ যাব্বান বিন ফায়িদ আল-মিস্রী। উপনামঃ আবূ জুওয়ায়ন। তিনি মিস্রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বালিহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক মুনকার করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া বলেন তিনি আমাদের নিকট মুনকার। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। মানঃ আদালাত ও স্বিলাহাত এর সাথে দুর্বল। (তাহযীবুল কামালঃ ৯/২৮১) (হাদীস্র নং ১১১৬, ২৮২৪)

২৩৬. (রাবী নং ১৩৬৯, তাঃ ৭৪১২) নামঃ আবূ উসামাহ আল-আমিলী। উপনামঃ আবূ সালামাহ। তিনি হিমস্র, আরদান ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের

মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ মুসহির আল-গাসসানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার সথে অভিযুক্ত। ইমাম যহাবী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি বানোয়াট হাদীস্র বর্ণনা করেন। **মানঃ** জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনাকারী। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৩৭৯) (হাদীস্র নং ২৮২৭)

২৩৭. (রাবী নং ৬৬৩৭, তা: ৫০১৪) নামঃ লাহীআহ বিন উকবাহ। উপনামঃ আবূ ইকরিমাহ। তিনি হাযরামাওত ও মিসরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ১০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তাকে স্বিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি সত্যবাদী, আযদীর কওল 'তিনি দুর্বল' একথা ব্যতীত তার কোন দুর্বলতা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। **মানঃ** সত্যবাদী ও হাদীস্র বর্ণনায় হাসান। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/২৫২) (হাদীস্র নং ২৮২৯)

২৩৮. (রাবী নং ৭৫২৮, তা: ৫৯৯৮) নামঃ মাতার বিন মায়মূন। উপনামঃ আবূ খালিদ, উপাধিঃ ইবনু আবূ মাতার। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবেনা। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি কুফরী নয় এমন কওলী বা আমালী কোন ফিসক এর সাথে জড়িত। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী বলেন, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর বরাত দিয়ে একাধিক জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** জাল (বানোয়াট) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৫৮) (হাদীস্র নং ২৮৩৪)

২৩৯. (রাবী নং ৩৮৪৯ তা: ২৭৯৫) নামঃ স্বালিহ বিন আবুল আখযর আল-ইয়ামামী। উপাধিঃ ইবনু আবুল আখযর। তিনি ইয়ামামাহ ও বাস্রায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি বাস্রায় ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৩৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি যামআহ বিন স্বালিহ থেকে উত্তম। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইমাম তিরমিযী ও আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমার সাথীদের বলতে শুনেছি যে, তারা তাকে দুর্বল বলেছেন। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল** ১৩/৮) (হাদীস্র নং ৫৮৯, ১০৯৮, ২৮৪৩)

বিভিন্ন রাবীদের স্তর পরিচিতি

১ম স্তরঃ الصحابة (সাহাবী)।

২য় স্তরঃ ثقة ثقة أو ثقة حافظ (স্বিকাহ স্বিকাহ অথবা স্বিকাহ হাফিয)

৩য় স্তরঃ ثقة أو متقن أو عدل (স্বিকাহ অথবা নির্ভরযোগ্য অথবা ন্যায়পরায়ণ)

৪র্থ স্তরঃ صدوق أو لا بأس به (সত্যবাদী অথবা তার মাঝে কোন সমস্যা নেই)

৫ম স্তরঃ صدوق سيئ الحفظ او يهم (সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল অথবা হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)

৬ষ্ঠ স্তরঃ مقبول (মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য)

৭ম স্তরঃ مجهول الحال أو مستور (অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত)

৮ম স্তরঃ ضعيف (দুর্বল)

৯ম স্তরঃ لم يوثق أو مجهول (অপরিচিত অথবা তাকে কেউ স্বিকাহ বলেননি)

১০ম স্তরঃ متروك أو واهى أو ساقط (প্রত্যাখ্যানযোগ্য অথবা দুর্বল অথবা পরিত্যাজ্য)

একাদশ স্তরঃ إتهم بالكذب (মিথ্যার অভিযোগে অবিযুক্ত)

দ্বাদশ স্তরঃ كذاب **(মিথ্যুক)**

গ্রন্থপঞ্জী

১. সহীহুল বুখারী- আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী, দারু তূকিন নাজাত।

২. সহীহ মুসলিম- আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ বিন মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নীসাপুরী, দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী-বায়রূত।

৩. জামি' আত তিরমিযী- মুহাম্মাদ বিন ঈসা আবূ ঈসা আত তিরমিযী আস-সুলামী, শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবাআহ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী-মিসর।

৪. সুনান আবূ দাউদ- সুলায়মান বিন আশআস্র আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী আল-আয্‌দী, দারুল ফিক্‌র।

৫. সুনান নাসায়ী- আহমাদ বিন শুআয়ব আবূ আবদুর রহমান আন-নাসায়ী, মাকতাবাতুল মাতবূআত আল-ইসলামিয়্যাহ, হালব।

৬. সুনান ইবনু মাজাহ- মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আবূ আবদুল্লাহ আল-কায্‌বীনী, দারুল ফিকর, বায়রূত।

৭. মুসনাদ আহমাদ- আহমাদ বিন হাম্বাল, মুওয়াসসাতুর রিসালাহ।

৮. মুআত্তা মালিক- মালিক বিন আনাস, মুওয়াসসাতু যায়দ বিন সুলতান আলে নাহয়ান।

৯. সুনান দারিমী- আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবূ মুহাম্মাদ আদ-দারিমী, দারুল কিতাব আল-আরাবী বায়রূত।

১০. সুনান আদ দারাকুতনী- আলী বিন আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী আল-বাগদাদী, মুআসসাসাতুর রিসালাহ বায়রূত লিবানন।

১১. শারহুস সুন্নাহ- আল-হুসায়ন বিন মাসঊদ আল-বাগাবী, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দিমাশক, বায়রূত।

১২. মু'জামুল আওসাত- আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমাদ আত তাবারানী, দারুল হারামায়ন আল-কাহিরাহ।

১৩. মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক- আবূ বাক্‌র আবদুর রায্‌যাক বিন হাম্মাম আস সনআনী। আল-মাকতাবুল ইসলামী, বায়রূত।

১৪. আল-ফাওয়াইদ-আবুল কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল জুনায়দ আর রাযী। মাকতাবুর রাশিদ, আর রিয়াদ।

১৫. কিতাবুল ঈয়াল- আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন সুফয়ান বিন কায়স- দারু ইবনিল কায়্যিম, দাম্মাম।

১৬. স্বহীহ আত তারগীব- আল্লামাহ মুহাম্মাদ নাস্বিরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাতুল মাআরিফ
১৭. বায়হাকী ফিস-সুনান ও বায়হাকী ফিশ-শুআব- আবূ বাক্‌র আহমাদ বিন হুসায়ন আল-বায়হাকী
১৮. তাহযীবুল কামাল- ইউসুফ বিন যাকী আবদুর রহমান আবুল হাজ্জাজ মিয্‌যী, মুওয়াসসাতুর রিসালাহ-বায়রূত
১৯. তা'লীকুর রগীব
২০. স্বহীহ তারগীব
২১. ইরওয়া'উল গালীল
২২. স্বহীহ আবী দাউদ
২৩. তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব
২৪. সিলসিলাতু আহাদীস্ব আস্ব-স্বহীহাহ
২৫. সিলসিলাতু আহাদীস্ব আদ-দঈফাহ
২৬. মিশকাতুল মাস্বাবীহ
২৭. রওদুন নাদীর
২৮. হাকিম ফিল মুসতাদরাক
২৯. আত তা'লীক আলা ইবনু খুযায়মাহ
৩০. মুখতাস্বার শামাইল
৩১. আদাবুয যিফাফ
৩২. গায়াতুল মারাম
৩৩. আল-আদাব
৩৪. দঈফ আল-জামি'
৩৫. আর-রাদ্দু আলা বালীক
৩৬. তাখরীজ আল-মুখতার
৩৭. খুতবাতুল হাজাহ
৩৮. তাখরীজু কালিমুত তায়্যিব
৩৯. দিফাউন আনিল হাদীস্ব
৪০. হিজাবুল মারআহ
৪১. আস-স্বহীহ
৪২. আত-তা'লীকু আলার-রাওদ
৪৩. তাখরীজুল ঈমান
৪৪. আত-তা'লীকু আলার রাওদাতুন নাদিয়্যাহ
৪৫. আল-আহকাম
৪৬. স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব
৪৭. আহকামুল জানাইয
৪৮. ইবনুল জারূদ
৪৯. ইবনু হিব্বান
৫০. দঈফ আবূ দাউদ
৫১. যিলালুল জান্নাহ
৫২. আত-তহাবী
৫৩. আল-জামি'
৫৪. স্বহীহ আল-জামি' আস্ব-স্বগীর
৫৫. আত-তা'লীকু আলাত তানকীল
৫৬. হুজ্জাতুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
৫৭. শুআবুল ঈমান
৫৮. মা'রিফাতুস সাহাবাহ- আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী

তৃতীয় খণ্ডের পর্বভিত্তিক সূচী নির্দেশিকা

২৮৮২নং হাদীস থেকে ৪৩৪১নং হাদীস পর্যন্ত মোট ১৪৬০টি হাদীস

Contents

Arabic to Bengali
تحقيق
سنن ابن ماجه
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
مطبعة التوحيد للطباعة والنشر